যাদু বিজ্ঞান

প্রথম খণ্ড

অশোক রায়

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ, ১৩৭৩

প্রকাশক
শ্রীঅশোক রায়
১৫-এ, দেবেন্দ্র ঘোষ রোড,
কলিকাতা ৭০০০২৫।

চিত্রকর
শ্রীচিন্তাহরণ মালো,
(ওরফে যাদুগীর আলাদেন)
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

মুদ্রাকর
শ্রীবীরেন্দ্র কুমার বন্দোপাধ্যায়
সমবায় প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩।২, শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

বাঁধাই
আর, ডি, বাইণ্ডার্স
১৮০, বি, বি, গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

ব্লক
দি পাইওনিয়ার ষ্টিরিওটাইপ কোং
৬৪-এ, লেনিন সরণী,
কলিকাতা-৭০০০১৩।
ও
এ. টি. প্রসেস
৩৩।২, শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

মূল্য—পঞ্চাশ টাকা

প্রতারণা সমর্থ জনে বিদ্যয়া কিং প্রয়োজনম্ ।

প্রতারণাসমর্থ জনে বিদ্যয়া কিং প্রয়োজনম ॥

কৃষ্টিমূলক সৃষ্টিতে বাঙালী এদেশে দেবদূতের মত চিরকালই অগ্রণী। যাদু বিদ্যায় বাঙালীর অনুশীলন ও উন্নয়ন এই বিংশ শতাব্দীতেও অপ্রতিহত।

এ কালে যাদুবিদ্যার চর্চায় ভাঁটা না পড়লেও এই মহাবিদ্যা যাতে কূলপ্লাবিনী জোয়ারে জনগণমোহন হয়ে ওঠে সেই উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থখানি ভবিষ্যৎ যাদুকরদের উৎসর্গ করলাম। জয়োস্তু।

শ্রীঅশোক রায়

বিভেদ যতই করি মিথ্যা আর সত্যি,
কম বেশী মিশে হয় রস উৎপত্তি।
ঝাল নুন টক মধু কোনটা যে মিথ্যে
সে বোধ থাকে না আর যাদুর মাহাত্ম্যে।

সূচী

পরিভাষা

Alternate	একান্তর
Black-art well	কৃষ্ণকলার গহ্বর
Fake, Gimmick	সহায়ক
Finger palm	আঙ্গুল বন্দী
Force (-ing)	নিয়ন্ত্রণ
Holder	ধারক
Injog, Outjog	দেগে দেওয়া, দেগে রাখা
One ahead system	একাগ্রসর প্রথা
Palm (-ing)	করায়ত্ত
Pass	বিবর্তন
Prearrangement, Set-up	সজ্জাতুরঙ্গ
Servante	টেবিল-ঝোলা
Shuffle (-ing)	বিভাজন
Sleight of hand	হস্তলাঘব
Stand	দাঁড়
Substitution, Change, Switch	প্রবর্তন
Transference	আবর্তন

ভূমিকা

আপাত দৃষ্টিতে যাদুক্রীড়া মন্ত্রবলে সাধিত অলৌকিক ঘটনা মাত্র মনে হয়। বারংবার দেখেও এবং অনেক আত্মারাম সরকারের তত্ত্ববোধিনী প্রচার প্ররোচনাতেও আপামর জনগণের কারও এখন পর্যন্ত আদিম ধারণার পরিবর্তন হল না যে অন্যান্য বিদ্যা তথা চারুকলার অন্তর্গত যাদুবিদ্যাও বিরাট সাধনা ও অপরিসীম অধ্যবসায়েই অনায়াস-সাধ্য করা হয়। বৈজ্ঞানিক বড় বড় আবিষ্কারগুলিও যেমন অতি নগণ্য ব্যাপার থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, যাদুকরী কলাও তেমনই প্রকৃতির সহজ সরল নীতির সুচতুর প্রয়োগেই সৃষ্ট হয়েছে। প্রকৃতির সর্বজনজ্ঞাত সাধারণ নিয়মগুলির অ-সাধারণ প্রয়োগ নৈপুণ্যই যাদুবিদ্যার কলা-কুশলতার প্রধান সহায়।

ফলিত যাদুবিদ্যার উপায়গুলি যথোচিত প্রয়োগ হলেই মোহিনী শক্তির বিকাশ হয়। যাদুর এই মোহিনী শক্তি বিস্তারের অন্তর্নিহিত গূঢ় তথ্য এই গ্রন্থে যথাসাধ্য উন্মোচন করার প্রয়াস হয়েছে। সত্যসন্ধানিদের ও শিক্ষার্থিদের আগে-ভাগেই সতর্ক করতে বাধ্য যে, যাদুবিদ্যার জ্ঞানার্জনে ও যাদুক্রীড়ার প্রদর্শনে অনেক ব্যবধান। সুতরাং জ্ঞানে ও কর্মে যাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করা যায়, এই গ্রন্থে যাদুবিদ্যার জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড অভিনব রীতিতে কর্ম তৎপর অবস্থায় বচন-বিন্যাস সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে ও ভুল ভ্রান্তি সম্বন্ধে সতর্কও করা হয়েছে। মনে রাখা দরকার যে প্রয়োগ নৈপুণ্যের সাবলীলতা ও প্রকাশ ভঙ্গির স্বাভাবিকতা যাদুক্রীড়াকে ক্রীড়ার ঊর্ধ্বে অলৌকিক দর্শনীয় বস্তুতে উন্নীত করে।

যে-বাংলা, বা অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ, একদা তন্ত্রশাস্ত্রের গৌরবে বেদজ্ঞ আর্যদেরও যুগ যুগান্তর ধরে তটস্থ রেখেছিল, সেই অঞ্চলে যাদুবিদ্যার নির্ভরযোগ্য পুঁথি দুর্লভ দেখে এই গ্রন্থখানি প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছি। যে কোনও বৈজ্ঞানিক বিষয় শিক্ষার সময় প্রতিটি পাঠ কাজে করেই শিখতে হয়। যাদুবিদ্যাও পড়ে ও করে শেখা দরকার। যাদু বিজ্ঞান-নির্ভর বিদ্যা কিন্তু যাদু প্রদর্শন চারুকলার আওতায় পড়ে। এই বিচারে এই গ্রন্থটির নাম যাদু বিজ্ঞান রাখা হয়েছে।

একালীন সর্ব প্রকার জাতীয় ঐতিহ্যের প্রবর্তন ও উন্নয়ন প্রচেষ্টায় আমার এই সামান্য উদ্যম যদি অদূর ভবিষ্যতে শত সহস্র যাদুকর ও যাদু-রসিকের লালনে পালনে ও পরিবর্ধনের সহায় হয় তা হলেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বুঝব।

নমো নটনাথায়

শ্রীঅশোককান্তি



গ্রন্থকার শ্রীঅশোক রায়

প্রথম অধ্যায়

যাদুর মর্মবাণী

রহস্যময়ী যাদুক্রীড়ার বিধি ও ব্যবস্থাপনায় একটি উদ্দেশ্যই মুখ্য যে এর করণীয় অংশ নিতান্তই সরল ও অনায়াসসাধ্য। এই সারল্যই দর্শকদের পক্ষে সমস্যা সমাধান দুরূহ করে তোলে ও দর্শকদের মন যাদুক্রীড়ার অঘটন-ঘটন-পটিয়সী বিহ্বলতায় বিমূঢ় হয়ে যায়। ফলে, জটিলতর সমাধানের আবর্তে অধিকতর বিস্মিত ও বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে। এই বিস্ময়ের উপাদানে, এই রহস্যের গোলকধাঁধার আলোড়নে হকচকিয়ে দেওয়াই যাদুকরের কৃতিত্বের একমাত্র লক্ষ্যস্থল। সুদীর্ঘ মহড়ার ফলে এবং বারংবার চেষ্টা যত্নের ফল-স্বরূপ এই যাদুকরী দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। জনগণ যাদুক্রীড়ায় এত বিভ্রান্ত, এত বিমোহিত, কেন যে হয় তা সহজেই বুঝা যায় যখন দেখা যায় যে, অসম্ভব অনায়াসে সম্ভব হচ্ছে দেখলে মানুষের দুরপনেয় দুরাকাঙ্খাও অসাধ্য নয় প্রতীয়মান হতে থাকে। তা হলেই দেখা যাচ্ছে যে যাদুক্রীড়া-মাত্রেই, যা সচরাচর হয় না, তাই বিনা চেষ্টায় হচ্ছে প্রতিপন্ন করা। যাদুক্রীড়ার এই অলৌকিক মাহাত্ম্য দর্শকের মতিভ্রম ঘটায়। এই ভ্রম যাদুর কুহকিনী শক্তির বিস্তারেই স্ফুরিত হয়ে ওঠে যা দর্শকজনের বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে সুস্পষ্ট রেখায় উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে। যাদুতে অসম্ভবকে সম্ভব করা হয় বলেই দর্শক চিত্তে ধোঁকা ও ভ্রান্তির উদ্রেক করে তাই সহজ সরল ব্যাখ্যায় যাদুকরী ঘটনার কার্য কারণের বিচার বোধ লোপ পায় ও জটিল সমাধানের দুর্বোধ্য রন্ধ্রে পথ হারায়। এই কারণেই যাদুর তথ্য জটিল হওয়ার চেয়ে সহজ হওয়া শুধু বাঞ্ছনীয়ই নয়, সর্বদাই অভিপ্রেত। মশা মারতে যেমন কামান দাগা বৃথা বাহাড়ম্বর; যাদুক্রীড়া দেখাতে তেমনই নিষ্প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক ও কায়িক কুশলতার প্রয়োগও নিরর্থক আতিশয্য।

যে সহজ উপায় সাবলীলভাবে করে গেলে সর্বাত্মক ভ্রমোদ্রেক করা সম্ভব সেই শিক্ষা যাতে পাওয়া যায় তাকেই যাদুবিদ্যা বলে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় মানুষের মন যা বিচার বিবেচনা করে থাকে সেই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়ের কার্যকরী সীমা সম্বন্ধে যাদুবিদ্যা অতিমাত্রায় সচেতন বলে মানুষের বুদ্ধিকে বিপথগামিনী করতে সমর্থ। তাই যাদুকর হতে হলে ইন্দ্রিয়

চেতনা ও মানসিক বোধ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান রাখা দরকার। কার্য কারণের বিচারে অনুসন্ধিৎসু ও বিশ্লেষণী মানব মনে ভ্রমোদ্রেক করাই যাদুবিদ্যার কলা কুশলতা। বুদ্ধি বিভ্রান্ত করার চক্রান্তেই চারুশিল্পের উদ্ভব। চারুশিল্পের এই খোলাখুলি মতলবে মানুষের মনে হুঁশ এনে দেয় যাতে ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ আস্থা না রেখে অতিরিন্দ্রিয় জ্ঞানোপার্জনে উদ্যোগী হয়ে ওঠে।

ভ্রমোদ্রেক করার শ্রেষ্ঠ সহায় বাণী। কণ্ঠস্বর ছাড়া মানুষের মনোহরণ করার আর কোনও সুগম উপায় নেই। বাগ্মীর ব্যাখ্যায় বিমুগ্ধ জনগণ কি ভাবে হ্যাঁ ও নার মধ্যে দোলায়মান হয় তা সেক্সপীয়ারের জুলীয়াস সীজার নাটকে ব্রুটাস ও এণ্টোনিওর ভাষণে দেখান হয়েছে। আধুনিক জটিল দেওয়ানী মামলায় দুপক্ষের ওকালতি সওয়ালে সাধারণ লোক ফাঁপরে পড়ে আর বিচারপতির রায় পড়ে ঘটনার যথার্থ তথ্য সহজেই উদ্ঘাটিত হয়ে যায়। বাগ্মিতা অনায়াসেই প্রমাদ ঘটাতে পারে বলে যাদুকরের পক্ষে এ গুণটি বিশেষ ভাবেই আয়ত্ত করা দরকার।

বচন বিন্যাসে যেমন লোকের মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও বিষয়ান্তরে পরিচালিত করা যায়, বক্তার পক্ষে ঐ সঙ্গে অভিনয়ের সাহায্যে মনোভাবও গোপন রাখা সম্ভব। যাদুকর শুধু যে যাদুক্রীড়ার গুপ্ত প্রয়োগবিধিই গোপন রাখে তা নয়, নিজের মনোভাবও সর্বতোভাবে লুকিয়ে ফেলে, নইলে যাদুক্রীড়ার সফল ও প্রত্যাশিত রূপায়ণ অসম্ভব।

আননই মানসের মুকুর বিশেষ একথা শুধু প্রবাদ নয়, সর্বজনগ্রাহ্য সত্য। প্রত্যেকেরই মনের ভাবাবেগ, কাম ক্রোধ মোহ লোভ মদ মাৎসর্য হর্ষ দুঃখ লজ্জা আনন্দ বিষাদ হতাশা বিস্ময় প্রভৃতি, অন্তরে উৎপন্ন হওয়া মাত্রই শিরা উপশিরায় খর বেগে প্রবাহিত হয়ে মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কাজেই সব সাধারণের অজ্ঞাতসারে যে ক্রিয়াগুলি যাদুকরের করণীয় সেগুলি নিষ্পন্ন করার সময় কাজের দিকে মনঃ সংযোগ করলে স্বভাবতই চোখের দৃষ্টিতে ঈষৎ আত্মমগ্ন ভাব পরিলক্ষিত হয়। এটা যাতে কারও নজরে, এ রকম বিষয়ান্তরে অভিনিবেশের ভাব, ধরা না পড়ে সেজন্য বারংবারের চেষ্টায় এই তন্ময়ভাব সম্পূর্ণ বিলোপ করে নিতে হয়। এই মানস লোকের প্রকৃতিজ অভিব্যক্তি গোপনের দক্ষতাই যাদুবিদ্যার প্রথম শিক্ষণীয় বিষয়।

বচন দিয়ে যেমন লোকের মন বিশেষরূপে আকৃষ্ট করা যায় তেমনই অভিনয় দ্বারাও নিজের মনোভাব গোপন রাখা সম্ভব। যাদুকর শুধুই যে

ক্রিয়া সম্পাদনই গোপন করে তা নয়, নিজের বিষয়ান্তরে মনোযোগ স্থাপনও সশঙ্কচিত্তে লুকায়, তাই তাকে অভিনয়ের নিপুণতাও আয়ত্ত করতে হয়। যাদুকরের খেলা দেখবার মধ্যে অভিনয় কোথায় ও কিভাবে প্রয়োগ হয় তা অনেকেরই সপ্রশ্ন সংশয়ের বিষয় হতে পারে বলেই জনৈক স্বনামধন্য যাদুকরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত সুচিন্তিত অভিমত উদ্ধৃত করতে হচ্ছে। বর্তমান যাদুকরী রীতির প্রবর্তক মঁসিয়ে রবার্ট হুডিন বলেছেন যে যাদুক্রীড়ায় প্রদর্শক হচ্ছেন নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ নাটকীয় রূপদাতা শিল্পী মাত্র। এই মন্তব্যটি গভীর ভাবে মনন ও উপলব্ধি করার অনিবার্য প্রয়োজন তাদেরই যারা যাদুকর হবার দুরাকাঙ্খা পোষণ করে।

যাদুর খেলা যে আগাগোড়াই এক টানা অভিনয় তা কারও চোখে পড়ে না। এটা লক্ষ্য না হবার একমাত্র কারণই হচ্ছে যে যাদুকরের অভিনয়েও যাদুকরী চাতুর্য প্রযুক্ত থাকে, ভাষান্তরে যাকে স্বাভাবিকতা আখ্যা দেওয়া যায়। অভিনয়ের ব্যঞ্জনাকেও স্বাভাবিকতায় সরল করার দরুণ যাদুকরের নাটকীয় চালচলন চোখে ঠেকে না। রহস্যময়ী যাদুক্রীড়ার চমক-লাগান সমাপ্তিতে দর্শক-সাধারণের সহজ বুদ্ধি প্রদর্শিত ক্রিয়ার রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হওয়ায় ক্রীড়া সম্পাদনের উপায় ও তদুদ্দেশ্যে প্রযুক্ত নাটকীয় কলার প্রয়োগ লক্ষ্য করার অবকাশ পায় না। কি চমৎকার অভিনয় চাতুর্যে তাক্-লাগান ভেল্কি খেলান হয় তা উদাহরণ দিয়েই সহজ বোধ্য করা চলে।

মনে করা যাক একটা টাকা অন্তর্হিত করা দরকার। যাদুকর ডান হাতে টাকাটি নিয়ে বাঁ হাতে রাখছে। বস্তুতঃ মুদ্রাটি ডান হাতেই রয়ে গেল আর বাঁ হাতের বদ্ধমুষ্টি শূন্য থাকলেও এমন একটা ভাব করা হল যাতে মনে না হয়ে উপায় নেই যে বাঁ হাতেই মুদ্রাটি রয়েছে। এই বাঁ হাতে টাকা রাখার ব্যাপারে যাদুকর ডান হাতের টাকা বাঁ হাতে ফেলার ও বাঁ হাতে টাকা পড়ার এমন নিখুঁত অভিনয় করে যাতে দর্শকমাত্রেরই দর্শন ইন্দ্রিয়ের প্রত্যয় হয় যে টাকাটি বাঁ হাতেই পড়েছে ও আছে। নাটকীয় ব্যঞ্জনা মাত্রেই যথেষ্ট আতিশয্য-দোষে পুষ্ট কিন্তু যাদুকরের অভিনয়ে এই বাড়াবাড়ি অপেক্ষাকৃত মৃদু প্রতীয়মান হওয়াতে স্বাভাবিক ক্রিয়ারূপেই প্রতিভাত হয়। এই কুশলতাই যাদুকরের অভিনয় পটুতা।

প্রদর্শকের ভ্রূ ভঙ্গী ও লোচন ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে হস্ত পদ ও অবয়বের বাঙ্ময় সঞ্চালনে দর্শকসমাজের দৃষ্টিকে ঈপ্সিত খাতে পরিচালিত করার অঘটন

সংঘটনেই যাদুকরী অভিনয় প্রয়োগ হয়ে থাকে। পূর্বোক্ত টাকা রাখার ব্যাপারে প্রদর্শকের দৃষ্টি ডান হাত থেকে পতিত মুদ্রার অনুসরণ করে বাঁ হাতে নিবদ্ধ হলেই চলে না, সেই সঙ্গে বাঁ হাতে মুদ্রাটি মুষ্টির মধ্যে চেপে ধরা হয়েছে তাও কায়মনোভঙ্গীতে ভাণ করতে হয় ও ডান হাতটি নাড়াবার আগেই অপসৃয়মান বাঁ হাতের মুষ্টিতে দৃষ্টি সংযুক্ত রাখলেই দর্শকের চোখে বাঁ হাতেই বস্তুর অস্তিত্ব প্রতীয়মান হবে। শূন্যগর্ভ বাঁ হাতে যাদুকরের চাহনীটি মার্জারের দোদুল্যমান লক্ষ্যের প্রতি অভিনিবেশের ন্যায় অপলক হলেই যাদুকরী অভিনয় নিখুঁত হওয়া সম্ভব। এই যে সমস্ত প্রাণ মন দেহ দিয়ে দেখার ভাণ, এর মোহপাশে সমগ্র দর্শকবৃন্দেরই দৃষ্টিদোষে মতিভ্রম ঘটতে বাধ্য। তাই যখন বাঁ হাতের বদ্ধমুষ্টি কচলাতে কচলাতে প্রদর্শক একটি একটি করে আঙ্গুলগুলি ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত করে শেষেরটি খোলার আগে ঐ হাতে ফুৎকার দিয়ে শূন্য করতল প্রকাশ করে দেখায় তখন মনে হয় বাঁ হাতে রাখা টাকাটা সেই মুহূর্তেই বুঝি বিলীন হয়ে গেল। ফলে, দর্শকগণ বিস্ময় সাগরের অগাধ অতলে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

বাঁ হাতের শূন্য করতল প্রসারিত করার প্রাক্কালে ফুঁ দেওয়াটা অনেকেরই বাড়াবাড়ি মনে হওয়া সম্ভব। কিন্তু নাটকীয় অভিব্যক্তিতে মাত্রাতিরিক্ত আতিশয্যের প্রয়োগ অপরিহার্য সে কথা বিস্মৃত হলে যাদুক্রীড়া মনোহারিণী করা দুঃসাধ্য। বদ্ধমুষ্টি বিলম্বিত লয়ে খুলে ফেলার শেষ পর্যায়ে ঐ হাতের দিকে ঝুঁকে ফুঁ দেওয়ার ক্ষণে সকলের দৃষ্টি যখন ঘটনার পরিণাম প্রত্যাশী ঠিক সেই সুবর্ণ সুযোগে ডান হাতের মুদ্রাটি সকলের চোখের ওপর অথচ সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে পকেটস্থ করা যায় যদি যাদুকর তার বাঁ দিকটা দর্শকদের দিকে রেখে দাঁড়ায়। এই ভাবে অসাধ্য সাধনকেই কেউ কেউ যাদুর কৌশল বলে অভিহিত করে থাকেন। আমার মতে এই ক্রিয়াটি যাদুর উপায় বললেই সঙ্গত হয়। কারণ চিত্রকর যেমন বর্ণ বৈচিত্রের কুশলতায় সমতল কাগজ বা কাপড়ের বুকে উঁচু নীচু রূপদান করে ছবি ফুটিয়ে তোলে ও এই বর্ণ বিন্যাসই চিত্রকলার উপায়, অপরন্তু নটনটী যেমন হাবে ভাবে কোনও পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নায়কের রূপদান করতে কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গীতে নিত্য পরিচিত ও স্বাভাবিক ভঙ্গীর সৌসাদৃশ্যের অতিরঞ্জন করতে বাধ্য হয়, তেমনই যাদুর রূপায়ণে প্রয়োজনীয় কার্যাবলী কখনও কৌশল হতে পারে না। প্রতিটি চারুকলার প্রকাশের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে, সেগুলি সেই সেই কলার উপায়

স্বরূপ, সেগুলি কৌশল কখনও নয়, হতে পারে না। যাদুর বিস্ময় রচনায় ব্যবহার্য রীতিনীতিও সেই যুক্তিতে কৌশল বলা ঠিক নয়।

সামান্য একটা মুদ্রা তিরোহিত করতে এত রকম সূক্ষ্ম ও দক্ষ অভিনয়ের তোড়জোড় থেকেই প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী মুখ-চোখের ইঙ্গিত কত ধৈর্য সহকারে ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে আয়ত্ত করলে যাদুবিদ্যায় পারদর্শী হওয়া যায় তা এই সামান্য কাণ্ডটুকু করতে কি অসামান্য অনুশীলনের প্রয়োজন তা থেকেই অনুমান ও পরিমাপ করা যায়। ফলিত যাদুর জন্য সেই কারণেই প্রতিটি ক্রীড়া, নাটক মঞ্চস্থ করার আগে সুদীর্ঘ মহড়া দেওয়ার মতই, বারংবার নিভৃতে নিরলস অনুশীলন ও চর্চা করা একান্ত কর্তব্য।

যাদুকরী বিভ্রম ঘটাবার আয়োজন সম্ভারের মধ্যে ভঙ্গি, অভিনয় ও বাণীই প্রধান। অভিনয় ও বাণী সম্বন্ধে পূর্বেই যৎকিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া হয়েছে। এবার ভঙ্গি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা অপরিহার্য। এখানে যে ভঙ্গির বিশেষ-ভাবে বিশ্লেষণ করা হবে তা অভিনয় ভঙ্গিমা নয়, যাদুর প্রয়োগ ভঙ্গিমা। যাদুক্রীড়া প্রদর্শনের সময় যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন অনিবার্য, সে সকল কৃত্রিম ব্যঞ্জনা কিভাবে অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক করা যায় সেই বিষয়টিই সম্প্রতি বিশেষভাবে আলোচনা করা হবে। যাদুক্রীড়া দেখতে বসে কখনও কোনও দর্শকের মনে এই প্রশ্ন জাগে না যে প্রদর্শক অনেক বাহ্যাড়ম্বর ও যথেষ্ট আতিশয্যের সহায়তায় কেন তার ইন্দ্রজাল রচনা করে যখন তার মহা-মহিমান্বিত যাদুকাঠির মোহিনী স্পর্শেই শূণ্যগর্ভ ঘড়া বা বালতি চাকতে মোহরে পূর্ণ না দেখিয়ে নেহাৎ আলস্যবিলাসে একটি একটি হস্তক্ষেপনের পর আঙুলের ডগায় মহাশূণ্য থেকে মুদ্রা আহরণ করতে থাকে অথবা শূণ্য অঞ্জলী আকাশে বাড়িয়ে শ্রাবণ ধারার মত রজত চাকতির অজস্র বর্ষণে মঞ্চে টাকার পর্বত সৃষ্টি করে না কেন। এই প্রশ্নের একমাত্র বিজ্ঞজনোচিত উত্তর হচ্ছে ওভাবে টাকার বৃষ্টি সৃষ্টি করলে দর্শকের চিত্তে আশা ও আশা পূরণের সুখ মেলে না। তা ছাড়া শূণ্য থেকে মুদ্রার পতন হতে থাকলে কার্য ও কারণে অনুসন্ধিৎসু মানব-মন একটা না একটা উপায় ঠাহর করে বসবে যাতে ওরূপ হওয়াও হয়ত সম্ভব মনে হতে পারে, তখন যে বিস্ময়টাই যাদুর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় সেটিই বাদ পড়ে যাবে। সহজ ভাষায় বলা যায় তা হ'লে ভেল্কিটাই মাঠে মারা যায়। তাক্-লাগান ভেল্কির মধ্যে চমকটাই সম্পূর্ণ রূপ নয়। প্রদর্শন যাতে সহজে অনুধাবনের যোগ্য হয় ও আপামর সকলেরই বোধগম্য

হয় ও কার্যকারণ সন্দেহাতীত হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বারংবার হাত খালি দেখিয়ে মুদ্রা আহরণ ও পাত্রে সশব্দে অর্পণ ক্রিয়াগুলি করে যেতে হয়। চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যেই সকলেই যাদু ক্রীড়ার আসরে সমবেত হয়। সেই কারণেই জটিল বা দুর্বোধ্য কিছুই করা চলে না। চিত্তবিনোদনের অভিপ্রায়ে কেউই প্রগাঢ় অভিনিবেশ বা গভীর চিন্তামগ্ন হতে চায় না। তাই দুরূহ ক্রিয়াকাণ্ড সর্বথা বর্জনীয়। এই প্রমোদনীতি পুরাপুরি মান্য করে যাদুক্রীড়ার প্রতিটি স্তরেই বিস্তার ও ক্রমবিকাশ করে পূর্ণাঙ্গ রূপ আরোপ করতে হয় যাতে ঘটনাটি অনুসরণ করে পরিণতিটা বুঝতে বক্তব্য চিত্তগ্রাহী হয় ও কার্যকলাপ সঙ্গতিপূর্ণ থাকে। এ থেকেই সম্যক ধারণা হবে কেন অত্যাধুনিক যাদুকরগণ হাতের কাজের ক্ষিপ্রতায় দর্শকের চোখে ধুলা দেওয়ার সাবেক রীতি পরিপূর্ণ-ভাবে অগ্রাহ্য করে থাকে। এ যুগের দিকপাল যাদুকরগণ তাই হস্তচালনার প্রতিটি করণীয় করন্যাস যাতে দর্শকগণের সহজে অনুধাবনযোগ্য হয় সেজন্য ক্ষিপ্রতা পরিহার করে ধীর মন্থর লয়ে শান্তভাবে দ্রব্যগুলি সঞ্চালিত করে থাকে যাতে সেই সেই কাজগুলির উদ্দেশ্য বুঝে কারণ জানবার যথেষ্ট অবসর পাওয়া যায়। এ রকম শান্ত লয়ে যাদুক্রীড়া প্রদর্শন এ যুগের আদর্শ গৃহীত হওয়াতে যাদুক্রীড়াও অবসর বিনোদনের বিস্ময়োদ্দীপক রম্য উপচারে পরিগণিত হয়েছে। উদাহরণরূপে বলা যায় যে একটি মুদ্রা অন্তর্হিত করার উদ্দেশ্যে যদি মুদ্রাটি চটপট ডান হাতে নিয়ে বাঁ হাতে রাখার কর্মটি করতে না করতে সে হাতের মুষ্টি বদ্ধ করে তৎক্ষণাৎ ডান হাতে যাদুকাঠি তুলে বাঁ হাতে ছুঁইয়ে সে হাত খুলে ফেলা হয় তা হলে দর্শক কি হয়েছে তা কখনও আগাগোড়া অনুসরণ করতে না পারায় কোনও মুদ্রা ব্যবহার হয়েছিল কিনা অথবা সেটি বাঁহাতে রাখা হয়েছিল তাও লক্ষ্য করতে অপারগ হয় ও যাদুকরের কার্যাবলী বিফল ও ব্যর্থ হয়ে পড়ে। দ্রুতগতিতে নিষ্পন্ন কার্যকলাপ প্রমোদবিলাসী দর্শকগণ মোটেই অনুধাবন করতে না পারায়, ডান হাতে নেওয়া মুদ্রা বাঁ হাতে ফেলা ও মুঠো করা বুঝতে কেউ সক্ষম হয় না; সুতরাং মুদ্রাটি যে বাঁ হাত থেকে অবশেষে অদৃশ্য হয়ে গেল জানতে না পেরে মুদ্রাটি কোথায় থাকা সম্ভব অনুমান করতে উৎসাহী হয়ে ওঠে এবং যাদুকরকে বিপাকে ফেলে দেয়। দ্রুততার এই শোচনীয় পরিণাম সর্বদা স্মরণ রাখা উচিৎ। যাদুবিদ্যা শিক্ষাভিলাষী-মাত্রেই কার্য সম্পাদনের ক্ষিপ্রতা, বিশেষতঃ কর্মশৈলীর দ্রুততা সম্বন্ধে দর্শকমনের অনুধাবনক্ষম লয়ে বিন্যস্ত করার দিকে যত্নবান হলেই গতিবেগ

সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দতা অর্জন করা যায়। জাগলিং শ্রেণীর অভ্যাস-নৈপুণ্য প্রদর্শনে যাদুক্রীড়ায় বাহবা আদায়ের অপচেষ্টা অপরিণামদর্শিতারই পরিচয় দেয়।

এতক্ষণ ভঙ্গির গতি সম্পর্কেই আলোচনা হয়েছে। এবার ভঙ্গির রূপায়ণ বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। যাদুক্রীড়াতে প্রায় দেখা যায় যে, যেখানে কিছু আছে সেখানে কিছুই নেই বা যেখানে কিছুই বর্তমান নেই সেখানেই বস্তু বিশেষ বিদ্যমান, এই অবস্থা শারীরিক মানসিক ও বাচনিক অভিব্যক্তিতে প্রদর্শককে এমন ভাবেই প্রকাশ করে তুলতে হয় যাতে দর্শক-মাত্রেরই প্রত্যয় অনুরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে ওঠে। এই কর্মণা-মনসা-বাচা ভ্রমোৎপাদক ইঙ্গিতকেই ভঙ্গি নামে আখ্যাত হয়েছে। যাদুবিদ্যার সমস্ত করণীয় ও শিক্ষণীয় বিষয় সহজেই আয়ত্ত করা যায়, শুধু এই কুহকিনী সাধনার সিদ্ধি, ভঙ্গি অর্জন করাই দুরূহ। এই ভঙ্গির মহান পরাক্রমে যাদুকরের ক্রীড়া মন্ত্রবলে সাধিত অলৌকিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়ে পড়ে। যাদুক্রীড়া সম্পাদনে গোপন ক্রিয়ার সমভিব্যাহারে এই ভঙ্গি কি ভাবে প্রযুক্ত হয় সে বিষয়ে বিশদ আলোচনার স্থান এখানে সংকীর্ণ। তবু কি প্রকারে যাদুক্রীড়া রসিক সকাশে নিবেদন করা রীতিগত সেটুকুই শুধু এখানে উল্লেখ করা যায় মাত্র। পরবর্তী অধ্যায়ে যেখানে ক্রীড়া সম্পাদনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেখানে একটু ঔৎসুক্য নিয়ে খুঁজে দেখলে প্রচুর প্রাঞ্জল উদাহরণ সম্বলিত উপদেশ পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করবে। অতএব এখানে পরিমিত বর্ণনায় বিষয়টি সম্বন্ধে স্বল্পাভাব দিয়েই বিষয়ান্তরে মনোযোগ করতে হচ্ছে। নেই অথচ আছে আর মনে হচ্ছে আছে কিন্তু আসলে নেই এই ভাণ করার যাদুকরী ভঙ্গি প্রকৃতই চর্চার বিষয়। মুখই মনের দর্পন এ আর কে না জানে? তাই মনের দর্পন মুখটাকে সর্বদা সামলে চলতে হয় যাদুক্রীড়া দেখাবার সময়। মুখে যেখানে নেই কাজে সেখানে আছে বা তদ্বিপরীত অবস্থায় ঐ ভাণ যাদুকরের ভঙ্গিতে এমন স্বাভাবিকভাবে উদ্ভাসিত হওয়া চাই যাতে দর্শকও তদনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়। ভঙ্গির স্বাভাবিকতা বজায় রাখার বিষয়ে দু-একটি ইঙ্গিত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা সমীচীন মনে হয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে এই দুরূহ বিষয়টি যথাসাধ্য বোধগম্য করার চেষ্টা করা যাক। জলে ভর্তি একটা কাচের গ্লাস উড়িয়ে দেওয়ার সহজ উপায় হচ্ছে গ্লাসটি টেবিলে রেখে, এক টুকরা কাগজে জড়িয়ে মোড়ক করে, গ্লাসটি টেবিল থেকে তুলে মেঝেতে রেখে পা দিয়ে মোড়কটি থেঁৎলিয়ে দর্শকদের

বুঝান যায় যে গ্লাসটি তখন নিঃসন্দেহে তিরোহিত হয়েছে। যাদুকর মাত্রেই জানে যে কাগজের মোড়কটি যখন ভুঁয়ে রেখে পা দিয়ে দলিত করবার উপক্রম হচ্ছে তখন আর কাচের গ্লাসটি মোড়কের মধ্যে বর্তমান থাকে না। এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার যে গ্লাসটি কাগজে মুড়ে নেওয়ার ফলে মোড়কের বাইরেও গ্লাসের একটা আকার প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে যেটি হচ্ছে মোড়কের মধ্যে গ্লাসের অস্তিত্বের বাহ্যিক নিদর্শন। এই বাহ্যতঃ প্রতীয়মান সুস্পষ্ট আকার যাদুক্রীড়ার অন্যতম উপায় হলেও যাদুকরী দক্ষতার সম্পূর্ণ নির্ভরকপে নিশ্চিত-ভাবে গ্রহণীয় নয়। বস্তুর বাহ্যিক আকারের উপর পরিপূর্ণ আস্থার সঙ্গে ভঙ্গির অমোঘ ব্যঞ্জনায় অভিজ্ঞ যাদুকরগণ সামান্য ঘটনাকে অসামান্য রূপদানে অলৌকিক ব্যাপারে পর্যবসিত করে থাকে। যাদুকরী দক্ষতায় তাই বাইরের আবছায়া আকারে নিশ্চিন্ত না হয়ে ভঙ্গির সাহায্যে মোড়কের আবরণে জলপূর্ণ গ্লাসের ভূয়া অস্তিত্ব অকাট্য প্রমাণের ভাণে দর্শকগণের সন্দেহপ্রবণ ধারণা অভ্রান্ত প্রত্যয়ে পরিণত করে। এই গ্লাস ওড়াবার ক্ষেত্রে যাদুকরী ভঙ্গি সংযোজনের উদ্দেশ্যে গ্লাসটি কাগজে আবৃত করার সময় মোড়কের নীচের দিকে একটু ভাঁজ করে দেওয়া হয় ও জলে ভর্তি গ্লাসটি কাগজে মোড়বার সময় ঐ ভাঁজের খাঁজে গ্লাসটি কাৎ করে কিঞ্চিৎ জল ধরে রাখা হয়। সময়মত গ্লাসটি মোড়কের আশ্রয় ত্যাগ করলেও শুধু খোলসটি তুলে একটু হেলিয়ে ধরে মোড়কের ভাঁজটি খুলে দিলেই সঞ্চিত বারি ঝরতে থাকে আর দর্শকের মনে হতে থাকে যাদুকরের অসাবধানতায় হাত কাৎ হওয়াতে মোড়কের মধ্যে অবস্থিত গ্লাসের জল গড়াচ্ছে, অতএব মোড়কের মধ্যে গ্লাস তখনও বিদ্যমান, অর্থাৎ তর্ক শাস্ত্রের নীতিতে যেমন ধূম উদ্গীরণ হতে দেখলেই বহ্নির অস্তিত্ব রয়েছে গণ্য হয় তেমনই কাগজে জড়ান গ্লাসহীন মোড়ক কাৎ হলেও যখন জল পড়ে তখন সেখানে গ্লাসটি নির্ঘাৎ বর্তমান ও মোড়কের বাইরে থেকেও গ্লাসের আকারটা যখন দেখা যাচ্ছে তখন ভুলের সম্ভাবনা করা যায় না। এর পরেও যাদুকরী বিভ্রান্তি সাধনে যদি প্রদর্শক হাতের কব্জিতে এক খণ্ড ধাতু বেঁধে রাখে ও মোড়কটি মেঝেতে রাখবার সময় ঐ ধাতুখণ্ড মাটিতে ঠুঁকে একটু শব্দ উৎপন্ন করে তা হলে দর্শকগণ সেই আওয়াজে মোড়কের অভ্যন্তরে গ্লাসের অবস্থান সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই পোষণ করতে পারে না। এত সব যাদুকরী ষড়যন্ত্রে বিভ্রান্ত দর্শকগণ শেষ পর্যন্ত যখন দেখে যে যাদুকর মাটিতে রাখা কাগজ জড়ান জলে ভর্তি গ্লাসটি পদাঘাতে চ্যাপ্টা করতে উদ্যত তখন

প্রথমে তাদের মন আতঙ্কে শিউরে ওঠে যে দলিত গ্লাস চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে আঘাতকারীকে ক্ষত বিক্ষত করবে, কিন্তু সেই আশঙ্কার পরিবর্তে যখন ভাঙ্গা গ্লাসের ও জলের বদলে মোড়কটি মাত্র দলিত দেখে তখনই অপ্রত্যাশিত ঘটনার চমকে আকুল বিস্ময়ে চমৎকৃত হয়ে পড়ে।

ভঙ্গি সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা আগেই করা হয়েছে। এবার রহস্য সৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। যাতুক্রীড়ায় যদি রহস্য সঞ্চার না হয় তা হলে 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনমিব' সে খেলা উপহাসস্কর লাঞ্ছনা। সঙ্গীতে যেমন মাধুর্য, চিত্রে যেমন লালিত্য, নৃত্যে যেমন লাস্য, যাতুতে তেমনই রহস্য উপজীব্য কলারূপে বরণীয়। যাতুর প্রতিটি ক্রীড়াই কোনও না কোন অসাধারণ সমস্যার সৃষ্টি করে। এই তুর্গম সমস্যাটিই যাতুর সমগ্র বা চরম সার্থকতা নয়। রহস্যকে আরও সুনিবিড়, অধিকতর মদির করার চেষ্টা ও যত্ন প্রয়োজন। কল্পনা শক্তির স্ফুরণ না হলে এ বিষয়ে যথেষ্ট সামর্থ্য আসে না। বিষয়টি সহজ বোধগম্য করতে গেলেই উদাহরণ ছাড়া আলোচনা নিরর্থক ও বৃথা। অগত্যা এই গ্রন্থেরই একটি ক্রীড়া নির্বাচন করে সেটারই রহস্যতর উন্নতি সাধনে আলোচ্য বিষয়টি বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করে না দেখলে প্রাক্তন খেলার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সহজে দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

রুমালের নৃত্য কি উপায়ে সম্পন্ন হয় তা এই গ্রন্থেরই কোথাও বর্ণনা করা হয়েছে। এই ক্রীড়াটি সকলেই কোনও না কোন সময় দেখে রহস্যে রোমাঞ্চিত হয়েছেন। বহু প্রত্যক্ষীকৃত ক্রীড়ায় নতুন রূপ দানের চেষ্টা করতে এ খেলার বাহ্যিক আকৃতি বদলাতে যাতুকরের বাগ্‌বিস্তারের সাহায্যে অবশ্য খেলাটির প্রকৃতি বদলাতে হয়। রুমাল সৃজন ও বৃদ্ধির পরে রুমালের গুচ্ছ থেকে একটি গাঢ় রংয়ের রুমাল বেছে নিয়ে একটি বড় স্বচ্ছ কাচের খালি বুয়মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বুলি সুরু হয়, "আপনারা ভুতুড়ে বা হানা-বাড়ীর কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন। আমরা ভুত প্রেত পুষে থাকি বলে সাপুড়েদের মত ভূত প্রেত যেখানে আছে শুনতে পেলেই ফাঁদ পেতে উৎপাতটাকে ধরে ফেলি। একটা হানা-বাড়ীর ভূতকে ধরে বোতলে পুরলাম কিন্তু মায়াবলে সেটা বোতলের মধ্যে বাতাস হয়ে রয়েছে ; তাকে চোখে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। অগত্যা ফুস্ মন্তরে বোতলের মুখটা বেঁধে রাখলাম। বাছাধন দৃশ্যতঃ অদৃশ্য থেকেও বোতলে বন্দী হয়ে রইলেন। সেই থেকে ঐ ভূতটা

অদ্ভুতরূপে ঐ বোতলেই বসবাস করছে। ভূত যে পঞ্চ ভূতের এক ভূতের আকারে ঐ বোতলের প্রাকারেই বর্তমান তা ভাল করেই প্রমাণ করে এখনই দেখিয়ে দেব, নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনারা এবার এই দুটি বস্তু অর্থাৎ বুয়মটি ও রুমালটি ভাল করে পরখ করে দেখুন। কোনও রকম অভাবনীয় অভূতপূর্ব বা অদ্ভুত কিছু দেখতে পেলে আমাকে জানাতে ভুলবেন না।" এবার বুয়ম ও রুমাল পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়, তবে ও দুটি জিনিষ আগেও পরীক্ষার্থে দেওয়া চলে কিন্তু পূর্বোক্ত বাগ্‌জালের উপক্রমণিকার পর দিলে কেউ যেন বুয়মের মধ্যে কিছু দেখতে পাচ্ছে অথবা কেউ বুয়মের মধ্যে হাত ঢুকাতে শংকিত হচ্ছে এরূপ অলীক অবস্থার অবতারণা করে বেশ একটা রগড় জমান যায় যেটা আনন্দ পরিবেশনের শুধু শুষ্ঠু উপকরণই নয়, যাদুক্রীড়ার ক্ষেত্রে 'মিষ্টান্নম্ ইতরে জনাঃ'। যাই হোক, বুয়ম ও রুমাল যথাকালে ফেরৎ নিয়ে বুয়মটি টেবিলে রাখা হয় আর রুমালটির পাশাপাশি দুকোণ ধরে দড়ির মত পাকিয়ে মাঝখানে একটা গেরো বেঁধে বুয়মে ছেড়ে দেওয়া হয়। রুমালটি বুয়মের মধ্যে পড়েই লাফাতে থাকে ও ঢাকনি এঁটে দিলেও ভূতে পাওয়া মানুষের মত রুমালের নাচ বন্ধ হয় না। এই দৃশ্য দেখাতে দেখাতে প্রদর্শক মন্তব্য চালিয়ে যায় যে রুমালকে যখন ভূতে পেয়েছে সুতরাং বুয়মে ভূত আছেই, বিশ্বাস কেউ করুক আর নাই করুক। রুমাল যখন বুয়মের মধ্যে নৃত্যরত বুয়মটা তখন তুলে ডান হাত বাঁ হাত হাত পালটিয়ে মঞ্চের একধার থেকে অন্য ধারে আবুহোসেনী চালে ঘুরে বেড়িয়ে শেষ বার বুয়ম টেবিলে রেখে ঢাকনি বন্ধ করে বিস্ময়ের ঘোরটা আরও জমাট বাঁধান যায়। তবে রহস্য বর্দ্ধনের মাত্রা বজায় রাখতে মাঝে মাঝে বুয়মের ভিতর থেকে রুমালটিকে লাফিয়ে বের হতে দেওয়াও বেশ উপভোগ্য হয় যদি বহিরাগত রুমাল মাটিতে পড়ে একেবারে নিশ্চল নিস্পন্দ জড়বৎ হয়ে যায়। এটি করলে যাদুকরের বলা, ভূতের বুয়মের মধ্যে থাকাটা, প্রকারান্তরে বুঝিয়েও দেওয়া হয়। খেলা শেষ করার পরেও বুয়ম ও রুমাল আবার দেখিয়ে নেওয়া যায় যাতে সন্দিগ্ধ চিত্ত দর্শকরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে তাদের অজ্ঞাতসারে যাদুকর ঐ দুটি দ্রব্যে কোনও কারসাজি করে ভাঁওতা দেয় নি।

একথা এখানে বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য যে প্রতি প্রদর্শক তার প্রকৃতিগত চরিত্রানুযায়ী যাদুক্রীড়ার কথাবার্তায় হাস্য রস, রহস্য রস বা গম্ভীর রস পরিবেশনের উদ্যোগ করবে। অন্যথা পূর্বাপর সমগ্র প্রদর্শনীর

মধ্যে, একটানা আবহ সঙ্গীতের মত, নিরবিচ্ছিন্ন একই রসের ধারা বজায় রাখা দুঃসাধ্য এবং একই সুরের রেশ শেষ পর্যন্ত টানতে না পারলে যাদুক্রীড়া রসজ্ঞদের রুচিপ্রদ হওয়া দুষ্কর। পূর্বোক্ত রুমালের নাচের ব্যাপারে এ বিষয়টি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় ও চিন্তনীয় যে বুয়মের ঢাকনি আঁটা থাকলে বাতাস চলাচলেরই পথ থাকে না; কাজে কাজেই রুমালের নাচ যে অতি সূক্ষ্ম সূত্রের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয় না তা মানুষের সাধারণ বুদ্ধিই বলে দেয় অথচ ঐ মিহি সুতাই বোতলের মধ্যে রুমালকে সচঞ্চল করে বিজ্ঞান বুদ্ধিকেও বিভ্রান্ত করে, এটাই পরম আশ্চর্য। এ সমস্ত মামুলী অঘটন-ঘটন-পটিয়সী প্রতিভাতেই যাদুবিদ্যা চির বিস্ময়ের আকর হয়ে জনগণ মনের শ্রান্তিহরণ প্রশান্তিকর চিত্তবিনোদনের প্রমোদরূপে সর্বকালে সর্বদেশে বরীয়ান হয়ে রয়েছে।

ঢাকনি আঁটা বুয়মের মধ্যে সূত্রের স্বচ্ছন্দ চলাচলের পথ করতে ঢাকনির দুপাশে উকা ঘসে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একই সরল রেখা বরাবর ঈষৎ ক্ষইয়ে নিতে হয়। ঐ ক্ষয়ে যাওয়া ঢাকনির অংশ প্রমোদবিলাসী দর্শক দেখেও দেখতে পায় না কারণ ঐ রন্ধ্রে সুতা ঢুকে রুমাল নাচাবে তা তাদের বুদ্ধিরও অগোচর। যাদুবিদ্যার প্রয়োগ ক্ষেত্রে এ রকম ভ্রমোৎপাদিকা ভঙ্গির সাবলীল রূপায়ণেই সহজ সরল ও অনাড়ম্বর বিধি-ব্যবস্থাগুলির উপযুক্ত মর্যাদা দানের ভাষা কোথায়? মঞ্চে স্বচ্ছন্দ গতিতে ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীলতা যাদুকরী ভঙ্গির অন্তর্গত এবং এটির অনুশীলনে যথেচ্ছ ভ্রমণের যে রূপ প্রতীয়মান হয় সেটিও ভঙ্গির অংশ বিশেষ। যাদুক্রীড়া প্রদর্শনের সময় অনেক রকমের অস্বাভাবিক ও অসাধারণ কার্যাবলী অপরিহার্য। কিন্তু এই অপ্রাকৃত কর্মগুলি স্বাভাবিক রূপে প্রতিভাত করতে প্রতিটি যাদুকরেরই অশেষ ধৈর্য সহকারে ও বিচার বুদ্ধি সংযোগে কৃত্রিমতাকেও অতিপ্রাকৃত করা অবশ্যই করণীয়। অসম্ভবকে অতি সহজেই সম্ভব করে দেখান যাদের বৃত্তি তারা কৃত্রিম ক্রিয়াকর্মাদিও অকৃত্রিম কার্যরূপে পর্যবসিত কেন করতে পারবে না। এই পারাটাই যাদুকরের প্রাথমিক দক্ষতা।

যাদুবিদ্যার উপায়গুলির প্রয়োগ কালে যাদুকরকে যে সমস্ত বাড়তি বিষয় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে হয় সে সমস্তই এই রচনাতে যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে! সাহিত্যের ধর্ম যেমন রস সৃষ্টি করা, যাদুর ধর্মও তেমনই রহস্য সুনিবিড় করে তোলা যাতে দর্শকের মানসলোক বিস্ময়ের ঘনঘটায় বুদ্ধিচৈতন্যে রহস্যাতুর সজীবতায় সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, অলৌকিক ঘটনার

বিস্ময়ে আত্মানন্দের পরিতৃপ্তি আনে। এই অলৌকিকতা মানবের অন্তরাত্মায় মহামানবের প্রেরণা প্রবুদ্ধ করে তোলে।

রহস্যের জ্ঞান লাভের আগ্রহে যাদুবিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হতে এর মর্মলোকের অমরাবতীতে প্রবেশ না করলে যাদুকর হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ, যাদুক্রীড়া পরিবেশন কেবল মাত্র রহস্যের গোলক ধাঁধায় দর্শকদের হয়রান করাতেই শেষ হয় না, চৈতন্য ও জড় শক্তিতে মানুষ যে দেবত্বের প্রত্যাশী সে প্রেরণা জাগিয়ে তোলাও যাদুর লক্ষ্য। হীনমন্য মানবের চেতনায় দৈবশক্তি সঞ্চারের উৎসাহ দানে যাদুকরগণের যথা কর্তব্য সম্বন্ধে যাদুর তত্ত্বের কিছু আলোচনারও অবসর রয়েছে। যাদুবিদ্যার তথ্য ও তত্ত্বের নির্দেশাবলী সুচারুরূপে পালন করে যাদুক্রীড়া প্রদর্শন কালে সেগুলি পরিমিত ভাবে প্রয়োগ করলে প্রদর্শকের জীবন ও সাধনা সফল হতে বাধ্য। যাদুবিদ্যা অধ্যয়ন অপেক্ষা অভ্যাসেই পারদর্শিতা আনে। তবে পাঠ ও অনুশীলন দুয়েরই মণিকাঞ্চন সংযোগে সাধারণ স্তর থেকে অসাধারণ উচ্চস্তরে ওঠা যায়ঃ নায়ম বিদ্যা চেষ্টাহীনে ন লভ্য।

সাধ ও সাধ্য যখন অসাধ্য সাধনে তৎপর হয়ে ওঠে তখনই মানুষ সীমিত মনুষ্য শক্তি অতিক্রম করে মহাবিক্রমের অধিকারী হয়। আগামী দিনের যাদুকরগণ যেন যাদুর খেলনাগুলি খেলাচ্ছলে না খেলিয়ে অতিমানবের অলৌকিক কাণ্ডরূপে রূপায়িত করে তোলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক। তাসের ইতিবৃত্ত

তাস পাশা কর্মনাশা কাল হরণের অপবাদ প্রবাদে বহুদিনই সর্বত্র পরিচিত। কিন্তু তাস খেলা যে কত যুগ ধরে মানব সমাজের অবসর বিনোদনে ব্যবহৃত তা আজ কেউ সঠিক নির্ণয় করতে পারে না; বিষয়টি পুরাতাত্ত্বিকের অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার বিষয় হয়ে পড়েছে। অতীতের মধ্যে হাতড়ে এখন পর্যন্ত যেটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায় তা হচ্ছে এই কুখ্যাত নেশার

আমেজটি পূর্ব গোলার্ধের এশিয়া খণ্ডের চীন মহাদেশেই জন্মলাভ করেছে। কি সদরে, কি অন্দরে তাসখেলার মত এমন উপাদেয় মনোমোহিনী বৈঠকী ও মজলিশী মৌতাত আর নেই। তা ছাড়াও এই খেলাটি সুহৃৎ সমাগমে অধিকতর উপভোগ্য হয় বলেই বিশ্ব চরাচরের গণবন্দনায় ধন্য হয়ে উঠেছে, চিত্র ২, ৯ ও ১৩। চীনের ভাগ্যে তাস আবিষ্কারের জয়মাল্য অর্পণ করার বিশেষ কারণ হচ্ছে ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত চীনা শব্দকোষ, চিং ২-সেতুং-এ. দেখা যায় যে ১১২০ খৃষ্টাব্দে চীনের সম্রাট সোয়ান্-হো-র কাছে তাঁর জনৈকা তৃযো রাণী বায়না ধরেন যে তাঁকে যেন নতুন রকমের খেলার উপকরণ উপঢৌকন দেওয়া হয়। বরাঙ্গনার মনস্তুষ্টির উপচাররূপে তাস খেলা কোন ধুরন্ধরের মগজ থেকে বের হয়েছিল সে খবর সেখানে প্রকাশ করা হয় নি আর আজও কেউ সেটা জানে না। তাসের আবিষ্কারক কে এখনও কেউ যেমন জানে না, তেমনই অজ্ঞাত নামা রয়ে গেছে য়্যুরোপের তাস ছাপাবার প্রথম শিল্পী মুদ্রাকর। এই মুদ্রণ শিল্পী এখনও সুদক্ষ মুদ্রাকর বা মাষ্টার-প্রিণ্টার নামেই জগৎ প্রসিদ্ধ।



চিত্র ১, প্রাচীন জিপ্সী তাস

চীনদেশের বিশ্বকোষের নজীর বরবাদ করতে চীনা-পুরাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ মি: টি এফ কার্টার গবেষণালব্ধ জ্ঞান জাহির করেছেন যে ৯৬৯ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়েও চীনে তাস খেলা প্রচলিত ছিল। সেকালে এ খেলার প্রচলন থাকার যুক্তি হিসাবে তিনি মুদ্রণ যন্ত্রের উদ্ভাবক হিসাবে চীনের কাগজে ছাপান প্রতীক মুদ্রার ব্যবহার ও মুদ্রাকৃতি ছাপান বস্তু বিশেষের দ্যূত ক্রীড়ায় ব্যবহারের কথা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। অতএব ভূমণ্ডলের পূর্বগোলার্ধের চীন মহাদেশই এই সুহৃৎ সম্মিলনের মহা উল্লাসকর চিত্তবিনোদনের মৌতাত পরিবেশনের কৃতিত্বে [illegible]দের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে রইল।



চিত্র২, প্রাচীন চীনা তাস

সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের অবসর বিনোদনের চর্চারও স্ফুরণ হওয়াতে চারুকলারও উদ্ভব হয়েছে আর কারুকলার প্রয়োজন হয়েছে নিত্য

ব্যবহার্য সামগ্রীর অভাব মেটাতে। বেঁচে থাকার প্রয়োজনের সঙ্গে মনের স্ফূর্তির আয়োজনও সভ্যতার অগ্রসরের পরিচয় দেয়। তাই মিশর, আরব



চিত্র ৩ ও ৪, মাষ্টার প্রিণ্টার কৃত

ও ভারতে তাসের প্রথম প্রকাশের প্রমাণবিহীন প্রস্তাব কোনও কোনও তর্ক-বাগীশের নালিশে যে শোনা যায় না তা নয়, বিশ্বাস করার ভরসা পাওয়া যায়



চিত্র ৫ ও ৬, মাষ্টার প্রিণ্টার কৃত

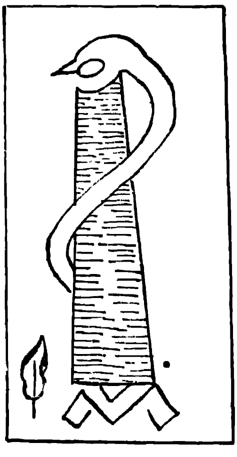
না। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ঘোষণা করেছেন যে দাক্ষিণাত্যের কোন অসূর্যস্পশ্যা মহিষী সখী সঙ্গে অন্দর মহলের অফুরন্ত অবসরে দীর্ঘায়ত কালহরণের

অনন্ত উপায়স্বরূপ-মুদ্রার অনুকরণে চক্রবৎ তাসে দেবদেবীর ছবি চিত্রিত করে এই ক্রীড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে প্রাচীন কালে কোনও সময়তাসের মধ্যে ধর্মের প্রতীক যে ব্যবহৃত হয়েছে তা অগ্রাহ্য করা যায় না। বিস্মৃতপ্রায় রূপকথার মত দশ অবতারের সচিত্র সংস্করণ তাসের মধ্যেও দেখা যায়।



চিত্র নং ৭ ও ৮, বিষ্ণুপুরের তাস

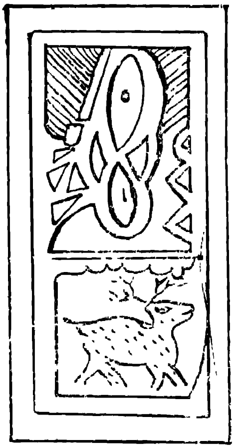
বাঙলা দেশের বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের সময়কার গোলাকার তাস পাওয়া গেছে (চিত্র ৭ ও ৮)। এ তাসগুলি হাতে আঁকা ও বর্ণাঢ্য। এর এক জোড়া তাসে মোটমাট একশত কুড়িটি তাস থাকে ও দশটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগই দশ অবতারের এক একটি অবতারকে নিয়ে তৈরী আর কোনও ভাগেই রাণী নেই। সে যুগে যাঁরা তাস আঁকতেন তাঁদের ফৌজদার উপাধিতে ভূষিত করা হত। এঁদের কয়েক জনের নাম গদাধর ফৌজদার, সতীশ ফৌজদার এবং কেদার সূত্রধর যে কেন ফৌজদার নয় বলা কঠিন। সতের শ' শতাব্দীর কচ্ছপের খোলায় সোণার বিন্দুমণ্ডিত প্রাচ্যের তাস জার্মানীর রিয়েলফেল্ডের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।



চিত্র ৯, প্রাচীন চীনা তাস

পুরাতাত্ত্বিকরা বলেন যে তাস খেলা প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য দেশে ছড়িয়েছে। মূরেরাই নাকি সাম্রাজ্য বিস্তারের অগ্রসরের দরুণ এটা স্পেইন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। স্পেইন থেকে

তাস য়ুরোপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চিত্ত বিনোদনের দরবারী উপচারে পরিণত হয়। সসাগরা পৃথিবীকে যারা স্বদেশ বলে গণ্য করে, সেই যাযাবর জিপ্সীরাও প্রাচ্যের তাস (চিত্র ১) নিজেদের ক্রীড়ার উপকরণরূপে পাশ্চাত্য দেশেও সঙ্গে নিয়ে যায় ও সে দেশে তাসের মাধ্যমে ভাগ্য গণনার ভাঁওতায় শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যেও তাস খেলার নেশা ছড়িয়ে দিয়েছে এ মতান্তরও কোন কোন মুনির মন্তব্য। অপর একটি বক্তব্যে বলা হয়েছে যে যিশু খৃষ্টের লীলাভূমি উদ্ধারের মহৎ সংকল্পে প্রণোদিত হয়ে য়ুরোপে যে ধর্মযুদ্ধ সুরু হয় সেই লড়াইয়ের বীরের দল আরব দেশ থেকে এই জমজমাট বৈঠকী ক্রীড়াটি স্ব স্ব দেশে আমদানি করেছিলেন। কারও কারও মতে তাতারবা এই বহু সঙ্গ দায়ী খেলাটি পূর্ব য়ুরোপ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যায়। আবার অন্যরা বলে থাকে সার্সেনরাই তাস খেলা ওসব অঞ্চলে প্রসার করে দিয়েছে। তা হলে শেষ পর্যন্ত ঐটুকুই সর্ববাদী সম্মতভাবে মানা যায় যে প্রাচ্যেই তাস প্রথম প্রণীত হয়েছে ও এদিক থেকেই কালক্রমে পাশ্চাত্য দেশে অভিসার করে এখন সমস্ত পৃথিবীকে আনন্দে মাৎ করে রেখেছে।



চিত্র ১০, প্রাচীন চীনা তাস

তাসের শৈশবে এটি রাজকীয় বিলাস ব্যসনের বস্তু ছিল। কারণ হাতে তৈরী, হাতে আঁকা, তাস আজকের মত যন্ত্রোৎপাদিত হয়ে সুলভ ও সহজ-প্রাপ্য ছিল না। এই রাজসিক প্রমোদ উপকরণ কবে কোন যাদুকরের প্রতিভার স্ফুলিঙ্গে যাদুকরী সম্ভারের অন্তর্গত হয়ে উঠল তা জানার ইতিহাস এখনও প্রণীত হয় নি। কিন্তু সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত অপরিচিত যাদুকরকে নিজেদের গোষ্ঠীর নির্ভরযোগ্য সভ্যরূপে বরণ করার প্রাক্কালে এক জোড়া তাস এগিয়ে দিয়ে একটি তাসের ভেল্কি দেখাবার পরীক্ষায় যাচাই করে নেওয়ার প্রথা এখনও বহাল আছে। অপরিচয়ের পরিচয় শুধু ঐ তাসের যাদু দেখাবারই উপর নির্ভর করে না, তার যাদুকরী প্রতিভার সম্যক সামর্থ্য প্রকাশ করে। টাকা পয়সা রুমাল দেশলাই সিগ্রেট বা আংটি দিয়েও যাদুক্রীড়া দেখান যায়। কিন্তু যাদুকর মহলে তাসের ভেল্কির উপর এত ঝোঁক দেবার কারণ হচ্ছে এই যে তাসের খেলা দেখাতে যাদুকরের যাদুবিদ্যা অনুশীলনের সাধনা ও

দক্ষতা যত সহজে পরীক্ষা করা যায় তা অন্য কোনটাতেই হবার জো নেই। হঠাৎ এক জোড়া তাস এগিয়ে দিয়ে কাউকে একটা যাদুক্রীড়া দেখাতে বললে অনেকেই আজকাল ঘাবড়ে যায়। কারণ তারা যাদুবিদ্যার প্রাথমিক পাঠাভ্যাসে বিরত থাকায় বিপন্ন হয়ে পড়ে। গোড়ার গলদের গ্লানি ঢাকতে এরাই তারস্বরে প্রচার করতে তৎপর হয়ে ওঠে যে তাসের ভেল্কি আজ আর কারও পছন্দ হয় না। আসল ব্যাপার কিন্তু নিজেদের অনুশীলন ও সাধনালব্ধ নিপুণতার অভাব ঢাকা দেওয়ার অপচেষ্টাতেই অজ্ঞ দর্শকদের নামে ভাঁওতা দেওয়া মাত্র। প্রত্যেক যাদুকর যদি নিয়মিত অভ্যাস দ্বারা তাসের খেলায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে ও খেলাগুলির মর্মোদ্ঘাটনে যত্নবান হয় তা হলে দর্শকসমাজও তাসের খেলার তারিফ না করে পারে না। নিজেকে যাদুকর বলে জাহির করতে যাদুবিদ্যার প্রাথমিক তথা বুনিয়াদি শিক্ষাগুলি পাশ কাটিয়ে শুধু যন্ত্র-সম্পাদিত ক্রীড়ার ওপর নিভর করে যদি যাদু-রসিকদের রহস্য পরিবেশনের উদ্দেশ্যে আসরে নামা হয় তা হলে অনায়াসেই বোধগম্য হয় যে যাদুক্রীড়ার তাক-লাগান ভেল্কি কোনও বিশেষ আকারের বা আয়তনের সামগ্রীর ওপর নির্ভব করে না। প্রদর্শনের রীতিতেই তিলমাত্র দ্রব্য তালের চেয়েও বিরাট হয়ে দেখা দেয়। যে-যাদুতে বিস্ময়ের ঘোর গভীর ও দুর্ভেদ্য করাই যাদুকরের পারদর্শিতার একমাত্র পরিচয় সেটি দ্রব্যের উপর নির্ভর করে না, প্রদর্শকের অভিব্যক্তির ওপরই নির্ভরশীল। কাজেই তাসের দ্বারাও চমৎকৃত করা যাদুকরের পরিবেশন দক্ষতারই নিদর্শন। এ থেকে সাঁচ্চা নিষ্পত্তি করতে পারা যায় যে যাদুক্রীড়াও ক্রীড়াই ও অপরাপর যাবতীয় দর্শনীয় ও উপভোগ্য আমোদের মতনই দেখাবার অভিনবত্বে ও দক্ষতার মহিমায় রসিক সমাজের আদর ও আগ্রহ উচ্ছ্বসিত করে তোলে। বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর থার্সটন তাঁর যাদুক্রীড়া পৃথিবী ঘুরে সবাইকেই সেদিনকার অনেক কিছু বৃহৎ বিরাট ও জাঁকজমকপূর্ণ মঞ্চমায়া বা আসবাবি যাদুর উপকরণ নিয়ে মাৎ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্ব চরাচরের স্মৃতিতে তিনি অমর হয়ে আছেন তাঁর অভূতপূর্ব পুরোপশ্চাৎ তাস করায়ত্তের চমৎকারিত্বে ও দূরান্তর লক্ষ্যে অব্যর্থ সন্ধানে তাস নিক্ষেপের অঘটন-ঘটন-পটিয়সী দক্ষতায়। চার্লিয়ার, ভ্যানেক, হফ্‌জিন্সার, ডাঃ লীন, রবার্ট-হুডিন, হার্ম্যান, কেলার, হেলার, কন্‌র্যাডি, ব্যাম্‌বুর্গ, ডেভিড-ডেভ্যাণ্ট, থার্সটন প্রমুখ প্রথিতযশা যাদুকরগণ তাসের খেলাতে দর্শকসমাজ মাতিয়ে রাখতেন। এখনকার সমস্ত নামজাদা

যাদুকরদের প্রদর্শন ফর্দে তাসের খেলা অপরিহার্যরূপে বিরাজমান। পৃথিবীতে যাদুক্রীড়ার যত খেলা উদ্ভাবিত হয়েছে তার বার আনাই তাসের খেলা। এ থেকে সহজেই অনুমান করা চলে যে তাসের খেলা যাদুক্রীড়ার ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের প্রয়োজনীয় অংশ, যা অবহেলা করা যাদুকর হিসাবে শুধু অদূরদর্শিতাই নয়, যাদুকরী গুণপনার পূর্ণ উন্মেষের ঘাটতি ঘোষণা করে।

তাসের যে ইতিবৃত্ত আছে তা যেমন রূপকথার কৌতূহলে রোমাঞ্চকর, তেমনই ইতিহাসের ঘটনাতেও অনুসন্ধিৎসাময় আবার বৈজ্ঞানিক তথ্যেও মহিমান্বিত। পুরাতত্ত্বের অমিমাংসিত মন্তব্যে জানা যায় যে কুঁড়ের বাদশা রাজা ষষ্ঠ চার্লসের আলস্য বিলাসের উদ্দেশ্যে তাসের সৃষ্টি হয়। এই কিংবদন্তি বিস্তার করতে তাসের মধ্যে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের সন্নিবেশ করে রাজা রাণী ও বিদূষকের কল্পিত ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই হরতনের সাহেব বিবি ও গোলাম পর্যায়ক্রমে বিখ্যাত ফরাসী সম্রাট শার্লেমন্, সম্রাজ্ঞী জুডিথ ও জোয়ান-অফ-আর্কের সৈনিক সহচর ল্যা-হায়ার; ইস্কাবনের বেলায় ইংলণ্ডের রাজা ডেভিড, গ্রীসের দেবী মিনার্ভা ও ডেনমার্কের রাজা হোজিয়ার; রুহিতনের ক্ষেত্রে জুলিয়াস সীজার, পুরাণের ইহুদি র‍্যাশেল ও রোল্যাণ্ড; আর চিড়িতনের বেলায় দিগ্‌বিজয়ী আলেকজাণ্ডার, ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ ও রাজা আর্থারের বীর পারিষদ ল্যান্সলেট্-কে ধরা হয়েছে। অবশ্য এ রূপকথায় যে বা যারা রূপদান করেছে তারা রূপকার হলেও সত্যবাদী যে নয় তাতে কোনও ভুল নেই।

চীনের বিশ্বকোষের অখণ্ডনীয় যুক্তিতে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে সে দেশেই বহু প্রাচীন কাল থেকেই খোদাই-করা কাঠের ছাঁচ থেকে তাস ছাপা হত। কিন্তু য়্যুরোপে তাস সে-কালের অনেক যুগ পরেও হাতেই আঁকা হত। এই কারণে তাস দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে রাজা উজীরেরই গর্ব করার মত অভিজাত ক্রীড়ার উপকরণ হয়ে উঠেছিল। অবশেষে ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে সুইট্‌সার্লাণ্ডের বেল্ নগরীতে কোনও স্বর্ণ-খোদাইকর ধাতু ফলক খোদাই করে সেটা থেকে তাস ছাপাতে শুরু করেন। এই অবিস্মরণীয় শিল্পীই সুদক্ষ মুদ্রক, বা মাস্টার প্রিণ্টার, নামে পরিচিত। মুদ্রিত তাস প্রকাশের ফলে তাস খেলা রাজা রাণীর সোনার পালঙ্ক ছেড়ে ঘুঁটে কুড়ানীর চটে চট করে আসর জমিয়ে বসে ও বিশ্ব চরাচরে আপামর সকলের অবসর বিনোদনের সুলভ ও চিত্তগ্রাহী সম্বল হয়ে উঠল। তাসের মুদ্রণ

ব্যবস্থাই বোধ হয় পাশ্চাত্যের ছাপার ইতিহাসের উদ্বোধন করে দেয়, (চিত্র ১১—১৬ ; পাতার রাজা (১১), সাইক্লামেনের রাণী (১২), কুমারী মেরী (১৬) ইত্যাদি।

উৎকীর্ণ ধাতু ফলকের সাহায্যে তাস মুদ্রণের ব্যবস্থা হওয়ার সময় ফোঁটাওয়ালা তাসগুলি চিত্রিত করা হত চারিটি বিভিন্ন ভাগে। প্রত্যেক



চিত্র ১১, ১২ ও ১৩ মাষ্টার প্রিণ্টার কৃত

ভাগে দশটি করে তাসের পৃথক পাতা থাকত ও ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে গোলাপ পাখী কুকুর বা খরগোশের ছবি থাকত। এ ছাড়াও প্রত্যেক জোড়ায় আরও



চিত্র ১৪, ১৫ ও ১৬ মাষ্টার প্রিণ্টার কৃত

থাকত দুর্গের রাজারাণী, পাতার রাজারাণী, কলাম্বাইনের রাজারাণী ও সাইক্লামেনের রাজারাণী। আবার এর ওপর কখনও কখনও চারটি বিভিন্ন ভাঁড়

এদের দলে ভীড়ে যেত। সে যুগের তাসের ছবিতে আজকালকার তাসের মত দুদিকেই দেহার্ধ চিত্রিত থাকত না। তখনকার তাসে রাজারাণী ভাঁড় গোলাপ পাখী কুকুর ও খরগোশের সম্পূর্ণ প্রতিকৃতিই অঙ্কিত থাকত। সে যুগের পাশ্চাত্য প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন দেশের এক জোড়া তাসের সংখ্যা কোথাও বা মাত্র বিশটি পাতার সমষ্টি, কোথাও আবার শতাধিক। রোমবাসীরা এক রকম তাস খেলার প্রচলন করেছিল যে খেলায় মাত্র কুড়িটি তাস হলেই খেলা চলে আর সে খেলার নাম ছিল ট্যারট্। ইটালীতে ঐ কুড়িখানি তাসের সঙ্গে বাড়তি আরও ছাপ্পান্নটি তাস নিয়ে এক জোড়া তাস করা হত অন্য রকমের খেলার জন্য। জার্মানদের তাস জোড়ায় মোটমাট বত্রিশটা পাতা থাকত ও ঐ কখানি তাস দিয়েই তারা নানারকম যুৎসই আড্ডা মারার ব্যবস্থা করেছিল। জার্মানদের তাসে হার্ট ক্লাব ডায়মণ্ড ও লীফ্ থাকত যা এ যুগেও বর্তেছে। ফরাসীরা এদিকে বাহান্নটি তাসের এক জোড়া তাস প্রচলনের কৃতিত্ব দাবী করতে পারে আর তাদের এক জোড়া তাসের চারটে ভাগের নাম হচ্ছে পিক্ সিউর ক্যারু ও ট্রেফ্‌ল্। ইংলণ্ডের লোকেরা ফরাসীদের মিত্রতায় তাসের মৌতাতে মজেছে বলে পিক্-সিউর নামকরণের অনুসরণ করে ডায়মণ্ড হার্ট স্পেড ও ক্লাব রেখেছে আর আমরা পরভৃতের মত তাকেই ভাবান্তরিত করে যথাক্রমে রুহিতন হরতন ইস্কাবন ও চিড়িতন বলি। দেশ-বিদেশের তাসে রূপদানের মধ্যে জাতীয় আকাঙ্খার চেতনা বহন করে একমাত্র রুশ দেশের তাস। রুশেরা তাদের দেশের তাসে সেই সুদূর অতীতেই রাজারাণীদের ছেঁটে বাতিল করে তাদের জায়গায় জাতীয় বীরদের মূর্তির প্রবর্তন করেছিল। এটাই খুব সম্ভব তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন সোভিয়েৎ তন্ত্রে মূর্তিমন্ত হয়েছে। বর্তমান যুগে রাজা ফারুক প্রজাতন্ত্র কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে দেশ ত্যাগের প্রাক্কালে সখেদে ঘোষণা করেছেন, "এখন থেকে এ পৃথিবীতে পাচ জোড়া রাজারাণীই টিঁকে থাকবে যথা ইংলণ্ডের রাজারাণী আর তাসের চার জোড়া রাজারাণী।" তাস খেলার নেশা ও পেশা আজ যেমন সসাগরা বসুন্ধরাকে ভর করে বসেছে তাতে তাসের রাজারাণীরা নির্বিঘ্নে ও নির্ঝঞ্ঝাটে মানব সভ্যতার ক্রান্তিকাল পর্যন্ত মনের সুখে রাজ্য ভোগ করবেন ধ্রুব সত্য।

এ যুগের বাহান্ন পাতার তাস জোড়া কোন্ প্রতিভাধরের মননশীলতায় সৃষ্টি হয়েছে তা বলা যায় না। এর চেয়েও বিস্ময়কর উদ্ভাবনী শক্তি সেই মহাপুরুষের যিনি এক জোড়া তাসে দুটি বিদূষক অর্থাৎ 'জোকার' তাস ফাউ

দেওয়ার ব্যবস্থা দিয়েছেন। যুগে যুগে দেশে কালে তাস যুগান্তকারী রূপ পরিগ্রহ করেছে। আদিতে ছিল আয়ত, মাঝে কোথাও হল চক্রবৎ, মধ্য যুগে হয়েছিল সমচতুষ্কোণ, অধুনা দৈর্ঘ্যে বড় প্রস্থে খাটো। মনে হয় এই আধুনিক আকারই শেষ পর্যন্ত বহাল থাকবে। তবে তাসের সামনের ছবি পাল্টাচ্ছে যার কয়েকটি আধুনিক নমুনা এখানে দেওয়া হয়েছে (চিত্র ১৭-২০)।



চিত্র ১৭-২০ [আধুনিক তাসের নমুনা]

যাদুকরেরা যাদুক্রীড়ায় তাসের ব্যবহার কবে থেকে সুরু করেছে তা এখন খুঁজে বার করা হয় নি। চক্রাকার তাস দিয়ে কবে কোন যাদুকর কি খেলা দেখিয়েছিল কেউ বলতে পারে না, কোথাও এর উল্লেখ মিলছে না। চৌকা তাস কোন্ চৌকশ যাদুকরের হাতে রহস্য ঘন বিস্ময়ের উদ্রেক করত তাও অজ্ঞাত। কিন্তু আজকের এই আয়ত তাসের তাক্ লাগান ভেল্কির অনেক কলা কৌশল পুঁথি পুস্তকে আগামী দিনের যাদুকরদের কলাবেত্তার পারদর্শিতার সহায়রূপে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

তাসের মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক তথা গাণিতিক তত্ত্ব নিহিত রয়েছে তা হচ্ছে এক জোড়া তাস মোটামুটি দুটি ভিন্ন রঙে বিভক্ত, যথা লাল আর কাল। লাল হচ্ছে অগ্নির প্রতীক অর্থাৎ আলো বুঝায়, আর কাল হচ্ছে অন্ধকারের তথা নিশুতির রূপ দেয়; এ থেকে এক জোড়া তাসে দিন ও রাতের ভাগও বর্তমান। এ জোড়ায় থাকে বাহান্নখানি তাস আর বছরে আছে বাহান্ন সপ্তাহ। প্রত্যেক জোড়ায় আছে চার রকমের তেরটি তাসের এক একটি ভাগ। স্থূল-বিচারে পৃথিবীতেও চারটে মাত্র ঋতু গ্রীষ্ম বর্ষা শীত ও বসন্ত। ঐ এক একটি ভাগের তাসের প্রথম দশটি এক ফোঁটা থেকে বেড়ে দশ ফোঁটায় ঠেকে, তারপর ছবিওয়ালা তিনটি তাস হচ্ছে সাহেব বিবি ও গোলাম।

কাল্পনিক মূল্যায়ন আরোপ করতে ক্রম অনুসারে গোলামকে এগার, বিবিকে বার ও সাহেবকে যদি তের ধরা হয় তা হলে এক থেকে তের পর্যন্ত সংখ্যাগুলির যোগফল দাড়ায় একানব্বুই। অতএব একটা তাস জোড়ার চার রকমের তাসগুলির মূল্যমান অনুপাতে সমষ্টি হয়ে পড়ে একানব্বুইয়ের চার গুণ অর্থাৎ তিনশত চৌষট্টি। এবার ঐ তিনশ চৌষট্টির সঙ্গে বাড়তি বিদূষক তাসটির মূল্য এক ধরে যোগফল হয়ে পড়ে তিনশ পঁয়ষট্টি আর তিনশ পঁয়ষট্টি দিনে একটা বছর। লিপ্ ইয়ারের দরুণ যে বাড়তি আরও একটা দিনের দরকার সেটির জন্য দ্বিতীয় বিদূষক তাসটির মূল্যটা ধরলেই চলে যায়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে কে সেই অজ্ঞাত কুলশীল উদ্ভাবনপটু উর্বর মস্তিষ্ক যে প্রত্যেক তাসের জোড়ায় ঐ দুটি বিদূষক তাস উপহার দিয়ে জ্ঞানের ভাঁড়ামীর উদ্ভট নিদর্শন রেখে গেছে নিজেকে গোপন রেখে।

পঞ্চাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাসখেলা জনগণের অভ্যর্থনা লাভে বঞ্চিত ছিল। ধর্মযাজকরা তাসকে মঠ মন্দিরের বাইরে তাড়িয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না, নির্মূল করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে সন্ত ফ্রান্সিস মতাবলম্বী সন্ন্যাসী সাধু বার্নার্ড তারস্বরে ঘোষণা করেছিলেন, "তাস শয়তানের মাথা থেকে বেরিয়েছে, সাবধান।" কাজেই অনেক যুগ ধরে তাসের ভেল্কি গীর্জা বা মঠের ধারে কাছেও ঘেঁসতে পারে নি। ধার্মিকতার এই নিষেধের আগড় কিন্তু ফরাসীরাই একটা মজার গুজব রটিয়ে সর্বপ্রথম ভেঙ্গে দিলেন। তাঁরা প্রচার করলেন যে ফ্রান্সের কোথাও কোনও এক গীর্জায় প্রার্থনার উদ্দেশ্যে হাঁটু গেড়ে বসে তাস খুলে বিড় বিড় করছে দেখে গীর্জার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন সবে চুকেছে, মাসটা নভেম্বর, তারিখ এগারই। আদালতের জেরার জবানীতে সৈনিকটি জানাল, "এক জোড়া তাস আমার পক্ষে বাইবেল, প্রার্থনা পুস্তক ও বৎসর-পঞ্জি সবই। কারণ এক ফোঁটার টেক্কা দেখে সর্বাগ্রে মনে পড়ে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, দুরি দেখেই মনে পড়ে বাইবেলের দুটি টেস্টামেন্টের কথা; তিরিতে চোখ গেলেই পবিত্র ত্রয়ীর কথা জাগরূক হয়; চৌকা দেখলে ম্যাথু মার্ক ল্যুক ও জন এই সুসমাচার প্রণেতা লেখক চতুষ্টয়কে মনে পড়ে; পঞ্জাতে স্মরণ হয় সেই পঞ্চ সতী কুমারী যাঁরা প্রভু খৃষ্টের আবিভাবের আশায় দীপবর্তিকা বেড়ে রেখেছিলেন; ছক্কাতে মনে আসে সেই ছটি দিনের কথা যে দিনগুলিতে পরমেশ্বর সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত ছিলেন; আর সাত দেখে তাই

মনে পড়ে জগদীশ্বরের সপ্তম দিনে বিশ্রামের কথা এবং ঐ দিনটা প্রার্থনার জন্য সুনির্দিষ্ট; আটা দেখে বাইবেলের সেই মহাপ্লাবন থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত নোয়া, নোয়ার স্ত্রী, তাদের তিন পুত্র ও তিন পুত্রবধূ এই আটজন ধর্মপ্রাণদের কথা মনে হয়; নহলা দেখে সেই নয়জন অকৃতজ্ঞ কুষ্ঠ রোগীদের ঘটনা মনে আসে যারা প্রভুর দয়ায় নীরোগ হয়েও এতটুকু কৃতজ্ঞ হল না; আর দশা দেখে যদিও রোগমুক্ত কৃতজ্ঞ দশম লোকটির কথা মনে পড়াই উচিৎ কিন্তু ঐ দশা দেখলেই বাইবেলের মর্মকথা দশটি ঐশ্বরিক আদেশই প্রধান হয়ে ওঠে। জ্যাক বা গোলামকে দেখেই শয়তানের কথাই স্মরণ হয় ও শয়তানের গোলামি যেন না করি বার বার প্রতিজ্ঞা আওড়াই; বিবির ছবিতে কুমারী মেরী মাতার রূপ ফুটে ওঠে; তারপর বাদশার তাসটিতে চোখ পড়লেই দেখতে পাই স্বর্গের সিংহাসনে সমাসীন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা, তখন শ্রীভগবানের চরণে সারা দেহমন প্রণামে লুটিয়ে পড়ে। তা ছাড়াও পরম পিতা যে দিন রাতের ভাগ করেছেন তাও তাসের লাল কাল রং দেখে আলো অন্ধকারের বিভেদ হৃদয়ঙ্গম হয়। বছরে চারটি ঋতু, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত যেমন, তেমন প্রত্যেক জোড়া তাসে চারটি বর্ণ, ইস্কাবন, হরতন, রুহিতন ও চিড়িতন। তের চান্দ্র মাসে এক বছর, তাসের প্রত্যেক বর্ণেও তেরটি মাত্র পাতা বা তাস। সৌর বছর বার মাসে কাবার হয়, এক জোড়া তাসেও মাত্র বারটি ছবিওয়ালা তাস। বছরে পুরা বাহান্নটি সপ্তাহ, তাসের জোড়াতেও ঠিক বাহান্নটি তাস। মোটামুটি তিনশ চৌষট্টি দিনে বছর, তাও তাসের পাতার মূল্যমান ধরে সংখ্যাগুলির যোগফল থেকেও মিলে যায়। এর উপর যে চতুর্বর্গ ফল আমরা পৃথিবীতে কামনা করি তাও তাসের চারটি বর্ণে রূপ পরিগ্রহ করেছে, যেমন ঐশ্বর্যের প্রতীক বহন করছে হীরকাকৃতি রুহিতন, জ্ঞানের প্রতীক বহন করছে চিড়িতনের একটি বৃন্তে ঘাসের সেই তিনটি পাতা যা বসন্ত সমাগমে উদ্গত হয় ও বর্ষার শেষে শুকিয়ে যায়, প্রেমের প্রতীক বহন করছে হৃদয়ের আকারে রূপায়িত হরতন আর মরণের প্রতীক বহন করছে বেলচার রূপে ইস্কাবন। কাজে কাজেই, এক জোড়া তাস আমার কাছে শুধু বাইবেলই নয়, বর্ষপঞ্জিও বটে।”

এত সব তত্ত্বকথা আওড়াবার পর অভিযুক্ত সৈনিক নির্ঘাৎ সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করেছিল বলাই বাহুল্য। তবে এই গুজব রটাবার ফলে যাদুকরগণ যে গীর্জার অভ্যন্তরেও তাসের ভেল্কি দেখাবার অবাধ সনদ লাভ করেছে সেটাই সুখের বিষয়।

তাসের প্রত্নতত্ত্ব রূপকথা ও বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি প্রকাশ করায় সাধারণ পাঠকের কৌতূহল অনেকখানি জাগ্রত হবে। কিন্তু যাদুকরের মনের মণিকোঠায় এই সমাচার রহস্যের মায়াজাল রচনার সহায় হবে যখন তাসের এই চমকপ্রদ বৃত্তান্তে তাসের ভেল্কি দেখাবার সময় বা প্রাক্কালে সরস বর্ণনায় দর্শকদের সচকিত করে যাদুকরী পরিবেশ গড়ে তোলা হবে। যাদুকর হতে হলে ও যাদুক্রীড়ার গবেষণায় ব্রতী হতে হলে এবং যাদুক্রীডায় নবীনতা আরোপ করতে গেলে যাদুকরের সাধারণ জ্ঞান বিশেষ পুষ্ট হওয়া চাই। ভবিষ্যৎ যাদুকরগণ স্বকপোল-কল্পিত যাদুক্রীড়ায় বা নিজস্ব প্রদর্শনের পার্থক্য সম্পাদনে উৎসাহিত করার প্রত্যাশায় তাসের কাহিনী ও তৎসংশ্লিষ্ট সংখ্যাতত্ত্ব বিবৃত করা হল। এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নব নব মনোহর বিস্ময়ের সৃষ্টি করা সম্ভব।

খ। তাসের পঞ্চ রঙ্গ

(তাসের পাঁচটি সহজ যাদুক্রীড়া)

প্রথম রঙ্গ ঃ তাস দিয়ে যে সব যাদুক্রীড়া দেখান হয় তার বেশীর ভাগ খেলাই হচ্ছে এক জোড়া ভাঁজান তাসের যে কোনও একটা তাস দর্শক নিয়ে দেখে তাসটি কি, তারপর ঐ তাসটি জোড়ার মধ্যে রেখে, সব তাস আবার ভাঁজিয়ে দেয় যাতে মনোনীত তাসটি জোড়ার মধ্যে কোথায় আছে কেউ না জানতে পারে। যাদুকর এ অবস্থায় গৃহীত তাসটি কি না-জানা সত্ত্বেও বেছে বার করে ফেলে। দর্শকের তাস নির্বাচনের সময় তাসের পিঠের দিকটাই দৃষ্টিগোচর থাকে ও নির্বাচক যে তাসটি বেছে নেয় সেটির সামনের দিক দেখে জানতে পারে তাসটি কি। তাসের যাদুক্রীডায় অন্য রকম নির্দেশ না থাকলে ধরে নিতে হয় যে খেলোয়াড়রা খেলার সময় তাস বাঁটতে তাস জোড়া যে ভাবে হাতে নেয় সেই ভাবেই তাস হাতে ধরা হয়েছে। তাসের ভেল্কিতে যাদুকরের পারদর্শিতা হচ্ছে এইভাবে অদৃষ্টপূর্ব মনোনীত তাসটি ভাঁজাবার দরুণ ওলট-পালট হওয়া সত্ত্বেও নির্ভুল ভাবে খুঁজে বার করার অলৌকিক ক্ষমতা।

এখন কেউ যদি বাহান্ন পাতার এক জোড়া তাসের একটি নিজের কাছে লুকিয়ে রেখে বাদ বাকী তাসগুলি যাদুকরকে ফেরৎ দেয় তাহলে তাসের পাতার ফোঁটা ও ছবিওয়ালা তাসের যে এক থেকে তের পর্যন্ত আপেক্ষিক মূল্যায়ন আছে সেগুলির যোগফল গণনা করার পর জোডার মোট সংখ্যা তিনশ চৌষট্টি থেকে বাদ দিলেই দর্শকের কাছে রাখা তাসটির মূল্যমান পাওয়া

যায়। এরপর আর একবার জোড়ার তাসগুলিতে চোখ বুলিয়ে গেলেই ধরা পড়বে ঐ মূল্যের কোন তিনটি তাস তাতে আছে। আর যেটা নেই সেটাই দর্শকের লুকিয়ে রাখা তাস। পূর্ব প্রসঙ্গে বর্ণিত তাসের সংখ্যা তত্ত্ব জানা থাকলে এই আপাত অসম্ভব কাজটি অনায়াসেই করা যায়। তবে যাদুবিদ্যায় ভেল্কি লাগাতে সরল বুদ্ধির সঙ্গে অল্পবিস্তর চাতুর্যের প্রয়োগ না হলে চলে না।

সংখ্যাতত্ত্বের এই নিশ্চিত ফলের ভরসায় বেশ চমকপ্রদ খেলা দেখান যায় তারই একটা উদাহরণ এবার দেওয়া হচ্ছে যাতে ভাবুক যাদুকরগণ গণিতের অমোঘ সূত্র প্রয়োগ করে নিত্য নতুন যাদুক্রীড়া উদ্ভাবন করতে পারে। পূর্বোক্ত তাসের খেলাটি সর্বসাধারণের কাছে দেখালে গণিতবিশারদেরও তাসের অন্তর্নিহিত সংখ্যা রহস্য আঁচ করার সম্ভাবনা থাকে। তবু যাদুক্রীড়ার মধ্যে যাদুকরী ধোঁকা- সন্নিবিষ্ট করতে সুধী যাদুকরগণ এই অঙ্ক সাপেক্ষ উপায়টিকে এমন ভাবে পরিবেশন করবেন যাতে গণিতজ্ঞ কোন মেধাবী যাদুকরও বিমূঢ় বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে পড়তে বাধ্য ও খেলার রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যর্থ মনোরথ হয়। যাদুকরী পদ্ধতিতে খেলাটা দাঁড়াবে এক জোড়া তাস দর্শকরা ভাঁজিয়ে সেটি দু ভাগ করে একটি ভাগ নিজের কাছে রেখে অন্য ভাগটি প্রদর্শককে খেলা দেখাবার জন্য ছেড়ে দেয়। প্রদর্শক তাকে দেওয়া তাসগুলিতে বার দুয়েক চোখ বুলিয়ে দর্শকদের হাতে ফেরৎ দিলে সেই তাসগুলি আবার ভাঁজিয়ে সেখানকার একটি তাস প্রদর্শককে না দেখিয়ে পকেটে রেখে বাকী তাসগুলি প্রদর্শককে প্রত্যর্পণ করে। প্রদর্শক এবারও প্রাপ্ত তাসগুলিতে দু'বার চোখ বুলিয়ে দর্শকের পকেটে কোন্ তাসটি রাখা হয়েছে তা বলে দেয়। এ ভাবে খেলা দেখালে যাদুকরী বিভ্রমের সৃষ্টি হয়। কারণ এইরূপে খেলা দেখাতে প্রদর্শক ভাণ করে যে প্রদত্ত তাসগুলি সে দুবার দেখেই মুখস্থ করে বলেই যে কোনও একটা তাস সরালেই টের পায়। বলা বাহুল্য, দর্শকের মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়াই যাদুকরী ফন্দির অন্যতম উৎকৃষ্ট উপায়। সুতরাং এ খেলাটি দেখাতে স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধনের ওপর মুখবন্ধ করে যাদুকরী পরিবেশ রচনা করা হয় ও তারপর প্রদর্শক সদ্যপ্রাপ্ত তাসের ভাগে চোখ বুলাতে বুলাতে ভাণ করতে থাকে যে হাতে পাওয়া সমস্ত তাস একটি একটি করে মুখস্থ করছে ও দুবার দেখে নেওয়াটা তার মুখস্থ হয়েছে কিনা পরীক্ষা করার ব্যাপার। বস্তুতঃ প্রদত্ত ভাগের তাসগুলির মূল্যমান যোগ করেই এ খেলাটি দেখান হয়। এখন যে-ভাগের তাসের মূল্যমানের সমষ্টি করা দরকার

সে-ভাগের তাসের প্রতিটি পাতার যথা নির্দিষ্ট মূল্য পর পর যোগ করতে করতে দশের বেশী হলেই দশ বর্জন করে যোগ করে যেতে হয়। তাসের আপেক্ষিক মূল্যমান এ ক্ষেত্রে টেক্কায় এক দুরিতে দুই হয়ে দশা অবধি যথাক্রমে দশ হয়ে গোলাম বিবি সাহেবের বেলায় পর্যায়ক্রমে দেড় আড়াই ও তিন ধরা হয়। দশক ছাড় দিয়ে গণনা খুবই সহজ বলেই এই ব্যবস্থা। তা ছাড়া এভাবে গণনা করলে সব শেষে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় সেটিও দশের নীচের কোনও একটি সংখ্যা হবে ও সেই একক সংখ্যাটি মনে রাখাও সহজ। ঐ ভাবে প্রথম একবার গণনার পর দ্বিতীয়বার গণনার দরকার হয় তাসের চতুর্বর্ণের হদিস করতে। ইস্কাবন, হরতন, চিড়িতন ও রুহিতন হচ্ছে তাসের চারটি বর্ণ। এ খেলাতে ইস্কাবনে মুল্য দেওয়া হয় শূণ্য, হরতনের মূল্য তিন, চিড়িতনের মূল্য এক ও রুহিতনের মূল্য দুই ধরা হয়। দ্বিতীয়বারও গণনায় যোগফল থেকে দশ বাদ দিয়ে যেতে হয় ও অবশেষে একটি একক সংখ্যাই থেকে যায়। মনে করা যাক দুবার তাস গণনা করে পাওয়া গেল প্রথমে সাড়ে চার ও শেষে সাত। এবার দর্শকরা তাসগুলি নিয়ে ভাঁজিয়ে একটা তাস সরিয়ে রেখে যখন প্রদর্শককে ফেরৎ দিল তখন প্রদর্শক আবার দু'ক্ষেপ গণনা করে পেল প্রথমবার আট ও পরের বার নয়। প্রদর্শককে দেওয়া তাসগুলির মধ্যে যে তাসটি সরান হয়েছে সেটা জানতে এখন আগে পাওয়া সংখ্যা দুটি থেকে পরে পাওয়া সংখ্যা দুটি বাদ দিলেই হয়। বলা বাহুল্য, এই বিয়োগ করার ব্যাপারে সব সময়ই বড সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা বিয়োগ করা হয়। তাহলে আট থেকে সাড়ে চার বাদ দিয়ে পাওয়া গেল সাড়ে তিন আর সাড়ে তিনের মূল্যমান হচ্ছে সাহেবের। সুতরাং একটা সাহেব সরান হয়েছে। আর নয় থেকে সাত বিয়োগ করে রইল দুই এবং রুহিতনের বর্ণ হিসাবে মূল্য দেওয়া হয়েছিল দুই। অতএব রুহিতনের সাহেবটি অপসৃত হয়েছে।

বর্ণনা ও ব্যাখ্যা পড়ে খেলাটা যত খটমট মনে হয় কয়েকবার তাস হাতে নিয়ে এটি করে দেখলেই যোগ বিয়োগ মোটেই দুরূহ ঠেকবে না, খুবই সহজ লাগবে। এর পরেও বেশ কয়েকবার নিজে নিজে মহড়া দিলেই ফোঁটার বা বর্ণের মূল্যমান মনের মধ্যে এত জোর গেঁথে বসবে যে অরসিকেষু-রসস্য নিবেদন করলে রসিক চিত্তের হতচকিত স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা শুনে প্রদর্শকের হৃদয়ঙ্গম হবে কী মন-মাতান তাক-লাগান বুদ্ধি-ধাঁধান ভেল্কি এই যাদুক্রীড়া। মুখস্থ করার বা মনে রাখার সঙ্গে যার বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নেই, সেটা নিছক

স্মৃতিশক্তির ব্যাপার বলে সকলের কাছে প্রমাণ করে যাদুকর কী মতিভ্রমই না সৃষ্টি করে থাকে এ খেলাটি তার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

দ্বিতীয় রঙ্গ ঃ—গণিত নির্ভর প্রথম ভেল্কিটির সমাধান সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করার পর বিদ্যোৎসাহীদের পুঁথিগত বিদ্যার রোমন্থনে উৎসাহ না দিয়ে নব নব উন্মেষশালী মনীষার সাধনে প্রয়াসী করতে হবু যাদুকরদের একটা সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব দেওয়া হল। আত্মপ্রযত্ন ব্যতিরেকে কল্পনা বিস্তারের সুযোগ আসে না। সেই কারণেই এই সমস্যা পূরণের অনুরোধ প্রত্যেক যাদু বিদ্যার্থীদের অনুসন্ধিৎসা বাড়াতে ও গবেষণায় যত্নবান করার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়েছে। এই সমস্যাটিও গণিতের শুভঙ্করীতেই নিষ্পন্ন হবে এই ইঙ্গিতটাই আপাতত যথেষ্ট। এই অধ্যায়ের একেবারে শেষের দিকে ফলাফল যাচাই করতে সমাধানটাও দেওয়া হয়েছে।

বাহান্ন পাতার এক জোড়া তাস যে কেউ ভাজিয়ে জোড়ার উপরের তাসটি টেবিলে চিৎ করে রাখবে ও সেই চিৎ করা তাসটির যা মূল্যমান হবে তা দেখে তার ওপর ঐ মূল্যের সমান সংখ্যার তাস জোড়ার ওপর থেকে তাসটির ওপর চাপিয়ে একটি থাক করবে ও চিৎ করা তাসটি থাকের নীচে উপুড় করে রেখে দেবে। তারপর ক্রমান্বয়ে একটি তাস চিৎ করে সেই তাসটির মূল্যমান অনুপাতে ততগুলি তাস চাপিয়ে আর একটি থাক করবে ও প্রথম ফেলা তাসটি থাকের নীচে উপুড করে গুঁজে রাখবে। এই রীতিতে থাক করতে করতে কোনও এক সময় কয়েকটি থাক হওয়ার পর কিছু তাস বাকী থাকবে যখন আর থাক হওয়া সম্ভব নয়। এই বাড়তি তাসগুলি চিৎ করে থাকের কাছেই ছড়িয়ে রাখতে বলা হয়। থাক তৈরীর গোড়া থেকে উদ্বৃত্ত তাস ছড়িয়ে রাখা পর্যন্ত সমস্ত কাজ যাদুকরের অগোচরে করা হলে যাদুকর এসেই ঘোষণা করে দেয় থাকের নীচের তাসগুলির মূল্যমানের সমষ্টি। খেলার বর্ণনা পড়ে মনে হয় খুবই সহজ কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে গণিতজ্ঞদের পক্ষেও এটা এমনই হেঁয়ালি হয়ে পড়ে যে এটা দেখিয়ে যাদুকরের যাদু সম্বন্ধে দিব্যচক্ষু উন্মোচিত হয় যে যাদুর উপায় যত সরল হয় তত কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে পড়ে।

তৃতীয় রঙ্গ ঃ—ভাঁজান তাস জোড়ার যে কোনও একটি মনোনীত তাস অন্য কোনও দর্শকের প্রার্থিত অবস্থানে অর্থাৎ দর্শকের চাওয়া কোনও একটি সংখ্যায় তাস জোড়ার মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়াও যাদুকরের কম কেরামতি নয়। এ খেলা দেখে প্রদর্শককে নির্ঘাৎ সর্বজ্ঞ মনে হয় কিন্তু এটাও আবার সেই গণিতের

অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের যাদুকরী প্রয়োগ নিপুণতার অন্যতম নিদর্শন। প্রথম দর্শককে এক জোড়া তাস ভাঁজাতে দিয়ে বলা হয় যে খুশীমত তাসগুলি নয়-ছয় করে মিশিয়ে তিনি যেন মনে মনে পাঁচ থেকে পনেরর মধ্যে একটা রাশি স্থির করেন এবং তাস জোড়ার যে কোনও একটা তাস নিয়ে ও দেখে তাসটি তাস জোড়ার ওপর রেখে জোড়ার তলা থেকে একটি একটি তাস নিয়ে ওপরে রাখা তাসের ওপর চাপা দেন যতক্ষণ না তাঁর মনে মনে ঠাওরান সংখ্যক তাস নির্বাচিত তাসের ওপরে রাখা হয়। শুধু মুখে না বলে কাজেও দর্শককে যা করতে হবে করে দেখিয়ে দেওয়া দরকার। দর্শক নির্দিষ্ট কাজ যাদুকরের অসাক্ষাতে করবেন। সুতরাং যাদুকরের পক্ষে কোন্ তাসটির উপর কয়টি তাস চাপান হয়েছে জানা অসম্ভব। প্রথম দর্শক যখন তাস জোড়াটি যাদুকরের হাতে প্রত্যর্পণ করলেন, প্রদর্শক তাস জোড়াটি ফেরং পেয়ে দু-হাত পিছনে নিয়ে দর্শকের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে অন্য একজন দর্শককে পনেরর উপর পঁচিশের নীচে যে কোনও একটা সংখ্যা বলতে বলে। দ্বিতীয় দর্শকের সংখ্যাটি ঘোষিত হওয়া মাত্র প্রদর্শক তাস জোড়াটি সামনে এনে বাঁ হাতে রেখে ডান হাত দিয়ে তাস জোড়ার তলার দিক থেকে একটা তাস বার করে মাঝামাঝি একটা জায়গায় গুঁজে দিয়ে জানায় যে প্রথম দর্শকের তাসটি বেছে দ্বিতীয় দর্শকের বলা সংখ্যায় রেখে দেওয়া হল। অবশ্য এই কর্মটি লোকচক্ষুর অগোচরেও করা যায়। এবার তাস জোড়াটি দ্বিতীয় দর্শকের হাতে দিতে দিতে প্রদর্শক জানিয়ে দেয় যে এতক্ষণ পর্যন্ত যে দর্শক একটি তাস জোড়ার মধ্যে স্বনির্বাচিত স্থানে রেখেছেন তাঁকে কোনও কথাই জিজ্ঞাসা করা হয় নি, সুতরাং তিনি ছাড়া আর কেউ তাসটি কি এবং জোড়ার মধ্যে কতগুলি তাসের নীচে রয়েছে বলতেও পারে না, এ অবস্থায় সেই তাসটি বেছে বার করে দ্বিতীয় দর্শকের বলা সংখ্যায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এবার প্রথম দর্শক তাঁর সংখ্যাটি বলুন যাতে সবাই জানতে পারে কয়টি তাসের নীচে তাঁর তাসটি রেখেছিলেন। উক্ত সংখ্যাটি উচ্চারিত হওয়া মাত্র দ্বিতীয় দর্শককে নির্দেশ দেওয়া হয় সেই সংখ্যার পরবর্তী সংখ্যা থেকে গণনা সুরু করে ও প্রত্যেকটি সংখ্যা বলার সঙ্গে সঙ্গে একটি একটি তাস ওপর থেকে ফেলে যেতে থাকুন যতক্ষণ না তাঁর সংখ্যাটিতে এসে পৌঁছায়। এবার মনোনীত তাসটি কি ঘোষণা করান হয় ও জোড়ার উপরের তাসটি দেখলেই ও দেখালেই দেখা যায় ঐ তাসটি প্রথম দর্শকের মনোনীত তাস বটে। তাহলে একজনের নির্বাচিত তাস অন্যের চাওয়া অবস্থানে অবশ্যই পৌঁছেছে বুঝা যায়।

এই আপাত অসম্ভব কাজটি গণিতের সাহায্যেই যাদুকরী কারসাজিতে সম্পন্ন হয়। এ ব্যাপারটি ঘটাবার জন্য প্রদর্শককে যা করতে হয় তা নেহাৎই সাধাসিধা কাজ। প্রথম দর্শকের কাছ থেকে তাস জোড়া ফেরৎ পেয়ে প্রদর্শক দু হাত পিছনে নিয়ে তাস জোড়ার ওপর থেকে একটি একটি তাস ডান হাতে ফেলতে থাকে ও তাসগুলির সংখ্যা গণনা করে যেতে থাকে যতক্ষণ না উক্ত দর্শককে দেওয়া সংখ্যা পর্যন্ত তাস গণনা করা হয়। তাসের ওপর থেকে বাঁ হাতের তাস ডান হাতে এ ভাবে ফেললে ডান হাতে যে তাসগুলি গণনা করা হয় সেগুলি উল্টে যায় অর্থাৎ প্রথম তাসটি শেষ তাস হয়ে দাঁড়ায়। যদি প্রথম দর্শককে পনেরর মধ্যে তাঁর মনোনীত তাস রাখার নির্দেশ দেওয়া থাকে তা হলে প্রদর্শক ওপর থেকে পনেরটি তাস ঐ ভাবে গণনা করাতে পঞ্চদশ তাসটি ডান হাতের থাকের সব তাসের ওপরে এসে যায় আর প্রথমে যে তাসটি ছিল সেটি একেবারে নীচে গিয়ে পড়ে। এর পর দ্বিতীয় দর্শক যখন তাঁর সংখ্যাটি জানান তখন বাঁ হাতের তাস থেকে আরও কয়েকটি তাস ডান তাসের তাসগুলির ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়বার ঠিক সেই কয়েকটি তাস ডান হাতের তাসে যোগ করতে হয় যার সংখ্যা হবে প্রথম বারের সর্বোচ্চ সংখ্যা ও দ্বিতীয় দর্শকের মনোনীত সংখ্যা। সহজ করে বলতে গেলে যদি প্রথম দর্শককে পনেরর মধ্যে তাঁর তাস রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় ও দ্বিতীয় দর্শক বাইশ সংখ্যা জানান তা হলে বাইশ থেকে পনের বিয়োগ করলে দাঁড়ায় সাত। অতএব ডান হাতের তাসের থাকে আরও সাতটি তাস ওপরে দিয়ে ডান হাতের তাসগুলি জোড়ার ওপরে রেখে দ্বিতীয় দর্শককে দেওয়া হয়। এবার দ্বিতীয় দশক প্রথম দশকের সংখ্যাটি, ধরা যাক বার গুনে, সেই সংখ্যার অব্যবহিত পরের সংখ্যা অর্থাৎ তের থেকে গণনা শুরু করেন ও প্রতি সংখ্যার দরুণ একটি তাস ওপর থেকে ফেলে যেতে থাকেন যতক্ষণ না তাঁর সংখ্যাটি পর্যন্ত তাস ফেলা হয়ে যায়। এবার প্রথম দর্শককে তাঁর তাসটির পরিচয় ঘোষণা করতে বলা হয় ও তাস জোড়ার ওপরের তাসটি তুলে দেখলে ও দেখালে দেখা যায় যে সেই তাসটির নামই বলা হয়েছে।

প্রথমবার তাস জোড়া নিজের পশ্চাতে নিয়ে দু হাতে মনোনীত তাসটি বাছবার ভান করার সময় তাস জোড়ার ওপরের যে কয়েকটি তাসের ক্রমিক অবস্থান উল্টে দেবার তা করা হলে সর্বনিম্ন তাসটি ডান হাতে নিয়ে তাসের পিঠটা দর্শকদের দেখিয়ে বাঁ হাতের তাসের জোড়ার মাঝামাঝি রেখে হাতটা পিছনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দ্বিতীয় দর্শকের সংখ্যাটি বলতে বলা হয়। এ সময় জোড়ার

তলা থেকে দুই দর্শকের সংখ্যার বিয়োগফল অনুপাতে আরও কয়েকটি তাস ওপরে তুলে দেওয়া হয় যদি দেখাবার সময় প্রথম মনোনীত তাস না দেখে বাছা ও পরে একটা নির্দিষ্ট স্থানে সেটা রাখবার ইচ্ছা থাকে। এ খেলার গোড়ার দিকে যে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে খেলাটা এ ভাবেই দেখাবার বর্ণনা করা হয়েছে বলে এটুকু বলে দেওয়া হল।

চতুর্থ রঙ্গ ঃ—আগের খেলাটি দেখিয়েই তাস জোড়াটি অন্য কাউকে ভাঁজাতে দিয়ে প্রদর্শক কিঞ্চিৎ কৈফিয়তের সুরে গৌরচন্দ্রিকা ফেঁদে বসে, "এক জোড়া তাস থেকে কেউ যদি একটা তাস বেছে নিয়ে আবার সেটা অন্য তাসের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে ছত্রাকার করে ফেলে তা হলে সেই প্রথম নেওয়া মনোনীত তাসটি জোড়ার অন্য তাসগুলির ভিড়ের মধ্যেও বেছে বার করতে যাদুকরকে একটুও খেটে মরতে হয় না, কারণ তাসেরাই তাদের মধ্যে মানুষের ছোঁওয়া সেই বিশেষ তাসটিকে পঞ্চায়েৎ বসিয়ে এক ঘরে করে দেয়। আর সেই হুঁকা-নাপিত-বন্ধ তাস বেচারীকে আবার নর-নারায়ণের সামনে উপস্থিত করলে শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে অহল্যার মুক্তির মত স্বশ্রেণীতে স্থান পেয়ে যায় বলেই অপাংক্তেয় তাসটি নিজেই যাদুকরের কাছে এগিয়ে এসে উপস্থিত হয়, কতকটা ফেরারী আসামীর বিচারকের কাছে আদালতে আত্মসমর্পনের মত ব্যাপার আর কি। বিশ্বাস না হয়, হাতেনাতেই প্রমাণ করছি। আপনাদের ভাঁজান তাসজোড়টির তাসগুলি তাস খেলায় যেমন খেলুড়েদের মধ্যে একটি একটি করে তাস উপুড় করে ফেলা হয় তেমনি ঐ তাসগুলি পাঁচজন খেলুড়ের মত পাঁচটা ভাগ করুন দেখি?" পাঁচটি আলাদা ভাগ হলে প্রত্যেক ভাগে দশটি তাসের পাতা পড়ে আর বাড়তি দুখানা তাস প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে পড়ে সেই ভাগগুলির তাসের সংখ্যা দাঁড়ায় এগার। তাস চালবার সময় যাদুকর এদিকে লক্ষ্য না রাখলে অনেক সময় গৃহস্বামীর দেওয়া তাসের সংখ্যা বাহান্নটির চেয়ে কম বেশী হওয়া কিছু অসম্ভব নয় এবং মোট বাহান্ন তাস না হলে এ খেলাও দেখান যায় না। তবে চতুর যাদুকর কম বেশী তাস হলেও ফাড়া কাটাতে পারে যদি উপায়ের সময় যতগুলি তাস তাকে ব্যবহার করতে হবে সেটি প্রয়োজন অনুসারে সাব্যস্ত করে। তাসজোড়ায় যদি গোণাগুন্তি বাহান্ন পাতাই থাকে তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে একটি একটি তাস বেশী হবে আর তা যদি না হয় তাহলে হয় তাস চালা ঠিক হয়নি অথবা বাহান্নর চেয়ে কম বেশী তাস বর্তমান।

দর্শকের করা পাঁচটি পৃথক ভাগের তাসগুলির যে কোনও একটি একজন দর্শককে হাতে তুলে নিয়ে একেবারে নীচের তাসটি, যেটি থাক করার সময় প্রথম ফেলা হয়েছিল, দেখে অন্য যে কোনও থাকের উপর রেখে দিতে বলা হয়। দর্শক যথা নির্দিষ্ট কাজটি করলে যাদুকর সেই দুভাগ তাসের ওপর অন্য ভাগগুলি চাপিয়ে একত্রিত করে ফেলে। তাসজোড়াটি এবার অন্য একজন দর্শকের হাতে দিয়ে গৌরচন্দ্রিকার বিষয়বস্তু আবার স্মরণ করিয়ে বলা হয়, "যাতে আপনারা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হন যে আপনাদের মধ্যে একজন তাস পছন্দ করতে বিশেষ একটি তাসে নজর দিয়েছেন ও সেটি তাসের রাজত্বে পতিত গণ্য হয়েছে এবং নিজেই আত্মসমর্পণ করতে উন্মুখ। এখন আমি এই দৃষ্টি-দোষে দুষ্ট তাসটির অবস্থান এমনভাবেই নির্ণয় করাতে চাই যাতে আপনাদের মনে কোনও সন্দেহের অবকাশ না থাকে যে এর মধ্যে আমাদের কোনও হাত আছে। তাই আমি চার বার এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি বলে যাব। আর যাঁর হাতে তাসজোড়া আছে তিনি আমার প্রত্যেকটি সংখ্যা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাসজোড়ার ওপর থেকে একটি একটি তাস চিৎ করে টেবিলে ফেলতে থাকবেন। সবাই লক্ষ্য রাখবেন কখন বলা সংখ্যার সঙ্গে তাসের মান হুবহু মিলে যাচ্ছে। যে বারই মিলবে সেবারের গণনা ঐখানেই শেষ হবে এবং যে তাসটি মিলেছে সেটি আলাদা করে চিৎ করে রাখা হবে। যদি কোনও একটি দশক পর্যন্ত গণনায় কোনও তাসই বলা সংখ্যার সঙ্গে না মেলে তাহলে গণনার হিসাব রাখতে তাসজোড়ার উপরের তাসটি উপুড় করে এক পাশে রাখা হবে। এখন একটা বক্তব্য। তাসের মধ্যে টেক্কা থেকে দশা পর্যন্ত দশটা তাস আছে যেগুলি এক দশক সংখ্যার অনুপাতে মেলান যায় কিন্তু সাহেব বিবি গোলাম হলে কি হবে? যেহেতু আমরা দশের বেশী সংখ্যা গ্রহণ করছি না, যদি আপনাদের ইচ্ছা হয় ঐ ছবিওয়ালা তাসগুলোকেও দশ ধরতে পারেন। এখন বলুন ওগুলোর ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা হবে? দর্শকদের বিচারে এ বিষয়ে যাই সিদ্ধান্ত হউক না কেন, খেলা দেখাবার রীতিতে কোনও পরিবর্তন করতে হয় না। এ শুধু দর্শকদের মতামত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া যাতে পরে তাঁরা বলতে পারেন যে তাঁদের নির্দেশমত কাজ করা হয়েছে, অতএব যাদুকরের ইচ্ছামত কাজ হয়নি। প্রত্যেকবার দশ থেকে এক পর্যন্ত গণনার সময় যেই কোনও তাস বলা সংখ্যাটির সঙ্গে মিলে যায়, অর্থাৎ ছয় বলার

সঙ্গে যদি ছক্কা ফেলা হয় কিংবা তিন বলার পর তিরি চালা হয়, তাহলেই সেই তাসটি আলাদা চিৎ করে একপাশে রাখা হয় ও গণনা আবার দশ থেকে শুরু করা হয়। যদি এইভাবে প্রতিটি দশক গণনার সময় একটিও তাস বলা সংখ্যার সঙ্গে না মেলে তাহলে তাসজোড়ার ওপরের তাসটি উপুড় করে অন্যান্য মিলে যাওয়া তাসের পাশে সার দিয়ে রাখা হয়। এইভাবে তাস রাখাতে চারবার গণনা হয়েছে কিনা তার নিদর্শনও ঐ চারটি পৃথকভাবে পাশাপাশি তাস রাখায় ধরা পড়ে। এবার তা হলে আমি সংখ্যা বলতে থাকি আর তাসজোড়ার ওপর থেকে আপনি একটি তাস তুলে সবাইকে দেখান ও নিজে দেখুন তাসটা আমার বলা সংখ্যার সঙ্গে মিলছে কিনা।" অতঃপর চার বার উল্টোদিক থেকে দশ গণনা হয়ে গেলে, অর্থাৎ দশ নয় আট করে গুণে, প্রত্যেক ক্ষেপ গণনার শেষ যে একটি একটি করে চারখানি তাস পৃথক পাশাপাশি রাখা হয়েছিল তার মধ্যে কয়েকটি তাস চিৎ হয়ে থাকবে আর কয়েকটি উপুড় হয়ে থাকবে। চিৎ করা তাসগুলির ফোঁটার যে পরিমান সেগুলি যোগ করতে বলা হয়। ধরা যাক, যোগফল একুশ হল। এবার তাসজোড়ার ওপর থেকে এক'দুই তিন মুখে বলে যেতে যেতে প্রতিটি সংখ্যার জন্য একটি করে তাস তাসজোড়ার ওপর থেকে উপুড় করে ফেলে যেতে নিদেশ দেওয়া হয় এবং একুশটি তাস ফেলা হলে থামতে বলা হয়। অর্থাৎ সমষ্টি যা হয়েছিল ততগুলি তাস একটি একটি করে খেলায় যেমন তাস ফেলা হয় সেভাবে ফেলা হয়। এবার নির্বাচিত তাসটি কি ছিল তা জেনে ঐ একুশতম তাসটি দর্শককে তুলে নিয়ে দেখতে বলা হয় ও সবাইকে দেখাতে অনুরোধ করা হয়। ঐ তাসটিই সবে মাত্র জানা নির্বাচিত তাস দেখে দর্শকের ও অন্যান্য সকলেরই বিস্ময়ের বিষয় হয়ে ওঠে।

এই খেলাটী দেখাতে যাদুকরের যে সামান্য কারসাজি করতে হয় তা ঐ আগের বার পাঁচ ভাগে ভাগ করা তাসগুলির এক একটি থাক অন্য থাকের তলায় পড়েছে তা প্রদর্শক দেখেছে ও জেনেছে। সুতরাং মনোনীত তাসের থাকটি অন্য যে কোনও থাকের ওপর তুলে এই একত্রিত থাকটির ওপর আর সব থাক চাপালেই কাজ হাঁসিল হয়ে যায়। আরও একটা ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে। সে কাজটি হচ্ছে মনোনীত তাসটি তাসজোড়ার তলার দিক থেকে ওপরের নবম স্থানে থাকা চাই, অর্থাৎ মনোনীত তাসের তলায় আট-খানি তাস যেন থাকে সে ব্যবস্থা করা। এও খুব দুরূহ কাজ নয়। কারণ

গোড়ার দিকে দুটি থাক ছাড়া বাদ বাকী তিনটি থাকের প্রত্যেকটায় দশটা করে তাস ছিল এবং যে দুটি ভাগে তাসজোড়া থেকে শেষ দুটি তাস বেঁটে দেওয়া হয়েছিল সেই দুটিতেই এগারটি করে তাস পড়েছিল। যদি এই এগার তাসের থাকের ওপর মনোনীত তাসটি থাকে তা হলে সমস্ত তাস একত্র করে তাসজোড়াটা দর্শকের হাতে তুলে দেবার সময় তলার দুটি তাস যদি টেবিলেই ছেড়ে যাওয়া হয় ও পরে সে দুটি ওপরে রেখে দেওয়া হয় তা হলেই নীচের ভাগের দুটি তাস সরে যাওয়ায় তলার সেই থাকে নয়টি তাসই থেকে যায় আর তার ওপরের নবম তাসটি মনোনীত তাসই হয়ে পড়ে। দুটি তাস তলা থেকে ওপরে রাখার প্রস্তাবটা দেওয়া হয়েছে যদি সে থাকে এগারটা তাস থেকে থাকে। আর দশটি তাসের থাকের বেলায় একখানি মাত্র তাস তলা থেকে ওপরে সরাতে হয় তা বলাই বাহুল্য। তাসজোড়া টেবিল থেকে ওঠাবার সময় একটি বা দুটি তাস ফেলে রেখে বিনা দ্বিধায় ও সপ্রতিভ ভাবেই তা করতে হয় যাতে কারও না মনে হয় প্রদর্শক যা করছে তার মধ্যে কোনও উদ্দেশ্য আছে। এই খেলা দেখাতে দৈবক্রমে চতুর্থ বারের দশ গণনাতেও কোনও তাস কথিত সংখ্যার সঙ্গে যদি না মিলে যায় তা হলে চতুর্থ বার যে তাসটি তাসজোড়ার ওপরে রয়েছে সেটিই নির্বাচিত তাস হবে। সে ক্ষেত্রে আর ঐ তাসটি অন্য তিন বারের গণনার সাক্ষ্যরূপে রাখা তাসের পাশে আলাদা করে রাখবার প্রয়োজন হয় না।

পঞ্চম রঙ্গ ঃ এর পর আবার দর্শককে একটি তাস মনোনীত করিয়ে জোড়া থেকে বেছে বার করলে খুবই এক ঘেঁয়ে লাগবে। তাই প্রকারান্তরে সুদীর্ঘ অভ্যাসের দক্ষতার পরিচয় দেওয়াই যাদুকরের পক্ষে সমীচীন। তাই এবারের খেলার পরিণাম অন্য রকম করতে হয়। সুতরাং তাসজোড়া হাতে নিয়ে প্রায় অর্ধেকটা তাস নিয়ে জোড়ার ওপর উল্টে রাখা হয় অর্থাৎ অর্ধেক তাস যদি চিৎ হয়ে থাকে তা হলে বাকী অর্ধেকটা উপুড় হয়ে থাকে। এবার তাসজোড়াটা দর্শকদের দিয়ে ভাঁজিয়ে সব তাস ভাল করে মিশিয়ে নেওয়া হয়। এ অবস্থায় তাসজোড়ার মধ্যে কতকগুলি তাস চিৎ ও কতকগুলি উপুড় হয়ে মেশান হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও আরও কয়েকজনকে তাস-জোড়াটি ইচ্ছামত ভাঁজিয়ে দিতে দেওয়া হয়। এবার তাসজোড়া ফেরৎ পেয়ে প্রদর্শক জানায়, "যাদুকর হতে দীর্ঘ দিন অনবরত তাস নাড়াচাড়া করে এমন এক

রকম অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মেছে যে তাদের সামনের বা পিছনের দিক চোখ দিয়ে না দেখেও ঠিক বুঝতে পারি কোন দিকে ছবি ও ফোঁটা আছে আর কোন দিকেই বা শুধু নক্সা রয়েছে। এই যে চিৎ উপুড় করা তাস-জোড়াটা আপনারা দিয়েছেন সেটি আমার পিছনে নিয়ে আমি দু হাতে দু ভাগ তাস এনে দেখাব যে দুটি ভাগেই সমান সংখ্যার ওল্টানো তাস আছে।" এর পর তাসজোড়াটি পশ্চাতে নিয়ে প্রদর্শক কিছুক্ষণের মধ্যে দু হাতে দু ভাগ তাস এনে দু জন দর্শককে দিয়ে প্রত্যেকের ভাগের চিৎ হয়ে থাকা তাসগুলি বেছে গণনা করে দেখতে দেয়। দু জনের চিৎ করা তাস গণনা হলেই জানা যাবে যে ঐ তাসগুলির সংখ্যা হুবহু এক হয়েছে।

এটাও গণিতের অবশ্যম্ভাবী নিয়মেই ঘটে; তবে সরাসরি গণিতের সিদ্ধান্তে নির্ভর না করে যৎকিঞ্চিৎ যাদুকরী বুদ্ধির ব্যবহারে গণিতজ্ঞকেও বিভ্রান্ত করা হয়। গণিতের নিয়মে যদি একজোড়া তাসের ছাব্বিশখানি তাস একমুখ রেখে তার সঙ্গে বাকী ছাব্বিশটি তাস উল্টোমুখি করে মিশিয়ে তছনছ করে ফেলা হয় ও পরে সমান সমান ছাব্বিশখানি করে দু ভাগ করা হয় তা হলে যতগুলি ওল্টানো তাস একভাগে পড়বে ঠিক ততগুলি সোজাসুজি তাস পড়বে অন্য ভাগে। এখন যদি এই ওল্টানো তাসের ভাগটি সব শুদ্ধ উল্টে দেওয়া হয় তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় যে সোজাসুজি তাসের ভাগে, অর্থাৎ অন্যভাগের তাসে যতগুলি ওল্টানো তাস আছে, আর একটা ভাগেও ততটি তাস ওল্টানো পাওয়া যাবে। সুতরাং প্রদর্শকের দু হাতে তাস ভাগ করতে সমান ছাব্বিশটা করতে হয় ও এক হাতের তাস উল্টিয়ে সামনে এনে দু জন দর্শককে পরীক্ষা করে দেখতে বলা হয় যে দু ভাগেই সমান সংখ্যার ওল্টানো তাস আছে কিনা। সমান দু ভাগে ভাগ করার কথাটি চেপে যাওয়াই বিচক্ষণতা। অর্ধ সত্য বলে যাদুকরগণ জ্ঞানীদেরও ধোঁকা দেয় সত্য, কিন্তু যাদুর বিভ্রান্তি করার রীতিতে এটি কলাসম্মত নীতি। তাই তাস নাড়াচাড়া করে, তাসের দু পিঠের তারতম্য বলে, দর্শকের বিচার বুদ্ধি ভুল পথে চালিয়ে দেওয়াটাও যাদুকরী নীতির অনুমোদন লাভ করে।

পর পর পাঁচটি তাসের এই ধারা-প্রদর্শনীতে পাঁচ রকমের পৃথক গণিত তত্ত্বের সঙ্গে যাদুকরী প্যাঁচ জুড়ে যে খেলাগুলির গ্রন্থনা হয়েছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে নেহাৎ আনাড়ী ও অনভিজ্ঞ যাদুকর ছাড়া আর সকলেই এই পাঁচটি খেলা এক নাগাড়ে না দেখিয়ে কখনও ক্ষান্ত হবে না। এতে

রসিকজনের পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্য যতটা না থাক, যাদুর মহিমা বজায় রাখার প্রযত্নই বেশী। যাদুকরদের সব সময় স্মরণ রাখতে হয় যে যাদুর রহস্য যতই কেন না মনোমুগ্ধকর হোক তার কর্মফলের কারণ সামান্য অনুসন্ধান করলেই ধরতে পারা যায়। রহস্য সৃষ্টির এই ত্রুটি ঢাকতে পর পর বিভিন্ন উপায়ে সাধিত কয়েকটি ভেল্কি দেখালে বুদ্ধিমান রসিকসমাজও বিভিন্ন খেলা দেখাবার পারম্পর্য গুলিয়ে ফেলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে, কোনও একটি খেলা কি ভাবে সম্পন্ন হয়েছে ঠিকঠাক স্মরণ করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত রহস্য সমাধানের চেষ্টা ত্যাগ করে। যাদুকরী চাতুরীর এই শ্রেষ্ঠ রক্ষা কবচ সম্বন্ধে প্রত্যেক যাদুকরের অবহিত থাকা একান্ত দরকার।

তাসের পঞ্চরঙ্গ শেষ করতে মনে পড়ে গেল দ্বিতীয় খেলার ধাঁধার সমস্যাপূরণ করা কর্তব্য। সমস্ত থাকের তলার তাসগুলির যোগফল জানতে হলে প্রথমেই দেখতে হয় কটির থাক হয়েছে। যতগুলি তাসের থাক হবে তার সঙ্গে এক যোগ করে থাকের যা সংখ্যা তার সঙ্গে গুণ করতে হবে। অর্থাৎ যদি তেরটি তাসের থাক করা হয় তা হলে তের যোগ এক হয়ে মোট হল চোদ্দ এবং চোদ্দকে থাকের সংখ্যা সাত দিয়ে গুণ করে, সাত চোদ্দ আটানব্বই করা হবে। এই গুণ ফলের সঙ্গে থাক হয়ে যাওয়ার শেষে যে কখানি বাড়তি তাস অবশিষ্ট সে তাসগুলির সংখ্যা যোগ করলে যা পাওয়া যাবে তা বাহান্ন থেকে বাদ দিলে থাকের তলার তাসগুলির মুল্যমানের সমষ্টি হতে বাধ্য। উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে গেলে ধরা যাক, প্রথম তাস তিরি পাওয়াতে তার ওপর চার থেকে তের পর্যন্ত গণনা করার সঙ্গে একটি একটি তাস চাপালে দশখানি তাস চাপান হয়ে যাবে। তারপর দশা পড়ায় সে তাসটির ওপর তিনখানি তাস চাপান হবে তের পর্যন্ত গুণতে। এইভাবে পঞ্জার ওপর আট, সাতার ওপর ছয় ও দুরির ওপর এগারখানি তাস বাঁটবার পর ন'খানি তাস বাড়তি থেকে গেল। থাক হয়েছে পাঁচটি। এই পাঁচটি থাকের তলার তাসগুলি হচ্ছে ৩, ১০, ৫, ৭ ও ২; যার যোগফল সাতাশ। এবার পূর্বোক্ত নিয়মে অঙ্ক কষে দেখা যাক। প্রত্যেকটি থাকে ফেলা তাসের ওপর ততগুলি তাস চাপান হচ্ছে যাতে তের হয়। এই তের সংখ্যার সঙ্গে এক যোগ করে হল চোদ্দ। চোদ্দকে থাকের সংখ্যা পাঁচ দিয়ে গুণ করে পাওয়া গেল সত্তর। পাঁচটি থাক হয়ে গেলে ন'খানি তাস হাতে রইল যা দিয়ে আর থাক হয় না। সত্তরের সঙ্গে নয় যোগ করে

হল উনআশী। বাহান্ন থেকে উনআশী বাদ দিলে দাঁড়ায় সাতাশ যা ঐ তলার তাসগুলির সমষ্টি। মোট তাসের সংখ্যা বাহান্ন বলে বাহান্ন ধরা হয়েছে।

গণিতের অভ্রান্ত পরিণামে নির্ভর করে যাদুর ভ্রান্তিবিলাসে উদ্দীপনা সৃষ্টি হতে দেখে নবীন যাদুসাধক যেন প্রমাদে না পড়ে যে যাদুবিদ্যার সকল কৃতিত্বের মূলে গণিত অথবা বিজ্ঞান সহায় হয়। যাদুর নিজস্ব একটা প্রয়োগ পদ্ধতি আছে যেটা প্রাকৃতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করে ভ্রমোৎপাদক দৃশ্যাবলী রচনা করে। যাদুর ঐ বিশেষ ব্যঞ্জনা সাধকের সাধনায় সিদ্ধাই না আনলে তাদের দেখান ক্রীড়া হেঁয়ালীর মত চটুল জিনিষ হয়, চারু কলার অন্তর্ভুক্ত রসপ্রধান বস্তু হয় না।

গ। তাসের নবরঙ্গ

এবার নয়টি নানা রকমের তাসের খেলা পর পর দেখাবার বর্ণনা করা হচ্ছে। যাদুক্রীড়ায় গণচিত্ত পরিতুষ্ট ও বিমোহিত রাখতে কখনও একটি মাত্র খেলা দেখান বুদ্ধিমানের কাজ নয়। উপর্যুপরি কয়েকটি খেলা দেখানই বিধি সঙ্গত। পৃথক পৃথক খেলা একত্রে দর্শক সকাশে নিবেদনের যথার্থতা এই নবরঙ্গ প্রদর্শনের পর সহজেই হৃদয়ঙ্গম হবে। এই ক্রীড়ার সমষ্টি ও গ্রন্থনা কোনও যাদুকর সমিতির প্রথম পাঠরূপে প্রণীত হয়। যারাই এই ধারা-প্রদর্শনী শিখে ব্যবহার করেছে তারাই প্রচুর বাহবা অর্জন করেছে। এই নবরঙ্গের কোনও খেলাই পৃথকভাবে একটি বা দুটি দেখান বাঞ্ছনীয় নয়। সমস্ত নয়টি খেলাই নিরবচ্ছিন্নভাবে দেখালে একটা চমৎকার যাদুকরী আবহাওয়ার আবেশে দর্শক-চিত্ত পুলক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে।

ধারা প্রদর্শনীর পারম্পর্য অনুসারে এই নয়টি তাসের খেলা সংগ্রথিত। প্রথম চারটি খেলা তাসজোড়ার ওপর তলার বিদূষক তাস সহ তেইশ খানি পাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং এই খেলাগুলি দেখাতে ওপর থেকে তেইশ খানি তাস নিয়ে সেগুলি ভাঁজিয়ে ও ভাঁজাতে দিয়ে খেলা দেখান হয়। বাকী পাঁচটি ওপরের তাস প্রথম দুটি খেলা দেখাবার জন্য। তলার ত্রিশটি পাতা আগে ভাগেই একটা বিশেষ রীতিতে সাজান থাকে। যাদুবিদ্যায় নানা ভাবে একজোড়া তাস বা তার কিছুটা সাজিয়ে রাখার

ব্যবস্থা আছে। এ ভাবে সাজান তাসকে সজ্জা-দুরস্ত তাস বলে। ওপরের বাইশখানি তাসের নীচে বিদুষক তাস রেখে তার তলায় সজ্জা-দুরস্ত ত্রিশটি তাস রেখে বিদুষক তাস সমেত সম্পূর্ণ একজোড়া প্রস্তুত করে খাপে ভরে রাখতে হয়। এই তাসজোড়া খাপ থেকে বার করে খেলা দেখান আরম্ভ করতে হয়।

নবরঙ্গের তাসজোড়ার নীচের ত্রিশখানি নিম্নোক্ত ভাবে সজ্জাদুরস্ত করা হয়। তাসজোড়া থেকে একটি বিদুষক তাস, একটি পঞ্জা ও ছক্কা আলাদা করে অন্যান্য তাসগুলি চিৎ করে ছড়িয়ে ফেল। যদি তাসজোড়ায় আরও একটি বিদুষক তাস, অর্থাৎ জোকার এবং অন্যান্য বাড়তি তাস থাকে যা খেলায় ব্যবহৃত হয় না, সেটি বা সেগুলি বাতিল করে দাও। এবার বিবি গোলাম দশা চৌকা টেক্কাগুলি বেছে আলাদা করে রাখ এবং ঐ সঙ্গে একটি পঞ্জা, একটি আটা ও একটি নহলাও আলাদা করে রাখ। এখানে বলে রাখা ভাল যে এর পর তলার ত্রিশটি তাস সজ্জাদুরস্ত করতে ঐ বিবি থেকে টেক্কা পর্যন্ত তাস ও অন্য আরও সাতটি তাস ব্যবহৃত হবে। লেখার ও বুঝাবার সুবিধার জন্য বিবিকে বি, গোলামকে গো, দশাকে দ, চৌকাকে চ, টেক্কাকে টে ও অন্যান্য তাসকে অ আদ্য অক্ষরের সংকেতে লেখা হবে। অতএব সাতাশটি তাস সাজাতে পর পর উপুড় করে একটার ওপর আর একটা তাস ফেলতে প্রথমে গোলাম অর্থাৎ গো-বি-চ-দ-টে-অ-অ-অ-অ-গো-বি-চ-দ-টে-গো-বি-চ-দ-টে-অ-অ-অ-গো-টে-দ-চ-বি রেখে এই থাকের ওপর নহলা পঞ্জা ও আটাটি চাপালেই তলার ত্রিশটি তাস সজ্জাদুরস্ত হয়ে রইল। এই থাকের ওপর একটি বিদুষক তাস ও আগে ভাগে সরান পঞ্জা ছক্কা সমেত বাদবাকী কুড়িটি তাসজোড়ার ওপরে রেখে খাপে পুরে রাখলেই নবরঙ্গের প্রস্তুতি পর্ব শেষ।

বলা বাহুল্য, তাসের এই নয়টি চমকপ্রদ খেলা দেখাতে প্রদর্শককে নিজের তাসই ব্যবহার করতে হয়। তা হলেও মাভৈঃ; কোনও বুদ্ধিমানের বুদ্ধিতে থৈ পাবে না যে প্রদর্শকের নিজের তাস হওয়াতে বিশেষ কোনও ইতর বিশেষ হয়েছে। কারণ গোড়া ও শেষের দিকের খেলায় তাসগুলি অনেকবার দর্শকরা ভাঁজিয়েছেন এবং শেষকালে সমস্ত তাস পরীক্ষাও করতে পারেন। বার বার দর্শকদের ভাঁজাবার কারণে তাস বিশেষভাবে সাজিয়ে রাখাও টের পায় না কেউ।

প্রথম রঙ্গঃ পকেট থেকে তাসজোড়া বার করতে করতে যাদুকরী ভণিতা শুরু হয়, "যাদুবিদ্যা শিখতে গিয়ে প্রথম গুরুর উপদেশ পেলাম যে এ বিদ্যার প্রথম পাঠই হচ্ছে নজরবন্দী শেখা। ভাবলাম, নজরবন্দী তো পুলিশের কাজ। পরে বুঝলাম যে এ নজরবন্দীতে ব্যক্তি বিশেষকে নয়নের মণি করে রাখা নয়। যাদুকরের নজরে দর্শকের মনোভাব বন্দী করে রাখাকেই যাদুবিদ্যায় নজরবন্দী বলে। বক্তব্য আরও স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে আপনাদের এই কটি তাস দিচ্ছি। আপনাদের মধ্যে যে কেউ এই তাসগুলির মধ্যে একটিকে মনে মনে পছন্দ করে নিন ও অন্য একজনকে দেখিয়ে রাখুন যাতে দুজনেই শেষ পর্যন্ত তাসটি বিস্মৃত না হন। আমি ঘুরে দাঁড়াচ্ছি। তাস পছন্দ করে, দেখিয়ে অন্যান্য তাসগুলির সঙ্গে মিশিয়ে বেশ করে ভাঁজিয়ে ফেলবেন।" প্রদর্শক দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে তাঁদের নির্দিষ্ট কাজগুলি সম্পন্ন করার সুযোগ দেয়। তাসগুলি ফেরৎ পেয়ে দর্শকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক একটি তাস নিজের দিকে তুলে ধরে, কিছুক্ষণ তাসটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে, কখনও ঘাড় নেড়ে, মাথা নেড়ে, টের পেয়েছি বা টের পাই নি মনোভাব প্রকাশ করে তাসগুলিতে এক প্রস্থ চোখ বুলিয়ে নেয়। এই সব কর্মকাণ্ড যাদুকরী ভঙ্গী মাত্র। এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাসগুলিকে পর পর চিড়িতনের নহলা, রুহিতনের ছক্কা, হরতনের চৌকা, ইস্কাবনের দুরি ও ইস্কাবনের নহলা পর্যায়ে ওপর থেকে নীচের দিকে পর পর সাজিয়ে রেখে এই পাঁচখানি তাসের ওপর আরও চারটি অন্য তাস চড়িয়ে রাখা হয়। তা হলে চিড়িতনের নহলা ওপর থেকে নীচের দিকে পঞ্চম স্থানে অবস্থিত হল। ঐ পাঁচটি তাস এক সঙ্গে তাসজোড়ার একই জায়গায় রাখা হয়েছে এটা যাতে কেউ না ঠাহর করতে পারে সেজন্য ঐ পাঁচটি তাস এগিয়ে পিছিয়ে স্থান পরিবর্তন করালে ভাল হয়। এর পর বলা হয়, "আপনি কোন্ তাসটি মনে মনে মনোনীত করেছেন আমি আপনার চোখে নজর দিয়ে আঁচ করে ফেলেছি। নজরবন্দীতে নজরই বড় কথা। তবে এমন লোকও তো বিরল নয় যার মুখ দেখে পেটের কথা মোটেই বুঝা যায় না। তাই সব সময় এই আন্দাজ ঠিকও হয় না। ভুল হয়ে যায়। ভুল হলে আমারই শেখা হবে। ভুল না হলে আমারই শিক্ষা হয়েছে জানতে পারা যাবে। আপনি যে তাসটি বেছেছেন সেটা সোজাসুজি বার করে দেখাবার চেয়েও খেলাটা যাতে আরও

চমকপ্রদ হয় সেজন্য সে তাসটি এই তাসজোড়ার বিশিষ্ট এক স্থানে আমি রেখে দিয়েছি। আর আমি এ তাসগুলো নাড়া চাড়া করব না। এবার আপনার মনোনীত তাসটির নাম সবাইকে জানান। তারপর আমিও বলব সে তাসটি বেছে আমি কোথায় রেখেছি।" তাসটির নাম বিঘোষিত হওয়া মাত্র প্রদর্শক এমন বিজ্ঞোচিত শির সঞ্চালন করতে থাকে যা দেখে মনে হয় বলছে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ধরেছি।" এর পর তাসজোড়া দর্শকদের কারও হাতে দিয়ে তাসের নাম ও বর্ণের প্রতিটি অক্ষরের দরুণ একটি একটি তাস ফেলে যেতে যেতে শেষ যে অক্ষরে নামটি সম্পূর্ণ হয় সেই তাসটি দেখলেই দেখা যাবে যে সেটিই সদ্য ঘোষিত তাস।

এই খেলাটি তাসজোড়ার ওপর দিকের পাঁচটি মাত্র তাস দিয়েই দেখান হয়। দর্শককে মনোনয়ন করতে পাঁচটি মাত্র তাস দেওয়া হয়। এ খেলায় ব্যবহৃত এমনই পাঁচখানি তাস চয়ন করা হয়েছে যেগুলি বলতে যতগুলি অক্ষর লাগে তার কোনও একটার সঙ্গে অন্যটা মেলে না। যথা, চিড়ের নয় বলতে পাঁচটি অক্ষর, রুইতন ছয় বলতে ছটি অক্ষর, হরতনের চৌকা বলতে সাতটি অক্ষর, ইস্কাবনের দুরির অক্ষর সংখ্যা আট আর ইস্কাবনের নহলায় সেটি হচ্ছে নয়। বলা বাহুল্য, যুক্ত অক্ষরকে ভেঙ্গে দুটি অক্ষর গণ্য করা দরকার। যে পাঁচটি তাস থেকে একটি পছন্দ করতে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি অক্ষর অনুপাতে রেখে দেওয়াতে যেটিই মনোনীত হোক না কেন সেটি প্রতি অক্ষরের জন্য একটি একটি তাস ফেলে গেলেই সেই তাসটিতে এসে ঠেকবে। পড়ে মনে হবে, এই! কিন্তু কাজের শেষে প্রমাণ হবে যে জানবার পর যাদুর রহস্য যত সোজা ঠেকে, না জানলে ততই বেশী হকচকিয়ে যেতে হয়।

দ্বিতীয় রঙ্গ ঃ আগের খেলাটি শেষ হলে ব্যবহৃত তাসগুলি জোড়ার ওপরে উঠিয়ে রাখতে রাখতে বুলি শুরু হয়, "নজরবন্দী শেখার পর গুরু উপদেশ দিলেন, 'নজর দিয়ে নজরবন্দী করলেই যাদুকর হওয়া যায় না। স্পর্শ দিয়ে, ঘ্রাণ দিয়ে, কানে শুনেও অনেক কিছু বুঝা যায় তাও শিখতে হবে।' অতএব স্বাদ সৌরভ ও ধ্বনি সাধনায় লাগলাম। এবার আপনাদের স্পর্শ ও ঘ্রাণ শক্তির যতটা উন্নতি করেছি তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চাই। এবার আরও কয়েকটি তাস আপনাদের দিচ্ছি। আপনারা তাসগুলি বেশ করে ভাঁজিয়ে তার থেকে একটা তাস মনে মনে পছন্দ করে রাখুন। মনে মনে

বাছাই করা তাসটা অন্য একজনকে দেখিয়ে রাখতে ভুলবেন না যাতে দু'জনের একজন যদি দৈবাৎ ভুলেও যান, অন্য জন ভুলবেন না। আমি ঘুরে দাঁড়াচ্ছি যাতে আপনাদের বাছাই ও ভাঁজান আমার চোখে না পড়ে, শুধু কানটাই খোলা রইল।"

এ খেলাটি দেখাতে একুশ খানি তাসের দরকার। সেগুলি একটি একটি করে গণনা করলে দর্শকগণ সংখ্যাটি জেনে যাবে। তাসের এই নির্দিষ্ট সংখ্যাটিও খেলার রহস্যভেদের সহায় হতে পারে। তাই তাস না গুণে তাসজোড়ার এক পাশ, প্রস্থের দিকের তাস, বইয়ের পাতার মত দ্রুত খোলার মত, টেনে গেলে এক সময় বিদূষক তাসটি দেখা যাবে। ব্যস, তারপর একটি তাস ছাড়লে ওপরের তাসগুলির সংখ্যা হবে একুশ। ওপরের এই এক থাক তাস তক্ষুণি তুলে নিলে কারও পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয় যে প্রদর্শক যে তাসগুলি তুলে নিয়েছে তার সংখ্যা সে জানে বা জেনে শুনে উঠিয়ে নিয়েছে। ব্যবহার্য তাসের সংখ্যা যে প্রধান বিষয় নয় তার ইঙ্গিত করতে এ রকম যাদুকরী উপায় সর্বদাই প্রয়োজ্য। তাস মনোনীত হওয়ার পর তাসটি অন্য তাসগুলির সঙ্গে ভাঁজিয়ে মিশিয়ে দিতে বলা হয়। মেশান হলে, তাসগুলি ফেরৎ নিয়ে, প্রদর্শক বক্তব্য শুরু করে, "এবার আমি তাসের সামনের দিকে দৃষ্টিপাত করব না। চোখের দেখা এবার বাতিল করে দিচ্ছি। এবার আমি এক একটি তাস ছুঁয়ে ও শুঁকে আপনাদের নির্বাচিত তাসটিকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করব। এটা করতে পারলে আপনারা বুঝবেন অন্ধের ঘ্রাণ ও স্পর্শশক্তি এত প্রখর হয়ে ওঠে কেন। যাদুক্রীড়ার মধ্যে মানুষের ইন্দ্রিয়গুলির স্বাভাবিক কর্মশক্তি বাড়িয়ে তোলা ছাড়া আর কি ভাবে অঘটন ঘটান যায়, বলুন? রোজ রোজ নিয়মিত ডন বৈঠক আর মুগুর ভাঁজলে দৈত্যের বল লাভ করা যায় আর চোখ কান নাক জিভ চামড়া নিত্য শানালে যাদুকর না হয়ে পারে?" এ রকম সরস কথাবার্তার সঙ্গে সঙ্গে হাতের তাসগুলি হয় নিজে, নয় দর্শকদের দিয়ে, তাসখেলার রীতি অনুযায়ী একটি একটি তাস চেলে, তিনটি পৃথক ভাগ করা হয় ও দর্শকের মনোনীত তাসটি কোন ভাগে বিদ্যমান তা মনোনয়নকারীকে এক একটি ভাগ তুলে দেখে জানাতে বলা হয়। যে ভাগে মনোনীত তাসটি পড়েছে, জানার পর ভাগগুলি আবার একত্র করে সব তাস আগের মত বেঁটে আবার তিনটি পৃথক ভাগ করে দর্শককে কোন ভাগে নির্বাচিত তাসটি পড়েছে বলতে বলা হয়।

এবারও তাসটির অবস্থান কোন ভাগে জেনে আরও দু বার একই ভাবে আগের মত সব তাস বেঁটে তাসের অবস্থান জেনে নেওয়া হয়। অর্থাৎ ঐ একই কাজ চার বার করাবার পর দর্শক যে ভাগে তাঁর মনোনীত তাসটি আছে জানাবেন সেই ভাগটি প্রদর্শক নিজের হাতে তুলে নেয়। চার বার একই রকম কাজ করার একটা মনের মত কৈফিয়ৎ দিতে বলা যায় যে বার বার ভাগ করে মনোনীত তাসটি দেখার উদ্দেশ্য তাসটি দর্শকের স্মৃতিপথে মুদ্রিত করে ফেলা এবং বার বার দেখায় তাসটিতে দৃষ্টি রশ্মির তাপ ও ছাপ মুদ্রিত করা হয় যাতে তাপ ও ছাপ ছুঁয়ে টের পাওয়া যায়। বস্তুত এই চার বার তাস ভাগ করার সময় প্রদর্শক একটা বিশেষ ব্যবস্থা করে। যার ফলে চতুর্থবার মনোনীত তাসটি যে ভাগে পড়ে সে ভাগের মাঝখানে অর্থাৎ ওপর বা নীচ থেকে চতুর্থ স্থানে উপনীত হয়ে যায়। সেই বিশেষ ব্যবস্থাটি হচ্ছে যে ভাগে মনোনীত তাসটি পাওয়া যায় সেই ভাগটি অন্য দুটি ভাগের মাঝখানে রেখে তবেই আবার বণ্টন করা হয়। অবশেষে একটি ভাগের মাঝখানে মনোনীত তাসটি রয়েছে জানা সত্ত্বেও সরাসরি ঐ তাসটি বার করে দেখালে যাদুকরী বিভ্রম রচিত হয় না। রহস্য সুনিবিড় করতে অল্পবিস্তর তুকতাকে কাল হরণ করে মানুষের মনে প্রত্যাশার উৎকণ্ঠা উচ্ছলিত করা হয়। যেটা একটা ক্ষুদ্র ধাঁধা মাত্র সেটাকে যাদুর অসাধ্য সাধনের মহিমায় এই বিলম্বিত লয়ে বিকশিত করতে হয়। এর জন্য প্রয়োজন ভণিতার সঙ্গে ভঙ্গীর মিল যেটা যাদুবিদ্যার আবরণ ও আভরণ। তাই ঐ ক্রিয়াকাণ্ডগুলি যাদু প্রদর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ। সুতরাং চতুর্থ তাসটি মাঝখান থেকে টেনে এনে তৎক্ষণাৎ দেখান অপেক্ষা একটি মূক মন্ত্রোচ্চারণের সাহায্যে তাসটিকে খুঁজে বার করা হয়।

মন্ত্রটি হচ্ছে, 'জনগণ মন হরষে, যাদুকাঠি পরশ ভরসা' বা 'সংকট ঘোর তরিতে, যাদুকাঠি বুলাও ত্বরিতে।' এই ছড়া দুটির একটি মনে মনে উচ্চারণ করার সময় প্রত্যেকটি শব্দের প্রতিটি অক্ষরের দরুণ তাসের উপুড় করে ধরা ভাগের ওপর থেকে এক একটি তাস জোড়ার তলায় রেখে শব্দ পূর্ণ যে তাসে হয় সেটার পরের তাস চিৎ করে ফেলে বাদ দিতে দিতে অবশিষ্ট তাসটিই মনোনীত তাস হয়। চিৎ করে বাতিল তাসটি ফেলার প্রাক্কালে বলা হয়, "না, এটাও নির্বাচিত তাস নয়।" এই ভাবে শব্দগুলির প্রতি অক্ষরের অনুকূলে তাস বাদ দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত হাতে একটা তাসই পড়ে থাকে

এবং ঐ তাসটিই মনোনীত তাস হয়। প্রত্যেক অক্ষরের দরুণ যে তাসটি হাতে তোলা হয় সেটি ঐ ভাগের তলায় রেখে দেওয়া হয় এবং শব্দটি পূর্ণ হলে তার পরের উপরস্থ তাসটি 'নয় বলে' চিৎ করে ফেলে যাওয়াই নিয়ম এ কথাটা মনে রাখা দরকার। ছড়াটি মনে মনে বলা ও তাস চালাচালির ক্রিয়াটি একটু বুঝিয়ে বলতে বলা যায় যে জনগণ-মন-হরষে বলার সময় জ-ন-গ-ণ অক্ষর গুলির জন্য হাতের তাসের ওপরের একটি একটি করে চারটি তাস তুলে সেই ভাগের তলায় গুঁজে দেওয়া হয় ও পরবর্তী উপরস্থ তাসটি নিয়ে চিৎ করে ফেলা হয়। এর পর 'মন'-এর জন্য ঐ একই কাজ আর তারপর হ-র-ষে ইত্যাদির জন্য ওপরের তাসগুলি অক্ষর অনুপাতে তলায় ঢোকান এবং পরের উপরস্থ তাসটি চিৎ করে বাতিল করা হয়। এই ভাবে তাস চেলে গেলে অবশিষ্ট একটি তাসই থাকে এবং সেটিই অবধারিত নির্বাচিত তাস। মন্ত্রটি মনে মনে আওড়ানই ভাল। যে তাসটি ভাগের তলায় রাখতে হয় সেটি রাখবার আগে হাতে তার ওজন পরীক্ষা করা হচ্ছে ভাণ করতে হয় এবং সেটি সম্বন্ধে মনে সন্দেহ আছে মুখের হাবভাবে প্রকাশ করে তবেই নীচে গুঁজে দেওয়া হয়। এর পরের তাস হাতে ওজন করে, নিঃসন্দেহ ভাব দেখিয়ে, চিৎ করে ফেলার সময় মুখ ফুটে বলতে হয় 'না, এটা সে তাস নয়।' এইভাবে খেলা দেখালে দর্শকের চিত্ত খেলার শেষে কি ঘটে না ঘটে জানতে উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে এবং এই ঔৎসুক্য বাড়ানই যাদুক্রীড়ার বিশেষ সহায় শুধু নয়, খেলাকে উপভোগ্য করে তোলে।

তৃতীয় রঙ্গ ঃ আগের খেলাটি সাঙ্গ হলে ব্যবহৃত সমস্ত তাস কুড়িয়ে তাস-জোড়ার ওপরে রেখে এক দুই বলার সঙ্গে একটি একটি তাস উপুড় করে ফেলে, দুটি দশখানি তাসের থাক করা হয়। প্রত্যেক থাকে দশটি মাত্র তাস আছে এ বিষয়ে দর্শকদের সুনিশ্চিত করতে তাসজোড়াটি হাত থেকে নামিয়ে সরিয়ে রাখা হয়। তারপর প্রত্যেকটি থাক আলাদা ভাবে আবার গণনা করে দেখিয়ে দেওয়া হয় যে প্রত্যেক থাকেই দশটি তাস আছে। আবার আর একবার গণনা করার প্রাক্কালে প্রদর্শক বুঝাবার জন্য বলে, "এবারেও নজরবন্দীর খেলা। তবে চোখে চোখে চকিত চাউনিতে মনের ভাষা ইসারায় বোঝা নয়, পলকের পলকপাতে পরের দৃষ্টিপাত আটকে দেওয়া। এতে দেখবেন, পুতুলই শুধু চোখ থাকতেও দেখে না, মানুষও তেমন অবস্থার ফেরে চোখে কানে টের পায় না। আমার যাদুবিদ্যা শেখার তৃতীয় পাঠে গুরুমশাই

এটি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ভয় নেই, আপনাদের চোখে আমি আঙ্গুল ছোঁয়াব না। এখানে দু ভাগ তাস রয়েছে। প্রত্যেক ভাগেই মাত্র দশটি করে তাস আছে। আবার গুণে দেখাচ্ছি। আপনারা লক্ষ্য করুন। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী যাদুবিদ্যা প্রচলিত রীতির ধার ঘেঁসেও চলে না।" তাই উল্টো ভাবে গণনা হবে। তা হলে আমি এক থেকে দশ না গুণে, দশ থেকে এক পর্যন্ত গুণব।" যে কথা সেই কাজ। দশ নয় আট সাত ছয় পাঁচ চার তিন দুই এক বলা ও এক একটি তাস সেই সঙ্গে ফেলে দু বারে দুটি থাক গণনা করে আলাদা ও তফাৎ করে রেখে দেওয়া হয়। এবার প্রদর্শক দর্শকের কাছে জানতে চায় তাঁরা কোন থাকের একটি তাস অন্য থাকে তাঁদের দৃষ্টির অগোচরে এবং অজ্ঞাতসারে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা করেন। ডান দিকের ভাগ থেকে বাঁ দিকের ভাগে বা উল্টোটা যেটাই দর্শকদের অভিপ্রায় হোক না কেন প্রদর্শকের পক্ষে কিছু আসে যায় না। দর্শক যে থাকটিই দেখান না কেন, প্রদর্শক থাক দুটির ওপর করতল চাপা দিয়ে ঘাড় নেড়ে একদিক থেকে অন্যদিকে চোখ ঘোরাবার সময় মুখে উচ্চারণ করে, "যাও"। ধরা যাক, বাঁ দিক থেকে একটি তাস ডান দিকের ভাগে চালান দিতে বলা হয়েছে। আগের কাজটি সমাপ্ত করে হাত উঠিয়ে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে সখেদে ভণিতা শুরু হয়, "আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না? এদিক থেকে একটা তাস ওদিকে যায় নি মনে হচ্ছে তো? সাধারণ মানুষ হলে যাই ধারণা করুন না, যাদুকরদের বেলায় মনে রাখবেন তারা যা বলে তাই করে ফেলে। আমাদের সততারও পরীক্ষা! সীতার অগ্নি পরীক্ষা! তবে তাই হোক। চোখে দেখে, কানে শুনে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করুন।" এবার বাঁ দিকের ভাগটি হাতে তুলে নিয়ে দশ থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুণে বাদ বাকি তাস ছড়ালেই দেখা যাবে সেখানে মাত্র চারটি তাস রয়েছে, সুতরাং পাঁচ আর চারে নয় বলে ঐ চারটে তাসও ফেলা তাসগুলির ওপর ফেলে দেওয়া হয়। তারপর এতটুকু সময় নষ্ট না করে অন্য ভাগটি উঠিয়ে আগের বারের মত দশ থেকে ছয় পর্যন্ত গুণে হাতের বাকী তাসগুলি ছড়ালেই দেখা যায় যে সেখানে পাঁচটি তাস অবশিষ্ট এবং ছয় যোগ পাঁচ এগার বলে হাতের তাসগুলি ফেলা তাসের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনার আকস্মিকতায় দর্শকবৃন্দ ততক্ষণ হতভম্ব এবং সেই সুযোগে দু ভাগ তাস একত্র করে তাসজোড়ার ওপরে উঠিয়ে রাখা হয়। এই হাত চাপার সময় যদি প্রত্যেক হাতের তলার তাসগুলির নীচে বুড়ো

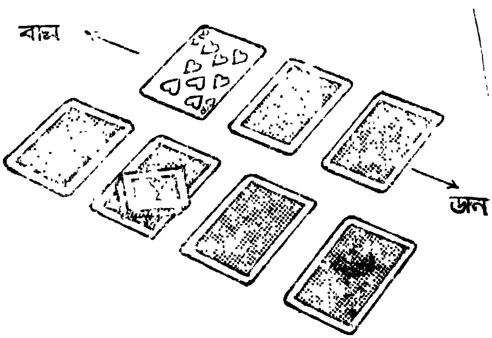
আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেওয়া থাকে এবং যাও বলার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুষ্ঠ তাসের গাঁ ঘেঁসে ত্বরিত ওপরে তোলা হয় তা হলে তাস থেকে একটা 'ফুরুৎ' শব্দ ওঠান যায়। এই শব্দ করাটাও যাদু প্রদর্শনে হতচকিত করা আরও একটি উপায়। বিপরীত রীতিতে গণনার ফলে দশ থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুণলে ছয় সংখ্যা বলা হয়ে যায় সুতরাং আরও চারটি সংখ্যাই বাকী থাকে এবং দশ থেকে ছয় পর্যন্ত গুণলে মাত্র পাঁচটি সংখ্যাই বলা হয় ও আরও পাঁচটি বলার বাকী থাকে। কিন্তু সাধারণ লোকে এই বিষয়টা জানেও না, জানবার কথাও নয়। সুতরাং আশ্চর্য না হয়ে পারে না। সাবধানের মার নেই তাই গণনার পর দু ভাগ তাস জোড়ার ওপর উঠিয়ে দেওয়া হয় যাতে প্রত্যেক ভাগেই ঠিক দশটি তাসই আছে জানলেই ভেল্কির সমাধান করতে দেরী হয় না।

চতুর্থ রঙ্গঃ আগের খেলাটির পর তাসজোড়া নিজের দিকে মুখ করে ওপরের তাসগুলি মেলে একটি পঞ্জা ও একটি ছক্কা বেছে টেবিলে উপুড় করে রাখা হয়। তারপর বিদূষক তাস সমেত ওপরের বিশটি তাস হাতে নিয়ে বাদ বাকী তাস উপুড় করে টেবিলের এক দিকে রেখে দেওয়া হয়। এবার টেবিলের দুপাশে দুজন দর্শককে বসিয়ে তাঁদের প্রত্যেককে ঐ বিশখানি তাস গুণে বলান হয় যে মোট বিশটি মাত্র তাস আছে। দুজনকে এবার ঐ তাসগুলিকেই ভাঁজিয়ে দিতে বলা হয়। ভাঁজান তাস ফেরৎ পেয়ে প্রদর্শক সেগুলি উপুড় করে টেবিলের সমান্তরাল করে ধরে, অন্য হাতে বিদূষক তাসটি তুলে দেখিয়ে দর্শকদের একজনকে ঐ তাসটি হাতে ধরা বিশখানি তাসের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা গুঁজে ঢুকিয়ে দিতে বলে। বিদুষক তাসটি তাসগুলির মধ্যে রাখা হলে প্রদর্শক তার ডান দিকের দর্শকের কাছে পঞ্জাটি ও বাঁ দিকের দর্শকের কাছে ছক্কাটি উপুড় করে রেখে দেয়। প্রদর্শক এবার তার হাতের তাসগুলি ডান দিকের দর্শকের দিকে মেলে তাঁকে বিদুষক তাসটির অব্যবহিত আগের তাসটি লক্ষ্য করতে বলে ও সে তাসটি মনে রাখতে উপদেশ দেয়। ডান দিকের দর্শককে এভাবে একটি তাস মনে রাখতে দিয়ে ঐ তাসগুলি পরের বার বাঁ দিকের দর্শকের দিকে ছড়িয়ে বিদুষক তাসটির অব্যবহিত পরের তাসটি দেখে স্মরণ রাখতে বলা হয়। তা হলে ব্যাপারটা হল দর্শকের গোঁজা বিদুষক তাসটির পিছনের ও সামনের তাস দুটির প্রথমটি ডান দিকের দর্শক ও দ্বিতীয়টি বাঁ দিকের দর্শক মনে রেখেছেন। ডান দিকের দর্শকের সামনে পঞ্জা উল্টে রাখা হয়েছে ও বাঁ

দিকের দর্শকের পাশে ছক্কা ওল্টান পড়ে আছে। প্রদর্শক এবার প্রস্তাব করে যে তাসগুলি একটু ওলটপালট করলে মনোনীত তাস দুটি স্থান পরিবর্তন করবে আর তাতেই যাদুর মজাটা বেশ জমবে। সুতরাং তাসগুলি তাস খেলার মত একবার ডান দিকের দর্শকের দিকে ও পরের বার বাঁ দিকের দর্শকের দিকে ঘুরে দু বার তাসগুলি একটি একটি চেলে দুটি থাক করা হয় এবং প্রত্যেক বারের করা দুটি থাকের মধ্যে যে থাকে দ্বিতীয় তাস পড়েছিল সেই থাকটি অন্য থাকের ওপর তুলে রাখা হয়। এখন প্রথম দর্শককে যদি বিদূষকটি তাসের মধ্যে গুঁজে দিতে দেওয়া হয়ে থাকে তা হলে বাঁ দিকের দর্শককে বিদূষক তাসটি বেছে বার করতে বলা হয় ও তাসগুলি তার দিকে মেলে ধরা হয়। বিদূষক তাসটি টেনে যখন নেওয়া হচ্ছে তখন প্রদর্শক তাসটি বার করার সুবিধা করতে দু ভাগ তাস, বিদূষকের ওপরের ও নীচের ভাগ, আলাদা করে ফেলে। বিদূষক বেরিয়ে গেলে ঐ বিশেষ তাসটির তলার অংশের তাসগুলি অন্য তাসগুলির ওপর তুলে দেওয়া হয়। এ কাজটি মোটেই গোপন করার দরকার হয় না। এবার হাতের বিশটি তাস গুণে সমান দুভাগ করে ওপরের দশটি তাস এবং তলার দশটি তাস ডান ও বাঁ দিকের দর্শকের সামনে উল্টে রেখে তাঁদের পাশে রাখা পঞ্জা ও ছক্কা চিৎ করে দেওয়া হয়। তাসের যে দু ভাগ তাস দর্শকদের সামনে রাখা হয়, তখন ভাগ করতে যেন একত্রিত বিশটি তাসের পারম্পর্য নষ্ট না হয়ে যায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হয়। সুতরাং ওপরের দশটি গুণবার সময় তাসের পিঠটা নিজের দিকে রেখে বাঁ হাতে একটি তাস সরিয়ে তাসগুলি ডান হাতে ধরে গুণে যেতে হয়। একটি একটি ফেলে গুণলে দশম তাসটি প্রথম ও প্রথম তাসটি দশম জায়গায় যায় মনে রাখা দরকার। ঐ তাস দু ভাগ করার ও পঞ্জা ছক্কা ওল্টাবার সময় প্রদর্শকের কণ্ঠ মুখর হয়ে ওঠে, "পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাধারণ গুণগুলি বিশেষভাবে বেশ কিছুদিন চর্চা করলে তবেই না ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, মনের, হদিশ পাওয়া যায়। মনের আন্দাজটা কত নির্ভুল করে তুলেছি তা ঐ তাস দুটোই প্রমাণ করবে। এবার আপনারা যার যার সামনের তাসগুলি থেকে ঐ যে একটা তাস দেখছেন তার যত ফোঁটা ততগুলি তাস চেলে ঐ ফোঁটার সংখ্যায় যে তাসটা পাবেন সেটা হাতে উপুড় করে ধরে রাখুন তো?" যথা নির্দিষ্ট কাজ হয়ে গেলে দর্শকদের প্রত্যেককে তাঁদের দেখা তাসটি নিজে দেখে আর সকলকে দেখাতে বলা হয়। বলা বাহুল্য, তাস দুটি

তাঁদেরই মনোনীত। এ সময় বৃত্ত্য চলে, "মনোবলে আপনাদের পছন্দ করা তাস ভাঁজিয়ে ছত্রাকার হয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত কোথায় যাবে তা আমি আগেই আন্দাজ করেছি, দেখলেন তো ?"

পঞ্চম রঙ্গঃ এ পর্যন্ত আগের চারটি খেলাই তাসজোড়ার ওপর দিকের তেইশটি তাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ঐ তাসগুলি অনেকবার ভাঁজান হয়েছে। এখন পরের দুট খেলা সজ্জাতুরন্ত বিদুষক তাসের তলার ত্রিশটি তাস দিয়ে দেখাতে হবে। সুতরাং আগের খেলাটি শেষ হলে বিদুষক তাসটি বাদে বাইশটি তাস তাসজোড়ার একেবারে নীচে রাখা হয়। এই বাইশটি তাস যে নীচে রাখা হল তা দর্শকের চোখে পড়ার বিষয় নয়, পড়লেও বিশেষ কিছু আশঙ্কার নয়। এবারের খেলা দেখাবার আগে প্রদর্শক নিজের কোটের বাঁ দিকের পকেটটি খালি করে



চিত্র ২১

দু চারজনকে সেটা হাত ঢুকিয়ে দেখিয়ে রাখে যাতে সবাই জানতে পারে ঐ পকেটটি প্রকৃতই খালি। এরপর তাসজোড়াটি হাতে নিয়ে দু সার তাস জোড়ার ওপর থেকে টেবিলে উপুড় করে বিছান হয়। প্রথম সারে তিনটি তাস ও তার নীচের সারে চারটি তাস পাশাপাশি রাখা হয় (চিত্র ২১)। দু সারের তাস বেশ ফাঁক ফাঁক করে ছড়িয়ে রাখা হয়। এবার দর্শকদের একজনকে চার তাসের সারের যে কোনও একটিতে চাবি, মুদ্রা বা আংটি তার ওপর রেখে দিতে বলা হয়। এই ভাবে একটি তাস চিহ্নিত হওয়ার পর ঐ সারের বাকী তিনটি তাস জোড়ায় তুলে রাখা হয়। চিহ্নিত তাসটির ডান দিকের তাস একেবারে ডানদিক থেকে একটি একটি করে তুলে তাসজোড়ার তলায় দিতে হয়। আর বাঁ পাশের তাসের বেলায় ঠিক চিহ্ন দেওয়া তাসটির পাশের তাসটি থেকে শুরু করে পরের তাসগুলি পর পর জোড়ার ওপরে উঠিয়ে রাখা হয়। ডান বা বাঁ পাশে কোনও তাস না থাকলে সে দিকের শূন্য স্থানের জন্য কিছুই করার থাকে না। তিন তাসের সারের সর্বপ্রথম রাখা তাসটি এবার সে জায়গাতেই উল্টে

চিং করলেই দেখা যাবে যে সেটি আটা। স্মরণ করা যেতে পারে যে সজ্জাত্নরস্ত তাসের ওপরের তাসটি আটা রাখা হয়েছিল। প্রদর্শক বলতে শুরু করে, “এটি একটি আটা। এতে আটটা ফোঁটা আছে। অতএব আমি আটখানি তাস বেঁটে দিচ্ছি।” এই বলে তাসজোড়ার ওপর থেকে সরবে এক বলা ও একটি তাস তাসজোড়ার ওপর থেকে আটার ওপর উপুড় করে দেওয়া হলে, দুই উচ্চারণ করে দ্বিতীয় তাস দিয়ে, ক্রমান্বয়ে তিন চার ইত্যাদি আট বলে আটটি তাস সেখানে উপুড় করে রাখা হয়। এর পর পরের তাসটি উল্টে পঞ্জা দেখিয়ে তার ওপর আগের মত পাচখানি তাস দেওয়া হয় এবং তৃতীয় তাসটি চিং করতে নহলা হওয়াতে তার ওপর নয়টি তাস দিয়ে বক্তব্য শুরু হয়, “আপনারা একটা তাস আগেই চিহ্নিত করেছেন। সেটা কি তাস আপনারাও জানেন না, আমিও জানি না। তারপর ঐ তিনটি তাসের ফোঁটা অনুসারে যে তাসগুলি ফেলা হয়েছে সেগুলোও কি, কেউ বলতে পারে না, আমি তো কোন ছার। আপনাদের পূর্ব নির্দিষ্ট তাস এবং ঐ তিন ভাগের তাসের শেষ ফেলা তাসগুলি কি তা এখনও অ-দৃষ্ট, না দেখে কি আছে বলা যায় না। যাত্নর তাজ্জবে দৃষ্টিও অনেক সময় সৃষ্টি ছাড়া ঘটনা ঘটায়। দেখা যাক অদৃষ্টে কি আছে?” এরপর চিহ্ন দেওয়া তাসটা চিং করে ফেললেই সেটি কি সকলেই দেখে নেয় আর তারপর ঐ তিন থাকের ওপরের একটি করে তিনটি তাস ওল্টালে সকলেই দেখে সেগুলিও একই তাস শুধু রংয়ে পৃথক। এমন আশ্চর্য মিল দেখে আশ্চর্য ও সন্তুষ্ট না হয়ে কি পারা যায়? উল্লেখ করা যেতে পারে যে নীচের সারের চারখানি তাস যথাক্রমে বিবি, চৌকা, দশা ও টেক্কা রাখা হয়েছিল। এর যে কোনটিই নির্বাচিত হোক না কেন ওপরের সারের বাঁ দিক থেকে একটি একটি তাস চিং করে ফেলে, ফোঁটা অনুযায়ী তাস তার ওপর চাললেই ঐ তিনটি থাকের শেষ চালা তাস নীচের সারের যেটি চিহ্নিত তার বর্ণভেদে একই তাস হতে বাধ্য কারণ এই তাসগুলি সজ্জাত্নরস্ত করা হয়েছিল।

ষষ্ঠ রঙ্গঃ পরের খেলা দেখাবার প্রস্তুতি আগের খেলা দেখাবার ফাঁকেই করে রাখা হয়। দর্শকগণকে যখন চারটি তাসই এক মানের ও বর্ণে পৃথক দেখান হচ্ছে এবং সকলেই পুলক বিস্ময়ে অন্যমনস্ক, সেই সুযোগে তাসজোড়ার তলার তাসটি বেমালুম বাঁ পকেটে

ফেলে দেওয়া হয়। তাসটি ফেলার আগে তাসটি কি দেখে মনে রাখা হয়।

আগের খেলাটি শেষ হলে প্রথম সারের আটা পঞ্জা ও নহলা টেবিলেই রেখে তার ওপর যে তাসগুলি চাপান হয়েছিল সেগুলি তাসজোড়ার ওপর উঠিয়ে রাখতে হয়। দর্শকের চিহ্ন দেওয়া তাসটি জোড়ার তলায় দিয়ে প্রথম নহলার ওপর দেওয়া তাসগুলির শেষ চিৎ করা তাসটি উপুড় করে সমস্ত থাকটা জোড়ার ওপরে রাখা হয়। তারপর পঞ্জা ও আটার ভাগ পর পর ঐ ভাবেই তুলে তাসজোড়া আবার সম্পূর্ণ করে ফেলা হয়। এই তিনটি তাসের ওপরে চালা তাসগুলি জোড়ায় তুলে দেওয়ার আগেই প্রদর্শক তার হাতের তাসের ওপরের তাসটি জনৈক দর্শককে পকেটে লুকিয়ে রাখতে দিয়ে দেয়। তাসজোড়া পূর্ণ হলে প্রদর্শক টেবিলের আটাটি উপুড় করে তার ওপর পর পর একটি একটি করে আটটি তাস জোড়া থেকে চেলে, পরের তাস পঞ্জা উল্টিয়ে তার ওপর আগের বারের মত পাঁচটি তাস চেলে অবশেষে নহলাটি উল্টে তার ওপর একই ভাবে নয়টি তাস দিয়ে দেয়। এবার যে দর্শকের পকেটে একটি তাস আগে থেকেই গচ্ছিত রাখা হয়েছিল তাঁকে তাসটি সবাইকে দেখিয়ে টেবিলে চিৎ করে রাখবার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর পর তিন থাকের ওপরের তাসগুলি একে একে ওল্টান হলে দেখা যাবে যে এবারও গচ্ছিত তাসটিও যা অন্য তিন ভাগের উপরস্থ তাসগুলিও তা, শুধু রংয়ে তফাৎ।

এ খেলা দেখাতে তাস বাঁটবার সময়টা কথাবার্তায় ভরিয়ে তুলতে বলা যায়, "যাদুক্রীড়ায় এমন কত বিচিত্র মিল হয়ে যায়, কি বলব? আগের বারেই দেখলেন একই পর্যায়ের চারটে তাস কেমন আশ্চর্য ভাবে একই সঙ্গে উদয় হল। ব্যাপারটা কিছুই নয়। বর্ণের পার্থক্য থাকলেও মান মর্যাদা তো একই, তাই তারা নিজেরাই দলে এসে ভিড়ে যায়। গেল বার আপনারা একটা তাস পছন্দ করেছিলেন। এবার আমার পছন্দের সঙ্গে তাসেদের মতের মিল হয় কিনা পরীক্ষা করে দেখা যাক। এই একটা তাস নেওয়া যাক। আমরা কেউ দেখব না কী তাস। অতএব আপনি এটি পকেটে লুকিয়ে রাখুন। একই ভেল্কি দু বার দেখান যাদুবিদ্যার নীতি বিরুদ্ধ কাজ। তাই দু বার আপনাদের তাস নির্বাচন করতে দিতে



শ্রীঅশোক রায়

পারলাম না। যদি ভাগ্যে থাকে ভেল্কি লাগবে, না লাগলে আপনারা হাসবেন, তাতেও আমি খুশী হব।"

চারখানি তাসই এক হয়েছে দেখাবার শেষে বলা চলে, "এটা সত্যিই আশা করি নি। অন্যের বেলায় আমাদের ভেল্কি যত জোরে খাটে, নিজেদের বেলায় মোটেই ফলতে চায় না। ব্যাপারটা আরও সহজে বুঝবেন যখন জানবেন যে যে-জ্যোতিষী দরজা হাট করে বসে আছে আপনার আমার ভবিষ্যৎ বলার জন্য সে কিন্তু কখনও গণনা করে বলতে পারে না তার সেদিন কত রোজগার হবে, ক'জন ভাগ্য গোণাতে আসবে। দৈবজ্ঞের বিড়ম্বনার মত হকিম বৈদ্যরা কেউ নিজের অসুখে নিজেরা চিকিৎসা করে না। যাদুকরের ক্ষেত্রেও ঐ একই দুর্ভাগ্য। তবু যে এটা ঘটল তা আপনাদেরই সৌভাগ্যে।"

সপ্তম রঙ্গ: এবার সমস্ত তাস একত্র করে দর্শকদের ভাঁজাতে দেওয়া হয়। সেই ফাঁকে প্রদর্শক বলতে থাকে, "তাসের খেলা সবাই দেখাতে পারে। এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। যে কেউ একটু চেষ্টা করলেই পারবেন। যারই একটু মনোবল ও আগ্রহ আছে সেই পারে। আমাদের মত তপোবল আপনাদের কাছে আশা করা বৃথা। তাই তাসজোড়া থেকে বিদূষক তাসটি বাদ দিতে হবে কারণ এবার কোনও ভাঁড়ামির প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। ঐ বিদূষক তাসটিই তাসজোড়ার জোড় সংখ্যাটি বেজোড় করে ফেলে আর বেশীর ভাগ ভেল্কিতেই বিপত্তি ঘটিয়ে দেখানে-ওয়ালাকে নাস্তানাবুদ করে। ঐ সর্বনাশা তাসটিকে অনুগ্রহ করে বাদ দিয়ে ফেলুন।" বলা বাহুল্য, বিদূষক তাস জোড়ার মধ্যে থাকলেও পরবর্তী খেলাগুলি দেখাতে কোনও অসুবিধা হয় না। তবু যা বলা হয় তাতে দর্শকদের মনে একটা ভুল ধারণার বীজ বপনের কাজে আসে। দর্শকদের মনে এই যুক্তি অকাট্য বলেই বদ্ধমূল হয়ে পড়ে, তাতে তাঁদের যাদুক্রীড়া দেখাতে এগিয়ে আসার ভরসাও দেয়। তাসজোড়া বেশ করে ভাঁজান হলে সেই দর্শককেই প্রদর্শকের দিকে তাস পাখার মত ছড়িয়ে খুলে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তাসগুলি খুলে যাওয়ার এক সময় প্রদর্শক এক গোছা তাস টেনে নিয়ে তার ভিতর থেকে একটি তাস আলাদা করে অন্য তাসগুলির মধ্যে রেখে তাসগুলি জোড়ার ওপর রেখে দিয়ে দর্শককে তাসগুলি একত্র করতে বলে। তাসজোড়া জড় করা হলে

প্রদর্শক উক্ত দর্শককে তার নির্বাচিত তাসটি খুঁজে বার করতে অনুরোধ করে। দর্শকের অবস্থা 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'। মনোনীত তাস তাঁর পক্ষে বেছে বার করা অসম্ভব। তখন প্রদর্শক তার নির্বাচিত তাসটির নাম জানিয়ে দর্শককে তাসটি বার করতে বলে। এবার দর্শক তাসজোড়াটি উল্টে, সামনের দিক দেখে যদি তাসটি খুঁজতে উদ্যত হন তো ভাল, নইলে ইঙ্গিতে তা করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু যেই না তাসের সামনের দিক দেখে তাসটি খুঁজতে দর্শক উদ্যোগী, প্রদর্শক টিপ্পনী কেটে বসে, "দাঁড়ান, দাঁড়ান। ও ভাবে তাসের মুখ দেখে একটা তাস বেছে বার করার মধ্যে যাদুর মাহাত্ম্য কোথায়? তাসের নাম জানা থাকলে একটা ছোট ছেলেও ও ভাবে তাসটি বার করতে পারে। আপনি না এখন যাদুকর? সামান্য একজন মানুষের মত আপনি কিনা তাসের সামনেটা দেখে আমার তাসটা খুঁজতে চলেছেন!" দর্শক এবার অথৈ জলে হাবুডুবু খেতে থাকেন। প্রদর্শক তখন পরামর্শ দেয় যে মনোনীত তাসটির নাম যখন জানা গেছে তখন সমস্ত তাস উপুড় করে ধরে তাসের নামের প্রতিটি অক্ষরের দরুণ একটি একটি তাস চিৎ করে ফেলে যাওয়া হোক, দেখা যাক কি হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে দর্শক কাজ করলেই দেখা যাবে যে শেষ অক্ষরের সঙ্গে ফেলা তাসটিই প্রদর্শক যে তাসের নাম করেছিল সেই তাসটিই বেরিয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শক মন্তব্য করে, "এই তো আপনিও যাদুকর হয়ে পড়েছেন। কেমন বলি নি, সৎ সাহস থাকলে সবাই যাদুকর হতে পারে? আরও একবার খেলাটি দেখিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিন আর বিদ্যাটি আয়ত্ত করে ফেলুন।"

সপ্তম খেলাটি দেখাতে প্রদর্শক যে তাসের গোছা প্রথমে নিয়েছিল সেই তাসের মধ্যে দুরি তিরি চৌকা ইত্যাদি দুটি অক্ষরে উচ্চারণ করা যায় এমন একটি তাস খুঁজে নেয়। যদি প্রথম ক্ষেপে ঐ তাসের একটিও না থাকে তা হলে আরও কিছু তাস আবার নিলেই হল। আসল কথা ঐ তাস-গুলির একটি প্রয়োজন। এই বিশেষ তাসটি তাসগুলির মধ্যে ওপর থেকে নীচের দিকে সপ্তম স্থানে রেখে অন্য একটি তাস আলাদা রেখে ঐ তাসগুলি সরাসরি দর্শকের হাতের তাসগুলির ওপর চাপিয়ে দেয়। পরে পৃথক তাসটি মনোনীত তাস বলে ঘোষণা করে তাসজোড়ার মাঝখানে ঢুকিয়ে দেয়। উক্ত দু অক্ষরে উচ্চারিত তাসটি সপ্তম স্থানে রাখার সব চেয়ে সহজ

উপায় হচ্ছে হাতের ছড়ান তাসগুলির মধ্যে উক্ত তাসটিকে লক্ষ্য করে তাসটির বাঁ দিকের ছ খানি তাসের ওপর যদি অতিরিক্ত তাস থাকে তা হলে সেগুলি ছড়ান তাসের ডান দিকে সরিয়ে ফেলা, আর যদি ছ খানার কম থাকে তা হলে ডান দিক থেকে যে কটি তাস হলে ছয় হয় ততগুলি বাঁ দিকে এনে রাখা হয়। এ কাজটি তাস মনোনয়নের কারণে এধারের তাস ওধারে নাড়াচাড়া করা হচ্ছে এমন ভাবে করাই উচিত। এবার ওপর দিক থেকে সাতটি তাস ছেড়ে যে কোনও অন্য একটি তাস বেছে আলাদা করে রাখার পর প্রদর্শকের হাতের সমস্ত তাস দর্শকের হাতের তাসের ওপর চাপিয়ে অবশেষে পৃথক তাসটি জোড়ায় তলার দিকে গুঁজে দিলে অক্ষর অনুপাতে ওপরের তাস চিৎ করে ফেলতে থাকলে প্রদর্শক যে তাসটি উল্লেখ করবে সেটাই বর্ণমালার শেষ অক্ষরে দেখা যাবে এতো স্বত:সিদ্ধ ব্যাপার। সমাধান সহজ হলেও দর্শকের নিজের হাতে এই কাণ্ডটি ঘটে যাওয়ায় সকলেই পুলক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন।

অষ্টম রঙ্গঃ আবার সমস্ত তাস একত্র করে ভাঁজাতে দিয়ে প্রদর্শক এক টুকরা কাগজে কিছু লিখে কাগজটি ভাঁজ করে টেবিলের বা চেয়ারের এমন জায়গায় রাখে যেখানে সকলেই সেটি দেখতে পায়। পরে প্রদর্শক জানায়, "এবার এঁকে দিয়েই আপনাদের ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার খবর আগেই যাতে আপনারা জানতে পারেন তেমন একটা কাণ্ড করে দেখাব। ঐ কাগজটায় আমি একটি তাসের নাম লিখে রেখেছি। এবার আপনাদের মধ্যে যে কেউ একজন এক থেকে বিশের মধ্যে একটা সংখ্যা বলুন। (সংখ্যা বলা হলে) যদি আপনাদের কারও ইচ্ছা হয় ঐ তাসগুলিকে আরও ভাঁজাতে পারেন।" তাস যদি আবার ভাঁজান হয় সেই ভাল, না হলেও আপত্তি নেই। তাসজোড়ার ওপর থেকে প্রতি সংখ্যা গুণতে একটি একটি তাস ফেলে যেতে যেতে নির্দিষ্ট সংখ্যায় পৌছে যে তাসটি পাওয়া গেল সেই তাসটি প্রদর্শক অন্য কাউকে না দেখিয়ে নিজের হাতে নিয়ে, তাসটি দেখে দার্শনিক গাম্ভির্যে মাথা নাড়তে থাকে, যা ভাষায় বললে বলা হয়, ঠিক। তাসটি বাঁ পকেটে ফেলে বলতে শুরু করে, "বাহান্ন খানির মধ্যে এই একটি তাসের নামই আমি ঐ কাগজে অনেক আগে লিখে রেখেছি। তাসটা আমার পকেটে থাক। আগে আপনারা ঐ কাগজে কি লিখেছি সবাইকে পড়ে শোনান তার পর তাসটি দেখাব।"

কাগজের লেখা পড়ে শোনান হলে প্রদর্শক পকেটস্থ তাসটি বার করে এনে সবাইকে দেখাতে থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, প্রকৃতই কাগজে যে একটি তাসের কথা লেখা ছিল, প্রদর্শকের পকেটে রাখা তাস যখন দেখান হয় তখন দেখা যায় ঠিক সেই তাসটিই দেখান হচ্ছে। স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্তব্য যে ঐ বাঁ পকেটটি অনেক আগেই খালি দেখান হয়েছিল।

এই চমকপ্রদ ঘটনা ঘটাতে পঞ্চম খেলার চমকের সুযোগে একটি তাস প্রদর্শক তার আগে খালি দেখান বাঁ পকেটে ফেলে দিয়েছিল। ষষ্ঠ রঙ্গের শুরুতেই এই কর্মটি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই তাসটি কী, দেখে রাখা হয়েছিল এবং মনে রাখতে পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল। যদি তাসের নাম না মনে থাকে তা হলেই সর্বনাশ। তবু ভুল এড়াতে ষষ্ঠ খেলা দেখাবার আগে কাগজে তাসের নামটি লিখে দু ভাঁজ করে সকলের দৃষ্টির গোচরে রাখাই উপযুক্ত ব্যবস্থা। এতো গেল প্রাক্ প্রস্তুতি। যে তাসটি এবার প্রদর্শক তাসজোড়া থেকে নিয়ে পকেটস্থ করছে সেটি সাবধানে রাখতে হয়, অর্থাৎ পকেটস্থ তাসের কোন পাশে রাখা হয়েছে। কারণ কাগজ পড়া হলেই প্রদর্শক বাঁ হাত পকেটে ঢুকিয়ে, কোনও ইতস্তত না করে, তখনি তাস বার করে সবাইকে দেখালে তবেই বিস্ময় সৃষ্টি হতে পারে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দুটি তাসের একটি বাছাই করতে সময় নিলে অথবা পকেট ফাঁক করে চোখ দিয়ে তাসটি দেখে বার করলে পকেটটা যে খালি নয় তা সকলেই অনুমান করে বুঝে ফেলবে। যাদুতে প্রতিটি কাজ সন্দেহাতীত না করতে পারলে যাদু প্রদর্শন ব্যর্থ ও বৃথা প্রয়াস।

নবম রঙ্গঃ তাসজোড়া আবার দর্শককে দিয়ে ভাঁজিয়ে পুনর্বার প্রদর্শক দর্শকের তাস থেকে একটি তাস নিয়ে নিজে দেখে রাখে কিন্তু অন্য কাউকে সেটি না দেখিয়ে তাসটি জোড়ার মধ্যে গুঁজে সমস্ত তাস আবার ভাঁজাতে অনুরোধ করে। ভাঁজান হলে প্রদর্শক তার নির্বাচিত তাসটির নাম প্রকাশ করে দেয় ও তাসের নামের বর্ণ অনুসারে একটি একটি তাস ফেলে যেতে উপদেশ দেয় যাতে শেষ বর্ণে নির্বাচিত তাসটি দেখা দেয়। এবার তাসজোড়া চিৎ করে ধরে তাস ফেলতে বলা হয় কারণ তাসজোড়া ভাঁজিয়ে দেওয়ায় নির্বাচিত তাসটির অবস্থান আগের মত ওপরের দিকে না থাকারই সম্ভাবনা বেশী। এই নির্দেশ মত কাজ হলে দেখা যায় যে

ফেলা তাসগুলির কোনটাই নির্বাচিত তাস হয় নি। সুতরাং ঐ একই ভাবে আবার বর্ণানুপাতে একটি একটি তাস জোড়া থেকে ফেলতে বলা হয়। দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থবার একই ভাবে তাস ফেলতে ফেলতে শেষে দেখা যায় যে সব তাস ফেলা হয়ে গেছে কিন্তু প্রদর্শক যে তাসটির নাম বলেছে, যার নামের বর্ণ অনুসারে এত বার তাসজোড়ার তাস চিৎ করে ফেলা হয়েছে, সেই বিশেষ তাসটিই জোড়ায় বর্তমান নেই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে দর্শকের হাতে বরাবর তাসগুলি থাকলেও ঐ তাসটিকে পাওয়া যাচ্ছে না। ঠিক এই সমস্যাসঙ্কুল মুহূর্তে প্রদর্শক দার্শনিক ঔদার্যে বাঁ হাতের আঙ্গুল দিয়ে জনৈক দর্শককে তার বাঁ পকেটটা দেখিয়ে দেয়। উক্ত দর্শক সেই পকেট থেকে একটি মাত্র তাস বার করে আনলে দেখা যায় যে ওটাই সেই তাস যার নাম বলা হয়েছিল এবং যেটা জোড়ায় রাখাও হয়েছিল।

তাসটা কখন ও কি ভাবে প্রদর্শকের পকেটে ঢুকেছিল? বড়ই কঠিন সমস্যা! এই সমস্যার সমাধান এত সরল যে পড়া মাত্র মনে হবে এত সোজা! সহজ সমাধান হচ্ছে প্রদর্শক যে তাসটি তাসজোড়া থেকে টেনে নিয়েছিল, দেখেছিল ও তাসজোড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, পরে কিন্তু সেই তাসটির নাম বলে নি, বলেছিল গতবারের খেলায় যে তাসটি সে নির্বাচিত করে পকেটে ঢুকিয়েছিল, কিন্তু ঐ তাসটির বদলে তার আগে রাখা তাসটি পকেটের বাইরে এনে দেখিয়েছিল। এবারের তাসটি জোড়ায় পড়লে তাসজোড়া বাহান্ন পাতায় পূর্ণাঙ্গ হয়ে পড়বে আর বিদূষক তাসটি নিয়ে খাপে পুরে খেলা শেষ করলে অনুসন্ধিৎসুর নাক গলানতে শংকার কিছুই থাকে না।

পকেট থেকে তাস বার করে যখন দেখান হতে থাকে প্রদর্শক তখন অবস্থাটা দর্শকচিত্তে বলবান করতে বলে, "দেখুন, একেই বলে যাদুর নজরবন্দী। আপনাদের হাতেই তাস। আমি একটা নিয়েছি, আবার আপনাদের হাতের তাসেই রেখে দিয়েছি। আপনাদের হাতের তাস আমি আর ছুঁই নি। সবই আপনাদের কাছে, আমি কাছাকাছিও যাই নি। পকেট আমি আগেই খালি দেখিয়েছি। অথচ সেই খালি পকেটেই আপনাদের হাত থেকে বিশেষ একটি তাস আমার পকেটে এসে গেল। একেই বলে ভেল্কি। এটাই নজরবন্দী।"

ঘ। তাসের সপ্তরঙ্গ

যাদুকর খ্যাতি অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি দুর্ভোগ এসে জোটে। সেটা একটা বিড়ম্বনা। ব্যাপার হচ্ছে এই যে যেখানেই লোক খোশ গল্পে বসেছে যাদুকর দেখলেই চেপে ধরে, কয়েকটা খেলা দেখাও। এই দুর্বিপাকে রণে ভঙ্গ দিলে সুনাম প্রত্যাহত হয়। সুতরাং এই দুর্যোগকেই সুযোগে পরিণত না করে আর পথ থাকে না। অপ্রত্যাশিত অনুরোধ উপরোধের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সাতটি তাসের ক্রীড়া কেবলমাত্র যাদুকরেরই সঙ্কট-মোচনের সহায় হবে না, খ্যাতির সোপানে কয়েক ধাপ উঠতে আশাতীত সাহায্য করবে।

প্রথম রঙ্গ ঃ খেলা দেখাবার প্রস্তাবে তাঁদেরই একজোড়া তাস সরবরাহ করতে বলা হয় ও তাসজোড়া এগিয়ে দিতেই প্রদর্শক বলে বসে, "আমি আপনাদের তাসে হাতই দেব না। কারণ আমার হাত থেকে তাস নিলে পরে নানা রকমের অমূলক মন্তব্য শুনতে হয়। তাই আপনারাই তাসগুলি থাপ থেকে বার করে মনের সাধ মিটিয়ে ভাঁজিয়ে ফেলুন। তবে তাস ভাঁজাবার আগেই তাস থেকে বাড়তি তাসগুলি, যেমন বিদূষক ও আরও যদি এমন কোন তাস থাকে যা তাস খেলায় ব্যবহার হয় না, বেছে বাদ দিয়ে দিন।" তাসগুলি ভাঁজান হলে আবার নির্দেশ দেওয়া হয়, "এবার তাসজোড়া কাটুন। কাটা তাসের দু ভাগের তলার ভাগের ওপরের তাসটি উঠিয়ে দেখুন। তাসটি মনে রাখবেন। ওটি যথাস্থানে রাখুন। আগে যেমন ছিল অর্থাৎ ওপরের ভাগ তলার ভাগের ওপর তুলে তাসজোড়া একত্র করুন। এখন আপনার দেখা তাসটি জোড়ার মধ্যে ঠিক কোথায় রয়েছে আপনিও বলতে পারবেন না, আমি তো নয়ই।" কাটা তাসের তলার ভাগের উপরস্থ তাসটি এ ভাবে নির্বাচিত করিয়ে ওপরের ভাগের তাস তলার ভাগের ওপর ওঠান হলে বক্তব্য চলে, "এবার আপনি তাসজোড়াটি হাতে নিয়ে পাঁচজন খেলোয়াড়কে যে ভাবে একটি একটি তাস প্রত্যেককে দিয়ে তাস বাঁটা হয়ে থাকে সেইভাবে পাঁচটা আলাদা থাক করে ফেলুন।" দর্শক যখন তাস খেলার ধরণে পাঁচ খেলোয়াড়ের জন্য পাঁচ ভাগে তাস বাঁটতে থাকেন তখন প্রদর্শক নজর রাখে যে তাস চালা ঠিক মত হচ্ছে, বিশেষত শেষ দু খানি তাস প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে পড়ল কি না। শেষ দু খানি তাস প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে পড়লেই

জানা যায় যে ব্যবহৃত তাসজোড়াতে সর্বসমেত বাহান্ন খানি তাস আছে। তা ছাড়া ঐ দুটি ভাগের তাস সংখ্যা যে এগার সেটিও জেনে রাখা দরকার। অন্য তিন ভাগের প্রত্যেক ভাগে যে দশখানি তাস থাকবে তা বলাই বাহুল্য। পাঁচটা পৃথক থাক হয়ে গেলে প্রদর্শক বলতে শুরু করে, "এখন পর্য্যন্ত আপনাদের তাস আমি স্পর্শ করি নি। যা কিছু করবার আপনারাই করেছেন। এবার আমার কাজ হচ্ছে আপনাদের দেখা তাসটি খুঁজে বার করা। বার করব ঠিকই কিন্তু তাসের সামনের দিকে নজর না দিয়েই। তা হলে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে এ খেলাতে কোনও রকমেরই ফন্দি ফিকির বা চালাকি নেই। স্রেফ একটা অনুমান যেটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কল্যাণে অব্যর্থ হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, আপনারা কি কেউ বলতে পারেন এই পাচটি থাকের কোনটায় মনোনীত তাস পড়েছে? বলতে পারেন না। তবু একটা অনুমান করে দেখান।" এখন দর্শক যে ভাগই নির্দেশ করেন সে থাকটি তুলে মনোনয়নকারীর দিকে অসগুলি পাখার মত মেলে দেখান হয় তার মধ্যে দেখা তাসটি আছে কি না। প্রথম বার যদি নির্বাচিত তাস না পাওয়া যায় তা হলে পর পর দর্শকদের নির্দেশ অনুসারে অন্য থাকগুলি দেখান হতে থাকে ও সেগুলি যেমন আলাদা ভাবে ছিল ঠিক তেমন ভাবেই রেখে দেওয়া হয়। তাস ছড়িয়ে দেখাবার সময় তাসের পিঠটা প্রদর্শকের দিকে ধরে ছড়ান হয়। এই ভাবে তাসের থাক দেখাতে দেখাতে একটি থাকে দর্শকের দেখা তাসটি রয়েছে জানা যায় কারণ নির্বাচক তা জানিয়ে দেন। প্রদর্শক খবরটা শুনে তাসগুলো এক করে, টেবিলে রেখে, নির্বাচককে তাঁর মনোনীত তাসটির নাম প্রকাশ করে সকলকে জানাতে বলে। দর্শক তাঁর তাসটির নাম ঘোষণা করা মাত্রই প্রদর্শক জানিয়ে দেয়, "আমি আগেই জানতাম তাসটি কোথায় রয়েছে। জানতাম বলেই ঐ যে তাসের থাকটি আছে তার ওপরের তাসটি তুলে দেখুন ও সবাইকে দেখান যে আপনার সেই তাসটিই কি না। মনে পড়ছে নিশ্চয় ঐ থাকে যখন তাসটি দেখে ছিলেন তখন সেটা ওপরে ছিল না। আমি বেছে ওখানে উঠিয়ে রেখেছি।" অতএব দর্শক সেই উপুড় করা ভাগের উপরস্থ তাসটি তুলে দেখলেই দেখবেন সেটিই তাঁর পূর্ব নির্বাচিত তাস।

এই খেলাটির সবচেয়ে বড় চমক ঐখানেই যে তাস মনোনয়ন থেকে শুরু করে তাস বাঁটা পর্যন্ত যাদুকর দর্শকদের দেওয়া তাস স্পর্শই করে না

এবং মনোনীত তাসটি না দেখেই বেছে, তার ইচ্ছামত, থাকের ওপরে যে কখন, কি ভাবে, এনে রাখল টেরও পাওয়া যায় না। এতো সত্যই যাদু! যাদু তো বটেই। তবে যতক্ষণ না দর্শক কোন থাকে তাঁর মনোনীত তাস আছে জানাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাসটির অবস্থান প্রদর্শকের কাছেও অজ্ঞাত এবং সে তখনও জানে না কোন তাসটি নির্বাচিত হয়েছে। তবু এটা ঘটান হয় গণিতের সাহায্যে। ঐ যে একটি একটি চেলে ভাগ করা হয় সেটি এই খেলার সহায় হলেও আসলে তার আগেও আর একটা অঙ্ক করতে হয়। ঐ অঙ্কটি লাগে তাস কেটে দু ভাগ করার সময়। তলার ভাগ অর্থাৎ যে ভাগের ওপরের তাসটি নির্বাচিত হবে সেই ভাগের মোট তাসের একটা সংখ্যা আন্দাজে ঠিক করা হয়। এ কথা পড়েই মনে হবে এ অনুমান কখনও অভ্রান্ত হতে পারে না, বেশ কিছু তফাৎ হবে। হ্যাঁ হবে। কিন্তু খেলা দেখাতে সংখ্যার হেরফের পাঁচ পর্যন্ত হলে কিছুই আসে যায় না। এই আন্দাজটা এক নজরে ঠাহর করার জন্য প্রথম প্রথম একজোড়া তাস নিয়ে আগে পাঁচখানি তাসের একটা থাক করে তাসজোড়াটা পাশাপাশি রেখে উচ্চতা লক্ষ্য করতে হয়। তার পর ঐ পাঁচটি তাসের ওপর আরও পাঁচখানি চাপিয়ে দশটি তাসের থাক করে পূর্ববৎ বাকী তাসের থাক পাশে রেখে দু ভাগের উচ্চতা লক্ষ্য করতে হয়। এই ভাবে পনের তাস, বিশ তাস, পঁচিশ তাসের থাক করে কয়েক বার দেখে অনুমানটা পাকা করতে হয়। তারপর তাসজোড়া কেটে দু থাক পাশাপাশি রেখে তলার তাসের থাকটিতে কতগুলি তাস পড়েছে আন্দাজ করার চেষ্টা করা হয়। এই অনুমান করা সংখ্যাটি সর্বদাই যাতে পাঁচ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় সে ভাবে মনে করতে হবে। উদাহরণ দিতে বলা যায় যে অনুমানের সংখ্যাগুলিই পাঁচ দশ পনের বিশ পঁচিশ ত্রিশ ইত্যাদি পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাই মনে করতে হবে। এই নিয়মটা পড়ে মনে হয় যে শিখতে অনেক দিনের অভ্যাস লাগে। কিন্তু পাঁচ সাত দিন কয়েক বার করে দেখলেই পরে পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে আন্দাজ করা সংখ্যা কচিৎ পাঁচের বেশী হয়েছে। এবার জানিয়ে দিই যে পাঁচের বেশী, দশের নীচে, অনুমান যদি হতে থাকে তা হলেই এই খেলাটি দেখাবার যোগ্যতা হয়েছে হাতে কলমে পরীক্ষা করলেই জানতে বাকী থাকবে না। এইটুকু কষ্ট করে এবং চেষ্টা করে চোখে দেখে আন্দাজটা পাকাপোক্ত করলে এই

সর্বোৎকৃষ্ট তাসের খেলাটি দেখাবার যোগ্যতা অর্জন করলে নিজেরই উপকার হবে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা ভাল মনে হচ্ছে এই যে তাসের এই ধারা প্রদর্শনী যাদুচক্রের সভ্যদের প্রথম পাঠরূপে বরাবর ব্যবহৃত হয়েছে এবং কিশোর থেকে প্রৌঢ় পর্যন্ত সকলকেই শেখান হয়েছে। সবাই এ খেলাগুলি দেখাতে পারে ও দেখিয়ে থাকে। আগেই বলা হয়েছে তাস মনোনয়নের জন্য তাসজোড়া কেটে দুটি ভাগ পাশাপাশি করে রাখার সময় প্রদর্শক চোখের নজরে তলার থাকটিতে কত তাস আছে তা আন্দাজে ধরে নেয়। আন্দাজে তাসের সংখ্যাটি পাঁচের গুণিতক সংখ্যাই মনে করতে হবে এ কথা আগেই বলা হয়েছে। ধরা যাক সংখ্যাটি হল ত্রিশ। তা হলে ঐ ত্রিশ সংখ্যাটি পাঁচ দিয়ে ভাগ করে ভাগফল ছয় সংখ্যাটি মাত্র মনে রাখতে হবে। তার পর যে ভাগে মনোনীত তাসটি বর্তমান দর্শক জানিয়ে দেন সেই ভাগের তাস দু হাতে দু ভাগে আলাদা করে ধরতে হয় যাতে ভাগের ওপরের ছ খানি তাস ডান হাতে আর বাদবাকী তাস বাঁ হাতে ধরে দর্শককে দেখান হয়। নির্বাচিত তাসের থাক থেকে ছয় পাওয়া গিয়েছিল বলে ডান হাতে ছ খানি তাস নেওয়া হয়েছে। ভাগফল অনুসারে এ কাজ করতে হয়। অবশেষে দু ভাগ একত্র করে টেবিলে রাখবার সময় ডান হাতের ভাগ বাঁ হাতেরটার তলায় দিয়ে টেবিলে রাখলে সেই থাকের তলার তাসটি আগের থাকের ষষ্ঠ তাস হবে। এই তলার তাসটি টেবিলে রাখার সময় তাসগুলি একটু নিজের দিকে হেলিয়ে দেখে নেওয়া হয়। এবার দর্শক তাঁর তাসের নাম ঘোষণা করেন। প্রদর্শক যদি শুনে জানতে পারে যে তলার তাসটিই সেই তাস তা হলে বলে বসে, "তলার তাসটি দেখুন।" আর যদি সেটি না হয় তা হলে বলে, "ওপরের তাসটি দেখুন।" এই দুটি তাসের একটি মনোনীত তাস হতে বাধ্য।

দ্বিতীয় রঙ্গ ঃ—প্রথম খেলাটি সম্পন্ন হবার পর মুহূর্তেই দ্বিতীয় খেলা দেখাতে উদ্যত হতে হয় ও পাঁচ ভাগের তাস একত্র না করেই খেলা শুরু করতে হয়। উল্লেখযোগ্য যে আগের বারের পাঁচটি থাকের প্রথম দুটি থাকের তাসের সংখ্যা হচ্ছে এগার ও অন্যান্য তিনটি থাকের প্রত্যেকটিতেই দশখানি তাস আছে। এটি মনে রেখে পরের খেলা দেখান হয়। এবার প্রদর্শক জনৈক দর্শককে ঐ পাঁচ ভাগ তাস আলাদা আলাদা ভাবে ভাঁজিয়ে পৃথক রাখতে নির্দেশ দেয়। ভাঁজান হলে পাঁচ ভাগের যে কোনও একটি দর্শককে নির্বাচিত করে, তার ভিতর থেকে যে কোনও একটি তাস মনোনীত করে, সেই

তাসটি তাসগুলির ওপর রেখে, থাকটি উপুড় করে টেবিলে রাখতে বলা হয়। অতঃপর দর্শককে মনোনীত তাস যে থাকে আছে তার ওপর অন্য চারটি থাক তাঁর ইচ্ছামত উঠিয়ে দিয়ে তাস জোড়া সম্পূর্ণ করে ফেলতে বলা হয়। প্রদর্শক এই তাসজোড়া দর্শকের হাতে তুলে দেয় এবং তাসগুলি কয়েকবার ভাঁজিয়েও দেয়। তাস জোড়া দর্শকের হাতে দেওয়ার সময় প্রদর্শক একটি যে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নেয় সে প্রসঙ্গ পরে ব্যক্ত করা হবে। প্রদর্শক বলতে থাকে, "আপনার হাতের তাসগুলো ভাঁজিয়ে ফেলার দরুণ কোন্ তাস কোথায় আছে আমরা কেউ জানি না। তবু একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে ঐ তাসগুলোই বলে দিতে পারে কোথায় মনোনীত তাসটি আছে। এইটাই দেখাতে আমি চার বার এক থেকে দশ পর্যন্ত বলে যাব। আপনি প্রতি সংখ্যা বলার পর একটি তাস আপনার হাতের তাসের ওপর থেকে চিৎ করে ফেলবেন আর দেখবেন বলা সংখ্যাটির সঙ্গে তাসের ফোঁটার সংখ্যা মিলছে কি না। যখন এবং যে বার মিলবে তখন সে তাসটি আলাদা চিৎ করে সরিয়ে রাখা হবে ও সেবারের মত গণনা ঐখানেই শেষ হবে। যদি কোন একটি দশকের কোনও সংখ্যার সঙ্গে ফেলা তাসের ফোঁটার মিল না হয় তা হলে হাতের তাস থেকে পরবর্তী উপরস্থ তাসটি গণনার সাক্ষ্যরূপে উপুড় করে রাখা হবে। ফোঁটাওলা তাস বাদে সাহেব বিবি গোলামের বেলায় আপনারা ঐ দশ ধরতে পারেন বা শূন্য ধরতে পারেন, যেমন ইচ্ছা (দর্শকের অভিলাষ যাই হোক না কেন খেলার পক্ষে কোনটাই অন্তরায় হয় না)। আপনারা জানেন যাদুতে সব কিছুই অসাধারণ, সাধারণ নিয়ম মেনে চলে না। সুতরাং আমার সংখ্যা বলার বেলাতেও উল্টো চাল ধরতে হবে অর্থাৎ এক থেকে দশ পর্যন্ত না বলে আমি দশ থেকে এক পর্যন্ত বলতে থাকব। এবার আমার কথা মত কাজ করতে তৈরী হোন।" অতঃপর প্রদর্শক বলতে শুরু করে, 'দশ-নয়-আট-সাত-ছয়-পাঁচ-চার-তিন-দুই-এক' এবং দর্শকও তাস জোড়ার ওপরের একটি একটি তাস চিৎ করে ফেলে দেখতে থাকেন কোনও উচ্চারিত সংখ্যার সঙ্গে ফেলা তাসটিতে যত ফোঁটা তার সঙ্গে মিলছে কি না। চার বার এই ভাবে গণনা হলে যে ক'বার মিলেছে সে তাসগুলি চিৎ করে রাখা হয় আর যে ক'বার মিলল না তার জন্য জোড়ার ওপরের একটি তাস যেখানে মিল হওয়া তাস রাখা হয়েছে সেই তাসের পাশে উপুড় করে রাখা হয়। পাশাপাশি এক সারে রাখা এই চারটি তাসের মধ্যে যে কয়টি চিৎ করা রয়েছে তার ফোঁটার সংখ্যা

যোগ করে যোগফল যা পাওয়া যাবে দর্শক তাঁর হাতের তাস জোড়ার ওপর থেকে ততটি তাস টেবিলে ফেলবেন। ফেলা হলে দর্শককে তাঁর মনোনীত তাসের নামটি ঘোষণা করতে বলা হয় এবং তাসের নামটি সকলে জানলে শেষ ফেলা তাসটি ওল্টালেই দেখা যাবে সেইটিই নির্বাচিত তাস।

এই খেলাটি দেখাতে প্রদর্শককে নির্বাচিত তাসটি তাসজোড়ার তলার দিক থেকে আটখানি তাসের ওপর নবম স্থানে রাখতে হবে। এখন দর্শক পাঁচ থাকের কোনটিতে তাঁর মনোনীত তাসটি রাখলেন তা প্রদর্শক লক্ষ্য করে বুঝে নেয় সে ভাগে কয়টি তাস রয়েছে। স্মরণ থাকলে মনেই পড়বে যে প্রথম দুটি থাকে এগার খানি তাস থাকে, বাদ বাকী তিনটি থাকে দশটি তাস থাকে। দর্শককে দিয়ে নির্বাচিত তাসের থাকের ওপর অন্যান্য থাকগুলি উঠিয়ে সব তাস একত্র করার পর প্রদর্শক যখন তাসগুলি নিজের হাতে তুলে নেয় তখনই ইচ্ছা করেই তাসগুলি টেবিল ঘেঁসড়ে টানে যাতে নীচের কয়েকটি তাস ছড়িয়ে পড়ে। এখন প্রদর্শকের কাজ হল তাসজোড়াটা বাঁ হাতে তুলে দেওয়া ও টেবিলে ছড়ান তাস কয়টির কয়েকটি জোড়ার ওপর, কয়েকটি নীচে মিশিয়ে রাখা। ক'খানি তাস ওপরে রাখা হবে তা নির্ভর করে দর্শকের রাখা নির্বাচিত তাসের থাকটিতে কতগুলি তাস ছিল। যদি দশটি থাকের হয়, একটি মাত্র তাস জোড়ার ওপরে রাখলে বা এগার তাসের থাক হলে দুটি তাস জোড়ার ওপরে রাখলেই মনোনীত তাসটিকে নীচের দিক থেকে ওপরের দিকে নবম স্থানে রাখা হয়ে যায়। এর পর বিপরীতমুখি একটি দশক গণনা। বলা সংখ্যা ও ফেলা তাসের সমতা হলেই সে তাসটি চিৎ করে আলাদা সরিয়ে রাখা হয়; না মিললে গণনার শেষে তাসজোড়ার ওপরের একটি তাস উপুড় করে রাখা হয়। চার বার গণনার ফলে এক পাশে চারখানি তাস চিৎ বা উপুড় হয়ে থাকবে। চিৎ করা তাসের ফোঁটাগুলির সংখ্যার যা সমষ্টি মনোনীত তাসটি তাসজোড়ার ঠিক ততগুলি তাসের নীচে অবস্থিত থাকবে।

তৃতীয় রঙ্গঃ আবার সমস্ত তাস একত্র করে দর্শককে ভাঁজাতে বলা হয়। ভাঁজান হয়ে গেলে তাসজোড়ার ওপর থেকে আন্দাজে এক তৃতীয়াংশ তাস কেটে হাতে তুলে নিতে বলা হয়। দর্শক তাস নেওয়ার পর প্রদর্শক তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে দর্শকের হাতের তাসগুলিতে কতগুলি তাস তা গুণে দেখতে বলে। তাসের সংখ্যাটি দর্শককে

স্মরণ রাখতেও বলা হয়। তাস গণনার পর হাতের সমস্ত তাস আর একবার ভাঁজিয়ে তলার তাসটি দেখতে বলা হয় এবং সেটিই যে নির্বাচিত তাস তাও বলে দেওয়া হয়। এর পর আর দর্শকের হাতের তাস লণ্ডভণ্ড না করে তাসজোড়ার ওপর রেখে আশপাশ মিশিয়ে চার পাশ সমান করতে বলা হয়। এ সব হয়ে গেলে প্রদর্শক দর্শকদের দিকে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায় ও তাসজোড়া হাতে তুলে নিজের শরীরের আড়ালে অর্থাৎ পিছনে নিয়ে বলতে থাকে, "আপনার নির্বাচিত তাসটি এই তাসগুলির মধ্যেই আছে। কি এবং কোথায় তা আপনিই জানেন। সেই তাসটি আমি না দেখে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করছি। আপনার একটু সাহায্য চাই। আপনি শুধু মনে মনে তাসটির নাম বলতে থাকুন আর কতগুলি তাসের তলায় রয়েছে সেটাও ভাবতে থাকুন। ব্যস, আমি আপনার মানসিক সংকেতে, না দেখেও, তাসটি বার করতে পারব। আপনার চিন্তার একাগ্রতায় আমি নিশ্চয়ই নির্বাচিত তাসটি চিনে ফেলব। যা বলেছি এখন নাম করুন আর সংখ্যা ভাবুন নিঃশব্দে, ঠোঁট না নেড়ে।" নির্দেশ অনুসারে দর্শককে চিন্তা করবার সুযোগ দিয়ে প্রদর্শক আবার হাত পিছনে নিয়ে তাস নাড়াচাড়া করতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে প্রদর্শক হতাশভাবে মন্তব্য করে, "না, হচ্ছে না। আপনাকে তাসের নাম মনে মনে বলতে বলেছি। সেই সঙ্গে তাসটি কতগুলি তাসের তলায় তাও ভাবতে বলেছি। ফলে আপনার একাগ্রতায় ব্যাঘাত হচ্ছে আর আমিও ঠিক কিছু বুঝতে পারছি না। এক কাজ করা যাক। তাসের নামটা থাক, সংখ্যা ছেড়ে দিই। তা হলে এক কাজ করুন এই তাসগুলো নিয়ে আমার মত পিছনে রেখে ওপর থেকে কয়েক খানা তাস একটি একটি করে তলায় রাখুন। আপনার তাসটি যদি পনের খানার তলায় থাকে, অর্থাৎ ছিল, তা হলে পনেরর পর থেকে ষোল ধরে একটি তাস ওপর থেকে তলায় রাখুন, তারপর সতেরর জন্য একটি তাস তলায় দিয়ে পঁচিশ পর্যন্ত মনে মনে বলে একটি একটি তাস তলায় রেখে আমাকে সব তাস ফেরৎ দিন। সোজা কথায় আপনার সংখ্যা থেকে পঁচিশ হওয়া পর্যন্ত জোড়ার ওপর থেকে একটি করে তাস তলায় রাখুন। দু বার দু রকম করে গণনা করলে সংখ্যাটা মনে গেঁথে যায় আর সেটা না ভাবলেও চলে।" দর্শকের হাতে তাসগুলি প্রত্যর্পণ করে তাঁকে তাসগুলি পিছনে নিয়ে নির্দিষ্ট কাজটি করতে বলা হয়।

দর্শকের কাছ থেকে তাসগুলি ফেরৎ পাওয়া মাত্র প্রদর্শক সেগুলি নিজের বাঁ পকেটে ফেলে দর্শককে তাসটি চিন্তা করতে উপদেশ দেয়। এ সময় প্রদর্শক তার ডান অঙ্গুষ্ঠ দর্শকের ভ্রূদ্বয়ের মাঝে টিপে ধরে বাঁ হাত পকেটে পুরে কিছুক্ষণের মধ্যে একটি মাত্র তাস বার করে পিঠের দিকটা দর্শকদের দিকে রেখে তাসটির নাম ঘোষণা করতে বলে। তাসের নাম উচ্চারিত হওয়ার পরক্ষণেই প্রদর্শক হাতের তাসটি ঘুরিয়ে ধরলে সবাই দেখতে পায় সেটিই নির্বাচিত তাস।

এ খেলাটা দেখাতে প্রদর্শকের প্রথম কাজ হচ্ছে দর্শক যখন তাসজোড়া থেকে কিছু তাস তুলে নিয়েছে সেটা অর্ধেকের কম কি না লক্ষ্য করে দেখা। অর্ধেকের কম যাতে নেওয়া হয় সেজন্যই তিনভাগের এক ভাগ নিতে বলা হয়েছিল। প্রদর্শকের হাতে তাস এলে সেগুলি পিছনে নিয়ে ওপর থেকে একটি একটি তাস গণনা করে ছাব্বিশ অর্থাৎ মোট তাসের অর্ধেক সংখ্যা পর্যন্ত একটির ওপর পরেরটি ফেলে গণনা করা হয়। অর্থাৎ ঐ ছাব্বিশখানি তাস আবার জোড়ার ওপর রাখলে পূর্বের প্রথম তাসটি ছাব্বিশতম স্থানে, দ্বিতীয় তাসটি পঁচিশতম স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে পড়ে। এর পর দর্শক যখন সেই তাসগুলির ওপর থেকে তাঁর রাখা তাসটির ওপরে যত তাসের সংখ্যা তার পর থেকে গণনা করে পঁচিশ পর্যন্ত গণনা করতে প্রতি সংখ্যার দরুণ এক একটি তাস ওপর থেকে তলায় সরালে তাঁর মনোনীত তাসটি তাসজোড়ার ওপরে এসে পড়ে। এখন প্রদর্শকের পক্ষে এই তাসটি পকেট থেকে বাইরে এনে দেখাতে আর অসুবিধা কোথায়? তবে সহজ কাজটিও অসাধ্যসাধনরূপে প্রতিভাত করতে ঐ বুকনি আর কপালে আঙ্গুল টেপার বুজরুকি না চালালে ভেল্কি ফুটবে কি করে?

চতুর্থ রঙ্গঃ আবার সমস্ত তাস একত্র করে অন্য কাউকে ভাঁজাতে দেওয়া হয়। ভাঁজান তাস ফেরৎ নিয়ে তাসগুলি নিজের দিকে মেলে, চোখ বুলিয়ে প্রদর্শক ঘোষণা করে, "যোগ ছাড়া যাদুকর হওয়া যায় না। সুযোগ ও দুর্যোগ সবার জীবনেই আসে। সুযোগটাই ধরব আর দুর্যোগটা পাশ কাটিয়ে যাব। এটা না পারলে যাদুকর হওয়াই যায় না। এবার আমি এক টুকরো কাগজে একটা তাসের নাম লিখে রাখছি। আপাতত আপনারা লেখাটা দেখবেন না, যতক্ষণ না দুর্যোগ কেটে যায় কাগজটায় লক্ষ্য রাখবেন।" এই বলে কাগজে কাউকে না

জানিয়ে একটা তাসের নাম লিখে কাগজটি দু ভাঁজ করে টেবিলের প্রকাশ্য স্থানে ফেলে রাখার পর কথা শুরু হয়, "ঐ কাগজে একটি মাত্র তাসের নাম লেখা আছে। দেখা যাক সুযোগ আমার অনুকূলে, না আপনাদের পক্ষে। আপনারা তিন জন এই তাসজোড়া থেকে প্রত্যেকে এক একটি তাস টেনে, না দেখে, এই টেবিলে উপুড় করে রাখুন। তিন-জনকে তিন জায়গা থেকে তাস নিতে বলছি যাতে আপনাদের আমার ওপর আস্থা হয় যে সুযোগের অসদ্ব্যবহার না করে অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা করছি।" কথা বলতে বলতে তাসগুলি জাপানী পাখার মত গোল করে ছড়িয়ে তিনজন দর্শককে দিয়ে তিনটি তাস টানিয়ে সেগুলি উপুড় করে টেবিলে রাখা হলে, "ঐ তিনখানি তাসই অ-দৃষ্ট। আপনাদের অদৃষ্টে আর আমার অদৃষ্টে অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা ঘটার সুযোগ অপেক্ষা করছে। আগেই বলেছি যাদুবিদ্যায় যোগ লাগে। যোগ করতে সংখ্যার প্রয়োজন। অতএব তাসের ক্ষেত্রে তার যেটিতে যত ফোঁটা থাকবে সেটিকে তত সংখ্যার তাস ধরব। তবে রাজা রাণী আর গোলামে কোনও ফোঁটা নেই। সে ক্ষেত্রে আমরা তাদের দশই গণ্য করতে পারি। এবার দু বার যোগ হবে। এক বার আমি, আর আরেক বার আপনারা। দুর্বার যোগাভ্যাসে দুঃসাধ্য ঘটনা ঘটবেই। প্রথম আমি আপনাদের টানা তাসগুলিতে কয়েকটি তাস যোগ করব। যে তাসগুলির ফোঁটা দশের কম, তাতে আরও যতগুলি তাস যোগ করলে দশ হয় ততগুলি তাস জোড়ার ওপর থেকে একটি একটি গণনা করে দিয়ে যাব। এবার আপনারা এক একটি তাস চিৎ করুন, আমার তাস যোগ শুরু হোক। প্রথম তাসটি উল্টিয়ে দিতে তার ওপর ফোঁটা অনুসারে যতগুলি তাস হলে দশ সংখ্যা হয় ততগুলি তাস দেওয়া হয়। উদাহরণ দিতে ধরা যাক যে তাসটি ছক্কা। প্রদর্শক তাসজোড়ার ওপর থেকে একটি তাস সেই তাসের অর্ধেকটা ঢেকে রাখতে সাত বলল, তার পরেরটি রেখে আট বলল ও এই ভাবে তৃতীয় চতুর্থ তাস রাখতে নয় ও দশ বলে গণনা শেষ করল। তার পর অন্য দুটি তাসের বেলাতে এই একই কাজ করা হল। সাহেব বিবি গোলাম ও দশার বেলায় আর কোনও তাস চালা হয় না। এবার হাতের তাসগুলি জনৈক দর্শককে দিয়ে প্রদর্শক বলতে শুরু করে, "আমার যোগ শেষ। এবার আপনি যোগ করুন। আপনাদেরই ঐ টানা তাস তিনটির যোগফল কত?"

উক্ত তাস তিনটির যত সমষ্টি হবে দর্শককে ততগুলি তাস একটি একটি করে জোড়ার ওপর থেকে ফেলতে বলা হবে। মনে করা যাক ছক্কা তিরি ও নহলা দর্শকদের নির্বাচিত তাস। তা হলে সমষ্টি হচ্ছে ছয় যোগ তিন মোট নয় আর নয়ে নয় আঠার। তা হলে দর্শককে একটি একটি করে তাঁর হাতের তাসগুলির ওপর থেকে আঠারটি তাস ফেলতে বলা হয়। ঐ অষ্টাদশ তাসটি আলাদা রেখে প্রদর্শকের লেখা কাগজের মোড়কটি খুলে আগেই সেখানে লিখে রাখা তাসটির নাম উচ্চৈঃস্বরে পড়তে বলা হয়। পড়া হলে ঐ অষ্টাদশ তাসটি তুলে দেখলেই দেখা যাবে যে ঐটিই লেখা ছিল কাগজে। প্রদর্শকের শেষ মন্তব্য, "এটা হয়েছে আপনাদের আর আমার মিলিত যোগাভ্যাসের ফলে।"

এ খেলাটি দেখাতে প্রদর্শককে তাসজোড়ার ওপর থেকে তেত্রিশতম তাসটির নাম লিখতে হয়। ঐ তেত্রিশতম তাসটি তলার দিক থেকে ওপর দিকে গুণলে বিংশতম স্থানে পাওয়া যায়। তাসজোড়া ভাঁজাবার পর, হাতে পেয়ে, প্রদর্শক সব তাসে চোখ বুলাতে তলার দিক থেকে খুলে বিংশতম তাসটি দেখে নেয় ও পরে সেটি কাগজে লিখে দেয়।

পঞ্চম রঙ্গঃ আগের খেলাটি শেষ হলে জনৈক দর্শককে তাসগুলি থেকে টেক্কা চারটে বেছে বার করতে বলা হয়। টেক্কা চারটে টেবিলে চিৎ করে, পাশাপাশি আলাদা রেখে, প্রদর্শক তাসজোড়া থেকে ঐ টেক্কাগুলির ওপর তাসখেলার রীতিতে একটি একটি করে তাস চিৎ করে চেলে প্রতি টেক্কার ওপর তিনখানি তাস দিয়ে দেয়। ফলে টেক্কাগুলি অন্য তিনটি তাসের ওপর রেখে ঐ চার ভাগ তাস উপুড় করে রাখে। এ অবস্থায় প্রতিটি থাকের ওপরের তিনটি তাসের তলার তাসটি টেক্কা হয়। এবার তাসজোড়াটি উপুড় করে তার ওপর চারভাগ টেক্কাশুদ্ধ তাস তুলে দেওয়া হয় এবং প্রতি ভাগ তোলার আগে তলার টেক্কাটি দেখিয়ে তবে রাখা হয়। এখন দর্শককে ঐ তাস-জোড়া একবার কাটিয়ে তলার অংশ ওপরে রেখে দিতে বলা হয়। অবশেষে প্রদর্শক দর্শকদের কাছে জানতে চায় এখন তাস চার ভাগে বাঁটলে তাঁরা কোন ভাগে টেক্কা চারটি একই ভাগে বর্তমান দেখতে ইচ্ছা করেন। দর্শক যে ভাগেই টেক্কাগুলি একত্র দেখতে চান প্রদর্শক খেলোয়াড়দের তাস বাঁটার পদ্ধতিতে তাস চার ভাগে বাঁটলে সেই ভাগেই সব টেক্কাগুলি পাওয়া যায়।

এই চমকপ্রদ ঘটনাটি ঘটাতে প্রদর্শককে তাস জোড়ার তলার তাসখানি দেখে রাখা আবশ্যক। এই কাজটি দর্শকদের অজ্ঞাতসারে সমাধা করতে প্রদর্শকের বিশেষ বেগ পেতে হয় না। দর্শক গোড়ার দিকে টেক্কা বাছার সময় সমস্ত তাস তার দিকে যখন তুলে ধরেছিল তখনই তলার তাসটি দেখা যায় অথবা প্রদর্শক টেক্কাগুলির উপর তাস বাঁটতে যখন উদ্যত তখন তাসজোড়া নিজের দিকে হেলিয়ে নীচের তাসটি দেখে নিতে পারে। এ ছাড়াও তাস কি ভাবে কাটতে হয় দেখিয়ে দিতে ওপরের ভাগ তুলে তার তলার তাসটি দেখে সে ভাগ রেখে অন্য ভাগটি তার ওপর উঠিয়ে রাখলেও তলার তাসটি দেখা হয়ে যায়। ধরা যাক যে দর্শক প্রথম ভাগেই সমস্ত টেক্কা একত্র দেখতে চাইলেন। প্রদর্শক ঘোষণা করে একের সঙ্গে বারর গুণফল বার। অতএব বারটি তাস, তাসজোড়া থেকে একটি একটি করে চিৎ করে ফেলুন। এই যে সংখ্যাটি বলা হয়েছে সেটা একটা আনুমানিক সংখ্যা এবং অনুমান করা হয়েছে কাটা হবার পর তলার অংশে কতগুলি তাস থাকা সম্ভব। ঠিক যত তাস অনুমিত হয় তার চেয়ে সংখ্যাটি কম বলাই হয়ে থাকে। কারণ আসল উদ্দেশ্য সেই তলার দেখা তাসটি যতক্ষণ না চিৎ হয়ে পড়ে। প্রদর্শকের কাজ ঐ তাসটির পর কতগুলি তাস ছাড় দিলে অর্থাৎ ফেলে বাদ দিলে দর্শকদের প্রার্থিত ভাগে সব টেক্কা একত্র এসে যায়। ঐ বিশেষ তাসটির পরের তাস থেকে যদি চার ভাগে তাসগুলি ভাগ করা হয় তা হলে চতুর্থ ভাগে সকল টেক্কা একত্র হয়; ঐ দেখা তাসটির পরের একটি তাস ত্যাগ করে চার ভাগ করলে তৃতীয় ভাগে সব টেক্কা এসে পড়ে আর দুটি তাস বাদ দিলে দ্বিতীয় ভাগে এবং ঐ তাসের পর আরও তিনটি তাস ফেলে চার ভাগে তাস বাঁটলে প্রথম ভাগে সব টেক্কা এসে জোটে। তাস জোড়া থেকে প্রদর্শকের প্রথম বলা সংখ্যা অনুসারে তাস চিৎ করে ফেলা হলে যখন মনে রাখা তলার তাসটির আবির্ভাব হয় না তখন প্রদর্শক আরও কয়েকটি তাস চিৎ করে ফেলে যেতে বলে এবং যে মুহূর্তে সেই তাসটি পড়েছে দেখা যায় অমনি ভাগের কোনটিতে টেক্কাগুলি এক হবে বুঝে সেইমত আরও তাস ফেলতে বলে। আসল কথা, ঐ দেখা তাসটির পর কতগুলি তাস ছাড় দিলে প্রার্থিত ভাগে টেক্কা যায় বুঝে আরও তাস তাসজোড়া থেকে ফেলে কাজ হাসিল করা হয়। এ খেলাটির বিশেষত্ব হচ্ছে দর্শকরা নিজের হাতে তাস নিয়ে কাজ করায় বিস্ময়টা জোরদার হয়ে ওঠে।

ষষ্ঠ রঙ্গ ঃ পরের খেলাটি দেখাতে প্রদর্শক সমস্ত তাস কুড়িয়ে তাস-জোড়া কয়েক বার ভাঁজিয়ে জনৈক দর্শককে ছড়ান তাসের মাঝখান থেকে এক গোছা তাস টেনে নিতে বলে। দর্শক তাস নিলে তাঁর হাতের তাস থেকে দুটি তাস বেছে নিতে বলে, যেন সে দুটি তাসের ফোঁটার যোগফল দশের বেশী ও কুড়ির কম হয়। এক জোড়া তাসের সমষ্টি দশের অতিরিক্ত এবং বিশের কম করতে দর্শক গোলাম বিবি ও সাহেবকে যথাক্রমে এগার বার ও তের ধরতে পারেন এ কথাটিও জানিয়ে দেওয়া হয়। দর্শক এ রকম তিন জোড়া তাস তৈরী করবেন ও প্রত্যেক জোড়া টেবিলে পৃথক ভাবে উপুড় করে যাতে রাখেন সে উপদেশও দেওয়া হয়। ছটি তাস দিয়ে তিনটি আলাদা জোড়া হওয়ার পর দর্শকের হাতের বাড়তি তাস প্রদর্শক ফেরৎ নিয়ে তাস-জোড়ার ওপর রেখে তাসজোড়া দর্শকের হাতে দেয়। দর্শক এখন তাঁর আগে করা যে কোনও জোড়া উপুড় করলে প্রদর্শক দর্শককে ততগুলি তাস ফেলতে বলে যা ঐ যুগল তাসের পরিমাণের সমষ্টি, অর্থাৎ তাস দুটি ছক্কা ও সাঁতা হলে ছয় যোগ সাত তের হবে, গোলাম ও দুরি হলে এগার যোগ দুই তের হবে ইত্যাদি। দর্শকের তিন জোড়া তাসের দরুণ যে তিনটি তাস পাওয়া যায় সেগুলি আলাদা উপুড় করে রাখার পর প্রদর্শক বলে, "আপনাকে তিনটি সুযোগ দিয়েছি তাসজোড়ার বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত তাস নির্বাচিত করতে। আপনি নিজের ইচ্ছামত তিনটি সংখ্যা করেছিলেন। ঐ বিশেষ সংখ্যায় কোন তাস পাওয়া যাবে তা আপনার আমার জানার কথাও নয়, জানি না। এবার আমার জন্য আপনি একখানি তাস দিন। ঐ তাস জোড়ার ওপরের তাসটা ফেলুন। সেটার যা পরিমাণ হবে আমাকে সেই সংখ্যায় অবস্থিত তাসটি দিন।" দর্শক এই নির্দেশ মত কাজ করলে প্রদর্শক তার তাসটি চিৎ করে টেবিলে রেখে দর্শকের বরাতে যে তাস তিনটি পড়েছিল সেগুলি একে একে চিৎ করতে উপদেশ দেয়। ঐ তিনখানি তাস ওটালেই দেখা যাবে সবই টেক্কা।

এ খেলাটি দেখাতে গোড়াতেই প্রস্তুতি প্রয়োজন। প্রস্তুতি পর্ব প্রকাশ্যে করা হলেও একটু গোপনীয়তা অবশ্যই পালন করতে হয়। এই কাজটি হচ্ছে তাস জোড়ার ওপরের পাঁচখানি তাসের উপরস্থ তাসটি নহলা করা ও তার নীচে চারটি টেক্কা রাখা। গোপনে কাজ করতে কাকের মত চোখ বুজে জিনিষ লুকিয়ে চরাচর অন্ধ মনে করা চলে না। প্রকাশ্যে কাজ করতে

হয়। তাড়াহুড়া না করে, এমন কিছু করা হচ্ছে না এই ভাবে কাজ করলে সেই কাজ কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। যাদুকরদের নিভৃতে কাজ করার এটি একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সুতরাং আগের বার খেলা চলার সময় যে তাসগুলি চিৎ করে ফেলা হয়েছিল তাতে কোনও নহলা পড়েছে কি না দেখতে হয় ও থাকলে সরিয়ে রাখা হয়। না যদি থাকে তা হলে চার ভাগে ফেলা তাসের মধ্যে খুঁজে সেই ভাগের ওপরে তুলে রাখা হয় যখন নির্বাচিত ভাগে চার টেক্কা রয়েছে সবাই দেখার জন্য আকৃষ্ট। পরে চার ভাগ একত্র করার আগে চারটে টেক্কা ঐ নহলার তলায় রেখে সেই ভাগটি অন্যান্য তাসের ওপরে রাখা হয় অর্থাৎ টেক্কা সমেত ওপরে অবস্থিত নহলা যে ভাগে আছে সে ভাগটি তাসগুলির একেবারে ওপরে রাখা হয়। তারপর প্রদর্শক যে কয়েক বার তাসগুলি ভাঁজায় সেটি বিভাজনের সাহায্যে ওপরের পাঁচখানি তাস ওপরেই অবিচলিত রাখা হয়ে থাকে। এর পর দর্শক প্রদর্শকের হাতের ছড়ান তাসের মাঝখান থেকে এক গোছা তাস টেনে নেয়। প্রদর্শকের এখানে লক্ষ্য রাখা দরকার অন্ততঃ কুড়ি বাইশটি তাস যেন দর্শক নিয়ে নেন, কারণ অন্ততঃ ষোলখানি তাস তাঁকে নেওয়াতেই হবে। দু চারখানি তাস বেশী নিলে ক্ষতি হয় না। যাই হোক, দর্শক তাঁর টেনে নেওয়া তাসগুলি থেকে তিনখানি দুটি তাসের জোড় তৈরী করবেন যে তাসগুলির যোগফল দশের ঊর্ধ্বে ও বিশের নীচে হবে। তিন জোড়া তাস করার আগে দর্শককে তাঁর হাতের তাসগুলি গণনা করতে বলা হয়। এতেই গৃহীত তাসের সংখ্যা জানা যায়। চোদ্দটির কম হলে যতগুলিতে ঐ সংখ্যা হয় ততগুলি তাস নেওয়াতে হয়। চোদ্দের বেশী হলে চুপ করাই শ্রেয়। তিন জোড়া তাস হওয়ার পর বাদ বাকী তাস ফেরৎ নিয়ে প্রদর্শক তাস জোড়ার ওপরে আট খানি তাস রাখে। তার বেশী তাস থাকলে সেগুলি তাসজোড়ার তলায় রেখে দেয়। এর পর যখন প্রথম জোড়া তাস উল্টিয়ে দেওয়া হয় ও দর্শককে তাস জোড়া থেকে একটি তাস উপুড় করে ফেলতে বলা হয় তখন প্রথম জোড়া তাসের সমষ্টির পরিমাণে তাস ফেলা হয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয় ধরা যাক, ঐ তাস জোড়ার সমষ্টি এগার। তা হলে একটি তাসের ওপর আর একটি তাস ফেলে এগারটি তাস ফেলা হবে। প্রদর্শক এই ফেলা তাসের ভাগটি হাতে তুলে মন্তব্য করে, "এগারতে দুটি সংখ্যা। দুটি এক। তাদের যোগফল হচ্ছে একে একে দুই। সুতরাং এই তাসগুলির দ্বিতীয় তাসটিই আলাদা করে

রাখা হবে।" কথা মত একটি তাস হাতের তাসগুলির তলায় রেখে, ওপর থেকে একটি এটিই দ্বিতীয়, তাস নিয়ে টেবিলে উপুড় করে রেখে দেয়। এই ভাবে অন্য দু জোড়া তাসের বেলায় প্রথম বার সংখ্যা অনুপাতে ও দ্বিতীয় বার সেই সংখ্যার রাশি দুটির সমষ্টিতে যে সংখ্যা হয় সেই সংখ্যায় অবস্থিত তাসটি পূর্ববৎ আগের তাসের পাশে উপুড় করে রাখা হয়। তিন বারে তিনখানি তাস ওপুড় করে রাখার পর তাসজোড়ার ওপরের তাসটি নহলা হবেই এবং ওপর থেকে তলার দিকে নবম স্থানে চতুর্থ টেক্কার দর্শন পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, আগের তিনটি তাসও টেক্কা।

সপ্তম রঙ্গ ঃ আবার তাসগুলি একত্র করে ভাঁজতে ভাঁজতে প্রদর্শকের বক্তব্য শুরু হয়, "এবারে নিশ্চয়ই বুঝেছেন টেক্কার একটা বিশেষত্ব আছে। এ থেকেই প্রবাদ হয়েছে টেক্কা মারা অর্থাৎ হামবড়া ব্যবহার। সত্যিই টেক্কারা ভারি চতুর। আমি নানা ভাবে এদের নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আজও এদের কায়দা করতে পারলাম না। টেক্কা ছাড়াও আশ্চর্য তাসের খেলা হয় অস্বীকার করব না। নিন্, এ তাসজোড়াটা দু ভাগে ভাগ করুন। তা বলে সমান দুটি থাক করবেন না।" তাসজোড়া কাটাতে দিতে টেবিলে রেখে তাস নিজে কেটে দু তিন ইঞ্চি দূরে দু ভাগ পাশাপাশি কি ভাবে রাখতে হবে তা করে দেখিয়ে দেওয়ার পর দর্শক তাসজোড়া কেটে রাখেন। প্রদর্শক দেখে নেয় তাস কেটে ওপরের ভাগ নীচের ভাগের ডান পাশে রাখা হয়েছে কিনা। তারপর ডান দিকের ভাগটা আবার কাটতে বলে আঙ্গুলের ইশারায় দর্শকের ওঠান ভাগটি আগের ভাগের ডান পাশে রাখতে নির্দেশ দেয়। এর পর বাঁ দিকের ভাগ কেটে হাতের তাসগুলি ঐ ভাগের বাঁ দিকে রাখার নির্দেশ করা হয়। এই নিয়মে একজোড়া তাস চারটি থাকে টেবিলে রইল। প্রদর্শক এবার দর্শককে বাঁ দিকের শেষ থাকটি তার হাতে নিয়ে আগে একটি একটি করে তিনটি তাস ঐ থাকের ওপর থেকে তলায় নামিয়ে তারপর আর যে তিনটি থাক আছে তার প্রত্যেকটিতে একটি একটি তাস ওপরে দিতে বলে। এটি করা হয়ে গেলে বাঁ দিকের প্রথম থাকটি যে জায়গায় ছিল সেখানেই রাখতে বলা হয় ও তারই ডান পাশের থাকটি নিয়ে আগের বারের মত ওপরের তিনখানি তাস এক এক করে তলায় গুঁজে আবার ওপর থেকে একটি একটি তাস টেবিলের অন্য তিনটি থাকের ওপরে ফেলতে বলা হয়। এই

একই ভাবে বাঁ দিক থেকে 'চারটি থাক পর পর ঐ একই কাজ করা হলে প্রদর্শক মন্তব্য করে, "কথায় বলে ওস্তাদের মার শেষ বার। এটাই আজকের আসরের শেষ খেলা। যা করবার আপনারাই সব করেছেন। আমি নিমিত্ত মাত্র। অনুগ্রহ করে প্রত্যেক থাকের ওপরের তাসগুলি উল্টে চিৎ করে দিন তো।" তাসগুলি চিৎ করলেই দেখা যাবে যে প্রত্যেকটিই টেক্কা। প্রদর্শক মন্তব্য করে, "চার টেক্কার এই এক সঙ্গে আত্ম-প্রকাশ একটা আশ্চর্য ব্যাপার। আসলে এটা সম্ভব হয়েছে, ঐ তাসজোড়ার সবই বোধহয় টেক্কা। আর তা না হলে এটাকে টেক্কা মারা বলে ধরে নিতে পারেন।" স্মরণ করান কর্তব্য যে এ খেলাটি দর্শকদের দেওয়া তাসেই করা হয়েছে। সুতরাং খেলার তাস, অতএব তাতে চারটির বেশী টেক্কা থাকতেই পারে না।

উপযুক্ত সাতটি চমকপ্রদ তাসের খেলাগুলি এমন ভাবে গ্রন্থনা করা হয়েছে যাতে দর্শকদের কিছুদিন পরেই মনে হবে ঐ সমস্ত খেলাই তাঁরা নিজেদের হাতে করেছেন। গ্রন্থনার এই চাতুর্যই খেলাগুলিকে দীর্ঘদিন দর্শকদের স্মৃতিতে ভাস্বর করে রাখে। স্বর্ণ অলংকারে মণিমানিক্য সংযোজনে শিল্পীর যে সূক্ষ্ম রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, পৃথক পৃথক যাদুক্রীড়াগুলিকেও সাজিয়ে গুছিয়ে সন্নিবিষ্ট করে রসাল ভাষণে ভূষিত করাও যাদুকরের শিল্পীমানসের রসজ্ঞানের বিশেষত্ব অনুভব করা যায়। খেলা খেলার মত অবহেলায় দেখালে কারও তৃপ্তি হয় না। খেলাকে খেলার উর্ধ্বে তুলতে না পারলে রসিকের মনে যে রসের আগ্রহ থাকে তা অতৃপ্ত থেকে যায়। প্রত্যেক যাদুকরের সর্বাত্মক প্রয়াস হওয়া উচিততার খেলাগুলি রসের মাধুর্যে মধুময় করা। কবি মধুসূদন দত্তের ভাষায় সেই ইচ্ছাটা হচ্ছে,— "রচিব যে মধুচক্র, গৌড়জন তাহা আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" হ্যাঁ, প্রতিটি যাদুক্রীড়া রসে টৈটুম্বুর করতে ভাষা ও ভাষণের অলংকরণ অত্যন্ত প্রয়োজন। বিশুদ্ধ রীতিতে কর্ম সম্পাদনে না আছে শিল্পীর নিজস্ব কৃতিত্ব, না থাকে শিল্পসম্ভারের মনোলোভা সৌন্দর্য। প্রত্যেক খেলাই মধুভরা মৌচাক করাই সকল যাদুকরের লক্ষ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হস্তলাঘব

প্রথম অধ্যায়ের স্বয়ংসিদ্ধ যাদুক্রীড়ার সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের পরই নবীন উৎসাহীর স্বতঃই ধারণা হতে পারে যে যাদুক্রীড়া মাত্রেই ঐরকম সহজ ও স্বাভাবিক উপায়েই সংঘটিত হয়। যাদুবিদ্যাও বিদ্যা তথা বিশেষ ধরণের চারুকলা। তাই গীতবাদ্যের মতই যাদুবিদ্যার চর্চাতেও কতকগুলি প্রাথমিক বিষয় শিক্ষার প্রয়োজন আছে। গানে যেমন স্বর সাধনা, বাজনায় যেমন সুর সাধনা, যাদুতেও তেমনি হাতসাফাই সাধনার ব্যবস্থা আছে। যাদুবিদ্যার এই হাতসাফাইকেই হস্তলাঘব বলে। হস্তলাঘবে পটু না হলে যে যাদুকর হওয়া যায় না তা আধুনিক কালে অনেক রকম যান্ত্রিক উপায় আবিষ্কৃত হবার পর তেমন জোর করে অবশ্য বলা চলে না। তবু হস্তলাঘব আয়াসসাধ্য হলেও এই নিপুণতা আয়ত্ত করে রাখলে ভবিষ্যৎ যাদুকরী দুর্ঘটনায় অক্লেশে সামলিয়ে ওঠা যায় এই যা। গান বাজনা চিত্রাঙ্কন লেখাপড়া প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিদ্যালাভের বেলায় বাল্যকালের হাতেখড়ি থেকে ব্যাকরণ পর্যন্ত আয়ত্ত করতে যে সময় ও শ্রম লাগে ততখানি আগ্রহে যদি কেউ যাদুবিদ্যার এই প্রথম পাঠগুলি রপ্ত করে নেয় তা হলে ভবিষ্যৎ জীবন নিশ্চয়ই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

সত্য বলতে কি, আমরা মাঠে ময়দানে যে যাযাবর যাদুকরদের ক্রীড়ায় বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি ও বেশীর ভাগ লোকই যাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তারা এই হস্তলাঘব শ্রেণীর ক্রীড়া দেখিয়ে বেড়ায়। তাদের বৃত্তান্তেও থার্সটনের সমস্ত অতিকায় আসবাবি ক্রীড়া ছাপিয়ে তাদের খেলাই শুধু বাহবা পায় নি, দর্শকের স্মৃতিতে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকায় এই হাতের কাজটুকু আয়ত্ত করার প্রয়োজন বিশেষ মনোযোগের ও অভ্যাসের বিষয় হয়ে উঠেছে। ভানুমতীর খেলা বা ভোজবিদ্যা নামে প্রচলিত যে সব যাদুক্রীড়া আমাদের দেশে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে সে সমস্ত আসবাবি ক্রীড়া যেমন প্যাঁটরার মধ্যে মানুষ পুরে অদৃশ্য করা বা ঐ অবস্থায় প্যাঁটরাকে বাইরে থেকে তলোয়ার দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফোঁড়ার পরও মানুষটিকে

অক্ষত রাখা বা চাদর চাপা মানুষকে শূন্যে তোলা খেলাগুলি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আঁটি পুতে আম গাছ গজান ও শেষে গাছে সুপক্ক আম ফলান অথবা শূন্যগর্ভ বাটির মধ্যে চেতন ও অচেতন পদার্থের আবির্ভাব ও তিরোধান হস্তলাঘবের সাহায্যেই নিষ্পন্ন হয়। খুব সম্ভব * বাটি ও গুটির খেলাই যাদু জগতের প্রথমতম যাদুক্রীড়া আর সনাতন বিস্ময়ের বিষয়। এই খেলাটিই যৎকিঞ্চিৎ রূপান্তরিত রূপে জগতের সর্বস্থানে সর্বকালে বর্তমান। তাই অনুমান করা যায় যে যাদুর জন্মস্থান প্রাচ্যে, কারণ বিদ্যাবুদ্ধির উন্মেষ প্রথমে প্রাচ্যেই হয়েছে বলে ধরা হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য দেশে জিপ্সীরা যদি এটি প্রচার করে থাকে তাহলে যাদুর জন্মস্থান ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ হলে অঙ্গবঙ্গেই যে উদ্ভাবিত হয়েছে সেটা সুনিশ্চিৎ। কারণ এই মহাদেশেরই পূর্বাঞ্চলের তন্ত্র সাধনা আর্য অভিযানকে পদে পদে দুরতিক্রমনীয় বিপত্তিতে ঠেকিয়ে রেখেছিল। এই তন্ত্রেরই স্থূল অঙ্গ, যা ইন্দ্রজাল নামে, আজও কামাখ্যাকে যাদুর তীর্থরূপে গৌরবান্বিত করে রেখেছে। তাই পৃথিবীর সর্ব দেশ ভারতবর্ষকে যাদুর পীঠস্থান বলে আজও বন্দনা করে আর বলে ভারতই ভেল্কির উৎসমুখ।

মানুষের বুদ্ধি উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই যাদুবিদ্যা জন্মলাভ করেছে। আফ্রিকার ভূত-বৈদ্যরা যে সব অলৌকিক কীর্তি করে থাকে তাও ঐ যাদুবিদ্যা। প্রেতসিদ্ধ নামে যে সব আজগুবি কাণ্ডকারখানার গুজব শোনা যায় তার বেশীর ভাগই যাদুবিদ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। পাশ্চাত্য প্রেততত্ত্ববিশারদ বিখ্যাত মিঃ কোনান ডয়েলকে আমেরিকার নামজাদা বন্ধনমোচন-পটু হুডিনি কতকগুলি যাদুক্রীড়া দেখিয়ে এমন হতবুদ্ধি করে দিয়েছিলেন যে ডয়েল তাঁকে ভূতসিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। ডাক্তার কিউ নামে আমেরিকার বিখ্যাত প্রেতসিদ্ধ প্রতারণার অভিযোগে বিচারালয়ের বিচারে শেষ পর্ষন্ত সাজা পেয়েছিলেন। আমাদের দেশেও প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই কলিকাতায় প্রেতলোকের স্বশরীরে আবির্ভাব, তাদের আলোকচিত্র, তাদের সঙ্গে কথোপ-কথনের এবং তাদের সংবাদাদি আদান প্রদানের জন্য রহমান-বে যে সমৃদ্ধ ব্যবসা পার্ক স্ট্রীটে ফেঁদে বসেন, তিনিও প্রতারণার দায়ে গা ঢাকা দিয়ে এদেশ থেকে সরে পড়তে বাধ্য হন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত যাদুকর মিঃ মাস্কিলাইন ও

* তিনটি, কোনও ক্ষেত্রে মাত্র দুইটি, বাটি ও কয়েকটি বল বা ছোটখাট সামগ্রী একটায় চাপা রেখে অন্যটায় নিয়ে যাওয়া বা আবির্ভাব ও তিরোধান দেখানোই এই খেলার বিষয়।

আমেরিকার প্রখ্যাত বন্ধনমোচন-বিশারদ মিঃ হুডিনি অনেক সমসমায়িক প্রেতাবিষ্ট ভূতসিদ্ধদের প্রবঞ্চনার মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন। এই সব নানা কারণে বাইবেলোক্ত ফ্যারাও-এর সামনে মশ্ যে সমস্ত আশ্চর্য কাণ্ড ঘটিয়েছিল তাও অনেকের ধারনায় সোজাসুজি যাদুক্রীড়া ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। জনশ্রুতিতে শোনা পিশাচসিদ্ধরা কিন্তু আজ কোথাও চোখে পড়ে না। তাই আমাদেরও মনে সন্দেহের বিশেষ কারণ সঞ্চিত হয়ে উঠছে যে ঐ ধাপ্পাবাজগুলি আধুনিক 'আত্মারামদের' হাতে পড়ে ক্রমশই বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হয়েছে। এ যুগে যাদুবিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান অল্প বিস্তর সকলেরই জানাশুনা থাকায় ভূতপ্রেতের বশীকরণ কেউ মানতে চায় না। তাই যাদুবিদ্যা এখন নিছক মনোহরণের আনন্দ পরিবেশনেই নিয়োজিত হচ্ছে। চিত্তগ্রাহী এই চমৎকারা যাদুবিদ্যার নিপুণ প্রয়োগে যে মায়াজাল বিস্তার করা চলে তার জন্য হস্তলাঘব আবশ্যিক প্রথম পাঠ। হস্তলাঘবে কিঞ্চিৎ দক্ষতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই যাদুবিদ্যার প্রয়োগ বিধি স্বতঃই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি না হলে যেমন রচনা কুশলী হওয়া দুষ্কর তেমনই হস্তলাঘবে পারদর্শী না হয়ে মতিভ্রম ঘটানও দুঃসাধ্য।

হস্তলাঘব সেই শ্রেণীর কারসাজি যা শুধু হাতের চেটো ও আঙ্গুল পাঁচটির সাহায্যেই নিষ্পন্ন হয়। এটি সাধনসাপেক্ষ দক্ষতা; গায়কদের গলা-সাধা এবং নর্তকদের মুদ্রা আয়ত্তের অনুরূপ। প্রথমে কিঞ্চিৎ ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন কিন্তু আজীবন উপকৃত হবার বস্তু। মোটামুটি কাজ চালানো যায় এমন কতকগুলি হস্তলাঘব আয়ত্ত করতে পাঁচ ছয় সপ্তাহের বেশী সময় লাগে না। আর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগের ফলে দক্ষতা ক্রমশই বাড়তে থাকে। হস্তলাঘব শিক্ষার্থীকে আত্মনির্ভর ও সপ্রতিভ করে তোলে। তাই পাশ্চাত্য দেশে অধুনা হস্তলাঘবের যতই বিকল্প যান্ত্রিক উপায় তৈরী হোক না কেন যন্ত্রের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখা কোনও যাদুকরের উচিত নয় এই জন্য যে কল বিগড়ে যাওয়ার কাল ক্ষণ আগে থাকতেই অনুমান করা সম্ভব নয় ও সেই ভয়ঙ্কর দুরবস্থায় শঙ্কটমোচনের কোনও সুযোগই থাকে না। এই বিশেষ বিবেচনায় যাদুকর সমাজ হস্তলাঘবে অপটু যাদুকরকে পঙ্গু আতুরের মতই কৃপার চোখে দেখে।

হস্তলাঘব আয়ত্ত করা অভ্যাস সাপেক্ষ। অভ্যাস ইচ্ছাধীন ও অধ্যবসায় নির্ভর। তাড়াহুড়ায় কোন কিছু শেখবার চেষ্টা করলে সে শ্রম আশাপ্রদ

সুফল দেয় না। এই কারণেই নবীন উৎসাহী হঠাৎ বাহবা অর্জনের হঠকারিতায় হস্তলাঘব প্রয়োগে বিফল হয় ও এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়াগুলির গুণবত্তা সম্বন্ধে পূর্ণ আস্থা রাখতে এটুকুই নিত্য স্মরণ করা কর্তব্য যে এগুলির উপযুক্ত ব্যবহারেই যাদুকরের কীর্তিকলাপ মহীয়ান হয়ে ওঠে ও অপপ্রয়োগে বা নিষ্প্রয়োগে যশোরাশি রাহুগ্রস্ত শশীর মত তমসাবৃত হয়ে থাকে।

হস্তলাঘবের যে সমস্ত বর্ণনা অতঃপর প্রদত্ত হয়েছে তা যথাসম্ভব প্রকৃত করার চেষ্টা করলেও প্রয়োগভঙ্গী যথাযথ প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি, আর তা ভাষায় করা সম্ভবও নয়। এই বিষয়ে ভাষা যেখানে পঙ্গু সেখানে চিত্রের সাহায্য নেওয়া হলেও বেশ খানিকটা অনুক্ত থেকে গেছে। উৎসাহী শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব বুদ্ধিমত্তার শরণ নিলে দুর্গমতা লঙ্ঘন করতে পারবে কারণ গ্রন্থকার নিজেই ঐ ভাবেই সক্ষম হয়েছেন। প্রতিটি প্রক্রিয়াই অভ্যাস করার সময় সামনে একটা বড় আকারের দর্পণ রাখলে প্রতিবিম্বিত দৃশ্যে লক্ষ্য রেখে সাধনা করার সময় শুধু যে প্রয়োগ বিধিরই উন্নতি হওয়া সম্ভব তা নয়, যাদুক্রীড়ায় হস্তলাঘব প্রয়োগের সময় যাদুকরের দৃষ্টি ক্রিয়াশীল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে না দেওয়ার যে সবিশেষ আবশ্যকতা সেটিও সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষালাভ হতে থাকে। এই দুটি বিষয়ের শিক্ষাতেই প্রয়োগ-ভঙ্গীর স্বতঃস্ফূর্ত সাবধানতা সহজে ও অনায়াসে আয়ত্ত হয়ে যায়।

হস্তলাঘব অনুশীলন করার প্রাক্কালেই একটি জনশ্রুতি-পরবশ ধারণার আমূল সংস্কার আবশ্যক। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে হস্তসঞ্চালনের দ্রুততাই হস্তলাঘবের প্রয়োগ নিপুণতার লক্ষ্য নয়। দ্রুততম ক্রিয়া দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রবাদ। কেবলমাত্র চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেই ক্ষিপ্রতা সার্থক হয়েছে, তাও প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশখানিরও বেশী খণ্ডচিত্র একই পটে অতিক্রম করে বলেই স্থির-চিত্র চলমান ও অখণ্ড দেখায়। কিন্তু হস্তলাঘব কখনও অত দ্রুত গতিতে করা অসাধ্য। মানুষের দ্রুততার সীমা যেখানে যন্ত্রের প্রতিযোগিতায় হার মেনেছে সেখানে মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে তার সীমিত শক্তির দ্বারা অপরিসীম কাজ করার উপায় ঠাওরেছে। তাই হস্তলাঘবে ক্ষিপ্রতা পরিহার করে ধীর স্থির স্বচ্ছন্দ চালের শরণ নেওয়া হয়। এর অন্য মুখ্য কারণ হচ্ছে যে যাদুক্রীড়ায় রসিকবর্গ রস উপভোগের জন্য সমবেত হওয়াতে বিলম্বিত বিরামের অবসরেই আনন্দ

লাভের মনোভাব পোষণ করেন। সেই জন্যই হস্তলাঘব ধীরে সুস্থে প্রয়োগ না করলে দর্শক কার্য ও কারণের সম্বন্ধ অনুধাবনে অক্ষম হন ও সে অবস্থায় যাদুক্রীড়া অরসিকের প্রতি রস নিবেদনের মত মর্মঘাতী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যথাস্থানে এ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা উদাহরণ দিয়ে বুঝান হবে। এখন শুধু একটি কথাই বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে যে হস্তলাঘব প্রয়োগ করার আগে ও পরে কোনও দর্শকের যেন মনে না হয় প্রদর্শক তাড়াতাড়ি একটা কিছু সেরে ফেলেছে বা এমন কোনও কাজ করেছে যার ফলে কিছু হবে বা হতে পারে। কারণ যাদুক্রীড়ার প্রকৃত রূপই হচ্ছে যাদুকর কিছুই করছে না, অথচ বিস্ময়ের পর বিস্ময় আপনিই ঘটে যাচ্ছে। কাজেই যেখানে যাদুকর কিছু একটা করে ফেলেছে আগেই প্রতীয়মান হয়েছে সে অবস্থায় কিছুক্ষণ পরে আশ্চর্যজনক একটা অবস্থার উদ্ভব হলেও সেখানে কিন্তু যাদুক্রীড়া সফলভাবে দেখান হয়েছে গণ্য হতে পারে না। যাদুক্রীড়াতে ক্রিয়া গোপন রাখাই বিধেয় আর এই খানেই যাদুক্রীড়ার সঙ্গে জাগ্‌লিঙ-এর পার্থক্য, যেহেতু জাগ্‌লিঙ-এ অভ্যস্ত নৈপুণ্যই বাহবার দাবী করে। হস্তলাঘবের প্রয়োগ সম্বন্ধে একটা দিকে সতর্ক থাকা দরকার যে ঐ কাজের সময় প্রদর্শকের দেহের বা প্রত্যঙ্গের যতখানি অংশ দর্শকের দৃষ্টিগোচরে থাকে ততখানি অংশ নিশ্চল নিথর রাখতেই হবে ; সেখানে কোনও রকম কম্পন বা পেশীর সংকোচ ও সম্প্রসারণ অথবা আঁট ভাব যেন কারও চোখে না পড়ে। সামান্য অস্বাভাবিকতা দর্শকের চোখকে সজাগ করে তোলে।

রহস্য সৃষ্টি করতে প্রয়োজন বাগ্মিতা। ভাষা মানুষের মনোভাব গোপনের দুর্ভেদ্য বর্ম। আর যাদুকর এই বর্মের আড়ালে যাদুরসিকদের মনপ্রাণ বিমোহনের বিশেষ ব্যবস্থা করে। যাদুকরী বক্তব্য বিশেষ মার্জিত সুরুচিসম্পন্ন ও ক্রীড়ার সঙ্গৎরূপে ব্যবহৃত যাতে হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। এই গ্রন্থে যাদুক্রীড়ার উপযুক্ত অনেক কথা উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া হয়েছে। ওগুলি বলার সময় উপযুক্ত নাটকীয় অভিব্যক্তি সংযুক্ত হলেই শিক্ষার্থীর শ্রম সার্থক হবে। রহস্য যাদুর আত্মা ও বাগ্মিতা তার অবয়ব। দেহ ছাড়া প্রাণ, আর প্রাণহীণ দেহ, দুই আবর্জনা,—বর্জনীয়।

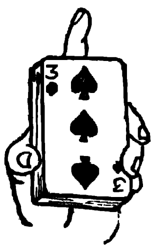
(ক) আবর্তন

হস্তলাঘবের প্রথম অনুশীলন হচ্ছে আবর্তন। এই পরিচ্ছেদে যে যাদুকরী বিধিগুলি বর্ণিত হচ্ছে সে সমস্তই তাস বা তাসসদৃশ সামগ্রীতেই প্রয়োগ

করা চলে। এক জোড়া তাসের সামনের দৃশ্যমান তাসকে অদৃশ্য করতে অথবা পশ্চাতের অদৃষ্টপূর্ব তাসকে লোকচক্ষুর অগোচরে এবং অজ্ঞাতসারে সম্মুখে নিয়ে এসে প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে এই প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। আবর্তনের আরও নানা রকম প্রয়োগ সম্ভব। সেগুলি যথাস্থানে পরে নির্দশ করা হবে। যাদুক্রীড়ায় ক্রিয়া গোপন করাই কৃতিত্বের পরিচয়। ক্রিয়া গোপন করার একমাত্র উপায় হচ্ছে যাদুকরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে সব অংশে দর্শকের দৃষ্টি পড়তে পারে সেই সব জায়গার পেশী স্পন্দনহীন রাখা। অগত্যা দর্শকের দৃষ্টির অগোচরে পড়া প্রত্যঙ্গের অবাধ ব্যবহারে চুটিয়ে কার্য সমাধা করতে হয়। এই সামান্য বিষয়ে অসামান্য সতর্কতা বজায় রাখলেই হস্তলাঘবে নিপুণ হতে সময় লাগে না। তবে এই হাতের কাজগুলি শিখতে কাজের অংশ বিশেষ ও সমগ্র কাজটি চটপট করার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু গোড়ার দিকে ক্ষিপ্রতা অপেক্ষা প্রত্যেক পাট কাজ নিখুঁত ভাবে করার প্রয়াসই দ্রুত ফলপ্রদ। ঠিকমত কাজ করার পর দ্রুতভাবে কাজ সম্পন্ন করা মোটেই সময় সাপেক্ষ নয়।

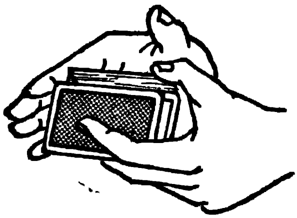
প্রথম আবর্তন

(ক) তাসজোড়াটি বাঁ হাতে ধরে লম্ব রেখার সমান্তরাল করে ধর যাতে জোড়ার নীচের তাসটি সরাসরি দর্শকের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। তাসের দৈর্ঘ্যের তলার দিকে পর পর কনিষ্ঠা অনামিকা ও মধ্যমা ডান দিকের কোণ বরাবর ঘেঁসাঘেঁসি রেখে বৃদ্ধাঙ্গুলী ওপর দিকের মাঝামাঝি দিয়ে তাসজোড়াটি ধর (চিত্র ২২)। বাঁ হাতের তর্জনী কিন্তু স্বচ্ছন্দে নাড়াচাড়া করার মত মুক্ত থাকবে, তবে তাসজোড়ার পিঠে আলতোভাবে ঠেকিয়ে রাখা হয়। এই মুক্ত তর্জনীর ঠেলায় তাসজোড়ার পিছনের তাসটি ঠেললে ঘসটিয়ে বেরুতে থাকে যদি তাসজোড়ার

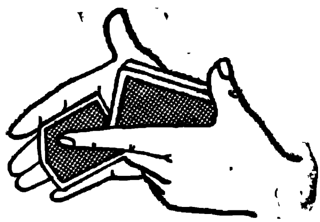

চিত্র ২২

সামনে ডান হাতের চেটো সমান্তরাল ভাবে পেতে রাখা হয় (চিত্র ২৩)। প্রথম প্রথম পিছনের তাসটা তর্জনীর ঠেলায় বার করা সহজ ঠেকবে না। পিছনের তাসটি হয় তো হড়কাবেই না, অথবা তর্জনী দিয়ে ঠেলতে পারা যাবে না। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে তাসজোড়াতে নির্ঘাৎ বুড়ো আঙুল

বড় বেশী চাপ দিয়েছে। ঠিক কত জোরে তাস বুড়ো আঙুল চেপে ধরবে তা পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপার। তবে এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন তাস-জোড়ার পিছনের দিকের কয়েকটি তাসের ওপর বুড়ো আঙুলের চাপ কমানো। এই উদ্দেশ্যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের কড়টি তাস ধরার সময় ভেঙে নিলেও বিমুক্ত তর্জনীতে তাসজোড়া ঠেস দিয়ে রাখলে ঐ আঙুলের ঠেলায় পিছনের তাসটি অনায়াসেই বাইরে বেরিয়ে আসবে। পিছনের তাস ঠেলে বার করার আগেই তাসজোড়াটি ডান হাতের করতল দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়। ঢাকার প্রয়োজন দুটি। মুখ্য প্রয়োজন ডান হাত তাসের ওপর না রাখলে পিছনের তাস সহজে বেরয় না। দ্বিতীয় প্রয়োজন ঐ ডান হাতেরই আড়ালে পিছনের তাসটি সামনের তাসের ওপর এনে রাখা হবে। ডান হাতের করতল বাঁ হাতে ধরা তাসজোড়ার গা ঘেঁসে চালিয়ে যেতে যেতে ঠিক যে মুহূর্তে ডান হাতের আঙুলের প্রথম পর্ব তাসের অন্য প্রান্ত ছাড়িয়ে চলেছে তৎক্ষণাৎ বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে পিছনের তাসটি বহির্মুখী ঠেলে দিলে চলমান ডান হাতের তালুর প্রথম পর্বেই পিছনের তাসটি এসে পৌঁছাবে। এখন ডান হাত ক্রমে প্রসারিত করে গেলে পিছনের সম্পূর্ণ তাসটি করতলে লেগে থাকবে যদি বাঁ হাতের তর্জনীর ঠেস না সরান হয়। এই ভাবে তাস ঠেলে ডান হাতে আনার সময় স্বাভাবিক নিয়মেই ডান হাতটি বাঁ হাতে ধরা তাসজোড়ার ডগায় পৌঁছে সমকোণ সৃষ্টি করবে এবং এই অবস্থা অপরিহার্য। কিন্তু তাস সমেত ডান হাতটি বাঁ হাতে ধরা তাসের সঙ্গে সমকোণ করেছে দেখলে দর্শকদের চোখে কাজের অংশ বিশেষ প্রকাশ হয়ে যায়। তাই ডান হাতটি বাঁ হাতে ধরা তাসজোড়ার সমান্তরাল রেখে তাসশুদ্ধ বাঁ হাত ডান হাতের করতলের সমকোণ অবস্থায় রাখা হয় যাতে ডান হাতের আড়ালে বাঁ হাতের তাসগুলি ঘুরিয়ে নেওয়া যায়। এতে পিছনের তাসখানি বাঁ হাতের



চিত্র ২৩

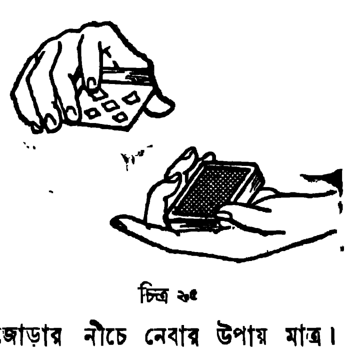


চিত্র ২৪

তর্জনীর ঠেলায় ও চাপে ডান হাতের চেটোর সঙ্গে এক হয়ে থাকে (চিত্র ২৪)। এ সময় বাঁ হাতের তাসজোড়ার কোলের দিকটা উঁচু করে তুললে দর্শকদের জোড়ার সামনের তাসটা তখনও রয়েছে দেখান যায় এবং ডান হাতে পিছনের যে তাসটা বাঁ হাতের তর্জনীর ঠেলায় রয়েছে সেটি এর পর তাস জোড়ার সামনে এনে ফেলা যায়। এ রকম করলে ডান হাত যেন তাসজোড়ার ওপর বুলান হয়েছে মনে হয়। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাসজোড়ার পিছনের তাসটি জোড়ার সামনে ওপরে এনে রাখা হয়। ডান হাত সরিয়ে নেবার আগে হাতটা মুঠো করে, পরে মুঠো খুললে, দর্শকের চোখে এমন একটা ধাঁধার চমক লাগায় যে মনে হয় সেই মুহূর্তেই সামনের তাসটি বদলে গেছে। এতক্ষণে আবর্তন সমাধা হয়। বর্ণনা করতে এ ক্রিয়াটি যত সময় লাগল আসলে কাজটি করতে খুব কম সময়ই নেয়।

(খ) তাসজোড়াটি উল্টো করে ধরে অর্থাৎ দর্শকদের দিকে *[১] তাসের পিঠটা রেখেও কখন কখন আবর্তন প্রয়োগ করে দর্শকদের অজ্ঞাতসারে তাস-জোড়ার ওপরে নীচের তাসটিও আবর্তনের সাহায্যে এনে রাখা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় আবর্তন : বাঁ হাতের প্রসারিত সমান্তরাল করতলে তাসজোড়া রেখে দাও যাতে তাসের পিঠটাই *[২] ওপরের দিকে থাকে। এবার ডান হাত দিয়ে আধাআধি আন্দাজ তাস তুলে নাও। সাধারণতঃ দর্শকের মনোনীত তাস প্রদর্শকরা এই দু হাতে ভাগ করা তাসের মধ্যে রাখতে বলে থাকে এবং দু ভাগ একত্র করার পর মনোনীত তাসটি সহজে খুঁজে বার করা যায় না এটাই মানুষের ধারণা। কিন্তু যাদুক্রীড়ায় এইভাবে বাঁ হাতের ভাগের ওপরে রাখা তাসটি ডান হাতের ভাগের তলায় রাখা হলেও ঐ নির্বাচিত তাসটির হদিশ রাখতে হয়। সুতরাং ঐ তাসটিকে হয় একেবারে তলায়, নয় ওপরে নিয়ে আসা দরকার।



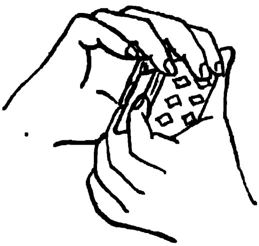
চিত্র ২৫

এই আবর্তন, মাঝে রাখা তাসটি, জোড়ার নীচে নেবার উপায় মাত্র। দর্শক তাঁর গৃহীত তাসটি প্রদর্শকের বাঁ হাতের তাসগুলির ওপরে রাখা মাত্র

১। তাসের পিছন বা পিঠ বলতে যে দিকে সব তাসের একই রকম নক্সা আঁকা থাকে।

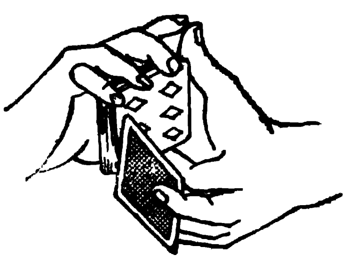
২। তাসের ওপর দিক বললে তাস উবুড় করে রাখলে নক্সার দিকটাই দেখা যায়।

ডান হাতের তাসের ভাগ বাঁ হাতের তাসগুলির ওপর এমন ভাবে ফেলে দেয় যাতে সমস্ত তাস একত্র হয়ে পড়ে। কিন্তু লোকে যাই দেখুক না কেন, ঐ দুভাগ এক করে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শক বাঁ হাতের অনামিকা ও মধ্যমা দু ভাগ তাসের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে (চিত্র ২৫)। এর পর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে দু ভাগ তাসের ওপরে এমন চাপ দেওয়া হয় যাতে তাসজোড়া এক হয়ে মিশে থাকে। এই আবর্তনটি করতে প্রদর্শক তার শরীরের বাঁ দিকটা দর্শকদের দিকে রেখে দাঁড়ায় কারণ হাতের তাসের ডান দিকে আঙুল গুঁজে রাখতে হয়েছে এবং তাসের মধ্যে আঙুল ঢোকান আছে তা যেন দর্শকদের চোখে না পড়ে। এবার অনামিকা ও মধ্যমার নীচের তাসটি জোড়ার তলায় আনতে হলে ডান হাতটি তাস থেকে সরাবার আগেই একটু যাদুকরী প্রক্রিয়া করে ফেলতে হয়। এর জন্য ডান হাতে ওপরের ভাগটি ধরার বিশেষ কায়দা দরকার। তাসের দু দিকের প্রস্থ বরাবর ডান হাতের আঙুলগুলি রাখা হয়। এ ভাবে ধরলে এক ক্ষেপেই দু ভাগ মিলিয়ে দর্শকদের দেখান যায় সব তাসই একত্র হয়েছে, যদিও বিপরীত দিকে দু ভাগের মধ্যে বাঁ হাতের আঙুল দুটি ঢোকান আছে। ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও



চিত্র ২৬

মধ্যমা দিয়ে তাসের ওপরের কোণ বরাবর ধরাই উচিত ও বাঁ হাতের অনামিকা ও মধ্যমা দু ভাগ তাসের মাঝখানে প্রবিষ্ট রেখে তাসের গায়ে চেপে (চিত্র ২৬) একটু বাইরের দিকে ঘসটালে নীচের ভাগের ওপরের তাসটি খানিকটা বেরিয়ে যায়। এর পর ডান হাতের অনামিকা তাসজোড়ার তলায় ঢুকিয়ে ঐ আঙুলটি মুড়ে কপাট খোলার মত ওপরের দিকে ওঠালেই (চিত্র ২৭) দেখা যাবে যে বাঁ হাতের আঙুলের চাপে রাখা তাসটি বাঁ হাতের করতলে চলে গেছে। এখন ডান হাতের সমস্ত তাস বাঁ হাতের তাসটির ওপর রাখলেই আবর্তন শেষ। এই আবর্তনে একটি



চিত্র ২৭

তাস তাসজোড়ার মাঝ থেকে অথবা ওপর থেকে তলায় চালিয়ে দেওয়া হয়।

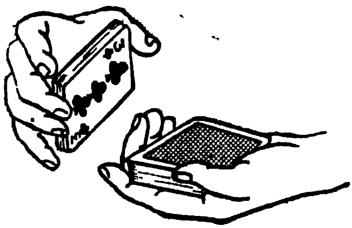
যদি এই আবর্তনের সাহায্যে তাসজোড়ার মাঝামাঝি রাখা তাস তলায় আনার পর তাসজোড়ার ওপরে চালান করার দরকার হয় তা হলে প্রথম আবর্তনের সহায়তায় নীচের তাসটি ওপরে তুলে দেওয়া যায়। তাসটি নীচে আনবার সময় তাসজোড়াটির বাঁ কোণ ডান হাত দিয়ে ধরতে হয় যাতে তাসজোড়া বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলে ঠেক খায় ও বাঁ হাতের মধ্যমা ও অনামিকা মুড়ে করতল প্রসারিত করলে * আঙ্গুল-বন্দী তাসটি কিঞ্চিৎ বাইরে বেরিয়ে আসে। এর পর ডান হাতের অনামিকা তাসজোড়ার নীচে দক্ষিণ প্রান্ত বরাবর ঢুকিয়ে আচমকা ওপরমুখি টান দিলেই সমস্ত তাসজোড়া বাম বৃদ্ধাঙ্গুলীতে ঠেকে কব্জার মত হয়ে দাঁড়ায় ও বই খোলার মত মোচড় খেয়ে মাঝের তাসকে বিচ্ছিন্ন করে বাঁ করতলে ফেলে দেয়। কাজে কাজেই এর পর ডান হাত আল্গা করলেই সমস্ত তাস বাঁ হাতে পড়ে অথচ মাঝের তাসটি ততক্ষণে তাসজোড়ার তলায় পৌঁছে গেছে।

(খ) বিবর্তন

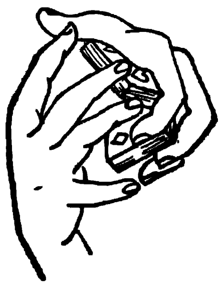
হস্ত লাঘবের দ্বিতীয় অনুশীলন হচ্ছে বিবর্তন। বিবর্তনে এক গোছা তাস হয় ওপর থেকে নীচে, নয় নীচ থেকে ওপরে দর্শকদের অজ্ঞাতসারে সরিয়ে দেওয়া হয়। বিবর্তন প্রত্যেক মার্জিত যাদুকরেরই পরম নির্ভরশীল হাতিয়ার। বিবর্তন এক হাতেও করা যায়, আবার দু হাতের মিলিত চেষ্টাতেও করা চলে। এই গ্রন্থের সমস্ত হস্তলাঘবে একথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে কোথাও বা প্রক্রিয়াটির প্রয়োগ-ক্ষণে দর্শকদের দিকে প্রদর্শক ডান দিক করে দাঁড়াবে, আবার কোথাও বা বাঁ দিক করে দাঁড়াবে। ঠিক কখন কোন পাশটা দর্শকদের দিকে ঘুরিয়ে দাঁড়াতে হয় সেটা নির্ণয় করতে দর্পণের সামনে এগুলি অভ্যাসের সময় যে ভাবে দাঁড়ালে ক্রিয়া গোপন সম্ভব সেই ভাবে দাঁড়ানই প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে হস্তলাঘব অনুশীলন করতে করতে দর্শকের চোখের গোচরিভূত সীমা সম্বন্ধে সম্যক একটা জ্ঞানও সঙ্গে সঙ্গে শেখা হয়ে যায়।

* । যাদুর ভাষায় আঙ্গুল দিয়ে কিছু ধরে রাখাকেই আঙ্গুল-বন্দী বলে।

প্রথম বিবর্তন : দ্বিতীয় আবর্তনের মত বাঁ হাতের চেটোয় তাসজোড়া রাখ। ডান হাত দিয়ে প্রায় অর্ধেক তাস তুলে ধর। ডান হাতে তাস তোলার সময় আঙ্গুলের ডগা দিয়ে না ধরে দ্বিতীয় পর্বে তাসের ডান দিক ঘেঁসে ধরাই সুবিধাজনক। এইবার ধরা যাক দর্শক তাঁর নির্বাচিত একটি বা কয়েকটি তাস প্রদর্শকের বাঁ হাতে রাখা তাসের থকের ওপর রেখে দিয়েছেন। কাজেই প্রদর্শক এবার তার ডান হাতে ওঠানো তাসগুলি বাঁ হাতের তাসে রেখে সমস্ত একত্র করবে। অবশ্য দু ভাগ তাস একত্র করা ভাণ মাত্র। যদিও দর্শকের চোখে সেই রকমই হয়েছে দেখাবে। বাঁ হাত তো সমান্তরাল রয়েছে। ডান হাতের তাসগুলি লম্ব রেখায় আড়াআড়ি ভাবে বাঁ হাতের তাসের সঙ্গে বুড়ো আঙ্গুল ঘেঁসে মিলিয়ে ধর। এখন দর্শকদের দিকে বাঁ পাশ রেখে দাঁড়ান হয়েছে। তাই ডান হাতের তাসগুলি বাঁ হাতের তাসগুলিকে আড়াল করে ফেলেছে। এই সুযোগে বাঁ হাতের তাসগুলি আঙুলবন্দী করে সরিয়ে ফেল (চিত্র ২৮)। অর্থাৎ বাঁ হাতের তাসগুলির নীচে তর্জনী ও কনিষ্ঠা লাগিয়ে আর ওপরে মধ্যমা ও অনামিকার চাপে ধরে রেখে তাসগুলিকে কব্জার মত আঙুল প্রসারিত করে ওপরের ভাগের বাইরে বার করে দাও (চিত্র ২৯)। নীচের তাসগুলি নিষ্ক্রান্ত হলেই ওপরের তাসগুলি বাঁ হাতের চেটোয় ছেড়ে দিতে হয় ও ডান হাতের আড়াল থাকতে থাকতেই বাঁ হাতের আঙ্গুলবন্দী তাসগুলি চেটোয় পড়া তাসগুলির ওপর ফেলে দিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুলবন্দীর আঙ্গুলগুলো খুলে নিতে হয়। এই কাজটি সম্পন্ন হলে দু ভাগে ভাগ করা তাসের তলার ভাগটি ওপরের ভাগের ওপরে এসে পড়বে।



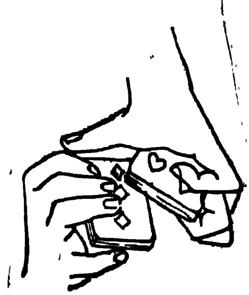
চিত্র ২৮



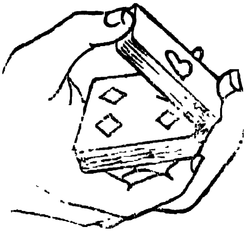
চিত্র ২৯

দ্বিতীয় বিবর্তন : আগের বারের মত বাঁ হাতে সমস্ত তাস নাও। ডান হাতে তাসের আধাআধি ভাগ ওঠাবার সময় তাসগুলির একেবারে বাঁ দিক ঘেঁসে মধ্যমা ও অনামিকা বাইরের দিকে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী ভিতরের

দিকে আঙ্গুলের দ্বিতীয় পর্বের কাছাকাছি ধরতে হয়, ডগা দিয়ে ধরা হয় না। বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জনী এক্ষেত্রে নীচের ভাগ ওঠাবার কাজেই ব্যবহার করা সমীচীন। প্রথম বিবর্তনের মত দু ভাগ তাস মিলিয়ে দাও তবে এবার নীচের ভাগের অর্থাৎ বাঁ হাতের তাসগুলির ডান দিকেই ডান হাতের তাসের ডান প্রান্ত মিলাতে হয়। অতএব প্রদর্শক তার শরীরের দক্ষিণ পাশটি দর্শকদের দিকে রেখে দাঁড়ায়। আগের বারের মত এবারও দু ভাগ তাস একত্র করা ভাণ মাত্র। দু ভাগের তাসের দক্ষিণ প্রান্ত এক হওয়া মাত্রই বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর সাহায্যে তাসগুলি ধরে ঐ হাতের তাসগুলি খাড়া ভাবে দাঁড় করে ফেলা হয়েছে (চিত্র ৩০) আর ঐ হাতেরই বাকী তিনটি আঙ্গুল প্রসারিত রয়েছে যেখানে ডান হাতের তাস তির্যক ভাবে রাখা হচ্ছে। বাঁ হাতের তাস দাঁড় করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জনী দিয়ে তলার ভাগের তাসের ওপরমুখি কোণ দুটি ধরে ফেলা হয় ও বাঁ হাতের তর্জনী সরিয়ে ফেলা হয়। এর পর বাঁ হাতের মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা মুদ্রিত করিলেই ডান হাতের তাসের ভাগটি বাঁ হাতের চেটোয় শুয়ে পড়বে। এখন বাকী থাকে শুধু ডান হাতে ধরা তলার ভাগের তাসগুলি বাঁ হাতে ন্যস্ত তাসগুলির ওপর সমর্পণ করা। এবারও নীচের ভাগ ওপরে চড়ে বসল তবে এবারের ক্রিয়াটি করতে হয় দর্শকদের দিকে ডান পাশ রেখে দাঁড়িয়ে আর আগের বারেরটা বাঁ পাশ ঘুরে দাঁড়িয়ে। মঞ্চে খেলা দেখাবার সময় প্রেক্ষাগারের দর্শকদের তাস মনোনয়ন করতে কখনও বা সারের বাঁ দিকের দর্শকদের কাছে যেতে হয় আবার কখনও বা ডান দিকের দর্শকদের কাছে যেতে হয় ও মনোনীত তাস জোড়ায় ফেরৎ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তনের প্রয়োগে তাসটিকে জোড়ার ওপরে আনতে হয়। তাই ডান দিকে গেলেই প্রদর্শকের ডান দিক তাঁদের দিকে আপনা থেকেই এসে পড়ে আর অন্য দিকে গেলে স্বতঃই বাঁ দিকটা দর্শকদের দিকে রেখে দাঁড়াতে হয়। কাজেকাজেই বিবর্তন ব্যবহারে ডাইনে বাঁয়ে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে সব্যসাচী হয়ে ওঠাই যাদুকরের সুখ্যাতি অর্জনের শ্রেষ্ঠ সোপান।

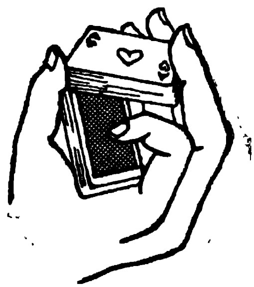

চিত্র

তৃতীয় বিবর্তন : প্রথম আবর্তনের মত যে কোনও হাতে তাসজোড়াটি নাও। তাসের দৈর্ঘ্যের তলায় শুধু অনামিকা ও মধ্যমা থাকবে আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ওপরের দিকে মাঝ বরাবর রাখতে হবে। এবার বুড়ো আঙ্গুলের চাপ তাসের পিঠে কিছুটা কমাবার উদ্দেশ্যে আঙ্গুলটি ভেঙে দিয়ে হাতটি চিৎ করলেই এক



চিত্র ৩১

গোছা তাস করতলে শুয়ে পড়বে (চিত্র ৩১)। ব্যাপারটা দেখতে অনেকটা এমনই যে মনে হয় যেন একটা বই মাঝামাঝি খুলে ফেলা হয়েছে। এবার তর্জনী এই শুয়ে পড়া তাসগুলির পিঠের ডান কিনারার মাঝামাঝি ঘেঁসে লাগিয়ে ওপরের দিকে ঠেলা মারলেই ঐ তাসগুলি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের কোণে আটকে তাসের ডান দিকটি সামনে দণ্ডায়মান তাসের থাড়াই ছাড়িয়ে বুড়ো আঙ্গুল পর্যন্ত তুলে ধরবে। তখন দু ভাগ তাস দেখতে কতকটা ইংরাজী 'ভি' অক্ষরের মত হয়ে দাঁড়ায় (চিত্র ৩২)। এ পর্যন্ত সমাধা হলেই সামনের ভাগের তাস পিছনের তাসগুলিতে ঠেস দিয়ে রাখা হবে ও বুড়ো আঙ্গুলের চাপে চেপে রেখে, তর্জনী নিষ্ক্রান্ত

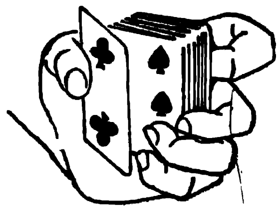


চিত্র ৩২

করে মধ্যমার বাঁয়ে, সামনের তাসের ওপর প্রস্থ বরাবর ন্যস্ত করতে হবে। মধ্যমা এবং অনামিকা ঈষৎ বহির্মুখি প্রসারিত করলেই ওপরের তাসের ভাগটি করতলে শয়ন লাভ করবে। সুতরাং তাসজোড়াটি হাতের আঙ্গুলে গুটিয়ে ধরলেই নীচের ভাগ ওপরে এসে পড়বে। তবে তাসজোড়া এলোমেলো অগোছাল হয়ে যায়। তাই তাসের দুই প্রস্থের প্রান্তে তর্জনী ও কনিষ্ঠার চাপ দিতে হয় যাতে জোড়া সম্পূর্ণ সুবিন্যস্ত হয়ে থাকে। এটিকে একহাতা বিবর্তন বলে। দু ভাগ তাসের মধ্যে মনোনীত তাস নিয়ে, আধ পাক ঘুরে দাঁড়াবার ইচ্ছাকৃত সুযোগে, এটি প্রয়োগ করলে মাঝের তাস ওপরে আসার দরুণ অনেক কাজে লাগান যায়।

চতুর্থ বিবর্তন : তৃতীয় বিবর্তনের মত যে কোনও হাতে তাসজোড়াটি

ধর। তাসের দৈর্ঘ্যের এক পাশে বুড়ো আঙুল আর অন্য পাশে মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা থাকবে এবং তর্জনী প্রস্থের এক দিকে রাখতে হবে যেন সমস্ত তাসগুলি আঁকড়ে ধরা হয়েছে। এখন হাত একটু আল্গা করে মধ্যমা ও তর্জনী বুড়ো আঙুলের দিকে ঠেলে দিলেই তাসজোড়া তেরছা হয়ে পড়ে। বুড়ো আঙুলের গোড়া পর্যন্ত ওপরের তাসের মাঝখানে ঠেকিয়ে রেখে ঐ আঙুল দিয়েই ওপরের তাসটি টানলে সেটি বুড়ো আঙুলের দিকে খানিকটা বেরিয়ে আসবে (চিত্র ৩৩)। এবার তর্জনীটি তাসগুলোর তলায় লাগিয়ে মধ্যমা ইত্যাদি ওপরে থাকায় তাসগুলিকে ঐ আঙুলগুলির সাহায্যে ধরে রাখা যায় ও ঐ চারটে আঙুল কব্জার মত বাইরের দিকে প্রসারিত করলে তাসজোড়াটির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলে আবদ্ধ ওপরের তাসটি ঐ খানেই পরিত্যাগ করে বাইরে আনা যায়। সমস্ত তাস সরে যাওয়া মাত্র বুড়ো আঙুলে ধরা তাসটি করতলে শয়ন লাভ করে। এর পর তাসজোড়াধৃত অঙ্গুলিগুলি সঙ্কুচিত করে সমস্ত তাস ঐ একক তাসটির ওপর এনে রাখলেই বিবর্তনটি সমাধা হয়ে যায়।



চিত্র ৩৩

গোড়ার দিকে একটি মাত্র তাস এ ভাবে স্থানান্তরের চেষ্টায় কৃতকার্য হলে কয়েকটি তাস এক সঙ্গে চালান করাও সহজ হয়ে উঠবে। বলা বাহুল্য যে, হস্তলাঘব প্রয়োগের অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তেই অঙ্গুলিগুলি ভেঙ্গে বা মুড়ে নিতে হয় কিন্তু শুরুতে কোনও রকম অস্বাভাবিকতা কারও দৃষ্টিতে না পড়ে সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে সাবধান থাকতে হয়।

(গ) করায়ত্ত।

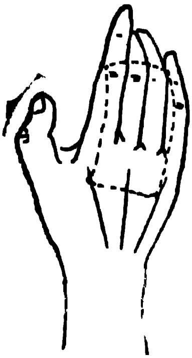
বিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলি অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ত করার ফলে অঙ্গুলির জড়তা কেটে যায়, তাতেই সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন অনায়াস হয়ে ওঠে। এ গুলিতে কিঞ্চিৎ অধিক দক্ষতা লাভের পর যাদুবিদ্যার মেরুদণ্ড, করায়ত্ত, শিখতে উদ্যোগী হওয়া চলে। করতলে সংলগ্ন করে কোনও বস্তু লোকচক্ষুর অগোচরে রক্ষা করাই শুধু করায়ত্ত নয়; সেই বস্তুটির ঐ স্থানে অবস্থান যেন

কোনও ভাবেই কারও মনে না হয়, এমন কি অনুমানেও না ধরা পড়ে, তবেই তাকে করায়ত্ত বলা যায়। এটি আয়ত্ত করতে বেশী বেগ পেতে হয় না। তবে চরম উৎকর্ষ লাভ করতে কিছু সময় নেয়। এর কারণ হচ্ছে, নবীন উৎসাহী করতল ঈষৎ গুটিয়ে কোনও বস্তু ধরে রাখতে বিশেষ বেগ পায় না; কিন্তু যে দক্ষতায় ঐ বস্তুটি হাতে আছে অনুভব হতে থাকে, সেই অনুভূতির বিকাশ চোখ-মুখের অভিনিবেশে এবং হাতের পেশীর কঠিনতায় প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেটি সংবরণ করার শিক্ষাই করায়ত্ত আয়ত্তের মুখ্য বিষয়। কথাটি একটু খুলে বললে এই দাঁড়ায় যে যখনই কোনও হাতে কিছু গোপন রাখার উদ্দেশ্যে ধরে রাখা হয় বা অন্যের অজান্তে কোনও গোপন কাজ করা হয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মন কর্মক্ষেত্রে বর্তমান থাকে, ফলে মুখে চোখে বিষয়ান্তরে অভিনিবেশের ভাব ফুটে বেরয়। যাদুক্রীড়ার ক্ষেত্রে এই বিষয়ান্তরে আবিষ্ট মনোভাব দর্শকের মনে প্রদর্শকের নিভৃত কর্মময়তার বার্তা ব্যক্ত করে দেয়। মনের ভাব মুখের মুকুরে ফুটে ওঠার কেলেঙ্কারি ছাড়াও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাঠিন্য ও অনমনীয়তা ইত্যাদি কোথায় কর্ম সম্পাদিত হচ্ছে তাও যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সুতরাং নবীন উৎসাহী পেশীর শৈথিল্য ও মুখের নিরপেক্ষ স্ফূর্তি সর্বদা বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকলেই অভ্যাস বলে মনোভাব গোপনের দুরূহ গুণটিও আয়ত্ত করতে পারবে, কারণ দক্ষ যাদুকরগণ সকলেই এ বিষয়ে বিশেষ পটু এবং যাদুর মতিভ্রম ঘটাবার এটি একটি বিশেষ অঙ্গ।


চিত্র ৩৪

তাস বা তাস সদৃশ বস্তু করায়ত্ত করতে হলে করতলে একটি তাস রেখে আঙুলগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট করে একটু মুড়ে রাখতে হয় (চিত্র ৩৪)। এই ভাবে করতলে তাস সংলগ্ন রাখলে এবং হাতের যে দিকে তাসটি রাখা হয়েছে সে দিক যদি দর্শকদের দৃষ্টির বিপরীত দিকে বরাবর থাকে তা হলে তাসটি যে ওখানে আছে কেউ জানতে পারে না। তবে আঙুলের বক্রতা সন্দেহ জাগাতে পারে। তাই এই ক্রটিও দূর করতে হয়। অবশ্য করতলে তাস ধারণ করতে আঙুল না গুটিয়ে গত্যন্তর নেই। অগত্যা কনিষ্ঠা থেকে মধ্যমা পর্যন্ত আঙুল তিনটি আরও বেশী মুঠো করে, বৃদ্ধাঙ্গুলি উঁচিয়ে রেখে, তর্জনী সোজা প্রসারিত

করে কিছু নির্দেশ করলে, সে হাতের চেটোয় লুকান বস্তুর অস্তিত্ব আপাত-দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না যদি ঐ হাতের দৃষ্টিগোচর অংশের পেশীগুলির দৃঢ়তা না ফুটে ওঠে (চিত্র ৩৫)। কোটের ল্যাপেল ঐ হাতে ধরে রাখলে হাতটা অনেক স্বাভাবিক দেখায়। করায়ত্ত হাত অনেক সময় শরীরের পাশে ঝুলন্ত রাখতে হয়। তখন লোকে স্বভাবতই কেমন নিঃসাড়ে হাত আল্গা ছেড়ে রাখে লক্ষ্য করে করে অবিকল ঠিক সেই ভাবেই করায়ত্ত হাত শরীরের পাশে নিরলম্ব ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু করতলটির পিঠটা সর্বক্ষণ দর্শকদের দিকে ঘুরিয়ে রাখতে হয়। অভ্যাস ও পর্যবেক্ষণ এ বিষয়ে সবিশেষ সামর্থ্য আনবে।

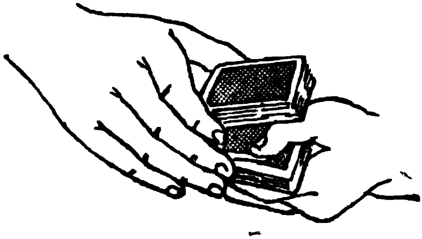


চিত্র ৩৫

প্রথম করায়ত্ত ঃ তাসজোড়ার তলার তাসটি করায়ত্ত করতে হলে বণ্টনে উদ্যত ভাবে তাসজোড়াটি বাঁ হাতে নাও। প্রথম আবর্তনের প্রয়োগে নীচের তাসটি ডান হাতের চেটোয় আসা মাত্র, করতল ঈষৎ গুটিয়ে তাসটি করায়ত্ত করে, বাঁ হাতের তাসের গোছা সরিয়ে ফেলতে হয়। ডান হাত সরানোই স্বাভাবিক। কিন্তু যাদুকরী রীতিতে বাঁ হাতই নাড়ানো হবে, কারণ জীবজন্তু তথা মানুষের দর্শনেন্দ্রিয় চলমান বস্তুমাত্রেই আকৃষ্ট হয়। তাই ডান হাত স্থির রেখে, বাঁ হাত সঞ্চালিত করাই শ্রেয়। করায়ত্ত করার সময় ডান হাত অন্যমনস্কভাবে তাসজোড়ায় ক্ষণকাল স্থাপন করা হয়। হঠাৎ আচমকা দ্রুত বেগে তাসে হাত ঠেকিয়ে তাসটি করতলে লুকিয়ে নেওয়া নেহাৎ মূঢ়তা, কারণ কাজের তাড়াহুড়া উপস্থিত সব কয় জোড়া চোখকেই অনুসন্ধিৎসু করে তোলে। দৃষ্টিপাতের এই স্বাভাবিক পরিচয়ের জোরেই বাঁ হাত গতিশীল করা হয় যাতে দর্শকের নজর চলমান হাতটিকেই অনুসরণ করতে বাধ্য হয় ও ডান হাতের করায়ত্ত বস্তুটি নিরাপদে রক্ষা করা যায়।

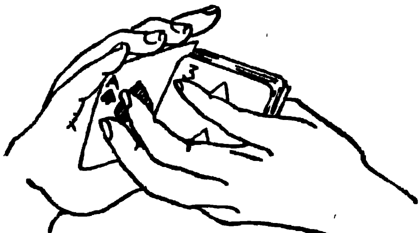
দ্বিতীয় করায়ত্ত ঃ তাসজোড়ার মাঝখানের তাসও করায়ত্ত করা যায়। দ্বিতীয় বিবর্তনের মত বাঁ হাতে তাস নাও। অর্ধেক তাস ডান হাতে তুলে ধর যাতে দর্শক তাঁর মনোনীত তাসটি বাঁ হাতের তাসের ভাগে রাখেন। আর তারপর দু ভাগ মিলিয়ে একত্র করে ফেল। ঐ বাঁ হাতের ভাগের ওপরের তাসটি, যেটি নির্বাচিত সেটি, অনেক সময় করায়ত্ত করার

প্রয়োজন হয়। সে ক্ষেত্রে এই অভিনব উপায় বিশেষ প্রয়োজনীয়। ডান হাতের তাসের ভাগ বাঁ হাতের ওপরে ঢাকা পড়া মাত্রই, বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠ ওপরের তাসটিকে বহির্মুখি ঠেলে বার করে দিলে, প্রসারিত ডান হাত তাসের ডান দিকের কিনারায় এসে



চিত্র ৩৬

পড়বে (চিত্র ৩৬)। বলা বাহুল্য, ডান দিকে বাড়ান তাসটি ডান হাতের আড়ালেই থাকায় দর্শক কোনও ব্যতিক্রম দেখতে পান না। প্রসারিত তাসটি ডান হাতে ঠেকে থাকবার সময় বাঁ হাতের অনামিকা ও কনিষ্ঠা দিয়ে তাসটিকে ডান হাতের করতলে চেপে রাখা হয়। এখন বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে তাসজোড়া ওপরের দিকে ওঠালেই তাসজোড়া যেমন



চিত্র ৩৭

পৃথক হয় তেমনই নির্দিষ্ট তাসটি বিচ্ছিন্ন হয়ে ডান করতলে থেকে যায় (চিত্র ৩৭)। অতঃপর ডান হাতের আঙুলগুলি গুটিয়ে তাসটিকে করতলে সংলগ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁ হাতটি সরিয়ে নেওয়া হয়। এতে দু ভাগ তাসের মাঝখানে রাখা মনোনীত তাসটি দু ভাগ একত্র করার সময়ই সরাসরি ডান হাতে করায়ত্ত হয়ে যায় ও বাঁ হাতে তাসজোড়া থাকায় দর্শকদের কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

অনেকে এভাবে মাঝের তাস করায়ত্ত না করে দ্বিতীয় আবর্তনে নির্বাচিত তাসটি তলায় চালান দেবার প্রাক্কালে মাঝের তাসটিকে করতলধৃত করে নেয়। আবার অনেকে তাস ফেরৎ পাওয়া মাত্র করায়ত্ত না করে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এ সময় আপাতদৃষ্টিতে দু ভাগ তাস একত্র দেখালেও বাঁ হাতের অনামিকা বা কনিষ্ঠা দু অংশের মধ্যে ঢুকিয়ে বিভাগ

বজায় রাখা হয়। এ ভাবে দু ভাগের মধ্যে নিশানা রাখতে আঙুল ঢোকানোকে 'দেগে' রাখা বলা হয়।

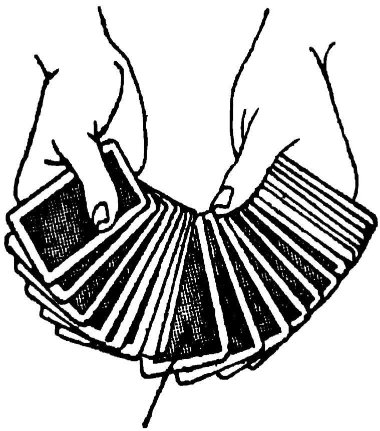
তৃতীয় করায়ত্ত ঃ আগের মত বাঁ হাতে তাস নিয়ে ডান হাতে খানিকটা তাস, নির্বাচিত তাস দু ভাগের মাঝখানে গ্রহণের উদ্দেশ্যে, উঠিয়ে ফেলা হয়। তবে ডান হাতে তাস ধরতে শুধু মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠাই ব্যবহৃত হয়। দু ভাগ তাস মেশাবার সময় ডান হাতের তাসের আড়াল পাওয়া মাত্রই বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ওপরের তাসটি বাঁ দিকে টেনে আনা হয় ও যখন দু ভাগ একত্র করা হচ্ছে তখন বাম অঙ্গুষ্ঠটি অন্তর্মুখি বাড়ান তাসটির তলায় স্থাপন করা হয়। এই মুহূর্তে সমস্ত তাসজোড়া ডান হাতের আড়ালে অবস্থিত থাকে। সুতরাং বাঁ হাতের তর্জনী সমস্ত তাসের নীচে রেখে, কনিষ্ঠা থেকে মধ্যমা পর্যন্ত অঙ্গুলি দিয়ে, তাসজোড়া লম্বরেখার সমান্তরাল করে ধরা হয়। এবার বাম অঙ্গুষ্ঠের চাপে তাসটি ডান করতলে রেখে, বাঁ হাতের অন্য অঙ্গুলিগুলি বেঁকিয়ে, তাসজোড়াটি তাসটি থেকে আলাদা করার পর, ডান হাতের তাসটি ডান হাতেই করায়ত্ত করে নেওয়া হয়। এবারও জোড়াশুদ্ধ তাসগুলি বাঁ হাতে থাকায় ঐ হাতটিই যাদুকরী বিধানে তফাতে সরাতে হবে।

(ঘ) নিয়ন্ত্রণ

যাদুকরী উপায়ের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ এক অতি অদ্ভুত কাজ। কার্যত নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে অপরের স্বাধীন নির্বাচন নিজের অভিপ্রেত নির্দিষ্ট বস্তুতে নিয়ে আসা। অর্থাৎ অন্যের ইচ্ছা তার অজ্ঞাতসারে আর একজনের ইচ্ছামত পরিচালন করা। যাদুর ব্যাপারে এই ক্রিয়া সম্পাদনের সময় যে মনোনয়ন করছে সে কখনও বুঝতে পারে না যে, তার ইচ্ছা অন্য কারও অভিপ্রায়ের অনুযায়ী হচ্ছে। নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক ও প্রকৃতিগত প্রেরণাগুলিই কাজে লাগান হয়। তাই এটি যাদুবিদ্যার প্রাণস্বরূপ। এই উপায়টি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বার বার প্রয়োগ করতে করতেই দক্ষতা আসে। যে কোনও বিদ্যা অর্জন করতে আকাঙ্খা ও উৎসাহ অপরিসীম না থাকলে সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত। হার না মানার মনোবল অব্যাহত থাকলে জীবন ও কর্ম সফল হয়।

প্রথম নিয়ন্ত্রণ ঃ তাসজোড়া একটি একটি করে ছড়িয়ে জাপানী পাখার মত মেলে ধরা হয় কাউকে ঐ তাসগুলির মধ্যে একটি তাস

বেছে তুলে নেওয়ার জন্য,—যাদুক্রীড়ায় দর্শককে এ ভাবেই তাস ছড়িয়ে তাস নিতে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ বাঁ হাতে তাসজোড়া রেখে ডান হাতে তাসের ওপরের তাস একটির পর একটি সরাতে থাকলে ছড়ান তাসগুলি পাখার মত অর্ধ বৃত্তাকার হয়ে পড়ে। এখন এই তাসের বৃত্তাংশে কোথাও যদি কোনও একটি তাস বেশী বেরিয়ে পড়ে ও বৃত্তাংশে চোখে পড়ার মত ছেদ সৃষ্টি করে (চিত্র ৩৮), গ্রহণোদ্যত লোকের হাত সেই তাসটিতেই যাবে। এটা হাতে কলমে পরীক্ষা করতে একজোড়া তাস বেশ সাবধানতা সহকারে অর্ধবৃত্তাকার ছড়িয়ে, টেবিলে রেখে বা হাতে ধরে, যদি ঐ বৃত্তাংশের দু চারটি জায়গার সারবন্দীতে ফাঁক করে রাখা হয় ও পর পর কয়েকজনকে সেই ছড়ান তাসগুলি থেকে প্রত্যেককে এক একটি তাস মনোনীত করতে দেওয়া হয়, তা হলেই ফলাফলে আশ্চর্য হতে হবে যে শতকরা পঁচানব্বই জন দর্শক ঐ ফাঁকের, ডাইনের অথবা বাঁয়ের, তাসটিই অম্লানবদনে তুলে নিচ্ছেন। মানব মনের এই গোপন আগ্রহের সন্ধান পেয়েই যাদুকরী উপায়ও, কাউকে কোনও জিনিস মনোনীত করবার স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রদর্শকের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পরিচালিত করতে, তার অব্যক্ত অনুরোধ এই মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের ওপরই নির্ভরশীল।



চিত্র ৩৮

অতএব কোন একটি বিশেষ তাস তাসজোড়া থেকে একজনকে গছিয়ে দেবার সময় তাসজোড়াটি দ্রুত পাখার মত মেলে যেতে হয় আর দর্শকের হাত যখন তাস নিতে উদ্যত ও অগ্রসর তখন পূর্ব নির্ধারিত তাসটির অবস্থান ক্ষেত্র পূর্বোক্ত ভাবে ফাঁক করে দেওয়া হয় যাতে উক্ত তাসটি ফাঁক হওয়া জায়গার বাঁ পাশেই থাকে (চিত্র ৩৮ দ্রষ্টব্য)। ঐ বাঁ দিকের তাসটিই সারের অন্যান্য তাসগুলির অপেক্ষা অধিকতর প্রকাশমান থাকায় গ্রহিতার

দৃষ্টি ওটাতেই আকৃষ্ট হয়। এ অবস্থায় ঐ তাসটিই দর্শক অবশ্যই বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করবেন ও তাঁকে যে উক্ত তাসটি নিতে বাধ্য করা হয়েছে তা কখনও অনুভব করবেন না। প্রদর্শকের নির্ধারিত তাসটি জোড়ার মাঝখানেই রাখা সুবিধাজনক ও অনামিকা বা কনিষ্ঠা ঐ তাসটির পিঠে দেগে রাখলেই নিয়ন্ত্রণের জন্য তাস মেলে যেতে যেতে, দর্শকের গ্রহণেচ্ছু হাত এগুতে দেখে, দেগে রাখা অংশ আঙুল ছড়ালেই আপনা থেকেই সেই জায়গায় ফাঁক হয় ও নির্ধারিত তাসটি দর্শকের চোখে পড়ে যায়। দু ভাগ ফাঁক হয়ে গেলেও তাস মেলে যাওয়া ক্ষান্ত করতে নেই, কারণ তাতে দর্শকের চোখে মেলার দরুণ গতিশীল তাসের যে বিরতি হয় তাতে তাঁর মতি পরিবর্তন হতে পারে। বেশ কয়েকবার পরীক্ষা নিরীক্ষা ও প্রয়োগ করার প্রয়াসেই এই নিয়ন্ত্রণটি আয়ত্তে আসে। এই নিয়ন্ত্রণটি প্রয়োগ করার সময় একটি বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকতে হয় যে যে-গতিতে তাস মেলে যাওয়া হচ্ছে সেই গতিবেগ অব্যাহত রেখেই তাস নেওয়ার জন্য দু ভাগ ফাঁক করে দেওয়ার পরেও তাসগুলি মেলে যেতে হয় ও দর্শকের গ্রহণোদ্যত হাতটির দিকেই ভাঙ্গা জায়গাটি ঘুরিয়ে ধরতে হয়। এই তাস মেলার গতিবেগ বজায় রাখার দরুণই নির্বাচকের মনে সুদৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় যে তাঁর মনোনয়নে কোনও বাধ্যবাধকতার চাপ পড়ে নি। এই অপূর্ব যাদুকরী প্রক্রিয়াটি যাদুর উপায় ও প্রয়োগ-বিধানের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এটি শিখতে বহুবার আশাভঙ্গ হলেও কিন্তু সকলেই যে শেষ পর্যন্ত আয়ত্ত করে ফেলে তা যাদুকর গোষ্ঠীতে এত জন কুশলী ও কৃতী শিল্পী আছে বলেই প্রমাণ হয়ে যায়। অসম্ভবকে যারা সম্ভব করে দেখাতে উদ্যোগী তাদের অসাধ্য সাধনে হাত-মন-বুদ্ধি পাকাতে অধ্যবসায় ও উৎসাহ থাকবেই।

দ্বিতীয় নিয়ন্ত্রণ ঃ প্রথম নিয়ন্ত্রণে সারিভঙ্গের দরুণ গ্রহিতার মনোযোগ দু ভাগের ছেদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াতে তারই আশপাশের তাস মন্ত্রচালিতবৎ নিতে বাধ্য হন। এবারের নিয়ন্ত্রণে তাস মেলার গতিবেগে অতর্কিত ছেদ বা ছন্দপতন ঘটিয়ে পূর্ববৎ দর্শকের দৃষ্টি সেই ক্ষণিক নিশ্চলতায় আকৃষ্ট করে তৎসংলগ্ন তাসটি নিতে বাধ্য করা হয়। মনস্তত্ত্বের বিচারে গতিশীল জিনিষই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর সেই বেগ যদি হঠাৎ থেমে যায় তা হলে চোখ আরও বেশী সচকিত হয়ে ওঠে ও কার্যকারণ নির্ণয়ে মগজের দরবারে স্নায়বিক বার্তা প্রেরণ করে। যাদুবিদ্যায় এই তথ্যটির বহুল প্রয়োগ হয়। তার মধ্যে

এ বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের জন্য নিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করাই ভবিষ্যতের কৃতিত্বের প্রথম সোপানরূপে গণ্য হতে পারে। এবারের নিয়ন্ত্রণ আগের বারের মতই মাঝখানের একটি তাস দেগে রাখার পর তাসগুলি পাখার আকারে একটি একটি করে মন্দাক্রান্তা ছন্দে মেলে যেতে হয়, দর্শককে তাঁর ইচ্ছামত ঐ ছড়ান তাস থেকে একটি তুলে নেবার সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে। নির্বাচকের গ্রহণেচ্ছু হাত যখন অগ্রসর হচ্ছে তখন প্রদর্শকের হাত দর্শকের নাগালের বাইরে রাখা হয়। কিন্তু গ্রহণোদ্যত হাত প্রসারিত হলে, তাস ছড়াবার গতিবেগ হঠাৎ বাড়িয়ে, দেগে রাখা তাসটিতে পৌঁছে, অর্থাৎ তার আগের তাস পর্যন্ত খুলে ফেলে, আচমকা তাস মেলা বন্ধ করলেই, দর্শকের হাত দাগা তাসটিতে পড়বেই, পড়তে বাধ্য। আর দর্শকের হাত তাসটি স্পর্শ করা মাত্রই প্রদর্শক তাস খোলা আগের ছন্দে চালিয়ে গেলেই দর্শক যে তাসটিতে হস্তক্ষেপণ করেছেন সেটি বিনা দ্বিধায় তুলে নিতে অন্যথা করবেন না। এই নিয়ন্ত্রণটিও বেশ স্বচ্ছন্দে প্রয়োগ করা যায়। এটিকে গতিভঙ্গ নিয়ন্ত্রণ বলা চলে। আর আগেরটি সার ভাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ।

তৃতীয় নিয়ন্ত্রণ: এই নিয়ন্ত্রণটিই কাঁচা হাতের অনেকে ব্যবহার করে থাকে। গুণের বিচারে এটি একটু স্থূল মনে হয়। তৃতীয় নিয়ন্ত্রণে আবশ্যক তাসটি দর্শকের হাতে গছিয়ে দেওয়া হলেই গ্রহিতা সেটা টের পান না, তার কারণ আনন্দভোগের আসরে খুঁটিয়ে দেখে বিশ্লেষণ করার মনোভাব অনেকেই পোষণ করেন না। ঐ ঔদাসিন্যই এই নিয়ন্ত্রণের রক্ষা কবচ। সেই জন্যই যাদুকর সমাজে নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে এটি অচল। তবে জ্ঞানহীন যাদু-রসিকের দরবারে এটি চালাতে বাধা নেই।

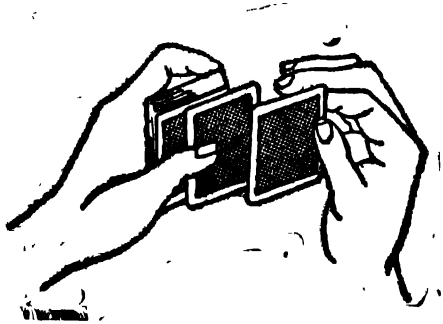
এবারের নিয়ন্ত্রণেও আগের বারের মত যে তাসটি দর্শককে নিতে বাধ্য করা হবে সেটি মাঝখানে দেগে রাখা হয়। তাসজোড়া থেকে একটি তাস বেছে নেবার অনুরোধ করে, নির্দিষ্ট দর্শকের সামনে তাসজোড়া পাখার মত মেলতে শুরু করা হয়। উদ্যত হাত গ্রহণেচ্ছু হয়ে এগিয়ে আসছে দেখেই দাগা তাসটা পর্যন্ত মেলে ফেলা হয় ও বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠের ঠেলায় তাসটি সামনের, অর্থাৎ দর্শকের, দিকে সামান্য বাড়িয়ে দেওয়া হয় অথচ তাস ছড়ানো বন্ধ থাকে না। এই সময় প্রদর্শক তার দু হাতে ধরা তাস দর্শকের দিকে এগিয়ে ধরে যাতে বাড়ান তাসটিতেই দর্শকের গ্রহণেচ্ছু আঙুল এসে পড়ে সে দিকে লক্ষ্য রাখে। তাসজোড়ার তাস ছড়াতে ছড়াতে, নির্ধারিত তাসটি ডান

হাতের ভাগে যাওয়া মাত্র সেটি বহির্মুখি ঈষৎ ঠেলা দেওয়া এবং বাঁ হাতের তাসগুলি যথারীতি মেলে যাওয়া ও বাড়ান তাসটি দর্শকের উদ্যত আঙুলে পৌছে দেওয়ার কাজগুলি চরম সাবধানতায় ও পরম উদাসীনতায় সংঘটিত হলে, দর্শক ঐ ঠেলে বেরনো তাসটি ভব্যতার খাতিরে তুলে নেন। রসগ্রহণের ঔৎসুক্যে, ঘটনায় লক্ষ্য না রাখার সুযোগ গ্রহণ করায় এই নিয়ন্ত্রণটির প্রয়োগ সম্ভব। সন্দিগ্ধপরায়ণ দর্শকের কাছে এ নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ হয় অথচ আগের দুটি সকলকেই অভিভূত করে। এই সব বিচার বিবেচনা করেই এই স্থূল নিয়ন্ত্রণটি সব শেষে বর্ণনা করা হয়েছে যাতে আগের দুটি শেখার পর এটিও বিদ্যার ঝুলিতে ভরে নেওয়া হয়।

নিয়ন্ত্রণ নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করতে পূর্ব বর্ণিত প্রথম ও দ্বিতীয় উপায়টি এক সঙ্গে মিশিয়ে, অর্থাৎ পারম্পর্য-ভঙ্গ ও গতি-ভঙ্গ একত্র করে, ব্যবহার করলে আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। তখন সে নিয়ন্ত্রণ হয়ে ওঠে মোক্ষম ও অব্যর্থ।

(ঙ) প্রবর্তন

অতঃপর প্রবর্তন অবশ্য শিক্ষণীয় প্রক্রিয়া। প্রবর্তনে একটির সঙ্গে অন্য আরেকটি তাস দর্শকদের অজ্ঞাতসারে বদল করে ফেলা বা পরিবর্তন করা। যাদু-ক্রীড়ায় হামেশাই একটি চিহ্নিত বস্তুর সঙ্গে অনুরূপ আর একটি বস্তু পাল্টিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই বিশেষ প্রয়োজনের সুব্যবস্থার জন্য এই হস্তলাঘবগুলি অপরিহার্য।



চিত্র ৩৯

প্রথম প্রবর্তন ঃ ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে তাসের দৈর্ঘ্যের দিক ধরে তুলে নাও। বাঁ হাতের তাস-জোড়া এমন ভাবে কাৎ করে ধরতে হবে যাতে দর্শকরা তাসজোড়ার ওপরের তাসটি দেখতে না পান। এই জন্য বাঁ পাশটি দর্শকদের দিকে রেখে দাঁড়ানোই সুবিধাজনক।

বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠের ঠেলায় ওপরের তাসটি ডান দিকে, অর্থাৎ ঐ আঙুলের উল্টো দিকে, খানিকটা বাড়িয়ে রাখ। এর পর ডান হাতের তাসটি তাসজোড়ার ওপর রেখে বাড়ানো তাসটি ঐ হাতেই তুলে নিয়ে বাঁ হাত সরিয়ে ফেললে আগের তাসটির বদলে জোড়ার ওপরের তাসটি পাওয়া যায় (চিত্র ৩৯)। এর দ্বারা একটি তাস অন্য তাসের সঙ্গে বদল হয়ে যায় ও একেই প্রবর্তন বলে। এই প্রবর্তনের সময় তাসের পিছন দিকটাই দর্শকদের দেখান হয়। যদিও ডান হাতে ধরা তাসটি বাঁ হাতে ধরা তাসজোড়ার সঙ্গে বারেক মিলিত হয় তবুও ঐ সুযোগেই তাস পাল্টাপাল্টি হয়ে গেছে এই ধারণা দর্শকরা করতে পারেন না, এই কারণে যে, তাসটি জোড়ার ওপর রাখবার আগেই ঐ কাজের অনুকূলে যুক্তি দেওয়া হয় যে হাতের তাসটি জোড়া থেকেই নির্বাচিত হয়েছে ও যে কোনও একটা তাস লোকে নিতে পারে। আর এই বক্তব্য অনুসারে ডান হাতের তাসটি বাঁ হাতে ধরা তাসজোড়ায় বারেক রাখতে দেখে লোকের বিচারবাগীশ বুদ্ধি মেনে নেয় যে কথা ও কাজ সঙ্গত কারণেই হয়েছে এবং যাদুকরী প্রক্রিয়াটি সংগোপনে অথচ চোখের ওপরই সমাধা হয়ে যায়। এটাই যাদুর একটি বিভ্রান্তিকর রীতি।

দ্বিতীয় প্রবর্তন ঃ তাসজোড়া বাঁ হাতে রাখ। যে তাসটি ডান হাতে নেওয়া হবে সেটির সঙ্গে জোড়ার ওপরের তাসটি বদল করা হবে। ডান হাতের তাসটি দু আঙুলে মাত্র ধরতে হবে। তাসের পিছন দিকটা দর্শকদের দিকে রেখে ওপরে অঙ্গুষ্ঠ আর তলায় অনামিকা দিয়ে তাসটির দৈর্ঘ্যের ডান দিক চেপে ধরতে হয়। তাসটি নিয়ে ডান হাত যখন বাঁ হাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠ তাসের পিঠে রগড়ে ওপরের তাসটি



চিত্র ৪০

বুড়ো আঙুলের দিকে খানিকটা টেনে নিতে হয়। বুড়ো আঙুল এবার গুটিয়ে গোড়া দিয়ে টানা তাসটির বাঁ দিকে যদি চাপ দেয় তা হলে

তাসটি বই খোলার মত ডান পাশটায় উঁচু হয়ে ওঠে (চিত্র ৪০)। ডান হাতের তাসটি জোড়ার সঙ্গে বারেক ঠেকাবার সময় ঐ তাসটি জোড়ার বই খোলা ভাগে রেখে দাও। সঙ্গে সঙ্গে উঁচু হয়ে ওঠা তাসটিকে ডান হাতে নিয়ে বাঁ হাতটা সরিয়ে ফেলতে হয়। ডান হাতের মধ্যমা ও তর্জনীতে তাস ধরার কারণ হচ্ছে ঐ তাসটি জোড়ায় রাখা ও সেখান থেকে উঁচু করে ওঠান তাসটি নেওয়া যাতে একই কাজের অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে। তাসটি ছাড়তে মধ্যমা সরালেই হয়। আর অন্য তাসটা ধরতে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ ব্যবহার করলেই হল। তাস ছাড়া ও ধরা ছাড়াও ডান হাত বাঁ হাতের দিকে নিয়ে যেতে যে গতিতে হাত চলে তাও অব্যাহত রাখতে হয়। একটা অবিরাম গতিতে এই কাজ করতে হলে বাঁ হাত কোলের কাছে রাখতে হয়। ডান হাত বাড়ান থাকলে, কোলের দিকে আনতে, বাঁ হাতের কাছে আসা মাত্র, ডান হাতের তাস তাসজোড়ায় ছেড়ে ওপরের তাসটি ডান হাতে ধরা মাত্র, বাঁ হাত তাসজোড়া সমেত বাড়িয়ে দিতে হয়। তা হলেই গতিবেগ না থামিয়েও কাজটি হাসিল হয়। এই প্রবর্তনটি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুণ যাদুকরী উপায়ের মধ্যে বেশ অভিনব ও অনায়াসসাধ্য।

তৃতীয় প্রবর্তন : প্রথম আবর্তনের মত ডান হাতে একটি তাস নিয়ে আর দ্বিতীয় আবর্তনের মত বাঁ হাতের তাসজোড়ার তলায় ডান হাতের তাসটি রেখে জোড়ার ওপরের তাসটি ডান হাতে নেওয়া মাত্র বাঁ হাত সরালেও এক রকম প্রবর্তন হয়ে যায়। এটির প্রয়োগ নৈপুণ্যে যথেষ্ট অভিনয় ও নাটকীয় হাবভাবের যোগান দিতে না পারলে সাফল্য সুদূরপরাহত। যাদুক্রীড়ার কোনও প্রয়োগ বিধানই নিদারুণ ব্যস্ততায় ও ক্ষীপ্রতায় সম্পন্ন করা সমর্থন করে না। তবুও কদাচ কখনও নিয়মের ব্যতিক্রমরূপে ব্যবহার করতে তারাই পারে যারা নিয়মটা আয়ত্ত করে সার্থক হয়েছে।

(চ) বিভাজন

যাদুক্রীড়া দেখাতে অনেক সময় তাসজোড়া এমন ভাবে ভাঁজানো প্রয়োজন হয় যাতে তাসজোড়ার ওপরের বা নীচের একটি বা কয়েকটি তাস যথাস্থানে অবিচলিত থেকে যায়। এই কাজটি যে উপায়ে সম্ভব হয় তাকেই বিভাজন বলা হয়। এই বিভাজনে দর্শকের আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে তাসজোড়া যথারীতি ভাঁজিয়ে দেওয়াতে সমস্ত তাস ওলটপালট হয়ে গেছে, বস্তুতঃ প্রদর্শক

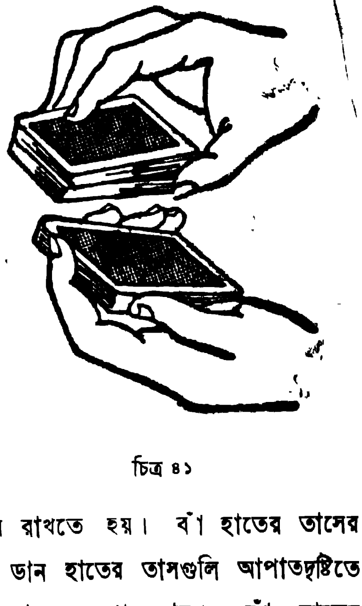
আবশ্যকীয় তাসটি বা তাসগুলি অবিকৃত পরম্পরা জোড়ার ওপরে বা নীচে ঠিকঠাক রেখে দেয়।

তাস খেলায় তাসগুলি উল্টেপাল্টে মেশাবার দরকার হয় যাতে খেলোয়াড়দের ভাগে তাস যখন বেঁটে দেওয়া হয় তখন কার ভাগে কোন কোন তাস পড়ল কেউ যেন টের না পায়। এই উদ্দেশ্যে তাসজোড়া এক হাতে নিয়ে অন্য হাতে তাসের তলা বা মাঝখান থেকে এক গোছা তাস নিয়ে অন্য ভাগের ওপর বার বার কয়েকটি করে রাখা হয়। এই ভাবে তাস মিশিয়ে ফেলাকেই তাস ভাঁজানো বলা হয়। তাস ভাঁজাবার অনেক ব্যবস্থা আছে। ওপরে যেটি বলা হয়েছে তাকে ভারতীয় পদ্ধতি বলা হয়। তাসের খেলা 'ব্রীজ' যারা খেলে তারা যে নিয়মে তাস ভাঁজায় তাকে ব্রীজ শাফ্‌ল্‌ বা রিফ্‌ল্‌ শাফ্‌ল্‌ বলে। যাদুর বিভাজন এই সাধারিণ তাস ভাঁজাবার সাদৃশ্য বজায় রেখেই করা হয়।

প্রথম বিভাজন ঃ তাস জোড়ার নীচের কয়েকটি তাস ভাঁজাতে গিয়ে অন্যান্য তাসগুলির সঙ্গে যাতে না মিশে যায় তার জন্য যে কয়েকটি তাস পৃথক রাখা দরকার সেগুলির ওপর কনিষ্ঠা ঢুকিয়ে দেগে রাখতে হয়। তারপর দাগা তাসগুলি বাদ দিয়ে ওপরের তাসগুলি দ্রুত এবং বারংবার ভাঁজাতে থাকলে একেবারে তলার তাসগুলি যে মেশান হচ্ছে না সেটা চোখে পড়বার কথা নয়। এ কাজে সন্দেহের অবসর না দিতে প্রদর্শক কাজটি অবহেলা ভরে অবলীলাক্রমে করে চলে যাতে তার মনোভাব কাজের মধ্যে প্রকট না হয়ে ওঠে। কাজের ও চিন্তার মধ্যে মানুষের যে স্বভাবগত যোগাযোগ গড়ে ওঠে সেটাকে পৃথক ভাবে ব্যবহার করার অভ্যাস যাদুর এক অভিনব পদ্ধতি। একেবারে স্থির নিশ্চল একঠাঁই দাঁড়িয়ে এই বিভাজন করলে হয়ত কারও নজরে পড়তে পারে, সে জন্য হাত দুটি সর্বদা সঞ্চালিত করলে আর কোনও খুঁতই ধরা পড়ে না। শেষে দাগা তাস ওপরে ওঠালেই হল।

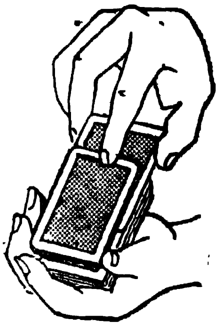
দ্বিতীয় বিভাজন ঃ ধরা যাক দর্শকদের কয়েকটি নির্বাচিত তাস পর পর তাসজোড়ার দু ভাগের তলার অংশের ওপরে ফেরত নেওয়ার পর প্রদর্শক সমস্ত তাস ভাঁজিয়ে দেয় আর ঐ ভাঁজাবার কায়দাতেই নির্বাচিত তাসগুলি ওপরে পৌঁছে যায়। এই বিভাজনে ওপরের কয়েকটি তাস ভাঁজাবার পরে ওপরেই থেকে যায়। কয়েকজনের তাস এক এক করে নিয়েও এই বিভাজনে সকলের তাস ওপরে ওঠান যায় যদি প্রথম দর্শকের পরবর্তী লোকের

তাস দু ভাগ করার সময় তাসজোড়ার মাঝখান থেকে কিছু তাস ওঠান হয় যাতে ওপরের তাসগুলি নীচের ভাগে পড়ে ও সেই দু ভাগ এক হলে তার ওপরের তাসটি প্রথম ক্ষেপ বিভাজনের ফলে জোড়ার ওপরে পৌঁছে থাকে। এটি প্রয়োগ করতে বাঁ হাতে তাসজোড়া অঙ্গুষ্ঠের কক্ষে ঠেঁসে ধরতে হয়, মধ্যমা অপর পাশে গুটিয়ে এবং তর্জ্জনী তাসের বর্হিমুখি প্রস্থের মাঝ বরাবর রাখতে হয়। একটু চেষ্টা করলেই দেখা যাবে যে তর্জনী দিয়ে তাসের ওপর দিকে অন্তর্মুখি চাপ দেওয়া যায়। এবার ডান হাতে তাসজোড়ার ওপর বা মধ্যস্থল থেকে প্রায় অর্ধেকটা তাস তুলে নেওয়া হয় ও দর্শককে বা দর্শকগণকে তাঁদের নির্বাচিত তাস অথবা তাসগুলি বাঁ হাতের তাসের ওপরে রাখতে বলা হয়। বলা বাহুল্য, তাসের যাদুক্রীড়ায় দর্শকের নির্বাচিত তাস জোড়ার মধ্যে এই ভাবেই গ্রহণ করাই রীতি। ডান হাতে জোড়ার ওপরের এক থাক তাস তুলতে তাসের বাঁ ধারে আঙ্গুল লাগিয়ে বিপরীত ধারে মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা দিয়ে তাসগুলি ধরতে হয় ও তাসগুলির পিঠে তর্জনী একটু চাপ দিয়ে রাখতে হয়। বাঁ হাতের তাসের ভাগের ওপর নির্বাচিত তাস রাখা হলে ডান হাতের তাসগুলি আপাতদৃষ্টিতে বাঁ হাতের ভাগের ওপর মিশে আছে দেখা যায়। বাঁ হাতের কিছুটা তাস ডান হাতের সঙ্গে ধরে নেওয়া হয় ও ডান হাতের মধ্যমা দু ভাগ আলাদা করে রাখতে দেগে দেওয়া হয় (চিত্র ৪১)। এর পর ডান হাত স্থির রেখে বাঁ হাত চালিয়ে তাসগুলি ভাঁজান হয়। এই ভাঁজাবার সময় বাঁ হাতে সমস্ত তাসজোড়া দু পাশ দিয়ে জাপটিয়ে ধরে ওপরের কিছু কিছু তাস প্রতি ক্ষেপ টানে নীচের ভাগে ফেলতে হয়। স্বাভাবিক ভাবে তাস ভাঁজাতে ডান হাত নাড়িয়ে ও বাঁ হাত স্থির রেখেই কাজ করা হয়। কিন্তু যাদুর ব্যাপারে এই উল্টো পদ্ধতিই কার্যকর। বাঁ হাতে ডান



চিত্র ৪১

হাতের তাসের ওপরের তাস টেনে নামাবার সময় সমস্ত তাসের ওপরে ডান হাতের তর্জনীর যে নিম্নচাপের কথা আগেই বলা হয়েছে (চিত্র ৪২) তার প্রয়োজন তাস টানতে থাকলেই বুঝতে পারা যায়। যখন দেখা যায় যে বাঁ হাতের টানে আর তাস নামছে না তখন ভাঁজানো বন্ধ করতে হয়। এখন দেখা যাবে যে দেগে রাখা তাসগুলির ওপরের তাসগুলি নীচে নেমে গেছে এবং দাগা জায়গার নীচের ভাগ ওপরে এসে পড়েছে, অর্থাৎ নির্বাচিত তাস ওপরে এসে গেছে। আরও ভাঁজাবার ইচ্ছা বা অনুরোধ হলে আবার ডান হাতে নীচের থেকে এক থাক তাস টেনে নিয়ে পূর্ববৎ সেগুলি ওপরে রেখে ভাঁজিয়ে গেলেই হয়। এ-ভাবে ভাঁজালে নির্বাচিত তাস মধ্যস্থল থেকে সব সময়ই শেষ পর্যন্ত ওপরে উঠে পড়বে। এই বিভাজনটি শুধু চমৎকার যাদুকরী উপায়ই নয়, এটি প্রয়োগ করার সময় হাতের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয় না, কারণ দাগা তাসে পৌঁছালেই আর তাস সরছে না টের পাওয়া যায়। তখন ডান হাতে যে ভাগ তাস তখনও থাকে সে ভাগটি হচ্ছে ডান হাতে তুলে নেওয়া বাঁ হাতের ভাগের কিছুটা ওপরের অংশ যার ওপর নির্বাচিত তাসটি রাখা হয়েছিল।



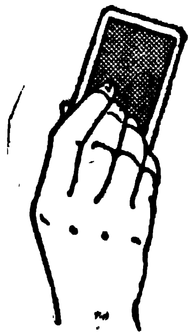
চিত্র ৪২

(ছ) পুরম্পশ্চাৎ করায়ত্ত

এই হস্ত লাঘবটি আয়ত্ত করা যথেষ্ট অধ্যবসায় ও সময় সাপেক্ষ। তবে খুব দুরূহ নয়। প্রথমে একখানি তাস নিয়েই অভ্যাস শুরু করতে হয়। পরে তাসের সংখ্যা বাড়িয়ে যেতে হয়। দশ বারটি তাস পুরম্পশ্চাৎ করায়ত্ত করাই চরম লক্ষ্য হওয়া যথেষ্ট। এই হস্তলাঘবটিতে পাতলা তাসই বেশী উপযোগী; তবে তাসের স্থিতিস্থাপকতা জোরদার থাকলেই ভাল। পুরম্পশ্চাৎ করায়ত্তের দ্বারা যে কোনও হাতে একখানি বা ততোধিক তাস লুকিয়ে রেখে হাতের দু পিঠই খালি দেখান সম্ভব। উভয় হাতেই এটি অভ্যাস হলে এই হস্ত-লাঘবেই তাসের একটি চমৎকার কৌতুহলোদ্দীপক খেলা দেখান যায়।

বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর হাওয়ার্ড থার্সটন এই হস্তলাঘবের খেলাটির জন্যই বিশ্ববন্দিত হয়েছিলেন এবং এটি শিখেছিলেন প্রফেসার হফ্‌ম্যানের লেখা মডার্ন ম্যাজিক বই থেকে। বই পড়েও যে ম্যাজিকের কলাকৌশল নিজের চেষ্টায় আয়ত্ত করা যায় তা শুধু থার্সটনই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ করেন নি, ইংলণ্ডের প্রখ্যাত যাদুকর ডেভিড ডেভাণ্ট্‌ও স্বীকার করেছেন। এই হস্তলাঘবে তাস আঙ্গুলের ডগায় রেখে প্রথম বার তাসটির পিছনে অনামিকা ও মধ্যমা রেখে কনিষ্ঠার ও অনামিকার চাপে, তাসের কোণ ধরে রাখা হয়। পরের ক্ষেপে ঐ তাসটিতে আঙ্গুলের চাপ সামান্য কমিয়ে ও আঙ্গুল গুটিয়ে বুড়ো আঙ্গুলের কোলের দিকে টেনে, তাসটি করতলের সামনে এনে হাত প্রসারিত করে, পিঠটা ঘুরিয়ে দেখান হয় যে সেখানে কিছু নেই। অল্প কয়েকদিনের অভ্যাসে সামনের তাস পিছনে পাঠাবার গতি বেশ ত্বরান্বিত করা যায় এবং পিছনে পাঠানো তাসটি সামনেও আনা দ্রুত হয়ে উঠে। তাসের এই এপিঠ ওপিঠ গমনাগমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে না, তার কারণ হাতটি ঈষৎ ওপর নীচে নাড়ান হয়।

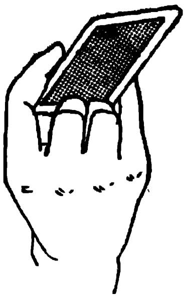
পুরঃপশ্চাৎ করায়ত্ত : প্রথম অবস্থায় একটি তাস ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ সামনে রেখে তর্জনী মধ্যমা ও অনামিকা পিছনে লাগিয়ে ধরতে হয় (চিত্র ৪৩)। এই তাসটি করতলের সামনের দিক থেকে পিছনে চালিয়ে দেওয়াই হচ্ছে পশ্চাৎ করায়ত্ত। যদিও তাসের পিছনে তিনটি আঙ্গুল রাখা হয়, কার্যকালে তর্জনী ও কনিষ্ঠা তাসটির দু পাশে ঠেকিয়ে দেওয়া হয় এবং মধ্যমা ও অনামিকা গুটিয়ে ফেললে তাসটি তখনও সামনের অঙ্গুষ্ঠ আর পিছনের আঙ্গুল দুটিতে ধরাই থাকে (চিত্র ৪৪)। এ অবস্থায়



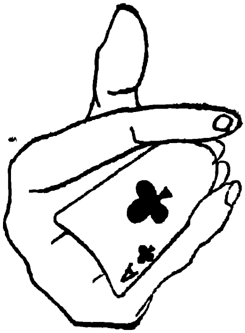
চিত্র ৪৩

তাসটির দু কোণ তর্জনী ও কনিষ্ঠার প্রথম পর্বের কাছে এসে যায়। তাসটির ঐ প্রান্তভাগ আঙ্গুল দুটির পর্বে ঠেকিয়ে রাখলে, ও একটু চেপে ধরলে, তাসের স্থিতিস্থাপকতার গুণে ওটি ওখানে আটকে থাকে (চিত্র ৪৪)। এবার পিছনের মধ্যমা ও অনামিকা গুটিয়ে ফেলা হয় যাতে তর্জনী ও কনিষ্ঠার মধ্যে বেশ ফাঁক হয়ে যায়। এখন তাসটি তর্জনী ও কনিষ্ঠার চাপে রেখে অন্য আঙ্গুল সরিয়ে ফেলা হয়। অবশেষে মধ্যমা ও অনামিকা তাসের তলা

গলিয়ে, সামনে এনে, করতল প্রসারিত করলেই তাসটি তর্জনী ও কনিষ্ঠার প্রথম পর্বে ঠেকে থেকে কব্জার মত ক্রিয়ায় হাতের পিছনে ঘুরে যাবে (চিত্র ৪৫)।



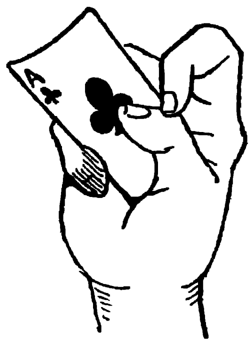
(চিত্র ৪৪)



(চিত্র ৪৫)

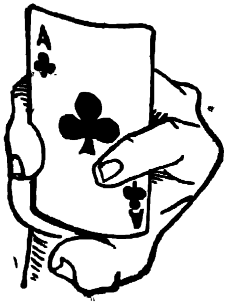
তাসটি হাতের পিছনে সেঁটে বসলেও সেটি তখনও সেই দু আঙুলের চাপে ধরে রাখা হয় ও মধ্যমা এবং অনামিকা অন্য দুটি আঙুলের সঙ্গে টানটান করে করতল প্রসারিত করা হয়। এখন করতলের সামনের দিক দর্শকদের দিকে থাকায় পিছনে লেপটানো তাসটি আর দেখা যায় না। এই ভাবে সামনের তাস করতলের পিঠে সেঁটে ধরাকেই পশ্চাৎ করায়ত্ত বলে।

এর পর পশ্চাৎ করায়ত্ত তাসটি অলক্ষ্যে করতলের সামনে আনয়ন করাকে পুরতঃ বা সম্মুখ করায়ত্ত বলে। করায়ত্ত হাতটির বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যতীত অন্য চারটি আঙুল মুষ্টিবদ্ধ করলেই তাসের তর্জনীধৃত কোণটি অঙ্গুষ্ঠের গোড়ায় এসে যায় (চিত্র ৪৬)। এ অবস্থায় অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে তাসটি মধ্যমা ও অনামিকার ওপর চেপে ধরা হয়। কিন্তু তর্জনী ও কনিষ্ঠার যে চাপ তাসের কোণে থাকলে সেটি খসে না যায় সে চাপ রেখে দেওয়া হয়। অঙ্গুষ্ঠের চাপ তাসের মাঝখানে অব্যাহত রেখে তাসের পিছনে মধ্যমা ও অনামিকা প্রসারিত করলে দেখা যায় যে তাসটি তর্জনী ও কনিষ্ঠার পর্বে ঘেঁসটিয়ে করতলের সামনে চলে আসছে (চিত্র ৪৭)। সম্পূর্ণ তাসটি

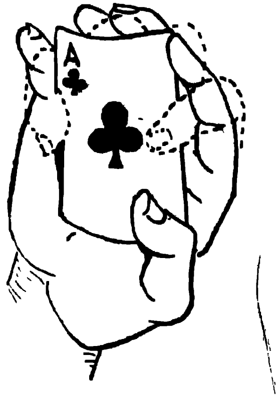


চিত্র ৪৬

করতলের সামনে আসতে আগে যে কোণ দুটিতে আটকানো ছিল তা পালটিয়ে



(চিত্র ৪৭)

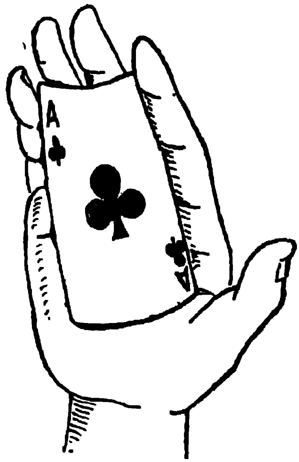


(চিত্র ৪৮)

অন্য দুটি কোণ ঐ আঙ্গুল দুটিতে ধরা হয়েছে (চিত্র ৪৮)। এখনও তাসটিকে তর্জনী ও কনিষ্ঠা দিয়ে তাসের কোণ চেপেই করতল সংলগ্ন রাখা হয় (চিত্র ৪৯)। পশ্চাৎ করায়ত্ত তাস করতলের সামনে আনতে কাজটি দৃষ্টির অগোচরে করতে ঐ হাতের কব্জি পিছন দিকে ভেঙ্গে তাসটি সরাতে হয়, নইলে তাসের আগমন দেখা যায়। ঐ কব্জি ভাঙ্গা ও হাত ঘোরানো একই সঙ্গে করতে পারলেই হল। কেউ কেউ অন্য হাতের আড়ালে এটি করে কিন্তু কব্জি পিছনের দিকে ভাংলে ও সঙ্গে সঙ্গে বাহু মুচড়িয়ে করতলের অপর পিঠটা দর্শকদের মুখোমুখি এনে ফেলার সময় তাসটি করতলে এলে সেটি দেখা যায় না।

একটি একটি কয়েকটি তাস পশ্চাৎ করায়ত্ত করে, হাতের দু পিঠ তাস অদৃশ্য করবার সময় প্রত্যেক বার দেখানো যায়। তবে সেটি করতে পুরঃ ও পশ্চাৎ করায়ত্ত ভাল ভাবে দখল করতে হয়। অভ্যাস করার গোড়ার দিকে নতুন বিদেশী তাস ব্যবহার না করে একটু পুরানো তাস বা পাতলা নমনীয় তাস হলেই দু আঙুলের চাপে তাস ধরে রাখা সহজ লাগবে। নতুন তাস হলে এদিক ওদিক দৈর্ঘ্য বারবার কয়েকবার দুমড়ে তাসের অনমনীয়তা ভেঙে নিতে হয়। প্রথম প্রথম একটি মাত্র তাস পুরঃপশ্চাৎ করায়ত্ত করা সহজ ঠেকলে তখন আরও একটি এই উপায়ে পশ্চাৎ করায়ত্ত করতে চেষ্টা করা যায়। দ্বিতীয় তাসটি পশ্চাৎ করায়ত্ত করতে এই তাসটি এক হাতে নিয়ে, (যে হাত খালি রয়েছে), অন্য হাতে যখন ধরিয়ে দেওয়া

হচ্ছে তখন সেই হাতের পশ্চাৎ করায়ত্ত তাসটি মধ্যমা থেকে কনিষ্ঠা পর্যন্ত গুটিয়ে, (পশ্চাৎ করায়ত্ত তাস সামনে আনতে হলে যা করা হয় ঠিক সেই ভাবে), প্রায় সামনে এনে, দ্বিতীয় তাসটির সঙ্গে একত্র করে, বুড়ো আঙুলের চাপে ঐখানে ধরে ফেলা হয়। দ্বিতীয় তাসের আড়ালে প্রথম তাসটি তার পিছনে এক করে রাখা খুব দুরূহ ব্যাপার নয়। এর পর পশ্চাৎ করায়ত্ত করার উপায়টি প্রয়োগ করলেই দুটি তাস এক হয়ে একই ভাবে পশ্চাৎ করায়ত্ত হয়ে যায়। পরে এই যুগল তাস পুনঃপশ্চাৎ করায়ত্ত রেখে করতলের দু পিঠই খালি দেখানো যায়। ক্রমে ক্রমে তাসের সংখ্যা বাড়িয়ে দশ বারটি বা আরও কিছু বেশী করা সম্ভব। বেশী তাস পুনঃপশ্চাৎ করায়ত্ত করতে তাসের অনমনীয়তা ভেঙে নিতে হয়। আর তা নইলে পাতলা নমনীয় তাস ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত।



চিত্র ৪৯

তাস বা তাসের মত আকারে প্রকারে ও আয়তনে মিল আছে এমন জিনিসে প্রয়োজ্য আরও বহু প্রকার হস্তলাঘব উদ্ভাবিত হয়েছে এবং প্রয়োগ হয়ে থাকে। সবগুলি উপায় এই গ্রন্থে সংকলিত করলে পুঁথির আয়তন অকারণেই যত না স্ফীত হয়ে উঠত তদপেক্ষা হিমালয় সদৃশ বিধি বিধানের উত্তুঙ্গ শিখর অতিক্রমের পরিশ্রম আন্দাজ করেই নবীন উৎসাহীর উদ্দীপনা হতোদ্যম হয়ে নিভে যেত। তাই যত কম হস্তলাঘবে যত বেশী যাদুক্রীড়া দেখানো সম্ভব, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে, অন্যান্য উপায়গুলি পরবর্তী খণ্ডগুলির ভরসায় তুলে রাখা হল। যাদুবিদ্যার চর্চায় যখন জগৎ জয়ের বাসনা দুর্বার হয়ে উঠবে তখন শিক্ষার্থী নিজেই যাদুকরী অন্য উপায়গুলি আয়ত্ত করার কৃতিত্বে উঠে পড়ে লাগবে। কাজেই শুরুতেই গুরুভার বোঝা না চাপিয়ে যাদুবিদ্যার্জনে ও যাদুক্রীড়া প্রদর্শনে যোগ্য করার সুগম পথই বাতলে দেওয়া হল।

চতুর্থ অধ্যায়

তাসের যাদু

এই অধ্যায়ে কয়েকটি মনোরম তাসের যাদু বক্তব্য ও কর্তব্য সমেত ব্যক্ত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর পক্ষে বুঝতে যাতে সুবিধা হয় সে জন্য খেলাতে কি দেখানো হবে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আগে দিয়ে, পরে খেলা দেখাবার সময় যা বলতে হবে তা বাগ্‌বিস্তার আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। ঐ বাগ্‌বিস্তারের স্থানে স্থানে এক দুই ইত্যাদি ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেখানেই বিশেষ যাদুকরী প্রক্রিয়ার প্রয়োগ আবশ্যক সেখানেই ঐ সংখ্যাগুলি প্রদত্ত হয়েছে। উক্ত সংখ্যাবাচক করণীয় কার্যগুলির উল্লেখ কর্তব্য শীর্ষক অংশে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি খেলা দেখাতে কিছু বিশেষ সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। সেগুলি উপকরণ শীর্ষক নিবন্ধে বিবৃত হয়েছে। এই ভাবে প্রত্যেকটি খেলাকে চার ভাগে বর্ণনা করায় শিক্ষার্থীর পক্ষে খেলাগুলি শিখতে বিশেষ সুবিধা হবে। তা ছাড়া যে কোনও খেলা দেখাতে কি কি করা দরকার, কখন ও কেমন করে করতে হয় এবং কি বলে খেলাকে চটকদার করা চলে এই সব গূঢ় তত্ত্ব, এই বিশেষ ভাবে রচনায়, শিক্ষার্থীর পক্ষে পড়ে শেখা সুবোধ্য ও সুগম হবে। কৌতূহল ভরে পড়ে গেলে যাদুবিদ্যা আয়ত্ত করা যায় না। খেলাটির ফলাফলে লক্ষ্য রেখে, অনর্গল সুললিত বাক্যস্রোতে খেলার রূপটি উদ্ঘাটন করতে করতে, আপাত অন্যমনস্কতার মধ্যেও অভিনিবেশ সহকারে, যথা সময়ে যাদুকরী ক্রিয়াটি অবলীলা-ক্রমে সম্পাদন করে, চিত্তবিনোদিনী যাদুর বিস্ময়টি নিবেদন করাই যাদুকরের একমাত্র আকিঞ্চন। যাদুক্রীড়া অনেকটা অভিনয়েরই মত। যাদুক্রীড়া দেখাতে প্রদর্শককে যাদুকরের নাম ভূমিকার চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে হয়। যাদুর আসরে যাদুকর একাই নায়ক এবং দর্শকদের দৃষ্টিতে প্রধান অভিনেতা। ফ্রান্সের বিখ্যাত যাদুকর রবার্ট হুডিন এই তথ্যটি সর্বাগ্রে ঘোষণা করে গেছেন। মেঁাসিয়ে হুডিন চিরাচরিত মখমলের ঢিলেঢালা নাটকীয় রাজবেশ পরিহিত প্রাচীন যাদুকরী বেশবাসের পরিবর্তে আধুনিক আঁটসাঁট অভিজাত পোশাকী বসনের প্রচলন করে যাদুকরদের প্রতিপত্তি ভব্যতার খাতে প্রবাহিত করে অশেষ উপকার করে গেছেন। যাদুকরও এখন পেশায় ও মর্যাদায় সমাজের শীর্ষ ব্যক্তিদের একজন গণ্য হচ্ছে।

তাস নিজে বলে দেওয়া

সংঘটন: এক জোড়া তাস ভাঁজাতে ভাঁজাতে কারও সামনে ছড়িয়ে ধরলে, তিনি যে তাসই নিন না, প্রদর্শক সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতে কি তাস উঠেছে বলে দেয়। পর পর আরও কয়েকজনকে, এ ভাবে তাস টানিয়ে, বলে দেওয়ার পর, প্রদর্শক জনৈক দর্শককে পঞ্চাশের নীচে যে কোনও একটি সংখ্যা বলতে বলে। সংখ্যাটি উচ্চারিত হওয়া মাত্র, প্রদর্শক উক্ত সংখ্যায় কোন্ তাসটি অবস্থিত তা জানিয়ে দর্শককেই তাস জোড়ার ওপর থেকে, উচ্চারিত সংখ্যা এক দুই করে বলতে বলতে, প্রতিটি সংখ্যার দরুণ একটি একটি তাস চিৎ করে টেবিলে ফেলে যেতে যেতে নির্দিষ্ট সংখ্যায় যে তাসটি পাওয়া যায় সেটিই প্রদর্শক আগে বলে দিয়েছিল দেখা যায়।

· **বাগ্‌বিস্তার:** [তাসজোড়া ভাঁজাতে ভাঁজাতে (১)] আপনারা হয়তো শুনে হাসবেন যে তাসেরও বাক্‌শক্তি আছে। গাছের পাতা যখন মলয় আন্দোলনে মর্মরিত হয়ে ওঠে তখন তাদের বাণী আপনাদের বোধগম্য হয় না। কিন্তু কবিরাজেরা তা থেকেই নিংড়ে যে রস বের করেন তা আপনাদের রোগে শান্তি আর ভোগে কাব্য হয়ে যায়। পাতার গুণে কবিদের দীর্ঘশ্বাস বাসন্তী চাঁদের সুধায় বুক ফাটা আর্তনাদই হোক, বৈজ্ঞানিকের মন রসায়নের রস অন্বেষণে উন্মনা হয়ে যায়। যাদুকর হিসাবে তাসেরও নির্বাক ভাষার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেই এসেছি। এই তাসগুলো এতক্ষণ ভাঁজিয়েছি। সেগুলি এখন আপনাদের সামনে মেলে ধরছি (তাস ছড়াতে ছড়াতে), এর মধ্যে যে কোনও একটা তাস বেছে নিন। (তাস নেওয়ার পর) আপনি একটা তাস নিয়েছেন, কেমন? আমি তো আর দেখতে পাচ্ছি না ওটা কোন্ তাস, যতক্ষণ না আপনি তাসটার মুখ আমাকে দেখান। তাই ঐ অজ্ঞাতকুলশীল তাসটির পরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব (২)। আমার হাতের তাসগুলোকে জিজ্ঞাসা করে দেখি তারা কি বলে। [তাসজোড়াটা কানের কাছে ধরে] এ্যাঁ, কি বলছ? জোরে বল। কি? রুইতনের দশ। আপনার তাসটি রুইতনের দশা তো? (দর্শকের নেওয়া তাসটি ফেরত নিয়ে সকলকে সেটি উচুঁতে তুলে দেখিয়ে জোড়ার ওপরে রাখতে রাখতে) ব্যাপার কি, জানেন? যিনি আমায় তাসটির পরিচয় জানাচ্ছিলেন তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং রুইতনের বিবি, অবলা জোর গলায় কথা বলতে লজ্জা

পাচ্ছিলেন। [জনৈক অনির্দিষ্ট দর্শককে লক্ষ্য করে *] আজ্ঞে, কি বললেন? আপনার প্রতিবেশিনী অবলাদের গলা? তাঁরা বোধহয় গলা সেধেছেন তাঁদের জাতীয় অপবাদ দূর করবার বাসনায়। আপনিও একটা তাস নিয়ে দেখতে পারেন। এবার বোধহয় প্রগতিপরায়না মহিলার সংস্পর্শে আসবো যিনি অকুতোভয়ে চেঁচিয়ে কথা বলবেন। নিয়েছেন (১)? ধন্যবাদ। [তাসজোড়া কানের কাছে তুলে] কোন্ তাসটি জোড়ার বাইরে গেছে বলুন তো? কি বল্লেন? ইস্কাবনের আটা? চেঁচিয়ে বলুন। আট নয়, সাত। [হতাশার ভান করে] না মশাই, এবার আরও জোর ঘোমটার পাল্লায় পড়েছি। বর্ণ বৈগুণ্যে বাণী আরও দ্বিগুণ মিহি, যেন বীণার মূর্ছনা। একটু কবিত্ব হয়ে পড়ল, মাফ করবেন। তা হলে আপনার হাতের তাসটি ইস্কাবনের সাত। আপনাদের কেউ কেউ ভাবছেন, আমি নিশ্চয়ই আপনাদের নেওয়া তাসটি কোনও ফাঁকে দেখে নিচ্ছি অথবা আপনাদের মধ্যে বসে, কেউ একজন হাতের তাসটি দেখে ইশারায় আমাকে জানাচ্ছেন আর আমি ফক্কুড়ি করে বলে বেড়াচ্ছি তাসেরাই আমাকে বলছে। তা নয় মশাই, তা নয়। এগুলো আমার শেখানো তাস। শিখিয়ে পড়িয়ে এ তাসগুলোকে যা করে তুলেছি তাতে এগুলো যতই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ুক না কেন, চার বর্ণের চার রকম তাসের মধ্যে এমন একতা এমন আত্মিয়তা গড়ে দিয়েছি যার তুলনা আমাদের ভারতীয় জাতীয়তা বোধের মত ঐকান্তিক অর্থাৎ দলও আছে, দলাদলিও আছে। [তাস ভাঁজাতে ভাঁজাতে (১)] দেখুন তাসগুলো কেমন চতুর্বর্ণে ও ত্রয়োদশ শ্রেণীতে খিচুড়ী পাকিয়ে আছে। [তাসজোড়াটির সামনের দিক দর্শকদের দিকে মেলে দেখিয়ে] আসল কথা হচ্ছে তাসের ভাষা বোঝার একটা উপায় আছে। বোবাও না বলে বোঝায়। বুঝতে শেখা চাই। এই লণ্ডভণ্ড তাসগুলোর কে কোথায় আছে বা থাকবে তা আগে কোনও রকমেই আন্দাজ করা যায় না। পর পর কে কোথায়, মনে রাখাও সম্ভব নয়। আমার স্মরণ শক্তি ধারাল হলে পুঁথিপত্তর কেটে-কুটে একটা হোমরা চোমরা পণ্ডিত হতে পারতাম। নেই বলেই যাদুর তরণীতে জীবন সাগর পাড়ি দিয়ে চলেছি। এখন আপনারা একটা তাসের নাম করুন।

* প্রদর্শনের সময় যেন কোনও দর্শক মন্তব্য করেছেন আর প্রদর্শক সেই অনুচ্চারিত ও অশ্রুত কথা শুনে ফেলেছে এ রকম ভান কার্যক্ষেত্রে প্রায়ই অভিনয় করার প্রয়োজন হয় কিছু সামলাবার তাগিদে অথবা গোপন কর্মটি হাসিল করার উদ্দেশ্যে। বার বার প্রত্যেক খেলায় এই চালাকির আশ্রয় নিলে ব্যাপারটা জানাজানি হবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং রয়ে সয়ে ফাঁক তালেই কাজে লাগানো উচিত।

[তাসের নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্র তাসজোড়া কানের কাছে ধরে (৩)] চিড়িতনের টেক্কা ? ওটা ষোল খানা তাসের নীচে আছে [তাসজোড়ার ওপর থেকে প্রতি সংখ্যার দরুণ একটি একটি তাস চিৎ করে চেলে ষোড়শ তাসটি দেখালে টেক্কাই দেখা যাবে। টেবিলে ফেলা তাস পনরটির ওপর টেক্কাটি রেখে ঐ তাসগুলি জোড়ার ওপরে রেখে আবার ভাঁজানো সুরু করে (১)] এবার একটা সংখ্যা বলুন। এক থেকে বাহান্নর মধ্যে। সাতাশ ? [তাস-জোড়া কানের কাছে তুলে] ওখানে হরতনের আট রয়েছে। [পূর্ববৎ তাস চিৎ করে ফেলে গণনা করে দেখানো হয় যথার্থই ঐ আটাটি সেখানে আছে] এর পর আর বলতে পারবেন না যে আমি তাসের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারি না।

উপকরণ : একজোড়া খেলবার সাধারণ তাস। খেলায় ব্যবহৃত বাহান্ন পাতা অর্থাৎ বাহান্নটি তাস। বাড়তি তাস এ খেলায় বাদ দিতে হয়। বাড়তি অর্থাৎ বিদূষক ইত্যাদি যে তাস খেলায় লাগে না।

কর্তব্য : এক জোড়া তাস থেকে চারটে রঙ, অর্থাৎ ইস্কাবন হরতন চিড়িতন ও রুহিতন, বেছে আলাদা আলাদা ভাগে রাখতে হয়। ইস্কাবন হরতন চিড়িতন ও রুহিতন পর পর রাখার বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে ঐ রঙগুলির আদ্যাক্ষর পর পর লিখলে বা বললে 'ই-হ-চ-র' শব্দটি তৈরী হয়। ইহচর শব্দটির সাধারণতঃ কোন অর্থই নেই। কিন্তু ঐ চারটি বর্ণ যাদুবিদ্যায় একটা সাংকেতিক শব্দ হয় যেটা আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন হলেও যাদুকরদের বিশেষ সহায় হয়। বাঁ দিক থেকে ডান দিকে 'ইহচর' পর্যায়ে সাহেব বিবি গোলাম দশা নহলা আটা সাতা ছক্কা পঞ্জা চৌকা তিরি দুরি ও টেক্কা তাসগুলির চারটি পৃথক থাক করতে হয়। এই থাকগুলিকে চিৎ করে রাখতে হয় ও প্রত্যেক থাকের ওপরের তাস সাহেব হবে এবং নীচের শেষ তাসটি টেক্কা হবে। এর পর ইস্কাবনের ভাগের নীচের তাসটি অর্থাৎ টেক্কা সাহেবের ওপরে তুলে দিতে হয়। হরতনের ভাগে সাহেবের ওপর ক্রমান্বয়ে টেক্কা দুরি তিরি ও চৌকা তুলে দিলে ওপরে চৌকাটি দেখা যাবে। ঐ একই রীতিতে চিড়িতনের ভাগে সাহেবের ওপর টেক্কা থেকে সাতা ও রুহিতনের ভাগে সাহেবের ওপর টেক্কা থেকে দশা রাখতে হয়। এর পর বাঁ দিক থেকে শুরু করে ডান দিক পর্যন্ত প্রতি ভাগের একটি করে তাস নিয়ে একটির ওপর একটি রেখে একটা থাক্ করতে হয়। যথা ই—১, হ—৪, চি—৭ ও রু—১০।

তারপর আবার এই একই কাজ বাঁ দিক থেকে আরম্ভ করে ডান দিকে শেষ করে ক্রমান্বয়ে চার ভাগের তাস একটা থাকে চিৎ করে ফেলে জড় করলে দেখা যাবে শেষ তাস চারটি হয়েছে ই—২, হ—৫, চি—৮ ও রু—গো। পূর্বোক্ত দু জায়গায় ইস্কাবন হরতন ইত্যাদির আদ্যাক্ষর ও তাসের মান অঙ্কের রাশিতে লেখা হয়েছে। বাহান্ন খানি তাস এবার উল্টে ধরলেই তাসজোড়াটি সজ্জাতুরস্ত অবস্থায় পরিণত হয়ে পড়ে। এ ভাবে সাজানো তাসের এই সুবিধা যে যে-কোনও জায়গার তাসটি টেনে নেওয়া হোক না কেন তার আগের বা পরের তাসটি যদি দেখা যায় তা হলেই কোন্ তাসটি গৃহীত হয়েছে বুঝা যায়। কারণ ঐ সজ্জাতুরস্ত তাস পর্যায়ক্রমে ই-হ-চ-র রঙে থাকতে বাধ্য এবং প্রতিটি তাস পূর্ববর্তী তাসের মানের তিন সংখ্যা অধিক, অর্থাৎ যেখানেরই তাস দর্শক টেনে নিজের কাছে রাখুন না কেন, প্রদর্শক গৃহীত তাসের জায়গাটি দু ভাগে পৃথক করে, নীচের অংশটি অন্তভাগের ওপরে তুলে দিয়ে, তলার তাসটি দেখে নিলেই যে তাসটি দেখে সেই তাসের যত পরিমাণ তার সঙ্গে তিন যোগ করেই টের পায় দর্শকের কাছে কোন্ তাসটি রয়েছে। আর রঙের বেলায় ই-হ-চ-র সংকেতটি থেকে ধরা যায় দর্শকের নেওয়া তাসটির রঙ। যদি প্রদর্শকের হাতের সর্বনিম্ন তাসটি চিড়িতনের আটা হয় তা হলে তাতে তিন বাড়িয়ে পাওয়া যায় এগার অর্থাৎ গোলাম এবং ই-হ-চ-র সংকেত থেকে চিড়িতনের পরেই রুহিতনের অবস্থান বুঝে দর্শকের হাতের তাসটি রুহিতনের গোলাম তৎক্ষণাৎ বলা যায়। তাসের ফোঁটা অনুপাতে টেক্কা থেকে দশা পর্যন্ত ফোঁটাওলা তাসগুলি এক থেকে দশ মূল্যায়ন করে গোলাম বিবি ও সাহেবকে যথাক্রমে এগার বার ও তের ধরা যায়। এই মানের নিরিখে ঐ সজ্জাতুরস্ত তাসে গোলাম বিবি ও সাহেবের পরবর্তী তাসটি নির্ধারণ করতে উক্ত তাসগুলির মূল্য যা, তার সঙ্গে তিন যোগ করে, তাসের সর্বোচ্চ হার তের বাদ দিতে হয়। যেমন, গোলামের মূল্য এগার। সুতরাং তার পরের তাসটি হবে এগার যোগ তিন, সমষ্টি চোদ্দ, চোদ্দ থেকে সর্বোচ্চ মূল্য তের বাদ দিলে পাওয়া যায় এক অর্থাৎ টেক্কা। এই হিসাব অনুসারে বিবির নীচের ও সাহেবের তলার তাসগুলি যথাক্রমে দুরি ও তিরি হয়।

(১) সজ্জাতুরস্ত এই তাসজোড়াটি ভাঁজাবার একটা কায়দা আছে। এ খেলায় ভাঁজাবার নিয়ম হচ্ছে তাস কেটে নীচের ভাগ ওপরে তুলে দিলে যা হয় তাই করা। অর্থাৎ বার বার তলার কিছু তাস ওপরে দিয়ে যাওয়া

মাত্র। একটু হাত চালিয়ে ভাঁজালে এ-দেশীয় সাধারণ বিভাজনের থেকে এতে কোনও পার্থক্যই চোখে পড়ে না। মাঝখান থেকে একগোছা তাস টেনে ওপরে ওঠাতে থাকলে সাজানো তাস বিশৃঙ্খল হয়ে যায়।

(২) তাসজোড়ার যেখান থেকে তাস টেনে নেওয়া হয় তার পরের সমস্ত তাসগুলি একত্র ওপরে তুলে দেওয়া হয়। তারপর কানের কাছে তাসশুদ্ধ হাতটি ওঠাবার সময় তলার তাসটি স্বভাবতই চোখে পড়বে, কিন্তু না-দেখার ভান করে দেখে নিলেই, পরের যে তাসটি বার করে নেওয়া হয়েছে তার মান ও রঙ জানতে কি ভুল হয়? দর্শকের গৃহীত তাসটি জোড়ার ওপর ফেরত নিয়ে কয়েক বার আগের মত ভাঁজিয়ে আবার অন্যকে তাস নিতে দেওয়া হয়।

(৩) কোনও বিশেষ একটি তাস এই সজ্জানুরক্ত তাসজোড়ার কোথায় আছে বা কোন্ তাসটি বিশেষ অবস্থানে আছে তাও বলা সহজ। আগেই বলা হয়েছে তাসজোড়া কানের কাছে তুলে ধরবার অছিলায় তাসজোড়ার তলার তাসটি দর্শকদের অজ্ঞাতসারে অনায়াসেই দেখে নেওয়া যায়। এ সময় তলার তাস দেখা না-দেখায় বিশেষ কিছু হেরফের হয় না বলে অকুতোভয়ে তলার চারখানি তাস মেলে দেখা চলে। রুহিতনের গোলাম নীচের তাস মনে করে ঐ রঙের অন্যান্য তাস কোথায় আছে দেখা যাক। তাসজোড়ায় গোলামের ওপর দিকে প্রতি চতুর্থ তাস হচ্ছে বিবি সাহেব টেক্কা দুরি তিরি চৌকা পঞ্জা ছক্কা সাতা আটা নহলা ও দশা। অতএব রুহিতনের কোনও একটি তাস জোড়ার মধ্যে কোথায় আছে জানতে নির্দিষ্ট তাসটির আরোপিত মূল্য ও গোলামের মূল্যের পার্থক্য নির্ণয় করে তার চতুর্গুণ সংখ্যাটিই তাসের অবস্থান নির্দেশ করবে। এই শুভঙ্করী সূত্র বুঝতে গোলামের ওপর ঐ রঙেরই কোন্ তাস কোথায় আছে দেখা যাক। গোলামের ওপর দিকে প্রতি চতুর্থ অষ্টম দ্বাদশ ক্রমে বিবি সাহেব টেক্কা দুরি তিরি চৌকা পঞ্জা ছক্কা সাতা আটা নহলার পর আটচল্লিশতম স্থানে দশা থাকে। তাসের এই ক্রম বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। দুটি উদাহরণ দিয়ে নিয়মটি বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ধরা যাক, রুহিতনের আটা তাসজোড়ার কোথায় আছে কেউ জানতে চাইলে, প্রদর্শক তলার তাস রুহিতনের গোলাম জেনে, গোলামের পর থেকে আটা পর্যন্ত আঙুলের কড়ে গণনা করে বিবি সাহেব টেক্কা দুরি তিরি চৌকা পঞ্জা ছক্কা সাতা ও আটার জন্য এক দুই করে দশ সংখ্যা পেয়ে গেল। দশের চারগুণ করলে হয় চল্লিশ। সুতরাং নীচের দিক থেকে

ওপরের চল্লিশটি তাসের পরেই ঐ আটা আছে জানা যায়। ওপর থেকে তাসের সমষ্টি বাহান্ন থেকে উক্ত সংখ্যা, এ ক্ষেত্রে চল্লিশ বাদ দিলেই, যে সংখ্যা পাওয়া যায়, একক্ষেত্রে বার, অর্থাৎ দ্বাদশতম স্থানে রুহিতনের আটা অবস্থিত। এই সূত্রের বিশেষত্ব এই যে একেবারে নীচের তাসের মূল্যমান থেকে নির্দিষ্ট তাসের মূল্যমান পর্যন্ত গণনা করে তার চতুর্গুণ করলেই অবস্থান নিরূপণ হয়। তলার তাসটি হরতনের পঞ্জা হলে ঐ রঙের বিবি কোথায় জানতে হলে পঞ্জা থেকে বিবি পর্যন্ত মূল্যমানের তফাত হচ্ছে ছয় এবং ছয়ের চতুর্গুণ হচ্ছে চব্বিশ। সুতরাং তলার দিক থেকে চব্বিশখানি তাসের ওপরের তাসটিই বিবি হবে। অথবা বাহান্ন বিয়োগ চব্বিশ করে আটাশতম স্থানে বিবিটি ওপর থেকে গণনা করলেই পাওয়া যাবে। এই দুটি উদাহরণ থেকে আরও জানা যায় যে তলার তাসের রঙ অনুসারে সেই রঙের অন্যান্য তাসের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। সুতরাং তলার চারখানি তাস খুলে দেখে অন্য রঙের তাসের বেলায় সেই রঙটি তলায় পড়েছে ধরে গণনা করার পর তলার তাসের দরুণ এক দুই বা তিন যোগ বা বিয়োগ করার প্রয়োজন হয়। সুধী যাদুকরগণ এ খেলাটি কয়েকবার করে দেখলেই উপায়টি কত সরল বুঝতে পারবে। দর্শক যদি একটি সংখ্যা বলেন তা হলেও ঐ শুভঙ্করী প্রয়োগ করে সেই সংখ্যায় কোন্ তাসটি আছে বলা যায়। তলার তাসের ওপরের প্রতি চারখানি তাসের পরেই সেই রঙের অন্য একটি তাস থাকে। সুতরাং প্রদত্ত সংখ্যাটি চার দিয়ে ভাগ করে যে ভাগফল পাওয়া যায় তার পরেরটি তলার তাসেরই অন্য একটি তাস। যদি অবশিষ্ট থাকে তা হলে সেই সংখ্যার দরুণ ততগুলি তাস এগিয়ে গেলেই ঠিক তাসটি ধরা যায়। উদাহরণ দিয়ে বলতে, ধরা যাক তাসজোড়ার মধ্যে তলা থেকে দ্বাদশতম তাসটি কি জানতে হলে নীচে যখন রুহিতনের গোলাম তখন ওপরের প্রতিটি চারখানা তাসের পরই রুহিতনের বিবি সাহেব টেক্কা দুরি থাকবেই। সুতরাং বারখানি তাসের পর এয়োদশটি রুহিতনের সাহেব হয়। রুহিতনের সাহেবের আগের তাসটি অর্থাৎ দ্বাদশতম তাসটি ই-হ-চ-র ক্রমে ইস্কাবনের তিরি হয়। নীচের চারখানি তাস দেখে উক্ত নিয়মে ক্ষেত্র বিশেষে যোগ বা বিয়োগ করে কোন্ তাস কত সংখ্যায় অবস্থিত বলা যায়। এ বিষয়ে প্রত্যেকে কয়েকবার চেষ্টা করলেই বিষয়টা আয়ত্ত করতে পারবে, কারণ ভাষায় যেটা খটমট লাগে, কাজে সেটা সহজ হয়ে যায়।

সর্বদা সতর্ক থাকা দরকার দর্শক তাস টেনে নিলে সেটি তাসজোড়ার যেখান

থেকে গৃহীত হয়েছে সেখানটা দু ভাগে পৃথক করে রাখা। কারণ এ খেলাটি দেখাতে ঐ দু ভাগ তাসের নীচের অংশ অন্য তাসগুলির ওপর উঠিয়ে রাখতে হবে যাতে তলার তাসটি দেখার সুযোগ হয়। এ কাজটি দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ না করে নিষ্পন্ন হওয়া যত প্রয়োজন তার চেয়েও বেশী আবশ্যক তলার তাসটি সকলের অজ্ঞাতসারে দেখা। ঐ তাসটি দেখবার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাঁ হাতে সমস্ত তাস ধরে সেই হাত যখন কানের কাছে ওঠানো হবে তখন এক পলক দৃষ্টিপাতে তলার তাসটির দর্শন লাভ। নীচের তাসটি প্রদর্শকের দেখার প্রয়োজন আছে এই বিষয়টি দর্শকদের কাছে গোপন রাখাটাই এ খেলা দেখাবার একমাত্র যাদুকরী কৃতিত্ব। এই চাতুর্য ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য হলেও কাজে করা যায়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

রাজা রাণীর অভিসার

সংঘটন ঃ একজোড়া তাস থেকে রাজা ও রাণীগুলো বেছে আলাদা করে রাজাগুলি রাজা লেখা খামে ভরে আর রাণীগুলো রাণীলেখা খামে পুরে দু দিকে দুজন দর্শকের হাতে ধরিয়ে উঁচু করে রাখার পর যাদুকাঠি ছুঁইয়ে খোলা হলে রাজালেখা খামে রাণীগুলো আর রাণীলেখা খামে রাজাগুলো চলে এসেছে দেখানো হয়। এই দলকে দল স্থান পরিবর্তন অদ্ভুত ও চমকপ্রদ।

বাগ্‌বিস্তার ঃ রাজারাজড়ার ব্যাপার 'দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মানবাঃ'। কথাটা আপনাদের ব্যাখ্যা করে দেখাচ্ছি। এই খাম দুটো ধরুন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাদা খাম। সাদা সাধারণ ও সাদাসিধে। তাই আপনাদের সাধছি, হাতে নিয়ে দেখুন, কোথাও কোন টুটো ফুটো নেই। আপনারা হাতে নিয়ে দেখুন, কখনও ব্যবহার হয় নি, আনকোরা নতুন। [দু জনকে দুটি খাম গছিয়ে] দেখে নিয়েছেন তো ? ওগুলো খামই তো, কখনও ব্যবহার হয় নি, নিখুঁত নিদাগ খাম ? বেশ ! আপনাদের একজন এই লাল-নীল পেন্সিলটা দিয়ে আপনার হাতের খামের ঠিকানা লেখবার জায়গায় বড় বড় হরফে রাজা লিখে দিন আর তার পর আপনিও আপনার খামে রাণী লিখবেন যার যে সীসটা পছন্দ। [লেখা হয়ে গেলে খাম দুটি ও পেন্সিল ফিরত নিয়ে (১)] ধন্যবাদ। এইবার আপনারা তাসজোড়াটি নিন। এ থেকে রাজা চারটে আর রানী চারটে

বেছে আলাদা করুন আর আপনাদের দু জনে মিলে ঝগড়াঝাঁটি না করে একজন সব রাজাগুলো হাতে রাখুন আর অন্যজন রাখুন রাণীগুলো। [তাসজোড়া জনৈক দর্শককে দিয়ে] এঁদের বাছতে দিয়েছি যাতে এঁরা টের পান একজোড়া তাসে মোট চারটে রাজা আর তাঁদের চার সহধর্মিনীই থাকেন। যাঁরা তাস খেলে থাকেন তাঁদের এটা জানা কথা। এক জোড়ায় চার বর্ণের সহাবস্থান। চার বর্ণের চারটি রাজত্ব আর প্রত্যেক রাজত্বে ঐ এক জোড়া রাজদম্পতি। সেই জন্যই তাসগুলির চারটে কোণ! অবশ্য এমন চৌকশ লোকও আছেন যাঁরা বলতে পারেন তাসের জগত আমাদের চতুবর্ণের মত ভেদাভেদ জ্ঞানসম্পন্ন না হলেও চার রাজা শান্তিতে রাজত্ব করলে কী এমন বেশী প্রশংসার কাজ করছেন? সত্যি বলতে কি, আমাদের জগতে এ যুগে রাজাদের শিরে সংক্রান্তি লেগেই আছে। শেষ পর্যন্ত মনে হয় তাসের ঐ চার রাজারাণীই পৃথিবীতে বেঁচে বর্তে থাকবেন। আপনারা কিন্তু রাজারাণী চার জোড়া বেছে পেলেও সব তাসগুলো দেখুন আর কোনও রাজা বা রাণী কিম্বা রাজদম্পতি ঐ তাসগুলোর মধ্যে আছে কি না। যদিও আমি জানি একটা তাস জোড়ায় চার জোড়ার বেশী রাজারাণী নেই, কিন্তু যাদুকর হওয়ার ফলে ঘরে বাইরে সবাই চাণক্য শ্লোক শুধরিয়ে বলে, "বিশ্বাস নৈব কর্তব্যম্ স্ত্রীষু রাজকুলেষু যাদুকরেষু চ।" বাছা হয়ে গেছে? আর কোনও রাজা বা রাণী নেই? [ডান হাত বাড়িয়ে] এ হাতে রাজা চারটে দিন, [অন্য হাত বাড়িয়ে] আমার বাঁ হাতে রাণী চারটে দিন (২), আর তাসজোড়াটা, তাই তো আমার তো আর হাত নেই, আপনারাই খাপে পুরে আপনাদের কাছে রাখুন। [মঞ্চে আসতে দু হাত মাথার ওপর তুলে টেবিলের কাছে এসে, দু হাতের তাস টেবিলের দুধারে রেখে (৩), টেবিলের পিছনে এসে, দর্শকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, একটা খাম হাতে তুলে নিয়ে] এই রাজা লেখা খাম আর এই চার রাজা (৪)। এ খামটায় রাজা চারটে রেখে দিই। মনে করুন, এটাই রাজবাড়ীর প্রমোদ উদ্যান। [খামে রাজাগুলি ঢুকাতে ঢুকাতে (৫)] রাজারা উদ্যানে ঢুকেই বাঘ, ভাল্লুক, গণ্ডার শিকারের কাহিনী শুরু করে দিয়েছেন, [ভর্তি খাম কানের পাশে ধরে, শোনার ভান করে, চোখে মুখে কৌতুহল বিকশিত করে] রাজারা তাহলে বাঘ মারতে থাকুন। অতএব উদ্যানটা এখানেই থাকুক যাতে আর এঁদের ব্যাঘাত না হয় (৬) [খামটা তাসগুলি যেখানে ছিল সেখানে রাখা হয়]। আপনারা দুটো চোখের একটা এই খামটাতে ফেলে রাখতে পারেন। এবার রাণীদের দল (৭)। আর রাণীদের মজলিশ মহল এই

খাম। [এক হাতে রাণীগুলো একত্র তুলে অন্য হাতে রাণী লেখা খামটা নিয়ে তাসগুলি ভরতে ভরতে] রাণীরা তাঁদের মহলে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই স্বামী চর্চা জুড়েছেন। [কানের কাছে খাম ধরে] হ্যাঁ। মহারাজিরা যে মুখর স্বামী কীর্তন গাইছেন তা নিত্যই আপনাদের মহিলা মহলে সদা সর্বদাই হয়ে থাকে। সুতরাং রাজাদের থেকে রাণীদের দূরেই রাখি (৮)। ভগবান কান দিয়েছেন সুবাক্য শোনার জন্য, কেমন ঠিক তো? [টেবিলের পিছন থেকে সামনে চলে এসে] এক বার আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, ডান দিকের খামে রাজারা আর বাঁ দিকের খামে রাণীরা রয়েছেন (৯)। আপনাদের মধ্যে দু জন উঠে আসুন। [আগন্তুকদ্বয়কে টেবিলের দু পাশে বেশ তফাতে দাঁড় করিয়ে] আপনি রাজাদের মাথার ওপর তুলে ধরুন আর আপনি রাণীদের মাথার ওপরে তুলুন যাতে সকলেই খাম দুটিতে নজর রাখতে পারেন। যাঁরা লক্ষ্য রাখবেন তাঁরা দৈবারিকের মত পাহারায় থাকুন যেন কেউ দু মহলের কোনটাতে কারও অজান্তে না এসে ঢোকেন। [দু জনকে খাম মাথার উর্ধ্বে তুলে ধরতে দিয়ে] হঠাৎ কি হল জানেন? রাণীরা পতি পরম গুরুদের স্তুতি করতে করতে হঠাৎ অনুমান করলেন যে প্রমোদ উদ্যানে রাজারাও নিশ্চয়ই পত্নি মহিমার প্রচারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। কাজেই তাঁরা সদলবলে স্বকর্ণে রাজাদের আলোচনা শুনতে সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়লেন; আত্মবৎ মন্যতে জগৎ। ওদিকে রাজারা বাঘ ভাল্লুক সিংহ বধ না করে সিদ্ধান্ত করলেন রাণীদের নিয়ে নৌকা বিলাসে আরও বেশী রাজসিক আমোদ হবে। রাজাদের মাথা তো? যেই না মতলব অমনি ছুটে গিয়ে উঠলেন রাণীদের আসরে [খাম দুটিতে যাদুকাঠি পর পর ছুঁইয়ে] প্রথমেই রাণীদের মহলটা দেখা যাক (১০)। আপনি রাণী লেখা খামটা খুলে দেখুন তো কারা ওখানে আছেন? এ্যাঁ, চারজন রাজা! তা হলে রাণীরা কোথায়? [অন্য খামটি ইশারায় খুলে দেখতে নির্দেশ করে] আপনার খামে তা হলে রাণীরা প্রমোদ উদ্যানে হতভম্ব হয়ে বসে আছেন দেখছি! আর আপনার মহিলা মজলিশে রাজাদের আক্কেল গুড়ুম! কেমন করে আর কখন রাজারা আর রাণীরা দল বেঁধে লুকিয়ে এলেন আমি কিন্তু টের পাইনি, [আগন্তুক দর্শকদ্বয়কে লক্ষ্য করে] আপনারা যদি না দেখেও দেখে থাকেন কাউকে কিন্তু বলবেন না, কারণ রাজারাজড়াদের ব্যাপার, ঢোল পেটালে ফ্যাসাদেই পড়তে হয়, গৌরব বাড়ে না।

উপকরণ: একজোড়া তাস, দুটি খাম, একটি লাল-নীল পেন্সিল এবং

দুটি সহায়ক * তাস যার একটি রাজা অন্যটি রাণী এবং এই তাস দুটির পিঠে কাল কাপড় আঠা দিয়ে লাগানো থাকে যাতে টেবিলের কাল আচ্ছাদনের ওপর উপুড় করে ফেলে রাখলে আপাতদৃষ্টিতে তাসগুলি নজরে না পড়ে। টেবিলের পিছনে দাঁড়িয়ে সহায়ক রাজা তাসটি টেবিলের ডান কোণে এবং সহায়ক রাণী তাসটি বাঁ কোণে খেলা দেখাবার আগে উপুড় করে রাখা হয়। তাসগুলি টেবিলের যে দিকটা দর্শকদের কাছাকাছি সে দিকে রাখতে হয়।

কর্তব্য: (১) রাজা রাণী লেখা খাম দুটো টেবিলের মাঝখানে রেখে তাসজোড়া নিয়ে দর্শকদের কাছে গমন।

(২ ও ৩) ডান হাতে রাজাগুলি আর বাঁ হাতে রাণী নেওয়ার উদ্দেশ্য টেবিলে রাজার সহায়ক তাসটি বাঁ দিকে রাখা আছে আর রাণীরটি ডান দিকে, যখন টেবিলের পিছনে দাঁড়ানো হয়। কিন্তু প্রদর্শক যখন হাত দুটি মাথার ওপর উঁচু করে ধরে মঞ্চে প্রত্যাবর্তন করছে তখন টেবিলের যে দিকটা ডান হয়েছে তা আগে বাঁ ছিল এবং বাঁ দিকটা ডান হয়ে পড়েছে। মাথার ওপর হাত উঠিয়ে আসার তাৎপর্য হচ্ছে দর্শকদের দেওয়া দু ভাগ তাস আসবার পথে প্রদর্শক যাতে না ওলট পালট করে বসে সে জন্য হাত দুটি ঊর্ধ্বে তুলে সকলকে দেখানো হয়। এ সময় প্রত্যেক হাতের তাস পাখার মত ছড়িয়ে সামনের দিক দেখানো থাকে। এত সাবধানতা সত্ত্বেও প্রদর্শক টেবিলের কাছে এসে, দর্শকদের দিকে ঘুরে না দাঁড়িয়ে, ডান হাতের তাসগুলো টেবিলের ডান দিকে আর বাঁ হাতের তাসগুলো বাঁ দিকের কোণ বরাবর সহায়ক তাস দুটির ওপর রেখে দিয়ে টেবিলের অন্যদিকে, অর্থাৎ পিছনে গিয়ে, দর্শকদের দিকে সামনাসামনি হয়ে দাঁড়ায়। রাজার সহায়ক তাসটির ওপর রাণী চারখানি ও রাণীর সহায়ক তাসটির ওপর রাজা চারটি রাখতে এইভাবে কাজ করার নিগূঢ় উদ্দেশ্য, হাত বদল না করে, প্রদর্শকের করণীয় কাজটি সহজে ও অবলীলাক্রমে করে ফেলা।

(৪) সহায়ক তাস দুটির ওপর দু হাতের তাসগুলি ফেলে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, উপুড় করা রাজার ভাগ রাণীর সহায়কের ওপর পড়েছে এবং রাণীর ভাগ রাজার সহায়কের ওপর অবস্থিত।

(৫ ও ৭) রাজা বা রাণীর ভাগ তুলতে সহায়ক শুদ্ধ উঠিয়ে তাসের সামনের দিকটা দর্শকদের দিকে ঘুরিয়ে ধরলে তাঁরা যা দেখবেন তাতেই মনে করবেন

* যাদুক্রীড়ায় নানা রকম যাদুকরী যান্ত্রিক উপায় ব্যবহৃত হয়। কখনও এগুলি চোখে দেখেও ধরা যায় না আবার কখনও দৃষ্টির অগোচরে থাকে। এই প্রকার সামগ্রীকে সহায়ক বলা হয়। উপর্যুক্ত তাস দুটি সহায়কের একটি দৃষ্টান্ত।

যে ঐ ভাগের সব তাসই ঐ রকম একই তাস অর্থাৎ সামনেরটা রাজা দেখলে সবগুলিই রাজা ধরে নেওয়া যায় এবং সামনেরটা রাণী দেখলে অন্তগুলি রাণী ছাড়া আর কিই বা হবে ?

প্রত্যেক ভাগ খামে পুরতে খামটির আড়ালে সেগুলির সামনের তাসটি একটু ছড়িয়ে ঢোকাতে হয় যাতে সহায়কটি খামের মধ্যে না যায় ও বাদবাকী চারখানি তাস ঢুকে পড়ে। এ কার্যটি অনায়াসেই করা যায়। টেবিলের পিছনে দাঁড়িয়ে, বাঁ হাতের খামের ফ্ল্যাপটা তুলে দেবার পর, ডান হাতে এক ভাগ তাস নিয়ে খামে রাখবার সময় তাসগুলি যেই খামের আড়ালে এসেছে তখন বুড়ো আঙুল ওপর দিকে ঘসলেই সামনের সহায়ক তাসটি পিছনে ওপরে উঠে যাবে। এবার আর চারিটি তাস খামের মধ্যে রাখতে সহায়কটি খামের বাইরে গায়ের সঙ্গে সেঁটে ধরে ফ্ল্যাপটা সহায়কের পিছনে গুঁজে দেওয়া যায়। এর পর টেবিলে খামটি রাখবার সময় লেখা দিকটা দর্শকদের দিকে রাখলে, পরে যখন খাম দুটি দর্শকদের হাতে দেওয়া হবে তখন বিনা চেষ্টায় সহায়ক তাস দুটি টেবিলের চাদরের সঙ্গে মিশে দৃষ্টির অগোচর হয়ে থাকবে।

(৬ ও ৮) খামগুলি টেবিলের কিনারা ছাড়িয়ে খানিকটা বাড়িয়ে রাখা হয়। এর প্রথম উদ্দেশ্য খামগুলি দর্শকদের দৃষ্টির অন্তরালে না রাখার কারণ টেবিলে রাখলে উপবিষ্ট দর্শকরা টেবিলের ওপরে রাখা খাম দেখতে পান না। কিন্তু প্রধান মতলব হচ্ছে খাম থেকে সহায়ক তাস দুটি যথা সম্ভব দূরে রাখা যাতে কারও সন্ধানী চোখ ও দুটির অস্তিত্ব টের না পায়।

(৯) টেবিলের সামনে এসে দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে প্রদর্শক এখন ডান বাঁ দেখাচ্ছে। এখনকার ডান ও বাঁ দিক দর্শকদের ডান ও বাঁ, কিন্তু প্রদর্শক যখন টেবিলের পিছনে দাঁড়িয়ে তার ডান ও বাঁ দিক দেখাবে তখন দিক উল্টে যায়। এই দিকভ্রম উৎপন্ন করাই যাদুকরের বৈশিষ্ট্য।

(১০ এ ১১) দর্শকরাই খামের ভিতরের তাসগুলি বার করে বিস্মিত হবেন যে এই কিছুক্ষণ আগেই যে চারিটি তাস এখানে ছিল তা ওখানে গেল কখন আর ও খামেরটাই বা এখানে এল কি ভাবে !

তাস্ত্ুনি

সংঘটন : এক জোড়া তাস থেকে একটি মনোনীত করিয়ে, দর্শক সেটি দেখে তাসজোড়ায় ফেরত দিলে, প্রদর্শক তাসগুলি ভাঁজিয়ে ফেলে। তারপর

বাগ্‌বিস্তার ঃ [তাসজোড়া ভাঁজাতে ভাঁজাতে অনেক দর্শকের সামনে মেলে ধরে] এক খানা তাস নেবেন কি ? যেখান থেকে খুশী। বেশ, তাসটা ভাল করে দেখুন আর মনে রাখুন। দেখা হয়েছে ? তা হলে ঝাঁকের তাস ঝাঁকে ছেড়ে দিন (১)। [তাসজোড়া ভাঁজাতে ভাঁজাতে] আপনাদের কারও কাছে কি সাদা এবং সিধা রুমাল আছে ? যাকে বলে সাধারণ রুমাল। হ্যাঁ, ওটাই চলবে। [রুমাল নিয়ে] আপনি তাসজোড়া একটু ধরুন তো (২)। বেশ চওড়া রুমাল দেখছি। দোষের মধ্যে চার ধার মুড়ি ভেজে সেলাই করা (৩) ফলে ধারটা ভোঁতা। এটা চতুষ্কোণ। চৌকশ লোক না হলে এ রুমাল ব্যবহার করা মুস্কিল। তাসজোড়াটা দিন (৪)। এই রইল তাস রুমালের ওপর, [রুমাল বাঁ হাতের চেটোয় বিছিয়ে তার মাঝখানে চেটোর ওপর তাসজোড়া রেখে] এবার এই দিকটা মুড়ে দিই, তার পর ওদিকটা আর শেষোশেষি এমনি করে জড়িয়ে রাখি (৪)। এতক্ষণে যা হল তা সহজ সরল ভাষায় বললে দাঁড়ায় রুমালের মধ্যে তাস রক্ষণ। আচ্ছা, আমি যদি রুমালটার চার কোণ ধরে তাসগুলো এমন করে ঝুলিয়ে ধরি, যা দেখতে হরিনামের মালাজপের ঝুলি মনে হয়, তা হলে তাসগুলো নিশ্চয়ই রুমালের ফুটো গলে ঝরে পড়বে না। আপনারা কি কেউ রুমাল না ছিঁড়ে একখানা তাস বের করতে পারেন ? পারা যায় না। বেশ, তা হলে যিনি একটি তাস বেছে নিয়েছিলেন তিনি অনুগ্রহ করে তাঁর সেই তাসটির নাম সবাইকে জানিয়ে দিন। [এ সময় রুমাল ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে] তা হলে চিঁড়ের গোলাম নিয়েছেন ? গোলামরা সব সময়ই মোলায়েম হতে অভ্যস্ত, গোলমাল না হলেই গলে যায়। দেখুন, রুমালের বুনটের ফোকর দিয়েই তাসটা গলে বেরুচ্ছে। গোলামীতে কেমন বিগলিত হয়ে থাকতে হয় চোখ পেতে দেখুন। চালুনি দেখেছেন নিশ্চয় ? এটা হল তাস্‌নি [তাসটি মাটিতে পড়লে] ভয় নেই। আপনার রুমালে ফুটো হয়ে যায় নি। শুধু তাসটি 'কশ্চিৎ কান্তা বিরহ গুরুণা' ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে রুমালের ফাঁক পার হয়ে এসেছে এই যা।

উপকরণ ঃ একজোড়া সাধারণ খেলার তাস ও একটি রুমাল যা দর্শকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করাই ভাল।

কর্ত্তব্য : (১) দ্বিতীয় বিভাজনের সহায়তায় মনোনীত তাসটি ওপরে আনা হয়।

(২) তাসজোড়া দর্শকের হাতে অর্পণ করার মুহূর্তে ওপরের মনোনীত তাসটি ডান হাতে করায়ত্ত করা হয়। করায়ত্ত হাতে রুমালটি আগে গ্রহণ করে, বাঁ হাতের তাসগুলি দর্শককে দেওয়া হয়।

(৩) ডান হাতের করায়ত্ত তাসটির ওপর রুমালটি পেতে দেওয়া হয়। এতে করায়ত্ত তাসটিও নিরাপদে থাকে এবং রুমালের আচ্ছাদনে থাকায় দেখাও সম্ভব নয়।

(৪) তাসজোড়া রুমালের মধ্যে জড়াতে জড়াতে (চিত্র ৫০) করায়ত্ত তাসটি রুমালের আবেষ্টনীতে ঢেকে ফেলা হয়। এ অবস্থায় রুমাল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানো হয়। কিন্তু চারটি কোণ এক করে ধরে, ওপর নীচ ঝাঁকালে, জড়ানো রুমাল আলগা হয়ে যায় আর মনোনীত তাসটি রুমালের বাইরে রাখার দরুণ ভাঁজের চাপ থেকে একটু একটু করে তলার দিকে বাইরে আসতে থাকে। ক্রমাগত ঝাঁকুনির জন্য তাসের এই অল্পে অল্পে বহির্গমন সাধারণ দৃষ্টিতে রুমাল ভেদ করে আসছে প্রতীয়মান হয় এবং দর্শকদের চোখে ওটাই প্রতিপন্ন করা এই খেলার বিশেষ তাৎপর্য। ছবিতে তাসটি দু পাশের রুমাল দিয়ে ঢেকে ফেলার আগের অবস্থা দেখানো হয়েছে যাতে মনোনীত তাস রুমালের বাইরে কেমন করে রাখা হয় বুঝতে পারা যায়।



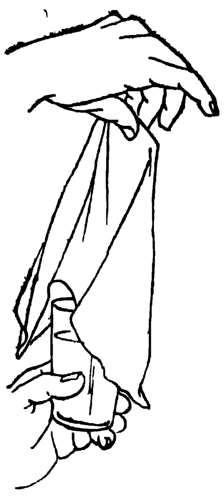
চিত্র ৫০

ডুবুরী

সংঘটন : একজোড়া তাস থেকে একটি নির্বাচিত হলে সেটি রুমাল চাপা দিয়ে দর্শককে ধরতে দেওয়া হয়। পরে রুমাল চাপা তাসটি জলে ভর্তি গ্লাসের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। রুমাল তুলে নিলে গ্লাসটিতে আর তাস দেখা যায় না। অবশেষে উক্ত দর্শকের পকেট থেকে সেই নির্বাচিত তাসটি উদ্ধার করা হয়।

বাগ্‌বিস্তার : [তাসজোড়া ভাঁজাতে ভাঁজাতে জনৈক দর্শকের সামনে

মেলে একটি তাস বেছে নিতে বলা হয় ও তাস নেওয়া হলে] আপনি কোন্ তাসটি নিয়েছেন তা আমার অজানা নেই (১)। আপনার হাতে রুইতনের গোলামটা রয়েছে তো ? তাসটা উঁচু করে ধরে সবাইকে দেখান। [তাস যখন প্রদর্শিত হচ্ছে] এ ব্যাপার মোটেই তেমন বিস্ময়কর নয়। কারণ, ঐ গোলামটি এর পরেও যে সব কাণ্ডকারখানা করবে তাতে আমিই ভড়কে আছি, আপনারা চমৎকৃতই হবেন। ঐ গোলামের অতীত জীবনের ঘটনা আপনাদের জানা নেই। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন, কেমন ভাল মানুষ দেখতে আর চোখের দিকে চেয়ে দেখুন দৃষ্টি ঘুরিয়ে রয়েছে। আগে ও লঙ্কার আশেপাশে ডুব মারত। ও রামের শত্রুদের বংশধর, আবার রামপ্রসাদের ভক্ত। ওর জীবনের উদ্দেশ্য, 'ডুব দেরে মন কালী বলে, জলধি রত্নাকরের অগাধ জলে'। এখনও ওকে জলে ডুবতে দিলে বোকা হনুমানের মত পর্বত সমেত ওষধির বদলে অগাধ জলের সমস্ত রত্ন আখেরে আপনাদের জন্য তুলে আনবে। বিশ্বাস হচ্ছে না ? সত্যমিথ্যা আপনাদের প্রত্যক্ষ করাচ্ছি। [জনৈক দর্শককে লক্ষ্য করে] সাগর কোথায় পাব জানতে চাইছেন ? ভগীরথ নাগার্জুন আমাদের দেশেই জন্মেছে। তার সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আমাদের মগজে ঠাসা। আমরা কি না পারি ? বিজ্ঞান পড়াবার সময় আচার্য মশাই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যদি টেস্ট-টিউব বাতলাতে পারেন তা হলে [জল ভর্তি গ্লাস তুলে দেখিয়ে] আমার এটাই বা প্রশান্ত কেন অশান্ত মহাসাগর হলে এমন কি হাস্যকর ব্যাপার হয় বলুন ? হাসছেন ? আচ্ছা, আপনিই এগিয়ে এই মহাসাগর ধরুন তো, যাতে সকলের সুনজরে থাকে (২)। [দর্শকের বাঁ হাতে গ্লাসটি ধরিয়ে] আপনার তাসটা এখন আমায় দিন। [সকলকে দেখাতে দেখাতে] রুইতনের গোলামই বটে। আপনারা কেউ একটা রুমাল হাওলাত দেবেন ? বিনা সুদে অবশ্য। [প্রদত্ত রুমাল বাঁ হাতের চেটোতে বিছিয়ে তার ওপর তাসটি চিৎ করে রেখে] তাসটা এখানে রাখছি, কারণ ডুবুরীর একটা পোষাক চাই। আপনি [যাঁর বাঁ হাতে জলের গ্লাস তাঁকে] এটা ডান হাতে এমনি করে চিমটি কেটে ধরুন তো (চিত্র ৫১) ? উঃ, অত জোরে চিমটি কাটতে



চিত্র ৫১

আছে? গোলাম হয় তো এখনই কাকিয়ে কেঁদে উঠবে। বেশ যোলায়েম করে জোরে চেপে ধরুন। এই যেমন লোকে আদর করে চড় মারে আর কি। এবার গ্লাসটা রুমালের তলায় ধরুন। [রুমালের ঝুলন্ত অংশ গ্লাসের চার দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে রুমালশুদ্ধ তাস ছেড়ে দিলে তাসটি গ্লাসের মধ্যে পড়ে যায় কিন্তু রুমাল না ভিজে যায়; এ জন্য গ্লাসের জল বেশ কিছু কম থাকা দরকার অথচ সমস্ত তাসটি খাড়া হয়ে পড়লে ডুবে থাকে] মশাই, তাসটি এখনও ধরে আছেন তো? রুইতনের গোলাম এখনও ডুবে যায় নি, কেমন? এবার আমি এক দুই করে তিন বলা মাত্র আপনি তাসশুদ্ধ রুমাল ছেড়ে দেবেন আর রত্নাকরের অগাধ জল থেকে ডুবুরী আপনার জন্য কোন্ রত্নটি তুলে আনবে তাও মনে মনে বলে দেবেন। এক···দুই···তিন। [যাদুকাঠি হাতে নিয়ে (৪)] এবার আমার হাতে গ্লাসটা দিন। আপনি রুমালটা তুলে নিন। তাসটা কোথায় মশাই? [গ্লাসটি টেবিলে রেখে] আপনি নিশ্চয়ই মুল্যবান কোন রত্নের আকাঙ্খা করেছিলেন? আপনার ঐ পকেটে কি নড়ছে মশাই? [(৫) পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তৎক্ষণাৎ হাতের খানিকটা বার করে] মশাই, ধুরন্ধর আপনার পকেটে মুল্যবান রত্নের মুল্যটা মিলবে কি না খুঁজে দেখতে ঢুকেছিল, দেখছেন [পকেট থেকে গোলাম বার করে দর্শকদের প্রদর্শন] ?

উপকরণ: একজোড়া তাস, একটি বড় কাচের অর্ধেকের বেশী জলে পুর্ণ গ্লাস যার মধ্যে একটি তাস সম্পূর্ণ ডুবে থাকতে পারে ও সেলুলয়েডের পাতের তাসের মত পুরু, তাসের আকারের, স্বচ্ছ সহায়ক।

কর্তব্য: (১) তাসটি নিয়ন্ত্রিত তাই প্রদর্শকের পক্ষে সেটি জানা ও বলা সহজ।

(২ ও ৩) দর্শকের বাঁ হাতে আগে জলের গ্লাসটি ও পরে ডান হাতে রুমাল ঢাকা তাস ধরিয়ে দেওয়া হয় যাতে দর্শকের পক্ষে আর রুমাল উল্টে তার তলায় কি আছে দেখবার উপায় না থাকে। এর কারণ এই যে, প্রকৃত পক্ষে দর্শকের ডান হাতের রুমালের মধ্যে স্বচ্ছ সহায়কটি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে যার ওপর দিকের আকার রুমালের বাইরেও ফুটে থাকে এবং আপাত দৃষ্টিতে তাস বলেই মনে হয়। সহায়কটি খেলা দেখাবার প্রাক্কালে তাসজোড়ার নীচে রাখা হয় আর রুহিতনের গোলামটি ওপরে থাকে যাতে ঐ তাসটি নিয়ন্ত্রণ করতে এক ভাগ তাস জোড়ার মাঝখান থেকে টেনে ওপরে রাখলে নির্দিষ্ট

তাসটি স্বচ্ছন্দে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যে তাসটি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সেটি জোড়া থেকে দর্শকদের সামনে খুঁজে উপযুক্ত স্থানে রাখলে, দর্শকদের মনে সন্দেহের কারণ জাগতে পারে বলেই, আগেই যথাকর্তব্য সম্পন্ন করে রাখা যুক্তিযুক্ত। নির্বাচিত রুহিতনের গোলামটি ফেরত নিয়ে তাসজোড়ার নীচে রাখা হয় ও ঐ অবস্থাতেই সকলকে একবার দেখানো হয়। তারপর ঐ তাসটি জোড়া থেকে তুলে নেবার সময় সহায়কটি গোলামের পিঠে মিলিয়ে মিশিয়ে এক করে ধরা হয়। সহায়ক ও তাস এক সঙ্গে মিলিয়ে ডান হাতের আঙুলে তলার দিক ধরে, ওপর দিকটা উঁচুতে তুলে, রুমাল চাপা দেওয়া হয় ও একবার অন্তত তাসের সামনের রুমাল উঠিয়ে দেখানো হয় যে, তাসটি তখনও সেখানে রয়েছে। এর পর দর্শককে যখন তাসের ওপর দিক রুমালশুদ্ধ চিমটি দিয়ে ধরতে বলা হয় ও কাজেকর্মে দেখিয়ে দেওয়া হয় তখন গোলামটি বুড়ো আঙুলের অন্তর্মুখি টানে করায়ত্ত করা হয় ও সহায়কটি দর্শককে ধরিয়ে দেওয়া হয়।

(৪) যাদুকাঠি হাতে নেওয়া এ সময় অনিবার্য প্রয়োজন, কারণ করায়ত্ত তাসটি মনের মত গোপন রাখতে ঐ হাতের মুঠোয় যাদুকাঠি রাখাই সর্ববিঘ্ন-বিনাশন উপায়।

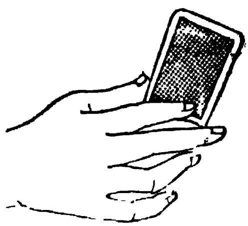
(৫) যাদুকাঠি অন্য হাতে নিয়ে, অথবা বাঁ বগলে রেখে, অনামিকা মুড়ে তর্জনী দিয়ে পকেট দেখাবার পর-মুহূর্তেই, করায়ত্ত তাস সমেত হাতটি পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে তাসটি ধরে, ধীরে ধীরে তাসটি দর্শকের গা ঘেঁসে বার করতে হয় যাতে করায়ত্ত করার দরুন তাসে যে বক্রতা আসা স্বাভাবিক তার চিহ্নমাত্রও না পরে থেকে যায় যখন তাসটির সবখানি বাইরে এনে দেখানো হতে থাকে।

দৃষ্টিকোণ

সংঘটন ঃ একজোড়া তাস থেকে দর্শক একটি তাস মনোনীত করার পর দেখে তাসজোড়ায় সেটি প্রত্যর্পণ করেন। তাসগুলি তখন বেশ করে ভাঁজিয়ে দেওয়া হয়। এর পর প্রদর্শক তিনবার তাসজোড়ার বিভিন্ন স্থান থেকে তিনটি তাস দর্শককে দেখায় যেগুলি দর্শক তাঁর নির্বাচিত তাস নয় জানান। ঐ তিনটি তাস প্রত্যেক কেপে দেখাবার পর টেবিলে উপুড় করে রাখা হয়। এখন এই

তিনটি তাসের যেটিই দর্শক নির্দেশ করবেন সেইটিই তাঁর মনোনীত তাস হয়ে পড়বে।

বাগ্‌বিস্তার: শোনা যায় তাসের যাদুতে এ যুগের রসিকদের খুশী করা দুষ্কর। আমি যখন তাস ভাঁজাতে ভাঁজাতে আপনাদের এ খবরটি দিচ্ছি তখন আপনারা মনে মনে বলছেন যে যুগের মনস্তত্ত্ব জেনেও তাস নিয়েই কেন এগুচ্ছি। আমার অভিপ্রায় হচ্ছে একটা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আপনাদের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই। তথ্যটা এই,—আমরা সরল দৃষ্টিতে যে বস্তু অবলোকন করি সেটাই তির্যক দৃষ্টিতে দেখলে অবস্থান পরিবর্তনের মাহাত্ম্যে চেহারাও পাল্‌টিয়ে যায় (১)। এটিই হচ্ছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এই একজোড়া তাস আপনাদের সামনে ছড়িয়ে ধরছি। যেখান থেকে ইচ্ছা একটা তাস টেনে নিন। নিয়েছেন? এবার আপনার তাসটি সবাইকে দেখিয়ে রাখুন (২), নিজে দেখুন ও মনে রাখুন। আমি যাতে তাসটি না দেখে ফেলি সে বিষয়ে সাবধান থাকলেই ভাল। অবশ্য আমি দেখে ফেললে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না, কারণ আমার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা আর আপনাদের দৃষ্টিপথে অবস্থিত তাস এক হবার সম্ভাবনা নেই যদি আইনস্টাইনের কথায় আপনাদের আস্থা থাকে। এবার তাসজোড়াটি নিন ও এর মধ্যে তাসটি রেখে সমস্ত তাস ভাঁজিয়ে ওলটপালট করে ফেলুন যাতে আমি আপনি বা আর কেউ না টের পাই কোথায় আপনার তাসটি রয়েছে। [তাসজোড়া ফেরত নিয়ে] আপনি বেশ ভাল করে ভাঁজিয়েছেন তো? আপনার নেওয়া তাসটি এর মধ্যে কোথায় আছে আপনিও বলতে পারবেন না, আমি তো নই (৩)। সত্যি বলতে কি, তাসটা কি, আর কোথায় আছে, আমি জানি না। [ওপরের তাসটি তুলে নিয়ে (চিত্র ৫২)] ওপরের তাসটিই নিলাম (৪)। এ তাসটি কি আপনার? নয়, বেশ! [তাসটি জোড়ায় রেখে] তা হলে নির্ঘাৎ নীচের তাসটি আপনার না হয়েই যায় না। [তলার



(চিত্র ৫২)

তাসটি ডান হাতের আঙুল দিয়ে টেনে বার করে প্রদর্শন] এ্যাঁ, এটাও নয়! এটাও বাদ দিচ্ছি। জোড়ার ওপরের ও তলার তাস নিয়েছিলাম আপনাদের তাস মনে করে। হল না, তাই সে দুটো বাদ দিচ্ছি [(৫) পূর্বে রাখা তাসের

বাঁ দিকে রেখে, তাসজোড়ার মাঝ থেকে আর একটি তাস বার করে দেখিয়ে] আপনার তাস নিশ্চয়ই মাঝে রয়েছে। এটাই আপনার তাস। এটাও আপনার নয়? সুতরাং বাদ দিচ্ছি (৬)। [এ তাসটি আগের বারের টেবিলে রাখা তাসের ডান দিকে রেখে তাস তিনটি পাশাপাশি রেখে] আপনি নিশ্চয়ই কি তাস নিয়েছিলেন ভুলে গেছেন তাই এত গোলমাল হচ্ছে। মনে যদি থাকে সবাইকে শুনিয়ে নামটা বলুন, যাঁরা তাসটি দেখেছিলেন তাঁরাও শুধরে দিতে পারবেন। [দর্শক ঘোষণা করলে] তা হলে তো ঠিকই ঐ তাসটি আপনি বেছে নিয়েছিলেন। তাসজোড়া আমি মেলে দেখাচ্ছি, দেখুন, আপনার তাস দেখতে পেলেই থামতে বলবেন। [তাস খুলে দেখানো শেষ করে] তা হলে আপনি এখান থেকেই যে তাসটি নিয়ে ফেরত দিয়েছিলেন সেটি এগুলোর মধ্যে নেই আর ও তিনটেও নয়। তা হলে তাসটা কোথায় পাওয়া যাবে বলুন? আপনি দেখেছেন, ওঁরাও দেখেছেন, এতেই ছিল, এতেই রাখা হয়েছে। গেল কোথায়? আপনার পকেটে নিশ্চয় যায় নি, আমার পকেটেও থাকতে পারে না, কারণ কিছু থাকলে গিন্নি অনেক আগেই ফাঁক করে সরে পড়েছেন। তা হলে ব্যাপারটা গুরুতরই হল। একটা তাস বেমালুম উড়ে গেল, কেউ দেখতে পেল না। এতেও যদি বাক্য বর্ষণ করেন অবাক করে দেব বলছি। হ্যাঁ, গোড়াতেই বলেছিলাম, দৃষ্টিকোণ বদলাতে পারলে চেহারাও বদলায়। আচ্ছা, এবার আপনি এই তিনটে তাসের একটা চেপে ধরুন তো (৭)? [স্পৃষ্ট তাসটি বাদে অন্য দুটি তাস দেখিয়ে জোড়ায় তুলে রেখে] আপনি ঐ তাসটি তুলে সবাইকে একবার আগে দেখান তার পর নিজে দেখুন। ওটা আপনার তাস হয়ে গেছে? আসল কথা আমার হাতে আপনার তাস দেখায় আর নিজেদের হাতে ঐ একই তাসটি দেখতে কত তফাত হয়েছে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন। বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব যাদুকরদের দৃষ্টান্তে কত সহজে বুঝা যায়, দেখলেন তো?

উপকরণ: সাধারণ একজোড়া খেলার তাস।

কর্তব্য: (১) কথা বলার সময় ও তাস ভাঁজাবার ফাঁকে ফাঁকে তাসজোড়ার দুই প্রস্থে ডান হাতের আঙুল দিয়ে ধরে, উপরমুখি টান দিয়ে কয়েকবার ছেড়ে দিলে, তাসজোড়া ধনুকের মত বেঁকে যায় ও উল্টো দিকে মোচড় না দিলে ঐ বাঁকা অবস্থা বহাল থাকে। বার দু তিন একই দিকে বাঁকালে বক্রতা স্থায়ী হয় ও নতুন তাসজোড়াতেই এই ক্রিয়াটি প্রয়োজ্য।

(২) প্রদর্শকের নির্দেশ অনুসারে দর্শক যখন তাস উঁচু করে দেখাচ্ছেন তখন তাসজোড়া নিয়ে প্রদর্শক হাতের চাপে বিপরীত দিকে বক্রতা তৈরী করে ফেলে। পরে এই তাসজোড়া বিছিয়ে দিয়ে বা ছড়িয়ে ধরে দর্শককে মনোনীত তাসটি যেখানে ইচ্ছা রেখে সমস্ত তাস ভাঁজাতে বলা হয়।

(৩) কথা বলার ফাঁকে তাসজোড়াটির প্রস্থের দিকটা সমান্তরাল না রেখে, একটু ওপর দিকে তুলে ধরলেই দেখা যাবে যে, তাসজোড়ার একটা জায়গা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গৃহীত তাসের বক্রতা ও তাসজোড়ার বাকী তাসের বক্রতা বিপরীতমুখি হওয়াতে ঐ তাসগুলির মধ্যে মনোনীত তাসটি ঐ ভেদ রেখা সৃষ্টি করে থাকে। ঐ ভেদ রেখার তলার অংশ কেটে ওপরে রাখলেই দর্শকের নির্বাচিত তাসটি জোড়ার ওপর চলে আসে। এ ভাবেই তাসটি তাসজোড়ার ওপরে আনা হয়।

(৪) দর্শকদের এ সময় যে তাসটি দেখানো হয় সেটি প্রকৃতপক্ষে সামনের তাসের পিছনে, মনোনীত তাসটিকে ঢেকে, এক করে দেখানো হয় বলেই মনে হয় একটি মাত্র তাস প্রদর্শক তুলেছে। ওপরের ছবিতে (চিত্র ৫২) দুটি তাস একত্র ধরার কায়দা দেখানো হয়েছে। দুটি তাস একত্র তুলে নেবার অনেক রকম ব্যবস্থা করা যায়। ওপরের তাসটি ওঠাবার আগে তার তলার তাসটি প্রদর্শক নিজের কোলের দিকে বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠের টানে একটু বাড়িয়ে রাখে। এর পর ডান হাতে তাস তুলতে, বাড়ানো তাসের ওপরের তাসটিও তলার বাড়ানো অংশের সঙ্গে মিলিয়ে তুলে ও চিত্রবৎ তাস দুটির তলার দিকে বাঁকিয়ে ধরা হয়। এ ভাবে আঙুলের চাপে তাস দুটি বাঁকিয়ে না ধরলে তাস দুটি অতর্কিতে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। অগত্যা এই অতিরিক্ত সাবধানতা। পরে ঐ তাস জোড়ার ওপর রেখে যখন ওপরের একটি তাস তুলে টেবিলে উপুড় করে রাখা হয় তখন মনোনীত তাসটিই সেখানে পড়ে। কিন্তু দর্শকদের বিচারে অন্য একটি তাসই রাখা হয়েছে মনে হয়। পরের দু বারের দুটি তাসও টেবিলে রাখতে প্রথমে একটি তাস দেখাতে হয়, তার পর সেটি জোড়ার ওপর রেখে অবশেষে টেবিলে রাখতে হয়। রীতি বজায় না রাখলে অযথা সন্দেহের উদ্রেক হওয়া বিচিত্র নয়। এই ছোট খাট ত্রুটিগুলিই মারাত্মক গলদরূপে যাদুর বিস্ময় প্রশমিত করে দেয়।

(৫) এই মন্তব্য করার সুযোগে, মুহূর্তের জন্য তাসটি জোড়ার ওপরে রেখেই ওপরের তাসটি তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু তাসের সামনেটা যাতে কারও নজরে না পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। পরে যেখানে রাখার রাখতে হয়।

(৬) তাসটি টেবিলে রাখার সময় তাসজোড়ায় আবর্তন প্রয়োগ করে ওপরের তাসটি অপসারিত করা প্রয়োজন। বিশেষতঃ পর পর ওপরের তাসটিই যদি তিন বার দেখাবার দরকার হয় তখন এক হাতে সম্পাদিত আবর্তন ছাড়া গতি থাকে না। তবে এ খেলাটির বেলায় জোড়ার ভিন্ন তিনটি স্থানের তাস দেখানো হয় বলে আবর্তন প্রয়োগ না করলেও চলে।

(৭) যদিও দর্শককে তিনটি তাসের যে কোনও একটি চেপে ধরতে বলা হয়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে একটা যাদুকরী ব্যবস্থার শরণ নিতে হয়। প্রকৃতির বশে মানুষ সর্বদাই পাশাপাশি অবস্থিত তিনটি দেখা বা অদেখা সামগ্রীর মধ্যে মাঝেরটিই মনোনয়ন করে। মানুষের মনের এই রীতিটার সুযোগ নিতে প্রথম প্রদর্শিত তাসটির দু পাশে পরের দুটি তাস রাখা হয়। এ দুটি রাখতে হেলাফেলা করে রাখতে হয়, নইলে অত সাজিয়ে গুছিয়ে মাঝের তাসটি রাখলে বিশ্লেষণী মানব মন সতর্ক হয়ে ওঠে। এত সাবধানতা সত্ত্বেও যদি দর্শক পাশের কোনও একটি তাস চেপে ধরেন তখন কি উপায়? উপায় একটা আছে। প্রথমবার যদি ডান ধারের তাসে দর্শকের হাত পড়ে তা হলে মহাসপ্রতিভকণ্ঠে প্রদর্শক বলে, "ওটা বাতিল হল; বাকী দুটোর একটা ধরুন।" যদি মাঝেরটা ধরেন তা হলে তো হয়েই গেল। মাঝেরটা এড়িয়ে অন্যটা ধরলে প্রদর্শক পূর্ববৎ সেটিকেও বাতিল করে তাসজোড়ায় উঠিয়ে রাখে। সুতরাং অবশিষ্ট তাসটিকেই উল্টে দেখতে বললে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যায়। তিনটি জিনিসের মধ্যে একটি পছন্দ করার স্বচ্ছন্দ প্রশ্রয় দিয়েও প্রদর্শকের ঈপ্সিত জিনিসটিকে নির্বাচন করার এই যাদুকরী বিধান তর্কশাস্ত্র সম্মত ব্যবস্থা। রক্ষণ বর্জনের এই যাদুকরী নীতির আরও পরিচয় পরে পাওয়া যাবে।

অনির্বচনীয়

সংঘটন: দর্শকের হাতে তাসজোড়াটি দিয়ে বলা হয় তাসগুলি মনের সাধ মিটিয়ে ভাঁজাবার পর তিনি যেন পাঁচ থেকে পঁচিশের মধ্যে যে কোনও একটি সংখ্যা মনে করে তাসজোড়ার ওপর থেকে ততগুলি তাস একটি একটি করে ফেলে বা পর পর গণনা করে নির্ধারিত সংখ্যায় যে তাসটি অবস্থিত সেই তাসটি দেখে তাসজোড়া প্রদর্শককে ফেরত দেন। প্রদর্শক তাসগুলি পেয়ে,

একবার মাত্র কানা টেনে আওয়াজ করে, উক্ত তাসটি অদৃশ্য করে দেয়। অবশেষে সেই তাসটি প্রদর্শক পকেট থেকে বার করে।

বাগ্‌বিস্তার ঃ একজোড়া তাস থেকে আপনাদের একটা তাস তুলে নিতে বললে, আপনারা মনে করেন, আমাদের আঙুলগুলোর সঙ্গে তাসগুলোর একটা গোপন সম্পর্ক থাকা সম্ভব যাতে আমরা দৈবজ্ঞের চেয়ে সর্বজ্ঞ হয়ে পড়ি। তাই যাতে খুঁতখুঁতে লোকেও কোন খুঁত না ধরতে পারে সে জন্য তাসজোড়া আপনাদেরই এক জনের হাতে ছেড়ে দিতে চাই। আপনি নিন। তাসগুলো ভাঁজাতে ভাঁজাতে পাঁচ থেকে পঁচিশের মধ্যে একটা সংখ্যা ভেবে ফেলুন। সংখ্যা স্থির করে, তাসজোড়ার ওপর থেকে, একটি একটি তাস গণনা করে, আপনার নির্দিষ্ট সংখ্যায় কোন্ তাসটি পড়েছে দেখে নেবেন। সংখ্যা ও তাসটি অবশ্যই মনে রাখবেন। নির্দিষ্ট সংখ্যায় তাসটি যেন পরেও থাকে এটা খেয়াল রাখবেন। আমি ঘুরে দাঁড়াচ্ছি যাতে আপনার গণনার সময় ও তাস দেখার সময় কিছু না দেখে ফেলি। তাস দেখা হয়ে গেলে, বলবেন। [তাস মনোনীত হওয়ার সংবাদ পেয়ে, সামনের দিকে ফিরে, তাসজোড়াটি নিয়ে] যে সংখ্যাটি মনে মনে স্থির করেছেন তা আপনার মনে আছে (১) ? সেই সংখ্যায় যে তাসটি ছিল, সেটা দেখেছেন ? এখনও মনে আছে ? ও তাসটি এখনও ঐ সংখ্যাতেই অবস্থিত ? পরে তাসগুলি ভাঁজান নি তো ? তা হলে আপনার নির্দিষ্ট সংখ্যায় অবস্থিত তাসটি সেখানেই পাওয়া যাবে, কেমন ? সেখানেই আছে, বলছেন ? আমি তাসটি সেখান থেকে অন্য জায়গায় আপনাদের অজান্তে পাঠাচ্ছি। সুতরাং আপনার দেখা তাসটি আর সেখানে পাওয়া যাবে না (২)। এখন যদি আপনাদের একটি একটি তাস ফেলে নির্দিষ্ট সংখ্যায় যে তাসটি পাওয়া যাবে সেটি আপনার একটু আগে দেখা তাস না হয় তা হলে স্বীকার না করে পারবেন না যে, কি তাস আর কোথায় ছিল না জেনেও, সেই বিশেষ তাসটি স্থান ত্যাগ করেছে ? এবার শুধু আপনার মনে মনে ঠিক করা সংখ্যাটি জানান। তাসের নাম এখন বলার দরকার নেই। আপনার সংখ্যা…বাইশ। [ক্রমিক সংখ্যাগুলি পর পর মুখে বলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে একটি একটি তাস ফেলে একুশ সংখ্যা পর্যন্ত দেখানো হতে থাকে অর্থাৎ ঘোষিত সংখ্যার একটি কম, কারণ বাইশতম তাসটি জোড়ার ওপরে থাকার কথা। জোড়ার ওপরের তাসটি ফেলা তাসগুলির ওপরে না রেখে আলাদা উপুড় করে রাখতে রাখতে] আর এই তাসটি বাইশ। এ তাসটা

আলাদাই থাক কারণ ওটি দেখবার আগে (৩) আপনাদের দেখা দরকার, জোড়ার অন্য কোথাও আপনার তাসটি আছে কি না। [হাতের বাকী তাসগুলো পাখার মত মেলতে মেলতে] আগের সমস্ত তাসই দেখেছেন, কেবল ঐ বাইশ সংখ্যক তাসটি দেখেন নি, এবার হাতেরগুলোও দেখে রাখুন যাতে বুঝতে পারেন সব তাসই দেখা হয়েছে, তার মধ্যে আগে দেখা তাসটি নেই। ঐ একটি ছাড়া আর সব তাস তা হলে দেখা হয়ে যাবে। [তাস দেখানো শেষ করে, ছড়ানো তাস জড় করতে করতে] তর্ক শাস্ত্রের সূত্র অনুসারে ঐ না দেখা তাসটিই আপনার সেই নির্দিষ্ট তাস হতে বাধ্য। আপনি খুব সম্ভব হরতনের গোলামটা দেখেছিলেন? আমার ঘোষণা ঠিক। তবু আমি বলছি ঐ না দেখানো, আলাদা করে রাখা, তাসটি কখনও হরতনের গোলাম নয়, হতে পারে না। তাসটি এবার উল্টে নিজে দেখুন, সবাইকে দেখান। তা হলে তাসটা গেল কোথায়? ভুলে নিজের পকেটে রাখেন নি তো? খুঁজে দেখুন একবার (৪)। [অনুসন্ধান-রত দর্শকের প্রতি সকলের লক্ষ্য ঘুরিয়ে দিয়ে প্রদর্শক তার ডান হাতটি ডান পকেটে পুরে একটি তাস যখন নির্গত করছেন তখন ডান দিকটা দর্শকদের দিকে রেখে] হরতনের গোলাম আমি খেলা দেখাবার আগেই পকেটে রেখেছিলাম। এই দেখুন সেই তাসটা। কি আশ্চর্য কাণ্ড বলুন তো? উনি সেই তাসটাই ঐ তাসের মধ্যে দেখলেন। এখনও বলছেন, দেখেছেন। নাঃ, স্বচক্ষে দেখেও কি যে দেখি আর কি যে ধারণা করি বোঝাই যায় না। স্বপ্নও আমরা চোখে দেখি। যাদুও চোখে দেখি, চোখের দেখায় চিনতে পারি কৈ?

উপকরণ: সাধারণ একজোড়া খেলার তাস মাত্র।

কর্ত্তব্য: (১) তাসজোড়াটি হাতে পাওয়া মাত্র প্রথম আবর্তনে তলার তাসটি ওপরে উঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে নির্বাচিত তাসটি ধার্য সংখ্যার পরবর্তী অবস্থানে চলে যায়।

(২) তাস গণনার সময় যাতে কোনও ভুল ভ্রান্তি না হয় সে বিষয়ে দর্শককে বিশেষ ভাবে অবহিত করানো আবশ্যক। তা ছাড়া,—স্থির করা সংখ্যার তাসটি দেখার পর তাসটি যাতে ঐ স্থানেই থাকে সে কথাও বুঝিয়ে বলতে গোড়াতেই হাতে কলমে কি করতে হবে তা দেখিয়ে দেওয়া ভাল এবং পরে তাসগুলি যেন আর ভাঁজানো না হয় জানিয়ে রাখতে হয়।

(৩) মনোনীত তাসটির জায়গায় যে তাসটি পাওয়া যায় সেটি তৎক্ষণাৎ না দেখতে দেওয়ার যুক্তি হচ্ছে সকলেরই মনে হবে ওটিই দর্শকের দেখা

তাস। প্রদর্শক ঐ তাসটি পরে কিছু একটা করবে সুতরাং ওটাতেই মনো-যোগ রাখতে হবে, ফলে প্রদর্শক পরে যা করতে থাকে তাতে তত নজরও দেয় না মনোযোগের অভাবে। যাদুকরী চাতুর্যের এটি আরও একটি বিশেষ নিদর্শন এই যে, এমন অবস্থা সৃষ্টি করা যাতে দর্শকদের চিন্তা ও মন বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকে।

(৪) দর্শক নিজের পকেট খুঁজতে থাকায় সকলের দৃষ্টি সেখানেই চলে যায়। প্রদর্শক এই সুযোগটুকুর সদ্ব্যবহার করতে ওপরের তাসটি করায়ত্ত করে নিজের পকেটে হাত ঢুকিয়ে তাসটিকে নিজের গায়ে চেপে ধরে, বক্তৃতা দুর করার পর তাসটিকে দু আঙুলে ধরে ধীরে ধীরে নির্গত করে দেখায়। এবারও যাদুকরী চাতুর্যে জনগণের মন ও লক্ষ্য ভিন্ন দিকে পরিচালনা করে নিজের করনীয় কর্মটি অনায়াসে সম্পন্ন করা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

জন্মান্তর

সংঘটন ঃ দর্শকের নির্বাচিত তাসটি দস্তখত দ্বারা চিহ্নিত করে তাসটি জলন্ত দীপশিখায় ভস্মসাৎ করা হয়। অব্যবহিত পর মুহূর্তেই তাসটিকে অবিকৃত অবস্থায় প্রদর্শন করার বিস্ময়কর ঘটনাই এ খেলার বিশেষত্ব।

বাগ্‌বিস্তার ঃ [দর্শক ছড়ানো তাসের একটি নেওয়ার পর] এতগুলো তাসের মধ্যে কোন্‌টা যে আপনি না জেনে টেনেছেন তা না দেখা পর্যন্ত বলতেও পারবেন না, আমি দেখবও না, জানবও না। তবে এ বারের মত আমরা দু জনে সদ্ভাব করে নিতে পারি তো? সুহৃৎ হতে হলে দুজনেরই মনের মধ্যে কোন কথা লুকিয়ে রাখা চলে না। আপনার তাসটি সবাইকে দেখান, আমাকেও দেখিয়ে দিন। তাহলে আপনি ইস্কাবনের ছয় নিয়েছেন। তাসটি পরে চিনতে কোনও রকম ভুল না হয় সে জন্য আপনি তাসের বুকে এই পেন্সিল দিয়ে আপনার নামটা লিখে রাখুন (২)। এ তাসটা চিনতে আর কোনও কষ্ট হবে না। ঠিক যেন দাগী চোর। এবার তাসটি আমাকে দিন [ডান হাতের তাসটি বাঁ হাতে নিয়ে মাথার ওপর তুলে ধরে] এবার আমি স্বস্থানে প্রস্থান করছি। দয়া করে তাসটি ও তাতে যে চিহ্ন দেওয়া

হয়েছে তা দেখতে থাকুন। আপনারা চক্ষুষ্মান থাকলে ঐ তাস আর চিহ্নের একটুও রদবদল হওয়া সম্ভব নয় (৩)। সইটার দিকে নজর রাখবেন কারণ ওটাই আসল আর সবই ভুয়া। অসার এই যাদুর আসরে সবই মায়া। তবু সই, কত সই! সইয়ের গুণেই অন্নবস্ত্রের অর্থ খুঁজে পাই। সইটার প্রতি লক্ষ্য রাখুন। ওটাই দর্শনীয়, যেটায় আছে সেটা স্পর্শনীয়। একটু পরেই হয়তো দেখবেন এটাই ব্যাঙ্কের চেক, নয় দর্শনী হুণ্ডি হয়ে পড়েছে, অথবা হ্যাণ্ডনোট। তারপর টাকার অঙ্কটা! না, না, সব কথা বলা ভাল নয়,— মনসা চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞ, খাঁটি সংস্কৃত সতর্কতা। [টেবিলের কাছে এসে দর্শক-দের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চিহ্নিত তাসটি ডান হাতে নিয়ে (৪)] ভয় নেই। চেক বা হুণ্ডি তৈরী করলেও ভাঙ্গাবার আগে টাকা দেওয়া বারণ করার যথেষ্ট সময় হাতে আছে। তার চেয়েও কবুলিয়ত বা আরও আগুনে কাণ্ড-কারখানা করলে কেমন হয়? জানেন তো সাচ্চা জিনিস পোড়ালেই আচ্ছা। তাসটিকে পোড়ালেই যা মনে মনে আকাঙ্খা করবো তাই হয়ে পড়বে। এতে একটা মুস্কিল আছে। আমি যা ভাববো তা হবার নয়। যিনি স্বাক্ষর করেছেন তাঁর মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হবে। আচ্ছা মশাই, [স্বাক্ষরকারীকে সম্বোধন করে] আপনিই মনে মনে কামনা করুন। আমি কথা দিচ্ছি, আপনার মনস্কামনা সার্থক হবে। ব্যাঙ্ক-নোট দলিল কবুলিয়ত নোটিশ ওয়ারেণ্ট ছাই পাঁশ যা ভাববেন তাই পাবেন। আমি এটা আগুনে ধরে রাখছি। আপনি মনোমত বস্তু চাইতে থাকুন তাসটার দিকে চেয়ে। [তাসটি জ্বলন্ত মোমের শিখায় উল্টেপাল্টে পোড়াতে পোড়াতে] কি সর্বনাশ! তাসটা যে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে? আপনি দেখছি দলিল হ্যাণ্ডনোটের কথায় ঘাবড়ে গেছেন, নইলে ছাই হবার কথা ভাববেন কেন? ভেবেছিলাম, আপনাদের অবাক করে দেব। কিন্তু হল এই, যে আমার তাসজোড়া খোঁড়া হয়ে গেল। [বাঁ হাতে পোড়া তাসটি রেখে ভঙ্গুর অঙ্গার চূর্ণ করতে করতে] আমি যাদুকর। দেখি,, অগ্নি পরীক্ষাতেও উদ্ধার পাই কি না। [দু হাত একত্র কচলাতে কচলাতে] লোকে দেখে আমরা হাত রগড়াতে থাকি, রগড় বাড়াবার উদ্দেশ্যে। জানেন তো, মিথ্যার চেয়েও সত্য অনেক বেশ কঠিন। এই দেখুন না। ছাই, যার কিছুই নাই, তা থেকেই তাসটি আবার পাই, মায় সই সমেত [সই করা তাসটি দর্শকদের হাতে সমর্পন]।

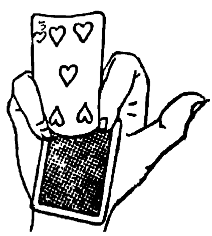
উপকরণঃ একজোড়া তাস, একটি সহায়ক তাস ও প্রজ্বলিত মোমবাতি।

কর্তব্য : (১) তাসটি নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

(২) তাসের সামনের দিক অর্থাৎ যে দিকে ছবি বা ফোঁটা থাকে সেই দিকেই সই করানো হয় কারণ নক্সা করা পিঠে সই থাকলে দূর থেকে দেখা যায় না।

(৩) কথা কইতে কইতে মঞ্চের দিকে যাবার সময় মুক্ত ডান হাতে কোটের তলায় গোঁজা সহায়ক তাসটি পুরপশ্চাৎ রীতিতে করতলের পিছনে করায়ত্ত করে ফেলা হয়। এখানে যে সহায়ক তাসের কথা বলা হয়েছে সেটি আর কিছুই নয়, নিয়ন্ত্রিত তাসের জুড়ি অর্থাৎ অনুরূপ আর একটি তাস; এ ক্ষেত্রে হরতনের পঞ্জা। তাসটি পশ্চাৎ করায়ত্ত করতে লক্ষ্য রাখা হয় যাতে ঐ তাসটি যখন ঘুরিয়ে ধরা হবে তখন যেন তাসের পিঠটা দর্শকদের দিকে পড়ে। কারণ টেবিলের ডান দিকে দাঁড়িয়ে শরীর মোচড় দিয়ে বাঁদিকে ফিরে ডান হাত যখন তাসটিকে জ্বলন্ত শিখার দিকে নিয়ে যাবে তখন সহায়কটি আঙুলের ডগায় তুলে নিলেই সই-করা তাসটি করতলে এসে স্থান নেবে। এ অবস্থায় সহায়কের পিঠটাই দর্শক আগের তাসটি ধরে নেবে। বলা বাহুল্য, মঞ্চে আসার সময় তাসটি বাঁ হাতে মাথার ওপর তুলে টেবিল পর্যন্ত এসে ঘুরে দাঁড়াবার আগেই শরীরের আড়ালে সহায়কটি ডান হাতে পশ্চাৎ করায়ত্ত করে ফেলতে হয়। তাসের সইয়ের প্রতি দর্শকের লক্ষ্য থাকায় ডান হাতের কাজ অনায়াসেই নিষ্পন্ন হয়ে যায়।

(৪) যথাস্থানে পেঁছে দর্শকগণের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবার সময় ডান দিকে ঘুরে দাঁড়াতে হয় টেবিলের ডান পাশে দাঁড়িয়ে একটা পাক দিয়ে যাতে ডান হাতের পিছনে করায়ত্ত তাসটি দর্শকদের নজরে না পড়ে। এবার বাঁ হাতের তাসটি প্রসারিত ডান হাতের আঙুলে ধরিয়ে দেওয়া হয় সামনের দিকটা দর্শকদের দৃষ্টিগোচর করে যাতে সইটা দেখা যায়।



(চিত্র ৫৩)

(৫) কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তদোপযুক্ত কাজ করতে তাসশুদ্ধ ডান হাত সামনের দিয়ে ঘুরিয়ে আনতে পিছনের তাস আঙুল গুটিয়ে ওপরে আনলেই আগের তাসটি করতলের আড়ালে আশ্রয় নেয় (চিত্র ৫৩)। এই পরিবর্তন অতি সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টিরও অগোচর থাকে। দর্পণের সামনে করে দেখলেই আর কোনও সন্দেহ থাকবে না। এখন বাকী রইল সহায়ক তাসটি শিখায় পুড়িয়ে ছাই করা। তাস ভাল করে পুড়িয়ে ফেলতে

সময় নেয়। এ সময়টা সরস কথাবার্তায় ভরিয়ে না রাখলে প্রমোদের আবহাওয়ায় যে বিরতি ঘটে তাতে যাদুর মাহাত্ম্য ক্ষুন্ন হয়ে পড়ে।

অবাক কাণ্ড

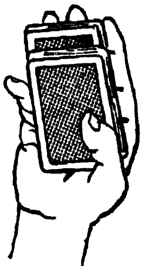
সংঘটন ঃ বাঁ হাতে তাসজোড়াটি ধরে ডান হাত খালি দেখিয়ে দেহের নানা স্থান থেকে গোছা গোছা তাস বার করে অবাক করার এটি একটি বিস্ময়জনক যাদুক্রীড়া।

বাগ্‌বিস্তার ঃ [অবস্থা ও অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রেখে সময়োচিত কথোপকথনই এই ক্রীড়ার বক্তব্য হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং বিশেষ রসালাপ এ ক্রীড়ায় দেওয়া হল না। তবে শুরু করতে বাঁ হাতের তাসজোড়ার তলার তাসটি দেখিয়ে বলা যেতে পারে] বাঁ হাতের তাসগুলো লক্ষ্য করুন। সমস্ত তাসই বাঁ হাতে আছে। ডান হাত শূন্য, একেবারে খালি। [বাঁ হাত তুলে] আমার বগল দেখুন। কাঁধ দেখুন। কোথাও কিছু নেই। এ সব জায়গা দেখাবার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে তাসেরা কেমন পিপড়ের মত দল বেঁধে বেড়ায় দেখাতে চাই। বিশ্বাস করা শক্ত। দেখলে আর সন্দেহ থাকবে না। এই যেমন,—বাঁ হাতে তাস ছিল, কিন্তু ডান হাতে নিলে বাঁ হাত একেবারে খালি হয়ে যায়। আবার বাঁ হাতে তাসগুলো দিলে ডান হাতে আঙুল গুলোই অবশিষ্ট থাকে। এটাকে ফাঁকি দেওয়া বলা যায় না, যেহেতু আপনারা কার্য ও কারণ সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারছেন। কিন্তু বগলের মধ্যে ডান হাত গলিয়ে [তথাকরণ] যদি এক গোছা তাস হাতে ধরা যায় [ডান হাতে কতকগুলি তাস পাখার মত ছড়িয়ে (১)] তা হলে আশ্চর্য হতেই হবে। [তাসগুলি বাঁ হাতের তাসে রেখে] আবার আমি ডান হাত উল্টেপাল্টে দেখাচ্ছি। [বাঁ হাতের তাস ডান হাতে নিয়ে (২)] তারপর বাঁ হাতও ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি, যাতে বিশ্বাস হয় দু হাতই খালি। এবার তাসগুলো বাঁ হাতে রাখলাম আর এই গলার কাছ থেকে এক ঝাঁক [তথাকরণ] তাস বেরিয়ে পড়ল। সত্যই কি তাজ্জব ব্যাপার! ডান হাতের তাস আবার জোড়ায় ফিরিয়ে দিলাম। ডান হাতে এখন কিছু নেই, বাঁ হাতেই সব তাস। তাহলে এই ডান হাঁটু থেকে এতগুলো তাস পেলাম কি

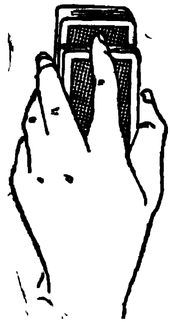
করে (৩) ? অবাক কাণ্ড! আষাঢ়ে গল্প শুনে থাকবেন, কিন্তু তাসের এই কানামাছি খেলা, (৪) অপূর্ব দর্শনীয় বস্তু (৫)।

উপকরণ : একজোড়া সাধারণ খেলার তাস।

কর্তব্য : (১) বাঁ হাতে তাসজোড়া লম্বরেখার সমান্তরাল করে ধরায় দর্শক তাসের সামনেটা দেখে সেটা কি তাস দেখে নেন। এবার ডান হাত



(চিত্র ৫৪)

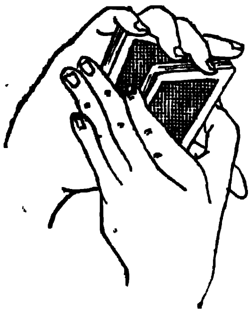


(চিত্র ৫৫)

উল্টিয়ে পাল্টিয়ে খালি দেখানো হলে তাস জোড়া ডান হাতের চেটোয় রেখে অঙ্গুষ্ঠের চাপে ধরে রাখা হয় (চিত্র ৫৪)। বাঁ হাতে তাসজোড়া থাকার সময়ই তর্জনীর তাড়নায় পশ্চাতের গোটা দশ পনর তাস আলাদা করে রাখা হয় (চিত্র ৫৫) ও ডান হাতে তাস রাখার সময় পশ্চাতের বিভক্ত গুচ্ছটি প্রদর্শকের কোলের দিকে ঠেলা হয় এবং ডান হাতে সমস্ত তাস রাখার সময় ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ সেগুলি চেপে ধরে নেয়। বাঁ হাত খালি দেখিয়ে তাসগুলি ঐ হাতে তুলতে ডান করতলের তাসগুলির সামনের দিকের বাড়ানো অংশের দু পাশ বাঁ হাত দিয়ে টেনে বার করলেই ডান অঙ্গুষ্ঠের চাপে আটকানো তাসগুলি করতলে করায়ত্ত করার অবস্থায় উপনীত হয়। তখন ডান হাতে ঐ তাসগুলি করায়ত্ত করে রাখা হয় কনিষ্ঠা থেকে মধ্যমা পর্যন্ত গুটিয়ে আর তর্জনী দিয়ে বাঁ হাতের তাসগুলি নির্দেশ করা হয়। এর পর দর্শকদের চিন্তা করার অবসর না দিয়েই ডান হাতটি বাঁ বগলের মধ্যে ঢুকিয়ে অর্ধেক তাস বগলের চাপে রেখে বাদ বাকী তাস বগল অতিক্রান্ত ডান হাতে ছড়িয়ে দেখানো হয়। এখানে একটা ব্যাপার মনে করিয়ে রাখা ভাল যে, যে-অর্ধেক তাস বগল চেপে রাখা হল সেটি কিছুক্ষণ পরে ওস্তাদের মার শেষ বার কাজে লাগানো হয়। ডান

হাতে তাস দেখাবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠ তাসগুলোর ওপরে দ্রুত ঘসে টেনে গেলে তাসগুলি একের পর অন্যটি পড়ে পড়ে এক রকম মর্মর শব্দ করে। সেই ধ্বনি এ সময় করতে হয়। ঐ শব্দটাও যাদুর মহিমা বর্ধনের সহায় হয়।

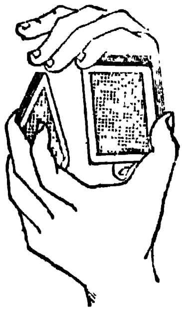
(২) দ্বিতীয় বার ডান হাতে কিছু তাস করায়ত্ত করতে প্রথম বার যা করা হয়েছে তা আবার করা যাদুবিদ্যার বিধি বিগর্হিত কাজ। যাদুক্রীড়ায় একই ক্ষেত্রে পুনঃ প্রদর্শন অনিবার্য হলে ভিন্ন উপায়ের শরণ না নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই এবার তাসজোড়া বাঁ হাতে থাকতে থাকতে অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ওপরের তাসগুলি দুটি ভাগে ভাগ করে ফেলা হয়— যার পিছনের ভাগে অনধিক পনর খানি তাস পড়ে। এই তাসগুলি ডান হাতে রাখবার সময় বাঁ হাতের তর্জনী পিছনের তাসগুলি অঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে তুলে ধরে যাতে ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠের গোড়ায় তর্জনীর প্রথম পর্বে ঐ তাসগুলি ধরে রাখা যায় (চিত্র ৫৬)। ডান হাতে তাস ধরিয়েই বাঁ হাত সরিয়ে ফেলা হয় ও দু পিঠ দেখানো হতে থাকে। হাত খালি দেখিয়ে বাঁ হাতে আবার তাসগুলি নেবার সময় ডান হাতের নীচে বাঁ হাত এনে, কনিষ্ঠা থেকে মধ্যমা পর্যন্ত তিনটি আঙুল তাসের নীচে ঢুকিয়ে ধরে সামনের অংশের তাসগুলি নীচের দিকে নামিয়ে হাতে আনা হয়। এ সময় ডান হাত পিছনের তাসগুলি করায়ত্ত করে তর্জনী দিয়ে বাঁ হাতের সামনের তাসটি বারেক দেখিয়ে কণ্ঠের কাছে গিয়ে তাসগুলি পাখার মত ছড়িয়ে দেয়।



(চিত্র ৫৬)

(৩) ডান হাতের তাসগুলি বাঁ হাতের তাসের সঙ্গে রেখে ডান হাতটার করতল ক্ষণেক দেখিয়ে, ডান হাতে বাঁ হাত থেকে তাসগুলি নেবার সময়, খাড়া ভাবে ধরা তাসগুলির নীচের দু কোণ ডান হাতের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ধরা হলেই বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠ তাসের ওপরে অবিচলিত রেখে, পিছনের এক গোছা তাসের সামনে অনামিকা ও মধ্যমা ও পিঠে কনিষ্ঠা ও তর্জনী দিয়ে ধরে, ঐ তাসগুলির বিযুক্ত কোণ দুটি ডান হাতের মধ্যমার দ্বিতীয় পর্বে ও অঙ্গুষ্ঠের প্রকোষ্ঠে ঐ হাতে ধরা অন্য ভাগ তাসগুলির নীচে পৌঁছে দিলে ডান হাতেই

দু ভাগ তাস ধরা পড়ে (চিত্র ৫৭)। তবে নীচের ভাগের ওপর অন্য ভাগটি লম্ব রেখায় অবস্থিত হয়। এখন বাঁ হাতে ডান হাতের উঁচু করে ধরা তাসটি সরিয়ে যখন নেয় তখন ডান হাত সমান্তরাল করে রাখা তাসের ভাগ অঙ্গুষ্ঠের প্রকোষ্ঠ ও মধ্যমার দ্বিতীয় পর্বে তাসগুলি সমান্তরাল করে ধরে রাখলে দর্শকদের দিকে করপৃষ্ঠের আড়াল পড়ায় তাসগুলি চোখে পড়ে না ও তর্জনী নির্দেশে বাঁ হাতের তাসগুলি দেখাতে থাকলে আরও ভাল হয়। এটি একটি বিশেষ করায়ত্ত যাকে সমান্তরাল করায়ত্ত বলা যায়। ডান হাত অবশ্য সম্পূর্ণ সমান্তরাল রাখা হয় না। দর্শকের অবস্থান বুঝে হাতটি কিছুটা কাত করে ধরা হয়। এই তাসগুলিই

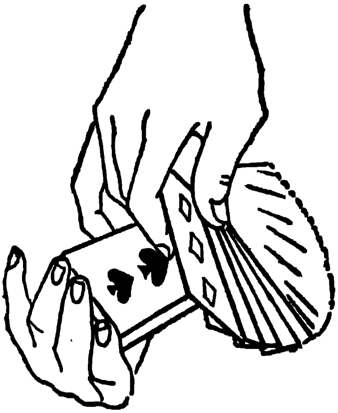

(চিত্র ৫৭)

অবশেষে বাঁ হাঁটু থেকে ছড়িয়ে দেখানো হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতের তাসে ফুরুৎ শব্দটি ধ্বনিত করা আবশ্যক।

(৪) আগের বারের তাসগুলি তাসজোড়ার সামনে রেখে ডান হাত সরিয়ে পুরোভাগের তাসটিকে দেখিয়ে ডান হাত আবার যখন তাসের ওপর রাখা হয় তখন দ্বিতীয় আবর্তনে সামনের তাসটি সরিয়ে ফেলা হয় ও সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠে তাসের কিনারায় টান দিয়ে শব্দ করে ডান হাত দূরে সরিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু করতল যাতে দর্শকগণ না দেখতে পান সে ভাবে রাখা হয়। ডান হাতের আঙুল কিছুটা গুটিয়ে রাখা হয় ও তর্জনী দিয়ে বাঁ হাত দেখানো হয়। যাদুর সাধারণ নিয়মে যে হাত সঞ্চালিত হয় সেই হাতেই দর্শকের দৃষ্টি থাকে। এখন ডান হাতে কোনও তাসই নেওয়া হয়নি। বাঁ হাতের সামনের তাস বদল হওয়ায় ও ডান হাত অপসারণ করায় এবং করতলের কুব্জতা দর্শকের মনে ধারণা করাবে ঐ ডান হাতেই কিছু তাস অবশ্যই অবস্থিত। যদি কেউ মুখে এই কথা জানায় ভালই, নচেৎ বাঁ বগলের দিকে ডান হাত নিয়ে যেতে যেতে ডান করতলটি খালি দেখিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে ডান হাতে, এ খেলার প্রারম্ভে যে তাসগুলি বগলে চেপে রাখা হয়েছিল, সেগুলি নিয়ে ছড়াতে ছড়াতে বাঁ হাতের তাসের পার্শ্বদেশ ঘর্ষণ করে শব্দটি করা হয়। পরে ডান হাত সামনে এনে তাসগুলি গুটিয়ে একত্র না করে ছড়িয়েই দেখানো হয়।

(৫) শূন্য হাতে বারংবার বহু অজ্ঞাত স্থান থেকে গোছা গোছা তাস আবির্ভাব করার চমকগুলির শেষ অংকে যাদুকরী আতিশয্যে চরম নাটকীয়

সমাপ্তি ঘটানো হয়। আগের বারের তাস ডান হাতে পাখার মত ছড়িয়ে দেখাবার পর ডান হাতের তাসগুলি দিয়ে বাঁ হাতের তাসগুলিকে ঐ তাসের পাখা দিয়ে বাতাস করা হতে থাকে। তাসের পাখা বাঁ হাতের তাসের সামনে নাড়তে থাকলে তাসগুলি কখনও দেখা যায়, কখনও ঢাকা পড়ে। যখন তাসগুলি ঢাকা পড়ে তখন প্রদর্শক বাঁ হাতের তাসগুলি পাখার পিছনে ফেলে দেয় (চিত্র ৫৮) ও ডান হাতে সেগুলি ধরে ফেলে। শুনতে সহজ হলেও, বুঝতে একটু শক্ত হওয়া সম্ভব। সুতরাং আরও একটু বাড়িয়ে বলা দরকার। ডান হাতে তাসের পাখা বাতাস



(চিত্র ৫৮)

করার উদ্দেশ্যে ধরা হয় তাসগুলির সামনে অঙ্গুষ্ঠ রেখে আর পিছনে তর্জনী ও মধ্যমার চাপে। এ অবস্থায় কনিষ্ঠা ও অনামিকা মুক্ত থাকে। বাঁ হাতের তাসগুলি এই অনামিকা ও কনিষ্ঠা দিয়ে ধরা হয়। তাসগুলো পাখার পিছনে ফেলেই বাঁ হাতের করতল আধাআধি মুঠো করে করপৃষ্ঠ দর্শকদের গোচরে আনা হয় যাতে হাতের ঐ মুক্ত অবস্থা দেখে মনে হয় যে তাসগুলি এখনও বাঁ হাতেই ধরা রয়েছে। ডান হাতের পাখার সঞ্চালন অব্যাহত থাকায় দর্শকদের এই বিভ্রম কিছু অহেতুক নয়। অতঃপর যখন বাঁ হাত একবার মুঠো করে কচলাতে কচলাতে করতল দর্শকদের দিকে ঘুরিয়ে ধরা হয় বিস্ময় তখন চরম অবস্থায় পৌঁছে যায়। ডান হাতের তাস এখন আরও ছড়াতে পারলে একটা নাটকীয় পরিসমাপ্তি ঘটানো সম্ভব।

গোলামের গোলমাল

সংঘটন: তাসজোড়া থেকে গোলাম চারটি দর্শকদের দিয়ে বাছিয়ে প্রদর্শক একটি দাঁড়ে আলাদা আলাদা করে রাখে। পরে তাসজোড়া থেকে প্রতিটি গোলামের তাগে আরও তিনটি তাস যোগ করে দেয়। ফলে প্রত্যেকটি

গোলাম চারখানি তাসের একটি থাকে পরিণত হয়। এখন দর্শকদের একজনকে প্রদর্শক এক থাক তাস পকেটে রাখতে বলে। অন্য তিন থাক তাস একত্র করে প্রদর্শক যখন ভাঁজাবার পর একটি একটি করে দেখায় ও টেবিলে ফেলে যেতে থাকে তখন দেখা যায় যে ঐ তিন থাকের গোলাম তিনটি সেখানে অনুপস্থিত। দর্শকের পকেটের তাসগুলি বার করলে সেখানেই গোলাম চারটি পাওয়া যায়।

বাগ্‌বিস্তার : কাগজ পড়ে আপনারা অবাক হয়ে যান যখন বড়বাড়ীর খুঁটিনাটি হাঁড়ির খবর দৈনিকের স্তম্ভে সালঙ্কারে বর্ণিত হতে দেখেন। কি ভাবে দ্বারী সুরক্ষিত অসূর্যম্পশ্য প্রাসাদের অন্দরের নিভৃত হাঁড়ি হাটের হট্টগোলে সোর তোলে সেটাই আপনাদের এবার প্রত্যক্ষ করাবার ব্যবস্থা করেছি। আপনাদের মধ্যে একজন আমাকে একটু সাহায্য করলে ভাল হয়। আপনিই আসুন না। এই তাসজোড়াটি নিন (১)। এর ভেতর থেকে গোলাম চারটে বেছে বার করুন। সব তাসগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নেবেন আরও গোলাম পাওয়া যায় কি না। তা বলে আহ্লাদী বিদূষক তাসটিকে গোলাম ঠাওরাবেন না যেন। ওদের মনে ভীষণ আভিজাত্য। ওরা মনে করে ওরা রাজার পার্শ্বচর, পারিষদের বাড়া। [আগন্তুক তাস বাছতে থাকলে] হেঁসেলের অম্লমধুর খবর হাটের মধ্যে ঢোল পেটাতে গোলামদের গোলগাল মুখখানা কেমন মুখর হয়ে ওঠে তা আপনারা এখনও আন্দাজ করতে পারেন নি। আজকে এই কাণ্ডকারখানা দেখে আপনাদের ঘটনা ও রটনার সাক্ষাৎ ও চাক্ষুষ পরিচয় ঘটবে। আপনাদের বুঝবার ও বোঝাবার ভরসাতেই আমি ব্যাপারটা যে ভাবে ঘটে ও যে ভাবে রটে তাই দেখিয়ে যাব। সব দেখে শুনে অনুগ্রহ করে আমায় বলবেন কেমন করে এটা হয়। [ইতিমধ্যে চারখানি গোলাম বাছা হয়ে গেলে ও জোড়ার অন্য তাসগুলি দেখার পর প্রদর্শক গোলামগুলি নিয়ে] গোলাম চারটে বেছে ফেলেছেন দেখছি [নিজে দেখে সকলকে দেখাতে দেখাতে]। ও তাসগুলোয় আর কোনও গোলাম নেই তো ? নেই, আশ্বস্ত হলাম। আপনি তাসগুলো গুছিয়ে বাঁ হাতের চেটোতে রাখুন। এই এমন ভাবে রাখবেন [প্রদর্শক গোলামগুলি নিজের বাঁ হাতের চেটোয় উপুড় করে রেখে তাসগুলি গুছিয়ে ছিমছাম করে দেখিয়ে দেওয়ার পর (২)] আপনার হাতের তাসগুলির ওপর গোলামগুলো থাক। ওপরে রইল, দরকার হলেই তক্ষুনি পাওয়া যাবে, আর সব তাস হাতড়ে বেড়াতে হবে না, এবার আপনারা

এই দাঁড়টির দিকে দৃষ্টিপাত করুন। সমগ্র দর্শকবৃন্দের নজর এই দাঁড়টাতে দান করুন, আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। এটা পাখি বসাবার দাঁড় নয়। এটা তাস দাঁড় করাবার দাঁড়। এতে তাস দাঁড়িয়ে থাকে বলেই এটা দাঁড়। দাঁড়ান, এক্ষুনি দেখতে পাবেন যা বলছি তাই সত্যি কি না। [দর্শকের হাত থেকে গোলামগুলি স্বহস্তে গ্রহণ করে বাঁ হাতের চেটোয় ফেলে] এই একটা তাস দাঁড়ে দাঁড়ালো, এই দুই, এবার তিন, অতঃপর চার। আর তার পর স্থান নেই, স্থান নেই ছোট এই দাঁড়। এবার দাঁড়টা ঘুরিয়ে দেখাই। আগেও লক্ষ্য করেছেন যে দাঁড়টায় চারটে জানালা ছিল। এখন দেখুন, ঐ জানালা দিয়ে গোলামগুলো আপনাদের দেখছে। এবার তাসজোড়া একবার ভাঁজিয়ে নেওয়া হোক (৪)। এবার এক একটা গোলামের ওপর তিনখানি করে তাস দিচ্ছি। বড় বাড়ীর পাচক মহারাজ, মশলা-পেষাই আর ভাণ্ডারী যোগ করার উদ্দেশ্যে [তাসজোড়ার ওপর থেকে একটি একটি করে প্রত্যেক গোলামের ওপর তিন খানি তাস চাপাবার আগে দাঁড়টি ঘুরিয়ে গোলামগুলির পিঠের দিকটা দর্শকদের দিকে রেখে অন্য তাসগুলি তার ওপর রাখা হয়]। প্রথম গোলামের ওপর তিনখানি তাস দিয়েছি। তার পরেরটাতেও তিনটে তাস দিচ্ছি। আর তৃতীয় গোলামেও তিনটে তাস দিয়ে ঐ খানেও চারটে তাস হয়ে গেল। এবার চতুর্থ গোলামেও তিনটে তাস দেওয়াতে এ ভাগেও তাসের মোট সংখ্যা হল চার। এখন আপনাদের এক জন এক থেকে চারের মধ্যে একটি সংখ্যা বলুন তো? দুই। তা হলে এই গোলামের ভাগটা হল এক, আর তার পরেরটা হল দুই (৫)। এই ভাগের তাসগুলি আপনি পকেটে রাখুন। [অতঃপর দাঁড়ের অপর তিনটি ভাগ একত্র করে প্রদর্শক স্বহস্তে রেখে, তাসগুলি ভাঁজাতে ভাঁজাতে] আমার হাতে এখন বারটি তাস। তার মধ্যে তিনটি গোলাম। আপনাদের এখনই দেখাচ্ছি গৃহিনীদের মহিলা মজলিশ সরগরম হতে না হতে গোলাম বেচারিরা কেমন তাদের আড্ডায় সটকে পড়ে। এবার আমি একটি একটি করে আমার হাতের সমস্ত তাস দেখাচ্ছি। দেখুন, গোলামগুলোর দেখা পান কিনা। এই এক, দুই, তিন...... এগার, বার [একটি একটি করে বার খানি তাস দেখিয়ে] আমার হাতে আগেও বারটি তাস ছিল, ফেলেছিও বারটি তাস। আপনাদের বুঝতে কষ্ট হবে না গোলামের জায়গায় তিনটে তাস জুটেছে। প্রশ্ন হল জুটল কোথা থেকে। জুটেছে ঐ আপনার পকেটে রাখা গোলামের সঙ্গের তিনখানি তাস। এবার

আপনার পকেটের তাস বার করে সকলের সন্দেহ ভঞ্জন করুন। [দর্শক তাঁর পকেটের তাস বার করলে দেখা গেল সেখানেও চার খানি তাস এবং সবগুলিই গোলাম] তা হলেই বুঝুন, গোলামদের কি বুদ্ধি। আমাদের সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে কেমন নিজেদের আড্ডায় জুটেছে। কালকের কাগজটা একটু খুঁটিয়ে দেখলেই আমাদের কারুর না কারুর কেচ্ছা নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন। আমারটা হলে পড়বেন না দোহাই।

উপকরণ: একজোড়া খেলবার তাস ও তাস রাখার বিশেষ একটি দাঁড়।

কর্তব্য: (১) তাসজোড়া দর্শককে দেবার আগে ওপরের তিনটি তাস করায়ত্ত করে, সেই হাতে যাদু কাঠি ধরে, তাসগুলির অস্তিত্ব গোপন রাখা হয় ও অন্য হাতে তাসজোড়া দর্শককে হস্তান্তরিত করা হয়। করায়ত্ত তাসের মধ্যে গোলাম যাতে না যায় তার জন্য সতর্ক হতে হয়। সুতরাং ওপরের তাসগুলি দেখে নেওয়া দরকার। এ কাজটা তাসগুলো চিৎ করে টেবিলে ফেলে তুলবার সময় তলার তাসগুলি ছড়িয়ে দিলেই নীচের তাস কয়েকটা দেখে ফেলা যায়। তাস ছড়ানো ও দেখা নেহাৎ একটা আকস্মিক ঘটনা ও অন্যমনস্ক ভাবে করলেই ফাঁড়া কেটে যায়। যাদের পক্ষে সতর্ক অসাবধনতা হেলাফেলায় করা সম্ভব নয় তারা আগেই গোলামগুলি বেছে নীচের দিকে স্থানে স্থানে গুঁজে রাখলেই মুস্কিল আসান করতে পারবে।

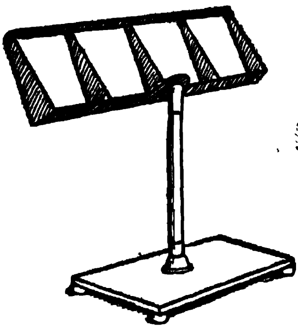
(২) কথা বলতে বলতে করায়ত্ত তাস তিনটি তাসজোড়ার ওপর রাখা হয়; ফলে এই অতিরিক্ত তিনটি তাসের নীচে গোলাম চারটি অবস্থিত হয়ে পড়ে।

(৩) দাঁড়ে তাস রাখবার সময় তাসজোড়ার ওপরের চারটি তাস এক সঙ্গে তুলে নেওয়া হয় ও অসাবধান ভাবে তলার তাসটি মুহূর্তের জন্য দর্শকদের দিকে তুলে ধরে তাসগুলি ভাঁজিয়ে দাঁড়ে পাশাপাশি দাঁড় করে রাখা হয়, পিঠের দিকটা দর্শকদের মুখোমুখি রেখে। তাসগুলি ভাঁজাবারও উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ একক গোলামটিকে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থিত করা। এর কারণ দাঁড়ের চিত্রে ও বর্ণনায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

(৪) বলা বাহুল্য, বিভাজনের সাহায্যে উপরস্থ গোলাম তিনটি তাসজোড়ার ওপরেই রাখা হয়। কিন্তু দর্শকগণের বিচারে সব তাস ওলটপালট হয়ে গেছে। গোলাম তিনটি জোড়ার ওপরে আনার পরেও কথা বলতে বলতে তলার তিনটি তাস প্রথম আবর্তনের সাহায্যে একটি একটি করে ওপরে উঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে, গোলামগুলি ওপরের তিন খানি তাসের তলায় অবস্থিত হয়ে যায়।

দাঁড়ে রাখা প্রথম ডান দিকের তাসটির ওপর যে তিনটি তাস রাখা হবে তা ঐ ওপরের তাস তিনটি। তার পর দ্বিতীয়টিতে যে তিনটি তাস রাখা হবে সেটির সবগুলিই গোলাম। অতঃপর অন্য দুটি তাসের প্রত্যেকটিতে তাস জোড়ার ওপর থেকে নেওয়া তিনটি করে তাস দিতে হবে।

(৫) দর্শকের পকেটে তাসগুলি রাখতে দিতে তলার তাস গোলামটিকে আবার সব তাস একত্র করে দেখিয়ে দেওয়া হয়; কিন্তু অন্য তাসগুলি দেখানো হয় না, প্রয়োজন হয় না বলে। তাসগুলি দর্শক যাতে হাতে পাওয়া মাত্র পকেটে রাখেন সেদিকে লক্ষ্য রাখা চাই।

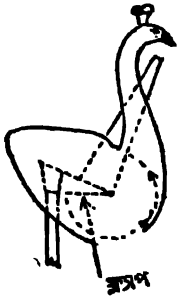


চিত্র ৫৯

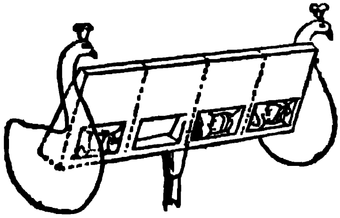
দাঁড়টির বর্ণনা: এই তাস-রাখার দাঁড়টি চিত্রবৎ সামগ্রী (চিত্র ৫৯)। চারখানি তাস পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে রাখবার মত জিনিস। একটা সরু নলের থামের ওপর হেলান দেবার ও নীচে ঠেকে থাকার ব্যবস্থা এতে থাকে। থামটির তলায় গোলাকার বা চতুষ্কোণ স্তম্ভ-ধারক যেন ওজনে একটু ভারী করে করা হয়। অন্যথা ঐ দাঁড় সোজা দাঁড়িয়ে না থেকে, একটু নাড়লে পড়ে যেতেও পারে। এটি টিনের হলেও চলে।

উন্নয়ন: পূর্বোক্ত দাঁড়ের মধ্যে সামান্য একটু যান্ত্রিক ব্যবস্থা করতে পারলে খেলাটির প্রদর্শন আরও চিত্তাকর্ষক করা যায়। এই ব্যবস্থা সম্বলিত দাঁড়ের একটা সুবিধা এই যে তাসগুলি ওতে রাখার পর দাঁড়টা ঘুরিয়ে দর্শকদের দেখাতে পারা যায় যে সামনের ঠেসান দিয়ে রাখা তাসগুলির হেলানো পাতটির ফোকর চারটির মধ্যে গোলামগুলির নীচের অংশ-বিশেষ দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া যে তাসগুলি দর্শকের পকেটে রাখার উদ্দেশ্যে তুলে নেওয়া হয়েছে সে জায়গাটার ফোকর দেখে ও পরে দাঁড় ঘুরিয়ে অন্য ফোকরগুলিতে গোলাম তখনও রয়েছে দেখালে প্রদর্শকের হাতের তাস চার খানির একটি গোলাম ও বাদ বাকী-গুলি অন্য তাস এই প্রত্যয় সহজেই উৎপন্ন করা যায়। এই দাঁড়ের স্তম্ভ-ধারক ও স্তম্ভ আগের মতই করা যায়। যা কিছু কারিগরি ঐ হেলান

রেবার অংশের তলায় পাতে করা হয়, যার ওপর তাসগুলি দাঁড়ায়। তলার অংশটি প্রায় একই মাপের দুটি পাতের তৈরী এবং নীচের পাতটি কব্জা সংযুক্ত হওয়াতে তলা থেকে ঘুরিয়ে খাড়া সামনের পাতের সঙ্গে এক করলে ফোকর-গুলি ঢাকা পড়ে। ফোকরগুলির যে অংশ ঢাকা পড়ে সেই অংশে গোলাপের



(চিত্র ৬০)



(চিত্র ৬১)

ছবি থাকায় মনে হয় দাঁড়ে রাখা তাসটিই ফোকরের ভিতর দেখা যাচ্ছে (চিত্র ৬০ ও ৬১)। চিত্রের সাহায্যে দাঁড়টির বর্ণনা সহজে উপলব্ধি হবে। দাঁড়ের দুপাশে ময়ূরের মত অলঙ্করণ দেখানো হয়েছে যেটা দিয়ে ঐ ফোকর ঢাকা পাতটির চলাচল লোক-চক্ষুর দৃষ্টির আড়ালে রাখার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। ঐ চলন্ত পাতের চলার পথ পরিষ্কার রেখে নীচের অংশও পাখির মাপে ঢাকা ভাল।

বেতারে জিনিসও যায়

সংঘটন : দর্শকগণ ত্রিশটি তাস গুনে নিয়ে সেই তাসগুলি দু ভাগ করে দু জনে এক একটি ভাগ স্বয় হাতে রেখে দেন। এই ভাগগুলি প্রদর্শক গণনা করে দেখিয়ে দেয় কার ভাগে কতগুলি তাস পড়েছে। পরে প্রদর্শক এক জনের হাত থেকে অন্য জনের হাতে কয়েকটি তাস, কাউকে না ছুঁয়ে বা তাসগুলি স্পর্শ না করেও, সকলের অজ্ঞাতসারে পাঠিয়ে দেয়। ফলে একজনের হাতের তাসের সংখ্যা কমে যায় ও তদনুপাতে অন্যের হাতের তাস বেশী হয়ে পড়ে, অথচ মোট তাসের সংখ্যা ত্রিশই থেকে যায়।

বাগ্‌বিস্তার: তারে, অর্থাৎ টেলিগ্রাম করে, জিনিসপত্র পাঠাবার হাস্যকর ও করুণ সমাপ্তি সরল চাষীর দৈয়ের হাঁড়ির সঙ্গে পুলিশ সাহেবের পাঠানো বেলের মাঝপথে ঠোকাঠুকি লাগার কাহিনী আপনারা সকলেই জানেন তাই আর সেটির বিস্তৃত বর্ণনা করতে চাই না। তবে এই ক্রমোন্নতিশীল যুগে বেতারের দ্রুত পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তারই একটু আভাষ দিতে চেষ্টা কোরব। এই যে তাসের জোড়াটি দেখছেন, তা থেকে কেউ কি আমায় ত্রিশখানি তাস গুনে দেবেন? আপনিই দিন না। [দর্শক যখন তাস গণনা করতে ব্যাপৃত] আপনাদের মধ্যে আরও এক জন যদি এই ভদ্রলোককে সাহায্য করেন তবে বড়ই সুখের বিষয় হয়। বিশেষ এবং বেশী কিছুই করতে হবে না, এক জন অন্য জনের কাজ ঠিক হয়েছে কিনা পরীক্ষা করবেন। পরীক্ষকের কাজটি বড় মধুর। তা হচ্ছে পরের খুঁত ধরা। আপনি পারবেন, আসুন। [দ্বিতীয় দর্শককে প্রথম জনের বিপরীত দিকে টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে প্রথম দর্শককে লক্ষ্য করে] আপনি ত্রিশটি তাস গণনা করে আলাদা করেছেন তো? ঐ থাকটাতেই তা হলে ত্রিশটা তাস আছে? [ত্রিশ তাসের থাক দ্বিতীয় দর্শকের হাতে দিয়ে] দেখুন দেখি, এতে ত্রিশটা তাস আছে কিনা? একটি একটি তাস টেবিলে ফেলে চেঁচিয়ে গুনে যান যাতে সবাই আবার আপনার গণনার ওপর চোখ রাখেন ও বোঝেন যে ওতে ত্রিশটি তাসই আছে। [দ্বিতীয় দর্শক গণনায় উদ্যত হলে প্রদর্শক প্রথম দর্শককে উদ্দেশ্য করে] তাস জোড়া টেবিলের এক পাশে রেখে দিন। আসুন আমরাও গুনে যাই। [তাস উচ্চৈঃস্বরে গণনা করে ত্রিশ বলা হলে প্রদর্শক তাসগুলি একত্র করে (১) একটি থাক করে ফেলে] আপনারা আমার দু পাশে দাঁড়ান। তার আগে এক জন এই তাসের থাকটা কেটে দু ভাগ করুন। [যিনি তাস কাটলেন তাঁকে] আচ্ছা এর কোন্ ভাগে কতগুলি তাস আছে বলতে পারেন? বেশ, এ ভাগটা আপনি গুনে দেখুন। [বাঁ দিকের প্রথম দর্শককে লক্ষ্য করে প্রদর্শক বাঁ হাত প্রসারিত করে তাসগুলি করতলে একটি একটি করে গণনা করাবার উদ্দেশ্যে] জোরে জোরে গুনুন, সবাই যাতে শুনতে পায়। [তাস গণনা হয়ে গেলে প্রদর্শক বাঁ হাতের তাসগুলি ডান হাতে উঠিয়ে (২) ডান পাশের দ্বিতীয় দর্শককে সেগুলি দিতে দিতে] আপনি এ তাসগুলি এক হাতে নিন আর অন্য হাত দিয়ে ঢেকে রাখুন।

[বাঁ পাশের প্রথম দর্শকের হাতে অন্য ভাগটি দিয়ে তাঁকে দু করতলের মধ্যে সেগুলি রাখার উপদেশ দিয়ে] তা হলে এগার খানি তাস ওঁর কাছে রইল। ত্রিশ থেকে এগার গেলে বাকী উনিশ ; এই নিন আপনার উনিশটি তাস। আপনিও ঐ ভদ্রলোকের মত তাসগুলি দু হাতের মধ্যে চেপে ধরুন। [দর্শকমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে] আমার ডান দিকের ভদ্রলোকের হাতে ত্রিশটা তাস আছে। তাঁর হাত থেকে বেশ কিছু তাস আমি আমার বাঁ দিকে দাঁড়ানো ভদ্রলোকের হাতের মধ্যে পাঠাব এমন ভাবে যে আপনারা তাসের যাওয়াটা চোখে কিছুতেই দেখতে পাবেন না। [দু পাশের দর্শকদ্বয়কে সম্বোধন করে] আপনারা প্রস্তুত ? এবার আমি তাস বেতারে পাঠাচ্ছি। [এ কথায় ডান দিকের ভদ্রলোক জানাতে বাধ্য হবেন যে তাঁর হাতে উনিশ খানি তাস দেওয়া হয়েছে। [প্রদর্শকের এই ভুল বলাও যাদুকরী চাতুর্যের আর একটি উদাহরণ। ভুল সংখ্যা বলার কারণ হচ্ছে এই, যে, তাতে দু পাশে দাঁড়ানো দর্শকদ্বয় তো বটে, সমবেত দর্শকমণ্ডলী ভুল সংশোধনে উৎসাহী হয়ে উঠতে বাধ্য। ফলে বাঁ দিকের দর্শকের হাতে * না গুনেই তাস দেওয়া হয়েছে তা আর কারও মনে থাকবে না] । ও হ্যাঁ। সত্যি ওঁর হাতে এগারটি তাসই দিয়েছি। এগারটি তাসই আছে। আর আমার বাঁ দিকের ভদ্রলোকের হাতে উনিশটি তাস রয়েছে। [বাঁ দিকের দর্শককে সম্বোধন করে] আচ্ছা, আপনি যে ভাবে তাস ধরে আছেন তাতে আপনার অজ্ঞাতসারে ওখান থেকে কেউ কি একখানিও তাস নিয়ে নিতে পারে (ক) ? [অতঃপর ডান দিকের ভদ্রলোককেও একই প্রশ্ন করা হয়] আপনার হাতের তাসের মধ্যে কেউ কি একটা তাসও গুঁজে দিতে পারে অথচ আপনি টের পাবেন না ? আমি স্বীকার করছি গাঁটকাটা পকেটমারের পক্ষেও তা করা সম্ভব নয়। আর যাদুবিদ্যাতেও এটা করার কোনও উপায় নেই। তবে এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে এমন একটা আবিষ্কার হয়েছে যাতে এটাও সম্ভব হয় তবে সেটি এখনও গোপন রাখা হয়েছে দেশের স্বার্থে। এ আবিষ্কারের খবরে শত্রুপক্ষ এখন বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। সহজ কথায় বলা যায় সেটি বেতারের ব্যাপার। এত দিন আপনারা বেতারে গান বাজনা বক্তৃতা শুনেছেন, খেলাধুলা নাটক দেখেছেন,

* দ্বিতীয় দর্শককে যে তাসগুলি দেওয়া হবে সেগুলি প্রথম দর্শককে দিয়ে প্রথম বারেই গণনা করিয়ে টেবিলের একপাশে রেখে তাঁকেই দ্বিতীয় ভাগ তাস প্রদর্শকের হাতে একটি একটি করে উচ্চৈঃস্বরে গণনা করতে বলা হয়। এই শেষবারের তাসগুলি প্রথম দর্শকের হাতে দিয়ে প্রথমবারের গোনা তাসগুলি দ্বিতীয় দর্শককেও দেওয়া যায়।

তার পরের ধাপে দেখবেন এতেই মালপত্র চলাচলের ব্যবস্থা হচ্ছে। যেটা পরে দেখবেন, সেটা আমি আজ এখানে দেখাচ্ছি,—কাউকে বলবেন না, বিশেষতঃ সরকারী প্রতিরক্ষা দপ্তরের কানে তুলবেন না। [ডান হাতে যাদুকাঠি নিয়ে ডান দিকের দর্শকের হাতে ছুঁইয়ে বাঁ দিকের ভদ্রলোকের হাত স্পর্শ করতে উদ্যত হয়ে] দেখুন যাদুকাঠির সাহায্যে কত সহজে আমি একখানি তাস নিয়ে এলাম আর উনিশখানা তাসের মধ্যে রেখে দিচ্ছি। [বাঁ দিকের দর্শকের হাতে যাদুকাঠি ঠেকিয়ে] কি মশাই, কিছু টের পেলেন, হাতে কিছু ভারী মনে হচ্ছে? না। তা হলে ভাল করে নজর দিন। আবার তাস নিচ্ছি ও দিচ্ছি। অনুবীক্ষণ দৃষ্টি থাকলে যাদুকাঠিতে তাস দেখতে পাবেন। দেখুন, যাদুকাঠির ডগা কেমন তাসের ভারে নুয়ে পড়েছে। সত্যি, তাস ডগায় ঝুলছে। নইলে হেলে পড়বে কেন? [এই ভাবে তিন বার ওঁর হাতে যাদুকাঠি ছুঁইয়ে এঁর হাতে ঠেকিয়ে] ওঁর হাতের এগার খানা তাস তিনবার নিয়ে [বাঁ দিকের দর্শককে দেখিয়ে] এঁর হাতের উনিশ খানা তাসের মধ্যে এনেছি। অতএব ওঁর হাতে এখন তাস থাকবে আট খানা আর এঁর হাতে তিন খানা বেড়ে হয়েছে বাইশ খানা। অভূতপূর্ব ব্যাপার! এটা বিজ্ঞানের কাণ্ড। বিশ্বাস না করে পারবেন না। অবিশ্বাসের প্রশ্নই ওঠে না। তা হলে প্রমাণ হয়ে গেল যে বেতারেও অর্থাৎ কোনও সংযোগ ছাড়াই জিনিসপত্র স্থানান্তর করা যায়। এবার ভেল্কি ভোজবাজী দেখাব। যে তাসগুলো পরমাণু অবস্থায় এক জনের হাত থেকে অপর আর এক জনের হাতে চালিয়েছিলাম, সেগুলো আবার স্বস্থানে ফেরত পাঠাচ্ছি। [প্রদর্শকের এই প্রস্তাবে কেউ কেউ মুখ ফুটে বলতে বাধ্য হবেন যে দু জনের হাতের তাসগুলি গুনে দেখা দরকার। যদি কেউ এ রকম প্রস্তাব নাও করেন তা হলে প্রদর্শক নিজেই বলতে পারে, 'আগে এসেছে কিনা দেখা যাক'] ও, আপনারা দেখতে চান তাস গেছে কিনা? [ডান দিকের ভদ্রলোককে লক্ষ্য করে] আপনার হাতের তাসগুলো একটা একটা করে এই টেবিলে সবাইকে শুনিয়ে গুনে দেখান দেখি। [গণনা হলে দেখা যায় সেখানে মাত্র আট খানি তাস। পরে বাঁ দিকের দর্শকের হাতের তাসগুলিও গণনা করালে সেখানে পাওয়া যায় বাইশ খানি তাস। প্রদর্শক ঘটনার পরিণতিতে মন্তব্য করে,] তা হলেই বুঝুন বিনা তারেও মাল পাঠানো যায় এবং ভবিষ্যতে এ ব্যবস্থা আজকের রেডিওর মত সাদা ও সাধারণ ঘটনাই মনে হবে।

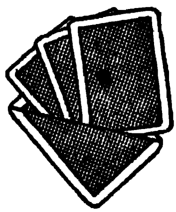
কর্তব্য : (১) কথা বলতে বলতে ছড়ানো তাসগুলি একত্র করার সুযোগে ওপর থেকে তিনখানি তাস করায়ত্ত করে ফেলা হয়।

(২) করায়ত্ত তাসগুলি বাঁ হাতের তাসের ওপরে রেখে দর্শকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বিভ্রম : (ক) উক্ত দর্শকের হাতের তাস কমিয়ে দেবার প্রস্তাব করায় তাঁর ধারণা বদ্ধমূল হবে যে তাঁর হাতে উনিশ খানি তাসই আছে। সেখান থেকে তাস যাতে কমে না যায় সে বিষয়ে তিনি খুবই সতর্ক হবেন। বিষয়ান্তরে মনঃ সংযোগ করাই যাদুবিদ্যার ভ্রান্তি উৎপাদক উপায়। বচন-বাগীশ না হলে মনোহরণ দুঃসাধ্য। মুখের কথায় নিজের মনোভাব যেমন গোপন করা যায়, অন্যের মনোভাব তেমনই বিপর্যস্ত করা চলে। এই ঘটনাই তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বিকল্প ব্যবস্থা : দুটি বিশেষ ধরনের সহায়ক তাস ব্যবহারে এই খেলাটি আরও সহজে দেখানো যায়। কিন্তু দুটি উপায়ই জেনে শিখে রাখা ভাল। একই খেলা একই দর্শকদের দু বার দেখাতে ভিন্ন উপায় প্রয়োগ করলে দর্শকদের পক্ষে প্রদর্শিত যাদুক্রীড়ার রহস্য ভেদ দুরূহ হয়ে ওঠে। পূর্বোক্ত রীতিতে খেলা দেখাতে দর্শকদের হাতে তাস দিয়ে তাসগুলি গণনা করানো হয়, কিন্তু সহায়ক তাস ব্যবহারের বেলায় দর্শকের হাতে তাসগুলি গণনার সময় দেওয়া যায় না।

এই উপায়ে যে সহায়কটির ব্যবহার হয় তাকে লেফাফা-তাস বলা যায়। কারণ সহায়কটি দেড়খানা তাস দিয়ে তৈরী। একটা আস্ত তাসের পিঠে কোনাকুনি কাটা অন্য আর একটা তাসের আধ ভাগ আস্ত তাসটিতে দৈর্ঘে ও প্রস্থের দুটি প্রান্তে সেলোটেপ বা কাপড় লাগিয়ে আঠার সাহায্যে এমন ভাবে জুড়ে ফেলা হয় যাতে ঐ আধখানা তাসের নীচে এবং পূর্ণ তাসটির পিঠে তিনখানি তাস গুঁজে আস্ত তাসের পিছনে গোপন রাখা যায় (চিত্র ৬২)। আস্ত তাসের পিঠের আধখানা তাসের পিঠে এমন ভাবে সংলগ্ন করতে হয় যাতে পিঠ দেখে দুটি তাস আছে টের না পাওয়া যায় এবং ঐ দুই তাসের অন্তর্বর্তী জায়গায় আরও তিনটি তাস ঢুকিয়ে রাখলে সে তাসগুলি খসে না পড়ে যায়। এই লেফাফা


চিত্র ৬২

তাসটি এমন ভাবে তৈরী হয় যাতে ডান দিক থেকে তাস সহায়কটির খোপে ভরতে পারা যায়।

এ রকম দুটি সহায়ক তাস ও সাধারণ আঠাশখানি তাস নিয়ে পূর্বোক্ত খেলাটি বক্তব্যের প্রয়োজনীয় রদবদল করে দেখানো যায়। এই সহায়ক দুটির একটিতে আগেভাগেই তিনটি তাস গোঁজা থাকে ও অন্যটি খালি রাখা হয়। প্রথম বার যখন ত্রিশখানি তাস তাসজোড়া থেকে গণনা করে টেবিলে ফেলা হয় তখন সর্ব প্রথম তাসটি হচ্ছে তাস ভর্তি সহায়ক ও ত্রিংশৎ তাসটি শূন্যগর্ভ সহায়ক। তাস একটি একটি করে গণনার ফলে ত্রিংশৎ তাসটি অর্থাৎ শূন্যগর্ভ সহায়কটি ওপরে আসে, কারণ এটিই সব শেষে ফেলা হয়। এই একই কারণে প্রথম বার ফেলা সহায়কটি ত্রিশখানি তাসের নীচে গিয়ে পড়ে। এই অবস্থায় ঐ ত্রিশটি তাস কোনও দর্শককে দিয়ে কাটিয়ে দু ভাগ করা হয়। ভাগ দুটি অসমান করাই বাঞ্ছনীয়।

কাটা দু থাক তাস আবার আলাদা আলাদা গণনা করা হয়। এই বারের গণনার সময় যে ভাগে শূন্যগর্ভ সহায়কটি পড়েছে, অর্থাৎ তলার ভাগটি, প্রথম গণনা করা হয়। গণনার শেষে তাসগুলি পাখার মত ছড়ানো অবস্থায় বাঁ হাতে ধরে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে তাসগুলিতে কতগুলি তাস আছে বলতে বলতে সহায়ক তাসটি বাদ দিয়ে তার পরের তিনটি তাস ডান হাতে নিয়ে দু হাত ফাঁক করে রাখা হয়। পরে যখন দু হাতের দুভাগ একত্র করা হয় তখন বাঁ হাতের তাসগুলি সমান্তরাল ভাবে করতলে রাখার পর ডান হাতের তাসগুলি ওপরের সহায়ক তাসের কোপে গুঁজে দেওয়া হয়, কোনও কিছু গোপন না করে এবং প্রকাশ্য ভাবে রেখে। যাদুবিদ্যায় কর্ম গোপনের উপায়ই হচ্ছে কাজটি এমন সাদাসিধা ভাবে করতে হয় যাতে লুকোছাপির বিন্দু-বিসর্গও যেন কারও মনে না উঁকি মারে। তিনটি তাস এক সঙ্গে সহায়কের খোপে না ঢুকিয়ে প্রথম বার গণনা হলে আবার আর একবার গণনা করে দেখাবার সময় প্রথম সহায়ক তাসটি এক বলে বাঁ হাতে রেখে দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ তাসগুলি এক এক করে গোনবার ও রাখবার সময় প্রত্যেকটি তাস অক্লেশে ও নির্দ্বিধায় খোপে পুরে দেওয়া যায়। শেষে বাঁ হাতের তাসগুলি একত্র করার সময় ডান ও বাঁ হাতের আঙুলের চাপে সহায়কে ঢুকানো তাসগুলি খোপের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করিয়ে সহায়কের সঙ্গে মিশিয়ে মিলিয়ে এক করে ফেলা হয় যাতে বাইরে থেকে, বিশেষতঃ সামনের দিক দেখে, বুঝা না

যায় যে ঐ তাসটির সঙ্গে আরও তাস আছে। এর ফলে, এই ভাগ তাসে পরে তিনটি তাস কম হয়ে পড়ে।

অন্য ভাগ তাস প্রথমবার একটি একটি ফেলে গণনা করা হয়। এই গণনার সময় সহায়কের পৃষ্ঠলগ্ন তাস তিনটি একটি সংখ্যায় গণনা করা হয়। এই গণনার ফলে সর্ব শেষ তাস প্রথমে তলায় থাকায় ওপরের তাস হয়ে পড়ে। পরের বার এই তাসগুলি আবার গণনার সময় প্রথম তিনটি তাস সহায়কের খোপ থেকে বার করে নেওয়া হয়। তারপর সহায়কটি চতুর্থ করে বাদ বাকী তাস গণনা করলে ঐ ভাগে তিনটি তাস বেশী হয়ে পড়ে।

এই উপায়ের আর একটা সুবিধা এই যে একবার খেলা দেখানো শেষ হওয়া মাত্র আবার দেখানো যায়। কারণ সহায়ক দুটি বর্তমান এবং তার মধ্যে একটি সহায়কে তিন খানি তাস যথাযথ ভর্তিও হয়ে গেছে। যাদুবিদ্যায় একই খেলার পুনঃ প্রদর্শন নীতিবিরুদ্ধ কাজ। বিশেষতঃ একই উপায়ে একই খেলা একই আসরে দু বার দেখানো ভাল নয়। সে ক্ষেত্রে পুনঃ প্রদর্শনের পীড়াপীড়ি সবিনয়ে এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

অশেষ

সংঘটন ঃ পৃথক ভাবে ছ খানি তাস হাতে নিয়ে তা থেকে তিনখানি তাস ফেলে আবার গণনা করলে দেখা যায় তখনও ছ খানি তাসই হাতে রয়েছে। এই ছ খানি তাস থেকে পুনর্বার তিনটি তাস বাদ দেওয়ার পরেও একটি একটি করে গণনা করলে আবার সেই ছ খানি তাসই রয়েছে দেখা যায়। আরও একবার তিনটি তাস একটি একটি করে ফেলে দিয়ে হাতের তাস আলাদা আলাদা গুনে দেখলে তখনও হাতে ছ খানি তাসই থেকে যায়। দেখতে দেখতে মনে হয় তাসের সংখ্যা যেন কিছুতেই কমানো যায় না। এ খেলাটি ইংলণ্ডের মিঃ টম ট্যাকারের স্বকপোলকল্পিত যাদু।

বাগ্‌বিস্তার ঃ সব জিনিসেরই শেষ আছে, নেই শুধু আশার। সেই আশার কুহকে ভুলে মহারাজার রাজ্যে যে ঢ্যাড়া পড়েছিল তার আহ্বানে সভাসুন্দর দরবারের দ্বারে এসে দাঁড়াল। ব্যাপার কি? না, গল্পবাতিক রাজাকে গল্প

শুনিয়ে এমন পরিতোষ করতে হবে যাতে মহারাজ আর জীবনে কখনও গল্প শুনতে চাইবেন না। যে এটা পারবে তাকে রাজকোষের অর্ধেক অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু না পারলে……, না থাক সেকথা। মন্ত্রী বললেন, উজির বললেন, নাজির কোটাল সবাই বললেন, 'নাপিত ভায়া ফিরে যাও। গল্প শেষ হলেই মাথাটা রাজাকে উপহার দিয়ে তোমার কি লাভ? এ মতলব ছাড়।' পরামানিক কারও কথা শুনল না। মহারাজকে গল্প শোনাতে বসল,—গণৎকার গণনা করে বলেছে আসছে বছর রাজ্যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। শুনে রাজা হুকুম দিলেন বৃহৎ খাদ্যভাণ্ডার বানাও। তৈরী হল রাজ্যের অর্ধেক স্থান জুড়ে বিরাট গুদাম। সেটা ভরে উঠল খাদ্য শস্যে। গোঁফে চাড়া দিয়ে রাজা বললেন, আমার রাজ্যে কেউ আর অনাহারে মরবে না। কিন্তু, গুদামের ছাদের কাছ বরাবর একটা ফুটো বন্ধ করা হয় নি। মানুষের চোখে ঐ গর্ত ধরা না পড়লেও এক জোড়া চড়ুই পাখী সেটা দেখে ফেলেছিল। আর যায় কোথা? তাদের এক জনের পর অন্য জন ঢুকছে ঐ ফুটোয়, একটা ধান তুলছে মুখে আর বেরিয়ে এসে ফুড়ুৎ করে উঁচু গাছের মগডালে উড়ে বসে ধানটি উদরস্থ করছে। মহারাজা শুধালেন, তার পর। তারপর? তারপর অন্যটা ঢুকল, ধান নিল, ফুড়ুৎ করে গাছের মগডালে বসল, ধান খুঁটে খেল। তারপর? তারপর আগেরটার পালা। সেটা গর্তে ঢুকল, ধান নিল, গাছে উড়ে গিয়ে ধান খেলো। তার পর? তার পর পরেরটা ঢুকল, একটা ধান নিয়ে বাইরে এল, ফুড়ুৎ করে গাছের ডালে বসল……। মহারাজ বাধা দিয়ে বললেন সারাদিন খেয়ে পেট ভর্তি করার পর কি হল? আবার ঢুকল বেরুল ফুড়ুৎ। তারপর, তার পরের পর, এবং ততোধিক পরেও সেই ঢুকল বেরুল ফুড়ুৎ। এই ঢুকল-বেরুল-ফুড়ুৎ চলল দিন সপ্তাহ মাস, এমন কি বছর ঘুরতে চলল। মহারাজ বললেন, আর এ গল্প শুনতে চাই না, ঢের হয়েছে। সভাসুন্দর রাজকোষে গিয়ে চ্যাঁচরা করা পুরস্কার দাবী করে বসল। এটা একটা কাহিনী, কিন্তু এ অঘটনও ঘটে। বিশেষ করে যাদুকরের জীবনে। অবস্থা প্রায় একই রকম। শাহানশা বাদশার দরবারে যাদু দেখাতে গিয়ে বিপদ হল। আরও দেখাও যতক্ষণ না থামতে বলি, থামালেই গর্দান যাবে। খোদ বাদশার হুকুম ফরমান। কথায় বলে রাজারাজড়াদের অনুরোধ হচ্ছে পরো-য়ানার বাড়া। কাজেই ঝুলি উজাড় করে খেলা দেখালাম। পুঁজি শেষ। বাদশা থামতে বলছেন না। নাভিশ্বাস উঠতে শুরু হয়েছে। কাজেই তাস-

জোড়াটি নিয়ে আবার শুরু করতে হল (১) যাকে বলে 'ফিন পহলেসে'। তাসজোড়া থেকে এমনি করে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় গুনে ছ খানা তাস বেছে নিলাম (২)। ঐ ছ খানি তাস হাতে নিয়ে আবার গণনা করলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়। হ্যাঁ, ঠিক ছ খানি তাসই নিয়েছি [কথা বলার সঙ্গে কাজে করে দেখানো হতে থাকে]। তার পর ছ খানা তাস হাতে নিয়ে মেলে দেখালাম মাত্র ছটি তাসই হাতে তুলেছি,—যেমন আপনারা এখন দেখছেন। তার পর ছ খানা তাস গুটিয়ে এক করলাম ও একটি একটি করে গুনে তিনটি তাস ফেলে দিলাম (৩)। এবার একটি একটি করে তাস গুনলাম। হাতে এখনও ছ খানি তাস (৪)। তাজ্জব ব্যাপার! অঙ্কশাস্ত্র অবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করলে কেউই এ ঘটনা বিশ্বাস করবেন না, জানি। আচ্ছা, আবার দেখা যাক। [ফেলা তাসগুলি গুছিয়ে হাতে তুলে] বাদশাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হাতে ক খানি তাস আছে (২); বললেন, ছ খানা। আমি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় বলে গণনা করে দেখলাম ঠিক ছয়টি তাসই বটে। তাসগুলো মেলে দেখালাম ছ খানি তাস। গুটিয়ে এক করে এক দুই তিন গুনে তিন খানা তাস বাদ দিলাম (৩), জিজ্ঞাসা করলাম, তা হলে হাতে কটা তাস রৈল? বাদশা বললেন, তিন খানা। আমি প্রত্যেকটা তাস আলাদা ফেলতে ফেলতে বলে যেতে লাগলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় (৪)। শাহানশা বাদশা অবাক বিস্ময়ে বললেন, এ হতেই পারে না; ছ খানা তাসের তিনখানা ছেড়ে দিলে তিনখানা হবে; ছখানা হতে পারে না, কভি নেহি। আমি বুঝালাম, তিন দ্বিগুণে ছয়; দুবার তিন গুনছি তাই ছয় হচ্ছে। বাদশা বললেন, কভি নেহি। আবার দেখাও। আবার ফেলা তাস ছটি একটি একটি গুনে হাতে তুললাম (২)। আবার একটি করে এ হাতের তাস ও হাতে ফেলে গুনলাম। তার পর সব তাস একত্র করে একটি একটি করে তিনখানি তাস ফেলে দিলাম (৩)। বাকী তাসগুলি এবার এক হাত থেকে অন্য হাতে গুণতে লাগলাম, —এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়। এবারও হাতে ছ খানি তাস। সবিনয়ে নিবেদন করলাম,—দুবার গণনা করার দরুণ তিন দ্বিগুণে ছয় হয় এটা গণিতের নির্ভুল সিদ্ধান্ত। হাতের তাস গুটিয়ে আবার একটি তাস ফেলি আর বলি এক, তার পরেরটা ফেলি আর বলি দুই, তারপর ফেলে বলি তিন, তারপর চার, তারপর পাঁচ আর শেষেরটা ছয় (৪)। বাদশা চেঁচিয়ে হুকুম করলেন, থাম। হাঁফ ছেড়ে

বাঁচলাম। তল্পিতল্পা গুটালাম। মোটা বকশিশ ট্যাঁকে তিন পাকে এঁটে ঘরমুখো পা বাড়াবার আগে শুনতে পেলাম দরবারে বাদশা বসেছেন উজির নাজির আর রাজ্যের তাবৎ পণ্ডিতদের নিয়ে তিন দ্বিগুণে ছয়ের সমস্যা সমাধান করতে। চোখে দেখা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সত্য তো ভেল্কি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না? আমি ততক্ষণে পগার পার। আপনারা এ সমস্যার সমাধান করতে পারলে বাদশার দরবারে যেতে পারেন। সেখানে এখনও অনেক নস্য উড়ছে, অনেকে মাথা নাড়ছে কিন্তু ছয়ের থেকে তিন গেলেও তিন দ্বিগুণে ছয়ের সমস্যা আজও চলছে

উপকরণঃ একজোড়া সাধারণ তাস ও তার মধ্যে চারখানি লেফাফা সহায়কের প্রত্যেকটিতে তিনখানি করে তাস ঠাসা। সহায়ক লেফাফা তাস আগের খেলায় উল্লেখ করা হয়েছে বলে এখানে আবার লেখা হল না।

কর্তব্যঃ (১) তাসজোড়ার ওপরেই সহায়কগুলি থাকে। বিভাজনের সাহায্যে ঐ চারটি সহায়ক শেষ পর্যন্ত ওপরেই উপস্থিত থাকে।

(২) তাসজোড়ার ওপর থেকে একটি একটি করে গণনা করে টেবিলে ছয় খানি তাসের একটি থাক করা হয়। তাসজোড়াটি অতঃপর সরিয়ে রাখা হয়।

(৩) দু বার গণনা করায় সহায়কগুলি অন্য তাসের ওপরেই এসে যায়। প্রথম বার প্রথম সহায়কের উদরস্থ তিনটি তাস গোটানো তাসগুলি থেকে খুলে এনে একটি একটি করে তিনটি তাস বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ফেলে দেওয়া হয়। পরের বার একই কাজ করতে শূন্যগর্ভ সহায়কটি থাকের তলায় সরিয়ে দ্বিতীয় বা তৃতীয় অথবা চতুর্থ সহায়কের উদরস্থ তাসগুলি খসিয়ে ফেলে দেওয়া হয়।

(৪) যে হেতু সহায়কের উদরস্থ তাসগুলি বাতিল করা হয়েছে সে হেতু হাতের তাসগুলির সংখ্যা বরাবরই ছয় থেকে যায়, তা পাখার মত ছড়িয়ে ধরাই হোক আর পৃথক করে গণনা করাই হোক।

—

ঐ সহায়ক তাস তৈরী করতে একটি তাস আস্ত থাকবে আর অন্য একটি তাসের কোনাকুনি কাটা অর্ধাংশ থাকবে। অর্ধাংশ তাসটি পূর্ণাঙ্গ তাসটির পিঠে যেখানটা কাটা হয়েছে সেটা ছেড়ে অন্য দুটি পাশের সঙ্গে তলায় তাসটি কাপড়ের কব্জা করে জুড়ে ফেললেই লেফাফা সহায়ক তাস হয়ে পড়ে।

আণবিক পরিবহন

সংঘটন: পনরখানি লাল কোঁটাওলা তাস আর পনরখানি কাল কোঁটাওলা তাস দু ভাগে পৃথক রাখার পর জনৈক দর্শককে তাঁর পছন্দমত ভাগটি গ্রহণ করতে দেওয়া হয়। অপর ভাগটি প্রদর্শক নিতে বাধ্য। দু জনেই নিজের নিজের ভাগ একবার কেটে দু ভাগ একত্র করলে দর্শক দুই করতলে তাঁর ভাগটি চেপে ধরেন। প্রদর্শক তার ভাগটি তর্জনীর চাপে রেখে অন্য হাতে যাদুকাঠি তুলে দর্শকের হাতের তাস থেকে তার ভাগে তিনখানি তাস চলে আসবার ইঙ্গিত করে। এর পর দু জনে দু ভাগ একটি একটি করে গণনা করলে দেখা যায় দর্শকের ভাগে তিনখানি তাস কমে গেছে আর প্রদর্শকের ভাগে ঠিক ততখানি তাস শুধুই যে বেড়েছে তা নয় যে তিনখানি তাস বেড়েছে সেগুলির রং অন্য পনরটি থেকে পৃথক। এ খেলাটি বেতারে জিনিসও যায় খেলাটির মত হলেও চমৎকারিত্বে বেশী বিভ্রান্তিকর।

বাগ্‌বিস্তার: দিনে দিনে কি সাংঘাতিক ব্যাপারই না ঘটছে। মাত্র চার পাঁচ পুরুষ আগেও যান বলতে লোকের ছিল নিজের পদযুগল আর বাহন বলতে ছিল গরু ঘোড়া, নয় দু পেয়ে জীব। আর এ যুগে যান বাহন সমস্তই নির্জীব। পায়ে হেঁটে রাস্তায় বেরিয়েছেন কি জান নিয়ে টানাটানি। এতেও স্বস্তি নেই। দেশে দেশে তাই রেশারেশি লেগেছে আরও কত রকমে কত তাড়াতাড়ি দূরকে করি নিকট আর প্রাণকে করি সঙ্কটজনক। এই দেখুন না, এ যুগে রিক্সা ট্যাক্সি ট্রাম মোটর রেল ষ্টীমার বিমান ছেড়ে মানুষ হাউই চড়ে চাঁদে শুক্রে বা মঙ্গলে পাড়ি জমাবার তোড়জোড়ে কী ভীষণ ব্যস্ত। কিছুদিন আগে ইঁদুর বাঁদর কুকুর ঘুরে আসার পর মানব মানবীও চাঁদে ঘুরে এসেছেন। পরে দেখা যাবে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় রসদ আসবে চাঁদ বুধ মঙ্গল থেকে আর অনাবশ্যক বাড়তি মানুষ রপ্তানি হবে গ্রহান্তরে। অবশেষে গ্রহে গ্রহে নির্ঘাত বিগ্রহ বেধে যাবে। বিজ্ঞানীরা গাগারিণদের গ্রহে গ্রহে বেড়িয়ে এনে আপনাকে আমাকে বিদায় যাত্রায় উৎসাহিত করছেন। আমরা, যাদুকররা, অনেক আগেই এই যাওয়া আসার অনেক সহজ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছি। সেটাই আজকে আপনাদের দেখিয়ে রাখছি যাতে গ্রহে উপগ্রহে স্বচ্ছন্দে গমনাগমনের প্রথম কীর্তিটা যাদুকরদের নামেই পৃথিবীর ইতিহাসে প্ল্যাটিনামের অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। আপনাদের মধ্যে যদি একজনেরও চাঁদে যাওয়ার ইচ্ছা থাকে তা হলে আমার কাছে চলে

আসুন। [অনেক আগমনেচ্ছু দর্শককে লক্ষ্য করে] অকুতোভয়ে এগিয়ে আসুন। যাদুবিদ্যা আনন্দ দানের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। নিরানন্দ হবেন না, আসুন। পৃথিবীর সৃষ্টি আজ পৃথিবী থেকে চাঁদে যাবে এ আনন্দ নন্দনেও পাওয়া ভার। আর নন্দনদের ছেড়ে যাওয়ার সুখটাই বেশী লোভনীয়, আকর্ষণীয় ও উৎসাহদ্যোতক। [আগন্তুক কাছে এলে] আপনার সৎসাহসে আমি মুগ্ধ। আমি নিজে কখনও এ প্রলোভনে বিচলিত হতাম না। সে যাই হোক, আপনি এক বার সুউচ্চ কণ্ঠে সবাইকে জানিয়ে দিন যে আপনি বিনা প্ররোচনায়, কারও প্রলোভনের বশবর্তী না হয়ে চন্দ্রলোকে গমনের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার সাহায্য প্রার্থনা করছেন। বুঝতেই তো পারছেন এই অজানা পথে যেতে অচেনা আপদ ঘটতে কত ক্ষণ। কেউ যাতে আপনার স্বেচ্ছাকৃত পৃথিবী ত্যাগের দরুণ আমাকে দায়ী না করেন সেই জন্যই আপনার স্বীকারোক্তি দরকার। এতে ভয়ের কিছু নেই। ভরসার মধ্যে আমি ও এঁরা সবাই নিশ্চিন্ত হতে পারব যাতে চাঁদের দেশের চাঁদ মুখ দেখে যদি ফিরেও না আসেন আমাদের আর থানা পুলিশ আইন আদালতের ফেরে ভুগতে হবে না। [আগন্তুক এই কথা বলুন আর নাই বলুন প্রদর্শক দর্শকের সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলার পর সবাইকে শুনিয়ে বলে] তা হলে মানুষ নিয়ে এই পরীক্ষা এখনই না করে জিনিস দিয়ে প্রথম বারের কাজটা করে দেখা যাক। বিশ্বাস হলে তখন আপনি কেন সবাইকেই চন্দ্রলোকের পথে রওয়ানা করে দেওয়া যাবে। [একজোড়া তাস নিয়ে] তা হলে একজোড়া তাস দিয়েই দেখানো যাক এই যাদুকরী আণবিক ব্যবস্থায় নির্ঝঞ্ঝাটে এবং নিরাপদে কেমন করে বস্তু বিশেষ এক জায়গা থেকে অন্যত্র পাঠানো যায়। এটা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর আপনাদের কারও আর চন্দ্রলোকে মানুষ পাঠাতে ওজর আপত্তি থাকবে না, থাকতে পারে না। তখন আপনার দুঃসাহসী যাত্রায় কোনও বাধা নিষেধ করবার লোক খুঁজে পাবেন না। [এত ক্ষণ তাসজোড়া থেকে তাস বেছে ওপরের দিকে রাখা হচ্ছে দেখাতে দেখাতে (১)] এবার আমি কয়েকটা তাস গুনে নিচ্ছি, [এক দুই তিন করে পনর খানি তাস গণনা করে] এই রইল পনরটি লাল রঙের তাস। আর এই [পূর্ববৎ পনরখানি তাস গণনা করে] পনরটি কাল রঙের তাস। তা হলে দু ভাগ এক হলে ত্রিশটা তাস হবে। লাল তাস মানে [তাসগুলির সামনের দিকটা দর্শকদের দিকে দেখিয়ে] তাসের ফোঁটা ও ছবির রং লাল, [তাসগুলি টেবিলে চিত করে রেখে অন্য ভাগ খুলে দর্শকদের তাসগুলির সম্মুখ দেখাতে দেখাতে] আর এই হল কাল ফোঁটার তাসগুলি, [এক দুই করে গণনা করে] সংখ্যা হচ্ছে

পনর। [তাসগুলি নামিয়ে লাল তাসগুলির ওপর রেখে (২)] পনরটি লাল তাস আর পনরটি কাল তাস আলাদা করার এক মাত্র কারণ হচ্ছে দুটি ভাগের তাস যে বর্ণে সম্পূর্ণ পৃথক তা সহজেই বুঝা যায়। লাল রঙকে আমরা চাঁদের দেশ বলে ধরে নিতে পারি কারণ চাঁদ বর্ণে উজ্জ্বল। ওদিকে আমাদের ধূসর ধরণীকে কাল রঙের মনে করতে কারও যুক্তিতে আটকাবে না, কেমন? [আগন্তুককে উদ্দেশ্য করে] আপনি কোন্ ভাগ তাস নেবেন, লাল না কালো? [উপস্থিত ক্ষেত্রে ধরা হোক দর্শক লাল তাসগুলি চাইলেন] আপনি লাল তাস অর্থাৎ চাঁদের দেশটাই নিতে চান? [দু ভাগ তাস একত্র নিয়ে টেবিলের ওপর পাশাপাশি নীচের ভাগ ছড়িয়ে যখন কাল তাসের ভাগ দেখা দেবে তৎক্ষণাৎ থেমে (৩)] এ সবই লাল তাস। এগুলো আপনি জড় করে, এক বার কেটে, সব তাস একত্র করে দু হাতে চেপে রাখুন। [আগন্তুক হাতে তাস চেপে ধরলে] আমার ভাগে কাল তাস রইল। আমিও এ ভাগটি একবার কেটে নিই (৪)। আমার ভাগ এই খানে রাখছি [ওল্টানো একটি গ্লাসের ওপর তাসগুলি রেখে আর একটি গ্লাস সোজাসুজি তার ওপর বসিয়ে, আগন্তুকের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে] আপনারা একটা চোখ রাখুন ঐ ভদ্রলোকের হাতে আর অন্য চোখটা দিন এই গ্লাসের তাসগুলিতে। ভাগ্যে, ভগবান মানুষকে দুটো চোখ দিয়েছিলেন, নইলে যাদুকরের ভেল্কিতে ভড়কাত কে? দেখুন, দেখুন, ঐ ভদ্রলোকের তাস থেকে হরতনের গোলামটা আমার কাল তাসের ভাগে এসে ঢুকছে; [এ কথা বলবার সময় যাদুকাঠি নেড়ে তাসটির কল্পিত গন্তব্য পথ দেখিয়ে] আর এই রুইতনের তিন, সঙ্গে সঙ্গে উড়ে এসে জুড়ে বসল রুইতনের সাত, না না রুইতনের নয়। আপনারা কেউ কেউ লাল তাসগুলোর ওখান থেকে এখানে আসা লক্ষ্য করতেও পারেন, নাও পারেন। তবে এটা ঠিক, গোটা কয়েক লাল তাস কাল তাসের ঝাঁকে এসে গেছে। না দেখতে পাওয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আইনষ্টাইন বাতলে দিয়ে বলেছেন যে গতির বেগ যত দ্রুত হতে থাকে বস্তুর আয়তন তত ক্ষুদ্র হয়ে যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে পারি যে যাদুকর হয়ে যতই রোজগার করি না কেন গৃহিণীর দশ হাতের হস্তক্ষেপে পকেট সতত গড়ের মাঠ হয়ে থাকে। হ্যাঁ, আমার ভাগে [আঙুল দিয়ে গ্লাসের তাসগুলি দেখিয়ে] পনরটি কাল তাস ছিল আর ওঁর হাতে পনরটি লাল তাস ছিল। আগে লাল তাসগুলো একটা একটা করে গণনা করে দেখা যাক কটা লাল তাস ওখানে আছে। [দর্শক তাসগুলি গণনা করতে প্রত্যেকটি

তাস দেখিয়ে যান ও ক্রমিক সংখ্যা উচ্চারণ করতে থাকেন এবং প্রদর্শক সংখ্যাগুলি সেই সঙ্গে উচ্চ কণ্ঠে সকলকে শুনাতে থাকে ও গণনা শেষ হলে]

হলে দেখা যাচ্ছে লাল তাসগুলি এখন মোট বারটিতে দাঁড়িয়েছে। আগে ছিল পনর। অর্থাৎ সকলের চোখের ওপর দিয়েই তিনখানি লাল তাস উড়ে এসে জুড়ে বসেছে ওখানে [আঙুল দিয়ে গ্লাসের দিক দেখিয়ে]। এবার কাল ভাগের তাস আমি একটি একটি করে ফেলে দেখাতে দেখাতে গণনা করব। দেখুন এই পনরটি কাল তাসের সঙ্গে হরতনের গোলাম রুইতনের তিন আর নহলা চোখে পড়ে কিনা [এ কথা বলতে বলতে গ্লাসের ওপর রাখা তাসগুলি হাতে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দেখানো হয়]। দেখুন, কাল তাসগুলির মধ্যে তিনখানি লাল তাস প্রকৃত পক্ষে এসে গেছে। এবার তাসগুলি গুনে দেখা যাক [তথাকরণ]। তা হলে পনরখানি তাসের জায়গায় আঠারটি তাস পাওয়া গেল। তা হলেই বুঝুন, চাঁদ থেকে ফেরার ঘটনা যখন প্রত্যক্ষ করলেন, যাবার ব্যবস্থা মানুষ দিয়েই করা উচিত। ফিরতে পারলে, যাবার জন্য ভাবনা কেন? যাঁরা চাঁদে যেতে প্রস্তুত আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব আর পাওনাদারদের লিখিত অনুমতি নিয়ে আমার কাছে এলেই সরাসরি চাঁদে ঠেলে তুলবই। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

উপকরণ: একজোড়া তাস আর ছ খানি সহায়ক তাস। এই সহায়ক তাসগুলি আসলে দু মুখি তাস। অর্থাৎ যে দিকেই ওল্টানো হোক না কেন সে দিকেই তাসের মুখ দেখা যায়। এই সহায়কগুলির এক পিঠে লাল তাসের ফোঁটা বা ছবি আর অন্য পিঠে কাল তাসের ফোঁটা বা ছবি থাকে। তাসজোড়ায় এই সহায়ক তাসগুলি রাখতে তলা থেকে ক্রমাগত ওপরের দিকে বারখানি লাল তাস রেখে তার ওপর তিনটি সহায়কের লাল দিকটা নীচের তাসের মুখের দিক করে মিলিয়ে রেখে তারপর ক্রমান্বয়ে বারখানি কাল তাস একই দিকে মুখ করে রাখতে হয়। তাসজোড়ার তলায় তাসগুলি সাজিয়ে রাখার উদ্দেশ্য এই যে লাল কাল তাস বাছবার সময় সমস্ত তাস এমন ভাবে চিত করে ধরতে হয় যাতে দর্শকরাও তাসগুলির সামনের দিকটা দেখে বুঝতে পারেন যে লাল ও কাল তাসগুলি শুধু দু ভাগে নেওয়া হচ্ছে। এই তাসগুলি হাতে নেওয়ার পর একটি একটি করে মুখ দেখিয়ে পনরটি লাল তাস দেখানো হয়। ঐ লাল তাস দেখানো হলে কাল তাসগুলি উল্টিয়ে লাল তাসগুলির সঙ্গে রেখে সমস্ত কাল তাসগুলি দর্শকদের দিকে ঘুরিয়ে ধরে গণনা করে পনরটি কাল তাস দেখানো হয়।

এই সহায়ক তাস তৈরী করতে হলে লাল তাসের পিঠে কাল তাসের পিঠ আঠা দিয়ে এঁটে নিলেই হয়। ইংলণ্ডের বা আমেরিকার তাসের বেলায় তাসগুলি এক রাত জলে ভিজিয়ে রাখলে প্রত্যেকটি তাস দু পাটে আলাদা হয়ে যায়। তখন লাল তাসের পিছনে কাল তাসের পিছন দিকটা হাল্কা গঁদের আঠায় এক করে দুটি কাচের মধ্যে চেপে রাখলেই শুকিয়ে এক হয়ে পড়ে ও শুকাবার দরুন কুঁকড়ে যায় না।

কর্ত্তব্য ঃ (১) যদিও এ খেলা দেখাবার জন্য তাসজোড়ার পিঠের দিক ওপর দিকে ধরে তলার একচল্লিশতম থেকে বাহান্নতম তাসটি লাল রাখা হয় এবং আটত্রিশ উনচল্লিশ ও চল্লিশতম তাস তিনটি সহায়ক হলেও লালের দিকটা তলার দিকে রেখে তার ওপর বারখানি কাল তাস সাজিয়ে রাখা থাকলেও তাস বাছার প্রয়োজন আছে দেখালে দর্শকদের মনে কখনও একথা উদয় হবে না যে ঐ তাসের মধ্যে কোনও কারসাজি আছে।

(২) লাল ভাগের তাস চিত করে রাখার সময় খেয়াল রাখা দরকার যে এ অবস্থায় ওপরের তাস তিনটিই যেন সহায়ক তাস হয়। দু বার ফেলে গণনা করলেই নীচের ভাগ ওপরে উঠে পড়ে। এর পর কাল তাসের ভাগটি চিত করে লাল তাসগুলির ওপর উপুড় করে রেখে সমস্ত তাস হাতে তুলে নিয়ে সেগুলি ওল্টালেই কাল তাসের সামনেটা ওপরে এসে যায়। এ অবস্থায় একটি একটি করে গণনা করে পনরটি কাল তাস দেখানো হয়।

(৩) ঐ সাতাশখানি তাস একত্রে নিয়ে টেবিলে বা হাতে পাখার মত ছড়াতে ছড়াতে যেই না কাল তাসের থাক শেষ হয় অমনি ছড়ানো বন্ধ করে দিতে হয়, কারণ লালগুলি মাত্র দর্শকের হাতে দিতে হবে। লাল তাসগুলি গণনা না করেই দর্শকের হাতে দেওয়ার আগে বারেক পাখার মত ছড়িয়ে দেখানো হয় যে সব তাসই লাল রঙের। এবার যখন তাস ছড়ানো হচ্ছিল কাল ভাগের তাসগুলি পৃথক করতে তখন শেষ যে তিনটি কাল তাস দেখা যায় সেগুলি সহায়ক তাসের কাল দিকটা মনে রাখা দরকার। এ তাসগুলি চিত করে ছড়ালে পনরটি কাল তাসই দেখা যায়। ঐ তাস উল্টে ধরলে প্রথম বারখানি তাস লাল হবে আর বাকী তিনটিও লাল হবে, যেহেতু লাল তাসগুলি উল্টে পিঠের দিকটা দর্শকদের দেখিয়ে ছড়াবার প্রয়োজন হয় না সেহেতু ঐ সহায়ক তাস তিনটির লাল দিকটাও দর্শকদের গোচরে আসে না।

(৪) প্রদর্শক কাল তাসের ভাগটি স্বহস্তে কাটবার সময় তাসগুলি টেবিলে রেখে দর্শকের মত কেটে, কাটা ভাগের নীচের অংশ ওপরে তুলে দেয় না। সে বাঁ হাতে তাসগুলি রেখে ডান হাত দিয়ে ওপরের কিছু তাস তুলে নিয়ে তলায় রেখে দেয় এবং এই কাজের আড়ালে তলার তিনটি তাস তলাতেই উল্টিয়ে সহায়কের কাল দিকটা ঘুরিয়ে লাল দিকটা এনে দেয়। সহজে এ কর্মটি করতে হলে তৃতীয় আবর্তনের খানিকটা করা দরকার এবং বাঁ হাতে সেটি করা চাই। নীচের সহায়ক তাস তিনটি ইংরিজি 'ভি' অক্ষরের মত করতে হয়, যখন ডান হাতে ওপর থেকে কিছুটা তাস উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ঐ তিনটি তাস তলাতেই ঐ অবস্থায় অন্য তাসগুলির সঙ্গে রাখলে সহায়কগুলির অন্য পিঠটা উপরমুখি হয়ে পড়ে, অর্থাৎ কাল দিকটা বাঁ হাতের অন্য তাসগুলির পিঠের দিকে এসে পড়ে। এখন বাকী থাকে শুধু ডান হাতের তাসগুলি তলায় রেখে দেওয়া। এখানে তাস উল্টে ফেলার যে যাদুকরী ফন্দি দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যতে এটারই আরও অনেক অপূর্ব ব্যবহারের সুযোগ আসবে। কাজেকাজেই এই হস্তলাঘবটি আয়ত্ত করলে লাভ বৈ লোকসান হবে না।

বিকল্প বিধান ঃ (৪) একখানি সহায়ক লেফাফা-তাস ব্যবহার করেও এ খেলাটি দেখানো যায়। এই উপায়ে কাল ও লাল তাসগুলি একই দিকে মুখ রেখে ছড়িয়ে এবং একটি একটি করে ফেলে প্রত্যেক রঙের পনরখানি তাস দেখানো যায় এবং সহায়ক না উল্টিয়েই লাল ভাগ থেকে তিনটি তাস কাল ভাগে আনা যায়। তবে কাল ভাগ থেকে তিনখানি তাস লাল ভাগে নেওয়া যায় না। কোন্ ভাগ থেকে কোন্ ভাগে তাস যাবে সেটি যাদুকরী চাতুর্যে নিয়ন্ত্রিত করা যখন যায় তখন এ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা চলে। সহায়ক লেফাফা-তাসটির সামনের দিকটা দেখতে একটা কাল রঙের তাস করে চৌদ্দখানি কাল তাসের পরে রাখা হয়। তার পর পনরখানি লাল রঙের তাস রাখা হয়। তাসজোড়ায় এই তাসগুলি রাখতে লাল তাসের ওপর কাল তাসগুলি রাখা হয়। জোড়া থেকে একটি একটি করে সমস্ত তাস চিত করে মুখ দেখিয়ে টেবিলে ফেলে দেখানো হয়। এর পর কাল তাসগুলি ঐ ভাবে দেখানো হয়। দু ভাগ আলাদা করে ফেললেও হাতে ওঠাবার সময় কাল ভাগ লাল ভাগের ওপর রেখে এক হাত থেকে অন্য হাতে একটি একটি করে মোট ত্রিশটি তাস গণনা করে দেখানো হয়। এই গণনার ফলে কাল তাসগুলি তলায় চলে যায়। এবার তাসগুলি পাখার মত ছড়িয়ে তাসগুলি

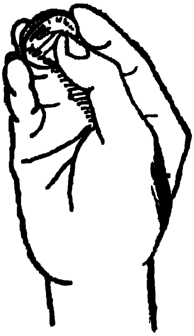
যখন দর্শকদের দেখানো হয় তখন প্রদর্শক লাল রঙের সারের শেষ তিনটি তাস পরবর্তী সহায়ক তাসের খোপের মধ্যে যাতে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে সেজন্য ঐ তাসগুলিকে সহায়কের কোনাকুনি কাটা পর্দার মধ্যে নীচের কিছুটা অংশ ঢুকিয়ে দেয়। এর পর হাতের তাস গুটিয়ে এক করলেই সহায়কের মধ্যে তিনটি লাল তাস ঢুকে যায়। এখন বাকী থাকে বাঁ হাতে সমস্ত তাস রেখে ওপর থেকে একটি একটি তাস গণনা করে পনরটি তাস টেবিলে ফেলে বাদ বাকী তাস যে লাল রঙের তা দর্শককে দেখিয়ে তাঁর হাতে রাখতে দেওয়া হয়। আর যে পনরখানি তাস ফেলা হয়েছে সেগুলি নিজের হাতে উঠিয়ে সামনের দিক দর্শকদের দিকে ছড়িয়ে ও গণনা করে দেখাবার পর গুটিয়ে একত্র করা হয়। পরে যখন প্রয়োজন, সহায়কের মধ্যে অবস্থিত তিনখানি লাল তাস নির্গত করতে তাসগুলি যখন পিছন দিক দেখিয়ে গুনতে হয় তখন বার করে নেওয়া হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

মুদ্রা প্রসঙ্গ

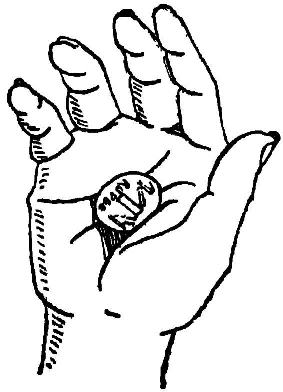
টাকা পয়সা দিয়ে যাদু দেখাতে সামান্য কয়েকটি হস্তলাঘব আয়ত্ত করলেই হয়ে যায়। এই সব হস্তলাঘব শিখতে খুব বেশী সময় লাগার কথা নয়। শেখার আগ্রহটাই শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করে। আগ্রহ ও উৎসাহ থাকলে সময়ে অসময়ে ফুরসৎ পেলেই অভ্যাস করার ইচ্ছা জাগে। যে কোনও বিষয়ে পারদর্শী হতে হলে মনের আবেগ কর্মে প্রেরণা জোগায়। ঐ প্রেরণাই মানুষের শিক্ষণীয় বিষয়ে চরম উৎকর্ষে পৌঁছাবার অধ্যবসায় বজায় রাখে। অল্পে তুষ্ট হওয়া শিল্পীর পক্ষে কিছুই নয়। চারুশিল্পে চরমতম পরিশ্রমের অবসানে সাফল্যের জয়ধ্বনি উঠতে থাকে। অসাধারণ বিশেষত্ব ব্যতিরেকে শিল্পীর কচিৎ সমাদর লাভ হয়। সুতরাং অভ্যাস, আরও অভ্যাস এবং অধিকতর অভ্যাস জীবনের মুল মন্ত্র করে যাদুবিদ্যার চর্চায় লাগতে হয়।

প্রথম করায়ত্ত ঃ টাকা আধুলি পয়সা করায়ত্ত করা মোটেই শক্ত নয়। সাধারণ ভাবে হাতে যে ভাবে মুদ্রা তুলে লোককে দেখানো হয় সেই ভাবে অঙ্গুষ্ঠটি



চিত্র ৬৩

মুদ্রার এক পিঠে রেখে ঐ হাতেরই বাকী চারটি আঙুল অন্য পিঠে লাগিয়ে ধরতে হয়। বস্তুতঃ মুদ্রাটি তর্জনী ও কনিষ্ঠার পার্শ্বচাপে রেখে মধ্যমা ও অনামিকার ওপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ধরা হয় (চিত্র ৬৩)। এভাবে মুদ্রা ধরলে অঙ্গুষ্ঠের চাপ মুদ্রায় দিতে হয় না। কিন্তু হাত উঠিয়ে দর্শকদের দেখাবার সময় ওটি কেবল মাত্র ঠেকিয়ে রাখা হয় যাতে অঙ্গুষ্ঠের দিকে হেলে না পড়ে। এ অবস্থায় দেখানো মুদ্রা সাধারণ ভাবে ধরা মুদ্রার মধ্যে কোনও ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হয় না। মুদ্রাটি করতলে ফেলতে অঙ্গুষ্ঠ সরিয়ে অন্য চারটি আঙুল করতলের দিকে মুড়লেই মুদ্রাটি করতলের মাঝখানে এসে পড়ে। এখন অঙ্গুষ্ঠমূলের মাংসল পেশী ও কনিষ্ঠামূলের মাংসল পেশী সঙ্কুচিত করে মুদ্রাটি আটকে রাখা যায় (চিত্র ৬৪)। এটা হচ্ছে মুদ্রা করায়ত্ত করার সনাতন উপায়। মুদ্রা করায়ত্ত হলে ঐ হাতটি স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে হলে শরীরের পাশেই ঝুলিয়ে রাখতে হয় এবং তখন সতর্ক থাকতে হয় যাতে করতল কখনও দর্শকদের দিকে না ঘুরে যায়। পাশে প্রলম্বিত রাখা ছাড়াও ঐ হাত কখন কখন উত্তোলিত রাখার দরকার হয়। তখন কোটের বুকের কাটা অংশ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে ধরে রাখলেই ভাল দেখায়। একটি মুদ্রা করায়ত্ত রাখা যখন সহজ ও সাবলীল হয়ে

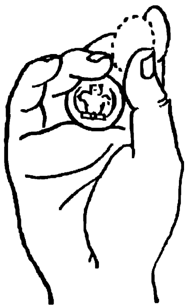


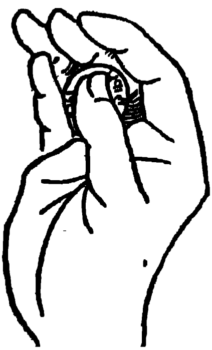
চিত্র ৬৪

যায় তখন একটি একটি করে বাড়িয়ে চার পাঁচটি পর্যন্ত অভ্যাস করে দক্ষ হওয়া প্রয়োজন। মুদ্রা করায়ত্ত করা হাতের করপৃষ্ঠ ঈষৎ কুব্জভাব ধারণ করবেই। অভ্যাসে আঙুল গুটানো ক্রমেই কমে যায় ও করপৃষ্ঠের কুব্জতা সহজে চোখে ঠেকে

না। কিন্তু তর্জনী মধ্যমা ও অনামিকার করপৃষ্ঠস্থ সংযোগ অস্থিগুলি করায়ত্ত অবস্থায় ফুটে উঠবেই এবং অঙ্গুষ্ঠ করতলের দিকে নত হয়ে থাকবে। অঙ্গুষ্ঠ খাড়া রাখা অভ্যাসে দূর করা গেলেও সংযোগাস্থির উঁচু হয়ে ওঠা বন্ধ করা দুঃসাধ্য। তা সত্ত্বেও মুদ্রার এই করায়ত্তটি আজ পর্যন্তও যাদুকরদের একটি অমোঘ উপায়। এক হাত থেকে অন্য হাতে মুদ্রা রাখা হচ্ছে দেখাবার অছিলায় মুদ্রার করায়ত্ত বিশেষ ভাবে কাজে লাগানো হয়। আর শূন্য হাতে মুদ্রার আবির্ভাবের জন্যও এটি অপরিহার্য।

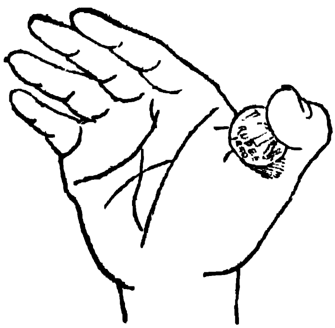
দ্বিতীয় করায়ত্ত ঃ পূর্ববৎ মুদ্রাটি ডান হাতে ধরে বাঁ হাতে রাখবার সময় যেই না ডান হাত বাঁ দিকে ঘুরছে তার অব্যবহিত পূর্বে ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠের চাপ ছেড়ে দিলেই মুদ্রাটি মধ্যমা ও অনামিকা ঘেঁসে নীচের দিকে গড়িয়ে অঙ্গুলিমূলে এসে পড়বে (চিত্র ৬৫)। এ অবস্থায় আঙুল গুটিয়ে আধা-আধি মুঠো করলেই মুদ্রাটি ওখানেই আটকে থাকতে পারে। এই করায়ত্ত প্রয়োগের সময় মুদ্রাটি মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠের চাপে ধরে আর সব আঙুলগুলি পাশাপাশি ঘন সন্নিবিষ্ট রেখে আঙুলের ডগা উঁচু দিকে তুলে মুদ্রাটি দেখানো হয়। আঙুল আকাশের দিকে তুলে ধরলে নিজের ভারে মুদ্রা গড়িয়ে অঙ্গুলিমূলে নেমে পড়ে। ঐ ওঠানো হাত কাত করে অপর হাতে মুদ্রা রাখার ভান যখন করার প্রয়োজন তখন অঙ্গুষ্ঠ একটু বহির্মুখি এগিয়ে সেই বাড়ান আঙুল দিয়ে মুদ্রাটি অঙ্গুলিমূলেও টেনে নামানো যায় (চিত্র ৬৬)। এই দু ভাবেই মুদ্রা অঙ্গুলিমূলে আনবার উপায় অভ্যাস করতে হয়। এই উপায়ের সব চেয়ে বড় সুবিধা এই যে মুদ্রাটি আধ মুঠো আঙুলের আড়ালে পড়ায় করতলের


(চিত্র ৬৫)


(চিত্র ৬৬)

অনেক অংশ দর্শকদের গোচরে নেওয়া যায়। আর অসুবিধার মধ্যে করায়ত্ত হাত দিয়ে বই গ্লাস ইত্যাদি ধরতে কিছুটা বাধা দেখা দেয়, মধ্যমা ও অনামিকা স্বচ্ছন্দে নাড়াচাড়া করতে না পারার অন্তরায় হয় বলে। প্রকৃত পক্ষে এটিকে আঙুল বন্দী পর্যায়েই ফেলা উচিত।

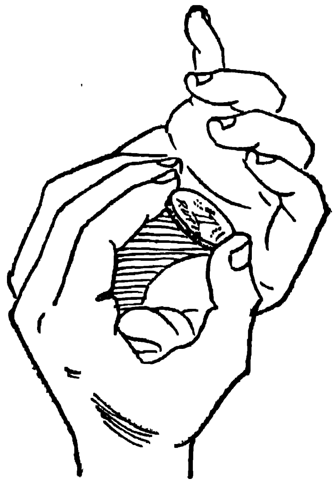
তৃতীয় করায়ত্তঃ অঙ্গুষ্ঠমূলে মুদ্রা চেপে ধরেও করায়ত্ত করা যায় (চিত্র ৬৭)। এই করায়ত্ত করার জন্য মুদ্রাটির দু পাশে অনামিকা ও তর্জনী রেখে মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ধরে দেখানো হয়। ডান হাতে নেওয়া এই মুদ্রাটি বাঁ হাতে ফেলবার প্রাক্কালে অনামিকা মধ্যমা ও তর্জনী গুটিয়ে অঙ্গুষ্ঠের গা ঘেঁসে মুদ্রাটি পূর্বে প্রদর্শিত চিত্রের মত অঙ্গুষ্ঠের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের ক্রোড়ে নামিয়ে অঙ্গুষ্ঠ বাঁকিয়ে ধরে রাখা হয়। অন্য হাতে রাখার অছিলায় ডান হাতের কনিষ্ঠা থেকে তর্জনী পর্যন্ত চারটি আঙুল স্বভাবতই মুড়ে ফেলা হয়, কিন্তু বাঁ হাতে টাকাটি যেন রাখা হয়েছে সেটি বুঝাতে ঐ আঙুলগুলি বাঁ হাতেই প্রসারিত করে দেওয়া হয়। এই করায়ত্তে দু একটির বেশী মুদ্রা করায়ত্ত করা যায় না। তবে এটার প্রকাণ্ড সুবিধা হচ্ছে করতল বেশ ছড়িয়ে আঙুলগুলি ফাঁক করে রাখা যায়। অঙ্গুষ্ঠে আটকে রাখা মুদ্রাটি পরে দ্বিতীয় করায়ত্তের মত অনামিকা ও মধ্যমার মূলে সহজেই ফেলা যায় ও সেখানে রাখলে অঙ্গুষ্ঠও স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরানো যায়।



(চিত্র ৬৭)

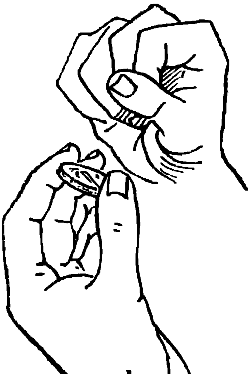
প্রথম প্রবর্তন: দ্বিতীয় করায়ত্তের সাহায্যেই চমৎকার প্রবর্তন সাধন করা যায়। যে মুদ্রাটি অন্য আর একটি মুদ্রার সঙ্গে প্রবর্তিত করা দরকার সেটিকে ডান হাতে দ্বিতীয় করায়ত্তে রেখে অন্য মুদ্রাটি প্রথম করায়ত্তের প্রাথমিক অবস্থায় দেখানো হয়। যখন প্রদর্শিত মুদ্রাটি নিজের বাঁ হাতে বা দর্শকের হাতে অর্পণের উদ্যোগ হচ্ছে তখন করায়ত্ত হাতটি ওল্টালেই ও ছড়িয়ে ধরলেই করায়ত্ত মুদ্রাটি পড়ে যায়। ঐ মুদ্রাটি যখন পড়ছে তখন প্রদর্শিত মুদ্রাটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় করায়ত্তের রীতিতে প্রথমে অঙ্গুষ্ঠে আঙুলবন্দী করে পরে অনামিকা ও মধ্যমার অঙ্গুলিমূলে আটকে ধরা হয়।

দ্বিতীয় প্রবর্তন ঃ এবারের প্রবর্তনে দর্শকের চোখে ঠেকবে যেন বাঁ হাতে ধরা মুদ্রাটি ডান হাতের মুঠোয় তুলে নেওয়া হয়েছে এবং সে হাতের দ্বিতীয় মুদ্রাটি হয় প্রকাশ অথবা লুপ্ত করে দেখানো হতে পারে। এতে বাঁ হাতের মুদ্রা বাঁ হাতে পড়ে সনাতনী করায়ত্তে বা অনামিকা ও মধ্যমার অঙ্গুলিমূলে দৃষ্টির অগোচরে আটকানো থাকে আর ডান হাতের অঙ্গুলিমূলের বন্দী অন্য মুদ্রাটি ঐ হাতের মুঠো খুলে দেখালে কারও মনে হতে পারে না যে একটি মুদ্রার সঙ্গে অন্য একটির বিনিময় ঘটে গেছে। মুদ্রার বা মুদ্রার সাদৃশ্য বস্তুর অতর্কিত পরিবর্তনের এই উপায়টি অব্যর্থ ফলপ্রদ। এই প্রবর্তনটি করতে বাঁ হাত চিত করে সমান্তরাল রেখে



(চিত্র ৬৮)

আঙুলগুলির ডগায় মুদ্রাটির বেড় আঙুলের চাপে ধরতে হয় (চিত্র ৬৮) ও হাতটি ঘুরিয়ে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দর্শকদের দিকে রাখতে হয় যাতে মুদ্রাটি অন্য হাতে তুলে নেবার সময় সেই হাতের অঙ্গুষ্ঠ মুদ্রার নীচে প্রবিষ্ট হয়েছে দর্শকরা যেন প্রত্যক্ষ করতে পারেন। বাঁ হাতে ধরে রাখা মুদ্রার তলা দিয়ে ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ ঢুকিয়ে দিয়ে (চিত্র ৬৯) মুদ্রাটি ডান হাতের মুঠোয় ধরতে যখন উদ্যত তখন ডান হাতের কনিষ্ঠা

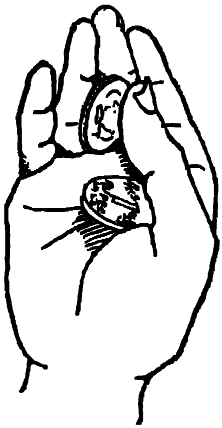


(চিত্র ৬৯)

থেকে তর্জনী পর্যন্ত আঙুল চারটি গোটাতে যেই না মুদ্রাটি ঐ আঙুলগুলির আড়াল পেয়েছে তৎক্ষণাৎ বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠ সরিয়ে ফেললে মুদ্রাটি খসে

বাঁ হাতের অঙ্গুলীমূলে পড়ে। ডান হাত এতক্ষণে মুঠো করাতে অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও মুদ্রার বাঁ হাতে পতন দেখতে পায় না। বরং ডান হাতের মুঠোয় মুদ্রাটি ধরা হয়েছে মনে করে। সুতরাং ডান হাতের গোপন মুদ্রাটি এখন দেখালে কেউ ভাবতে পারে না সেটি অন্য একটি মুদ্রা।

তৃতীয় প্রবর্তন ঃ দর্শকদের দেওয়া মুদ্রা বা চিহ্ন দেওয়া মুদ্রা অনেক সময় সহায়ক মুদ্রার সঙ্গে বদলে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। সে ক্ষেত্রে সব চেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে সহায়ক মুদ্রাটি দ্বিতীয় করায়ত্তের রীতিতে ডান হাতে গোপন রেখে সেই হাতেই আঙুল দিয়ে দর্শকের দেওয়া মুদ্রাটি তুলে নেওয়া এবং মঞ্চে প্রত্যাবর্তন বা নিজের টেবিলের কাছে ফিরে আসার সময় ডান হাত মাথার ওপর উঁচু করে ধরে মুদ্রাটি যাতে দৃষ্টির অগোচর না হয় সে ভাবে চলতে হয়। এর পর দর্শকদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মুদ্রাটি নিজের বাঁ হাতে বা দর্শকের হাতে রাখতে শরীরটা সে দিকে ঘুরিয়ে দেবার সময় প্রদত্ত মুদ্রাটি তৃতীয় করায়ত্তের উপায়ে অঙ্গুষ্ঠমূলে বগড়িয়ে এনে বন্দী করে সঙ্গে সঙ্গে করায়ত্ত সহায়কটির মুক্তি দিলেই প্রবর্তন সাজ হয় (চিত্র ১০)। অন্যথা সংগৃহীত মুদ্রাটি অঙ্গুষ্ঠমূলে করায়ত্ত করে সহায়ক মুদ্রাটি অঙ্গুষ্ঠের ঠেলায় অনামিকা ও মধ্যমার অঙ্গুলিমূল থেকে ঠেলে আঙুলের ডগাতেও তুলে ধরা চলে। এই প্রবর্তন শুধু সহজেই আয়ত্ত হয় না, এটাতে কড়া নজর রাখলেও পরিবর্তনটা হয়েছে টের পাওয়া যায় না।



(চিত্র ১০)

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুদ্রার ক্রীড়া

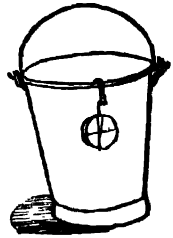
যক্ষের জল্পনা

সংঘটন : প্রদর্শক তার শূন্য হাতটি দিগ্বিদিকে যেই বাড়ায় বা যখনই কোন স্থান বা বস্তু স্পর্শ করে তখন সেখানেই টাকা গজিয়ে ওঠে। এমন কি, দর্শকদের দাড়ি কাপড় আঙুলের ডগা বা দীপ শিখা সর্বত্রই টাঁকশালের অদৃশ্য কারখানায় পরিণত হয়েছে মনে হয়। এ খেলাটি যুগ যুগান্ত যাবত যাদুকরদের ও দর্শক-সমাজের বিশেষ আকর্ষণীয় যাদুক্রীড়া। দুঃখের বিষয় আজকাল আমাদের দেশে রূপার টাকা কেন, ধাতব টাকাও দুষ্প্রাপ্য; আবার এখন যে টাকা পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি বুড়ো আঙুলের তাড়নায় লাফালেও রূপার টাকার মত মধুর টঙ্কার করে না। আজকের টাকা বোবা; তবু টাকা টাকাই। মিষ্টি আওয়াজ থাকুক আর নাই থাকুক, টাকা ভারি মিষ্টি, বড় মিষ্টি।

বাগ্‌বিস্তার : [এ খেলাটি দেখাবার আগে প্রদর্শক তার হাত দুটি খালি দেখাতে করতলের দু পিঠ ও আঙুলের ফাঁকগুলিও ভাল করে নাড়াচাড়া করে দেখায়। কিন্তু 'দেখুন আমার হাতে কিছু নেই' বলে দর্শককে সজাগ করে তোলে না। হাত খালি দেখাবার কায়দা হবে অভিনয়ের মাধ্যমে।] এখন আপনাদের এমন একটা ব্যাপার দেখাব যা আপনারা ঘুমের আগে ও জাগবার পরেই পাবার জন্য প্রার্থনা করে থাকেন (১)। [টেবিলের বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে টেবিলের ওপরের বালতি দেখিয়ে] ঐ বালতিটির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। না, বালতির কথা আপনাদের সকাল সন্ধ্যার চিন্তার বিষয় নয়, জানি। তবু দেখুন (২), [বাঁ হাতে বালতি উঠিয়ে নেবার সময় ডান হাতে যাদুকাঠি তুলে বালতিতে ঠুঁকতে ঠুঁকতে] বালতিটা খালি। কিছু থাকবার কথাও নয়। কারণ, যাঁর নাম ভোর বেলা উচ্চারণ করলে হাঁড়ি ফাটবার সমূহ আশঙ্কা, বর্তমানে তাঁরই বাড়ী থেকে নগদ মুদ্রা দিয়ে এটি আহরণ করেছি। এই সর্বজন পরিচিত মহাত্মার অহোরাত্রের প্রার্থনা যে কি তা নিশ্চয়ই আপনাদের অজানা নেই। তিনি ঠিক এই সময় এই মুহূর্তে তাঁর বিজলী বর্জিত ঘরে বসে নিবাত দীপ শিখার দিকে তাকিয়ে ভাবছেন [টেবিলের ওপর জলন্ত মোমের

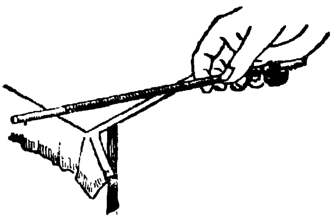
দিকে তাকিয়ে] বাতিটা তো পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি এ সময় এমনি করে [কথা মত কাজ করে] ঐ শিখাটি দু আঙুলে চিমটি কেটে টাকা পেতাম (৩)। এঁ্যা, একি! সত্যি সত্যি একটা টাকা পাওয়া গেছে, দেখছি। টাকাটা বালতিতে রাখি। [টাকা বালতিতে পড়ে শব্দ করার পর] আঃ, কি শ্রুতিমধুর চিত্ততাপহারিণী টংকার! অনিত্য জগতে নিত্য এই চক্রবৎ চক্চকে চাকতির ধ্যানই তো ভোরের প্রত্যাশা, সন্ধ্যার আপসোস। আবার একবার চেষ্টা করে দেখা যাক [তথাকরণ]। পেয়েছি, পেয়েছি, এবারও পেয়ে গেছি। দেখুন আরও একটা আস্ত নিরেট নিখুঁত জলজ্যান্ত টাকা (৩)। টঁাকশালের সুন্দর টুক্‌টুকে টাকা। [এ টাকাটিও বালতিতে ওপর থেকে ফেলে ঝনৎকার শুনিয়ে দিয়ে (৩)] আঃ, শত বীণা বেণু রবকে হার মানায়; কি মধুর, কি মিষ্টি। আবার শিখার আগুন থেকে টাকা বার করা যাক [তথাকরণ]। এ কি? না, কিছুই পাওয়া গেল না। তা হলে আমার মাথার চুল ছিঁড়ি [তথাকরণ]? যাক, পাওয়া গেছে (৩)। এটাও বালতিতে রাখি (৪), কারণ বালতির দৌলতেই আমার ফুটো কপালেও ছিটেফোঁটা জুটছে। আচ্ছা, টাকা তো বালতিতে রাখছি। যে লোকের বালতি, তাঁর হাত দিয়ে জলও নাকি গলে না। তবু বালতির ফুটো দিয়ে জল গলে পড়তে পারে তো? [বালতি ওপরের দিকে ঝাঁকিয়ে, টাকার শব্দ শুনিয়ে (৫) জানানো হয় যে বালতিতে কয়েকটি টাকা বাস্তবিকই ফেলা হয়েছে। এর পর দর্শকমণ্ডলীর কাছে এসে ও আসবার সময় এবং পরে এদিক ওদিক যেতে যেতে বালতি নাচিয়ে ক্রমাগত টাকার শব্দ করতে করতে] আপনার কোঁচায় টাকা রেখেছেন কি? বাঃ, এই তো পেলাম (৩), বিত্তশালী বলে সর্বত্রই উদ্বৃত্ত দেখছি। এটাকে বালতিতে বালতির তলার ফুটো গলিয়ে রাখি [তথ করণ (৬)]। ঢুকেছে, শুনলেন তো? যেমন লোকের বালতি, তেমন তার স্বভাব, সঙ্গদোষ আর কি। আপনার হাতের ছড়িটা বালতির কানায় ঠুকুন তো? [ছড়ি বালতিতে লাগামাত্র টাকা পড়ার শব্দ (৩)] ঐ আবার পড়ল। আপনার রুমালটা বালতিতে ঝাড়ুন তো? [দর্শক রুমাল ঝাড়তে থাকলে ক্রমাগত টাকা পড়ার শব্দ হতে থাকে (৭)] এ যে একেবারে অর্থ বর্ষণ! একেই বলে যাদুকর যব্ মাংগ্‌তা, ছপ্পড় ফোড়কে মিল্ যাতা। না, আর এই যাদুকরী পেশা রাখব না। এবার থেকে এই বালতিই আমার যথা সর্বস্ব। এখান থেকে ছাড়া পেলেই ব্যস, এতেই কাপড়, এতেই ভাত, প্রয়োজনে মৌতাতও।

উপকরণ: যাদুকাঠি, মোমদানে জ্বলন্ত বাতি, খেলনার মনোরম ছোট বালতি, গোটা দশ বার কাঁচা টাকা। পাতলা বেগুনী রঙের ঘুড়ির কাগজে মুড়ে মুদ্রাগুলি সুতো বেঁধে একটা বাঁকানো আলপিন বা আঁকশীর সাহায্যে টাকার মোড়কাট বালতির পিছনে ঝুলিয়ে রাখা হয় (চিত্র ৭১)। পাতলা কাগজে মোড়া থাকায় টাকার বাণ্ডিলটা হাতের মুঠোয় চাপ দিলে আলাদা হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে যাদুকাঠিতেই গুটি কয়েক মুদ্রা অনুরূপ ভাবেই ঘুড়ির বেগুনী রঙের কাগজের মোড়কে রেখে সুতার সাহায্যে যাদুকাঠির এক দিকে বেঁধে টেবিলে রাখা হয় (চিত্র ৭২)। কতগুলি মুদ্রা যাদুকাঠিতে ঐ ভাবে রাখা যায় তা



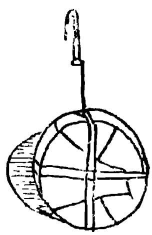
(চিত্র ৭১)

যাদুকাঠির টেবিলের বাইরে বাড়ানো প্রান্তের ভার গ্রহণের ওপর নির্ভর করে বলেই সঠিক সংখ্যা এখানে বলা সম্ভব নয়। কেউ কেউ প্রথমোক্ত টাকার কয়েকটি বাণ্ডিল আলপিনের আঁকশীর সাহায্যে কোটের দুপাশের ঝুলের অন্তর্দেশে ঝুলিয়ে রাখে (চিত্র ৭৩), যারা বেশী টাকা উৎপন্ন করতে চায়। পাশের ঝুল বলতে হাত দুটি যেখানে থাকে সেই স্থানের ভিতরের দিকটা বলা হয়েছে।



(চিত্র ৭২)

এখানে কোটের তলায় লোকচক্ষুর অন্তরালে কিছু রাখার পর কার্য কালে সেগুলি যখন গোপনে হাতে আনতে হয় তখন যে পাশে জিনিসটা রয়েছে সে পাশটা দর্শকদের বিপরীত দিকে রেখে দাঁড়াতে হয় এবং সে দিকের হাতে উক্ত সামগ্রী নিঃসাড়ে বার করে নেওয়া হয়। এ সময় অবশ্যই অন্য দিকের হাতে কিছু না কিছু করা হতে থাকে যাতে দর্শকদের মনোযোগ ঐ দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। যাদুকরী চাতুর্যে দর্শকদের মন ও দৃষ্টি এই ভাবেই বিষয়ান্তরে ও ভিন্ন ক্ষেত্রে অপসারিত করা হয়ে থাকে।



(চিত্র ৭৩)

কর্তব্য: (১) টেবিলের ডান দিকে দাঁড়িয়ে খেলা শুরু করার হুকুম বক্তৃতা আরম্ভ করতেই ডান হাত তুলে করতল মুক্ত অবস্থায় নাড়া চাড়া করলেই দর্শকদের হাত খালি দেখানো যায় এবং কার্যতঃ তাই করা হয়। তার পর

বাঁ দিকে ঘুরে ডান হাত দিয়ে বালতিটা দেখাবার সময় বাঁ হাতের করতলও খুলে বালতিটা নির্দেশ করলেই বাঁ হাতও খালি দেখানো হয়ে যায়। বালতি খালি দেখাবার সময় বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠ ভিতরে দিয়ে অন্য চারটি আঙুল বাইরে চেপে ধরবার সময় সেখানে ঝোলানো মুদ্রার মোড়কটি এমন আলতো ভাবে ধরা হয় যাতে মোড়ক না ভেঙে যায়। বালতি খালি দেখিয়ে টেবিলের পিছনে দাঁড়িয়ে ডান হাতে যাদুকাঠিটা ওঠাতে মোড়কটি মুঠোয় চেপে তুলে নেওয়া হয় (চিত্র ৭২)। যাদুকাঠিতে লটকানো মুদ্রাগুলি এ অবস্থায় করতলে অজ্ঞাতবাস করতে থাকে।

(২) বালতি ওঠাবার সময় আবার টেবিলের ডান দিকে এসে দাঁড়াতে হয়। কারণ, বাঁ হাতেই বালতিটা তুলে ভিতর খালি দেখাতে হবে। বালতি তোলার সময় অঙ্গুষ্ঠ বালতির মধ্যে রেখে অন্য আঙুল চারটি দিয়ে বালতির বাইরে ঝোলানো মুদ্রার মোড়কটি ঢেকে ধরতে হয় যাতে বালতিটা ঘুরিয়ে দেখালেও বা পিছন দিকটা দর্শকদের দিকে পড়লেও চার আঙুলের আড়ালে ধরা মুদ্রার মোড়ক লোক চক্ষুর অগোচরেই থেকে যায়। যদি আগেই যাদুকাঠিতে ঝুলানো মুদ্রাগুলিও ডান হাতে ওঠানো হয়ে থাকে তা হলে বালতির ভিতরে ও বাহিরে যাদুকাঠি বাজিয়ে সেটি খালি প্রমাণ করা যায়। এর পর দর্শকদের দিকে এগিয়ে ডান হাতের টাকাগুলি একটি একটি করে বহির্গত করে দেখানো হয় ও সশব্দে বালতিতে ফেলা হয়। প্রত্যেক বার মুদ্রার আঙুলের ডগায় আবির্ভূত করার আগে যাদুকাঠি বাঁ বগলে চেপে ধরা হয় এবং মোড়ক ফাঁসিয়ে মুদ্রাগুলি দেখাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। শেষ মুদ্রাটি বালতিতে ফেলার সময় মোড়কের কাগজ ডান হাতে পাকিয়ে বালতিতেই টাকা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ফেললেই নিষ্কৃতি।

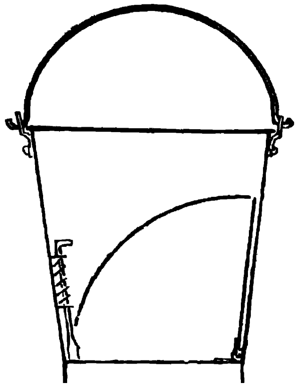
(৩ ও ৪) ডান বা বাঁ হাতে যখনই টাকা উৎপন্ন করা হোক না কেন সেটি আঙুলের ডগায় ভাল করে দেখানো হয় এবং প্রত্যেক বার অঙ্গুষ্ঠের টোকায় টংকার করাবার পর বালতিতে ফেলতে বেশ খানিকটা ওপর থেকে ফেলা হয় যাতে লোকে মুদ্রার পতন লক্ষ্য করতে পারে। প্রদর্শক যে শেয়াল পণ্ডিতের মত কুমির ছানাগুলি দেখাতে একই বাচ্চাকে বারংবার দেখিয়ে হিসাব দিয়ে যাচ্ছে তা যেন কোনও দর্শকের মনে করার সুযোগ না আসে।

(৫) দু হাতের ও স্থানান্তরের গোপন ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেলেও আরও কিছু মুদ্রার আবির্ভাব ঘটাবার উপায় হচ্ছে বালতিতে রাখা টাকাগুলি নাচিয়ে

শোনাবার মাহেন্দ্র ক্ষণে যে হাতে বালতির কানা ধরে টাকাগুলি ওপর নীচ ঝাঁকানো হয় সেই হাতে লাফিয়ে ওঠা কয়েকটি মুদ্রা বালতির গায়েই চেপে ধরা হয়। এ সময় বালতির মধ্যে কনিষ্ঠা থেকে তর্জনী পর্যন্ত চারটি আঙুল রাখতে হয় ও অঙ্গুষ্ঠ বাইরের দেয়ালে গিয়ে পড়ে। এই ভাবে বালতির মধ্যে আগে-রাখা কয়েকটি মুদ্রা চেপে রেখে, অন্য হাতে টাকা যেন ধরা হয়েছে ভান করে, মুদ্রাটি না দেখিয়ে বালতির মুখে হাত ঝাড়বার সময় বালতির গায়ে চেপে ধরা মুদ্রা একটি একটি করে ফেললেই শব্দ শুনে মনে হয় টাকা পড়ছে। যেহেতু আগের বারে উৎপন্ন টাকা অনেক বার দেখানো হয়েছিল সেহেতু এবারে মুদ্রা ধরা হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ মনে ওঠে না।

(৬) বলা বাহুল্য, হাতে যদি টাকা উৎপন্ন করে দেখানো হয় তা হলে করায়ত্ত করে সেটি গুম করা হয় আর অন্য হাতের আঙুল-চাপা একটি মুদ্রা বালতিতে খসিয়ে ফেললে, দেখানো টাকাটিই যে পড়েছে তা বুঝতে আর ভুল হয় না। যাদুকরী ফন্দিতে এ রকম অনেক উপায়ই ভেল্কি উৎপাদনের বিশেষ সহায় হয়, মনে রাখা ভাল।

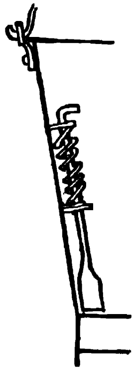
উন্নয়ন প্রস্তাব ঃ বালতির মধ্যে সামান্য একটু যান্ত্রিক ব্যবস্থা করলে এই ক্রীড়ার চমকপ্রদ যাদুকরী পরিণাম-রূপে সমগ্র উৎপন্ন অর্থ কর্পূরের মত বিলীন হয়ে গেছে দেখানো যায়। এটা করতে হলে বালতির তলাটায় দুটো তলার অংশ লাগাতে হয় (চিত্র ৭৪)। এই দোবরা তলার নীচেরটি হবে বালতির আসল তলদেশ। আর ওপরেরটা আলগা রাখতে হবে যাতে এক পাশে কব্জা লাগানো ঢাকনির মত ওঠানো নামানো যায়। আসল তলা ও তার ওপরের অংশের অভ্যন্তর ভাগ মখমলে মণ্ডিত রাখা চাই। ওপরের অংশটিকে



(চিত্র ৭৪)

প্রকৃত তলার সঙ্গে এক করে ধরে রাখার জন্য কব্জা যে দিকে লাগানো হয়েছে তার উল্টো দিকে স্প্রিংযুক্ত খিল লাগাতে হয়। এই খিলের হাতলটি বালতির মুখের কাছে থাকায় ওখানে হাত লাগিয়ে আঙুলের সাহায্যে উঠিয়ে দিলে বালতির

নড়স্ত তলাটি স্প্রিংয়ের জোরে খুলে যায় (চিত্র ৭৫)। এই তলাটি আবার যথাস্থানে গিয়ে, প্রকৃত তলার ওপর পড়ে একাকার করতে, হাত ঢুকিয়ে ঐ নড়স্ত অংশটি চেপে বসালেই খিলের চাপে আটকে যায়। প্রকৃত তলার ওপর ও নড়স্ত তলার ভিতর দিকে মখমল লাগিয়ে নিতে হয় যাতে টাকা অদৃশ্য হয়েছে দেখাতে মুদ্রাগুলি প্রকৃত তলায় রেখে নড়স্ত তলার নীচে চেপে রাখলে বালতি নাড়লেও শব্দ না করে। এই মখমল বিশেষ আঠা দিয়ে লাগাতে হয় যাতে টাকা পড়লে শব্দ করে। রঙের দোকানে ধাতুতে কাপড় লাগাবার আঠা পাওয়া যায়। বালতির অভ্যন্তর অনুজ্জ্বল কাল রঙে রঞ্জিত করতে হয়।



(চিত্র ৭৫)

এই বালতি প্রথম হাতে তুলে ভিতরটা দেখানো হয়। পরে বালতিটা উল্টিয়ে তলাটা দেখাবার সময় খিল খুলে দেওয়া হয়। তার পর উৎপন্ন মুদ্রা বালতিতে ফেলা হলে প্রকৃত তলায় পড়ে শব্দও করবে। খেলাটি শেষ করার সময় বালতিতে কয়েক বার হাত ঢুকিয়ে, কিছু টাকা তুলে, ওপর থেকে ফেলে দেখানো হলে শেষ বার হাত ঢুকিয়ে নড়স্ত তলাটি বসিয়ে খিল এঁটে দেওয়া হয়। এ সময় বালতির ভিতর থেকে হাত বাইরে আনা মাত্র হাতটি দর্শকদের তুলে আঙুল ফাঁক করে ছড়িয়ে জানবার ও বুঝবার সুযোগ দিতে হয় যাতে প্রদর্শক সে সময় বালতির টাকাগুলি কোনও অজ্ঞাত উপায়ে সরিয়ে ফেলেছে এ ধারণা কারও মনে উঠতে না পারে। যাদুর খেলায় যাদুকরের কোনও কাজ সন্দেহের উসকানি না দেয় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে প্রতিটি কাজ করতে হয়।

কাঁচা টাকা

সংঘটন : হাওলাত বরাত করা একটা টাকা নিয়ে প্রথমে দেখানো হয় টাকাটি এত নরম যে কজার মত দু দিকে বাঁকানো যায়। তার পর টাকাটি যাদুকাঠির এক প্রান্তে ঢুকিয়ে দিলে অন্য প্রান্ত থেকে বেরিয়ে আসে। অবশেষে জনৈক দর্শককে রুমালে মুড়ে ধরে রাখতে দিলে অদৃশ্য হয়ে অপ্রত্যাশিত স্থানে আবির্ভূত হয়।

বাগ্‌বিস্তার: আপনাদের কেউ কি আমায় একটি টাকা ধার দেবেন? [কেউ টাকা দিতে উদ্যত হলে, সেটি তৎক্ষণাৎ না নিয়ে, একটা পেন্সিল বাড়িয়ে ধরবে] হ্যাঁ, ভাল কথা। এই পেন্সিল দিয়ে আপনার টাকায় একটা চিহ্ন দিয়ে রাখুন। [চিহ্নিত টাকাটি নিতে] যাদুকর হওয়ার এই একটা মস্ত সুবিধা। চাওয়া মাত্রই ধার পাওয়া যায়। এই কারণেই যাদুকর হয়েছি মশাই। আমরা অর্থমন্ত্রীর চেয়েও সহজে সর্বদা ধার পাই, শোধ করি অথবা শুধব কিনা না জানিয়েও। টাকাটা চলবে তো? চলুক আর নাই চলুক, দাগ দেওয়া টাকাটা ফেরত দিলেই চলবে। এই জন্য হাওলাত বরাত করা টাকা দাগিয়ে নিই, যাতে অচল টাকা দিয়ে আসল টাকা পাবার ফন্দিটা ফেঁসে যায়। [টাকাটি দু হাতে ধরে এপাশ ওপাশ বাঁকাতে বাঁকাতে (১)] এ যে কাঁচা টাকা দেখছি; কাগজের মত নরম! একেবারে বাজে মেকী টাকা। ভাগ্যিস, টাকাটায় দাগ দিয়ে নিয়েছিলাম, নইলে নির্ঘাত বলে বসতেন এ টাকাটা আপনার দেওয়া নয়। এই তো দেখছেন টাকাটা কাগজের মত নরম। এটা যদি ডান হাতের মুঠোয় রেখে টিপতে থাকি [তথাকরণ (২)] তা হলে চক্রবৎ গোলাকৃতি টাকাটি কবিরাজের বড়ির মত তালগোল হয়েছে দেখবেন, আর এই ভাবে যাদুকাঠির ডগায় ঘসলেই (৩) টাকাটার চিহ্ন হজমী বড়ির চেয়েও মারাত্মক হয়ে যায় অর্থাৎ টাকাটা আর দেখতেই পাওয়া যায় না। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। টাকাটা এত বেশী তরল হয়ে পড়েছে যে যাদুকাঠির গায়ে তেলের মত লেপটে আছে, তাই কেউ দেখতে পাচ্ছেন না। মোদ্দা কথা, টাকা ওড়াতে আমার চেয়েও আমার অর্ধাঙ্গিনী অনেক বেশী পারদর্শিনী। নিত্য দু বেলা অভ্যাস করে যে সাফাই শিখেছেন তাকে টেক্কা দেবার সাধ্য নেই। [কথা বলতে বলতে বাঁ হাতের যাদুকাঠি ডান হাতে নিয়ে কার যেন মন্তব্য শুনে] কি বলছেন? আপনার স্ত্রী আমারটির চেয়ে টাকা ওড়াতে বেশী নিপুণা! এ নিয়ে বাকবিতণ্ডা চলে না। বেশীর ভাগ সময়েই আমার হাতের টাকা দেখাই যায় না, আবার কখনও সেটা স্বরূপে আত্মপ্রকাশও করে। এই দেখুন (৩)। টাকার এই আত্মগোপন এবং আত্মপ্রকাশ যদি প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষ জেনে রাখেন তা হলে মান ও মন রক্ষা কি সহজই না হয়ে পড়ত। কেউ যদি এটা শিখতে চান গোপনে সাক্ষাৎ করলে সাক্ষাৎ লাভ অবশ্যই পাবেন, কথা দিচ্ছি। আপনাদের কারও

কাছে কি একটা রুমাল পাব ? বার বার ধার করতে লজ্জা লাগে। তাই চাইছি, দয়া করে দিন। ওঃ, আপনি দিতে চান ? * তা হলে রুমালের সঙ্গে আপনিও চলে আসুন। শুধু রুমাল দেওয়াটা তো বেশী কিছু দেওয়া নয় ? রুমালের সঙ্গে নিজেকেও দিন, তবে তো লোকে আপনাকে দাতা কর্ণ বলবে। এটা আমার সইয়ে সইয়ে নেওয়া। চলে আসুন, ভয়েরই বা কি, ভরসারও কিছু নেই। [আগন্তুক কাছে এলে] ধন্যবাদ। এত কষ্ট করে যখন সেই এলেনই তখন টাকাটা নিয়ে রুমালটি দিন। [রুমালের পাট ভেঙ্গে এক পাশের ছুটি প্রান্ত ধরে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দু পিঠ দেখিয়ে রুমালটি বাঁ হাতের করতলে বিছিয়ে (৪)] টাকাটায় যে বিশেষ চিহ্ন আছে সেটা ভাল করে দেখে রাখুন। কোথায় দাগ দেখান তো ? [চিহ্ন দেখার পর টাকাটি হাতে তুলে ধরে সবাইকে দেখিয়ে রুমালের ওপর রেখে সেটি বাঁ হাতের তর্জনী ও মধ্যমাতে ধরে] দাগ দেওয়া টাকাটাই রুমালের মাঝখানে রেখেছি, ঠিক তো (৬) ? আপনার হাত ছুটি রুমালের তলায় অঞ্জলী করে রাখুন যাতে রুমাল উল্টিয়ে আমার আঙুল ছাড়লেই টাকাটি আপনার হাতে পাকা ফলের মত টুপ করে পড়ে। টাকাটা আছে কিনা দেখুন ? আমি রুমালের একটা কোণ ধরছি যাতে আমি ঐ হাতটা ছেড়ে দিয়ে এ হাতে রুমালটা উঠিয়ে নিলে টাকাটা আপনার হাতে পড়তে পারে। এ ব্যবস্থায় রুমালটা আমার হাতে পড়বে আর আপনার হাতে টাকাটা। আমি এবার এক ছুই করে তিন বলা মাত্র আপনি রুমাল থেকে খসে পড়া টাকাটা ধরে নেবেন কিন্তু। গোনা শুরু করছি, এক……ছুই……তিন [রুমালটির কোণ ধরে প্রদর্শক উঠিয়ে নেওয়া মাত্র রুমালের দু পিঠ উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখিয়ে] টাকাটা রুমালে নেই। [আগন্তুককে সম্বোধন করে] আপনার হাতেই টাকা পড়েছে। সেটি সবাইকে দেখান। কি বলছেন ? আপনি পান নি ? তা হলে তো বিপদেই ফেলেছেন দেখছি। এখন সর্বাঙ্গ অনুসন্ধান করা ছাড়া পথ নেই। নিজের মনে করে পরের টাকাটা পকেটে পোরেন নি তো ? বেশ, পকেটগুলি নিজেই দেখুন ও দেখান। কি ? পেয়েছেন ? যাক, ভগবান মুখ রক্ষা করেছেন। ভদ্রলোকের শরীর তল্লাশের মত নোংরা কাজটি আর করতে হল না, কি সৌভাগ্য।

* যাত্নর সাহায্যে দর্শকদের উপস্থিতি কখন কখন দরকার হয়। সে সময় কাউকে মঞ্চে বা যাত্নকরের কাছে আনতে সরাসরি চলে আসুন বলে ডাকলে লোক আসতে বিলম্ব করে। লোককে বাগিয়ে কাজ হাসিল করাই যাত্নকরের কর্তৃত্ব ব্যঞ্জক কৃতিত্ব।

উপকরণ : পুরু সেলুউলয়েডের বা প্লাস্টিকের টাকার আকারের সহায়ক মুদ্রা একটি ও গোটা মুগের মত * মোমের বড়ি। একটি পেন্সিল বা কলম।

কর্তব্য : (১) টাকা প্রকৃত পক্ষে বাঁকানো যায় না। তবে একটি টাকা যদি দু হাত দিয়ে ধরতে পিছনে অঙ্গুষ্ঠ দুটি ও সামনের দিকে, অর্থাৎ যে দিকটা দর্শকদের দিকে থাকবে, দুই প্রান্তে দুটি হাতের আঙুল চারটির ডগা ঠেকিয়ে ধরা হয় তা হলে টাকা বাঁকাবার ঈষৎ দ্রুত চেষ্টা করলে ঐ চার আঙুলের সঙ্গম স্থলে একবার মুদ্রার সামান্য অংশ উন্মুক্ত হয়ে আবার ঢাকা পড়তে থাকে, ফলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় টাকাটা একবার পিছন দিকে বাঁকছে আবার সোজা হচ্ছে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই দৃষ্টি বিভ্রমকে লম্বন বলা হয়। টাকা ঐ ভাবে নাড়লে কজার মত এদিক ওদিক হচ্ছে দেখায়।

(২) দ্বিতীয় করায়ত্তের সাহায্যে টাকাটি অদৃশ্য করা হয়েছে তাই বাঁ হাতেই টাকাটি রয়েছে। পরে ঐ হাতেই সাবধানে যাদুকাঠি উঠিয়ে নেওয়া হয় যাতে ধাতু ও কাঠের সংঘর্ষে কোনও শব্দ না হয়। টাকা হাতে থাকা সত্ত্বেও নিঃশব্দে যাদুকাঠি তোলা যে যায় তা কয়েক বার চেষ্টা করলেই হয়ে যায়। তবু শঙ্কা যদি না যায় তা হলে যেখানে মুদ্রাটি রয়েছে সেখানে যাদুকাঠি যাতে না পড়ে সে ভাবে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়েও যাদুকাঠি হাতে নেওয়া চলে। তবে এই সশঙ্ক সাবধানতা যাদুর ক্ষেত্রে সর্বদাই পরিহার করা উচিত।

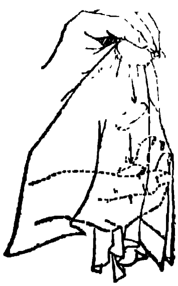
(৩) বাঁ হাতের করায়ত্ত টাকাটি দৃশ্যমান করা হল মাত্র।

(৪) সহায়কের এক পিঠের মাঝখানে মোমের বড়ি লাগানো থাকে। এই মোম লাগানো দিকটাই কোটের বাঁ দিকের 'ল্যাপেলে' যেখানে আঙুল পৌঁছায় সেখানে আটকে রাখা হয়। এই সহায়কটি যখন বাঁ হাতে করায়ত্ত করা হচ্ছে তখন ডান হাত নেড়ে ভদ্রলোককে রুমাল নিয়ে মঞ্চে আসার জন্য ডাকা হচ্ছে। কারণ সমস্ত দর্শকের মন ও দৃষ্টি তখন ভদ্রলোকের গতিবিধি ও প্রদর্শকের আহ্বানের সৌজন্যময় অনুনয়ের প্রতি আবদ্ধ হয়ে থাকে।

* যাদুতে মোমের বহুল ব্যবহার প্রচলিত। মোম দু প্রকারের। একটি খনিজ, অন্যটি মৌচাকজাত। যাদুক্রীড়ায় মৌচাকের মোম ব্যবহৃত হয়। এই মোম বেনে দোকানে পাওয়া যায় এবং মুচিরা সুতায় মাখিয়ে সেটি জলনিরোধ করে নেয়। মৌচাকের মোম বেশী দিন রাখলে শক্ত হয়ে পড়ে। শক্ত মোমও হাতে ডলে বা নোড়া দিয়ে বেশ কয়েকবার পিটিয়ে নিলে আবার নরম হয়ে যায়। মোমের বড়ির বিশেষ গুণ হচ্ছে ঐ বড়ি যে কোনও বস্তুতে টিপে দিলেই আটকে থাকে ও ঘসলে খসে যায়।

বলা বাহুল্য, কোটের তলা থেকে সহায়ক বাঁ হাতে আনার পরও মোম লাগানো পিঠটা আঙুলের বিপরীত দিকেই থেকে যায়। কাজে কাজেই, ঐ হাতের করতলে রুমালটি বিছাবার সময় সহায়কটি রুমালের নীচে যেখানে পড়েছে সেখানটা ডান হাতের আঙুল দিয়ে দু তিনবার টিপে দিলেই সহায়ক রুমালে আটকে যায়। এই টেপাটেপি অবশ্য রুমালটি গুছিয়ে হাতে পাতবার গুজুহাতে করতে হয়। রুমালে সহায়ক লাগানো হলে রুমালের মাঝখানে সহায়কের ওপর টাকাটি রাখা হয়। তার পর রুমালের একটা কোণ ডান হাত দিয়ে তুলে টাকাটি ঢেকে দেওয়া হয়। এবার ডান হাতে রুমালের যেখানে সহায়ক ও মুদ্রা রয়েছে সেখানটা ধরে রুমাল তুলে নিলে রুমালের চারটে কোণ ঝুলে পড়ে। ঝুলন্ত অবস্থায় রুমালটি ডান হাত থেকে বাঁ হাতে ঐ একই অবস্থায় রাখবার সময় সহায়কটি রুমালের আড়ালে দু পাশের কাপড়ে জড়িয়ে রাখা হয়। রুমালে জড়ানো টাকা এ সময় চ্যাপ্টা দিকের দু পিঠ চেপে ধরা হয় অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর চিমটিতে ধরে রাখা হয়। এই অবস্থাতেই টাকাটি যে রুমালের মধ্যে আছে, কোণ উঠিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয় যাতে কোন সন্দেহ না থাকে।

(৫) ডান হাত দিয়ে রুমাল তুলে মুদ্রার অস্তিত্ব দেখাবার পর ঐ কোণটি ছেড়ে দিয়ে প্রদর্শক যখন তার ডান হাত ঝুলন্ত রুমালের তলায় পেতে রেখে আগন্তুককে কি ভাবে হাত পাততে হবে দেখিয়ে দিচ্ছে তখন বাঁ হাত ইচ্ছা করেই অন্যমনস্কতার ভানে কাত করা হয় যাতে সহায়কের আকারটা সেখানে রুমাল ফুঁড়ে ফুটে ওঠে। বাঁ হাত যখন সহায়কটি সমান্তরাল করতে উদ্যত সেই মুহূর্তে মুদ্রাটি ছেড়ে দেওয়া হয় (চিত্র ৭৬) যাতে টাকা রুমালের তলায় পাতা ডান হাতে গিয়ে পড়ে। ডান হাতে মুদ্রাটি মধ্যমা ও অনামিকার মূলে বন্দী করে, হাত উল্টে এবার সরিয়ে ফেললেও দর্শকদের এবং আগন্তুকের পক্ষে টাকার তিরোধান বুঝা অসম্ভব।



(চিত্র ৭৬)

(৬) টাকাটা রুমালে মোড়া অবস্থায়, আগন্তুককে ধরতে দেবার সময়, তাঁকে দর্শকদের দিকে এক পাশ হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য করা হয় কারণ তাঁকে প্রদর্শকের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হয়। আগন্তুকের বাঁ হাতে সহায়ক মোড়া রুমাল

দু আঙুলের চাপে ধরিয়ে, অন্য হাত নীচে ধরিয়ে দেবার পর প্রদর্শক তাঁর কোমরে হাত দিয়ে দর্শকদের দিকে যখন ঘুরিয়ে দাঁড় করায় তখন করায়ত্ত মুদ্রাটি তাঁর কোটের পাশ পকেটে ছেড়ে দেয়। পকেটে টাকা পড়লেও আগন্তুক টের পান না এই কারণে যে তাঁর মন ও ভাবনা তাঁর হাত দুটিতেই কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। যাদুতে সাহায্যকারী দর্শকদের এই উপায়ে প্রদর্শকের অভিসন্ধির অনুকূলে অনেক সময় কাজ করাতে হয়। তখন সেই ব্যক্তিকে বিশেষ কাজে মনোযোগ করিয়ে কার্য সিদ্ধি করতে হয়। বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত না রাখলে এই কাজ কখনও করা যায় না, এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার। আগন্তুকের কোট না থাকলে সার্টের বা পাঞ্জাবীর বুক পকেটে মুদ্রাটি ফেলতে করায়ত্ত হাতটি পকেটের একটু ওপরে প্রসারিত করতলে রেখে অন্য হাতে তাঁকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাবার সময় হাত আলগা দিলেই নিজের ভারে টাকাটি পকেটের মধ্যে প্রবেশ করে। বুক পকেটে টাকা ফেলাও কয়েক বার করে দেখে তার পর প্রয়োগ করাই উচিত।

সচল টাকা

সংঘটন : যে কোনও মুদ্রা প্রসারিত করতলে রাখার পর দেখা যায় যে সেটি জীবন্ত পোকার মত গতিশীল হয়েছে। এমন কি টেবিলে বা চেয়ারে রেখে হাত বাড়ালে চলন্ত হয়ে হাতে উঠে পড়ে। কিন্তু দর্শকদের হাতে সেই টাকাটিই জড় পদার্থের মত অচল অটল স্থির হয়ে থাকে।

বাগ্‌বিস্তার : [দর্শকদের কাছ থেকে মুদ্রা চেয়ে নিয়ে] বড় হলেই বেশী সইতে হয়। এই টাকার কথাই ধরুন না। কারও হাতে দিলে নিতান্ত কম পক্ষে সে এমনি করে তিন তিনটে আছাড় মারবেই [টাকা টেবিলে বা চেয়ারে আছড়ে বাজিয়ে দেখাতে দেখাতে]। আর পয়মন্ত পয়সার বরাতটা দেখুন। হাতে পড়া মাত্র বেমালুম বাক্সে বা পকেটে আশ্রয় লাভ করে। ধরে আছাড়ও নেই, উল্টে পাল্টে পরখও নেই। আপনারা অবশ্য বলতে পারেন যে বড়দেরই বদরোগ বেশী। অর্থাৎ পনর আনা টাকা নিরাপদ হলেও, এক আনা অচলের ঠেলাতেই চোখে সর্ষে ফুল দেখতে হয়। টাকা মশাই, কখনও অচল হয় না। চালাতে জানলেই চলে। আমি তো সব টাকাই চালাই। যে কোনও টাকাই চলতে পারে। [অজ্ঞাত দর্শককে উদ্দেশ্য করে] কার যেন দীর্ঘ শ্বাস শুনলাম। আপনার হয়তো গোটা কয়েক টাকা হাটে বাজারে নিতে চাইছে না। তা ডাক্তার

মোক্তার উকিলের জন্য তুলে রেখে দিন। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। নয় তো যদি বিবেকবান হন তা হলে টাকা চালাবার কায়দাটি শিখে ফেলুন। যে রকম টাকাই হোক, গোল হলে আর কোনও গোলমাল হবে না, গড়গড়িয়ে চলবে। পরীক্ষার জন্য এই টাকাটাই ধরুন। ডান হাত থেকে বাঁ হাতে টাকা রাখছি অর্থাৎ হস্তান্তর করা হল। এই দেখুন, কেমন সরসরিয়ে চলছে। এমন কোনও টাকা কি আছে যা চলে না? এবার দেখুন, টেবিলে টাকাটা রাখছি। হে অখণ্ড মণ্ডলাকার আমার পাতা হাতে চলে এস। দেখুন, টাকা চলতে চলতে হাতে এসে উঠলো। এই চেয়ারে রাখছি, হাত পাতছি। দেখুন, এবারও টাকা চলছে। এ চলা দেখে কে টাকাকে অচল বলবে?······ইত্যাদি। তাই তো বলি টাকাই সচল। টাকাই পৃথিবীটা চালাচ্ছে।

উপকরণ ঃ এক গাছা দেড় হাত লম্বা কাল চুল আর গোটা মুগের পরিমাণ মোমের বড়ি। কাল চুলের একটা খেই পেটের কাছের কোটের বোতামে আটকে অন্য খেইটা মোমের বড়িতে কয়েক প্যাঁচ জড়িয়ে বড়িটা তার ওপরের বোতামে লাগিয়ে রাখতে হয়। বড়িটা ঝুলিয়ে রাখলে চলাফেরা করতে কোথাও আটকে ছিঁড়ে যাওয়ার যেমন সম্ভাবনা আছে তেমন কারও চোখে পড়তেও পারে, কিছু বিচিত্র নয়।

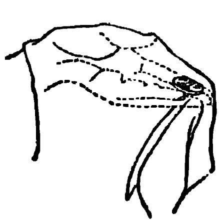
কর্তব্য ঃ টাকা চেয়ে নেওয়ার পরেই সেটি ডান হাতে তুলে যখন সকলকে দেখানো হচ্ছে তখন বাঁ হাতে মোমের বড়িটা খসিয়ে চুলটি তর্জনী ও মধ্যমার মধ্যে রেখে হাত বাড়ালে বড়িটা ঐ দু আঙুলের মধ্যে ডগার কাছে এনে রাখা যায়। পরে ঐ বাঁ হাতে টাকাটি ধরতে বড়িটা তলায় অনায়াসে চেপে বসিয়েও দেওয়া যায়। মোম টাকায় আটকে গেলেই চুলটা আঙুলের ফাঁক থেকে বাইরে এনে টাকাটি করতলে ফেলা হয়। এ সব কাজ এক হাতে এবং বাঁ হাতেই করতে হয় যাতে কোনও কিছু করা হচ্ছে কেউ না টের পায়। এখন বাঁ হাত বাড়ালে, চুলের দেড় হাত প্রায় দৈর্ঘ্য অতিক্রান্ত হওয়া মাত্র, টাকাটি করতলে চুলের টানে চলতে শুরু করে। এই চুলের টান যে দিকে থাকে সেই দিকেই টাকাটা চলে। যেহেতু এক গাছা চুল নজরে পড়ে না সেহেতু দর্শকের চোখে টাকা নিজেই চলছে মনে হয়। টেবিলে ও চেয়ারে টাকা ফেলে হাতে আনার বেলাতেও ঐ চুলের আকর্ষণে মোমে সংলগ্ন মুদ্রাই ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য, টাকাটি মোটেই চলে না। চুলটি যত লম্বা তত দূরেই টাকাটি স্থির হয়ে থাকে। হাত বাড়ালে টাকাটা করতল থেকে ক্রমশ বাহুমুল অতিক্রম করে অগ্রসর হয় এবং এটাই টাকাকে

চলমান দেখায়। টেবিলে বা চেয়ারে টাকা ফেলে চলন্ত করতে শরীরটা পিছনে সরালে ঐ একই ব্যাপার ঘটে। যেহেতু চুল দিনের বেলাতেই চোখে দেখা যায় না সেহেতু রাত্রে আরও বেশী দৃষ্টির অগোচর হয়ে পড়ে। তা হলেও টাকা চালাবার বেলায় শরীর যে টাকার গতির অনুকূলে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেই কর্মটি গোপন রাখতে যথাসাধ্য যত্ন নিতে হয়। অতএব খুব সাবধানে ও অতি ধীরে চুলে টান ফেলতে হয়। তা ছাড়া চুল বেশী জোর টানও যেমন সইতে পারে না তেমন টাকার ভারে ছিঁড়ে যেতেও পারে। সুতরাং টাকাটি চলতে চলতে বাহুর পাশ দিয়ে যেন গড়িয়ে না পড়ে অভ্যাস করে দক্ষ হতে হয়।

টাকার স্বরূপ

সংঘটন: চিহ্নিত একটি টাকা রুমালে জড়িয়ে জলের গ্লাসের ওপর রেখে টাকাটি জলে ফেলে দিলে আর দেখতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ টাকাটি অদৃশ্য হয়ে যায়। অবশেষে সেই চিহ্নিত টাকাটি অপ্রত্যাশিত ভাবে পুনরুদ্ধার করলে বিস্ময়ের বিষয় হয় বৈ কি।

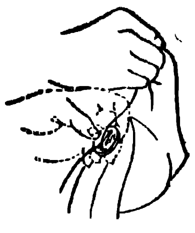
বাগ্‌বিস্তার: [দাগ দেওয়া টাকা দর্শকের হাত থেকে নিয়ে] টাকার রূপে তো সবাই মুগ্ধ তাই এর নাম রূপেয়া। এর স্বরূপটাও জানার কথা। চন্দ্র বদন, চন্দ্র বরণ ও চন্দ্র গঠন। গুণের পরিচয় কেউ পেয়েছেন, কেউ পান নি, আর অনেকেই পেয়েও পান নি। আমি সেই গুণগত রূপটা আপনাদের হাতে-কলমে করে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে চাই। আপনাদের কারও কাছে কি পরিষ্কার চতুষ্কোণ রুমাল হবে? থাকে যদি এক বারটি এখানে চলে আসুন। [রুমাল দিতে দর্শক এগিয়ে এলে] অনুগ্রহ করে পাট ভেঙে রুমালখানা দু কোণ ধরে ঝুলিয়ে ধরুন। [প্রদর্শক তার বাঁ হাত বাড়িয়ে করতল চিত করে] আমার বাঁ হাতের



(চিত্র ৭৭)

ওপর রুমালটা বিছিয়ে দেবেন দয়া করে? [রুমাল বিছানো হলে] এবার আমি টাকাটি বাঁ হাতে পাতা রুমালের ওপর আঙুলের ডগার কাছে রাখলাম (চিত্র ৭৭)। [টাকাটা বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে রুমালের মধ্যে

ধরে হাতটা উল্টিয়ে, রুমালের কোণগুলি ঝুলিয়ে ফেলে] আপনি টাকাটা এ ভাবে ধরবেন কিন্তু। জানেন তো, আমাদের দেশের ছুৎমার্গ, সচেতন পদার্থের ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার, আর বিলিতি ছুৎমার্গ হচ্ছে অচেতন পদার্থের ব্যাপার, যেমন ওষুধে বিষুধে শিশি বোতলে লেখা থাকে 'হস্তের দ্বারা স্পৃষ্ট নহে'। নিন্, ধরুন। দাঁড়ান, টাকাটা এক বার দেখিয়ে দিই। [আবার হাত উল্টিয়ে টাকাটি আঙুলের ডগায় রেখে দেখিয়ে পূর্ববৎ অবস্থায় ফিরিয়ে এনে (চিত্র ৭৮) (১)] এই জলের গ্লাসটি এক হাতে ধরবেন আর রুমালে জড়ানো টাকাটা তার ওপর তুলে ধরবেন। [গ্লাস ও রুমালে মোড়া টাকা দর্শকের হাতে দিতে দিতে] টাকাটা বেশ শক্ত করে ধরবেন আর গ্লাসটা সাবধানে রাখবেন। কাচের গ্লাস হাত ফস্কে পড়লে দশ খান হয়ে যাবে কিন্তু। এবার রুমালটা গ্লাসের ওপর তুলে ধরুন যাতে আমি গ্লাসটি রুমাল দিয়ে ঘিরে ফেলতে পারি। [গ্লাসের চার ধারে রুমাল ছড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে টাকাটা ছেড়ে দিলে জলের মধ্যে পড়ে যায়] বেশ দিব্যি দেখাচ্ছে। ঐ রুমাল ঘেরা গ্লাসের কথা বলছি। আচ্ছা, আপনি যদি টাকা আর রুমালটা ছেড়ে দেন তা হলে টাকাটা কোথায় পডবে, বলতে পারেন? জলে পড়বে? ঠিক। টাকা জলে পড়বে। অনেক টাকাই আমরা অনেক সময় জলে দিয়েছি যে টাকা রক্ত জল করে পেয়েছি। আজ আরও একবার ঐ মহৎ দৃষ্টান্তে সবাই জানুক অসার সংসারে টাকাটা নির্জলা জল। আপনি রুমাল শুদ্ধ টাকাটা জলেই ফেলুন। [দর্শক টাকা ও রুমাল ছাড়তেই] তা হলে টাকাটা জলে গেল? [যাদুকাঠি রুমাল ঢাকা গ্লাসে ছুঁইয়ে, রুমালের এক কোণ ধরে এক টানে উঠিয়ে ফেলে] গ্লাসের জলে টাকাটির কি অপরূপ রূপ খুলেছে বলুন তো? কি? দেখতে পাচ্ছেন না? [রুমাল উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখাতে প্রদর্শকও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অন্বেষণে ব্যর্থ হয়ে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে] টাকা তো রুমালে নেই। [স্বহস্তে গ্লাস নিয়ে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে] গ্লাসের জলেও নেই। টাকা নেই তা হলে? আসলে টাকার ঐ তো রূপ। পয়লার রোজগারটা দোসরাতেই কর্পূর। মাসের মেহনত করা টাকা নিমিষে জল হয়ে যায়। তবু যাদুকরের টাকা যাবে কোথায়?



চিত্র ৭৮

এই জলের থেকেই টাকাটা ফিরে পেলাম (২) [গ্লাসের জলে আঙুল ডুবিয়ে ওঠাতেই আঙুলের ডগায় টাকার উদয় হয়]।

উপকরণ: একটি গোলাকার স্বচ্ছ কাচের চাকতি যার বেড় টাকার বেড়ের সমান। আর একটি ঔষধ সেবনযোগ্য কাচের গ্লাস যার তলদেশে ঐ কাচের চাকতি অনায়াসে বসানো বা রাখা যায়।

কর্তব্য: (১) প্রবর্তনের সাহায্যে প্রদত্ত মুদ্রাটির পরিবর্তে কাচের সহায়ক চাকতিটি রুমালের মধ্যে রেখে দর্শককে ধরতে দেওয়া হয়। সর্বাগ্রে জলপূর্ণ গ্লাসটি দর্শকের বাঁ হাতে ধরিয়ে তার পর রুমালের মধ্যে রাখা টাকাটি (?) অর্থাৎ সহায়কটি তাঁর ডান হাতে ধরতে দেওয়ায় ভদ্রলোকের ইচ্ছা থাকলেও রুমালের খুঁট তুলে টাকা দেখবার সুযোগ থাকে না। অধিকন্তু টাকাটি রুমালে প্রথম বার ঠিকই রাখা হয়েছিল আর দ্বিতীয় বার প্রবর্তন হওয়ায় সন্দেহের কারণ সমূলে উৎপাটিত করা হয়েছে। তা ছাড়া রুমালের মধ্যে গোলাকার শক্ত বস্তুটি স্পর্শ দ্বারা টাকা মনে হতে বাধ্য। এর পর টাকাটা যখন গ্লাসের মধ্যে পড়ে তখন গ্লাসের গায়ে লেগে যে আওয়াজ তোলে সেটাও টাকার শব্দের মতই শোনায়। সুতরাং দর্শক রুমাল চাপা টাকা হাতে পান নি কিছুতেই বলতে পারেন না।

প্রসঙ্গত, চ্যাপ্টা কাচের চাকতি ঐ চাকতির মাপের কাচের গ্লাসের তলায় পড়লে সেই গ্লাসের জল ঢেলে ফেললেও চাকতিটা বাইরে বেরিয়ে আসে না, বৈজ্ঞানিক নিয়মে বায়ু শূন্য অবস্থায় জলীয় আকর্ষণে আটকে পড়ে বলে। জলে নিমজ্জিত স্বচ্ছ চাকতিও চোখে দেখা যায় না।

(২) করায়ত্ত টাকাটি গ্লাসের জল ঢালবার সময় সেই জল থেকে উদ্ধার করে অথবা যাদুকাঠির প্রান্ত থেকে চয়ন করে আবির্ভূত করলে অদৃশ্য হওয়া টাকার অকস্মাৎ পুনরুদ্ধারের চমক দর্শকদের মনে গভীর রেখাপাত করে। বিস্ময়ের পর বিস্ময় সৃষ্টিই যাদুক্রীড়ার সর্বজন সমাদৃত আকিঞ্চন।

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ ক্রীড়া

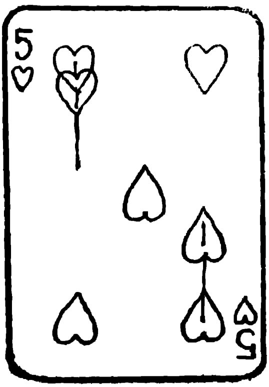
নয়ের অন্যায়

সংঘটন ঃ একজোড়া তাসের একটি দর্শক বেছে নিয়ে দেখার পর তাসজোড়ায় ফেরত এলে প্রদর্শক তাসগুলি ভাঁজিয়ে একটি তাস তুলে দেখায়। মনোনয়নকারী সেটি তাঁর নির্বাচিত তাস নয় বলে জানালে প্রদর্শক সেই তাসটিকেই ধাপে ধাপে নির্বাচিত তাসে পরিণত করে ফেলে।

বাগ্‌বিস্তার ঃ [তাস ভাঁজাতে ভাঁজাতে দর্শকদের কাছে এসে] এই তাস থেকে আপনাদের এক জনকে একটা নিতে অনুরোধ করছি। কে নেবেন? আপনিই নিন। [ছড়ানো তাসের একটি টানা হলে] তাস চেনেন নিশ্চয় (১)? তাসটা দেখুন। শেষ পর্যন্ত মনেও রাখতে হবে। আমি বরঞ্চ ঘুরে দাঁড়াচ্ছি। আপনি তাসটা সবাইকে দেখিয়ে রাখুন। [দর্শকদের দিকে পিছন হয়ে দাঁড়িয়ে] তাসটি সবাই দেখুন। দেখে মনে রাখুন। তাস দেখানো হয়েছে কি? এবার আমি ঘুরে দাঁড়াব। আপনার তাসটা উপুড় করে ধরুন যাতে তাসটা কি জানতে না পারি। [দর্শকদের মুখোমুখি হয়ে] এই তাস জোড়ার যেখানে খুশী রেখে সমস্ত তাস ভাল করে ভাঁজিয়ে দিন যাতে আমরা কেউই আর আপনার তাসটা কোথায় আছে ধরতে না পারি। [ভাঁজানো তাস ফেরত নিয়ে] তাসটা কোথায় বলা শক্ত। এই তাসগুলির মধ্যেই রয়েছে এই যা সান্ত্বনা। তাস নাড়াচাড়া করতে করতে আমাদের এত অভিজ্ঞতা হয়েছে যে তাস খুলে না দেখেও কেটেই তাসটা বার করতে পারি। [তাস জোড়া কেটে দু ভাগ করে (২) ওপরের অংশের তলার তাসটি থাকশুদ্ধ দর্শকদের দেখিয়ে] এই তাসটাই উনি নিয়েছিলেন। এক বার কেটেই তাস বার করায় বাহাদুরি আছে। কি বললেন? এটা আপনার নেওয়া তাস নয়! বলেন কি? আজ পর্যন্ত কয়েক লক্ষ বার এটা করেছি। কখনও ভুল হয় নি। নির্বাচিত তাসটি আপনাদের মনে আছে তো? হেরে গেলাম! বিফল হয়েছি! ভারী লজ্জার কথা। ভাল কথা; চার রঙের তাসের মধ্যে আপনার তাসটির যে রঙ সেই রঙের সঙ্গে এ তাসটার মিল আছে?

আছে। আচ্ছা, এটা একটা ফোঁটাওলা তাস। আপনারটাও কি ফোঁটাওলা? এখন বলুন তো আমার হাতের তাসের চেয়ে ফোঁটা বেশী ছিল, না কম ছিল? বেশী ছিল, বেশ বেশ। [তলার তাসটি হাতে নিয়ে তাসের মুখ দর্শকদের দিকে ধরে] এটা পঞ্জা আর আপনারটা? নহলা ছিল! এই তফাত! দেখুন, যাদুকাঠি ছোঁয়ালেই যাহা পঞ্জা তাহাই নহলা দেখবেন [তথাকরণ] না, কিছুই হল না। [তর্জনীর ডগা তাসের সেই খালি জায়গায় রেখে (৩)] এখানে যদি একটা ফোঁটা থাকতো তা হলে এই তাসটাই হত ছক্কা [আঙ্গুল ওঠাতেই সেখানে ফোঁটা দেখা গেল]! [এর পর আরও তিন বার তর্জনীর অগ্রভাগ ঐ তাসের যে যে স্থানে ফোঁটা করার দরকার সেই সেই জায়গায় ছুঁইয়ে (৩) ও তুলে] এখানে আর একটি ফোঁটা থাকলে হত সাতা। এখানে থাকলে হত আটা। আর এখানে ফোঁটা গজালেই হবে নহলা। শেষ পর্যন্ত সেই অঘটনই ঘটল। তাসটি নহলা। আপনার নেওয়া তাসটিই তো? এটা কিন্তু আমার হাতের রঙ লেগে নয় হয় নি। আপনাদের মনের রঙে রঙিন হয়ে নহলা হয়ে ফুটে উঠেছে। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার!

উপকরণঃ একজোড়া খেলার তাস ও একটি সহায়ক তাস। সহায়ক তাসটি তৈরী করতে একটি পঞ্জা ও একটি চৌকা ঐ তাসজোড়া থেকে অথবা অন্য একই অনুরূপ জোড়া থেকে নিতে হয়। চৌকা তাসের চারটি ফোঁটা নিপুণ ভাবে রঙিন অংশটুকু কেটে পৃথক করা হয়। নরুন দিয়ে ফোঁটা কাটা ভাল। ঐ ফোঁটাগুলি পঞ্জা তাসটির কোথায় বসালে নহলা হয় তা বুঝে নিতে প্রথম কাটা ফোঁটাটি সেইখানে বসিয়ে ছুঁচ দিয়ে ফোঁটার মাঝখান ভেদ করে তাসের পাতা এফোঁড় ওফোঁড় গর্ত করে ফেলতে হয়। এর পর কাটা ফোঁটাটি তাসের ফোঁটার দাগে দাগে মিশিয়ে ছুঁচ দিয়ে আগের বারের মত গর্ত করে ফেলতে হয় তাসের ফোঁটার একটু ওপরে। পরে সুতায় গেঁথে কাটা ফোঁটার ওপরের ছেঁদার তলা গলিয়ে সামনে থেকে দ্বিতীয় ছেঁদা পার করে আগে যেখানে তাসে ফুটো করা হয়েছিল সেটায় ঢুকিয়ে সুতার খেই দুটো শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয় (চিত্র ৭৯)। এ ব্যবস্থায় কাটা ফোঁটাটি খেলা দেখাবার আগে তাসের



(চিত্র ৭৯)

কৌটা ঢেকে এক করে রাখা যায় ও খেলার প্রয়োজনে কাটা কৌটাটি সরিয়ে যথাস্থানে আরও একটি কৌটা বেশী দেখানো যায়। এ তাসের জন্য অতি মিহি সাদা রেশমী সুতা ব্যবহার করা যায়। তবে আমি নিজে পাকা চুল দিয়েই কৌটা গাঁথি এবং আজ চল্লিশ বছর ব্যবহার করছি। এই সহায়কটি জোড়ার তলায় পঞ্জা অবস্থায় রাখা হয়।

কর্তব্য: (১) দর্শককে হরতনের নহলা নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। সহায়ক তাসটিও অবশ্য হরতন হবে বলা বাহুল্য। অন্য যে কোনও নহলা নিলেও চলে যদি সহায়কটিও তাই করা হয়।

(২) সহায়ক তাসটির কোণের চারটি কৌটার ওপর কাটা কৌটা সংলগ্ন থাকায় ঐ তাসটি জোড়ার যেখানেই থাকুক না কেন সেখানটা উঁচু হবে। উঁচু হওয়ার জন্য তাসের পাশে নজর দিলেই দু ভাগে বিভক্ত দুটি থাক দেখা যায়। ওপরের তাসগুলি ওঠালেই হাতে তোলা ভাগের তলায় তাসটি সহায়ক হয়। এ ছাড়াও পিঠ চেপে প্রশ্নের দিকে আঙুলের ঊর্ধ্বটানে তাস ফেলে গেলে সহায়কে পৌছানো মাত্র গতি ভঙ্গ হয়। গতি ভঙ্গ হওয়া মাত্র বাদবাকী ওপরের তাস তুলে নিলে নীচের তাসটি সহায়ক হতে বাধ্য। এই দুটির যে কোনও একটির সাহায্যে এক ভাগ তুলে নীচের সহায়কটি দর্শকদের যখন দেখানো হয় তাঁরা সেটি পঞ্জাই দেখতে পান।

(৩) সহায়ক তাসের সুতায় গাঁথা কোঁটাগুলিতে তর্জনী ঠেকিয়ে নীচে টানলে বা ওপরে ঠেললে সেটি সরে যথাস্থানে এসে যায়, কারণ ঐ পর্যন্তই কৌটা চলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আঙুলের এই ঠেলা বা টানা এমন ধীরে করতে হয় যাতে ঐ কর্মটি করা হচ্ছে কারও নজরে না ধরা পড়ে। এটি করতে চলন্ত কৌটায় তর্জনী যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে ভাবে ফেলে, অন্য হাতে ধরা তাসটি উঠিয়ে বা নামিয়ে নেবার সময়, তাসটা তর্জনীতে চেপে রাখলেই সুতায় গাঁথা কৌটার যত দুর যাবার যাবে।

বিভ্রম: যদি শেষ পর্যন্ত এই সহায়ক তাসটি নহলায় রূপান্তরিত করার পর দর্শকদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার বাসনা থাকে তা হলে সহায়কের পিঠে একটি সাধারণ নহলা একত্রে হাতে নিয়ে, পঞ্জাকে নহলা করার পর, ডান হাত বারেক সহায়কের ওপর রেখে সেটি করায়ত্ত করে অপসারিত করা যেতে পারে। সহায়ক করায়ত্ত হাতে যাদুকাঠি ধরলে সেটির অস্তিত্ব গোপন রাখা সহজ।

বাঁ হাতে ধরা তাসটির সঙ্গে সহায়কটিও ডান হাতের চেটোয় নিয়ে, তাসের পিছনটা দেখাবার উদ্দেশ্যে রাখার পর, পিছনের তাসটি বাঁ হাতে সরিয়ে, ডান হাতে সহায়কটি করায়ত্ত করে ফেলাও সহজ। এখন ডান হাতে তাসজোড়া তুলতে করায়ত্ত তাসটি জোড়ার ওপর রেখে সেখানের অন্য একটি তাস ডান হাতে নিয়ে পিছনটা দেখিয়ে বাঁ হাতের তাসের পিঠের নক্সার সঙ্গে ডান হাতের তাসটি যদি এক দেখানো হয় তা হলে করায়ত্ত সহায়কটি থেকে অনায়াসেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এখন দু হাতের দুটি তাস দর্শকদের পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য তাঁদের হাতে সমর্পণ করতে আর দ্বিধা থাকে না।

তাসের উৎপতন

সংঘটন ঃ তাসজোড়া ভাঁজাতে ভাঁজাতে পাঁচ ছয় জন দর্শকের কাছে গিয়ে প্রদর্শক প্রত্যেককে এক একটি তাস গ্রহণ করতে বলে। প্রদর্শক বাকী তাসগুলি একটি বড় কাচের গ্লাসে দাঁড় করিয়ে রাখে। এবার দর্শকদের কাছ থেকে তাঁদের গৃহীত তাসগুলি ফেরত নিয়ে প্রদর্শক গ্লাসে রাখা তাসগুলির মধ্যে সেগুলি পৃথক পৃথক স্থানে গুঁজে দেয়। দর্শকদের তখন তাঁদের গৃহীত তাসের নাম উচ্চারণ করতে বলা হয়! নাম করা মাত্র সেই তাসটি জোড়ার মাঝ থেকে ঠেলে উঠতে দেখা যায়। তাস ওঠার আগে ও পরে গ্লাসের মুখে পিরিচ চাপা দিলেও তাস ওঠা বন্ধ হয় না। তাসের হরেক রকম চটকদার যাদুক্রীড়ার মধ্যে এটি অন্যতম।

বাগ্‌বিস্তার ঃ আপনাদের একজন যদি আমার প্রতিনিধি হয়ে দাড়ান তা হলে বড়ই উপকৃত হই। আপনি রাজী তো? ধন্যবাদ। এই তাসজোড়া নিন। যাদুকররা যে ভাবে তাস ভাঁজায় সেই ভাবে এগুলো ভাঁজাতে ভাঁজাতে পাঁচ জন দর্শককে পাঁচ খানি তাস বেছে নিয়ে, রাখতে দিয়ে আসুন। [আগন্তুককে তাস ভাঁজানো ও তাস নির্বাচনের জন্য তাস ছড়ানো প্রভৃতি দেখিয়ে] তাসগুলো নিন্। মনে করুন, আপনি হচ্ছেন নামজাদা যাদুকর আর আমি আপনার সহকারী। পাঁচ ছ জনকে তাঁদের ইচ্ছামত একটি করে তাস এই তাসগুলো থেকে বেছে নিতে দেবেন। তাঁদের নেওয়া তাস তাঁদের কাছেই থাকবে। আপনি বাকী তাসগুলো নিয়ে আমার কাছে আসবেন। [ভদ্রলোক যথা নির্দিষ্ট কাজ করে ফিরে এলে তাসগুলি প্রদর্শক স্বহস্তে নিয়ে

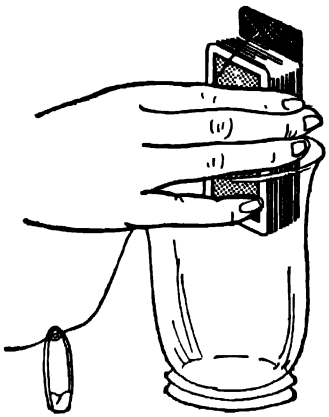
টেবিলে রেখে (১) তাঁকে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে] এবার আপনার সহকারী [নিজেকে দেখিয়ে] আপনার হাত থেকে যাঁরা তাস নিয়েছিলেন তাঁদের কাছ থেকে তাসগুলি ফেরত নিয়ে আসছে। [দর্শকদের কাছে গিয়ে যিনি প্রথম তাস নিয়েছেন] আমার হাতে তাসটি উপুড় করে রেখে দিন। [ক্রমে ক্রমে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম দর্শকের তাস ডান হাতের করতলে একটির ওপর একটি সংগ্রহ করে টেবিলের কাছে এসে (২) বাঁ হাতে টেবিলে রাখা তাস জোড়াটি গ্লাসের মধ্যে দর্শকদের দিকে তলার তাসটি মুখোমুখি রেখে (চিত্র ৮১)] এই তাসগুলোর মধ্যে আপনাদের নেওয়া তাসগুলো এখানে সেখানে ঢুকিয়ে রাখছি। যাঁরা তাস নিয়েছেন তাঁরা লক্ষ্য রাখুন আপনাদের নেওয়া তাস গুঁজছি, না অন্য কোনও তাস দিচ্ছি। এই ওপরের তাস; এটা তার পরেরটা; ঠিক তার পরে এটা; আর তার পরেরটা গেলে রইল মাত্র এই একটা (৩)। [যাদুকাঠি চেয়ারে বসা দর্শকের হাতে দিয়ে] যে তাসগুলি নির্বাচিত হয়েছিল নিশ্চয় দেখেছেন তাসগুলি কি, সমস্ত বলতে পারবেন? [উত্তর হ্যাঁ হলে বাহবা দিয়ে, আর না হলে অভয় জানিয়ে] এখন ইনি [চেয়ারে বসা দর্শককে দেখিয়ে] এই চেয়ারে বসে দর্শকদের মনোনীত তাসগুলি না ছুঁয়েই জোড়া থেকে একের পর এক বার করে দেখাবেন। ইনি অতি বিনয়ী লোক। এত আত্ম-ভোলা যে কারও কাছে নিজের গুণপনা প্রচার করেন নি। আজ এই আত্ম-গোপনকারী কুশলী যাদুকরকে আপনাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। এবার প্রথম যিনি তাস নিয়েছিলেন তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর তাসের নামটি সকলকে শুনিয়ে দিন। উনি সেই তাসটি তৎক্ষণাৎ তুলে দেখাবেন [প্রথম দর্শক তাসের নাম বললে গ্লাসের তাসে কিছুই ঘটছে না দেখে প্রদর্শক চেয়ারে বসা দর্শককে সম্বোধন করে] এ কি করছেন? ঐ ভদ্রলোকের তাসটি জোড়া থেকে আলাদা করে তুলুন? [দর্শক অপারগ জানালে বা না জানালে] অনর্থক নিজেকে এখনও গোপন রাখবার চেষ্টা করছেন। আপনি তাসের নাম শুনতে পেলেই যাদুকাঠিটা গ্লাসের দিকে লক্ষ্য করে নাড়াবেন। ইস্কুলে মাষ্টারমশাইরা যেমন পড়ুয়াদের পড়া জিজ্ঞাসা করতে আমাদের দিনে বেত নাড়তেন তেমন ভাবে। [তাস মনোনয়নকারী দর্শকদের প্রথম জনকে উদ্দেশ্য করে] অনুগ্রহ করে আর এক বার আপনার তাসের নামটা জোরে বলুন মশাই। [তাসের নাম বলা হতেই, হাত নেড়ে যাদুকাঠি নাড়ার

ইশারা করতে করতে] দেখুন, উনি ওখানে যাদুকাঠি নাড়ছেন আর এখানের গ্লাসে তাসটি মন্ত্রবলে তাসজোড়া ছাড়িয়ে উঠে সবাইকে দর্শন দিচ্ছে। এবার দ্বিতীয় তাসটি যিনি নিয়েছিলেন তিনি উঠে দাঁড়ান, জোরে তাসের নাম বলুন, সবাই যেন শুনতে পায়। [তাসের নাম উচ্চারিত হলে] কৈ কিছুই হচ্ছে না যে? [চেয়ারের দর্শককে] একটা কিছু উপায় ঠাওরান? কূটনীতিবিদদের মত যাদুকরদেরও কথায় কাজে তফাত হলে চলে না। [গোপন পরামর্শ করার ছল করে সবাইকে শুনিয়ে] পেছন দিক দিয়ে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে হচ্ছে? ঘাবড়াবেন না। ভয়ের কি? ভরসাই বা কোথায়? মঞ্চে এসে হাজার জোড়া নিস্পলক দৃষ্টির জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে কি মজা এখন টের পাচ্ছেন। তবু তো আপনার হাতে যাদুদণ্ড আর ওঁরা সবাই দণ্ডহীন। দু দণ্ড নিজেকে সামলাতে পারবেন না? আপনি নির্ভয়ে জোরে জোরে যাদুকাঠি নেড়ে ঐ তাসের নাম ধরে ডাকুন, আশা করি অকূলে কূল পাবেন। [আগন্তুককে যাদুকরী ভঙ্গি বাতলিয়ে, তাঁকে দিয়ে হুকুম জারি করিয়ে (৪)] দেখছেন? তাস উঠছে? বলি নি আপনাকে যাদুকর হতে চাই যাদুকাঠি, শিক্ষক হতে বেত আর পুলিশ হতে কোঁৎকা। [এর পর তাসশুদ্ধ গ্লাসটি হাতে তুলে আগের মত তাসের নাম ঘোষণা হলে যাদুকাঠি নাড়ালে তাসটি উঠতে থাকে। তার পর গ্লাসের ওপর পিরিচ চাপা দিয়েও তাস ওঠানো হয়। প্রতিটি তাস ওঠা মাত্র সেই তাসটি প্রদর্শক হাতে করে তুলে জোড়ার সামনে গ্লাসের মধ্যেই অন্যান্য তাসগুলির সঙ্গে এক করে রেখে দেয়]।

উপকরণঃ একজোড়া খেলার তাস, একটি সহায়ক তাস, কাচের বড় গ্লাস একটি, পিরিচ একটি, এক কাটিম সুচিক্কন কাল সুতা ও যাদুকাঠি। সহায়ক তাসটির বিশেষত্ব এই যে এর পিঠে টেবিলে পাতা চাদর বা ঢাকনিতে যে কাপড় আছে সেই কাপড়ের অংশ লাগানো থাকে। ফলে, সহায়কটি উপুড় করে ফেলে রাখলে কারও নজরে পড়ে না। এ ছাড়াও ঐ সহায়কটির মাথার দিকে মাঝ বরাবর কাল সুতা বেঁধে সুতার অন্য প্রান্ত টেবিল বেয়ে মেঝের সঙ্গে মিশিয়ে সোজা মঞ্চের বাইরে নেপথ্য সহকারীর কাছ পর্যন্ত ছড়িয়ে রাখা থাকে। যে পাশে দর্শককে বসানো হবে তার উল্টা দিকে এই সুতা অবশ্যই রাখতে হয়। তা ছাড়া টেবিলের চাদরে একটা ছোট সেফটিপিন বা আলপিন বিঁধিয়ে রাখতে হয় যার মধ্য দিয়ে সুতাটা পার হয়ে নেপথ্য সহকারীর কাছ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই আলপিনের সামনে গ্লাস

থাকলে, গ্লাসে রাখা সুতায় ঝোলানো তাসটি নেপথ্য সহকারী যখন সুতায় টান দেয়, তখন উঠে পড়তে বাধ্য হয় (চিত্র ৮১) ।

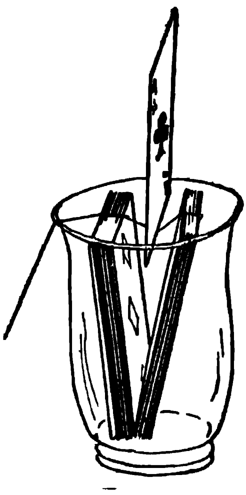
কর্তব্য : (১) ডান হাতের তাসজোড়াটি টেবিলে রাখতে সহায়কটির ওপর স্থাপন করা হয়। তার পর ঐ হাতেই গ্লাসটি সোজা করে দাঁড় করানো হয়। সাধারণতঃ গ্লাস উপুড় করেই রাখা হয়। তা না থাকলে স্থানান্তর করতে হয়। কারণ হাতের তাস টেবিলে রাখার দরকারের একটা উপযুক্ত অজুহাত কার্যতঃ না দিলে চলে না।



(চিত্র ৮০)

(২) তাসজোড়াটি গ্লাসের মধ্যে রাখতে সহায়কটি তলায় নিয়ে তোলা হয় এবং তলার তাসটির মুখ দর্শকদের দিকে রেখে দেওয়া হয়। গ্লাসের মধ্যে তাসজোড়া রাখতে সহায়কের সুতা বাঁধা দিকটা ওপর দিকে রাখা হয়। পাঁচ ছখানি তাস জোড়ার মধ্যে গুঁজে দেবার মত কিছুটা সুতা টেবিলে ছড়িয়ে রাখাও এ সময় সুবিধাজনক এবং সে ব্যবস্থাও আগেই করে রাখতে হয় (চিত্র ৮০)।

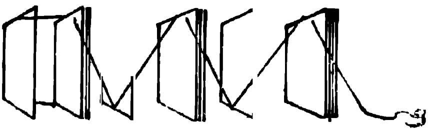
(৩) নির্বাচিত তাসগুলি জোড়ায় একটি একটি করে বসিয়ে দেবার সময় সর্বশেষ মনোনীত তাসটি সর্বাগ্রে জোড়ার সামনে রাখতে হয়। তাসটির তলদেশের মাঝ বরাবর সুতার ওপর বসিয়ে দু ভাগ তাসের মধ্যে চেপে বসানো হয় যাতে



(চিত্র ৮১)

সুতা ঐ তাসটির দুদিক ঘিরে থাকে (চিত্র ৮১)। প্রথম তাসটি বসাবার সময় বাঁ হাতের তর্জনী জোড়ার সামনের তাসগুলির ওপর রাখা আবশ্যক যাতে সহায়ক তাসটি সুতায় টান পড়ে নড়াচড়া না করে। নির্বাচিত তাসগুলি ফেরত নেওয়ার

যে রীতি, কথা বলার সময় বলা হয়েছে, তাতে আপনা থেকেই শেষ দর্শকের তাসটি প্রদর্শকের হাতে প্রথম তাস হয়ে পড়ে। প্রত্যেকটি তাস জোড়ার মধ্যে



(চিত্র ৮২)

বসাতে সুতার বেষ্টনীর মধ্যে ঠেলে জোড়ের মধ্যে একাকার করে দেওয়া হয়। (চিত্র ৮২) ছবিতে তাসগুচ্ছের মধ্যে তাস কি ভাবে রাখা হয় দেখানো হয়েছে।

বিভ্রম: সরু সুতার যাতায়াতের রাস্তা গ্লাসের মুখের দিকে সব সময়ই থাকে। সেই কারণে নীচের গ্লাসের ওপর আর একটি গ্লাস উপুড় করে রাখলে অথবা মুখটা পিরিচ দিয়ে ঢেকে দিলেও সুতার টানে গ্লাসে রাখা তাস উঠতে বাধ্য। তা ছাড়া তাসভর্তি গ্লাস টেবিলে স্থানান্তরিত করাও চলে। এগুলি করলে দর্শকরা কি উপায়ে তাস উঠছে অনুমান করতে গণ্ডগোলে পড়েন এই ভেবে যে গ্লাসে পিরিচ চাপা পড়লে বাইরের কোনও সংযোগ যদি থেকেও থাকে সেটার পথ রোধ করা হয়েছে। গ্লাসটি টেবিলের এদিক ওদিক সরিয়ে বসালেও সেই একই কথা, যোগাযোগ থাকলে গ্লাস নাড়াচাড়া করা সম্ভব নয়। তাস যখন উঠতে থাকে তখন যদুকাঠি গ্লাসের কিছুটা উঁচুতে আন্দোলিত করেও এবং চার দিকে পাক দিলেও সংযোগহীনতার স্বপক্ষেই যুক্তি উপস্থিত করা চলে।

তাস মুদ্রা ও মোমবতি

সংঘটন: নির্বাচিত একটি তাস দাঁড়ে আলাদা করে রাখার পর, ধার করা একটি মুদ্রা চিহ্নিত করিয়ে এক টুকরা কাগজের অর্ধাংশে মুড়ে মোমের শিখায় ধরা মাত্রই মোড়কটি দপ করে জ্বলে ছাই হয়ে যায়। পরে অন্তর্হিত মুদ্রাটি নির্বাচিত তাসের অভ্যন্তর থেকে কেটে বার করা হয় ও ভস্মীভূত কাগজের টুকরাটি মোমবাতির পেট চিরে নিষ্ক্রান্ত করে অপর অর্ধাংশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখানো হয় যে সেটিও পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। অবশেষে দু টুকরা কাগজ আস্ত করে দেখিয়ে বিস্ময়ের তরঙ্গে যবনিকা পাত করা হয়।

বাগ্‌বিস্তার ঃ [জনৈক দর্শকের সামনে তাস ছড়াতে ছড়াতে] এ থেকে এক খানা তাস টেনে নিন। যে কোনও একটা নিন। এতো আর ঘরে নিয়ে যাবেন না, ফেরত দিয়ে দেবেন, তখন দেরী করলে কাল হরণই হবে। একটা নিয়েছেন? তাস চেনেন তো (১)? নিজে দেখুন, সবাইকে দেখিয়ে রাখুন। কৈ আমায় দেখালেন না? সকলের মধ্যে আমিও তো এক-জন? [মনোনয়নকারী তাঁর তাসটি প্রদর্শককে দেখালে তাসটি মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করে সরবে তাদের নাম বলতে বলতে তাসজোড়াটি এমন ভাবে মনোনয়নকারীর দিকে বাড়িয়ে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করা হয় যে তিনি তাঁর হাতের তাসটি জোড়ার ওপর রাখতে বাধ্য হন]। আপনার তাসটির নাম মনে থাকবে তো? এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে যে খেলার শেষে দেখা যায় দর্শক তাঁর মনোনীত তাসের নাম ধাম বেমালুম ভুলে গেছেন (২)! তাই আমি যেমন নিজেও দেখে রাখি, সবাইকেও দেখতে বলি। দয়া করে আপনারা আবার দেখুন। সকলে কিন্তু ভুলেও তাসটি ভুলে যাবেন না [সকলকে তাসটি প্রদর্শন এবং মঞ্চে বা টেবিলের কাছে আসতে তাসের সামনেটা দর্শকদের দিকে রেখে মাথার ওপর হাত তুলে প্রত্যাবর্তন]। [তাসজোড়াটি টেবিলে রেখে, বাঁ হাতে একটি কৃশকায় দাঁড় দেখিয়ে] এ তাসটি আপনাদের মুখোমুখি এই দাঁড়ে রাখছি যাতে আপনারা ভুল করেও এটা ভুলতে না পারেন। [তাসটি দাঁড়ে রেখে, টেবিলের ওপর থেকে এক টুকরা পাতলা কাগজ ও ছুরি নিয়ে (৩) অন্য দর্শকদের দিকে যেতে যেতে] আপনাদের কাছ থেকে কি একটা আধুলি পাওয়া যেতে পারে? আছে, ভালই। আমার হাতে আধুলিটা দেবার আগে এই ছুরির ফলা দিয়ে ওটাতে একটা চিহ্ন দিয়ে রাখুন [ছুরি খুলে ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে] এমন একটা দাগ দিন যাতে পরে আপনি সেটা চিনতে পারেন। [ডান হাতে ছুরি ও আধুলি নিয়ে বাঁ হাতের কাগজটি ডান হাতে তুলে (৪) অন্য দর্শকদের কাছে গিয়ে] এই দেখুন আধুলি। আর এই চিহ্ন। চিনে রাখুন। আপনার কাছে আধুলিটা গচ্ছিত রাখছি। দেখবেন, বাইরে বেরিয়ে যাবেন না। -[ছুরিটা পকেটে ফেলে (৫) আগের দর্শকের কাছে গিয়ে] আপনাকে আধুলিটার জন্য রসিদ দিতে ভুলে গেছি। এই কাগজটা দু টুকরো করা যাক। [কাগজ ছেঁড়া হলে খণ্ড কাগজ দুটি বাঁ হাতে রেখে, ডান হাতে করে একটা খণ্ড দর্শককে দিতে উদ্যত হয়ে (৬)] এই আধ খানা কাগজ আপনি রাখুন। যেমন টাকার

অর্ধেক আধুলি, তেমনি পুরো কাগজের আধখানা তার উপযুক্ত রসিদ। [অপর দর্শকের কাছে গিয়ে] এবার আধুলিটা দিন তো, এই কাগজে মুড়ে রাখি। [কাগজে আধুলি মুড়ে (৭) মাথার ওপর মোড়কটি তুলে ধরে মঞ্চে এসে] আচ্ছা, এই মোমের শিখায় যদি মোড়কটি ধরা যায় [তথাকরণ]; এ কি? কাগজও গেল, আধুলিও গেল। আধুলিটা মেকী ছিল না তো? [যে দর্শকের হাতে শেষ বার আধুলিটা ছিল তাঁকে সম্বোধন করে] আপনি এক বার দয়া করে এখানে আসুন। আধুলি তো খুঁজে বার করতে হবে? আপনার কি মনে হয় আধুলিটা এই শিখার মধ্যে ঢুকে গেছে? [উত্তর যাই হোক না কেন] শিখা থেকে আধুলির দেখা পাওয়ার চেয়েও ঐ তাসের পেটে আধুলিটা যাওয়াই বেশী বিচিত্র, নয় কি? তাসটাকে ভাল করে দেখুন তো কিছু দেখা যাচ্ছে? তাসের মধ্যে গোল কি একটা আছে মনে হচ্ছে? আশ্চর্য কাণ্ড! এই ছুরি (৮) দিয়ে কেটে জিনিসটা বার করে ফেলুন। [ছুরি দর্শকের হাতে দিয়ে কি ভাবে কাটতে হয় বুঝিয়ে দেওয়া হয়। আধুলি বহির্গত হলে] তাসের ভেতর আধুলি! এ যে ভেল্কি! দেখুন, দেখুন আধুলিতে চিহ্নটা আছে কি না? হুবহু আগের দাগ! বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। [ফুৎকারে মোমবাতি নিবিয়ে] দিন তো ছুরিটা [বাতির মাঝ বরাবর ছুরি চালিয়ে, দু হাতে দু খণ্ড ধরে, এক ভাগের অভ্যন্তরে ছুরির খোঁচায় কাগজের অংশ বিশেষ উস্কিয়ে তুলে] এটা কি? বার করে ফেলুন তো (৯)? [দর্শক কাগজটি খুলে ফেলার পর] কাগজের আধখানা তা হলে ফিরে পাওয়া গেল? অশেষ ধন্যবাদ, আপনি এসে সাহায্য করেছেন তাই না এত সব কাণ্ড ঘটলো। কাগজ ও আধুলিটা দিয়ে আপনি এখন যেতে পারেন। [ডান হাতে জিনিসগুলি নিয়ে, বাঁ হাতে রেখে, প্রেক্ষাগারে গিয়ে] আপনি কাগজের টুকরোটা আপনার হাতেরটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন তো? মিলেছে; খাপে খাপে মিলে গেছে? আশ্চর্য! এই নিন আপনার আধুলি। ছেঁড়া রসিদের কাগজ দুটি দিন। প্রদর্শক কাগজ হাতে নিয়ে বড়ির মত পাকিয়ে খুলতে দেখা গেল টুকরা দুটি জুড়ে গেছে (১০)]। যাদুর জিনিস সহজে নষ্ট হয় না। এই দেখুন রসিদের কাগজটা আগের মত আস্ত হয়ে পড়েছে। এই অলিখিত রসিদটাও আপনি নিন। খরচের টাকার সঙ্গে রেখে দেবেন, মাস কাবারেও এটাতে হাত পড়বে না, টাকা উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলেও না।

উপকরণ ঃ একজোড়া তাস, একটি সহায়ক তাস ও দুটি সহায়ক আধুলি,

মোমবাতি সহ মোমদান্, তাস রাখার দাঁড়, দিয়াশলাই ও তিন ফালি ছ ইঞ্চি লম্বা ও তিন ইঞ্চি চওড়া সাদা ঘুড়ির কাগজ।

সহায়ক আধুলি হচ্ছে আধুলির সামনের দিকে ছুরির ফলা দিয়ে যোগ চিহ্ন এঁকে রাখা। সহায়ক তাসটির মধ্যে প্রদর্শকের নিজের চিহ্ন দেওয়া একটা আধুলি ঢোকানো থাকে। তাসের মধ্যে মুদ্রা ঢোকাতে হলে সেই তাসটি এক রাত জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। এ কাজের জন্য আমেরিকা বা ইংলণ্ডে তৈরী তাসই প্রকৃষ্ট। কারণ সে দেশের তাস জলে ভিজালে সপাটে দু ভাগে আলাদা হয়ে যায়। আমাদের দেশের তাস কাগজের মণ্ড চেপে তৈরী বলে সহজে ওপর ও নীচের স্তর পরিষ্কার দু ভাগে খোলে না। সামনের ও পিছনের স্তর আলাদা করা মাত্র সামনের পাটটি এক খণ্ড কাচে উপুড় করে বিছিয়ে ফেলতে হয়। তার পর ওটার মাঝখানে একটা চিহ্ন দেওয়া আধুলি রেখে পিছনের পাটটা চিত করে সব দিক টানটান করে পেতে দিতে হয়। এ সময় খুব হাল্কা ময়দার লেই অর্থাৎ আঠা দিলেও হয়, না দিলেও চলে। এবার ঐ একত্রে রাখা তাসটির ওপর আর একটা কাচ চাঁপিয়ে ঘরের মধ্যে শুকিয়ে নিলেই কাজ শেষ। এই তাসটির সামনের দিক দেখে ওর মধ্যে মুদ্রা আছে টের পাওয়া যায় না। এই সহায়ক তাসটি তাসজোড়ার তলায় রেখে খেলা শুরু করা হয়।

তিন ফালি কাগজই লম্বার দিকটা মুড়ে সমচতুষ্কোণ তিন ইঞ্চি করার পর একটা খণ্ড বড়ি পাকিয়ে ছুরির সঙ্গে পকেটে থাকে। দ্বিতীয় কাগজটার ভাঁজ বরাবর টেনে ছিঁড়ে দু টুকরা করা হয়। এর একটা টুকরা পাকিয়ে নলের মত গোল করে মোমবাতির গায়ে ততটা লম্বা পরিখা খুঁড়ে সেখানে পুঁতে মোম দিয়ে গর্ত বুজিয়ে আগের মত অক্ষত করে রাখা হয়। অন্য টুকরা তৃতীয় কাগজের বাঁ কোণের ওপরে ও নীচে মোম দিয়ে লাগিয়ে সম্পূর্ণ কাগজটা দুভাঁজ করে মোমদানের কাছে খেলা দেখাবার সময় রেখে দেওয়া হয়। এই তৃতীয় কাগজের ফালিটার ডান অংশ যাতে সহজে জ্বলে ওঠে তার জন্য ঐ অংশের সামনের দিকে পাতলা গঁদের আঠা মাখিয়ে তাতে দিয়াশলাই কাঠির বারুদের গুঁড়ো ছড়িয়ে শুকিয়ে নিতে হয়। এটা আমার নিজস্ব ব্যবস্থা ; গাদা বন্দুকের 'ফ্ল্যাশ্-পেপারের' বিকল্পে ব্যবহার করা চলে।

তাসের দাঁড়টির কোন বৈশিষ্ট্য নেই। তলায় একটা গোলাকার স্তম্ভমূলে সরু তারের সিক দণ্ডায়মান করার ব্যবস্থার পর একটা 'জেম্-ক্লিপ', (কাগজ একত্রে

মাথার ক্লিপ্ বিশেষ), বা ছোট স্প্রিং-ক্লিপ্ লাগানো থাকলেই হল। এতে সহায়ক তাসটি উঁচু করে তুলে দেখাবার জন্য রাখা হয়।

কর্তব্য : (১) তাসজোড়ার তলায় সহায়ক তাসটি রেখে খেলা শুরু হয়। প্রয়োজন বোধে সহায়কটি করায়ত্ত করা চলে; তবে অত সাবধানতা অনাবশ্যক।

(২) আবর্তনের সাহায্যে জোড়ার তলার সহায়কটি দর্শকের দেওয়া তাসের ওপর এনে রাখা হয়। ফলে জোড়ার ওপর রাখা দর্শকের তাসটি সহায়কের নীচে চলে যায়।

(৩) কাগজের নীচে রাখা প্রদর্শকের চিহ্নিত মুদ্রাটি, পকেট থেকে কাগজ বার করার সময় একই সঙ্গে একই হাতে, তোলা হয়। মুদ্রাটি অবশ্য আঙ্গুলবন্দী করে গোপন রাখা হয়।

(৪) প্রবর্তনের সাহায্যে সহায়ক মুদ্রাটি প্রকাশ করে দর্শককে চিহ্নটা দেখানো হয়।

(৫) ছুরি পকেটে রাখতে দর্শকের চিহ্ন দেওয়া আধুলিটাও পকেটে ফেলে দেওয়া হয়।

(৬) কাগজটি ছিঁড়ে দু খণ্ড করার পর যে খণ্ডে অন্য কাগজের আধখানা রয়েছে সে খণ্ডটি ওপরে রাখা হয়। তার পর সেই আধখানা কাগজ দর্শককে দেওয়া হয়।

(৭) কাগজে আধুলিটা মুড়তে প্রথমে দু পাট করে মুদ্রাটি তার মধ্যে রাখা হয়। পরে দু পাশ মুড়ে ফেলা হয়। এ সময় মোড়কে চাপ দিয়ে মুদ্রার আকার কাগজের ওপর ফুটিয়ে তুলতে পারলে ভালই হয়। অবশেষে খোলা মুখটা হাতে ঘুরিয়ে ওপরমুখি করতে আধুলিটা বাম করতলের অঙ্গুলিমূলে খসে পড়ে ও সেখানে করায়ত্ত রাখা হয়। কাগজের তিন পাশ মুড়েই মোমবাতির শিখায় ধরা হয়। সে সময় ডান দিক দর্শকদের দিকে থাকায় বাঁ হাতের আধুলিটা নিঃসাড়ে প্যাণ্টের পকেটে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ কাগজের কোণে রাখা কাগজটি হাতছাড়া করা হয় না।

(৮) কোটের বাঁ দিকের পকেট থেকে ছুরি আনবার সময় দর্শকের চিহ্নিত আধুলিটাও আঙ্গুলবন্দী করে আনা হয়।

(৯) এখন মোমদানের কাছে রাখা কাগজটি হাতে নিয়ে পাট বরাবর দু ভাগে ছিঁড়ে ফেলা হয়। ডান হাতের টুকরাটি দর্শককে দেবার আগে ডান হাতের ছেঁড়া খণ্ডটি বাঁ হাতের কাগজের নীচে রাখা হয়। তার পর ওপরের সেই

মোমে আটকানো টুকরাটি দর্শককে রসিদ হিসাবে দেওয়া হয়। এটা ঠিক প্রবর্তন না হলেও পরিবর্তন তো বটে। কাগজ ছিঁড়ে দু টুকরা হয়েছে সবাই দেখেছে। আর সেই দু টুকরার একটা দেওয়া হয়েছে যখন তখন হাতে একটা টুকরাই থাকবে এই ধারণা হওয়ার ফলে এ কাজটা সহজ করে দেয়। সম্পূর্ণ কাগজের ভাঁজে অন্য অর্ধেক কাগজ লাগানো থাকবে কে ভাবতে পারে, বল? বাঁ দিকের দু কোণে সর্ষের চেয়ে ছোট মোমে দুটি কাগজ এক করে রাখায় অন্য দিক ধরে এক পর্দা কাগজ টানলেই সহজে খসে যায়। বলা বাহুল্য, ঐ অর্ধেক কাগজের বাকী অংশ মোমের মধ্যে পুঁতে রাখা হয়েছে?

(১০) প্রবর্তনের সাহায্যে দর্শকের দেওয়া আধুলিটি প্রত্যর্পণ করা হয়। আগে যে আধুলি তাস চিরে বার করা হয়েছিল ও চিহ্ন সনাক্ত করা হয়েছিল সেটি ও দর্শকদত্ত আধুলি প্রবর্তন করে প্রদর্শকের নিজের চিহ্নিত আধুলি দেখানো হয়।

(১১) এবারও প্রবর্তনের সহায়তায় দু টুকরা কাগজ জুড়ে দেওয়া হয়। এটা করতে অনুরূপ আকারের একটি কাগজ বড়ির মত পাকিয়ে মোমদানের পাশে ফেলে রাখা হয়। এই কাগজের বড়ি বাঁ হাতে তুলে আঙুলবন্দী করে রাখা হয়। পরে দুই অর্ধাংশ খাপে খাপে মিলিয়ে দেখে দর্শক কাগজ দুটি ফেরত দিলে প্রদর্শক সেগুলি অন্যমনস্কতার ভান করে এক সঙ্গে পাকিয়ে বড়ি তৈরী করে ফেলে। তার পর সেই পাকানো কাগজের সঙ্গে আঙুলবন্দী কাগজের বড়িটা বদল করে ও কাগজটি টাকার বাক্সে সৌভাগ্যবর্ধক রূপে গাচ্ছিত রাখার জন্য খুলে দর্শকের হাতে দিয়ে দেয়।

বিনা আগুনে সোনা গলানো

সংঘটন : একটা আংটি চেয়ে নিয়ে, রুমালে মুড়ে, জনৈক দর্শককে রুমাল চেপে আংটিটা ধরে রাখতে দেওয়া হয়। তার পর একটি বেতের দু ধার দু জনকে ধরতে দিয়ে আংটি মোড়া রুমালটি ছড়ির মাঝখানে জড়িয়ে রুমালের শেষ কোণটি ধরে আচমকা টান দিতেই দেখা যায় যে আংটিটা বেতের ছড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং রুমাল খসে যেতেই আংটিটা বেতের মধ্যে ঘুরতেও দেখা যায়।

বাগ্‌বিস্তার : কারও কাছে কি একটা আংটি পাওয়া যাবে?

আমার এখন একটা সোনার আংটি দরকার। নিজের আংটি নিয়ে খেলা দেখালে কেউ বিশ্বাসই করবে না যে সোনার একটা বিশেষ গুণ আছে। আপনাদের মধ্যে একজন অনুগ্রহ করে আংটি দিন। তবে হ্যাঁ, সোনার আংটি। [কেউ আংটি দিলে, গ্রহণ করে] এ আংটিটা সোনার তো? আমি সোনা গলাতে জানি কি না। এখন আপনাদের বিনা আগুনে সোনা কি করে গলানো যায়, করে দেখাব। [আংটি-দাতাকে উদ্দেশ্য করে] অবশ্য আপনার কোন ভয় নেই। আপনার কাছে বেশ চৌকস রুমাল আছে কি? রুমাল নষ্ট হবার আশঙ্কা করছেন? আমি আমার রুমালটিই আপনাকে ধার দিচ্ছি। যায় যাবে, ধার করা রুমালই যাবে। কেমন? [নিজের রুমাল বার করে, খুলে ফেলে, একই পাশের দু কোণ ধরে, দু পিঠ দেখিয়ে, আংটি রুমালের মাঝখানে ডান হাত দিয়ে রাখা হয় কারণ রুমালটি বাঁ হাতের চেটোয় বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে] রুমালের ধার চার দিকে। তা বলে রুমাল ধরতে ভয় পাবেন না (২)। আপনার আংটিটা রুমালের মাঝখানে রাখছি। এবার রুমাল উল্টিয়ে আংটিটা ধরছি (২)। রুমালে ঢাকা আংটিটা চেপে ধরুন আর উঁচুতে তুলে রাখুন যাতে সবাই দেখতে পায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন যে আংটিটা, থুড়ি সোনা, গলে টপ টপ করে ফোঁটা পড়ছে। আপনি এক হাতে রুমালটা তুলে ধরুন আর অন্য হাতটা রুমালের তলায় পেতে রাখুন। গলা সোনার ফোঁটাগুলো হাত পেতে ধরবেন। সাবধান, একটা ফোঁটাও যেন মাটিতে না পড়ে। তিন ফোঁটা সোনা পড়া মাত্র আমায় জানাবেন। [যাদুকাঠি রুমালে ছুঁইয়ে] টিপে দেখুনতো আংটিটা নরম ঠেকছে কিনা? শক্তই লাগছে? একটু সময় লাগবে, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। এবার আমার আরও দুজন লোকের দরকার। আপনাদের মধ্যে এ পাশ থেকে একজন আর ও পাশ থেকে একজন দয়া করে উঠে আসুন। আসুন, এই বেতটা হাতে নিন। [আগন্তুকদের সম্বোধন করে] আপনারা আমার দু পাশে দাঁড়ান। আপনারা বেতটা ধরুন। [ডান দিকের ভদ্রলোককে] বেতের ডান দিকটা ধরুন। [বাঁ দিকের ভদ্রলোককে] আপনি বাঁ দিকটা ধরুন। দু জনে একটু টানাটানি করুন। হয়েছে; টেনে দেখতে বলেছি, ভেঙ্গে ফেলতে বলি নি। তা হলে আপনারা বুঝলেন, আর সবাই দেখলেন, আপনাদের হাতে একটা বেত এবং সেটা আস্ত সমস্ত একখণ্ড বেত। এবার বেতটা আমার হাতে দিন (৩)। এটার মাঝখানে একটা রুমাল বেঁধে নিশানা করা যাক। তার পর আপনারা দু জনে

ধরে যত ইচ্ছা টানাটানি করে বীরত্বের পরীক্ষা দেবেন। ও মশাই, [আংটি হাতে দর্শককে লক্ষ্য করে] এক বার এ দিকে আসুন। সোনা গলেছে ? নরমও হয় নি, গরমও হয় নি ? সোনা জহরতের গরমটা এতক্ষণেও টের পেলেন না, আশ্চর্য ? আপনার আংটিটা খাঁটি সোনার তো ? দিন দেখি। [দর্শকের কাছ থেকে রুমালের মধ্যে জড়ানো আংটিটা নিয়ে বেতের মাঝখানে জড়াতে জড়াতে (৪)] চাবুক লাগাবার আগে আংটিটার সাথে ছড়ির সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দেখি ভয় পেয়ে গলে যায় কিনা। নইলে সোহাগ দিয়ে গলাতে হবে। বেতটার দু দিক আপনারা শক্ত করে ধরে রেখেছেন তো ? [জড়ানো রুমালের শেষ খুঁট ধরে] এক·········দুই·········তিন [হ্যাঁচকা টানে রুমাল ছাড়িয়ে] ঐ দেখুন, বিনা আগুনেই আংটিটা ছড়ির মধ্যে এই মাত্র গলে গেছে। কী ঘুর পাকটাই না খেল ?

কর্তব্য : (১) যে রুমালটি দেওয়া হয়েছে তার বিশেষত্ব এই যে তার চার পাশ প্রায় এক ইঞ্চি মুড়ি ভেঙ্গে সেলাই করা আছে। এর দরুণ প্রত্যেকটি কোণে ছোট্ট একটি পকেট হয়ে পড়েছে। ঐ পকেটের একটিতে একটা ঝুটা আংটি ঢুকিয়ে প্রবেশ পথ সেলাই করে বন্ধ করে ফেলা হয়।

(২) বাঁ হাতের প্রসারিত করতলে রুমালটি বিছিয়ে ডান হাতের আঙ্গুলে আংটি তুলে দেখিয়ে রুমালের মাঝখানে রাখা হয়। পরে বাঁ হাত মুঠো করে হাতটা প্রথম বার উল্টে ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে রুমালে মোড়া আংটিটা কি ভাবে ধরতে হবে দেখিয়ে দেওয়া হয়। এখন দর্শকের হাতে আংটি ঢাকা রুমালটি দেবার আগে রুমালের একটা কোণ তুলে তাঁকে দেখানো হয় যে প্রকৃত পক্ষে রুমালের নীচে আংটি রয়েছে। যে কোণ তুলে দেখানো হয় সেই কোণেই ঝুটা আংটিটা রুমালের পকেটে থাকে। এই কোণটা তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে ধরে উঠিয়ে যখন দেখানো হয় তখন বাঁ হাত চিত করতে হবেই। তার পর ডান হাতে ধরা কোণটি আংটির সঙ্গে এক করা ও বাঁ হাত ওল্টানো সঙ্গে সঙ্গে করলে আংটিটা ডান হাতের আঙ্গুলের গোড়ায় পড়ে যায়। ততক্ষণ ডান হাতের আঙ্গুলের ডগায় ঝুটা আংটি ঢাকা পড়ায় দর্শকের হাতে যেটা ধরিয়ে দেওয়া হয় সেটা টিপে দেখলে আংটি রয়েছে মনে হয়।

(৩) বেতটা নিজের হাতে নাড়তে চাড়তে ডান হাতের মুঠোয় অবস্থিত আংটিটি বেতের এক ধার দিয়ে গলিয়ে মাঝ বরাবর মুঠোর আড়ালে রেখে

আগন্তুক দু জনকে বেতের দু ধার ধরতে বলা হয়। প্রথমে বেতটা দু জনকে আলাদা ভাবে দেখতে দেওয়া হয়েছিল। এবার প্রদর্শক মাঝখান ধরে দুজনকে বেতের দুটি প্রান্ত ধরতে বলছে যাতে কারও কোনও সন্দেহ না থাকে কিছু একটা এরই মধ্যে ঘটে গেছে। অবশ্য দর্শকদের তাই ধারণা। কিন্তু প্রদর্শক জানে যা হবার হয়ে গেছে, আংটিটা বেতে ঢোকানো হয়েছে, বাকী শুধু পরিণাম।

(৪) গলানো আংটিটা ঢেকে রুমাল জড়ানো হয়। যতক্ষণ না আংটি রুমালে ঢাকা পড়ছে ততক্ষণ ডান হাত ওঠানো যায় না। তবে ডান ও বাঁ হাতে রুমালের কোণ থেকে বেতের ওপর আংটি ঘুরিয়ে জড়াতে পারা যায় বলেই রক্ষা। এই বেতে জড়ানো রুমালের শেষ খুঁটটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিলে রুমালের পাক খোলার গতিশীলতায়, রুমাল বেত ছেড়ে গেলেও, আংটিটা দ্রুত বেগে ঘুরতে থাকে, যা দেখে মনে হয় এখনি আংটিটা বেতের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এটাই এ খেলার বিশেষত্ব।

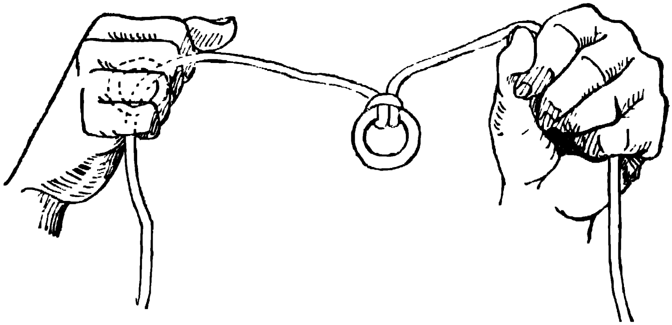
বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো

সংঘটন: এক খণ্ড দড়ির মধ্যে একটা আংটি ঢুকিয়ে দড়ির দুই প্রান্ত দু জন দর্শক ধরে রাখা সত্ত্বেও আংটিটি দড়ি না ছিঁড়ে ও দর্শকদ্বয়ের মুঠো না সরিয়েও বার করে আনাই এ খেলার বিশেষত্ব। আপাতদৃষ্টিতে এ খেলাটি আগের খেলাটির বিপরীত এবং অধিকতর আয়াসসাধ্য মনে হলেও উপায়টি নেহাত সরল।

বাগ্‌বিস্তার: [আংটি (১) ও দড়ি (২) দর্শকের হাতে দিয়ে] আপনারা দয়া করে দড়ি আর আংটিটা ভাল করে দেখুন, ঐ দুটি দ্রব্য স্বাভাবিক অবস্থায় আছে কিনা। জানেন তো, যুগে যুগে স্বাভাবিক অবস্থা পাল্টায়। অনেক আগে পদ যুগল অথবা শ্রীচরণ বা চতুষ্পদই মানবিক পরিবহনের সহায় ছিল, আর আজ? এখন আর পায়ে পায়ে পথ মাড়িয়ে পার হওয়ার চেয়েও বাড়ি গ্রাম পাহাড় ডিঙিয়ে এদেশ থেকে ওদেশ পাড়ি দেওয়াটাই প্রচলিত। অর্থাৎ ভূচর থেকে আমরা খেচর হয়ে পড়েছি। দিন আসছে যখন আমরা স্থাবর সম্পত্তির চেয়ে জঙ্গম সম্পদের দিকেই হাত বাড়াব। সেই অনাগত ভবিষ্যতের একটা ছোট্ট উদাহরণ ঐ দড়ি আর আংটি দিয়ে

আপনাদের বুঝিয়ে দেব। কি? দেখা হয়েছে? জিনিস দুটো স্বাভাবিক? আংটিটা আঙ্গুলে পরে দেখেছেন? দড়িটা ঝুলিয়ে টাঙিয়ে টেনে দেখছেন? মশাই কনে দেখতে গিয়ে কাণা কিনা, বোবা কি মুখরা, খোঁড়া কি খাড়া সব দেখেন, আর দড়ির বেলায় দাড়ি চুলকিয়েই কাজ শেষ। যাক, সব দেখেছেন। এবার আংটিটা হয় দড়িতে গলান্, নয় দড়িটা আংটির ফুঁটো দিয়ে গেলান্। এখন দু জনে দড়ির দুটি প্রান্ত ধরুন। আচ্ছা বলুন তো, ঐ আংটিটা এই দড়ির বাইরে কি করে আনতে পারা যায়? সহজ কথা। আপনাদের একজন দড়িটা ছেড়ে দিলেই আংটিটা বেরিয়ে আসবে। অথবা, দড়ির যে কোনও জায়গা কেটে ফেললেও ফল একই হবে। তা ছাড়া আর একটা নৃশংস উপায় আছে। থাক সে বীভৎস কাণ্ড। দড়ি ছিঁড়ে বা কেটে আংটি বেরিয়ে আসতে পারে, অথবা আপনাদের কেউ এক দিক ছেড়ে দিলেই তাও হতে পারে। আর, আর, আপনাদের এক জনের ঐ দড়ি ধরে রাখা হাতটা কেটে ফেলেও আংটিটা মুক্ত করা যায়। এখন বলুন, এই তিন প্রকারের কোন উপায়টি আপনারা পছন্দ করেন? আপনারা যা বলবেন তাই করব, যদিও আংটি দড়ি বা হাত কোনটারই ক্ষতি করার অভিপ্রায় আমার নেই। কিন্তু জনমত? জনমতের চাপে আমি নাচার। যাক, আপনাদের দু জনের মধ্যে এক জন একটা রুমাল দিয়ে ফেলুন। যিনি দেবেন তাঁর হাতে কোপ দেব না কথা দিচ্ছি। [রুমাল নিয়ে আংটি চাপা দিতে দিতে (৩)] দড়িটায় একটা ফাঁস দিয়ে নিই, যাতে এদিক ওদিক না হড়কে বেড়ায় অর্থাৎ আংটিটাকে ফাঁসিতে লটকালাম। আপনারা টানটান করে ধরুন (৪)। বজ্র আঁটুনি না হলে ফস্কা গেরো হয় না। দড়িটায় একটু ঢিল দিন। পরের আংটি বলে টানের চোটে তুবড়ে ফেলবেন দেখছি। এবার দড়িটা টেনে ধরুন যাতে সমান্তরাল হয়ে থাকে (৫)। না, না, এ ভাবে একবার আল্গা দিয়ে তার পর আবার টান দেবেন (৬)। নিন, খুব জোরে টানবেন না, অথচ শক্ত মুঠোয় ধরে থাকবেন। অর্থাৎ এক বার টান দিন, আর এক বার ঢিল দিন। দেখি, কি পর্যন্ত হল? [রুমাল উঠিয়ে আংটির চার ধারের বাঁধন পরীক্ষা করে দেখে ও

সবাইকে দেখিয়ে (চিত্র ৮৩), না, আরও কয়েক বার টান আর অটান, অর্থাৎ আল্লা, না দিলে সফলতার আশা কম। [রুমাল চাপা দিয়ে] দু জনেই একটু



(চিত্র ৮৩)

আল্লা. দিন দয়া করে (৭)। হিং···টিং···ছট্। এই যে আংটি বেরিয়ে এসেছে [আঙ্গুলের ডগায় আংটি দেখিয়ে]। কেমন বলেছিলাম না,—বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।

উপকরণ : যে কোনও মসৃণ আধ সুতা মোটা হাত তিনেক দড়ি, রেশমী হলেই ভাল। আর দুটি একই রকমের আংটি।

কর্তব্য : (১) যাদুক্রীড়ায় নিজের সামগ্রী যথা সম্ভব কম ব্যবহার করাই রীতি। এ খেলাটি দেখাতে দুটি একই গড়নের এক দেখতে আংটির প্রয়োজন আছে। অগত্যা প্রদর্শককে দুটি এক আকৃতির আংটি নিজের কাছে রাখতে হয়। এ খেলাটি উদ্বোধনে দেখাবার মত যখন নয়, তখন অন্যান্য খেলা দেখাবার সময় প্রদর্শকের আংটির অনুরূপ কোন আংটি কারও হাতে আছে কিনা খুঁজে দেখলে পরে এই খেলাটি দেখাবার সময় সেই আংটিটি চেয়ে নিয়ে খেলা দেখালে আশ্চর্য কাণ্ড ঘটানো সম্ভব। প্রত্যেক যাদুকরেরই খেলা দেখাতে এ রকম বুদ্ধি ও চোখ খুলে কাজ করাই কৃতিত্বের বিষয়। একদা আমাদের দেশে ফুটো পয়সা প্রচলিত ছিল, তখন ঐ পয়সাতেই এ খেলা দেখানো যেত।

(২) দড়িটা নমনীয় ও মসৃণ হলে আংটির মধ্যে অনায়াসেই গলিয়ে দেওয়া যায়।

(৩) রুমাল চাপা দিয়ে করায়ত্ত সহায়ক আংটিটা চিত্রে প্রদর্শিত ভাবে (চিত্র ৮৩) ফাঁশ দিয়ে রাখা হয়। এই ফাঁশ দিতে দড়ির মাঝখান আংটির গর্তের

ভিতর দিয়ে টেনে বার করে সেই বেরিয়ে আসা অংশটি ফাঁক করে আংটির দু'পাশ ঘুরিয়ে দড়িটা যেখান থেকে ঢুকেছে সেখানে তুলে আংটিটা নীচে নামালেই ঐ ফাঁশটা চেপে বসে যায়।

(৪) দড়িতে গলানো আংটিটা মুঠোর মধ্যে রেখে সেই হাত প্রথমে রুমালের বাইরে বার করা হয়। তার পর ফাঁশে লটকানো আংটিটা অন্য হাতে রুমাল তুলে যখন দেখানো হচ্ছে তখন অপর হাতটি ক্রমেই দড়ির শেষ প্রান্তের দিকে সরিয়ে নেওয়া হয়। অবশেষে ঐ মুঠো করা হাত দড়ির শেষ প্রান্তে এনে দর্শককে যখন দড়িটা ধরতে দেওয়া হয় তখন তাঁকে দড়ির যে অংশে হাত দিতে হবে সে অংশটা অবশ্যই ফাঁশে লটকানো আংটি ও প্রদর্শকের মুঠোর অন্তর্বর্তী কোনও স্থান বিশেষ। দর্শক দড়ি ধরলেই প্রদর্শক তার মুঠো সরিয়ে নেয় আর সেই সঙ্গে প্রথম গলানো আংটিটাও দড়ির বাইরে চলে যায়। এখন এই আংটি প্রদর্শকের পকেটে অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা কি শক্ত ?

(৫) হাতের মুঠোয় আংটি গোপন রেখেই দর্শকের হাতের কাছে প্রদর্শকের হাত এসে ঠেলা দেয় যাতে তিনি হাত ছাড়তে বাধ্য হন।

(৬) কি ভাবে ছাড় দিতে হবে ও টান দিতে হবে দর্শকদ্বয় ঠিক বুঝতে পারছেন না ভান করে প্রদর্শক দড়ির মাঝখান নিজের হাতে ধরে দেখিয়ে দেয় (৮৩নং চিত্রে এটিই দেখানো হয়েছে)। দড়িটি দর্শকদের হাতে প্রত্যর্পণ করার সময় প্রথম যাঁকে তাঁর দিকের দড়ির প্রান্তটি এগিয়ে ধরা হল তিনি ইচ্ছা মত দড়িটা ধরে ফেললেন, কিন্তু অন্য দর্শকের বেলায় প্রদর্শক তাঁর দিকের দড়ির একেবারে শেষ মাথায় মুঠো নিয়ে যাওয়ায় তাঁকে প্রদর্শকের মুঠোর আগের অংশ ধরতে বাধ্য করা হয় এ বিষয় আগেই জানানো হয়েছে।

(৭) দড়িতে ঢিল পড়লেই রুমালের তলায় হাত গলিয়ে আংটিটা যে ভাবে ফাঁশে আটকানো হয়েছিল তার বিপরীত কায়দায় করে খুলে ফেলা হয়। অর্থাৎ আগে আংটিটা তুলে ধরে দড়ির যে অংশে দড়ির দুটি খেই জড়িয়ে রয়েছে সেটা ধরে টানলেই ফাঁশটা আল্গা হয়ে পড়ে। তার পর ঐ অংশটি আংটির দু'পাশ গলিয়ে পার করলেই দড়িতে যেই না টান পড়বে অমনি আংটিটা খসে পড়বে। এই শেষ অংশটা করার সময় রুমাল তুলে ফেলেও করা যায়। তা করলে বিস্ময়টা আরও চমকপ্রদ হয়ে ওঠে। যদি আগেই সহায়ক আংটি পকেটস্থ না করা হয়ে থাকে তা হলে এ সময় প্রবর্তনের সাহায্য সেটি করতে হয় যাতে দর্শকের দেওয়া আংটি দাতার হাতে প্রত্যর্পণ করা যায়।

টাকা আর পশমের গোলা

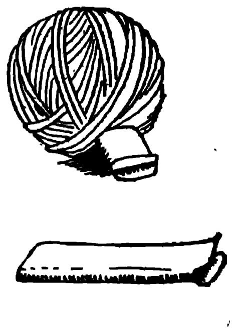
সংঘটনঃ একটি পশমের গোলা কোনও দর্শকের হাতে রাখার পর অপর এক দর্শকের দেওয়া চিহ্নিত টাকাটি অদৃশ্য ভাবে ঐ গোলাকার পশমের সুতার অন্তঃতম প্রদেশে পৌঁছে দেওয়া হয়। ঐ পশমের ডোর সম্পূর্ণ খুলে ফেলতেই মুদ্রাটির দর্শন লাভ শুধু বিস্ময়করই নয়, অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

বাগ্‌বিস্তারঃ [কোনও দর্শকের কাছ থেকে তাঁরই টাকায় তিনি স্বহস্তে বিশেষ চিহ্ন করে প্রদর্শকের হাতে দিলে (১) সেটি তুলে ধরে] টাকা পয়সা উড়িয়ে দেওয়া আর এ যুগে তেমন চমকপ্রদ ব্যাপার নয়। বিজ্ঞানের নিত্য নতুন ফানুস ওড়ানো, মানুষ ওড়ানো, কৃত্রিম গ্রহ উপগ্রহ ওড়াবার ঠেলায় যাদুকরের টাকা ওড়াবার চেয়ে স্বাবলম্বিনী গৃহিনীদের আয় ওড়ানোতেই আমাদের চক্ষু স্থির। সুতরাং আমি আজকাল টাকা ওড়ানো ছেড়ে দিয়ে টাকা লুকিয়ে রাখার বিশেষ ফন্দি বার করেছি। এতে একটা সুবিধা এই যে, টাকা হাতে এলেই সেটা আপনা থেকেই এমন জায়গায় লুকিয়ে পড়ে যে, আমি কেন, আমার পাওনাদার দূরের কথা, মায় গৃহিনী নিজে কেঁদে-ককিয়েও সেটা বার করতে পারে না। আপনাদের মধ্যে একজন যদি আমার পাশে এসে দাঁড়ান বিশেষ উপকৃত হব। [চিহ্নিত মুদ্রাটি মাটিতে বা চেয়ারে প্রকাশ্য স্থানে রেখে সমাগত দর্শককে উদ্দেশ্য করে] আপনার হাতে কিছু নেই তো? সকলকে আপনার দু হাত দেখিয়ে দিন যাতে সবাই দেখে এবং শুনে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে নিশ্চিত হতে পারেন। এবার হাতটা পাতুন। [পশমের গোলা তাঁর হাতে রেখে] এবার অন্য হাতটি পশমের গোলার ওপর আলতো ভাবে রাখুন যাতে গোলকটি গড়িয়ে না পড়ে যায়। আপাতত আপনার হাতে পশমের গোলাটা ছাড়া টাকা পয়সা নেই তো? নেই। এবার (৩) এ রুমালটা দেখুন। শুধু চোখ দিয়ে দেখুন। কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে কি? তা হলে আপনার হাতে রুমালটা চাপা দিই। রুমাল চাপা দেওয়ার এক মাত্র সদুদ্দেশ্য হচ্ছে টাকা এখানে এসে যখন ঢুকবে আপনি তখন তা দেখতে পাবেন না। ফলে, আমাদের অজ্ঞাতে লুকিয়ে ফেলতেও পারবেন না। সাবধানের তো মার নেই? এখনও আপনার হাতে টাকা পৌঁছায় নি। যাবে কি করে? টাকাটা তো ঐ ভুঁয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। [টাকাটা হাতে তুলে] কে আমায় টাকাটা দিয়েছিলেন? আপনি? আমার কাছে এসে

টাকাটা নিন্। টাকা পয়সার বিষয়ে আমার স্মৃতিশক্তি বড় ক্ষণস্থায়ী। নেওয়ার পর আর মনেই থাকে না, দিলে কিছুতেই ভুলতে পারি না। নিন, আপনার টাকা আপনাকেই দিয়ে দিচ্ছি। জীবনে এই প্রথম টাকা পেয়ে ফেরত দিলাম। ধরুন, হাতের মুঠোয় ধরুন (৪)। না, না, অমন কৃপণের মত আঁকড়ে ধরবেন না। [টাকাটা নিয়ে কি ভাবে মুঠোয় রাখতে হবে দেখিয়ে] এই এমনি করে মুঠোয় রাখবেন। দেখে যেন মনে হয় সদ্য পকেট থেকে এক মুঠো টাকা কাউকে দান করতে যাচ্ছেন আর কি। আপনিই তো টাকা দেবেন। আপনার টাকাই তো গোপন সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে দেবেন। এই নিন আপনার টাকা (৫)। মুঠো বেশী আঁট করেছেন কি ? টাকা নেই ! যাদুকরের ওপর যাদুপাড়ি, থুড়ি বাটপাড়ি, করলেন না তো ? সত্যি করে বলুন টাকাটা কি করেছেন ? সবাই দেখেছে আমি টাকা আপনার হাতে দিয়েছি। পান নি বললেই হল ? [অল্পক্ষণ রহস্যালাপের পরে] আপনি ভদ্রলোক। টাকা পান নি যখন বলছেন, আইন আদালত গ্রাহ্য না করলেও, আমরা ধরে নিতে পারি পেয়ে হারিয়েছেন। যাদু আসরের হারানো টাকা আর যাবে কোথায় ? লুকিয়ে নির্ঘাত ও ভদ্রলোকের হাতে চলে গেছে। একেই বলে যাদুকরী মনি অর্ডার ; বিনা মাশুলে টাকা উসুল। আমার অর্ধাঙ্গিনীকে আমি এ ভাবেই টাকা জোগাই আর তার প্রতিদানে পাই হরি মটর। আপনি গিয়ে ওঁর হাতের রুমাল তুলে ফেলুন। [রুমাল সরাবার পর] গোলার আর হাতের মধ্যে টাকাটা নিশ্চয় আছে। বার করে নিন। টাকা নেই ? আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল তো ? আমার ঘরনী কখনও টাকা পান নি এমন অনুযোগ আজ পর্যন্ত কখনও করেন নি। তবে ? [পশমের গোলা-ধারণকারী দর্শককে লক্ষ্য করে] দেখুন আমি যখন এ ভদ্রলোকের সঙ্গে কথোপকথনে মগ্ন ছিলাম তখনই টাকাটা ঐ গোল জিনিসটার মাথায় আপনার হাতের নীচে চলে গেছল। এখন সত্য বলুন, টাকাটা আপনি কোথায় রেখেছেন ? দোহাই আপনার, টাকাটা ভদ্রলোককে ফেরত দিয়ে দিন। আমি কাউকে আপনার বিষয়ে একটা কথাও বলব না। ওঁর দাগ দেওয়া, নিশানা করা টাকা। শরীর তল্লাশ করে_সেটা যদি পাওয়া যায় ভীষণ কেলেঙ্কারি হবে কিন্তু। আর না পাওয়া গেলেও সন্দেহের অবকাশ থেকেই যাবে। বরঞ্চ টাকাটা দিয়ে চেয়ে নিন। না বলে নিয়ে নেবেন না। কৈ দিচ্ছেন না ? টাকা পান নি ? ধ্যেৎ, দিয়ে দিন। [এ সময় দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে গুঞ্জরন উঠতে থাকে। সেই গুনগুনানির মধ্যে মন্তব্য শোনার ভান

করে প্রদর্শক প্রেক্ষাগারের দিকে তাকিয়ে] কি বললেন? না, না; কোনও ভদ্রলোকের শরীর তল্লাশের মধ্যে আমি নেই। না হয় কারও কাছ থেকে টাকা একটা ধার করে ওঁকে দিয়ে সমস্যার আশু সমাধান করব তবু এ ভদ্রলোককে দশজনের চোখের সামনে অপদস্থ করব না, কিছুতেই না। এখানে নিশ্চয় কেউ না কেউ আছেন যিনি এই ভদ্রলোকের হয়ে একটা টাকা ওঁকে দিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলবেন। [প্রদর্শক ইতস্তত: উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হতাশ হয়ে] হ্যাঁ, ভাল কথা মনে হয়েছে। টাকাটা গোলার মধ্যে ঢুকে যায় নি তো? আমার পরিবার বিছানা বালিশ ছিঁড়ে খুড়ে প্রায়ই খোঁজেন কোথাও আমি টাকা পয়সা লুকিয়ে রেখেছি কিনা। টাকাও গোল। গোলাও গোল। গোলমাল হয় সেই কারণেই। অনেক সময় দাতার দেবার আগ্রহে টাকা হাতে না এসে, বুকে এসে বাজে। হয়ত তাই হয়েছে। পশমটা খুলেই দেখা যাক। না পেলে, উনি আমায় একটি মাত্র টাকা ধার দেবেন।- আমি ওঁকে টাকাটা দিয়ে যে টাকা গেছে সে ঋণ শোধ করব। এই নিন কাচের বাটি। এতে গোলাটা রেখে আপনারা দু জনে এই নাটাই-টাতে পশম জড়াতে থাকুন। [দর্শকের হাতে বাটি দিয়ে] এটা দেখুন আর সবাইকে দেখিয়ে গোলাটা রাখুন আর তার পর পশমের গোলা খুলতে থাকুন। [পশম ছাড়াতে ছাড়াতে অবশেষে মুদ্রার নিক্কণ শোনা যায়; তখন দেখা যায় সেই চিহ্নিত মুদ্রাটি গোলার মধ্যে প্রোথিত রয়েছে]।

উপকরণ: চার ইঞ্চি ব্যাসের একটি পশমের ডোরের গোলা তৈরী করতে রঙ বেরঙের পশম ব্যবহার করলেই ভাল হয়। গোলা তৈরীর সময় পশম একটা তামার চ্যাপ্টা নলের ওপর জড়িয়ে গোলকটি করা হয়। এই চ্যাপ্টা নলটির (চিত্র ৮৪) দু মুখই খোলা যাতে এক দিকের রন্ধ্র দিয়ে টাকা পয়সা ঢোকালে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। এর একটা দিক একটু



(চিত্র ৮৪)

বহির্মুখি উঁচু করা থাকে। এই প্রশস্ততর দিকটা পশমের গোলা তৈরী শেষ হলে বাইরে একটু বেরিয়ে থাকে যাতে ঐ বাঁকানো জায়গা ধরে

টেনে এই জিনিসটি গোলা থেকে সহজে খুলে নেওয়া যায়। লম্বায় এটি ইঞ্চি তিন, সাড়ে তিন, হলেই চলে আর নলের ফাঁদ একটা টাকা সহজে গলে যেতে পারে ততখানি অবশ্যই হওয়া উচিত।

নিজের চিহ্ন দেওয়া একটি সহায়ক মুদ্রা ও পশমের গোলা খুলে ফেলবার জন্য একটি নাটাই। একটি স্বচ্ছ কাচের বাটি যার মধ্যে পশমের গোলাটি রেখে ডোর খোলা যায়। ছেলেদের নাটাই ব্যবহার না করে চরকার টাকু থেকে কাটা সুতা ফেটি করবার জন্য যে রকম নাটাই থাকে সে রকম ব্যবস্থা যদি একটা উঁচু দাঁড়ের ওপর করা হয় তা হলে দেখতেও যেমন মানানসই হয়, মঞ্চের শোভা বর্ধনও করবে।

কর্তব্য ঃ (১) দর্শকের চিহ্নিত টাকাটি ডান হাতে গ্রহণ করে ঐ হাতেই পূর্বাহ্নে আঙুলবন্দীতে রাখা প্রদর্শকের নিজস্ব চিহ্ন দেওয়া সহায়ক মুদ্রাটি প্রবর্তনের সাহায্যে আঙুলের ডগায় তুলে ধরা হয়। পরে এই সহায়কটি মাটিতে বা চেয়ারে রেখে দেওয়া হয় যাতে চিহ্ন দেওয়া দিকটা ওপরে না পড়ে এবং তাও করা হচ্ছে চিহ্ন যাতে দর্শকের নজরে না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে। দর্শক প্রদত্ত মুদ্রাটি অঙ্গুলিমূলে বন্দী রাখা হয়।

(২) পশমের গোলা বাইরে আনার জন্য করায়ত্ত মুদ্রা সহ ডান হাতটি সরাসরি ডান পকেটে চালিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু গোলাটি বার করার আগে করায়ত্ত মুদ্রাটি তামার নলের মধ্যে গুঁজে দেওয়া হয়। নলের মধ্যে মুদ্রা পড়লে যাতে অন্য প্রান্তে গিয়ে পৌঁছায় তার জন্য নলের বাইরের মুখ উপর-মুখি রাখা হয়। সুতরাং মুদ্রাটি ফোকরে যাওয়া মাত্র তলায় গিয়ে পড়ে। এখন ডান হাতের আঙুলের সাহায্যে নলটি টেনে গোলা থেকে উপড়ে নিলেই মুদ্রাটি গোলার উদরে প্রোথিত হয়ে যায়। তবে নল থাকার দরুণ গোলার সেই জায়গা কিছুটা এলোমেলো ও ঢিলে হয়ে পড়ে। এই ত্রুটিও বলটা বাইরে এনে ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে চাপ দিলেই বিসদৃশ কিছু আর নজরে পড়ে না। তামার পাত সহজে মরচে ধরে না বলেই এই ধাতুর নল ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। টিনের বা পেতলের নল তৈরী করেও অনেক দিন কাজ চালানো যায়।

(৩) হাতের টাকা প্রকাশ্য স্থানে ফেলে রাখা হয় যাতে টাকাটি সকলে সর্বদা দেখতে পায়। এবার বাঁ হাতে বাঁ পকেট থেকে রুমাল এনে দু হাতের সাহায্যে দু পিঠ দেখাবার পর দ্বিতীয় দর্শকের হাতে রাখা পশমের গোলার

ওপর চাপা দেওয়া হয়। এ সময় আঙুলবন্দী মুদ্রাটি ডান পকেটে রেখে দেওয়া হয়। এখন পকেটে হাত ঢুকাতে কোনও অছিলার প্রয়োজন হয় না। তবু রুমাল যেন খুঁজতে পকেটে হাত ঢোকানো হয়েছে ভান করে বিস্মিত দৃষ্টিতে দর্শকের হাতে রুমাল দেখে আশ্বস্ত হওয়ার ভান করা দক্ষ যাদুকরের যাদুর মহিমা বর্ধনের উপায়রূপে গণ্য হয়।

(৪) এবার টাকাটি সত্যই দর্শকের হাতে দেওয়া হয় কিন্তু যে পিঠে দর্শকের চিহ্ন ছিল সে দিকটা তলায় থাকায় তাঁর পক্ষে চেনা সম্ভব নয়। কিন্তু দর্শকের হাতে টাকাটি অর্পণের দরুণ দর্শকমণ্ডলীর ধারণা হয় যে ও টাকাটি ওঁরই চিহ্ন দেওয়া মুদ্রা। দর্শককে টাকা পাওয়া মাত্র মুঠো করতে বলায় টাকাটা উল্টিয়ে দেখার সুযোগ ও প্রবৃত্তি রোধ করা হয় মাত্র।

(৫) এবার দ্বিতীয় প্রবর্তনের সাহায্যে শূন্য ডান হাতের মুঠোটাই দর্শকের গ্রহণোদ্যত করতলে রাখা হয়। ডান হাত যখন মুদ্রা অর্পণের ভঙ্গিতে উৎসুক তখন বাঁ হাতের করায়ত্ত মুদ্রাটি নিঃসাড়ে বাঁ পকেটে আশ্রয় পায়। এ কাজটি করতে পকেটে হাত না ঢুকিয়ে পকেটটির মুখের একটু ওপরে যদি হাতটি মুদ্রা সহ চেপে ধরা হয় তা হলে ডান হাত যখন টাকা দিতে উদ্যত তখন বাঁ হাত আল্গা করা মাত্র মুদ্রাটি পকেটের মধ্যে চলে যায়।

পাশার চাল

সংঘঠনঃ লুডোর চৌকা * পাশার মত তিন অথবা সাড়ে তিন ইঞ্চি আকারের বড় একটা পাশা, পাশা রাখার খাপ বা ঢাকনি এবং টুপি খালি দেখিয়ে ও দর্শকদের পরখ করিয়ে পাশাটি ঢাকনিতে ঢেকে রাখলে দেখা যায় সেটি অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতসারে টুপির মধ্যে চলে গেছে।

---

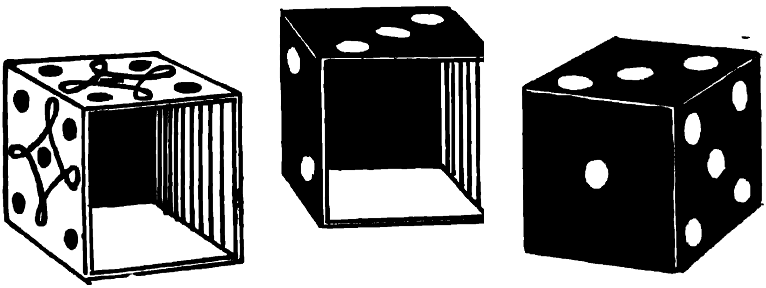
* লুডো বা পাশা খেলায় থাকে ঘরকাটা ছক, খেলার ঘুঁটি ও ফোঁটাকাটা পাশা। পাশা চেলে দান ফেলা হয়। দানে পড়া ফোঁটার সংখ্যা অনুপাতে খেলার ঘুঁটি ছকের ঘরে ঘরে সরানো হয়। ইংরাজিতে চৌকা পাশাকে 'ডাইস্' বলে। তার কারণ ঐ প্রকার চৌকা লোহার বা পিতলের পাশার ছ'টি দিকে একটি থেকে ক্রমান্বয়ে ছ'টি দিকে যে একুশটি অর্ধ গোলাকার ক্রম বর্ধমান গহ্বর থাকে তাতে স্যাকরা ও কামাররা প্রয়োজন মত ফাঁপা ধাতব বল তৈরী করে এবং ওটি বল তৈরীর ছাঁচ। সুতরাং এই গ্রন্থে দান ফেলার সামগ্রীটি পাশা বলা হয়েছে।

বাগ্‌বিস্তার : মহাভারতে আছে শকুনি যে দানই চাইত পাশাতে সে দানই পড়ত। জুয়াড়ীরা নাকি ইচ্ছামত দান চালতে পারে। [ঢাকনি তুলে পাশা বার করে (১)] কি উপায়ে পাশা যথেচ্ছ চালা যায় তা আপনাদের দেখিয়ে দেব। এ বিদ্যাটি আমি ঠেকে শিখেছি। আপনারা না হয় ঠকেই শিখুন। সর্বাগ্রে আপনাদের এই পাশা দেখা দরকার। এটি আমার গবেট মাথার চেয়েও নিরেট এবং ছ ধারের ফোঁটাগুলি গোসাঁই ঠাকুরের চন্দনের তিলকের অপেক্ষা টেকসই। ফোঁটাগুলো হাতে ঘসে আর পাশাটা ঠুকে ঠুকে বুঝে নিন সাচ্চা ও আচ্ছা। [পাশা পরীক্ষান্তে গ্রহণ করে] নিরেট এবং ফোঁটাও পাকা। পাশাটা তার স্বগৃহেই থাকে। [ঢাকনি তুলে অভ্যন্তর দেখাবার সময় পাশা টেবিলে রেখে] এটাই পাশার বাসগৃহ। যাতায়াতের দরজা মাত্র একটি। অর্থাৎ সদর দিয়ে ঢুকতেও এই পথে যেতে হয়, আর অন্দর থেকে বেরুতেও এই পথ পার হতে হয়। কতকটা কয়েদখানার ফটকের মত; যেতে আসতে একই ফটক ডিঙোতে হয়। ঘরের মাপটা দেখুন। [পাশা ঢাকনি চাপা দিয়ে (২)] নির্জন কারাবাসের মাপে তৈরী। নিঃশ্বাস ফেলার ফাঁকটুকুও নেই। এ যুগে বিশ্বাসের বালাই নেই। [ঢাকনি উঠিয়ে] আপনারা এক বার ঢাকনিটাও দেখুন (৩) ; [দর্শকের হাতে ঢাকনি দিয়ে] সিংহদ্বার ছাড়া ওতে কোথাও নাচদুয়ার খুঁজে পাবেন না। নাচ দরজাটা কি? না না না; নাচওয়ালীরা যে দরজা দিয়ে আসে যায় সেটা নয়। আগের যুগে রাজবাড়ির সিংহদ্বারের এক পাটির তলার খানিকটা কাটা থাকত আর সেই ছোট ফোকরে থাকত ছোট একটা কপাট। রাত বিরাতের অন্ধকারে অথবা হট্টগোলের জনতা রাজবাড়ীতে ঢুকতে পেত ঐ নাচ দুয়ার দিয়ে। অবাঞ্ছিত অভ্যাগত হলে মুণ্ডটা থাকত ভিতরে আর ধড়টা গড়াত বাইরে। ঢাকনিটা ভাল করে দেখেছেন? ঢোকার বেরুবার তা হলে ঐ একটাই ফটক? [ঢাকনি ফেরত নেওয়া হলে টুপিটা দর্শকের হাতে দিয়ে] এ বস্তুটির বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা। ইনি মাথা খান। টুপি পরীক্ষা করতে হাঁড়ির মত বাজিয়ে দেখতে হয় না। টুপিতে গর্ত ঐ একটাই। ঐ গর্তে মাথা ঢোকে। মাথা ছাড়া আর দ্বিতীয় পদার্থ ওতে রাখা হয় না। তবু দেখে রাখুন মাথা মুণ্ডু কিছুই ওতে গচ্ছিত রাখি নি। [টুপি ফেরত নিয়ে] টুপিতে কিছুই নেই। কারণ আমার মূল্যবান মাথাটি এখনও ধড়ের ওপরেই বিরাজ করছে। টুপিটা যে একেবারেই ফাঁকা এ ফাঁকিটা সবাই জেনে ফেলেছেন।

[টুপিটার ভিতর বাহির টেবিলের কাছে এসে দেখিয়ে সহকারীর হাতে দিয়ে অথবা চেয়ারে চিত করে রেখে] টুপি মাথায় না গলালেই স্রেফ শূন্য। টুপিতে মাথা ঢোকে আর ঢোকবার পথ ঐ একটা। ছাঁদনা তলায় মাথা গলালে যেমন বেরুবার পথ বন্ধ হয়ে যায়, টুপিতে মাথা গলালে তেমন দুরবস্থা হয় না। ঢাকনি আর টুপি দুটিরই একটা ফটক; খিড়কির ব্যবস্থা নেই। [টুপি ও ঢাকনি হাতে তুলে দেখিয়ে এক হাতের টুপি চেয়ারে রাখার আগে ঢাকনিটি পাশায় চাপা দিয়ে] শুধু এই পাশাটাই নিরেট নিশ্ছিদ্র ও নিটোল। আমার কথা হয়ত হেঁয়ালির মত শোনাচ্ছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আরও অদ্ভুত হয়ে উঠবে। অগত্যা পাশাটি সর্ব সমক্ষে টুপিটাতে রাখি। [ঢাকনি তুলে পাশাটি টুপিতে রেখে (৪)] এবার আমি পাশাটি টুপি থেকে স্থূল শরীরে ঢাকনির মধ্যে নিয়ে আসব। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি আপনাদের চোখে অনুবীক্ষণ দৃষ্টি আরোপ করছি। ফলে যেটা সাদা চোখে দেখা যায় না, সেটা সত্য দেখতে পাবেন। এবার দেখুন [বলেই সরাসরি টুপিতে হাত ঢুকিয়ে পাশা বার করে এনে ঢাকনি ঢাকা দিয়ে (৫)]। যা দেখেছেন সেটা আমার চক্ষুষ্মান করার দৌলতে। ঠিক ঐ ঘটনাই আবার করছি, সাদা চোখে দেখুন। আপনারা যদি তিলকে তালের মত বড় আকারে দেখবার আতশী কাচ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র এনে থাকেন, চোখে লাগান, পাশার পলায়ন পর্ব প্রত্যক্ষ করলেও করতে পারবেন, আশা করি। [আঙুল দিয়ে দেখাতে দেখাতে] পাশাটা ঢাকনি ফুঁড়ে বেরুচ্ছে। বেরিয়ে চলেছে। এবার টুপ করে টুপিটায় পড়ল। যাঁরা খালি চোখে এসব দেখতে পেলেন না, তাঁরা আমার কথায় আস্থা পাচ্ছেন না। এই দেখুন, ঢাকনির ভিতর কিছুই নেই, একেবারে খালি (৬)। তা হলে তর্ক শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে এক ডাল ভাঙলে, অন্য ডাল ধরতে হয়। [টুপি কাত করে পাশা দেখাতে দেখাতে] কি আশ্চর্য কাণ্ড দেখুন তো!

উপকরণ: সাড়ে তিন ইঞ্চি মাপের নিরেট কাঠের ঘন একটি টুকরা। এই কাঠটি গাঢ় হলুদ রঙে রঙিয়ে কাল রঙের গোল গোল ফোঁটা আঁকা থাকে। প্রসঙ্গত: এই সব পাশার ফোঁটা দেবার একটা নিয়ম আছে। দুটি বিপরীত দিকের ফোঁটার সমষ্টি সর্বদাই সাত হয়। ডাইস্ বা ছাঁচেও এই রীতিতে গর্ত থাকে। পাশার জন্য জমির হলুদ রঙ 'স্প্রে' অথবা ভার্নিশ পেইন্টে করা যায় আর ফোঁটাগুলো ঐ রঙেই আঁকা যায় কিন্তু সহায়কটির,

অর্থাৎ পাশাকে ঢেকে রাখার খোলসটির বেলায় জিনিসটি ধাতুর পাত দিয়ে তৈরী করার কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। আগের দিনের নিষ্প্রভ রঙ্গমঞ্চে কাল রঙের পাশা ও সহায়ক লোকের চোখ হয়ত এড়িয়ে যেত। কিন্তু আজকের নিয়ন্ ও পারদ বাতির দিবালোক লাঞ্ছন আলোকোজ্জ্বল অবস্থায় ধাতু ও কাঠের রঙে যে প্রভেদ দেখায় তা নেহাত অন্ধ ছাড়া আর সকলেরই নজরে ধরা পড়ে। এ অবস্থায় সহায়কটিও কাঠেরই হওয়া দরকার। অধুনা ত্রিস্তরের তক্তা 'ফেভিকল্' আঠা দিয়ে জুড়ে এই সহায়ক তৈরী করাই ভাল। সহায়কটি তৈরী হলে জমি হলুদ করে কাল ফোঁটা পাঁচ পাশে করে নিতে হয়। সহায়ক তৈরী করে সহায়কটি অনায়াসে ঢোকে এমন একটা খোপ বা ঢাকনি করা দরকার। এই ঢাকনি পিজবোর্ডের হলেই ভাল, কারণ প্রয়োজন মত চেপে ওঠালে সহায়কশুদ্ধ ওঠানো যায় এবং না চেপে ওঠালে সহায়ক আপন ভারে আলাদা পড়ে থাকে। সহায়ক ও ঢাকনির অভ্যন্তর অনুজ্জ্বল কাল রঙে মণ্ডিত



(চিত্র ৮৭)

করাই যুক্তিযুক্ত। ছবিতে (চিত্র ৮৫) ডান দিকে পাশা, মধ্যে পাশার সহায়ক ও বাঁ দিকে ঢাকনি দেখানো হয়েছে। ঐ তিনটি ছাড়া, টুপি (ফেল্ট্ হ্যাট) ও যাদুকাঠি এ খেলাতে লাগে।

কর্তব্য: (১) ঢাকনির দু পাশ ধরে আলতো আঙুলের চাপে ওঠালে সহায়কটি ঢাকনিতে অবিচল রেখে, পাশাটি আপন ভারে যথাস্থানে বেরিয়ে পড়ে। ঢাকনি ও সহায়ক একত্র তোলা কয়েক বার করে দেখলেই আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়ে যায়। ঢাকনিতে আঙুলের চাপ না দিলে সহায়ক খসে পড়ে যায়।

(২ ও ৩) সহায়কটি পাশার ওপর রেখে ঢাকনিটাই তুলে নেওয়া হয়। এবার ঢাকনিতে আঙুলের চাপ না পড়ায় পাশার ওপর সহায়ক চড়ানো থাকে।

(৪) সহায়কটি সমেত পাশাটি একটি দ্রব্যরূপে টুপিতে রাখা হয়।

(৫) সহায়কটিমাত্র টুপি থেকে বাইরে এনে টেবিলে রাখা হয়। সহায়কের তলার দিক খোলা থাকায় তলদেশ দর্শকদের নজরে যেন না পড়ে সেদিকে সতর্ক হয়ে ও এমন ভাবে অন্যদিকগুলি ঘোরানো-ফেরানো হয় যাতে কারও সন্দেহের অবকাশ না থাকে যে ওটার সব দিক দেখানো হয় নি অথবা অতি সাবধানতা সহকারে নাড়া-চাড়া করা হয়েছে। সহায়কটি এখন ঢাকনি চাপা দিয়ে রাখা হয়।

(৬) ঢাকনির দু পাশে চাপ দিয়ে উঠিয়ে অভ্যন্তর দর্শকদের দিকে রেখে খোলের মধ্যে যাদুকাঠি ঢুকিয়ে নাড়াচাড়া করে স্থানটি খালি বুঝানো হয়। ঢাকনি ও সহায়ক, দুটিরই তলা না থাকায় ও ঐ উন্মুক্ত দিকের কিনারা কাল রঙে রঞ্জিত থাকায়, সহায়কের অস্তিত্ব চোখে ধরা পড়ে না।

নিরেট রহস্য

সংঘটন : তিনটি পাশা। একটির ওপর আর একটি রেখে, স্তম্ভ করার পর, দু মুখ খোলা খাপে ঢেকে ফেলা হয়। একটা টুপি খালি দেখিয়ে, টেবিলে উপুড় করে রেখে, সেই টুপির ওপর ঐ খাপে ভরা পাশাগুলি নাচাতে নাচাতে মাঝের পাশাটি হুকুম করা মাত্র খাপ থেকে অতর্কিতে বেরিয়ে টুপির মধ্যে সকলের অজ্ঞাতসারে ঢুকে পড়ে।

বাগ্‌বিস্তার : [তিন জন দর্শককে তিনটি পাশা হস্তান্তরিত করে] আমাদের ধারণা নিরেট হলেই তা স্থূল। হাতিকে গায়ে গতরে মোটাসোটা দেখায় বলে হস্তীমূর্খ কথাটি প্রচলিত। কিন্তু নিরেট বস্তু ছাড়া আশ্চর্য ঘটনা ঘটে না। আপনারা তো দেখছেন পাশা তিনটেই নিরেট। [পাশাগুলি ফেরত নিয়ে একটির ওপর অন্যটি রেখে খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলবার সময়] সম্প্রতি এই পাশা তিনটে এই খাপের মধ্যেই লুকিয়ে থাকুক [খাপটি এ সময় চার পাশ ঘুরিয়ে দেখানো হয় ও দু মুখ খোলাও দেখিয়ে দেওয়া হয়]। দেখার চেয়েও অদেখার মধ্যে কৌতূহল বেশী বলেই পাশাগুলি ঢেকে রাখা হয়েছে। [খাপে ভর্তি পাশাগুলি খাড়া থামের মত দাঁড় করিয়ে না রেখে আড়াআড়ি শুইয়ে রাখতে রাখতে (১)] দেখতে যদি চান তবে এই নিরীহ টুপিটাই দেখুন। [উল্টে পাল্টে দেখাতে দেখাতে] এ টুপিটার সব ভাল তবে একটা খুঁত আছে। টুপি হাতে নিয়ে চলার বস্তু নয়। মাথা ঢাকবার পোষাক। এটা এখন আর আমার মাথায়

গলে না। আপনাদের অকৃপণ প্রশংসার দৌলতে হয় আমার মাথা গর্বে ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে উঠেছে, নয় কালে কালে কাল টুপিটা কুঁকড়ে ছোট হয়ে পড়েছে। সে যাই হোক, এটা দেখে শিরস্ত্রাণ বলেই মনে হচ্ছে তো? যাদুকরের সামগ্রী ও বৈজ্ঞানিক দ্রব্যাদি বেশ নিরীক্ষণ করে দেখাই ভাল। কারণ ঐ দুটিই পৃথিবীতে যত কিছু বিস্ময় ঘটিয়ে বর্তমানকে অতীতের আস্তাকুড়ে ফেলে দেয়। [টুপিটা অন্যমনস্কতার অছিলায় শায়িত খাপের ওপর রেখে (২)] এই যেমন, ১৮৭৮ সালে দ্যা মঁসেল যখন ফ্রান্সের বিজ্ঞান আকাদমীতে এডিসনের সদ্য আবিষ্কৃত গ্রামোফোন বাজিয়ে শোনাচ্ছিলেন যাতে বিজ্ঞানীরাও মানুষের তৈরী যন্ত্রে স্বর ফোটাতে সক্ষম হয়েছে জানতে পারে, তখন বিরাশি বছরের বিখ্যাত মস্তিষ্ক-বিশারদ লাফিয়ে উঠে দ্যা মঁসেলের টুঁটি টিপে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, "বজ্জাত! হীন ভেন্ট্রিলোকুইজমের ধাপ্পায় আমাদের প্রতারণা করার সাহস পেলে কোত্থেকে?" আরও ছ মাস পরে ইনি সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন, "এ অসম্ভব। মানবের স্বরযন্ত্রের মত এমন মহিমান্বিত সম্পদ ধাতুর মত জড় পদার্থে কখনও তৈরী হতে পারে কি?" কাজেই, সবাই চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে যাবেন, [টুপিটা বাঁ হাতে উঠিয়ে (৩) চেয়ারে উপুড় করে রাখতে রাখতে] দুচোখের একটা এই টুপিতে রাখবেন। অন্য চোখটা দিয়ে ঐ খাপটায় নজর দেবেন। [পাশা ভর্তি খাপ দু হাতে তুলে, (চিত্র ৮৬) খাড়া করে ধরে, পাশাগুলি খাপের মধ্যে ওঠাতে ও নামাতে নামাতে (৪)] মাঝের পাশাটি ওপরের ও তলার পাশা দু'টির এক মাত্র

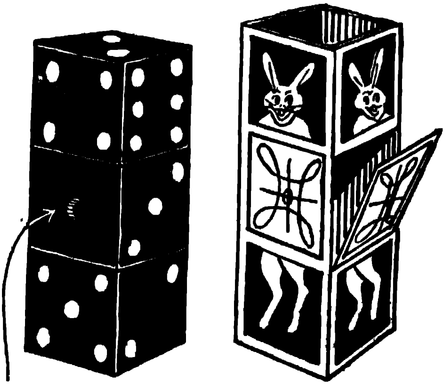


(চিত্র ৮৬)

বংশধর, শিবরাত্রের সলতে। ছেলেমানুষ কিনা, তাই জাতিতে এক হলেও বজ্জাতিতে বিসদৃশ দেখায়। দু পাশের পাশা দুটি পারস্পরিক সম্পর্কে 'যদস্তে হৃদয়ং মম তদস্তে হৃদয়ং তব', অর্থাৎ ছাদনাতলায় যে মালাখানি গলায় গলানো হয়েছিল সেটা আজ রসনার ধার বাড়িয়েছে মাত্র। উত্তর পুরুষকে লালন পালন তাড়ন করে মিত্রবৎ ধরাধামে রেখে যাবার সদিচ্ছাতেই চোখে চোখে

রাখা ও কোলের কাছে রক্ষা করা। এটা ওদের সাবেক কালের বাড়ি, [পাশাশুদ্ধ খাপ টুপির ওপর ধরে] সদর খিড়কি দুটো দরজাই আছে। এ ব্যবস্থায় সুযোগ প্রচুর। উত্তমর্ণকে সদরে দেখা মাত্র খিড়কি দিয়ে সটান সটকানো যায় আর···না থাক। শুনুন। কি যেন শব্দ হল খাপের মধ্যে? শুনেছেন? [টুপির ওপর খাপটি ধীরে ধীরে উঠিয়ে নিতেই ওপরের ও নীচের পাশা দুটি বেরিয়ে পড়ে কিন্তু মাঝেরটি অনুপস্থিত থাকে। খাপের মধ্যে যাদুকাঠি গলিয়ে এবং ফোকর দিয়ে দর্শকদের দেখতে দেখতে] সরাসরি যখন আপনাদের দেখতে পাচ্ছি, এতে কিছু নেই। [খাপ রেখে টুপি লক্ষ্য করে] টুপিটা থেঁতলে গেল। রোদ তাড়াতে এটা আমি সকালে মাথায় চাপাই, পাওনাদার এড়াতে বিকালে চোখ ঢাকি আর রাতের যাদুক্রীড়ার আসরে হাওলাত বরাত সংগ্রহের কাজে লাগাই। [টুপির ওপর থেকে পাশা দুটি নামিয়ে, যাদুকাঠি আন্দোলিত করতে করতে হঠাৎ টুপিটা উঠিয়ে] একটু অসতর্ক হয়েছেন কি, অঞ্চলের নিধি নয়নের মণি উধাও। [অন্তর্হিত পাশা দেখিয়ে] ছেলে মেয়েদের এই লুকোচুরি বাৎসল্যের সদানন্দময় সুখ।

উপকরণঃ ঝালর বা চাদর ছাড়া তন্বী টেবিল, টুপি, নিরেট কাঠের সাড়ে তিন ইঞ্চি আকারের তিনটি পাশা। পাশা তিনটি পাশাপাশি ঢুকিয়ে রাখা যায় এমন একটি পিজবোর্ডের তৈরী দু মুখ খোলা খাপ। পাশা তিনটি তিন রঙের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে দুটি একই বর্ণের করে অন্যটি আলাদা রঙের করাই ভাল। এই পাশাগুলি লাল বা সবুজ জমির ওপর সাদা ফোঁটা দেওয়া চলে ও হলুদ জমির বেলায় কাল ফোঁটাই মানায়। হলুদ রঙের পাশা-টিই মাঝের পাশা গণ্য করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঐ



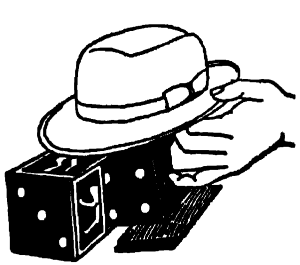
(চিত্র ৮৭)

হলুদ পাশাটির যে দিকে মাত্র একটি ফোঁটা আঁকা সেই ফোঁটাটি মুলতঃ আধ ইঞ্চি ব্যাসের পৌনে এক ইঞ্চি গভীর গর্ত (চিত্র ৮৭)। এই গর্তটির দরকার

হয় বাঁ হাতের কনিষ্ঠা ওটায় ঢুকিয়ে পাশাটি এক আঙ্গুলেই ধরে (চিত্র ৮৮) সহজে নড়ানো বা বহন করা যায়।

খাপটি পিজবোর্ডের তৈরী। পাশা তিনটি অনায়াসে খাপের মধ্যে চলাচল করবার জায়গা রেখে উচ্চতায় তিনটি পাশা টায় টায় যাতে এঁটে যায় সে ভাবে তৈরী হয় (চিত্র ৮৭)। খাপটির বহির্ভাগ তিন ভাগে চিত্রিত করার প্রয়োজন আছে। মাঝের অংশের এক দিকে একটা ফোকর থাকে। ঐ ফোকর দিয়ে মাঝের পাশাটি দরকারের সময় কনিষ্ঠা দিয়ে বাইরে আনা হয় (চিত্র ৮৮)। এই ফোকরটি ঢেকে রাখার জন্য একটা আল্গা আগড় বা ঝাঁপ থাকে যাতে ওখানে একটা পথ আছে দর্শকরা জানতে না পারেন। এই ঝাঁপটি যথাস্থানে চেপে ধরে রাখার সুবিধা করতে খাপটি দোবরা করা হয়। ভিতরের পাটে ফোকরটি যত বড় হয়, বাইরের পাটে তার সামান্য বেশী করলে ঝাঁপটি ঐ ফোকরে বসালে ভিতরে ঢুকে যায় না, অথচ প্রয়োজনের সময় ঝাঁপটি খুলে টেবিলে ফেলা সম্ভব হয়। ছবিতে খোলা ঝাঁপ ও পাশা বার করবার উপায়টি দেখানো হয়েছে। খাপে ফোকর থাকার সম্ভাবনা সন্দেহাতীত করার উদ্দেশ্যে বাইরের অংশ গুটির আয়তনে কাল রঙের সীমা রেখায় ভাগ করে অন্তর্বর্তী অংশ ছবির মত সুশোভিত করা হয়। ছবির (চিত্র ৮৭) ডান দিকে খাপের বহির্ভাগ ভাল করে দেখানো হয়েছে। ঝাঁপের অভ্যন্তর টেবিলের চাদরের রঙের হওয়া আবশ্যক এবং খাপের অন্তর্ভাগ ঘোর কাল রঙে রঞ্জিত করা বাঞ্ছনীয়।

কর্তব্য: (১) পাশা তিনটি একটির ওপর অন্যটি রেখে থাক করার পর (চিত্র ৮৭ বাঁদিকের ছবি) খাপটির এক মুখ পাশাগুলি গলিয়ে প্রথম ঢেকে দেওয়া হয়। এ সময় মাঝের পাশার গহ্বর ও খাপের মাঝের ফোকর একই দিকে রাখা হয়। তার পর খাপে ভর্তি পাশা দু হাতে তুলে ধরে তলার পাশায় ঠেলা দিয়ে ওপরের পাশায় উঠিয়ে ফেলা হয় ও সঙ্গে সঙ্গে তলার পাশার কিছুটা চাপ আল্গা করে নীচে বেরুতে দিলে ওপরের পাশা খাপের মধ্যে



(চিত্র ৮৮)

নেমে যায়। একেই নাচানো বলা হয়েছে। কয়েকবার পাশা নাচিয়ে বুঝানো হয়

যে খাপে তিনটি পাশাই বর্তমান আছে। অতঃপর পাশাশুদ্ধ খাপটি শুইয়ে রাখা হয়। এ সময় খাপের ঝাঁপটি প্রদর্শকের দিকেই শুধু রাখা হয় না, ঝাঁপটি খুলে টেবিলে ফেলে রাখা হয় (চিত্র ৮৮)। পরের কাজ সহজ ও সাবলীল করার উদ্দেশ্যে ঐ ঝাঁপ খুলেই পাশার গর্তে কনিষ্ঠা গলিয়ে পাশা খানিকটা বাইরে বার করে রাখা হয়।

(২ ও ৩) কথা বলতে বলতে অন্যমনস্কভাবে টুপিটা শায়িত খাপটির ওপর রাখা হয়। সেই সুযোগে, চিত্রে প্রদর্শিত ভাবে, পাশার গর্তে কনিষ্ঠা ঢুকিয়ে সেটি সম্পূর্ণ বাইরে বার করে ফেলা হয় (চিত্র ৮৮)। তার পর টুপি উঠিয়ে, ঝুলিয়ে ধরে, টুপির আড়ালে কনিষ্ঠাতে লটকানো পাশাটি আঙ্গুলে সমান্তরাল অবস্থায় বহন করে চেয়ারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পাশাটি প্রথম চেয়ারে, শব্দ না করে রেখে, টুপি চাপা দেওয়া হয়। এতক্ষণ টুপিটা অবশ্যই পাশাটি আড়াল করে রাখবে।

(৪) শায়িত পাশা ভর্তি খাপটি দু হাতে খাড়া করে ধরা হয় (চিত্র ৮৬)। আগের ছবিটি দেখলেই চোখে পড়বে যে ডান হাতের তর্জনী খাপের মাঝের ফোকরের মধ্যে ঢুকিয়ে ওপরের পাশাটি ধরে রাখা হয়েছে ও বাঁ হাতের মধ্যমা তলায় এমন ভাবে রাখা হয়েছে যাতে ঐ আঙ্গুল দিয়ে নীচের পাশাটি ঠেলে তোলা যায়। এর কারণ এই যে ডান হাত ও বাঁ হাতের উক্ত আঙ্গুল দুটি একই সঙ্গে ঠেলে উঠিয়ে বা আল্গা দিলেই তলার ও ওপরের গুটি দুটি মাঝখানের পাশার অবর্তমানেও ওঠানো নামানো যেতে পারে। খাপে ভরা পাশা এই ভাবে নাচালে দর্শকদের মনে হয় যে খাপে তিনটি পাশাই রয়েছে। এই ভ্রমোৎপাদক কর্মটি না করলে এ খেলায় চমক সৃষ্টি অসম্ভব।

ডিমের ফসল

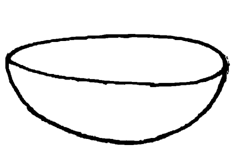
সংঘটন: দু হাত খালি দেখিয়ে শূন্যে করতল কচলিয়ে প্রথম একটি মাত্র ডিম তৈরীর পর ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে ডিমটি ধরে হাতটি একবার মাত্র নাড়া দিতেই তর্জনী ও অনামিকার ফোকরে আর একটি ডিম দেখা যায়। তার পর ক্রমে ক্রমে পাঁচ আঙ্গুলের ফাঁকে চারটি ডিম আবির্ভূত করে অবশেষে একে একে বিলীন করে ফেলা হয়। ডিমের এই আবির্ভাব

ও তিরোধান যাদুক্রীড়ার এক বিস্ময়কর খেলা। এ খেলা লাল রঙের বল দিয়েই সাধারণতঃ দেখানো হয়ে থাকে।

বাগ্‌বিস্তার : নাচের মুদ্রার ভঙ্গীতে [হাত উল্টেপাল্টে দেখাতে দেখাতে] হাত আছে বলেই আমরা জীবনধারণের সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারি। বাহু-বলও একটা ভরসা। বাহুতে বহু সুবিধা। এই যে বিরাট বায়ু সমুদ্রে আমরা ডুব সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছি, (১) রত্নাকরের এই অগাধ তল থেকে রত্নও তুলতে পারি। [করমর্দন করতে করতে] গভীর সমুদ্রে মানুষ আজ খাদ্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। পেয়েছে প্লাংক্টন্। বায়বীয় পরমাণু ভেল্কির দৌলতে সংগঠিত হয়ে হল ডিম! (২) [ডিমটি দেখাতে দেখাতে] ঘোড়ার ডিম নয় যে শত্রুর মুখে দেবেন। এটা নিজের খাওয়ার জিনিস। [ডিমটি ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর সাহায্যে ধরে (৩)] নিজের জন্য একটা ডিমই যথেষ্ট। কিন্তু মানুষ সামাজিক জীব; পরিবারও পোষণ করে, সুতরাং আরও একটা হল (৪)। [দু হাতে দুটি ডিম নিয়ে উভয় হাত ঘুরিয়ে দেখিয়ে (৫)] আপনা থেকেই দুটো হল [বলতে বলতে বাঁ হাতের ডিমটি তর্জনী ও মধ্যমার ফোকরটি মুক্ত রেখে মধ্যমা ও অনামিকার মধ্যে ধরিয়ে দেওয়া হয়]। পরিবার বলতে আপনি আর কপনি তো নয়। আরও কয়েক জন। ঐ দেখুন আরও একটা হয়ে গেল (৬) [পূর্ববৎ হাত এদিক ওদিক নেড়ে তৃতীয় ডিম করা হল]। [তর্জনী ও মধ্যমার মাঝে আবির্ভূত ডিমটি অনামিকা ও কনিষ্ঠার মধ্যে রাখবার আগে বাঁ হাতে নিয়ে (৭) দু হাত উল্টে দেখানো হয়] এক, দুই, তিন হয়েছে; ঢের হয়েছে বটে। আর নয়। কিন্তু একি? [চতুর্থ ডিমের আবির্ভাব (৮)] হাতে মোটে পাঁচটা আঙুল। তা না হলে আরও কত ডিম না হত। [পাঁচ আঙুলের চাপে ডিম চারটে ধরে হাত ঘুরিয়ে উল্টো দিক দেখাবার পর (৯)] ডিমগুলো দেখলেন। যাদুতে মজা এই, হাঁস পোষার ঝামেলা নেই। ডিম আঙুলেই গজায়। হাঁস ছাড়া ডিম, হাসাহাসির কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে আপনারা হংস ডিম্ব দর্শন করছেন। দর্শনের দোষই ওখানে, [এক একটা ডিম তুলে আবার রাখতে রাখতে], দেখতে পেয়েও তর্ক জুড়ে দেবে, গাছ আগে, না বীজ আগে, অথবা তাল পড়ে ঢিপ করে, না ঢিপ করে তাল পড়ে। যত সব উদ্ভট কথাবার্তা। এ ডিমগুলো আদি অকৃত্রিম হংস ডিম্বেরই প্রতিবিম্ব। বিশ্বাস না হয় দেখুন। প্রতিবিম্ব মুহূর্তে মিলিয়ে গেল (১০)। অর্থাৎ একটা ডিমের ছায়া আপনারা দেখতে পাচ্ছেন

না। এখন মোটে তিনটি ডিমই বর্তমান [হাত উল্টিয়ে দেখিয়ে সোজা করার পর কনিষ্ঠা ও অনামিকার মধ্যবর্তী ডিমটি তর্জনী ও মধ্যমায় রেখে (১১)] এখন পর্যন্ত তিনটে সাচ্চা ডিমই দেখাচ্ছে। কিন্তু এও মায়া, এও অলীক, ছায়া মাত্র। বায়ু দিয়ে যা গড়া হয়েছে তা বায়ুতেই বিলীন হয়ে যায় (১২)। ঐ যাঃ! আরও একটা গেল। এখন মাত্র দুটো রইল। [আগের মত ডিমের স্থান পরিবর্তন করে তর্জনী ও মধ্যমার মধ্যে মধ্যমা ও অনামিকার ডিমটি রাখার আগে (১৩) হাত উল্টিয়ে ডিম দুটির দু দিক দেখিয়ে] এ ডিম দুটো হুবহু একই রকম দেখতে। কোনটা ছায়া আর কোনটা কায়া এক নজরে কেন, হাজার নজরেও ধরা যায় না। যেটা থাকবে না সেটাই ছায়া (১৪), অন্যটা মায়া। এখন তাহলে রইল এক, অবিভাজ্য, ভোজ্য পদার্থ। পুরাণে যাকে বলেছে, "একমেব বহুস্যাম্ ভবেৎ।" একই বহু হয়ে বাক্‌বিতণ্ডায় সমস্ত ভণ্ডুল করে ফেলেছে। [একটি মাত্র শেষ ডিম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে মুষ্টিবদ্ধ বাঁ হাতের ওপর গুটানো তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের প্রকোষ্ঠে রেখে দেখাবার পর ডান হাত দিয়ে ডিমটি বেষ্টন করে ডান হাতের মুঠোয় তুলে নেওয়া হয়। পরে (১৫) বাঁ হাতে যাদুকাঠি তুলে ডান হাতে ছুঁইয়ে] ঐ গেল! [ডান হাত খুলে দেখিয়ে] মরুৎ যে মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল তা ব্যোমে ব্যাপ্ত হয়ে গেল।

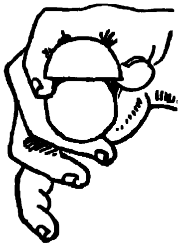
উপকরণঃ হাঁস বা মুর্গির সিদ্ধ করা তিনটি ডিম ও ঐ ডিমগুলিকে ঢাকা যায় এমন আকারের অর্ধাংশ সহায়ক ডিম (চিত্র ৮৯)। আজকাল কাঠের ডিম ও কাঠ থেকে কোঁদাই করা বা ধাতব সহায়ক ডিম তৈরী হয়। তবে প্রকৃত ডিম দিয়ে খেলা দেখালে ভাল হয়। আসল ও নকল ডিমের পার্থক্য আজকালকার মানুষ বেশ বুঝতে পারে। তাই সিদ্ধ ডিম ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আসল ডিমের পর সমস্যা, সহায়ক খোলসটি কেমন করে তৈরী করা যায়। একদা পাণ্ডববর্জিত দেশে কোথায়



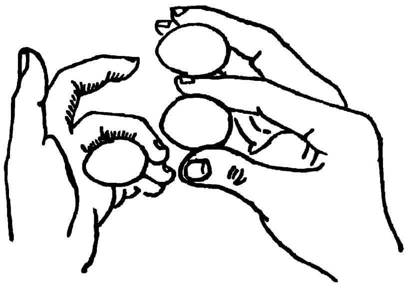
(চিত্র ৮৯)

যাদুকরী সম্ভার পাওয়া যায় না জানায় একটা ব্যবস্থা করে কাজ চালিয়েছিলাম। সেটাই এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে। কাঁচা ডিম নিয়ে প্রথমে সহায়ক অংশটি পেন্সিল দিয়ে লম্বালম্বি অর্ধাংশ দাগ দেওয়া হয়। লম্বালম্বি ডিমের অর্ধাংশ এই ভাবে দাগ দিয়ে যে অংশটা রাখা হবে সেটা বাদ দিয়ে অপর অর্ধাংশের

এবং হাত ঘুরাবার সময় ডিমটি মধ্যমা ও তর্জনী দিয়ে ধরে রাখা হয় (চিত্র ৯১)। পরে আর একবার হাত ঘুরিয়ে সোজা করার সময় মধ্যমা ও তর্জনীতে ধরা ডিমটি ঐ দু আঙুলের ফোকরে মধ্যমার টানে তুলে ফেললেই হঠাৎ ওখানে একটি ডিমের আবির্ভাব ঘটেছে মনে হয়। প্রত্যেকবার ডিম বাড়াবার জন্য মধ্যমা ও তর্জনীর ফাঁকটি ব্যবহার করতে হয়। দুটি ডিম হলে বা তিনটি হলেও ডান হাতের অভ্যন্তর ঘুরিয়ে দেখানো যায় যে সব ডিমই পূর্ণাঙ্গ। এই পরমাশ্চর্য কাণ্ডটি করতে হলে (চিত্র ৯২) যে সময় ডান হাত কাত করে সহায়কের মধ্যস্থ ডিমটি ঐ হাতেরই মধ্যমা দিয়ে তর্জনীর মাঝখানে আনা হচ্ছে ঠিক সে সময় প্রদর্শক ধারক থেকে একটি ডিম বাঁ হাতে আঙুলবন্দী করে নিয়ে আসে। দুটি ডিম ডান হাতে হওয়া মাত্র বাঁ হাতটি ডান হাতের কাছে যায় ও সদ্য আবির্ভূত ডিমটি বাঁ হাতের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ধরে তুলে নেয়। এই কাজটি করার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতের আঙুলবন্দী ডিমটি ডান হাতের সহায়কের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলা হয়। সুতরাং প্রদর্শক ডিম দুটি বা তিনটি পূর্ণাঙ্গ দেখাতে সক্ষম হয়। কারণ প্রত্যেক বার সহায়কের মধ্যে একটি ডিম ঢুকানো থাকে।



(চিত্র ৯১)



(চিত্র ৯২)

(৯) পাঁচ আঙুলের ফাঁকে চারটি ডিম হয়ে গেলে আর সহায়কের মধ্যে ডিম ভরে দেবার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। এখানেই খেলার আবির্ভাব পর্ব শেষ করা চলে। কিন্তু যাদুতে আগেও যা করা হয়েছে শেষেও তা করতে হয় যাতে সন্দেহের ফাঁক না থাকে। অতএব এখনও ডান হাতের অভ্যন্তরটা দর্শকদের দিকে ঘুরিয়ে দেখাবার প্রয়োজন রয়েছে। এটি করতে প্রদর্শক ডান হাতের ডিমগুলি বাঁ হাতের তর্জনী ঠেকিয়ে সর্বোচ্চ ডিম থেকে গণনা শুরু করে যেটি কনিষ্ঠা ও অনামিকায় ধরা রয়েছে, গুনতে গুনতে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীতে ধরা সহায়কে পৌঁছিয়ে বাঁ হাতের তর্জনী তার বাইরের দিকে ঠেকিয়ে রেখে দেয়।

এ অবস্থায় সহায়কটি যে আঙ্গুল দুটিতে ধরা হয়েছে তাতে পাক খাবার উপযুক্ত চাপ রাখলে ডান হাতের করতলের সামনের দিকটা দর্শকদের দিকে আনতে ডান হাতের কনিষ্ঠা নীচে নামানো হয় তা হলে দেখা যাবে যে বাঁ আঙ্গুলের ঠেস থাকায় ডান হাতের আঙ্গুলে অক্ষ হয়ে সহায়কটির বাহির্মুখ অঙ্গুষ্ঠমূলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ফলে তখনও পাঁচ আঙ্গুলের মধ্যে চারটি আস্ত ডিমই দেখা যায়। দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েক বার চেষ্টা করলেই যা করার তা হয়ে যায়।

(১০, ১২ ও ১৪) ডিম বাড়াবার বেলায় যেমন সহায়কের খোলে ডিম পুরে তর্জনী ও মধ্যমায় সদ্য আবির্ভূত ডিমটি বাঁ হাতে উঠিয়ে অন্যত্র রাখা হয় তেমনি কমাবার সময় শূন্য স্থানে অন্য জায়গার ডিম এনে রাখবার আগে ডান হাত উল্টে দেখাবার পর বাঁ হাতের ডিমটি সেই শূন্য স্থান পূরণ করবার জন্য রেখে দেওয়া হয়। এই ডিমটি যখন রাখা হচ্ছে তখন ডান হাত একটু হেলিয়ে ধরলে ও সহায়কের অভ্যন্তরস্থ ডিমটি বেশী চেপে না ধরলে বাঁ হাতে আঙ্গুলবন্দী করে ফেলা যায়। বাঁ হাতের এই অলক্ষ্যে অপসারিত ডিমটি বাঁ কোটের পকেটে ফেলতে শরীরটা বাঁ দিকে মুচড়ে সোজা হবার সময় করাই ভাল। বাঁ হাত কোমরে রেখে দাঁড়াবার কথা আগেই বলা হয়েছে যাতে এই পকেটে ফেলার কাজটি কদাচ সন্দেহজনক না হয়।

(১১ ও ১৩) এক একটি ডিম ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমার মাঝখানে প্রকাশ হওয়ার সময় বাঁ হাতে ধারকের এক একটি ডিম আঙ্গুলবন্দী করে ঐ বাঁ হাতটি ডান হাতের কাছে এনে সহায়কের মধ্যে ডিমটি পুরে দিতে দিতে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর সাহায্যে ডান হাতের সদ্য আবির্ভূত ডিমটি উঠিয়ে ফেলা হয়। এর পর বাঁ হাতে ওঠানো ডিমটি প্রথমে কনিষ্ঠা ও অনামিকার ফোকরে রাখা হয় ও পরের বার অনামিকা ও মধ্যমার ফোকরে ধরিয়ে দেওয়া হয়।

(১৫) শেষ ডিমটি অন্তর্হিত করার উপায়টি মুদ্রার দ্বিতীয় প্রবর্তনের সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়। তফাত শুধু ধরার কায়দা। এখানে ডিমটি বাঁ হাতের মুঠো লম্ব রেখায় ধরে গুটানো অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর বেষ্টনীর মধ্যে স্থাপিত হয়। ডান হাত এবার ডিমটি উঠিয়ে নিতে সমগ্র প্রসারিত করতল দিয়ে ডিমটিকে জড়িয়ে ধরে মুঠোয় ঘিরে ধরে। এই নেওয়াটা দর্শকের চোখে যা দেখায় তাই বলা হল। প্রকৃতপক্ষে ডান হাত মুঠো করা হয়েছে ও করপৃষ্ঠ দর্শকদের দিকে রাখা হয়েছে। বাস্তবিক একটি ডিম ঐ ভাবে হাতে রাখা কয়েকবার দর্পণের সামনে করে দেখলে কি ভাবে হাতের আঙ্গুল গুটিয়ে রাখতে হয় তা আপনা থেকেই

শেখা যায়। ডান হাত এবার ডান দিকে যথা সম্ভব দূরে প্রসারিত করা হয় ও করপৃষ্ঠ দর্শকদের দিকে বরাবর রেখে অবশেষে ঐ হাতের আঙুলগুলি কচলিয়ে করতলের সম্মুখ ভাগ দর্শকদের দিকে ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে একটি একটি আঙুল খুলে দেখালেই শেষ ডিমের অন্তর্ধান পালা সাজ হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, ডান হাত ছড়িয়ে আঙুল নাড়াচাড়ার উদ্দেশ্য দর্শকদের চোখ ঐ দিকে সরানো যাতে বাঁ হাত আগের মত কোমরে রেখে, সুযোগে সুবিধা বুঝে, করায়ত্ত ডিমটি দর্শকদের ডান হাতে লক্ষ্য থাকার সুযোগে, বাঁ পকেটে ফেলে দিয়ে প্রদর্শক মুক্তির শ্বাস ফেলে সহজ হতে পারে।

ডিম ও রুমাল

সংঘটন : একটি ডিম কাচের গ্লাসে রেখে রুমাল দিয়ে ঢাকার পর প্রদর্শক একটি রুমাল দু হাতে কচলিয়ে গুটিয়ে ফেললে দেখা যায় রুমালের পরিবর্তে হাতে ডিম রয়েছে, আর গ্লাসের রুমাল তুলতে সেখানে ডিমের বদলে রুমালটি দেখতে পাওয়া যায়।

বাগবিস্তার : [কাচের গ্লাস ও ডিমটি দর্শকদের দেখিয়ে ফিরে আসার সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি রুমাল এনে টেবিলে রেখে] অকালপক্কতার একটা নিদর্শন হচ্ছে কাল-যন্ত্র অর্থাৎ টাইম্ মেসিন্। শুনেছেন হয়তো, এই যন্ত্রের সাহায্যে বর্তমানকে ভবিষ্যতে ঠেলে দেওয়া যায় অথবা বর্তমানকে অতীতেও পিছিয়ে ফেলা যায়। বিজ্ঞানের ব্যাপার বাদ দিন। যাদুতেও আমরা অগ্রপশ্চাৎ দু দিকেই যেতে পারি। আজ আমরা এমন একটা যুগের ব্যাপারে লিপ্ত হব যখন বাণিজ্য বিষয়ে মুদ্রার মধ্যস্থতা প্রচলিত হয় নি। সেকালে দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের বিনিময় হত। ধরুন, এক জন কয়তো হাঁস মুর্গি পালন, আর এক জন তাঁতশালে রেশমী বস্ত্র বুনতো (ডিম ও রুমাল তুলে দেখিয়ে)। এদের এক জনের দরকার হত ডিমের বদলে বস্ত্র আর অন্য জনের প্রয়োজন হত কাপড় অর্থাৎ পেট ও পিঠের ভরণ ও আবরণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ [কাচের গ্লাসটি তুলে] এটাকেই পণ্য বিপণন কেন্দ্র অর্থাৎ হাট মনে করা যাক। [গ্লাসটি বাঁ হাতে ধরে রেখে ডান হাতে ডিমটি তুলে (১)] গৃহস্থ তার ডিমগুলি নিয়ে হাটে এসেছে। তাকে ঝুড়ি নামিয়ে হাটে বসতে দেওয়া হোক। [ডিমটি গ্লাসের মধ্যে রেখে] হাটে বাজারে রোদ বৃষ্টি বাঁচাতে চালা একালেও

যেমন আছে সেকালেও থাকত। [রুমালটি তুলে (২) গ্লাসে ঢাকা দিয়ে] ডিমের বদলে তার দরকারী সামগ্রী বদলিয়ে নিতে বেচারা হাটের চালায় বসুক। [আচ্ছাদিত গ্লাসটি ডান হাতে ধরে চেয়ারে বা টুলে রেখে (৩)] ডিমওলা ভাবছে তরুণী ভার্যার জন্য একটা রেশমী শাড়ী নিয়ে না গেলে আর মান রাখাও দায়, মন পাওয়াও ভার। বেচারা! হাটে ক্রমে ক্রমে লোকজন এল, গেল, ঘুরতে ফিরতে লাগল। এমন সময় [রুমাল তুলে ধরে] এল তাঁতী। তার বোচকা খুলে থরে থরে সাজালো রঙ বেরঙের শাড়ী। কি সুন্দর রেশমী শাড়া! এটা নাড়াচাড়া করতে করতে তাঁতী ভাবছে, লজ্জা নিবারণ এতে হয় বটে, ক্ষুধা নিবারণটাই বড় কাজ। পেটে পড়লে পিঠে সয়। ওদিকে ডিমওলা এসে শাড়ীটা হাতে তুলে দেখছে। হাতে গুটিয়ে দেখছে কত মিহি, কত মসৃণ; [দু হাতে কচলিয়ে রুমালটি হাতের মধ্যে গুটিয়ে নিতে নিতে (৪)] তাঁতী দেখে বলতে শুরু করেছে, 'ওটা মনমোহিনী শাড়ী। যে পরে তার মন জুড়ায়, যে দেয় তার মন জুড়ায়, আর যারা দেখে তাদেরও মন জুড়ায়। ঘরের মানুষকে পরিয়ে মন কেড়ে নাও ভাই। আমার ঘরে ভাত কাপড় দুই আছে, নেই আমিষ নিরামিষ। যদি থাকে……… [(৫) প্রদর্শকের হাতে রুমালের জায়গায় ডিমের আবির্ভাব] হ্যাঁ, ওতেই চলবে'। [ডিমটি রেখে, ঢাকা গ্লাসটির রুমাল ওঠাতেই] দেখেই বোঝা যাচ্ছে ঝাড়ুর ডিম হাত পাল্টিয়ে হল বস্ত্র, আর বস্ত্র খণ্ডের বিনিময় হল ডিমের সঙ্গে। তা হলেই দেখা যাচ্ছে, যে খায় চিনি যোগায় চিন্তামণি।

উপকরণ: দুটি ডিম, তার মধ্যে একটি অকৃত্রিম ও অপরটি কৃত্রিম অর্থাৎ পাশে বেশ বড় রকমের হাঁ-করা গর্ত করে ফাঁপা করা হয়েছে (চিত্র ৯৩)। এই সহায়ক ডিমটি চুল তোলার চিমটে দিয়ে এক পাশে ফুটো করে লালা ও কুসুম ঝরিয়ে ফুটোটা বাড়িয়ে পৌনে এক ইঞ্চি করে তার কিনারায় কাগজ জুড়ে মুখটা যথা সম্ভব মসৃণ করে ফেলা হয়। এ ফুটোর পাশে একটা ছিদ্র রাখা হয়। ছিদ্রের সঙ্গে সাদা সুতার একটা খেই বেঁধে অন্য প্রান্তটি একটি রুমালের মাঝামাঝি বেঁধে দেওয়া হয় যাতে ঐখানটা ধরে তুললে ডিমটা রুমালের মধ্যেই ঢাকা থাকে ও নীচে বেরিয়ে না যায় অর্থাৎ বেশী ঝুলে পড়লে সবাই দেখবে ডিমটা রুমালের সঙ্গে আছে।

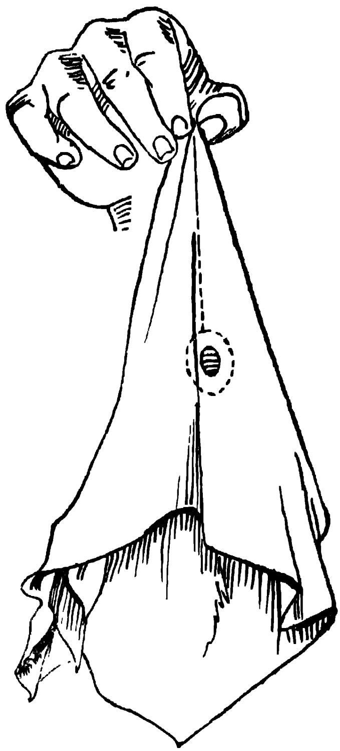
একটি স্বচ্ছ কাচের গ্লাসের দরকার। এই গ্লাসটির তলদেশ থাকে না। অর্থাৎ ওপর দিয়ে কিছু ফেললে তলার গর্ত দিয়ে বেরিয়ে যায়। দু মুখ খোলা

এই তলাহীন গ্লাস তৈরী করতে গ্লাসের পাশ কেটে বাদ দিলে কিন্তু ঠিক মত কাজ হয় না। কাচ কাটার মিস্ত্রীদের কাছে গ্লাসটি দিয়ে নীচের দিক থেকে মাত্র তলদেশটুকু, অর্থাৎ গ্লাসের পাশের দেয়ালটা বহাল রেখে, কাটিয়ে নিতে হয়। এ ভাবে গ্লাস কাটালে সেটা নাড়াচাড়া করলে তলদেশ থাকলে যেমন দেখতে তেমনি দেখায় বলেই অকুতোভয়ে ব্যবহার করা চলে। যাদু সামগ্রীতে অনেক প্রকার কারচুবি করা থাকলেও সমস্ত কিছু দেখতে যা বাস্তবিক তা করতে হয়।

দুটি একই রকমের একই রঙের রেশমী রুমাল। একটা রুমালের সঙ্গে সহায়ক ডিমটি সুতার যোগসূত্রে আবদ্ধ। অন্য রুমালটি পাট করে যথাসম্ভব ছোট্ট গুলি করে রাখা হয়। এই রুমাল ভাঁজ করার একটা বিশেষ রীতি আছে। পকেটের রুমাল যেমন চার পাট করে চৌকোনা ভাজ করে রাখা হয় তেমন ভাবেই রেশমী রুমালটি প্রথম বার পাট করে চারটি ঘরে বিভক্ত করে নেওয়া হয়। তার পর রুমাল ছড়িয়ে পেতে কোণগুলি প্রত্যেক ঘরের বিপরীত কোণে এনে মিলিয়ে রাখা হয়। এতে রুমাল আগের চেয়ে অর্ধেক ছোট হয়ে পড়ে। তার পর ক্রমাগত কোণগুলি আগের মত রুমালের মাঝখানে একত্র করা হতে থাকে যতক্ষণ এ ভাবে পাট করা সম্ভব। শেষে যখন আর পাট করা যায় না তখন লম্বালম্বি পাকিয়ে সেটি আধ ইঞ্চি চওড়া ঘুড়ির কাগজের বেড়ে আটকে রাখা হয়। আঠা শুকানো পর্যন্ত এই ছোট তাকিয়ার মত বস্তুটি ক্লিপে চেপে রাখাই ভাল যাতে আল্গা হয়ে না যায়। হাতের চাপে কাগজের বেড়টা ফাটিয়ে দিলেই গুটানো রেশমী রুমাল আপনা থেকেই ফুলে ফেঁপে গ্লাস ভর্তি করে ফেলে। এই পাকানো রুমালটি টেবিলে ডিমের আড়ালে, পিছনে দিকে ফেলে রাখা হয়। পরে দর্শকের রুমাল খুলে ঐ মোড়কটি অল্প-স্বল্প ঢেকে রাখা হয়। দর্শকের রুমালটি ডান হাতে ওঠাবার সময় তার যে কোণ মোড়ক চাপা দিয়ে ছিল সেই কোণ ধরে তুলতে মোড়কটি আঙুলবন্দী করে নেওয়া হয়।

কর্তব্য ঃ (১) গ্লাস কাত করে অতি সাবধানতার সঙ্গে ডিমটি তার মধ্যে রেখে ধীরে ধীরে গ্লাসটি সোজা করা হয়। এ সময় কনিষ্ঠা গ্লাসের তলার মাঝামাঝি আড়াআড়ি ভাবে রাখতে হয়। অন্যথা তলা না থাকায় গ্লাস সোজা করলেই ডিম সেই পথে বেরিয়ে যাবে। তাছাড়া ডিম কাত করা গ্লাসে রাখলে ডিম ও গ্লাসের সংস্পর্শে যে শব্দ হয় সেটাও শোনানো দরকার।

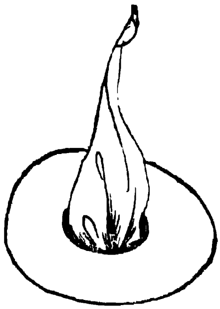
(২ ও ৩) দর্শকদের দেওয়া রুমালটি ডান হাতে তুলে নেওয়ার সঙ্গে রেশমী রুমালের মোড়কটিও করায়ত্ত করা হয়। এখন বাঁ হাতে ধরা গ্লাসটি ঢাকা দিতে ডান হাত দিয়েই গ্লাসটির সামনে থেকে বাধ্য হয়েই রুমালের কোণ টেনে যেতে হয়। প্রথম বার ঢেকে দর্শকদের দিকের কোণ তুলে গ্লাসে ডিম আছে দেখিয়ে চার পাশ ঠিকঠাক করার অছিলায় রুমালের মোড়কটির কাগজের বেড় আঙুলের চাপে ভেঙ্গে গ্লাসের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। এখনও গ্লাসের নীচের দিকটা দর্শকদের রুমাল সরিয়ে দেখানো যায়, কিন্তু মাত্রাধিক্য অভিনয় যেমন অভিনয়ই নয়, তেমনই অতিরিক্ত সাধুতা ও অসম সাহস সন্দেহ উদ্রেক করে থাকে। এখন ডান হাত দিয়ে রুমালে ঢাকা গ্লাসটি বাঁ হাত থেকে তুলে যখন নেওয়া হচ্ছে তখন গ্লাসের তলার ফাঁক আগলানো বাঁ হাতের ছড়ানো আঙুল গুটালেই অনামিকা ও মধ্যমা এবং তর্জনীর গোড়ায় করপৃষ্ঠের আড়ালে ডিমটা গ্লাসের তলা দিয়ে বেরিয়ে কনিষ্ঠার ওপরে এসে যায়। গ্লাসটি চেয়ারে বা টুলে রাখতে বাঁ দিকে ঘুরে দাঁড়াতে হয়। সুতরাং বাঁ হাতের করতলের অভ্যন্তর দর্শকদের দৃষ্টিতে পড়ে না।



(চিত্র ৯৩)

(৪ ও ৫) প্রদর্শক বাঁ দিক থেকে টেবিলের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে বাঁ হাতের করায়ত্ত ডিমটি টেবিল-ঝোলায় বা কৃষ্ণকলার গহ্বরে অথবা প্যান্টের পকেটে পাচার করে দেয়। পরে ঐ হাতে যাদুকাঠি তুলে নাড়াচাড়া করে, রেখে, রুমালটির মাঝখান ধরে এমন ভাবে উঠিয়ে নেওয়া হয় (চিত্র ৯৩) যাতে সুতায় ঝোলানো ডিমটি রুমালের মধ্যে ঢাকা থাকে বা দর্শকদের দিকের বিপরীত অবস্থায় পড়ে রুমালের আড়ালেই থেকে যায়। এই রুমালটি এবার বাঁ হাতের

চেটোয় রেখে আঙুল গুটিয়ে ডান হাতের তর্জনীর তাড়নায় রুমালটি ডিমের ফোকরে ক্রমে ক্রমে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এ কাজটি স্বাভাবিক ভাবে করতে হলে ডিমটি বাঁ করতলে প্রথম রাখতে হয় ও ডিমের ওপর রুমালটি ছড়িয়ে ঢেকে নিতে হয় যাতে আঙুলের ঠেলায় রুমাল সহজেই ঢুকে যায় (চিত্র ৯৪)। ডিম রুমালে সম্পূর্ণ ঢুকে গেলে. বাঁ হাত মুঠো করে ধরা হয় ও ঐ মুঠোয় রুমালই আছে দর্শকদের অব্যক্ত আচরণে বুঝানো হয়। পরে ডান হাতে রুমাল ঢাকা গ্লাসটির রুমাল সর্বাগ্রে উঠিয়ে প্রথম চমকের ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁ হাতের ডিমটির ফোকর করতলের দিকে সামলিয়ে সেটি দর্শকদের দেখালে কিস্তিমাত হয়ে যায়।



(চিত্র ৯৪)

তাঁতশালা

সংঘটন : খালি হাত কচলিয়ে রঙিন রেশমের বস্ত্রে রঙ্গমঞ্চ ছেয়ে ফেলাও যাদুর অন্যতম বিস্ময়। এই চমক লাগানো, চোখ ধাঁধানো, উৎপাদন শুরু হয় এক টুকরা কাগজ পোড়ানো ছাই থেকে। তার পর করমর্দন যতই করা হয় ততই রঙ বেরঙের বস্ত্রখণ্ডের উদ্ভব হতে থাকে।

বাগ্‌বিস্তার : [করতল দুটি ওল্টাতে পাল্টাতে] বিজ্ঞানী বলেন, শক্তির ক্ষয় নেই, ক্ষতিও নেই, হয় শুধু রূপান্তর। তাঁদের স্বপক্ষে প্রমাণও রয়েছে। বদ্ধ জায়গায় ভস্মীভূত দ্রব্যের আগের ও পরের ওজনে কোনও তারতম্য হয় না। যাদুকরদের কাছে এ সত্য অনেক আগেই ধরা পড়েছিল। আজ, এই মুহূর্তে, আপনাদের যাদুকরী প্রমাণটি উপস্থাপিত করতে চাই। [টেবিলে রাখা খবরের কাগজ থেকে খানিকটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে] এই যে পড়া কাগজের টুকরাটা দেখছেন, তার এপিঠও পড়েছি, ওপিঠও পড়েছি। পড়ার পর খবর পুড়িয়ে ফেলা হয়। আমিও তাই করব। [বাঁ হাতে কাগজটি রেখে ডান হাতে টেবিল থেকে দিয়াশলাইয়ের বাক্সটি তুলে] একটা দেশলাইয়ের কাঠি নিচ্ছি [দিয়াশলাইয়ের বাক্সটি বাঁ হাতে ধরে একটি কাঠি বার করে বাক্সের খাপ বন্ধ করে (১) জ্বালিয়ে, কাগজে অগ্নি সংযোগ করে] পড়া কাগজ পুড়ছে। এ পর্যন্ত

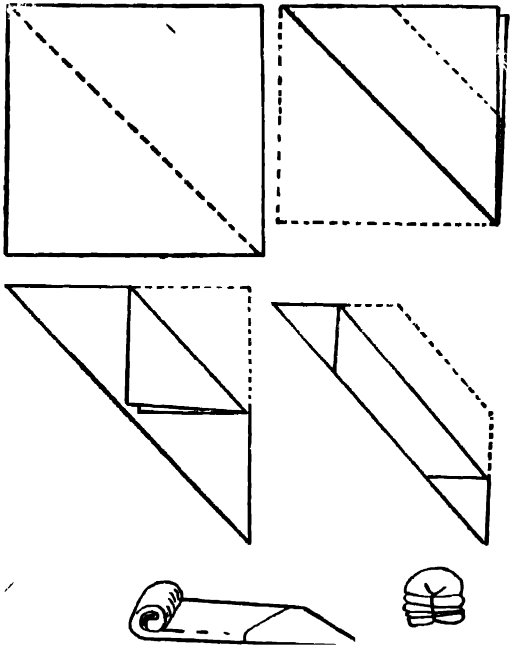
যা কিছু হল তাকে বলা যায় যা হবার তাই হয়েছে। কাগজটা পুড়ে ছাই হয়েছে। ছাই মানেই কাগজের রূপান্তর। [খানিকটা ছাই ডান হাতে নিয়ে, দু হাতে কচলাতে কচলাতে, বাক্সটা পরিত্যাগ করার সময়, কাগজ যদি পুড়তে থাকে তা হলে পায়ে দলে নিভিয়ে] এই অপরূপ রূপেরও পরিবর্তন হতে পারে যদি বিজ্ঞানের মতে এতে শক্তি দেওয়া যায়। কারণ তাতে বলেছে বল প্রয়োগে অবলাও হরবোলা হয়ে ওঠে। দেখুন, দেখুন, অঙ্গারেও রঙ ফুটে বেরুচ্ছে। বিজ্ঞানের ভাষ্যে কাল রঙ হচ্ছে বর্ণালীর সপ্ত রঙের বিয়োগ। কিন্তু যাদুতে ঐ কাল ভস্মেই বর্ণ ফুটে উঠছে। এটাই যাদুর অবর্ণনীয় কীর্তি। [হাত কচলাতে কচলাতে ক্রমে তিন রঙের তিনটি রুমালের কোণ ধরে ঝুলিয়ে দেখাতে দেখাতে] কবির ভাষাতেও বলা যায়, 'তোমার বিশ্বভুবন মাঝে নেইকো প্রভু ক্ষয়, তাই এতো বিস্ময়!' দেখুন, কাঠির অপচয়, কাগজের অপচয় এখন উপচয় হয়ে রেশমে পরিণত হল। দেখুন, কি নয়নাভিরাম মনোহর দ্রব্য (২)! [রুমালগুলি প্রথমে চেয়ারে রেখে, হাতে নিয়ে আন্দোলিত করতে করতে] তাই তো বলি মশাই, বিশ্ব মাঝে ক্ষয় ক্ষতি নেই, সবই তো সঞ্চয়, রূপ তলিয়ে যে অপরূপ সেটাই তো বিস্ময়! [রুমাল তিনটি আলাদা আলাদা দেখাতে দেখাতে] তাই আজও আমরা যাদুতে ঘটাতে পারি এই রূপান্তর। [রুমালগুলি হাতে ডলতে ডলতে (৩)] কাগজ পঞ্চভূতে পরিণত হবার পর রেশম বস্ত্রে অপরূপ দিব্য পদার্থে বদলে গেল। বৈজ্ঞানিকরা যাকে বলেছেন শ্রম মাত্রেই ফলপ্রসূ। আমার হাত রগড়াবার দরুণ যে দৈহিক শক্তি ব্যয় হচ্ছে, আপনারা উৎসুক হয়ে একাগ্রভাবে তাকিয়ে যে শক্তি ঢালছেন, সেই শক্তির ফলে দেখুন, রেশম ক্রমেই বেড়ে উঠছে (৪)। আমার হাত ছাপিয়েও পড়ছে। এই ভাবে যদি রাত দিন আপনাদের সামনে হাত কচলাই তা হলে আমাদের এই ছোট সৌরগ্রহটি স্রেফ রেশমেই ঢেকে ফেলতে পারব। [জনৈক দর্শককে উদ্দেশ্য করে] ওদিকে কার যেন দীর্ঘশ্বাস শুনলাম? তিনি হয়তো ভাবছেন, এ বিদ্যা যদি শেখা থাকত তাহলে দাম্পত্য কোলাহলের আদ্যোপান্ত সমাপ্তি ঘটত। ভয় নেই। এই আদি, অকৃত্রিম, অখণ্ড যাদুদণ্ডের [বলতে বলতে হাতের রুমালগুলি চেয়ারে রেখে যাদুকাঠি তুলে] দৌলতে অচিরেই আপনার বাসনা পূর্ণ হতে পারে। [যাদুকাঠি টেবিলে রেখে, চেয়ার থেকে রুমালগুলি হাতে নিয়ে (৫) কচলাতে কচলাতে] আজই দণ্ড নিয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে সব গোলমাল লণ্ডভণ্ড করতে উদ্যোগী

হোন। [হাতে রেশমের আকার ও আয়তন এ সময় ক্রমাগত বেড়ে উঠতে দেখা যায়]।

উপকরণ: জাপানী রেশমের সূক্ষ্ম বস্ত্র থেকে সমচতুষ্কোণ বার চৌদ্দ ইঞ্চি মাপের গোটা সত্তর বাহাত্তর খণ্ড এই খেলার জন্য প্রয়োজন। তা ছাড়া চব্বিশ ও ছত্রিশ ইঞ্চি সমচতুষ্কোণ বস্ত্রখণ্ড চাই মোটমাট গোটা বিশেক। নানা রঙের এই বস্ত্রখণ্ডগুলিকে যাদুক্রীড়ায় রুমাল নামে অভিহিত করা হলেও এগুলির কোনটিরই চার প্রান্ত মুড়ি ভেঙ্গে সেলাই করা হয় না। কারণ, কিনারায় সেলাই থাকলে বেশী রুমাল ছোট করে গুটি পাকানো যায় না। তা ছাড়া গোটা দশ বার চতুষ্কোণ রেখে বাদ বাকী রুমাল কোনাকুনি কেটে কোণে কোণে সুতো দিয়ে সেলাই করে হারের মত গেঁথে একটা লম্বা মালার মত করে রাখলে, পরে এগুলির একটা প্রান্ত টাঙিয়ে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মঞ্চের উইংসে লটাকয়ে সংখ্যাতীত রুমাল হয়েছে দেখানো যায়। যদিও রুমালের অর্ধাংশ মাত্র দৃষ্টিগোচর কিন্তু চোখের দেখায় আস্ত রুমাল যেন কোনাকুনি বাঁধা রয়েছে দেখায়। জাপানী এই সূক্ষ্ম বস্ত্র, যা সভা অলংকরণেই ব্যবহারের উপযুক্ত, অনেকদিন যাবৎ সেটার আমদানী বন্ধ হয়ে গেছে। অগত্যা আমরা বারাণসী অথবা কাশ্মিরী সূক্ষ্ম রেশমের বস্ত্র ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি। এই দেশী রেশম বস্ত্র ব্যবহার করলে রুমালের সংখ্যা কিছুটা হ্রাস করতে হয়। কারণ এদেশী বস্ত্র তত ক্ষুদ্রাকারে গুটানো সম্ভব নয়।

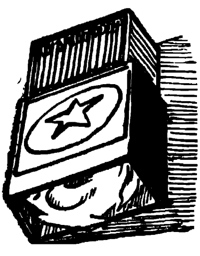
এই রুমালগুলি গুটিয়ে গোলাকার করার একটা বিশেষ কায়দা আছে। ছবির (চিত্র ৯৫) প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় যে রুমালগুলি একটির ওপর অন্যটি বিছিয়ে ফেলা হয়। তার পর বিপরীত কোণ দুটি একত্র করে ত্রিভুজ করা হয়। এই ত্রিভুজের যে কোণ দুটি মেলানো হয়েছিল, ত্রিভুজের সেই শীর্ষ বিন্দুকে নামিয়ে তলদেশ দ্বিখণ্ডিত করা হয়। অতঃপর প্রশস্ত অংশ পাট করে অর্ধেক করার পর এই ভাঁজ করা বস্ত্র এক প্রান্ত থেকে গুটিয়ে গোল নলের মত করে মাঝামাঝি মুড়ে সরু সুতা দিয়ে বেঁধে ফেললেই রুমালের বাঁটুল তৈরী হয়ে পড়ে। তিন ক্ষেপে রুমাল সৃজন, বর্ধন ও অতিকায় পরিবর্ধনের জন্য প্রথম বারের ব্যবহারের জন্য তিনটি রুমালের বাঁটুল, দ্বিতীয় বারের জন্য ডজন দুই তিন রুমালের বাঁটুল আর শেষবারের জন্য বৃহদাকারের ডজন দেড় রুমাল বা ভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকার বাঁটুল করে রাখা হয়।

প্রথম তিনটি গুটানো রুমালের বাঁটুল দিয়াশলাইয়ের খোলে ঢুকিয়ে রাখা হয় (চিত্র ৯৬)। বাজারে দু রকম আকারের দিয়াশলাই আজকাল পাওয়া যায়।



(চিত্র ৯৫)

বড়টিই এ খেলায় লাগে। ঐ বাক্সের খাপ ঠেলে দিলে খোলের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া যায়। এই গর্তেই রুমালের বাঁটুল ঢুকিয়ে রাখা হয় ও খোলা অবস্থাতেই টেবিলে কাঠি ভর্তি খাপটি দর্শকদের দিকে ঘুরিয়ে ফেলে রাখা হয়। এই বাক্স বাঁ হাতে তুলে, কাঠিতে আগুন জ্বালিয়ে, কাগজ ধরিয়ে, কাঠি ত্যাগ করে, খাপটি বন্ধ করলেই খোলের ভিতরের রুমালের বাঁটুল অন্তর্মুখী ধাক্কায় স্বতঃই বাঁ হাতের করতলে এসে পড়ে। বন্ধ দিয়াশলাই বাক্সটি এবার টেবিলে ফেলে দিলেই হয়।



(চিত্র ৯৬)

দ্বিতীয় রুমালের বাঁটুলটি চেয়ারের হেলান দেবার জায়গার উচ্চতম বাটামের পিছনে মাথা ভাঙ্গা পেরেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। আর বৃহদাকার রুমাল বা

পতাকার বাঁটুলটি প্যান্টের বাঁ দিকের কুঁচকির কাছে ধারকে টাঙিয়ে রাখা হয় ও কোটের আড়ালে গোপন করা হয়। প্রত্যেকটি বাঁটুল সুতার ফাঁসে টাঙ্গানো হয়। রুমালের অন্য ধারক, ডিমের ধারকের (চিত্র ৯০) অনুরূপ সামগ্রী।

কর্তব্য : (১) দিয়াশলাই বাক্স বন্ধ করা মাত্র তিনখানি রেশমের রুমালের বাটুল বাঁ হাতে এসে যায়।

(২) এ সময় একটি একটি করে দেখিয়ে রুমালগুলি চেয়ারের হেলান দেওয়ার বাটামে রাখা হতে থাকে। এগুলি রাখতে সতর্ক হয়ে রুমালগুলি রাখা হয় যাতে রুমালের যে কোণগুলি বাটামের পিছনে চলে যাচ্ছে সেগুলি ঐ দিকে রাখা অন্য বাঁটুলটির খুব কাছেই যেন গিয়ে পড়ে, যাতে এই রুমালগুলি পরে ডান হাত দিয়ে তুলতে বাঁটুলের ফাঁশ ও রুমালগুলি একই সঙ্গে কোনও ইতস্তত না করেই ওঠানো যায়।

(৩) চেয়ারে স্থাপিত রুমালগুলি আবার হাতে উঠিয়ে নিতে ঐ সঙ্গে পশ্চাতে ঝুলানো রুমালের বাঁটুলটিও তুলে নেওয়া হয়। সামনের দিকে তিনখানি ঝুলন্ত রুমাল যে আড়াল সৃষ্টি করে তাতে অনায়াসেই তার পিছনে বাঁটুলের অস্তিত্ব গোপন রাখা যায় যদি হাতটা বেশী এপাশ ওপাশ নাড়া চাড়া না করা হয়। এ কাজটি চেয়ারের বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে করতে হয়।

(৪) যদিও আবার রুমালগুলি চেয়ারেই রাখা হয়েছে এবং আবার হাতে নেওয়া হচ্ছে কিন্তু সেখান থেকে আর কিছু সংগ্রহ করার ব্যবস্থা না থাকাতে একটি একটি করে কয়েকটি গুনে বাঁ হাতে রাখতে রাখতে শেষে সমস্তই তুলে নেওয়া হয়। এবার রুমালগুলি ওপর নীচে কয়েকবার ঝাঁকানো হয়। উদ্দেশ্য কয়েকটি রুমাল ইচ্ছাকৃত ভাবেই স্খলিত হয়ে যেন মাটিতে পড়ে। ঝাঁকিয়ে বুঝানো হয় যে ঐ রুমালের মধ্যে আর কিছুই নেই। মাটিতে পড়া রুমালগুলি প্রদর্শক ডান হাত দিয়ে তুলে নেয়। এই কাজটি করতে হলে প্রদর্শককে কোমর ভেঙ্গে হেঁট হতে হয় আর হেঁট হবার সময় বাঁ হাতটি দু পায়ের মাঝে কুক্ষিতে গিয়ে ঠেকতে বাধ্য। বাঁ হাত যখন কুঁচকির কাছে পৌঁছে যায় তখন ঐ হাতে সেখানে লুকিয়ে রাখা পোঁটলাটি শরীরের উর্ধ্বাংশ যখন সোজা করা হচ্ছে অন্য রুমালের সঙ্গে মুঠোয় চেপে ফাঁশ ছিঁড়ে আনা হয়।

(৫) এখন ডান হাত ও বাঁ হাতে সমস্ত রুমাল কচলাতে কচলাতে তৃতীয় বাঁটুলের সুতার বাঁধন ছিঁড়ে উপচীয়মান রেশম সৃষ্টির পালা শুরু ও সাঙ্গ হয়।

গ্রন্থি রহস্য

সংঘটন ঃ তিন রঙের তিনখানি রুমাল পৃথক দেখিয়ে দুটি রুমালের এক কোণে গেরো বেঁধে একত্রে গুটিয়ে গোলাকার করার পর কাচের গ্লাসে রেখে অনেক দর্শকের হাতে গ্লাসটি দেওয়া হয়। পরে তৃতীয় রুমালটি বাঁ হাতের মুঠোয় ডান হাতের তর্জনী দিয়ে ঢুকিয়ে দেবার পর মুঠো খুললে দেখা যায় সেখানে রুমালটি নেই। অবশেষে এই তৃতীয় রুমালটি গ্লাসের যুগল রুমালের মধ্যে গাঁটছড়া বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়।

বাগ্‌বিস্তার ঃ [দুখানি রুমাল ও কাচের গ্লাস কোনও দর্শককে দিয়ে] এগুলো আপনার জিম্মায় রাখছি। অনুগ্রহ করে দেখে শুনে বুঝে সুঝে রাখুন। গ্লাসটি অন্য কাউকে ধরতে দিন। এবার আপনি রুমাল দুটিকে এক করতে দুটি কোণে গেরো দিয়ে ফেলুন। [পাশাপাশি কোণে নয়, কোনাকুনি কোণে যাতে গেরো বাঁধা হয় আকারে ইঙ্গিতে করিয়ে নিয়ে] বাঃ বেশ করেছেন তো। রুমালগুলি আমায় দিয়ে গ্লাসটা নিজের হাতে নিন। আমি ততক্ষণে রুমাল দুটি জড়িয়ে একটা গোল্লা পাকাই [তথাকরণ] যাতে এই সামগ্রীগুলি সমগ্রভাবে একটি হয়ে পড়ে আর আপনি গচ্ছিত দ্রব্য অনায়াসে রক্ষা করতে পারেন। দেখুন কেমন গোল্লা পাকাচ্ছি। এই কাজটা আমি সর্বদা নিজেই করে থাকি। কারণ, আমার চেয়ে আর কেউই গোল্লায় বেশী দূর যায় নি। ছোটবেলায় অঙ্কে বলুন, ইংরিজি ইতিহাস সংস্কৃত ভূগোলেই বলুন, মায় বাংলাতে বলুন, সব বিষয়েই প্রত্যেক পরীক্ষায় গোল্লা পেয়ে এসেছি। তার পর বয়স যখন বাড়ল, অর্থাৎ গোঁফ দাড়ি গজালো, আর এই বিদ্যাটি শিখতে লাগলুম, তখন পাড়া প্রতিবেশী মা বাবা আত্মীয়স্বজন মায় হবু শ্বশুর ঘোষণা করলেন গোল্লায় গেছি। সুতরাং এই একটি বিষয়ে আমার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। রেশমের এই গোল্লাটা আপনার গ্লাসে ফেলে দিচ্ছি [বাঁ হাতের আঙুলের ডগায় গোল্লাটি রেখে ডান হাত দিয়ে সেটি উঠিয়ে (১) দর্শকের গ্লাসে রেখে], আপনি ডান হাতের চেটোয় গ্লাসটি রাখুন আর বাঁ হাত দিয়ে মুখটা চেপে রাখুন যাতে গোল্লায় কোনও গোলমাল না হয়। এটা যাদুর আসর জানেন তো? ক্ষণে হাতে চাঁদ, ক্ষণেতে ফাঁদ। কি কাজ বলুন গোল্লার গোলক ধাঁধায় পড়ে? [এর পর রেশমের তৃতীয় টুকরাটি বাঁ হাতের মুঠোর ওপর বিছিয়ে, ডান হাতের তর্জনীর তাড়নায় প্রবিষ্ট করাতে করাতে] সবাই লক্ষ্য করুন। আমার বাঁ হাতের মুঠোয়

রুমালটি রাখছি। একেবারে দলা পাকিয়ে রাখলে সকলের সবটা দেখার সুযোগ নাও হতে পারে। তাই ধীরে সুস্থে ঢোকাচ্ছি। যাতে রুমালটা কোথায়, কি ভাবে, কি অবস্থায় রাখা হচ্ছে আপনারা ধীরে সুস্থে নিশ্চিন্ত মনে দেখতে ও জানতে পারেন, [সমস্ত রুমালটি বাঁ হাতের মুঠোয় ঢুকিয়ে (২)] এই মুঠোর মধ্যে রুমালটা রইল। এখন যদি এক বার যাদুকাঠি এ হাতে ছুঁইয়ে দিই [যাদুকাঠি ডান হাতে তুলে বাঁ হাতে স্পর্শ করিয়ে বাঁ হাতের কনিষ্ঠা থেকে শুরু করে অঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত একটি একটি আঙুল খুলতে খুলতে] তা হলে নির্ঘাত একটা অবিস্মরণীয় অবাক কাণ্ড ঘটে যায়। [মুঠো খুলে যেতে] দেখুন, এ হাতে যা ছিল তা আর নেই। দেখতে দেখতে রুমালটা না দেখার স্তরে পৌঁছে গেছে। আপনারা না দেখলেও অনুমান করতে পারবেন, না-দেখা রুমালটি কোন্ মুল্লুকে সশরীরে বিরাজ করছে। যাঁরা এই সমস্যার সমাধান এখনও হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের ক্লেশ নিবারণ করতে, আমি গ্লাসের মধ্যে অবস্থিত মাণিকজোড় রুমাল দুটিকে বাইরে আনতে অনুরোধ করছি। [দর্শক তাঁর হাতের গ্লাসে রাখা রুমাল নির্গত করলেই সেখানে গ্রন্থিবদ্ধ অবস্থায় তৃতীয় রুমালটি মাঝখানে দেখা যায়] কি গেরো দেখুন! আপনার হেফাজতে ছিল দুটো, হল তিনটে। বাড়তিটা কার, বিচার করতে বসুন ?

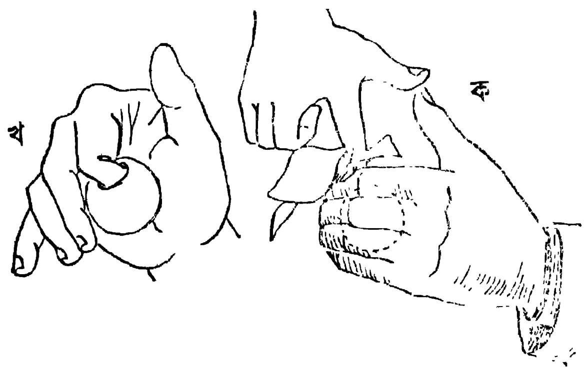
উপকরণ: তিন জোড়া তিন রঙের পনর ইঞ্চি মাপের চৌকা রেশমের টুকরো। তাঁতশালার খেলায় যেমন ভাবে তিনটি রুমাল এক সঙ্গে গুটিয়ে বাঁটুল করা হয় এবারেও তাই করা হবে, পার্থক্য শুধু রুমাল তিনটির মাঝখানেরটি অন্য দুটির সঙ্গে কোনাকুনি কোণে গেরো দিয়ে বাঁধা থাকবে। অন্য তিনখানি রুমাল আলাদাই থাকে। একটা পিংপঙের বলও লাগে যার এক জায়গায় আঙুল ঢোকানো যায় এমন একটা গর্ত আছে। যে রঙের রুমাল বাঁটুলে রাখা রুমালের মাঝখানে রাখা হয়েছে সেই রঙের রুমালটি হাতের মুঠোয় গুঁজে উড়িয়ে দেওয়া হয়। অন্য দুটি রুমাল কোনাকুনি কোণে বেঁধে গোল্লা করে দর্শকের গ্লাসে দেওয়া হয়। এ সময় মনে রেখে কাজ করতে হয় যাতে তিন রুমালের বাঁটুল ও দুই রুমালের গোল্লার বাইরের রুমাল একই রঙের থাকে। এই কারণে গোল্লাটা নিজের হাতে করা হয়।

কর্তব্য: রুমালের বাঁটুল ও ফাঁপা পিংপঙের বল বাঁ পকেটে রেখে খেলা শুরু করতে হয়।

(১) দর্শককে দুটি রুমাল গেরো বাঁধতে দিয়ে তৃতীয় রুমালটি বাঁ পকেটে

সামান্য গুঁজে বেশীর ভাগ বাইরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। দুটি রঙের রেশমের গোল্লা তৈরী করে সেটি দর্শকদের হাতে রেখে বাঁ পকেটের দিকে না তাকিয়ে, বাঁ হাত সোজা ঢুকিয়ে বাঁটুলটি আঙ্গুলবন্দী করা হয়। তার পর তৃতীয় রুমালটি ঐ সঙ্গে বাঁ হাতের আঙ্গুলে ধরে ডান হাতে স্থানান্তরিত করা হয়। এই রুমালটি দর্শকের হাতে দিয়ে গোল্লাটি উঠিয়ে নেওয়া হয়। এবার বাঁ হাতের আঙ্গুলের ডগায় গোল্লাটি যখন রাখা হচ্ছে তখন ডান হাতের গোল্লা আঙ্গুলবন্দী থেকে বাঁ হাতে তুলে দিলেই যে পরিবর্তন হয় তা বুঝতে পারা যায় না। বাঁ হাতের বাঁটুল এখন দর্শকের গ্লাসে ফেলে দিয়ে ঐ হাতেই রুমালটি নিয়ে ডান হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়। ডান হাতে রুমাল আসা মাত্র, ডান পকেটে রুমালটি পূর্ববৎ বেশীর ভাগ বাইরে রেখে, কিছুটা ভিতরে রাখার সময়, গোল্লাটি পকেটে ছেড়ে আসা হয়। ডান হাতে যখন এই সব কাজ হচ্ছে তখন বাঁ হাত পকেট থেকে পিংপঙ বলটি করায়ত্ত করে নিয়ে আসে। রুমাল পকেটে ঝুলিয়ে রাখার পর দর্শককে ডান হাত দিয়ে গ্লাসের মুখ চেপে ধরাটা দেখিয়ে দেওয়া হয়।

(২ ও ৩) বাঁ হাতের মুঠোর পিংপঙ বলের গর্তে ডান হাতের তর্জনীর ঠেলায় রুমাল ঢুকাবার কর্মটি ডিম ও রুমালের খেলায় বলা হয়েছে (চিত্র ৯৭ক) কিন্তু এবার বলে রুমাল ঢুকিয়ে আবার ডান হাতে উঠিয়ে



(চিত্র ৯৭)

আঙ্গুলবন্দী করার দরকার হচ্ছে। ছবিতে (চিত্র ৯৭খ) ডান হাতের তর্জনী বলের গর্তে ঢুকিয়ে আঙ্গুল ভেঙ্গে কি ভাবে বলটি ঐ তর্জনীর তাড়নার ফাঁকে

শেষ বার ডান হাত তুলে ফেলা হয় দেখানো হয়েছে। অতঃপর ঐ ডান হাতেই যাদুকাঠি তুলে, বাঁ হাতে স্পর্শ করিয়ে, বাঁ হাত খুললে শূন্যই দেখায়। যাদুকাঠি টেবিলে রাখতে বলটি টেবিল-ঝোলায় সমর্পণ করলেই মুক্তি।

রঙের লীলা

সংঘটন ঃ তিনটি সাদা রেশমী রুমাল সদ্য প্রস্তুত পিজবোর্ডের নলের নীচের মুখ দিয়ে ঢুকিয়ে যাদুকাঠির ঠেলায় ওপরে তুললে সে মুখ দিয়ে তিন রঙের রুমাল হয়ে বেরিয়ে আসে। সাদা রুমাল ত্রিবর্ণে রঞ্জিত করার এই খেলাটি কেবল মাত্র বিস্ময়করই নয়, নয়নাভিরাম দৃশ্যও বটে।

বাগ্‌বিস্তার ঃ [তিনখানি সাদা রুমাল আলাদা আলাদা দেখিয়ে ও দেখতে দিয়ে সেগুলি ফেরত নেবার আগে] বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় আজকাল বিশ্বাস বস্তুটি লোকালয়ে দুর্লভ হয়ে পড়েছে। ঠিক যেমন খাঁটি জিনিস শুধু দুষ্প্রাপ্যই নয়, অপ্রাপ্যও হয়েছে। কাজে কাজেই, আমার মুখের কথায় আস্থা না করে আপনারা এই রুমালগুলি একটু দেখে নিন। আর এই পিজবোর্ডটাও দেখুন [প্রদর্শক পিজবোর্ডটি হাতে তুলে এপিঠ - ওপিঠ দেখিয়ে (১) টেবিলে রেখে] যাতে চোখ থাকতে পরের মুখে ঝাল খেয়ে হা-হুতাশ না করতে হয়। [পিজবোর্ড হাতে নিয়ে (১) পাকিয়ে নল তৈরী করে ফিতে দিয়ে বেঁধে] আমি বললেই তো ঐ রুমালগুলো রেশমের মেনে নেওয়া চলে না; আর এই যে পিজবোর্ডটা দিয়ে নল তৈরী করেছি কেউ কেউ আগে মনে করেছিলেন হয়তো ওটা দিয়ে কুলোর বাতাস দেব। [রুমালগুলি ফেরত নিয়ে, বাঁ হাতে ধরা পিজবোর্ডের নলটির ওপর রেখে এক একটি রুমাল দেখাতে দেখাতে] এই ভেজাল বিভীষিকার যুগে এই একটা জিনিসই ভেজাল-বিজ্ঞানীদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। [একটি একটি করে রুমালগুলির কিছুটা নলের নীচের মুখে গুঁজে দিয়ে, যাদুকাঠি হাতে নিয়ে, সেটি দিয়ে রুমালগুলি নলের মধ্যে ঢোকাতে ঢোকাতে] এটা তো বুঝতে পারছেন, আমাদের হরেক রকম মুস্কিল আসানের এটাই অন্ধের যষ্টি। রাজা যে দণ্ড হাতে পেয়ে দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা বনে যান, আমারাও এই দণ্ড হাতে নিয়ে বোকা বনে যাই। মাদুলির যেমন দ্রব্য ও দৈব গুণ থাকে, এ কাঠিতেও ভেল্কির কিছু শক্তি অবশ্যই আছে। আপনারা এতক্ষণ দেখেও

এটার তেজ কিছুই দেখতে পাননি, যেমন ঈষৎ বিজলীর চমকে দৃষ্টি ঘোলাটে হয়, কিছুই হয়নি? হয়েছে, হয়েছে, শুধু বুঝতে পারেন নি। কিন্তু আপনাদের দৃষ্টি ঘুলিয়েছে, [যাদুকাঠির ঠেলায় নলের ওপরের মুখ দিয়ে সাদা রেশম বস্ত্রগুলি নির্গত দেখা যেতে (২)] দেখুন কেমন রঙ-বেরঙের রেশমী বস্ত্র উপচে পড়ছে। কি বলছেন? সাদা? নাঃ। যাদুকাঠির ঠেলা এখনও তেজস্কর হয়ে ওঠে নি। তাই সাদা চোখে সবই সাদা দেখছেন। [রুমালগুলি পূর্ববৎ নলের নীচের মুখে গুঁজে যাদুকাঠি দিয়ে ঢোকাতে ঢোকাতে] যাদুকাঠির যাদুও দধিচীর হাড়ের তৈরী বজ্রের চেয়েও হাড়ে হাড়ে মারাত্মক ভেল্কি ছোটায়। আগেই বলেছি আমাদের দেশের চৈতন্য-সর্বস্ব কৃষ্টি ছেড়ে আমরা যে দিন পশ্চিমের বাস্তবতা কুড়িয়ে নিয়েছি সে দিন থেকেই আমরা চোখে যা দেখব তাতেই প্রত্যয় করব। [এতক্ষণে যাদুকাঠির ঠেলায় নলের ওপর দিয়ে রঙিন রুমালের কিছুটা দেখা যেতে (৩) যাদুকাঠিটা বাইরে এনে নলের ওপরের অংশে বাইরে থেকে মৃদু মৃদু আঘাত করলেই একটার পর একটা রঙিন রুমাল আপনা থেকেই নির্গত হতে থাকে] পাশ্চাত্য রীতিতে ও প্রাচ্য রীতিতে মৃদু লাঠি চালনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কারও আছে কি? আগের দিনে লোক ঘাবড়ে যেত, আজকালকার দিনে ঘাড়ে কারও আস্ত মাথাটি থাকে না, এই তফাত। [ক্রমে ক্রমে যেমন এক একটি রঙ বেরঙের রুমাল উপচে পড়তে থাকে প্রদর্শক এক একটি করে নিয়ে টেবিলে রেখে দেয় (৪)] শ্বেত-শুভ্র নিষ্কলঙ্ক তিনটি রুমালই লাল, সবুজ, বেগুনি বর্ণে রঞ্জিত হয়ে বেরুল দেখে, আমাদের মাথা খারাপ, না দৃষ্টি খারাপ হয়েছে, বলা যায় না। আমাদের মধ্যে যাঁরা চালাক তাঁরা প্রত্যক্ষ বাস্তবকে অগ্রাহ্য করে বুদ্ধির চৈতন্যে ঠাওরে ফেলেছেন এই নলটার মধ্যে এখনও আরও তিনটে সাদা রুমাল রয়েছে। সত্যি বলছি, এ নলের মধ্যে আর কিছু নেই [বলতে বলতে নলের গহ্বরে ফুৎকার করতে করতে (৫)] এটা ফাঁপা। এর এক মুখে ফুঁ দিতে অন্য মুখ দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে। অতএব এতে আর কিছুই নেই। [নলের মধ্যে চোখ লাগিয়ে দর্শকদের নিরীক্ষণ করতে করতে] দূরবীক্ষণের মত আপনাদের সবাইকেই দূরে দূরে দেখতে পাচ্ছি। এততেও বিশ্বাস হচ্ছে না? [নলের বাঁধন খুলে পিজবোর্ডের দুপিঠ দেখাতে দেখাতে] যা আছে তা চোখে দেখা যায় না। অনুমানে অনেক কিছুই কল্পনা করা চলে কিন্তু বাস্তবে সেটা স্বপ্ন, অলীক, ভ্রম।

উপকরণ: নয়টি একই আকারের বার ইঞ্চি রেশমী রুমাল। তার মধ্যে ছয়টি সাদা ও বাকী তিনটির একটি লাল, একটি সবুজ ও আর একটি বেগুনি। নয় ইঞ্চি সমচতুষ্কোণ একখণ্ড পিজবোর্ড, যেটা বেশ নমনীয়, সহজে পাকিয়ে নল করার জন্য ও সেই সঙ্গে পাকানো পিজবোর্ডটি বাঁধবার এক টুকরা রঙিন ফিতে। আর প্রয়োজন একটি সহায়ক ও যাদুকাঠি।

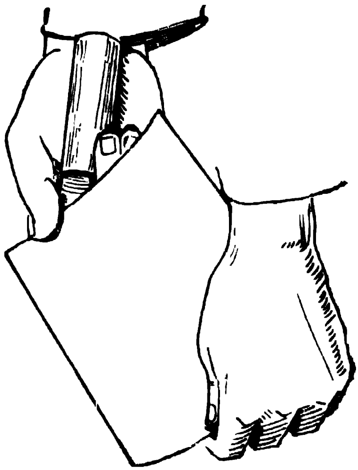
সহায়কটির বিশেষত্ব একটু সবিস্তারে বর্ণনা করা প্রয়োজন। এটি টিনের অথবা পিতলের দু মুখ খোলা একটি নল। এর খাড়াই চার অথবা সাড়ে চার ইঞ্চি আর ফাঁদ সওয়া এক ইঞ্চি (চিত্র ৯৮)। এই নলের ভিতরে, মাঝ বরাবর, দু ইঞ্চি গভীর একটা থলি লাগানো থাকে যাতে সেটা এদিক ওদিক নড়ানো যায় (ছবিতে ফুটকি রেখা দ্রষ্টব্য)। সাধারণতঃ এই সহায়কটি তৈরী করতে, নলের মাপে, দু মুখ খোলা রেশম বস্ত্রের একটা আড়াই গুণ লম্বা খোল তৈরী করে নলের মধ্যে গলিয়ে দেওয়া হয় যতক্ষণ না খোলের একটা মুখ নলের ভিতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। এবার বেরিয়ে আসা ওয়াড়টা নলের বাইরে পরিয়ে বার করে ফেলা হয়। তা হলে নলটা ভিতরে ও বাইরে কাপড়ে মোড়া হয়ে যায়। এখন নলের যে মুখের কাছে বাইরের কাপড়ের মুখ ও ভিতর কাপড়ের অংশ কাছাকাছি, সেখানটা সেলাই করে ফেলা হয় আর ভিতরের খোলটির বাড়ানো অংশের খোলা মুখটিও সেলাই করে বন্ধ করা হয়। এবার নলের ওপরের রেশমের খোলটি রগড়ে ভিতরে ঢুকিয়ে সেলাই করা অংশটি নলের মধ্যে মাঝখানে আনতে পারলেই সহায়ক তৈরী শেষ হয়। বলা বাহুল্য, এই ওয়াড় ও থলির রেশমের রঙ সর্বশেষ যে রঙের রুমাল বার করা হবে তার সঙ্গে মিলিয়ে করাই দরকার। এই রঙের রুমালটির একটা কোণ থলির সঙ্গে সেলাই করে রাখা ভাল। শেষ রুমালটি প্রথমে ঐ নলে গুঁজে তারপর অন্য দুটি ভিন্ন রঙের রেখে সেগুলি আরও তিনটি সাদা রুমালের তলায় রেখে খেলা দেখানো শুরু করা যায়।



(চিত্র ৯৮)

কর্তব্য: (১) পিজবোর্ডের খণ্ডটি টেবিলে রাখবার আগে এক বার পাকিয়ে নল করে খুলে ফেলা হয় যাতে বোর্ডটি সমতল না হয়ে বক্রভাব অবলম্বন করে। এই ধনুকের মত বৃত্তাংশের কুব্জতা ওপরের দিকে রেখে তার নীচে,

দর্শকদের বিপরীত দিকে, সহায়কটি রক্ষা করা হয়। পিজবোর্ডটি হাতে তুলে নেবার সময় ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে একটি কোণ যখন ধরা হয়, ঠিক সেই সঙ্গে সহায়কের গহ্বরে মধ্যমা ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ও মধ্যমা গুটিয়ে সহায়কটি করতল ও বাহুর সঙ্গে সংলগ্ন করে ফেলা হয় (চিত্র ৯৯)। করপৃষ্ঠ এ সময়ে দর্শকদের দিকে রেখে বোর্ডটির দু পিঠ দেখানো হয়। পরে সহায়কটি বোর্ডের আড়ালে মধ্যমা দিয়ে চেপে রেখে, নল পাকিয়ে ফেলে, ফিতে দিয়ে বাঁধলেই সহায়কটি নলের মধ্যে অবস্থিত হয়ে যায়।



(চিত্র ৯৯)

(২) যেহেতু সহায়কের ওপর দিকে সাদা রুমাল রাখা হয়েছিল সেহেতু প্রথম বার সাদাগুলিই বেরিয়ে পড়ে।

(৩ ও ৪) আগের বারে নল থেকে বার হওয়া রুমালগুলি নলের তলায় ঢুকিয়ে ঠেলে তুললে মোট ছয়খানি রুমাল সহায়কে ঢুকে পড়ে ও রঙিন রুমালগুলির সবার ওপরেরটি উঁকি যখন দিচ্ছে দেখা যায় তখন নলের ঐ মুখটার কাছে যাদুকাঠি একটু ঠুকলেই রুমালটি আপনিই খুলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই রুমালটি স্থানান্তরিত করে আবার যাদুকাঠির ঠেলায় পরের রুমালটি তুলে দিয়ে যাদুকাঠির তাড়নায় বিকশিত করা হয়। শেষেরটি পূর্ববৎ বার করার পর নলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে সহায়ক ও রুমাল এক সঙ্গে ধরে তুলে নেওয়া হয় ও অন্য দুটি রুমালের সঙ্গে রাখা হয়। বলা বাহুল্য, সহায়কটি রুমালের সঙ্গে পাচার করার মতলবেই সহায়কের কাপড়ের খোলস ও রুমালের বস্ত্র একই রঙের ও একই তন্তুর করা হয়ে থাকে। এই রুমালটি থলির সঙ্গে সেলাই করে রাখা হয় যাতে ওটি বেরিয়ে না পড়ে যায়।

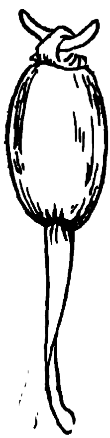
(৫) পিজবোর্ডের নল এখন ফাঁকা। প্রদর্শকের তরফে যে খেলা আগেই শেষ হয়ে গেছে, বেরসিকের মত তৎক্ষণাৎ সেটা খুলে না দেখিয়ে ঔৎসুক্য

ও আগ্রহ বাড়াবার উদ্দেশ্যেই দর্শকদের পক্ষে সমাপ্তিটা বিলম্বিত না করলে সবই যে সাদামাটা গল্প হয়ে দাঁড়ায়। তাই এই ভড়ং।

রুমালের নাচ

সংঘটন : চেয়ে নেওয়া একটা রুমাল পাকিয়ে, মানুষের মত আকৃতি তৈরী করে, মাটিতে ছেড়ে দিলে, প্রদর্শকের নির্দেশে রুমালটি জীবন পেয়ে লাফঝাঁপ নৃত্য ইত্যাদি করে সকলকেই প্রচুর আমোদ দেয়। নৃত্যরত রুমালের ওপর ও চার পাশে ছড়ি ঘুরালে বা টুল চেয়ার চাপা দিলেও নাচ থামে না কাজে কাজেই সকলেই মনে করেন যাদুর শক্তিতেই রুমাল নাচছে।

বাগ বিস্তার : বানরেতে কথা কয়, জলে ভাসে শিলা, এ সংবাদ এ যুগে কেউ বিশ্বাসই করবে না। তবু যাদুকর হিসাবে এমন অনেক ব্যাপার ঘটতে দেখেছি যা নিজের চোখে না দেখলে আমিও বিশ্বাস করতে পারতাম না। চট করে আমায় একটা রুমাল দিন তো। [প্রাপ্ত রুমাল পাট করতে করতে] এক দিন রাতে মাঠের মধ্যে দেখি কোথা থেকে এক টুকরো কাপড় হাওয়ায় ভেসে এসে আপনিই জড়সড় হচ্ছে। কাপড়টা ঠিক এ রকমেরই দেখতে [রুমাল পাট করে গুটিয়ে মনুষ্যাকৃতি তৈরী করে (চিত্র ১০০)] ক্রমে ক্রমে সেই কাপড়টা জড়াতে জড়াতে কতকটা এ রকম হয়ে গেল [রুমালটি প্রদর্শন করে, মেঝেতে রেখে]। তার পর দেখি কি, এটা দাঁড়িয়ে পড়ল। [মেঝেতে রাখা পাকানো রুমাল সঙ্গে সঙ্গে খাড়া হয়েছে লক্ষ্য করে] আশ্চর্য, এটাও যে দাঁড়াল মশাই (১)! এটা এখন সে রাতের নির্জন মাঠে দেখা কাপড়ের পুঁটলির মত দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে নিশুতি রাতে এই ব্যাপার দেখে ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। আজ এখন ভয়ই লাগছে না; আপনাদের তো রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছে আমোদই লাগছে। অঘটন আজও ঘটে দেখছি! তা বাপু রুমাল, দাঁড়ালেই যদি, সে রাতের তাণ্ডব নৃত্যটা একটু দেখাও না। ওমা! শুয়ে পড়ল যে। [রুমালটি হাতে ধরে দাঁড় করাবার কয়েক বার চেষ্টা করে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে, স্থান পরিবর্তন করে মেঝেতে ফেলে, (২)



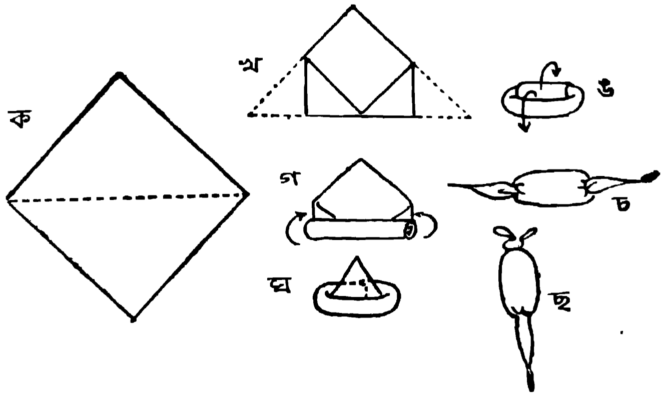
(চিত্র ১০০)

সে দিকে লক্ষ্য না করে] সে রাতের সুদূরের ক্যানাস্তারা পেটানো ভূতুড়ে বাদ্য কোথায় পাব বলুন ? লোকালয়ে ওটাকে না হয় একটু লোকসঙ্গীত বাজিয়ে নাচের সঙ্গত করতে পারি [গ্রামোফোনে বাদ্যবাদন শুরু হতে] দেখুন, দাঁড়িয়েছে ; কোমর দোলাচ্ছে। [নৃত্যরত রুমালটি এদিক ওদিক সরিয়ে আবার কখনও টুল চেয়ার চাপা দিয়ে (৩) এবং রুমালের ওপর যাদুকাঠি ঘুরিয়ে দেওয়া হতে থাকে] একেই বলে অলৌকিক নাচ। ঠিক এমন নাচই সে রাতে আমি একলা দেখছিলাম। নাচ দেখছিলাম আর নিজেই ভূত হয়ে যাবার সম্ভাবনায় শিহরিত হচ্ছিলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে আপনাদের ভোজবাজী দেখাতে হবে বিধাতাপুরুষ ললাটে লিখে গেছেন, খণ্ডাবে কে ? তাই বেঁচে ফিরে এলাম। আর আজ স্বচক্ষে দেখা ঘটনা আপনাদের প্রত্যক্ষ করিয়ে মিথ্যা অপবাদ থেকে রক্ষা পেলাম। [নৃত্যরত রুমালটির মুণ্ড ধরে উঠিয়ে (৪) রুমাল যিনি দিয়েছিলেন তাঁকে প্রত্যর্পণ করে] যেমনটি পাচ্ছেন তেমনটি বাড়ী নিয়ে যান। বাড়ীর যাদের আজ এই আসরে আনেন নি, ঘরে বসে তাদের দেখিয়ে, প্রত্যক্ষ ঘটনার পরোক্ষ নিদর্শন দেখালে সবাই খুশী হবে।

উপকরণ : রঙ্গমঞ্চের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত একখণ্ড মিহি কাল রঙের সুতা যার একটা খেই অন্য দিকের দেয়ালে বা উইংসের সাত আট ইঞ্চি উঁচুতে বাঁধা আর অন্য প্রান্তটি নেপথ্য পর্যন্ত প্রসারিত। এই মুক্ত অংশ ধরে টান দিলেই রুমালে গড়া মূর্তিটা দাঁড়ায় ও নাচে এবং ছেড়ে দিলেই শুয়ে পড়ে। প্রদর্শকের কথা বলার ইঙ্গিত বুঝে এ কাজটি সহকারী নেপথ্য থেকেই করতে থাকে। প্রথম যখন মূর্তিটি গড়া হয় তখন কানের দিকটা গেরো দিয়ে দেওয়া হয় না। মেঝেতে ফেলে দাঁড়াতে বলা হয়। কিন্তু মূর্তি নড়ছে না দেখে, হাতে উঠিয়ে নেওয়ার সময় সুতাও ওঠানো হয় ও গ্রন্থি বাঁধবার সময় গেরোর মধ্যে সুতাটি চলাচল করার ব্যবস্থা করা হয়। সুতা মেঝেতে বিছানো থাকে এবং চোখে সব সময় দেখা যায় না। সুতরাং প্রদর্শক মূর্তি ও সুতা উঠিয়ে নিতে যখন উদ্যত তখন সহকারীর সুতাটা টানটান করে তুলে ধরা কর্তব্য। সুতাটি দর্শকদের সারের সমান্তরাল ভাবে খাটানো থাকে।

রুমালের এই বিশেষ মূর্তি তৈরী হয়ত অনেকেরই জানা আছে। ওটা সাধারণতঃ রুমাল দিয়ে ইঁদুর তৈরী করা বলে প্রচলিত (চিত্র ১০১)। এটা করতে রুমালটি প্রথম সম্পূর্ণ খুলে বিছিয়ে ফেলতে হয় (ক)। তারপর একটা কোণ বিপরীত কোণের সঙ্গে মিলিয়ে রাখলেই রুমালটি ত্রিভুজ আকার ধারণ

করে। এই ত্রিভুজের দুই পাশের কোণ তলরেখার ওপর পাট করা হয় যাতে প্রত্যেক পাট তলরেখার এক চতুর্থাংশ হয় (খ)। এবার ঐ তলরেখা থেকে গুটিয়ে একটা গোল লম্বা পাশ বালিশের মত করে ফেলা হয় (গ)। এটাকে এখন লম্বার দিকে দু পাশ পাট করে অর্ধেক করে ফেলা হয় (ঘ)। এ অবস্থায় বস্তুটিতে পাশাপাশি দুটি লম্বা গোল আকার পাওয়া যায়। এখন ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দু



(চিত্র ১০১)

যেখানে, প্রথম বার বিপরীত কোণ দুটি একত্র করা হয়েছিল সে দুটি কোণ, ঐ দুটি পাকানো রুমালের মাঝখানেই পাওয়া যায় (ঙ)। এবার দেখা যাবে ঐ কোণটা উল্টে দেওয়ার ফলে পাকানো রুমালের মধ্যে দুটি গোলাকার অংশ পৃথক দেখাচ্ছে। এখন একটু সতর্ক হয়ে এই পৃথক অংশগুলির দুটিকেই দু হাতে পাকালে আগে যে দিকে পাক দেওয়া হয়েছিল তার উল্টো দিকে ঐ দুটি কোণ একত্রে নবলব্ধ গোলাকার অংশ দুটিতে জড়াতে থাকলে এ দিকটা যত জড়াবে অন্য দিকটার পাক তত খুলে যেতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত এদিকটা তাকিয়ার মত গোল হয়ে অন্য দিকটা যখন সম্পূর্ণ অনাবৃত হবে তখন দেখা যাবে সেখানে রুমালের দুটি কোণ মাত্র অবশিষ্ট (চ)। এই কোণ দুটির শেষ প্রান্তের কিছু অংশ নবগঠিত গোলাকার পদার্থের দু দিকে সামান্য ঢুকে থাকলে টেনে ছাড়িয়ে নিলেই মূর্তির কাণ্ডটির দু পাশে লম্বা ঝুলন্ত অংশ পাওয়া যায় (ছ)। এই অংশ দুটির একটিতে একটি মাত্র গ্রন্থি বাঁধলেই আমাদের ব্যবহার্য মূর্তি প্রস্তুত হয়ে পড়ে। চিত্র ১০০ ও ১০১ছ ছবিতে একটি ঝুলন্ত অংশ গ্রন্থি যুক্ত দেখানো হয়েছে। নাচের সঙ্গে বাজনার জন্য বাদ্যকর না থাকলে গ্রামোফোন বা রেকর্ড প্লেয়ার রাখলে খেলাটা ভাল জমে।

কর্তব্য : (১) নেপথ্য সহকারীর হাতের টানে সুতায় বাঁধা মূর্তিটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। সুতা না দেখতে পাওয়ায় মনে হয় ওটা বিনা অবলম্বনেই দাঁড়িয়েছে।

(২) মূর্তিটিতে কান তৈরী করার জন্য যখন গেরো বাঁধা হয়েছিল তখন তার মধ্যে সুতা গলানো থাকায় অনায়াসে খাটানো সুতা সেই বরাবর ডান বা বাঁ দিকে সরিয়ে নেওয়া যায়। সুতরাং এ সময় তাই করা হয়। এ ভাবে মূর্তিকে এদিকে ওদিকে সরালে দর্শকদের ধারণা হবে যে মূর্তির সঙ্গে কোনও প্রকার যোগাযোগ রাখা সম্ভব নয়।

(৩) রঙ্গমঞ্চে সাধারণতঃ ভাঁজ করে গুটিয়ে রাখা চেয়ারই পাওয়া যায়। সুতার যাতায়াতের পথ বাঁচিয়ে নৃত্যরত মূর্তির ওপর এগুলো রাখা সহজ। সাধারণ চেয়ার বা টুল ওভাবে রাখতে, দেখে নিতে হয়, সেগুলির পায়াতে নীচের দিকে কোনও কাঠের বাটামের আগড় যেন না থাকে।

(৪) মূর্তিটির মুণ্ড ধরে যখন দর্শকদের দিকে রুমালটি প্রত্যর্পণের জন্য যাওয়া হয় তখন সহকারী তার ধরা সুতার প্রান্তটি ছেড়ে দেয়। এ অবস্থায় যদি সহকারী যে দিক থেকে সুতা নাচাচ্ছিল সে দিকে একটা চেয়ার বা টুল পাতা থাকে, [চেয়ার চাপা ওখানে শেষ বার দেওয়া হলে চেয়ারের পায়ার মধ্যে সুতাটা অবস্থিত থাকে], তা হলে প্রদর্শক সরাসরি দর্শকদের দিকে অগ্রসর হলে মূর্তির গেরো গলে সুতাটি খুলে মঞ্চেই পড়ে যায়। মূর্তিটি এ অবস্থায় দর্শকের হাতে ফেরত দিলে সকলের পক্ষে ওটি কি উপায়ে নাচানো হয়েছিল তা অনুমান করা সম্ভব হয় না।

অবশেষে আরও একটু বলা বাকী রয়ে গেছে। নৃত্যশীল মূর্তির ওপরে ও চার পাশে যাদুকাঠি ঘোরানো হয় কি করে? ঐ মূর্তিটির পিছনে দাঁড়িয়ে সুতা ছাড়িয়ে ওপরে এবং মঞ্চ ঘেঁসে সামনে ও পিছনে দণ্ড আন্দোলন খুবই সহজ। মূর্তির দু পাশে লাঠি ঘোরাতে সুতা বাঁচিয়ে করতে হয়।

মায়া মুকুর

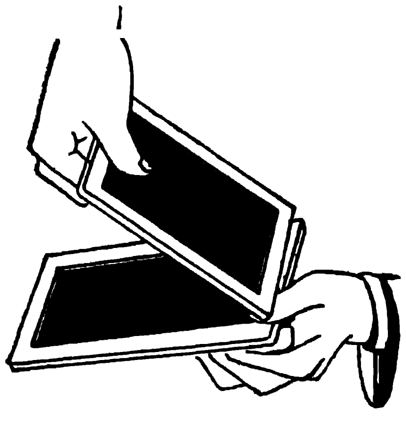
সংঘটন : এক জোড়া স্লেট, উল্টেপাল্টে দেখিয়ে, এক সঙ্গে বেঁধে, চেয়ারে দাঁড় করিয়ে রাখার পর কতকগুলি কাগজের টুকরায় কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তির নাম বিভিন্ন দর্শকদের দিয়ে লেখানো হয়। ঐ লেখা কাগজগুলির

প্রত্যেকটি দর্শকরা, যাঁর যাঁর নিজেরটা, কয়েক পাট ভাঁজ করে লেখাটা গোপন রেখে একটা পাত্রে রাখলে অন্য একজন দর্শক সেগুলি থেকে একটি বেছে নেন। নির্বাচিত কাগজটিতে যে লোকের নাম লেখা থাকে সেটি খুলে পড়ে সকলকে জানানো হয়। এখন শ্লেট দুটির বাঁধন খুলে অভ্যন্তর ভাগ দেখালে দেখা যায় একটি শ্লেটে উক্ত ব্যক্তির নাম লেখা আছে ও অন্যটিতে তাঁর প্রতিকৃতি আঁকা হয়ে রয়েছে। এই চমকপ্রদ খেলাটিকে ভূতের লিখনও বলা হয়।

বাগ বিস্তার ঃ [দু হাতে দুটি ছেলেদের লেখবার শ্লেট নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দু পিঠ দেখাতে দেখাতে (১)] আপনাদের স্মরণ আছে কিনা জানি না বিম্ববতী রাজকন্যার এক জোড়া দর্পণ ছিল। তাতে তিনি যা দেখতে চাইতেন তাই দেখতে পেতেন। অনেক পুঁথিপত্তর পড়ে, অনেক খোঁজাখুঁজির পরে বিম্ববতীর দেশ বার করি। আর অনেক খোঁড়াখুঁড়ির পরে মাটির ভেতর প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে আমি একজোড়া পাথর খুঁজে পেলাম। তার পর পাথর দুটো, চৌকো করে কেটে, কাঠের ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিয়েছি। দেখতে অবশ্য ছেলেবেলার লেখার শ্লেটের মতই হয়েছে কিন্তু আসলে এ দুটোই আয়না। কিংবদন্তি ও গুজব অনুসারে আমি পাথর দুটোকে জগতের সর্ব শ্রেষ্ঠ যাদুকরের চেহারা দেখাতে অনুরোধ করলাম। কিন্তু কোন ছবিই ফুটে উঠল না। জানেন তো বিম্ববতী রাজকন্যা নিজেকে জগতের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দরী ভাবতেন। তাই এতে দেখতে চেয়েছিলেন জগতের সেরা রূপসীর প্রতিবিম্ব। আর আয়নায় ফুটে উঠেছিল কিনা তাঁরই সতীনের ছবি। আমি যখন এই দু খানা কাল পাথর পাই তখন সে জায়গার অতিবৃদ্ধ বনেদী বাসিন্দারা বলেছিলেন ও দুটোই নাকি বিম্ববতীর মায়া মুকুর; কারণ রাজকন্যা সব শেষে দেখতে চেয়েছিলেন তাঁর হৃদয়টা দেখতে কেমন। ফলে, দর্পণটা মসীকৃষ্ণ হয়ে যায়। সেই কাল মুকুর দুটিই আজ আপনাদের সামনে উপস্থিত করেছি। দু দিকই কাল, কারণ হৃদয়ের অন্তর ও বাহির হিংসার করাল কলঙ্কে কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করেছিল। আমি এই মায়া মুকুর দুটো একত্র করে এই ফিতে দিয়ে বেঁধে রাখছি [তথা করণ]। এবার দর্পণগুলির দু পিঠে চিহ্ন দেওয়া দরকার—যাতে হারিয়ে গেলেও চিনে নেওয়া যায়। [দর্শকদের একজনকে লক্ষ্য করে] আপনাকে বেশ ভাল মানুষ মনে হচ্ছে। আপনার নামটা বলুন না? [নাম শুনে খুশী হয়ে] আপনার নাম এই দর্পণে লিখে রাখছি যাতে ভুলে না যাই। [লিখে এবং দেখাতে দর্পণের অন্য দিকটা প্রদর্শকের সামনা-সামনি হওয়ায় অপর এক দর্শককে

সম্বোধন করে] আপনাকেও আমার ভাল লেগেছে। আপনার নামটাও লিখে রাখতে চাই। আপনার নাম বলুন [দ্বিতীয় দর্শকের নাম লিখে ও লেখা দেখিয়ে স্লেটটি আবার চেয়ারে রেখে] আপনার নামও লিখে রাখলুম। ভুলব না কখনও। দু পিঠে দুজনের নাম লেখা। বিম্ববতী রাজকন্যার মায়া মুকুরে যাঁদের নাম লেখা হয়, শুনেছি, তাঁদের সুখ সৌভাগ্য সমৃদ্ধি দিন দিন বাড়তে থাকে। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, ফলেন পরিচিয়তে। মায়া মুকুর দুটি চেয়ারে রইল। এবার এই কাগজের টুকরাগুলি আপনাদের মধ্যে বিতরণ করতে চাই। আপনাদের যাঁরা এক একটা পাবেন তাঁদের প্রতি অনুরোধ এতে নিজের চেনা জানা এমন লোকের নাম লিখবেন যাঁকে সকলেই দেখেছেন বা জানেন। আমরা যাকে প্রাতঃস্মরণীয় বলি তাঁদের নামই লিখবেন। নিজের নাম ভুলেও লিখবেন না। কারণ দুষ্ট লোকে তুষ্ট হয়ে ঐ লেখাকে ছুঁও করতে কতক্ষণ? যাঁর নামই লিখুন না, স্পষ্ট করে লিখবেন, গোটা গোটা হরফে লিখবেন। বুঝতেই পারছেন, এই অধমকেই ওগুলো আবার পড়তে হবে। বিদ্যায় আমি দিগ্‌গজ। প্রহ্লাদের মত ক অক্ষর দেখলেই কেঁদে মরতাম। তাই ও-পাট চুকিয়ে মা সরস্বতীর সাধারণ বিদ্যা ত্যাগ করে, তাক করে এই মহাবিদ্যাটা পড়ে পেয়েছি। [এতক্ষণে দর্শকদের কাগজে লেখা শেষ হয়ে যাওয়ারই কথা। সুতরাং একই আকারের একটি কাগজ দেখিয়ে পাট করতে করতে] যাঁদের লেখা হয়েছে তাঁরা কাগজটির লেখা দিকটা ওপরে রাখুন। তার পর এই ভাবে মুড়ে লেখাটা চাপা দিন। আবার ভাঁজকরা কাগজটি লম্বালম্বি দিকটা পাট করে সমান চার কোনা করে ফেলুন। আপনারা সবাই নিজের নিজের কাগজ ভাঁজ করে তৈরী? আমি এবার সব সংগ্রহ করব। ছুঁৎমার্গের অপবাদ আমাদের দেশের আছে; আর বিদেশের অচ্ছুৎটা হচ্ছে 'হস্তের দ্বারা স্পৃষ্ট নহে'। তাই বোধ হয় তাঁরা হাতে দস্তানা, পায়ে মোজা পরে থাকেন। আমিও বিলিতি কায়দায় এই বিদেশী হাতায় আপনাদের লেখাগুলো গ্রহণ করব যাতে কোন লেখা কাগজই, আমার হাতের ছোঁয়ায়, লেখাহীন সাদা কাগজে পরিণত না হয় [লেখা কাগজগুলি উক্ত হাতায় সংগ্রহ করে] আশা করি কেউ আর তাঁর লেখা কাগজ ফেলতে বাকী রাখেন নি। তা হলে আপনাদের মধ্যে এমন এক জন সজ্জন আসুন যিনি জীবনে সাত জন লোকের সাহায্য করেছেন। [যে কেউ উঠে আসুন তাঁকে, তিনি যে সাত জন মানুষের উপকার করেছেন, তাদের কি উপকার করেছেন জিজ্ঞাসাবাদ করে রগড় যেমন করা যায় তেমনই যাঁদের অবাঞ্ছনীয় মনে হয় তাঁদের

বাতিল করতে বলা যায়, 'উপকারী সজ্জন প্রকৃত উপকার করে সে কথা স্বমুখে কখনও বলে বেড়ান না সুতরাং অন্য কেউ আসুন।' অবশেষে যাঁকে দরকার তাঁকে ডেকে নিয়ে] বিম্ববতীর মায়ামুকুরে যাঁর লেখা ফোটে, আর যাঁর হাতে ওঠে, তাঁদের সুখের দিন তখন থেকেই শুরু হয়। আপনার সৌভাগ্য এখন থেকেই আরম্ভ হবে। নিন্, এই হাতল থেকে চোখ বুজে, মনে মনে তিন বার বিম্ববতীর নাম উচ্চারণ করে প্রথম বার একটা কাগজ তুলুন। মাত্র একটি কাগজ,—দুটি তুলবেন না। একটায় হবে, দুটোয় হবে না, অর্থাৎ সৌভাগ্য আসবে না। নিন, তুলুন। [কাগজ যখন তোলা হচ্ছে] অভাগা এই ভারতবর্ষে ভাগ্য পরীক্ষা করার যত রকম ফন্দি ফিকির বে-আইন আইনে বহাল আছে তার কোনটাই আমার জানা নেই। আপনারা যা লিখেছেন তার মধ্যেই একটা ওঠানো হচ্ছে। যেটা উঠবে তা আমারও জানার কথা নয়, ওঁরও অজানা এবং আপনাদের অজ্ঞাত। [দর্শক একটি মোড়ক তুললে] আপনি কাগজের মোড়কটা খুলে পড়ে রাখুন। আমি ততক্ষণ বিম্ববতীর মসী কৃষ্ণ মুকুর দুটি খুলে দেখি কি ভবিষৎ বাণী পাওয়া যায়। [বাঁধা দর্পণ আলগোছে তুলে নিয়ে দু পিঠ দেখিয়ে ও প্রত্যেক পিঠের দর্শকদের লেখা নাম প্রত্যক্ষ করিয়ে] এবার আমি মায়া মুকুর দুটির বাঁধন খুলে আলাদা করছি। [তথাকরণ, কিন্তু পৃথক না করে একত্র রেখেই] এক বার ঐ কাগজে কোন্ ভাগ্যবান কার নাম লিখেছেন সবাইকে শুনিয়ে দিন দেখি। [নির্বাচিত কাগজে লেখা নামটি ঘোষণা হয়ে গেলে] এত লেখার মধ্যে এত জনের নাম রয়েছে। তার মধ্যে আজ এই মুহূর্তে এই ভদ্রলোক না দেখে যেটা তুলেছেন তাতে কি নাম উঠবে, ইনিও জানতেন না, আমিও জানতাম না, আপনারাও জানতেন না। এমন কোনও গণৎকার নেই যিনি এটা আগে বলতে পারেন। কিন্তু এই মায়া মুকুরের ব্যাপারই আলাদা। যদি এই



(চিত্র)

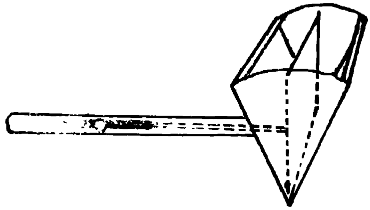
মুকুরে ঐ মহামানবের চেহারা বা চরিত্র অথবা নামটুকুও দেখতে পাই তা হলেই আমরা নিঃসন্দেহে মেনে নেব এ দুটি প্রকৃত পক্ষে বিম্ববতী রাজকন্যার মায়া মুকুর। [এক হাতে স্লেট দুটি সমান্তরাল করে রেখে, অন্য হাতে ওপরের স্লেটটি বইয়ের পাতার মত খুলতে খুলতে (চিত্র ১০২)] দেখুন, কাগজে লেখা নামটি এতেও দেখা যাচ্ছে। [ওপরের স্লেটটির অভ্যন্তর দেখাতে দেখাতে] আর তাঁরই প্রতিকৃতি এটাতে ফুটে উঠেছে। আর কোনও সন্দেহ নেই। এ দুটো অবশ্যই বিম্ববতীর মায়া মুকুর। যাঁর লেখা উঠেছে আর যিনি উঠিয়েছেন দু জনেই মহা ভাগ্যবান। তাঁদের আজ জয় জয়কার।

উপকরণঃ এক জোড়া একই মাপের স্কুল স্লেট। স্লেট দুটির চার দিক ঘুরিয়ে বাঁধবার জন্য এক খণ্ড রঙিন রেশমী ফিতা। গোটা কুড়ি দু ইঞ্চি চৌকা সাদা লেখবার কাগজ ও কয়েকটি পেন্সিল এবং বিশেষ ধরণের হাতলওয়ালা হাতা বিশেষ।

স্লেট দুটি যদিও দেখতে সাধারণ স্কুল স্লেট কিন্তু পাথরের বা টিনের নয়। পাথরের স্লেট ভারী বলে পরিত্যক্ত। আর টিনের স্লেট ব্যবহার করলেও করা যায় যদি টিনের সহায়ক অনুরূপ স্লেট থেকে নিয়ে স্লেটের ফ্রেমের চৌখুপির মধ্যে এঁটে বসানো যায় অথচ সহজে খসে পড়ে এমন ভাবে কেটে নেওয়া হয়। টিনের এই সহায়কের প্রধান অসুবিধা ওগুলি কাটিয়ে নেওয়ার পর দেখা যায় যে সেটি তেউড়ে গেছে। এ অবস্থায়, ঐ সহায়ক অনেক সময় যে স্লেটের ওপর পেতে রাখা দরকার তার কোনও একটা দিক উঁচু হয়ে উঠে ফ্যাসাদ বাধায়। সব চেয়ে ভাল, কাঠের যে স্লেট পাওয়া যায়, তারই তিনটি নিয়ে দুটি অবিকৃত রেখে তৃতীয়টির লেখার তক্তাটি খুলে ফ্রেমের ভিতর ভিতর অনায়াসে বসানো যায় এমন আকারে কেটে ব্যবহার করা। বলা বাহুল্য, সহায়কটি যে-স্লেটে স্থাপিত থাকে তাতেই আলেখ্য এঁকে রাখা হয় ও সহায়কের ভিতর দিকে নামটা লিখে দেওয়া হয়। দুই লেখা দিক এক সঙ্গে থাকায় সহায়কের ওপর অর্থাৎ বাইরের দিকটা চোখে পড়ায় স্লেটে কিছুই লেখা নেই মনে হয়।

কাঠের বা টিনের হাতাটির (চিত্র ১০৩) আকৃতি ছবিতে দেখানো হয়েছে। এটার দু'টি অংশ। একটি হচ্ছে হাতল ও অন্যটি হচ্ছে পাত্র। পাত্রটির দু পাশ ত্রিভুজের মত এবং সামনে পিছনে ও পাশে ঢাকা দেওয়া। এই পাত্রটির মধ্যে একটি অতিরিক্ত পাত তলায় লাগানো কব্জায় এপাশ ওপাশ করে যে কোনও এক পাশের সঙ্গে মিলে এক হয়ে থাকে। এই পাতটির যাতায়াত

গোপন রাখতে পাত্রটিতে ঐ পাতটি যেখানে গিয়ে পড়ে সেখানে পাত্রটির কানা ঈষৎ ঢাকা থাকে। ঐ নড়ন্ত পাতটি এদিক-ওদিক করাতে হাতলের ফাঁপা নলের মাঝামাঝি একটা বোতাম থাকে যার সঙ্গে একটা সিক পাতের সঙ্গে সংযুক্ত। ঐ বোতাম ঠেললে নড়ন্ত পাতটি বাইরের দিকে চলে যায়, আর টানলে সামনের দিকে এসে পড়ে সিক-টির সঙ্গে পাতটিও সংলগ্ন থাকাতে। খেলা দেখাবার আগে ঐ হাতলের সামনের দিকে পাতটির চাপে কতকগুলি একই মাপের কাগজের টুকরায় প্রদর্শক স্বনির্বাচিত একজন মহা-পুরুষের নাম লিখে রাখে। দর্শকদের



(চিত্র ১০৩)

লেখা কাগজ সংগৃহীত হয় ঐ হাতার শূন্য গহ্বরে। দর্শককে একটি কাগজ মনোনয়ন করতে দেবার সময় হাতল ঠেলে দর্শকদের লেখা কাগজ চাপা দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শকের রেখে দেওয়া কাগজগুলির একটি দর্শক ওঠাতে বাধ্য হয়ে পড়েন। দর্শকদের কাগজে নাম লিখতে দিতে একটা বিষয়ে সতর্ক হতে হয়। সেটি হচ্ছে প্রদর্শকের লেখা কাগজগুলিতে যে নামটি লেখা আছে তা কেউ না কেউ যেন লেখেন। সাধারণতঃ প্রদর্শককে বিশেষ গুণবান মহাপুরুষদের কয়েকটি নামের ফর্দ করে রাখতে হয়। যেমন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী, অভিনেতা, নেতা ও শিক্ষাব্রতী ইত্যাদি। এই ফর্দের মধ্যে কারা বেশী জনপ্রিয় সেটাও ঠিক করে বিশেষ কোন এক ব্যক্তির নামটি আসন্ন আসরে নির্বাচিত করানো হবে তাও আগেই নির্ধারণ করে সেই মত প্রতিকৃতি ও নাম স্লেটে ও সহায়কের এক পিঠে এঁকে ও লিখে রাখা হয়। হাতার মধ্যে প্রদর্শকের লেখা কাগজগুলিতেও ঐ একই নাম অবশ্যই লিখে রাখতে হয়।

কর্তব্য: কাগজের মোড়ক নির্বাচন ও স্লেটের ব্যবস্থা উপকরণেই বিবৃত হয়েছে। ঐ বিবরণ থেকেই এ খেলাতে যা করণীয় তা বোধগম্য হবে। সুতরাং যা কিছু জ্ঞাতব্য সেখান থেকেই বুঝে নিলেই হল। সহায়কশুদ্ধ স্লেটটির দু পিঠ দেখাতে সহায়কের ওপর অঙ্গুষ্ঠ চেপে ধরে ও স্লেটের অন্য পিঠে ঐ হাতেরই আর চারটে আঙুল দিয়ে ধরাই ভাল (চিত্র ১০২ দ্রষ্টব্য)।

যাকে রাখ সেই রাখে

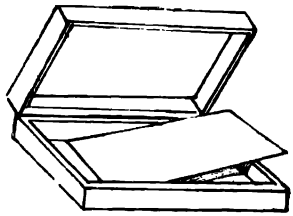
সংঘটন : কাগজের টুকরাকে পাঁচ বা দশ টাকার নোটে পরিণত করা ও পরে সেই নোটটি আবার কাগজে রূপান্তরিত করাই এ খেলাটির রহস্যময় চমক। অপরিসর ক্ষেত্রে পরিমিত দর্শকদের মধ্যে এ খেলাটি প্রারম্ভিক নৈবেদ্য হিসাবে যথেষ্ট সমাদর অর্জন করতে সক্ষম।

বাগ্‌বিস্তার : আজ এখানে আপনাদের যৎকিঞ্চিৎ যাদুক্রীড়া দেখাতে এসেছি। এখনও শিখছি, অর্থাৎ শিক্ষানবীস। তাই তাক্ লাগানো চোখ ধাঁধানো ভেল্কি আমার কাছে আশা করবেন না, এটুকুই আমার আবেদন। আরও একটু অনুগ্রহপ্রার্থী না হলেও চলে না। শিক্ষার্থী হিসাবে ক্রটি বিচ্যুতি নিজগুণে ক্ষমা করবেন। তবে অঙ্গীকার করছি, আপনাদের মনোরঞ্জন করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আর তার সঙ্গে আপনাদের আগ্রহ ও অনুগ্রহ যদি মিশে যায় তা হলেই সোনায় সোহাগা। আপনারা বিমল ও বিচিত্র আনন্দ রসে সুখী হয়ে আমাকে কৃতার্থ করবেন। প্রথমে আমি যে খেলাটি দেখাচ্ছি তার নামকরণ হয়েছে, 'যাকে রাখ সেই রাখে'। রাখা-রাখির কাণ্ড কারখানা (১) এই কাগজের টুকরো দিয়েই শুরু হোক, [টেবিলের ওপরে রাখা ছোট্ট একটা কাঠের বাক্স খুলে, এক টুকরা কাগজ বার করে দু পিঠ দেখানো হলে] এমন কত কাগজই না ঘরে বাইরে আনাচে কানাচে পড়ে থাকে। আমিও তো আগে এমন কত কাগজই না, এমনি করে দুমড়ে মুচড়ে পাকিয়ে ফেলে দিয়েছি [কথামত কাজ করে কিন্তু পাকানো কাগজ হাতে রেখে]। আবার কেউ না কেউ আনমনে এমনি ভাবে ছিঁড়েও ফেলেন, ফালি ফালি টুকরো টুকরো করে [তথাকরণ]। কিন্তু আমার অর্থনীতির অধ্যাপক এ রকম কাগজ কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বাতিল দ্রব্যও পেটরায় পুরে রাখেন। আমি এই ক্ষুদে বাক্সটাকেই আপাতত পেটরার প্রতিনিধি ধরে নিচ্ছি, কারণ শিশুই তো মানবের জনক। [বাক্সটি খুলে অভ্যন্তর সবাইকে দেখিয়ে টেবিলে রেখে (২)] এই কাগজের টুকরোগুলি এই বাক্সতেই রাখছি। অপচয় না করে সঞ্চয় করা হচ্ছে। [কাগজের টুকরো বাক্সে রেখে সবাইকে তুলে দেখিয়ে আবার সেটি সশব্দে বন্ধ করে টেবিলে রেখে (৩)] ঠিক এমনি করেই আমার পরমারাধ্য আচার্যদেব সব কিছু দড়াম্ করে পেটরা বন্ধ করে সঞ্চয় করেন। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিস্ময়ের বস্তু হচ্ছে যাদুকাঠি। এটি আমার আর এক

আচার্যের সম্পত্তি। বিপত্তির বিষয় হচ্ছে আজ আমি এটি তাঁকে না বলে চেয়ে এনেছি কারণ চুরি করা পাপ। সে যা হবার হবে, এখন এই পেটরায় [এক হাতে বাক্স উঠিয়ে] যাদুকাঠি ছুঁইয়ে দিচ্ছি [তথাকরণ] কি অবাক কাণ্ড হয় দেখুন। [যাদুকাঠি টেবিলে বা বগলে রেখে, বাক্স খুলে আস্ত কাগজ বার করতে করতে (৪) ও বাক্সটি খালি দেখিয়ে] ছেঁড়া কাগজগুলো বেমালুম জুড়ে একটা অখণ্ড আস্ত কাগজ হয়ে পড়েছে [বাক্স রেখে কাগজটি উল্টে পাল্টে দেখাতে দেখাতে] কথায় বলে রাজদণ্ডে ফাঁসি ; যাদুদণ্ডে খুশী। খুশী হয়েছেন নিশ্চয় ? [কাগজটি ভাঁজ করতে করতে] এমন বাজে কাগজের কিই বা মুল্য আছে ? আমার অর্থনীতির অধ্যাপক বলেন, "জগতের কিছুই বাজে নয়, সবই অমূল্য।" হ্যাঁ, তাতো বটেই ! বাজে কাগজ নিয়ে বাজি তৈরী হতে পারে বাজি রেখেই বলতে পারি। আমি যাদুকাঠির যাদুতে ছেঁড়া কাগজ আস্ত করার পর ভাঁজ করেছিলাম। এবার ভাঁজ খুলছি [যাদুকাঠি বুলিয়ে তথাকরণ]। বাজে কাগজ ভাঁজে ভাঁজে ছোট্ট হয়ে পড়েছিল। এবার ক্রমেই আগের মত হচ্ছে [ভাঁজ খুলতে খুলতে (৫)] সবই আজেবাজে। আচ্ছা, এ কাগজটির এখন কি মুল্য হতে পারে ? [নোটে পরিবর্তিত কাগজটি উল্টেপাল্টে দেখাতে দেখাতে] নিশ্চয়ই মুল্যবান ? আমার কাছে দুর্মূল্য। মূল কথা হচ্ছে যাদুদণ্ড। দণ্ড যদি নিতেই হয় যাদুদণ্ড নেবেন। আর দিতে হলে রাজদণ্ড দেওয়াবেন। [নোটটি আবার পূর্ববৎ ভাঁজ করতে করতে (৬)] আপনাদের আনন্দ দেবার আগ্রহে এটি [যাদুকাঠি দেখিয়ে] না বলে চেয়ে এনেছি। [বাঁ হাতে যাদুকাঠি ও ডান হাতের আঙুলের ডগায় পাট করা নোটটি নিয়ে কোনও দর্শকের কাছে এসে] আমার দু হাতে দুটি জিনিস। কোন জিনিসটা পেলে আপনি খুশী, বলুন তো ? [সাধারণতঃ ভাঁজ করা নোটটিই বেশী অভিপ্রেত হয়ে থাকে। কেউ যদি যাদুদণ্ডটি প্রার্থনা করেন তা হলে 'আচার্যের সম্পত্তি না বলে নিয়ে আসার দোহাই দিয়ে' ঐ নোটটিই দেওয়া হয়] তা হলে কাগজটাই নিন্। আজকের আনন্দ বাসরের স্মৃতিচিহ্ন আপনার সারা জীবন ঐশ্বর্যশালী করে রাখুক। বিনা সর্তে নিঃস্বত্ব হয়ে দিয়ে দিচ্ছি। আর কখনও ফেরত নেব না, বা ফেরত চাইব না। [কাগজটি এগিয়ে ধরলে দর্শক যখন নিতে উদ্যত] সকলে সন্তুষ্ট হচ্ছেন নিশ্চয় ? [ভাঁজ করা নোট দর্শকের হাতে দিয়ে] দাতা ছাড়া মহাত্মা আর কে হতে পারে বলুন ? জনগণ মনোরঞ্জন করতে গেলে দাতা তেই হবে। তাই দিয়ে দিলাম। দান করলাম। দাতা হলাম। [দর্শককে

কাগজ খুলে দেখতে ইশারা করে] কি মশাই? ওটা নোট নয়! সাদা কাগজ? আশ্চর্য! আমি তো টাঁকশালের টকটকে নোটই আপনাকে দিলাম। আপনি পেয়ে বলছেন সেটা স্রেফ একটা কাগজ। এ অবস্থায় কি আর করি বলুন? সবই আপনার ভাগ্য আর আমার হাতযশ।

উপকরণঃ একটি পাঁচ অথবা দশ টাকার নোট। নোটের আকারের দু খণ্ড সাদা কাগজ ও একটি কাঠের বাক্স। কাঠের বাক্সটি লম্বা চওড়ায় এমন হওয়া দরকার যার মধ্যে একটি খেলার তাস অনায়াসে শুইয়ে রাখা যায়। এই বাক্সটির উচ্চতা দুই ইঞ্চির খুব বেশী না হওয়াই অভিপ্রেত। সাধারণ বাক্সের ডালার অভ্যন্তর অগভীর থাকে এবং খোলটাই বেশী গভীর হয়। কিন্তু এ বাক্সটির দু দিকই সমান গভীর থাকে (চিত্র ১০৪)। এ ছাড়া এই বাক্সটির ভিতর একটা ফালতু অসংলগ্ন পাটাতন থাকে। এই পাটাতনটি বস্তুতঃ এক টুকরা ত্রিস্তরের কাঠ থেকেই তৈরী হয় এবং বাক্সটির ভিতর দিক অনুজ্জ্বল কৃষ্ণ বর্ণে রঞ্জিত করার দরুণ ঐ ফালতু ঢিলে পাটাতনটির দু পিঠই একই কাল রঙে রাঙানো হয়ে থাকে। ঐ ঢিলে পাটাতনটি বাক্সের মধ্যে থাকার দরুণ এবং দু ভাগের উচ্চতা এক হওয়ায় বাক্সটি ওল্টালে পাটাতনটি আপন ভাবে ওল্টানো বাক্সের তলায় এসে পড়ে। এ অবস্থায় বাক্সটি খুললে ঐ ঢিলে পাটাতন যদি কিছু ঢাকা দিয়ে ফেলে তা হলে দৃষ্টির অগোচর হয়, আবার অন্য পিঠে কিছু চাপা থাকলে সেটাও বেরিয়ে পড়ে দৃষ্টিগোচর হয়।

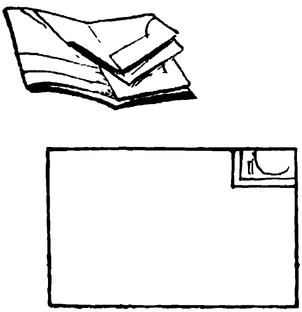


(চিত্র ১০৪

খেলা দেখাতে প্রথমেই একটি নোটের মাপের কাগজ চার পাট মুড়ে রাখা হয়। তার পর দ্বিতীয় কাগজটির এক কোণে একটি ভাঁজ করা নোটের এক কোণের অল্প অংশ আঠা দিয়ে জুড়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এই কাগজটি চার পাট করতে ভাঁজ করা নোটটি পাটের ভিতর রাখা হয়। যে নোটখানি কাগজের পাটে লুকিয়ে রাখা হয় সেটি বেশ ছোট করতে তিন বার ভাঁজ করার দরকার হয় (চিত্র ১০৫)। এই নোট লাগানো পাট করা কাগজটি ঐ কাঠের বাক্সের মধ্যে রেখে ঢিলে পাটাতনটি বাক্সের মধ্যে বসালেই কাগজ ঢাকা পড়ে যায়, ফলে মনে হয় বাক্সটিতে কিছু নেই। খেলা দেখাবার সময় বাক্সটি যাতে উল্টে না রাখা হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। পাটাতনের তলায় নোট শুদ্ধ কাগজ

চাপা রেখে অন্য কাগজটি পাটাতনের ওপরে রেখে বাক্স বন্ধ করা অবস্থায় খেলা শুরু হয়।

কর্তব্য: (১) বাক্স খুলে তার মধ্যে কাগজ রয়েছে দেখিয়ে কাগজটি তুলে নেওয়া হয়। বাক্সতে কিছু নেই দেখিয়ে তবেই বাক্সটি বন্ধ করে আগে ঠিক যে ভাবে ছিল সে ভাবেই টেবিলে রাখা হয় কারণ বাক্সটি উল্টে রাখলে বিপদে পড়তে হয়।



(চিত্র ১০৫)

(২) বাক্সটি বাঁ হাতে খুলে ঐ হাত দিয়েই খোলা বাক্সটির ঢিলে পাটাতন চেপে ভিতর বাহির খালি দেখানো হয় যাতে সবাই বুঝতে পারে বাক্সটি প্রকৃতপক্ষে খালি।

(৩) সশব্দে বন্ধ করার সময় বাক্সটির কোন্ পিঠ ওপরে ছিল আর কোন্ পিঠ তলায় ছিল লক্ষ্য করা দুষ্কর এবং খোলা বই বন্ধ করার মত বাক্সের দু ভাগ বন্ধ হওয়ায় প্রদর্শক হাত ঘুরিয়ে তলার দিকটা ওপরমুখি করে টেবিলে রেখে দেয়। বলা বাহুল্য, যাদুকরী সরঞ্জাম প্রায়ই দর্শকদের চোখের সামনে ঘুরিয়ে বসাতে হয়। এই কাজটি করতে এমন ভাবে তা করা দরকার যাতে কারও না মনে হয় ঘুরিয়ে দেওয়া হল বা উল্টিয়ে রাখা হল।

(৪) নোট সংলগ্ন কাগজটি তুলে ধীরে ধীরে পাট খুলে মেলে দেখানো হয় ছেঁড়া কাগজ জুড়ে গেছে। এই কাগজটির ভাঁজ খুলতে নোটের দিকটা সব সময়ই প্রদর্শকের দিকে রেখে কাগজের পাট খুলতে হয় ও শেষে কাগজের যে কোণে নোটটা রয়েছে সেই কোণটায় অঙ্গুষ্ঠ ঠেকিয়ে অন্য পিঠ তর্জনীর চাপে ধরে রাখতে হয়। এ সময় ঐ কোণের আঙুল বা হাতের এমন 'ধর-ধর গেল-গেল' মত শংকিত ভাব যেন না ফুটে ওঠে, যাতে দর্শকদের ঠিক ঐ জায়গা ভাল করে দেখার ইচ্ছা হয়। যাদুকরদের এ রকম অতি সতর্কতার কাজ অতি অসাবধানে করা হচ্ছে সর্বদাই করে দেখাতে হয়।

(৫) কাগজটি সাবধানে ভাঁজ করা হয়। কিন্তু দর্শকরা এই সতর্কতা না টের পান সে ভাবে হাত চালাতে হয়, যাতে কাগজের পিছনে আঁটা পাট করা নোটটি তাঁদের দৃষ্টি পথে না এসে পড়ে। এবার কাগজটি ভাঁজ করতে আগে যে ভাবে খোলা হয়েছিল তার উল্টো চালে চললেই কাগজটি ছোট হতে থাকে ও

নোটটি প্রদর্শকের দিকেই থেকে যায়। দু বার ভাঁজ করার পর কাগজটি আরও একটি ভাঁজ করলেই, কাগজটি যে আকারে পরিণত হয়, নোটটিও সেই আকারেই মোড়া হয়েছিল। এখন কাগজটি ও নোটটি একত্রে আধ পাক ঘোরালেই কাগজের দিকটা প্রদর্শকের দিকে এসে দাঁড়ায় ও দর্শকদের দিকে নোটটা মুখোমুখি হয়ে পড়ে। এখন বাকী আবার পাট খুলে কাগজের বদলে নোট হয়েছে দেখানো এবং কাগজটি পাট করা নোটের মত দর্শকদের দৃষ্টির বাইরে নোটটির পশ্চাতে ধরে রাখা হয়।

(৬) কাগজ নোটে পরিণত করার মত একই উপায়ে নোটটি আবার কাগজে রূপান্তরিত করে মোড়কটি ডান হাতে নিয়ে নেওয়ার সময়, বাঁ হাতে নোটটি অঙ্গুষ্ঠের আঁচড়ে বিচ্ছিন্ন করে, সেটি বাঁ হাতে আঙুলবন্দী করা যখন হচ্ছে তখন সামনের, অর্থাৎ দর্শকদের, দিকের মোড়কটি ডান হাতে তুলে ধরা হচ্ছে এবং চলমান হাত দর্শকগণের দৃষ্টি অনুসরণ করায় ক্রিয়া গোপন অনায়াসেই হয়ে যায়। বাঁ হাত দিয়ে যাদুকাঠি জড়িয়ে ধরে ডান হাতের মোড়কে ছুঁইয়ে সেটি দর্শকের হাতে দেওয়া হয়। নোট ও কাগজ একটি কোণে আঠা দিয়ে এমন ভাবে জুড়তে হয় যাতে সহজে আলাদা করা চলে অথচ ভাল ভাবে লেগে থাকে। এটা কয়েকটা বিভিন্ন ভাবে জোড়া কাগজ ও নোট তৈরী করে পরীক্ষা করলেই জানা যায়। তবে চাকের মোম দিয়ে জুড়ে রাখলে দুটি কাগজকে আলাদা করতে মোটেই বেগ পেতে হয় না। এই ব্যবস্থায় পাট খোলা ও পাট করা কাজটি একটু সামলে ও সতর্কতার সঙ্গে করতে হয়।

মহাকর্ষ

সংঘটন ঃ প্রাকৃতিক গুণে একটি বস্তু অন্য একটি বস্তুকে আকর্ষণ করে টেনে এনে যুক্ত হয়ে থাকে একমাত্র চুম্বকে। চুম্বকে লোহা ও কোবাল্ট ধাতু আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এ ছাড়া আর একটা আকর্ষণ হচ্ছে মহাজাগতিক আকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণ। গ্রহে উপগ্রহে যে আকর্ষণ বর্তমান তাকেই মহাজাগতিক আকর্ষণ বলে। যাদু সব সময়েই অলৌকিক বিষয় বা ঘটনার অনুকরণ করে দেখায়। সুতরাং এই চৌম্বক বা মহাজাগতিক আকর্ষণই বা তার সৃজনী কীর্তির অন্যতম হবে না কেন? যাদুবলে যে কোনও জিনিস আকৃষ্ট হয়, তাই দেখাতে যাদুকাঠি প্রথমে হাতে আটকে দেখানো হয়। পরে দর্শকের ছড়ি হাতে

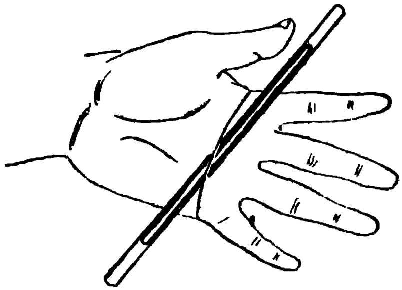
আটকিয়ে অথবা যাদুকাঠিতে ছড়ি সংলগ্ন করে এবং তাস, টুপি, টেবিল, চেয়ার, জলভরা গামলা হাতে আটকিয়ে অবশেষে হুঁকা মুখে আটকিয়ে চমকের পর চমকের গমকে আসর হতবাক করে দেওয়া যায়।

রাগ বিস্তার: জীবনের প্রভাতেই যে আকর্ষণের সুর জাগে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সেই প্রভাতী সানাই, ভৈরব রাগ থেকে আশাবরী, বেহাগ ললিত, কালাংড়া, খাম্বাজ পেরিয়ে বাজতেই থাকে। মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনি, পশু-পাখি, অর্থ-সম্পদ, মান-প্রতিপত্তির যে আকর্ষণ সেগুলিকে সহজ কথায় স্বাভাবিক ও মানবিক আকর্ষণ বলা যায়। এ ছাড়া অচেতন আকর্ষণ একটা আছে। অচেতন বলছি এই কারণে যে এই আকর্ষণ সম্বন্ধে আমরা মোটেই সচেতন নই। যেমন আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই পৃথিবীর বুকে মাধ্যাকর্ষণে। পৃথিবীটাও সূর্যের চার দিকে ষড় ঋতুর চক্রে সারা বছরে একটা পরিক্রমা করে আর প্রতি দিন রাত্রে লাট্টুর মত একটা পাক খাচ্ছে সূর্য আর তার গ্রহ উপগ্রহের মহাজাগতিক আকর্ষণে। এই প্রাকৃতিক নিয়মে সৌরজগতে এবং সৌরজগতের বাইরে আরও গ্রহমণ্ডলে এই আকর্ষণের ফাঁদ পাতা আছে। এই যে বিরাট আকর্ষণ চলছে অচেতন বস্তুর মধ্যে, যার টান সচেতন জীবও কিছু টের পায় না, সেটা কার কৌশলে হচ্ছে তাকে আজও গ্রেফতার করা সম্ভব হয় নি। তবে আমাদের যাদুবিদ্যার পুঁথিপত্তরে এই আকর্ষণ শক্তি যে কোনও বস্তুতে ও জীবে ইচ্ছামত করার বিধি ও বিধান বিবৃত হয়েছে। আমি সেটাই আজ আপনাদের হাতে-কলমে করে দেখাতে চাই। ভাগ্যে আজ আপনারা এখানে এসেছেন। এই অদ্ভুত আকর্ষণের কৌতূহল মিটিয়ে যথেষ্ট আমোদ পাবেন। দেখুন................[এই ভণিতা দিয়ে শুরু করে যে খেলাগুলি অতঃপর ব্যক্ত করা হচ্ছে সেগুলি যথোপযুক্ত সরস টিপ্পনী জুড়ে সঞ্জীবিত করে তুলতে হয়]।

উপকরণ: হাত চারেক কাল রঙের মিহি সুতা। এক জোড়া তাস ও সেই সঙ্গে একটি সহায়ক তাস। কাঠের হাল্কা চেয়ার ও টেবিল এবং সহায়ক। স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ছোট গামলা ও তার সহায়ক। সাজা হুঁকা ও তার সহায়ক। প্রতিটি সহায়ক যথাস্থানে ব্যক্ত করা হয়েছে।

কর্তব্য: (১) হাতে যাদুকাঠি আটকাবার উপায়টি খুবই সরল। করতল আল্গাভাবে বেষ্টন করে এমন একটি সূক্ষ্ম কাল রঙের সুতার হার হাতে

পরিয়ে রাখলেই হয়। সেই বেষ্টনীর মধ্যে যাদুকাঠি ঢুকিয়ে করতল প্রসারিত করলেই যাদুকাঠি হাতে সংলগ্ন দেখানো যায় (চিত্র ১০৬)। এই সুতা রেশমী বা তুলার হলেও চলে। খেলা দেখবার আগে এই সুতার বেড় যাদুকাঠির ওপর গলিয়ে নিয়ে খেলা দেখানো যুক্তিযুক্ত। সুতার বেড়টি টেবিলে ফেলে রেখে দরকারের সময় সেটি যাদুকাঠি গলিয়ে তুলে নিলেও হয়। পরে বাঁ হাতে যাদুকাঠি রাখার সময় ঐ বেড়টি গলিয়ে নেওয়া চলে। সমস্ত করতল বেষ্টন করা সুতার হারের বদলে মাত্র দুটি আঙুল

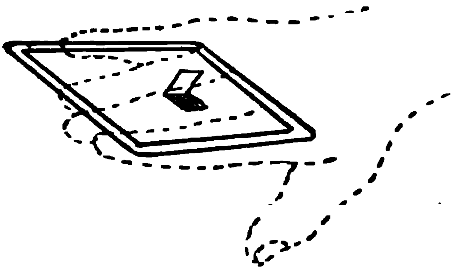


(চিত্র ১০৬)

ঘিরে থাকে এমন ছোট সুতার ফাঁসও যাদুকাঠি হাতে আটকাবার জন্য ব্যবহার করা যায়। করতল বেষ্টনের ফাঁস ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়ার কারণ এই যে খেলা দেখাবার পরে সেটি সহজে হস্তচ্যুত করা যায় এবং মেঝেতে পড়া সুতাটির অস্তিত্ব লোপ পায়। ডান হাতে যাদুকাঠি নিয়ে বাঁ হাতের প্রসারিত করতলে সুতার হার গলিয়ে যাদুকাঠিটি রাখার পর ঐ হাতটি ছড়িয়ে ধরলেই কাঠিটা সুতার চাপে হাতে সংলগ্ন থাকে। এ সময় ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের যাদুকাঠিটিতে সম্মোহনী হস্ত সঞ্চালন করে যেতে হয় এবং হস্ত সঞ্চালন বন্ধ করা মাত্র বাঁ হাত ঢিলে করে যাদুকাঠিটি স্খলিত হতে দেওয়া হয় যাতে দর্শকদের প্রত্যয় হয় যে ঐ সম্মোহনী কার্যের দরুণ যাদুকাঠি অন্য হাতে আটকে রয়েছে। যাদুকরের হাত থেকে কিছু মাটিতে পড়ে যাওয়া দর্শকদের বিচারে দক্ষতার অভাব পরিগণিত হয় বলে পতনোন্মুখ যাদুকাঠিটি মাঝ পথেই ডান হাতে ধরে ফেলা উচিত।

(২) দর্শকের ছড়ি হাতে আটকাতে ঐ একই কাল সুতার হার গলায় ঝুলিয়ে রেখে খেলা দেখানো হয়। ঐ হারের মধ্যে ছড়িটি রেখে ছড়ির ওপর আঙুলের চাপ দিয়ে সুতার হার যতখানি বহির্মুখ যায় ততখানি বাড়িয়ে ধরলেই ছড়ি আঙুলে আটকে রয়েছে দেখায়। প্রথমে আঙুলে ছড়ি আটকিয়ে তার পর আঙুলের জায়গায় যাদুকাঠি চেপে ছড়িটা যাদুকাঠিতে আটকেছে দেখানো হয়। গলায় ঝুলানো সুতার হারটি গলাতেই আগাগোড়া পরে থাকতে হয়। এবারও সম্মোহনী হস্ত সঞ্চালন অভিনয়ের খাতিরে এবং বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে বজায় রাখতে হয়।

(৩) এক হাতে বা উভয় হাতে তাস আটকে রাখতে একটি বা দুটি তাসের পিঠে তাসের পিছন দিকের অংশ কব্জার মত জুড়ে রাখতে হয় (চিত্র ১০৭)। যে তাসের টুকরা কেটে এই কব্জাটি তৈরী হয় সেটি এক ইঞ্চি লম্বা ও আধ ইঞ্চি প্রশস্ত থাকে। এই লম্বা টুকরাটি মাঝামাঝি পাট করে আধ ইঞ্চি সমচতুষ্কোণ করে ফেলার পর এক দিকের আধ ইঞ্চি সমচতুষ্কোণ টুকরা একটি তাসের পিঠে, নক্সার সঙ্গে মিলিয়ে, আঠা দিয়ে জুড়ে দিতে হয় এবং অন্য অর্ধাংশ না

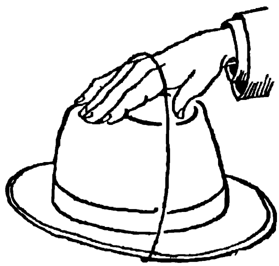


(চিত্র ১০৭)

জুড়ে কব্জার মত খেলিয়ে আল্গা রাখা হয়। এই অসংলগ্ন অংশটি তাসটির ওপর শুইয়ে রাখলে যদি তাসের পিঠের নক্সার সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যায় তা হলে যে এ খেলাটা জানে না, তার চোখে এই কারিগরি কখনও পড়ে না। এই খেলা দেখাবার আগে ঐ সহায়ক, একটি বা দুটি যেমন প্রয়োজন, তাসজোড়ার মাঝখানে রেখে দেওয়া হয়। খেলার সময় খাপ খুলে তাসগুলি বাইরে এনে ভাঁজাবার সময় সহায়কটি তাসের ওপরে আনা হয়। এবার ওপরের তাসটির আল্গা অংশটি মধ্যমা ও অনামিকার ফাঁকে চেপে ধরে করতলের মধ্যে ঐ তাসটির তলায় কিছু তাস চার দিকে গুঁজে করতল গুটিয়ে দিলেই পাখার মত বিস্তৃত তাসগুলি আটকে পড়ে। এ অবস্থায় হাত ওল্টালেও তাসগুলি খসে পড়ে না। দু হাতে এটি করতে হলে সে হাতে তাস সহায়কের তলায় গুঁজে দিতে অন্য এক জনের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। যাদুকাঠি আটকাবার উপায়ে, সুতার হারেও, এ খেলাটি দেখানো যায়। তা ছাড়া তর্জনীর গোড়ার নীচে, করতলের চামড়ায়, সাধারণ জামা কাপড় সেলাই করার ছুঁচ বিঁধিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় পারাপার করে সেই ছুঁচের তলায় আগের মত তাস গুঁজেও এ খেলা দেখাতে পারা যায়।

(৪) টুপি হাতে আটকাতে হলেও সেই কৃষ্ণ সূত্রের হার লাগে (চিত্র ১০৮)। টুপির আকারের ওপর সুতার হারটির বেড় বা বৃত্ত নির্ভর করে। ছবি দেখলেই ধারণা করা যায় যে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা দিয়ে টুপিতে ভর দিলে ও অন্যান্য আঙুলগুলিতে টুপি স্পর্শ করে করপৃষ্ঠ উঁচুতে তুলে

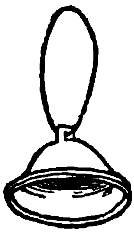
সুতার হারটিতে যথাপ্রয়োজন টান দিতে পারলেই টুপিটা হাতে লেগে থাকে এবং হাত শূন্যে তুললেও হাতে লেগে থাকবে। তবে এতে একটা বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। সেটি হচ্ছে সুতার হারটি যথাসম্ভব টুপিটিকে দু ভাগে যে অবস্থায় বিভক্ত করে সেখানে রাখতে হয়। দু ভাগের মাঝখানে সুতার হারটি থাকার কারণ হচ্ছে দু পাশের ভার সমান হওয়াতে টুপিটা বেশী ওজনের দিকে হেলে পড়বে না। এ খেলার সময়ও এক হাতে টুপি আটকেছে দেখাবার সময় অন্য হাতে সম্মোহনী হাত চালালেই ভাল হয়।



(চিত্র ১০৮)

(৫) চেয়ার টেবিল টুল হাতে আটকাতে হলে দু রকম ব্যবস্থা করতে হয়। প্রথমটা হচ্ছে টুল, টেবিল, চেয়ার যথাসাধ্য হাল্কা হওয়া দরকার। হাল্কা কাঠের আসবাব তৈরী করে নিলেই এ গোলটা মিটে যায়। কিন্তু কোন্ কাঠ সব চেয়ে হাল্কা? পিচ্ পাইন কাঠ যেমন মজবুত তেমনি আয়তন হিসাবে তত ভারী নয়। কিন্তু খরচটা একটু বেশী করে ব্যাল্সা কাঠ দিয়ে ওগুলি তৈরী করালে প্রত্যেকটি আসবাব তুলার মত হাল্কা হতে পারে। এই ব্যাল্সা কাঠের তক্তা ও বাটাম নানা আকারের ও অনেক রকম সরু মোটা খণ্ডে খেলার উড়োজাহাজ প্রস্তুতের সরঞ্জাম বিক্রয়ের বিপণিগুলিতে পাওয়া যায়। হাল্কা কাঠের আসবাবের উপবেশনের আসনের কেন্দ্রস্থলে একটি আধ ইঞ্চি দীর্ঘ প্যানেল-পিন পেরেক যৎসামান্য মাথাটা তক্তা থেকে উঁচু রেখে পুঁতে রাখা হয়। প্রদর্শকের হাতের মধ্যমায় একটি বিশেষ আংটি থাকে। এই আংটিটির করতলের দিকের বেড়ে একটা খাঁজ কাটা থাকে যে খাঁজের ফাঁকে ঐ মাথা ওঠানো পেরেকটি গলিয়ে দিলে প্রশস্ত মাথাটি আংটিতে আটকে যায়। এই ভাবে চেয়ার টেবিল টুল এক হাতে আটকিয়ে অন্য হাতে যাদুকাঠি দিয়ে সম্মোহনী সঞ্চালন করতে থাকলে দর্শকগণ আসবাবগুলির ওজন অনেক বেশী আন্দাজ করে বিহ্বল হতে বাধ্য। এ সময় যে হাতে আসবাবটি আটকানো হয়েছে সে হাতে যে যথেষ্ট ভারী সামগ্রী তোলা হয়েছে সেটা অভিনয়ের রীতিতে প্রতীয়মান না করতে পারলে এ খেলা না দেখানোই ভাল।

(৬) গামলা হাতে আটকাতে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের সহায়ক ব্যবহার করতে হয়। এই সহায়ক তৈরী করতে হলে যে জিনিসটার আশু প্রয়োজন তাকে ইংরাজিতে বলে 'সাকার'। আমরা বাংলায় তাকে শোষক বলতে পারি বোধ হয়। বস্তুটি দেখতে অর্ধবৃত্তাকার দ্রব্য যার ভিতরের দিকটা ফাঁপা। এই দ্রব্যটি কোনও মসৃণ সমতল জায়গায় সামান্য ভিজিয়ে, চূড়ার দিক টিপে ছেড়ে দিলে, সেখানেই বেশ দৃঢ়ভাবে বসে পড়ে। এই দ্রব্যটি খেলনার পিস্তলে, লাফানো পুতুলের অংশ বিশেষরূপে বাজারে দোকানে দেখা যায়। ঐ শোষকের চূড়ায় যে নিরেট অংশটি থাকে তার ভিতর দিয়ে একটি সরু তার পরিয়ে দিলেই সহায়ক প্রস্তুত হয় (চিত্র ১০৯)। তারের ঐ আংটিটি মধ্যমার মধ্যে গলিয়ে সামান্য জলপূর্ণ প্লাস্টিকের গামলার তলদেশে চেপে ধরে ছেড়ে দিলেই হাত ওঠালেই গামলাটি হাতের সঙ্গে উঠে পড়ে। এই সহায়কটি যে ঘটি বা মগ থেকে গামলায় জল ঢালা হয় তার সঙ্গে আনা হয়। প্রদর্শক গামলায় জল ঢালার সময় সেটি আঙুলে পরে নিলে আগের দিকে হাত খালি দেখাতে পারা যায়। গামলা থেকে শোষকটি মুক্ত করতে আবার তার ওপর চাপ দিয়ে পাশের দিকে হড়কে টেনে হাত তুললেই সহায়কটি গামলা থেকে খুলে যায়।



(চিত্র ১০৯)

(৭) হুঁকায় তামাক টানতে টানতে হঠাৎ হাত ছেড়ে দিয়ে দু হাতে সম্মোহনী হস্ত সঞ্চালন করলে রগড়টা বেশ জমে। এ খেলায় যে সহায়ক ব্যবহৃত হয় তার ছবি পাশেই দেওয়া হয়েছে। ছবিতে যা দেখানো হয়েছে ঠিক অত বড় একটি তামা পিতল বা গ্যালভানাইজ্‌ড চাদরের এক সুতা চওড়া পাত দিয়ে ঐ রকম দেখতে একটা সহায়ক তৈরী রাখতে হয় (চিত্র ১১০)। এই সহায়কের ডান ও বাঁ দিক খানিকটা প্রসারিত থাকে। ঐ প্রসারিত বাহুর বাঁ দিকটা হুঁকায় মুখ লাগাবার গর্তে ঢুকিয়ে দিয়ে মাঝের অংশটি নীচের পাটি দাঁতে ঢুকিয়ে ডান দিকের বাহুটি জিহ্বার ওপর অথবা আরও একটু বাঁকিয়ে ওপর পাটির দাঁতের দিকে উঠিয়ে দাঁতে চেপে রাখলে হুঁকাটি মুখে আটকে রয়েছে দেখায়। এই ভাবে মুখে আটকানো হুঁকায় সাজা কলকেটি অনায়াসে টান দিয়ে রীতিমত তামাক খাওয়া যায় যদি ঠোঁটের ডান



(চিত্র ১১০)

বা বাঁ কোণ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়া হয়। এই সহায়কটিও হুঁকার সেবন গহ্বরে লাগিয়ে আনাই সুবিধাজনক। ধূমপান শেষ হলে সহায়কটি বদন বিবরে লুকিয়ে রাখাও যায় অথবা যেভাবে ওটি আনা হয়েছিল সে ভাবেই হুঁকা সমেত ফেরত পাঠানো ভাল।

যাদুকাঠির যাদু

সংঘটন ঃ যাদুকাঠি সম্পূর্ণ ঢুকে যায় এমন দুটি লম্বা খাম গোড়ার দিকে দর্শকদের দেখিয়ে তার একটার মধ্যে যাদুকাঠি রেখে অন্যটি থেকে নির্গত করাই এ খেলার সম্পাদ্য বিষয়। এক জায়গা থেকে অন্য স্থানে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে স্থানান্তরিত হওয়াটাই বিস্ময়ের বিষয়।

বাগ্‌বিস্তার ঃ [খাম দুটি দর্শকদের হাতে দিয়ে] এবার নির্ঘাত একটা মজার কাণ্ড ঘটবে। প্রথমে আপনারা এই খাম দুটির ভিতর বাহির অন্ধিসন্ধি তন্ন তন্ন করে দেখুন এতে কিছু আছে বা নেই। এগুলো অসাধারণ খাম তাই জনসাধারণকে দেখতে বলছি। খাম দুটিতে এখনও কিছু রাখা হয় নি, তাই খালি। কেমন, তাই না? এবার আমার এ হাতে একটা, আর ও হাতে একটা খাম দিন। [মঞ্চে প্রত্যাবর্তন করতে করতে] দু হাতে দুটো খাম মাথার ওপর তুলে ধরে চলেছি যাতে আপনারা দেখে জানতে পারেন যে দু হাত আটকে পড়ার মজাটা কি ভীষণ মনোহর দৃশ্য। [মঞ্চে এসে দুটি দূরবর্তী চেয়ারে এক একটি খাম রাখার পর, যাদুকাঠি হাতে নিয়ে, কথা বলার সময় সেটি চেয়ারে টেবিলে ঠুকে নিরেট বুঝাবার উদ্দেশ্যে শব্দ শুনিয়ে] আরও মজার কাণ্ডটি করতে হলে আমাকেও আপনাদের দুটি জিনিস সুস্পষ্ট ভাবে স্মরণ রাখতে হবে। [বাঁ হাতে বাঁ দিকের খামটি তুলে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে] আমার এই বাঁ হাতে একটা খাম রইল আর ডান হাতে যাদুকাঠি। এই দুটি বিভিন্ন দ্রব্য যদৃষ্টং যেখানে আছে তার এতটুকু ভুল ত্রুটি হলে মারাত্মক গণ্ডগোল ঘটতে পারে। যেমন ধরুন, উদয়াচলের সূর্য যদি কখনও অস্তাচলে উঠতে শুরু করেন তা হলেই সব ফরশা, অর্থাৎ যে তিমিরে সেই তিমিরেই দিন শুরু। অতএব গণ্ড এবং গোলকে মুক্ত রাখতে একটু ঠাণ্ডা মাথায় আমরা দু হাতে দুটি জিনিসের অবস্থান সম্বন্ধে অবিচলিত বিশ্বাস সন্দেহাতীত ভাবে মনে গেঁথে ফেলি।

আমার বাঁ হাতে খাম [বলার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ দিকে ঝুঁকে বাঁ হাতের খামের দিকে তাকিয়ে] আর ডান হাতে যাদু কাঠি [বলার সঙ্গে ডান দিকে ঝুঁকে যাদু কাঠিতে নজর দিয়ে]। আপনারাও লক্ষ্য করুন, আমি ঠিকঠাক বলছি কিনা। ভুল হলেই শুধরে দেবেন কিন্তু। হ্যাঁ, বাঁ হাতে খাম, ডান হাতে যাদুকাঠি; বাঁ হাতে খাম, ডান হাতে যাদুকাঠি; বাঁ হাতে খাম, ডান হাতে যাদু কাঠি [মুখের কথার সঙ্গে হাতের কাজটিও এদিক ওদিক ঝুঁকে দৃষ্টিপাত করতে করতে ক্রমে দ্রুত লয়ে বলতে ও করতে, যখন ডান হাতের যাদুকাঠি খামের গহ্বরে ঢোকানো ও বার করা হতে থাকে তারই এক ফাঁকে যেন অন্যমনস্কতা নিবন্ধন যাদুকাঠিটা খামে পড়ে গেছে অথচ প্রদর্শকের তা খেয়াল হয় নি তখনও যথাপূর্ব কথা ও কাজ চালাতে চালাতে (১)] বাঁ হাতে খাম, ডান হাতে যাদুকাঠি [দর্শকরা এ সময় শুধরে দেন ভালই, না দিলে শূন্য হাতের দিকে সবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত করে ভ্রম শুধরিয়ে যাদুকাঠি বার করে কয়েকবার বলা ও করার পর] বেশ ভাল মুখস্থ হয়েছে দেখছি। এবার এ খামটা থাক। অন্য খামটা নিয়েও নামতা পড়ে নিই। [ডান হাতের যাদুকাঠি বাঁ হাতে রেখে ডান হাতে দ্বিতীয় খামটি তুলে] আমার বাঁ হাতে যাদুকাঠি, ডান হাতে খাম; বাঁ হাতে যাদুকাঠি, ডান হাতে খাম [আগের মত ডান বলার সঙ্গে ডান দিকে হেলে ও বাঁ বলার সঙ্গে (২) বাঁ দিকে হেলে এদিক ওদিক করতে করতে বাঁ হাতের যাদুকাঠি এক সময় অন্যমনস্কতার ভান করে ডান হাতের খামে ফেলে দিয়ে (২)] বাব্বাঃ, এতক্ষণে সত্যি মুখস্থ হয়েছে। যে মুখস্থর ঠ্যালায় বাগ্দেবীকে দণ্ডবৎ প্রণাম ঠুকে ভোজবিদ্যায় ভর্তি হলাম সেখানেও সেই ডাক ছেড়ে নামতা পড়ে হাত চালানো অভ্যাস করা কি গেরো! আমার মুখস্থ মুখেই থাকুক বা হজম হয়ে যাক, আপনারা তো বিদ্বান তাই ঠিক মনে রেখেছেন যে এই খামটাতেই [শেষের বার যেটি চেয়ারে রাখা হয়েছে সেটি দেখিয়ে] যাদুকাঠিটা আছে। [যদি কেউ দেখতে চায় যাদুকাঠির খানিকটা বার করে দেখনো হয়। না চাইলে বৃথা পরিশ্রম নিষ্প্রয়োজন।] না, এতে কিছু নেই [দ্বিতীয় খামটা দেখিয়ে]। সত্যি বলছি, এখানে যাদুকাঠি এখন আর নেই। আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করলে আর আমার ঠকাবার প্রশ্নই উঠবে না। নেই তো? আছে? এই সেরেছে! অবিশ্বাসের ঠ্যালায় যাদুকাঠি যে সরেছে, টের পান নি। [খামটি হাতে তুলে আচমকা দুমড়ে মুচড়ে] কোথায় যাদুকাঠি? আপনারা তা

হলে সবাই কি ভুল দেখলেন ? কোথায় আর যাদুকাঠি (দলা পাকানো খাম ফেলে দিয়ে, হাত খালি দেখিয়ে এবং সার্ট ও কোটের আস্তিন গুটিয়ে অপর খামটি তুলে কাত করে যাদুকাঠি বার হতেই সেটি অন্য হাতে ধরে ফেলে] এই খেলাটি যে ভোজবাজি তাতে আর ভুল নেই। আগাগোড়া ঘটনাটা মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করলেই জানবেন যে যাদুকাঠিটা লুকিয়ে পালিয়ে এসেছে। যাদুকাঠি নিরেট ও অনমনীয়। [ঠুঁকে ও বাঁকাবার চেষ্টা করতে করতে] যাদুকাঠি থামে রাখি আর বার করি যাতে যাদুকাঠিতে সম্মোহনী শক্তি সঞ্চারিত হয়। সম্মোহনের প্রভাবে যাদুকাঠি আমার হাতে লেপ্টে রইল [যাদুকাঠি হাতে আটকানো রয়েছে দেখাতে দেখাতে] অক্টোপাসের আলিঙ্গনের মত। আর আমি দ্রুত এমনি করে হাত কাঁপাতে লাগলাম [তথাকরণ] যাতে আপনারা আমার হাতে যাদুকাঠি জোঁকের মত লেগে রয়েছে দেখেও দেখতে পেলেন না, এই যেমন চলচ্চিত্রের ছবি। পর পর অনেকগুলো পৃথক আলোক চিত্র অতি দ্রুত বেগে পলায়নপর হলে মনে হয় অখণ্ড চলমান ছবি। দেখছেন, যাদুকাঠি আমার হাতে আটকে গেছে (৩)। কিন্তু কাঠিতেও আঠা নেই, আমার হাতেও নেই [হাত ও কাঠি পরীক্ষা করাতে করাতে] যাদুকাঠিতে আগাগোড়া যাদু মাখানো। যে বুঝে সেই বুঝে। বুঝে-সুজে আমি তো অবাক হয়েই আছি। অবুঝরা দেখেই খুশী।

উপকরণ ঃ খাতার মলাট দেওয়ার উপযুক্ত অথবা ছবি আঁকবার পুরু কাগজের দুটি খাম যার মধ্যে সম্পূর্ণ যাদুকাঠি ঢুকিয়ে রাখা যায়। যাদুকাঠি ও তার একটি খোলস এবং তিনটি আঙ্গুল বেষ্টন করে এমন একটা সুচিক্কন কাল সুতার হার।

যাদুকাঠি ও তার সহায়ক খোলসটি সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনার দরকার আছে। যাদুকাঠিটি কাঠের তৈরী আধ ইঞ্চি ব্যাসের এগার বার ইঞ্চি লম্বা হয়। এই কাঠটির দুই প্রান্তের দু ইঞ্চি পর্যন্ত সাদা রঙের এবং মধ্যবর্তী সাত আট ইঞ্চি স্থান ঘোর কৃষ্ণ বর্ণে রঞ্জিত করা হয়। কাল মার্বেল কাগজে খোলসটি তৈরী হয়। এই মার্বেল কাগজ বই বাঁধাবার কাজে লাগে। ঐ কাগজের এগার বার ইঞ্চি লম্বা এবং দুই ইঞ্চি চওড়া টুকরা যাদুকাঠির ওপর জড়িয়ে পাশের লম্বা দিক ময়দার আঠা দিয়ে জুড়ে নিলে একটা কাগজের ফাঁপা নল হয়ে পড়ে। এখন ঐ নলের শেষ দিকে দু ইঞ্চি পর্যন্ত চকচকে আর্ট পেপারে মুড়ে দিলেই সহায়ক খোলসটি হয়ে যায়। এই নল প্রকৃত যাদুকাঠির ওপর জড়িয়ে তৈরী করে কাঠিতে পরানো অবস্থায় শুকিয়ে নিতে হয়। অন্যথা নলটি ঠিক গোল থাকে না। এই

সহায়কটি আরও একটু মজবুত ও উজ্জ্বল করতে হলে এর ওপর 'পেপার ভার্নিশ'-এর দু একটি প্রলেপ বুরুশের সাহায্যে লাগিয়ে নেওয়া যায়। এই বর্ণহীন ভার্নিশ রঙের দোকানে পাওয়া যায়।

যাদুকাঠিতে খোলসটি পরিয়ে খেলা শুরু করতে হয়। খোলসশুদ্ধ যাদুকাঠি হাতে নাড়াচাড়া করলে ও চেয়ারে টেবিলে আঘাত করলে দর্শকরা টের পান না যে যাদুকাঠি ছাড়া তাতে আর কিছু আছে।

কর্তব্য: (১) মুখস্থ করা হচ্ছে যখন, তখন তারই তালে তালে এপাশ ওপাশ হেলতে দুলতে, মাঝে মাঝে যাদুকাঠি থামের মধ্যে ঢুকিয়ে বার করা হতে থাকে এবং দ্রুত বলার ঝোঁকে নিরেট যাদুকাঠিটা থামে ছেড়ে এসে সহায়কটি বাইরে ধরে রাখা হয়। বেশী উঁচু থেকে নিরেট জিনিষ থামে পড়লে একটু শব্দও করে এবং থামটাও নড়ে যায়। এই বিষয়ে সতর্ক হয়েই নিরেট যাদুকাঠি যেন থামে রাখা হয়।

(২) কেবল সহায়কটি দ্বিতীয় থামে এমন ভাবে রাখা হয় যাতে সকলেই বুঝতে পারে যাদুকাঠিটি (সহায়কটি) প্রকৃতপক্ষে থামেই রাখা হয়েছে। পরে এই থামটি দুমড়ে মুচড়ে পাকিয়ে ফেলে যাদুকাঠির অন্তর্ধান বুঝানো হয়।

(৩) মহাকর্ষ শীর্ষক ক্রীড়ায় যাদুকাঠি হাতে আটকাবার উপায় জানানো হয়েছে সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

টুপিভেদ রহস্য

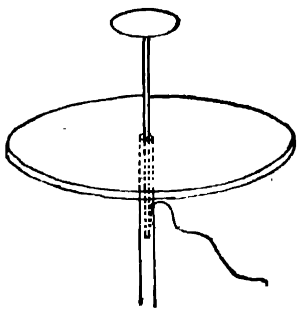
সংঘটন: টুপিটা দর্শকদের দেখতে দিয়ে ফেরত পাওয়ার পর একটি রুমাল চেয়ে নিয়ে আসা হয়। মঞ্চে এসে প্রদর্শক একটি স্বচ্ছ কাচের গ্লাস টেবিলে দাঁড় করিয়ে রেখে দর্শকদের দেওয়া রুমালে ঢেকে ফেলে। পরে টুপিটা চিত করে ঐ রুমাল চাপা গ্লাসের ওপর রাখলে প্রদর্শকের আদেশ অনুসারে টুপিটা গ্লাসের মধ্যে ঢুকতে থাকে। অবশেষে টুপি যখন টেবিলে এসে পৌছায় তখন রুমালটি টুপির তলা থেকে টেনে বার করে অন্য হাতে টুপিটা নিয়ে দর্শকদের কাছে গেলে দেখা যায় যে গ্লাসটি টুপির মধ্যে এসেছে এবং রুমাল ও টুপি আগের মত সম্পূর্ণ অক্ষত।

বাগ্‌বিস্তার: [আহরণ করা গ্লাস ও টুপি অথবা নিজস্ব দ্রব্যই হোক দর্শকদের সেগুলি পরীক্ষা করিয়ে মঞ্চে প্রত্যাবর্তনের মুখে জনৈক দর্শকের একটি

রুমাল সংগ্রহ করে এনে গ্লাসটি টেবিলে দাঁড় করিয়ে রুমাল দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে (১)] বৈজ্ঞানিকরা বলে থাকেন সেই পদার্থই নিরেট যার ঘনত্ব এত ঘেঁসাঘেঁসি যে তার মধ্য দিয়ে ছুঁচও গলানো যায় না। অর্থাৎ দুর্ভেদ্য ঘনত্ব। একটার ক্ষয়-ক্ষতি না করে অন্যটিতে দুষ্প্রবেশ্য। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে সম্প্রতি আমি গ্লাসটিকে রুমাল দিয়ে চাপা দিয়েছি। এখন আপনাদের দেখাতে চাই যে কাচের গ্লাসটি রুমাল ফুঁড়ে বেরুবে। তা করতে হলে সামান্য একটু আড়াল দরকার। যাদুতে ঈষৎ আলো আঁধারের লুকোচুরি চাই যেটাকে বলা হয় অনুকূল অবস্থা। না মশাই, জুয়াচুরি নয়, লুকাচুরি। যতখানি দেখবেন ততখানি বুঝবেন না, আর যেটুকু দেখবেন না ততোধিক বুঝবেন। এই দেখা আর অদেখার পরিবেশ সৃষ্টি করতে আমাকে টুপিটা কাজে লাগাতে হবে। [টুপি হাতে নিয়ে] টুপির রহস্য দুর্ভেদ্য। যতবার দেখি ততবারই পরিণয়ের পরিণাম উপলব্ধি করি। কারণ, টুপিতে ঢোকবার প্রশস্ত পথ রয়েছে কিন্তু বেরুবার সুড়ঙ্গ নেই। রঙ্গ ছলে বললেও কাজের দিকে ফিরলে আমরা রুমাল ঢাকা গ্লাসটিতে টুপি চাপাতে পারি। অর্থাৎ দেখা জিনিস না দেখতে হলে টুপির বদন বিবরে এমনি করে রুমাল চাপা গ্লাস আড়াল করতে পারি [টুপি দিয়ে গ্লাস চাপা দিয়ে (২)] অথবা এ ভাবেও টুপি চাপাতে পারি [টুপিটির মুখ ওপর দিক করে ঢাকা গ্লাসটিতে চাপিয়ে]। আগের বারের মত টুপি চাপা দিলে রুমাল ভেদ করে গ্লাসটি বেরিয়ে আসছে দেখতে পাবেন না। আর এভাবে রুমাল ঢাকা গ্লাসের ওপর টুপি চড়িয়ে রাখলে গ্লাসটি যখন রুমাল ফুঁড়ে চড়বড় করে উঠবে, দেখতে থাকবেন। আপনারা কোনটা দেখতে চান ? [আগেরটা দেখতে চাইলে চটুল চাহনি হেনে বলা হয় 'ওটা তো সোজা ব্যাপার'। টুপি ঢাকা দিয়ে রুমালটা টেনে নিলেই যা দেখবেন তা তো এখনই বুঝলেন]। অগত্যা শেষেরটা দেখুন। আমার আপত্তি আর টেঁকে কই ? যাদুবিদ্যায় বলেছে ঢাকা যেতে খুলনা। এমন হতে পারে পাবনাও মিলে যেতে পারে। এবার আমি যাদু কাঠি হাতে নিয়ে রাজার মত গাম্ভির্যে গ্লাসটিকে রুমাল ভেদ করতে আদেশ দিচ্ছি। যাও, যাও, যাও [(৩) প্রত্যেক বার যাও বলার সময় টুপির খানিকটা গ্লাসের মধ্যে নেমে যাচ্ছে দেখা যায় ও শেষে টেবিলের ওপর টুপিটা এসে পড়লে রুমালটি এক হাতে টেনে টুপির তলা থেকে খসিয়ে নেওয়া হয় (৪)। তারপর এক হাতে টুপিটা উঠিয়ে অন্য হাতে যাদুকাঠি নিয়ে গ্লাসটি যাদুকাঠিতে তুলে দেখানো হয় যে গ্লাসটি প্রকৃতপক্ষে টুপির মধ্যেই ঢুকেছে] এই রহস্যের সমাধান করতে বলা যায়

যে আলো যেমন আঁধার ভেদ করে যায় তেমনি এই শুভ্র গ্লাসটি আলোকরশ্মির মত কাল টুপির অন্ধকার ভেদ করে বেরিয়েছে।

উপকরণ ঃ কাচের গ্লাস, ফেল্টের টুপি অথবা টপ্ হ্যাট ও রুমাল দর্শকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা চলে কিন্তু নিজের এক প্রস্থ সামগ্রী হাতের কাছে থাকাই নিরাপদ। এ ছাড়া প্রয়োজন যাদুকাঠি ও টেবিল। এ খেলাটির জন্য বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বলিত টেবিল লাগে। দেখতে টেবিলটা যথাসম্ভব সাদাসিধা হয় কারণ ওপরের তক্তাটি গোলাকার এবং তাতে কাল মখমল বিছানো থাকলেও পাশের ঝালরের ঝুল্ তিন চার ইঞ্চির বেশী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তক্তাটি যে স্তম্ভের ওপর স্থাপন করা হয় সেটির নীচের অংশ ত্রিপদ যুক্ত এবং তার মাঝখানে একটি গোল নল থাকে। যারা ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ড অথবা ক্যামেরার ভাঁজ করা স্ট্যাণ্ড দেখেছে তারা এই টেবিলের দাঁড় সহজেই অনুমান করতে পারবে। টেবিলটি যথাসম্ভব কৃশকায় করতে তলায় তিনটি নলের পায়া আর তার ওপর গোল তক্তা এই হচ্ছে টেবিলের বর্ণনা। ওপরের তক্তাটি পনর ষোল ইঞ্চি ব্যাসের আধ ইঞ্চি পুরু কাঠের হলেই চলে। ওপরের তক্তাটি খুলে নেবার ও লাগাবার সুবিধা করতে ওটিকে একটি এক ইঞ্চি ব্যাসের নলের ওপর বসানো হয়। তক্তায় একটি এমন নল লাগানো হয় যেটি দাঁড়ের নলে দৃঢ়ভাবে গলিয়ে দিলে আঁট হয়ে বসে। তক্তাটির মাঝখানে আধ ইঞ্চি ব্যাসের ফুটোর মধ্যে আধ ইঞ্চির চেয়ে সামান্য ছোট ব্যাসের একটা নল গলিয়ে দেওয়া হয় যাতে সেটি সহজে ঐ ফুটো দিয়ে দাঁড়ের নলের মধ্যে চলাচল করতে পারে। এই যে নলটি দাঁড়ের কোটরে ঢোকানো থাকে তার তলায় একটা ছিদ্র করে, সেখানে কাল সুতা বেঁধে, সেই সুতা দাঁড়ের নলের তলার একটি ছিদ্র দিয়ে বাইরে বার করে আনা হয়। এই সুতা ধরে টানলে সরু নলটি কোটর থেকে বেরিয়ে পড়ে ও সুতা ছাড়লে ঢুকে যায় (চিত্র ১১১)। এই নলটির ওপর একটি ধাতব চাকতি লাগানো থাকে। বলা বাহুল্য, এই



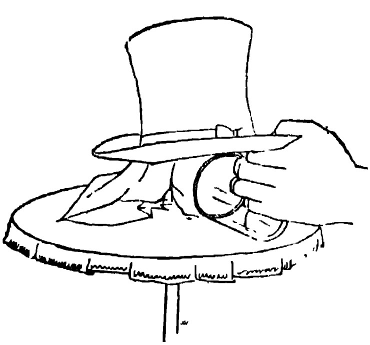
(চিত্র ১১১)

চাকতি যখন উঠে দাঁড়ায় তখন সেটাকে রুমালের আড়ালে উঠতে দেওয়া হয় এবং দণ্ডায়মান চাকতি রুমাল দিয়ে ঢাকলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে একটা গ্লাস

রুমালের তলায় রয়েছে। সুতরাং ঐ চাকতিটা গ্লাসের মুখের ফাঁদ অনুসারে তৈরী করা হয়।

কর্তব্য ঃ (১) রুমালের দুটি পাশাপাশি কোণ ধরে গ্লাসের সামনে সেটি ঝুলিয়ে ধরা হয় একটু সামনের দিকে বাড়িয়ে যাতে নেপথ্য থেকে সহকারী সুতায় টান দিয়ে টেবিলের মাঝখানে ছোট চাকতি উঠিয়ে রাখতে পারে। এই জন্যই চাকতির পিছনে গ্লাসটি রাখতে হয়। এই রুমাল দিয়ে চাকতি ঢাকবার সময় প্রদর্শক বাঁ হাত দিয়ে গ্লাসটি টেবিলে শুইয়ে ফেলে কারণ পরে টুপি ঐ চাকতি গলিয়ে দেখাবার সময় গ্লাস ও চাকতির জন্য কোনও অসুবিধা না হয় এবং প্রেক্ষাগারের কোনও কোণ থেকে গ্লাসটি রুমালের পিছনে রয়েছে দেখা না যায়।

(২) টুপিটি প্রথম বার চাকতি ঢাকা রুমাল গলিয়ে নামাবার সময় (চিত্র ১১২) বাঁ হাতে টুপিটা ধরে কাজটি করলে মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠার সাহায্যে শোয়ানো গ্লাসটির মুখের মধ্যে একটা আঙুল গলিয়ে অন্য দুটি আঙুল বাইরে রেখে গ্লাসটি ধরে ফেলা যায়। এখন টেবিলের ডান-দিকে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে টুপিটা ঝুলিয়ে ধরে ওঠানো হয়। এ সময় টুপিটার মুখ-গহ্বর দর্শকদের বিপরীত দিকে রাখা হয়। সুতরাং ঝোলানো টুপির আড়ালে আঙুলে ধরা গ্লাসটি টুপির মধ্যে ঢোকাতে টুপিটা প্রথমে শূন্যে উঠিয়ে, বাঁ হাতে ধরা দিকটা দর্শকদের দিকে রেখে, টুপিটা চিত করে ফেলা হয়। এটা যখন করা হচ্ছে তখন গ্লাসটি টুপির মধ্যে সন্তর্পণে রাখা হয় যাতে টুপিতে গ্লাস পড়ার কম্পনটিও দর্শকদের নজরে না পড়ে।



(চিত্র ১১২)

(৩) নেপথ্য সহকারী প্রদর্শকের আদেশ শুনে ক্ষেপে ক্ষেপে সুতায় একটু ঢিল দিলেই টুপির ভারে তলার চাকতি ঢাকা রুমালটি নামতে থাকে। দর্শকদের চোখে মনে হয় গ্লাসটি টুপির মধ্যে ধাপে ধাপে প্রবেশ করছে।

(৪) টুপিটা টেবিলে এসে ঠেকলে প্রথমেই রুমালটি টেনে বার করা হয়। কারণ এ অবস্থায় রুমালের কিছুটা চাকতির মধ্যে ধরা পড়ে যায়। টুপি উঠিয়ে রুমাল তুলতে গেলে অনেক সময় চাকতিটাও উঠে পড়ে। তখন এই যান্ত্রিক

সহায়তার কিছুটা প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় আগে রুমাল সরিয়ে তার পর টুপি তুলে নিতে হয়।

দ্রষ্টব্য : গ্লাসটির মধ্যে দর্শকদের একটি রঙিন রুমাল রেখে, নিশানা করে, খেলাটি দেখালে আরও ভাল হয়।

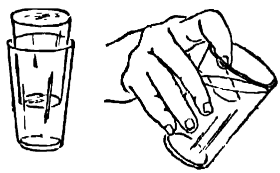
মধুসূদন দাদার ভাঁড়

সংঘটন : এক গ্লাস দুধ অন্য একটি পাত্রে ঢেলে, খালি গ্লাসটি শূন্যে বারেক আন্দোলিত করা মাত্রই সেটি দুগ্ধপূর্ণ হয়ে ওঠে। যতবারই গ্লাসের দুধ ঢেলে ফেলা হোক না কেন আকাশের দিকে তুললেই দুধে ভর্তি হয়ে যায়।

বাগ্‌বিস্তার : [এক গ্লাস দুধ নেড়ে চেড়ে দেখাতে দেখাতে (১)] কেউ বা শুনেছেন, আবার কেউ বা ভুলেছেন, তাই কাহিনীটা বলতে বাধ্য হচ্ছি। এই গ্লাস ভর্তি দুধের একটা ঘটনা আছে। অনেক দিন আগে আমাদের দেশে গুরু গৃহে ছেলেদের নি-খরচায় লেখাপড়া হত। শিক্ষা সমাপ্ত হলে প্রতিটি বিদ্যার্থী গুরু মশাইকে সাধ্যমত প্রণামী দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরত। আর নয়, আরও উচ্চতর জ্ঞান লাভের অন্বেষণে দিগ্‌গজ পণ্ডিতদের টোলে গিয়ে ভিড়ত। আমাদের ছাত্রটি পাঠশালায় পড়ত আর বেজায় গরীব অনাথার একমাত্র সন্তান বলে বিদ্যার্জন সমাপ্ত করে গুরু প্রণামীর বিষয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তার মার এমন সাধ্যও নেই যে খুদ-কুঁড়ো গুড় দিয়ে পাকিয়ে গোটা কয়েক নাড়ুও করে দেন। প্রত্যুষে গুরু প্রণাম করে পাঠশালা থেকে বিদায় নেবার জন্য যেতে যেতে বনের পথে এসে ঢুকতেই ছেলেটির মনে পড়ল যে বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে ভয়ের কথা মাকে বলতে মা বলেছিলেন, "ভয় কি বাবা। ও বনে তোমার মধুসূদন দাদা আছেন, তাঁকে ডাকতে ডাকতে যেও, বিপদে-আপদে তিনিই তোমাকে রক্ষা করবেন।" কাজেই বনের মধ্যে ঢুকতেই সে মধুসূদন-দাদা মধুসূদন-দাদা বলে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল। তার ডাক শুনে এক রাখাল বালক এসে শুধাল, "কি চাই ভাই?" সে বলল, "তোমাকে ডাকতে ডাকতে রোজই আমি বন পেরিয়ে পাঠশালায় যাই। আজ আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি। কাল আমার পড়া শেষ। গুরুকে প্রণাম করে বিদায় নেব। একটা কিছু প্রণামী তো দিতে হবে দাদা। আমাদের তো কিছুই নেই।"

রাখাল বলল, "বেশ তো দেবে। কাল তোমায় দুধ দেব, তাই গুরুমশাইকে দিও।" তার পর দিন মহা আনন্দে ছেলেটি দুধের ভাঁড় [গ্লাসের দিকে দৃষ্টি দিয়ে] নিয়ে বিদায়ী ছাত্রদের সারের শেষে দাঁড়িয়ে যথাসময়ে তার প্রণামী নিবেদন করে ঘরে গেল। গুরু সানন্দে ও আগ্রহ সহকারে ভাঁড়টি নিয়ে সহধর্মিনীকে একটি পাত্র আনতে বললেন। পাত্রে সব দুধটুকু ঢেলে (২) যেই না ভাঁড়টি সোজা করেছেন, "ওমা একি! ভাঁড়টা আবার দুধে ভরে উঠল (৩)।" তার পর ঢালা ও তোলা হতে লাগল। যত বার করেন এই একই অবস্থা, গ্লাস আর শূন্য হয় না, পূর্ণই থেকে যায়।

উপকরণ : একটি স্বচ্ছ কাচের গ্লাস ও তার সহায়ক এবং একটি বড় বাটি বা গামলা যার মধ্যে হাতশুদ্ধ গ্লাসটি ঢুকিয়ে ফেলা যায়। এই স্বয়মপুরণ গ্লাস তৈরী করা হয় সেল্যুলয়েডের স্বচ্ছ চাদর থেকে, ব্যবহার্য গ্লাসের অভ্যন্তরে রাখলে যেটি উচ্চতায় এক বা পৌনে এক ইঞ্চি ছোট এবং ঘেরে সিকি ইঞ্চি কম ব্যাসের আয়তন হয় (চিত্র ১১৩)। এই সহায়কটির তলদেশ ও ওপরের মুখ ঐ চাদরেই ঢাকা। এটি এমন ভাবে প্রস্তুত হওয়া চাই যাতে এতে জল বা হাওয়া না ঢুকতে পারে। কারণ সেল্যুলয়েডের হওয়াতে জিনিসটি হাল্কা হয়, তদুপরি বায়ুপূর্ণ থাকায় জলে ভাসতে পারে। কাচের গ্লাসে ইঞ্চি দেড় দুই দুধ দিয়ে তার পর সেল্যুলয়েডের তৈরী দু মুখ বন্ধ গ্লাসটি তার মধ্যে রাখলে সহায়ক ভেসে ওঠে। কাচের গ্লাসের প্রায় মুখের কাছ বরাবর সহায়কটি এনে রাখলে খেলা দেখাবার প্রাক্-প্রস্তুতি শেষ হয়। ছবিতে (চিত্র ১১৩) সহায়ক ও সহায়ক কি ভাবে নামাতে ওঠাতে হয় দেখানো হয়েছে।



(চিত্র ১১৩)

কর্তব্য : (১) অঙ্গুষ্ঠ এক দিকে রেখে অন্য দিকে কনিষ্ঠা অনামিকা ও মধ্যমা দিয়ে এই গ্লাস ধরতে হয় এবং তর্জনী গ্লাসের ভিতর যাতে প্রবেশ করানো যায় সেজন্য কিনারায় রাখা হয়। এখন সহায়কটি তর্জনীর সাহায্যে নীচের দিকে চেপে ধরায় গ্লাসটি দুধে ভর্তি দেখায় ও ছেড়ে দিলে দুধ তলায় নেমে যায়।

(২) সহায়কটি ছেড়ে দেওয়ায় দুধ আবার তলায় নেমে যায়।

(৩) সহায়ককে নীচে চেপে ধরায় গ্লাসটি দুধে পূর্ণ দেখায়। বলা বাহুল্য,

গামলা বা বাটিটি যে খালি তা আগেই দেখিয়ে রাখা হয় এবং গ্লাসের দুধ সেখানে ঢালার ভান করা হয় মাত্র। খেলার শেষে আর গামলা বা বাটি দেখানো হয় না। তবে দর্শকদের সামনে দিয়ে নিয়ে যাবার সময় সেটিতে যেন দুধ আছে অভিনয় সহকারে করতে হয়। যাদুক্রীড়ায় কেবল মাত্র ক্রীড়া দেখানো আর ভেল্কি লাগনোর মধ্যে তফাত শুধু ভান করার ভয়ঙ্করী শক্তির অব্যবহার ও ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে, মনে রাখা ভাল।

জলাঞ্জলি

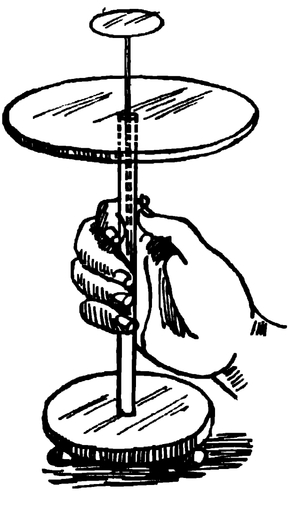
সংঘটন ঃ এক গ্লাস দুধ বা রঙিন পানীয় একটি ছোট দাঁড়ের ওপর রেখে প্রথমে একটা দু মুখ খোলা পিজবোর্ডের চোঙ দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়। তার পর আরও একটা ঐ রকমের বৃহত্তর ফাঁদের চোঙ প্রথম চোঙটি গলিয়ে দেওয়া হয়। এই দ্বিতীয় চোঙটি অন্যটির অপেক্ষা উচ্চতায় অনেক ছোট এবং যে গ্লাসটি ব্যবহৃত হয় তার চেয়ে উচ্চতায় ইঞ্চি দেড়েক দীর্ঘ। অতঃপর প্রথমে সরু ও লম্বা চোঙটি, অর্থাৎ প্রথমবার রাখা চোঙটি, তুলে টেবিলে রাখা হয়। তার পর খাটো চোঙটি তুলে নিলে দেখা যায় তরল পানীয় পূর্ণ গ্লাসটি অন্তর্হিত হয়েছে। গ্লাস অন্তর্হিত করার এটি একটি চমকপ্রদ নতুন খেলা।

বাগ্‌বিস্তার ঃ [টেবিল থেকে প্রথমে চোঙ দুটি দেখিয়ে, গ্লাসটিকে দাঁড়ের ওপর রেখে, স্বচ্ছ কাচের জাগ থেকে তরল পানীয় গ্লাসে ঢালতে ও চোঙ চাপা দিতে দিতে] দর্শন বিষয়ে হাতে-কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্বলিত শাস্ত্রসম্মত আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাই। তাই এই জাগ ভর্তি দুধ, কাচের গ্লাস, গ্লাসটা সুউচ্চে রাখবার দাঁড় আর দুটো বেঁটে ও মোটা এবং রোগা ও লম্বা দু মুখ খোলা চোঙ এনেছি। পণ্ডিতদের মাথায় বাগ্‌দেবী যে দার্শনিক স্মিত হাস্যে সমাসীনা, এই অধমের কণ্ঠে তিনি ভ্রমেও বিরাজ করেন না। কিন্তু তিনিই রূপ পরিবর্তন করে দুষ্টা পরিচয়ে আমার ভিতরে বিরাজমানা হয়ে সর্বজন মনমোহিনী আনন্দদায়িনী রূপে বিকশিতা হতে সর্বদাই উৎসুক। তাই আমি আপনাদের মত বিদগ্ধ সমাজেও দর্শনের মত বিজ্ঞ বিষয়েও আলাপ-আলোচনার যে অবতারণা করছি তা ধৃষ্টতা নয় গণ্য করতে পারেন। পণ্ডিতদের দর্শনের বিচারে দৃষ্টিগোচর কোনও বস্তুরই উল্লেখ নেই, না থাকাটাই পাণ্ডিত্য। আমার দেখানো দর্শনে দৃষ্টিদানই যে প্রকৃত বিষয় তা

দৃষ্টিপাত করা মাত্রই বুঝতে পারবেন। তবে স্মরণ রাখবেন, এখানে যা যা দেখছেন বা দেখবেন তাতে ভুল নেই কিন্তু দেখার পরেই সব ভুলে যাবেন এই যা বিপত্তি। আমার দর্শনে আর পণ্ডিতদের দর্শনে এই বুঝতে না পারার বোঝাপড়াতেই যা বেমালুম মিল আছে। [গ্লাসটি দাঁড়ে রেখে তাতে জাগ থেকে দুধ ঢালতে ঢালতে] আমি খালি গ্লাসটিতে দুধ ঢালছি। যদি কারও এই তরল পদার্থকে দুগ্ধ না মনে হয় তা হলে হরিণঘাটায় (অথবা গোশালায়) গরু থাকে বিশ্বাস করানো শক্ত। অনেকে হয়তো বলবেন, নামে কি আসে যায়। অনিত্য এই পৃথিবীতে নিত্য দেখছি শ্যামের বাঁয়ে রাধা ঠাকরুণ অনেক জায়গায় গরহাজির। যেমন, কলকাতায় শ্যামবাজার আর রাধাবাজারের মাঝখানে বৃন্দাদূতীর মত বৌবাজার ঠায় পাহারাওয়ালার মত দণ্ডায়মান। অথবা, দেখুন গোলদীঘিটা মোটেই গোলকার না হয়ে যথারীতি চতুষ্কোণ, আর লালদীঘির জল পরিষ্কার নির্মল। দেখে শুনে এই কথাই সার করেছি, যদ্দৃষ্টং তৎ গ্রাহ্যম্। অতএব আপনাদের মানতেই হবে গ্লাসে দুধ ঢালা হয়েছে। এবার দাঁড়টি বাঁ হাতে দুধ ভর্তি গ্লাস সমেত উঠিয়ে নিলাম [তথাকরণ]। এখন রোগা ও ঢ্যাঙা খাপটি চাপা দিলাম (১) গ্লাসটিকে ঢেকে ফেলতে। তার পর মোটা ও বেঁটে খাপটিও গলিয়ে দিলাম আগের খাপটার ওপর। তা হলে ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে এই যে দুটো খাপের খোপে এক গ্লাস দুধ আছে আমার হাতের দাঁড়ে। স্থূল ও সূক্ষ্মের বিভেদ ঘটাতে এত সব কাণ্ডকারখানা করতে হয়েছে যাতে দর্শনে কোন ভুলভ্রান্তি না হয়। আপনারা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষদর্শীরূপে অবগত আছেন যে তরল পদার্থের তিন অবস্থা। শীতে জমে নিরেট বরফ হয়, তাপে বাষ্প হয় আর গয়লাদের জলবিদ্যায় দুধও পৃথিবীর মত দুই তৃতীয়াংশ জলময় হয়ে পড়ে। আমাদের যাদুবিদ্যায় তাপমাত্রা বাড়াতে ও কমাতে অগ্নি বা শৈত্যের প্রয়োজন হয় না। ভাল করে পলকহীন চোখে নজর রাখুন। ঘটনা এখন ঘনঘটায় রূপান্তরিত হতে চলেছে। এই আমি ঢ্যাঙা খাপটি তুলে নিলাম [সরু লম্বা চোঙটি উঠিয়ে টেবিলে দাঁড় করে রেখে (২)]। এবার যদি বেঁটে খাপটি তোলা হয় তা হলেই আপনাদের দ্রষ্টব্য বিষয়টি অদৃষ্টপূর্ব ঘটনায় পরিণত হবে। তা হলে বেঁটে খাপটাও তুলে নিলাম [তথাকরণ]। [শূন্য দাঁড়ের দিকে তাকিয়ে] এ্যাঁ! শুধু দুধই নয়, গ্লাসটিও দুধের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে! [দাঁড় রেখে টেবিলে রাখা খাপটি হাতে নিয়ে সেটি অন্যটির মধ্যে গলিয়ে পারাপার করতে করতে ও অভ্যন্তর খালি দেখাতে দেখাতে] এ খাপ

দুটির লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে দুটিরই দু মুখ খোলা ; অর্থাৎ সুড়ঙ্গের মত। এগুলির উদর সব সময়ই খালি। উদরের শূন্যতাই মানুষের চোখ দুটিকে উদরপূর্তির অনুসন্ধানে গোলাকার করে রেখেছে। এই প্রদর্শন আপনাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে সুখী করুক।

উপকরণ: কাচের একটি গ্লাস, স্বচ্ছ কাচের জাগ ভর্তি দুধ, দুটি সুদৃশ্য পিজবোর্ডের চোঙ যাকে আগে খাপ বলা হয়েছে। এই খাপ দুটির একটি অন্যটির মধ্যে গলিয়ে বার করা যায় এবং ছোট ফাঁদের খাপটির মধ্যে গ্লাসটি অনায়াসে ঢেকে রাখা চলে। এটি লম্বায় অন্য খাপটির থেকে প্রায় দ্বিগুণ বড়। অন্য খাপটি লম্বায় খাটো হলেও গ্লাসটির উচ্চতা থেকে ইঞ্চি দুয়েক বেশী। এ ছাড়া গ্লাসটি পৃথক ভাবে রাখবার একটি দাঁড়। এই দাঁড়টি উচ্চতায় বার চৌদ্দ ইঞ্চি এবং গ্লাস রাখার গোলাকার পাটাতনটি তত খানি বড় হওয়া চাই যাতে গ্লাসটি মাঝখানে দাঁড় করিয়ে একের পর আর পিজবোর্ডের খাপ চাপিয়ে দিলেও ঘেরার বাইরে দু তিন ইঞ্চি জায়গা পড়ে থাকে। দাঁড়টি দেখতে যতই কৃশকায় ও খোলামেলা হোক না কেন (চিত্র ১১৪) এটির ক্ষীণ স্তম্ভটি একটি ফাঁপা নলে তৈরী এবং ঐ নলের গা চিরে একটি বোতাম অভ্যন্তরস্থ অন্য একটি শিকের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে যাতে শিকটির বোতাম ঠেলে দাঁড়ের পাটাতনের কেন্দ্রবিন্দুর ছিদ্র দিয়ে ওঠানো নামানো যায়। পাটাতনের ওপর দিকের শিকের মাথায় একটি ধাতব চাকতি লাগানো থাকে। ঐ চাকতিটি গ্লাসের মুখের ফাঁদের আকারের হওয়া দরকার। পাটাতনে ও চাকতিতে কাল মখমল লাগালে পড়া অবস্থায় চাকতি আছে দেখা যায় না।



(চিত্র ১১৪)

কর্তব্য: (১) ঢ্যাঙা চোঙটি দিয়ে গ্লাসটি ঢাকা হয়ে গেলে প্রদর্শক যখন অন্য চোঙটি তুলছে তখন স্তম্ভের গায়ের বোতামে অঙ্গুষ্ঠ লাগিয়ে দাঁড়টিকে নিজের ভারেই নামতে দেয় ফলে দাঁড়ের মাঝখানে চাকতির ওপর রাখা গ্লাসটি ঢ্যাঙা চোঙটির কানায় উঠে যায়। দ্বিতীয় চোঙটি এবার অন্যটি গলিয়ে দাঁড়ে রাখা হয়।

(২) প্রথমেই ঢ্যাঙা চোঙটি তুলে টেবিলে রাখা হয়। এই চোঙটি ওঠাবার সময়, চোঙের ওপরের মুখের মধ্যে চারটি আঙুল ঢুকিয়ে বাইরে অঙ্গুষ্ঠ রেখে তুলতে, গ্লাসটি চোঙের দেয়ালে চেপে ধরা হয়। এ সময় বা একটু পরে বোতাম ছেড়ে দিলেই চাকতি পাটাতনে এসে মিশে এক হয়ে যায়। চোঙটি কৃষ্ণকলার গহ্বরের ওপর ধরে রেখে দুধ ভর্তি গ্লাসটি সেখানে ত্যাগ করে তবেই অন্যত্র রাখা হয়। কৃষ্ণকলার গহ্বরটি জলনিরোধ বস্ত্রে বা পলিথিনে আবৃত করা অবশ্যই প্রয়োজন। অবশেষে মোটা ও বেঁটে চোঙটি ওঠালেই গ্লাসের অন্তর্ধান প্রকট হয়ে পড়ে।

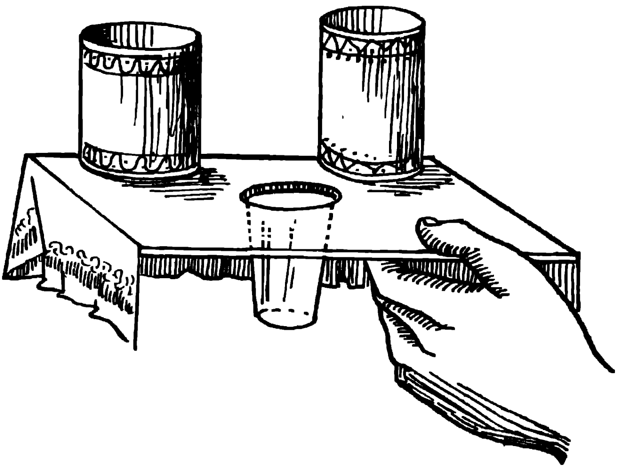
দ্রষ্টব্য: এই দাঁড় দিয়েও টুপি-ভেদ রহস্য ক্রীড়াটি দেখানো যায়। কৃষ্ণকলার গহ্বর 'খাঁচার পাখি' নিবন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে।

ফাঁকের ফাঁকি

সংঘটন : ঝালর লাগানো একটি ট্রের ওপর একটি গ্লাস রাখা হয় ও ট্রেটি হাতে ধরে রাখার পর ঐ গ্লাসটিকে প্রথমে একটি চোঙ দিয়ে ঢেকে ফেলা হয় ও এই চোঙটি গলিয়ে আরও একটি চোঙ পরিয়ে দেওয়া হয়। দেখা যায় প্রথম চোঙটি দ্বিতীয় চোঙটির চেয়ে উঁচু। এর পর চোঙগুলির চার ধারে যাদুকাঠি ঘুরিয়ে ট্রেটি হাতে রেখেই প্রথম বার লম্বা চোঙটি, যেটি গোড়াতেই গ্লাসটিতে ঢাকা দেওয়া হয়েছিল, সেটি তুলে, মুখের দিক দর্শকদের দিকে ঘুরিয়ে দেখিয়ে যখন দ্বিতীয় চোঙটি ওঠানো হয় তখন দেখা যায় যে গ্লাসটি আর ট্রেতে নেই। দর্শকদের চোখের চমক ভাঙ্‌তে না ভাঙ্‌তেই প্রদর্শক কি করে এই কাণ্ডটি ঘটেছে তা ট্রেটি ঘুরিয়ে দিলেই সবাই দেখতে পায় যে গ্লাসটি ট্রের ফোকর গলে নীচে ঝুলে রয়েছে। সুতরাং প্রদর্শক দর্শকদের আদ্যোপান্ত প্রদর্শন রীতি কাজে করিয়ে দেখাবার উদ্দেশ্যে গোড়া থেকে সব করতে, গ্লাসটির তলায় ঠেলা দিয়ে ট্রের ওপরের দিকে তুলে বার করে ট্রেতে রাখে ও পর পর ঢ্যাঙা চোঙ ও বেঁটে চোঙ চাপা দিয়ে আবার গ্লাসটির তিরোধান ঘটায়। দর্শকবৃন্দ খেলার চাতুরী বুঝে যেই না সন্তুষ্ট হয়েছেন, প্রদর্শক অমনি ট্রেটি দর্শকদের দিকে ঘুরিয়ে ধরে। কিন্তু এবার ট্রের ফোকর গলে গ্লাসটি তলায় দেখা যায় না। রহস্য আরও বেশী বেড়ে ওঠে প্রদর্শক যখন ট্রের তিন পাশে লাগানো ঝালরটি খুলে ফেলে দেয়।

বাগ্‌বিস্তার ঃ মানুষের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে যে সব চারুকলা সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে যাদুক্রীড়া সম্ভবত সর্বাপেক্ষা নির্মল ও নির্দোষ। তবে এখনও এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা যাদুবিদ্যা সম্বন্ধে বেশ খানিকটা উন্নাসিক। এই গোত্রের লোকদের ধারণা যাদুকর ও প্রতারকের ভাঁওতার মধ্যে মূলতঃ তফাত খুবই সামান্য। এই মত যে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা প্রসূত ও ভ্রমাত্মক তা আমি আপনাদের একটি বিচিত্র যাদুক্রীড়া দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। খেলাটি দু বার করব। প্রথম বার ঠকবেন ঠকের পাল্লায়। দ্বিতীয় বার যাদুকরের অপূর্ব কীর্তি দেখে খুশী হবেন। অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখানো যাদুকরের কাজ। আপনারা যা হতে পারে না তাই হচ্ছে দেখতে এসেছেন। আপনাদের প্রতারণা করব? আরে ছ্যা! [এত ক্ষণে ট্রে গ্লাস ও চোঙ দু'টি তুলে ধরে] যাক, এবার কথা ছেড়ে কাজ। প্রথমেই দেখুন, এই পায়া ছাড়া টেবিল বাহারে ঝালরে মোড়া, [ট্রেটি বাঁ হাতে ধরে] তার ওপর এই গ্লাসটি রেখেছি। তা হলে ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যানের মত এই টেবিলটায় গ্লাস রইল। এবার এই দুটি চোঙের দিকে লক্ষ্য করুন। একটি লম্বা ও রোগা, অন্যটি বেঁটে ও মোটা। তার কারণ একটির মধ্যে অন্যটি গলে যায় [করে দেখিয়ে]। এ চোঙগুলোর দু মুখ খোলা দুর্মুখও বলতে পারেন। এবার ঢ্যাঙা চোঙ দিয়ে আমি গ্লাসটি ঢেকে ফেলছি [তথাকরণ (১)]। তার পর ঐ সরু চোঙ গলিয়ে মোটা চোঙটা তার ওপর বসিয়ে দিচ্ছি [তথাকরণ] যাতে আপনারা চোঙ দুটোই এক সঙ্গে দেখতে পান। এখন আর গ্লাসটি দেখা যাচ্ছে না। দেখার চেয়ে না দেখা জিনিসই বেশী দেখতে ইচ্ছা হয় বলেই এত ঢাকাঢুকির ব্যাপার। অতএব গ্লাসটি না দেখতে পেয়ে আপনারা এর একটা ফোকর দিয়ে আমাকে দেখুন আর আমিও বিপরীত ফোকর দিয়ে আপনাদের দেখি [তথাকরণ] যা'তে আমাদের দেখায় কোন ফাঁক না থাকে। এ চোঙের দু দিকই খোলা আর মধ্যস্থল ফাঁপা তাই সব দেখা যায়। [ট্রের এক প্রান্তে বেঁটে চোঙটি ওঠাতে ওঠাতে] এবার বেঁটে চোঙটা উঠিয়ে নিই। [পূর্ববৎ চোঙ'টি সমান্তরাল ভাবে ধরে ফোকর দিয়ে দর্শকদের দিকে দেখতে দেখতে] এটার ভিতর দিয়ে আপনাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এখন যেটা অস্পষ্ট সেটা হচ্ছে গ্লাসটি কেন দেখা যাচ্ছে না [ট্রের দিকে তাকিয়ে]। তা হলে গ্লাসটি কোথায়? [ক্ষণ কাল অপেক্ষার পর ধীরে ধীরে ট্রেটির ঝালরহীন দিকটা ঘুরিয়ে

ধরলেই দেখা যায় গ্লাসটি সেখানে ঝুলে রয়েছে (চিত্র ১১৫)। গ্লাসটি ঠেলে তুলতে তুলতে] দেখুন জুয়াচুরিটা! এই টেবিলে একটা গর্ত করা হয়েছে যাতে গ্লাসটি তার মধ্যে পড়ে ঝালরের আড়ালে ঢাকা থাকে। ফলে আপনারা গ্লাসটিকে টেবিলের ওপরে না দেখে মনে করবেন গ্লাসটি নির্ঘাত উবে গেছে। [ট্রের গর্ত থেকে গ্লাসটি বার করে সেটি ওপরে রাখতে রাখতে] তা হলেই বুঝুন, যে ঠকায় সে গর্ত খুঁড়ে রাখে আর যত সব কানা তার মধ্যে পড়ে নাকাল হয়। প্রতারককে এড়িয়ে চলবেন মশাই। প্রতারণার ফাঁদে পা দেবেন না কখনও। প্রকৃত যাদুকর হলে [আগের বারের মত গ্লাসটি রেখে ট্রেটির ঝালরহীন দিক প্রদর্শকের কোলের



(চিত্র ১১৫)

দিকে রেখে কথা অনুযায়ী কাজ করতে করতে] আগে ঢ্যাঙা চোঙটি দিয়ে গ্লাসটি ঢেকে ফেলুন। তার পর বেঁটে চোঙটি ঢ্যাঙার ওপর দিয়ে গ্লাস ও চোঙ ঢাকুন। গ্লাস এখন আর চোখে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু চোঙ দু'টা যে আছে তা স্পষ্ট বুঝা যায়। এখন ব্যাপার হয়েছে দুটি চোঙের হাঁ এক হয়েছে। গণিত শাস্ত্রে বলে দুটি না একত্র হলে হ্যাঁ হয়ে যায়। যাদু শাস্ত্রে তারই অনুসিদ্ধান্ত করে বলা হয় দুটি হ্যাঁতে না হয়ে পড়ে। দেখুন ঢ্যাঙা চোঙটা উঠিয়ে নিচ্ছি [তথাকরণ (২)]। ওদিকের ফোকর দিয়ে দেখুন আমি যে আপনাদের দেখছি দেখা যাচ্ছে। এবার মোটা চোঙটা তুলে

দেখাচ্ছি [তথাকরণ]। এবারও আপনারা আমাকে এবং আমি আপনাদের ঐ গর্তের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। উভয় পক্ষই দর্শন করলেন কিন্তু যেটি দ্রষ্টব্য সেটির অদর্শন ঘটে গেছে, কারণ গ্লাসটি এখন আর ট্রেতে বিরাজ করছে না। তা হলে সেটা গেল কোথায়? [ক্ষণ কাল বিরতির পর] এবারও কি আপনাদের ধারণা ট্রের ফাঁকে গ্লাসটি লুকিয়ে পড়েছে? কি যে বলেন! এতগুলো ভাল ভাল কথার পরেও আপনাদের সঙ্গে চালাকি করে বাজিমাত করব? তবে দেখুন [ট্রের ঝালর খুলে ফেলে (৩)] অবাক কাণ্ড! গ্লাস এবার ট্রের ফোকরেও নেই। একেই বলে যাদু।

উপকরণঃ অস্বচ্ছ প্ল্যাস্টিকের অথবা এ্যাল্‌কাথেনের রঙিন একটি গ্লাস, দুটি পিজবোর্ডের দু মুখ খোলা নল যাকে চোঙ বলা যায় আর একটি কাঠের তক্তা যার দু পাশে ও সামনের দিকে ঝালর ঝুলানো। গ্লাসটি ধাতুতে তৈরী না হওয়াই ভাল কারণ পরে বুঝা যাবে। এই গ্লাসটির তলদেশ ফেলে দেওয়া হয় যাতে দু মুখ উন্মুক্ত হয়ে যায়। ট্রেটির তক্তা আধ ইঞ্চি পুরু ও দৈর্ঘ্যে প্রস্থে যথাক্রমে বার ইঞ্চি ও ছ ইঞ্চি। এটির মাঝখানে একটি ফোকর করা হয়। ফোকরটির ওপরের মুখ ক্রমশঃ নীচের দিকে ঢালু হয়ে সরু হয়ে যায় যাতে গ্লাসটি ঐ গর্তে ঢুকে আটকে থাকে অথচ বেরিয়ে না যায়। ফোকরে এটকানো গ্লাসকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলা যাতে যায় সেই বহরের ঝালর সামনের ও দু পাশের তক্তায় মেয়েদের জামায় ব্যবহৃত হুক দিয়ে ট্রের গায়ে লাগানো হয়। ঐ হুকে ঝালর টানটান লাগিয়ে রাখায় দরকারের সময় ঝালরটি অক্লেশে ট্রে থেকে খুলে ফেলা যায়। ট্রেটির ওপর কাল মখমলের আচ্ছাদন আঠা দিয়ে লাগিয়ে নেওয়াই ভাল। তবে রঙ করেও সুদৃশ্য করা চলে। লম্বা ও বেঁটে চোঙ দুটির গঠনে, লম্বাটি এত বড় হওয়া দরকার, যাতে দাঁড়ানো গ্লাসটি চাপা দিলে তদপেক্ষা ইঞ্চি দুয়েক যেন বড় হয়। আর বেঁটে চোঙটি লম্বাটি গলিয়ে রাখলে সহজে ঢুকতে পারে এবং গ্লাসটি অপেক্ষা অন্ততঃ ইঞ্চি খানেক দীর্ঘ হয়; কারণ প্রথম লম্বা চোঙটি উঠিয়ে ফেলার পর বেঁটে চোঙ যেন গ্লাসটিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে সমর্থ হয়। লম্বা চোঙটিতে একটু কারসাজি করার প্রয়োজন আছে। এই চোঙ দুটি শব্দ-নিরোধের উদ্দেশ্যে পিজবোর্ডের হওয়াই বিধেয়। ঢ্যাঙা চোঙটির ওপর দিকের মুখের ফাঁদ বেশ খানিকটা ছোট করা হয় যাতে গ্লাসটি তার মধ্যে রেখে সব শুদ্ধ উল্টিয়ে ধরলে চোঙের মুখ পার হয়ে বাইরে না বেরিয়ে আসতে পারে। এ জন্য ঐ মুখের ফাঁদে আধ ইঞ্চি চওড়া পিজবোর্ড দিয়ে কমিয়ে দিলেই

হয়। তলা কাটা গ্লাসটির অভ্যন্তর কাল ব্ল্যাক-বোর্ড রঙ মাখিয়ে কাল করাও আবশ্যক। চোঙ দুটির অভ্যন্তরও ঐ একই রঙে ঘোর অনুজ্জ্বল কাল করাও দরকার। বাইরের দিকটা রুচি অনুযায়ী শোভন করাই বাঞ্ছনীয়।

কর্তব্য: (১ ও ২) ঢ্যাঙা চোঙটি বেঁটে চোঙটির মধ্য থেকে তুলতে প্রথমঃবার ওপরের মুখের গহ্বরে তর্জনী ও মধ্যমা ঢুকিয়ে অঙ্গুষ্ঠ বাইরে চেপে ধরে ওঠানো হয় এবং অভ্যন্তর দেখাতে চোঙটি সমান্তরাল করে ধরা হয়। দেখানো হয়ে গেলে চোঙটির যে দিকটা এত ক্ষণ হাতে ধরা ছিল সেই দিকটা টেবিলে রেখে অন্য দিকটা ওপরমুখি করে রাখা হয়। চোঙের হাতে-ধরা দিকটা দর্শকদের দিকে রেখে অন্য দিকের ফোকর দিয়ে যাদুকর দর্শকদের দেখতে থাকে।

দ্বিতীয় বার ঠিক এই কাজটি আগের মতই করা হয়। তবে এ সময় চোঙের ভিতরে ঢুকানো আঙুল দুটি দিয়ে গ্লাসটি যতখানি সম্ভব চোঙের মধ্যে উঁচুতে তুলে ফেলা হয় ও গ্লাসটি আঙুলের চাপে সেখানেই ধরে রেখে চোঙটি সমান্তরাল করে ফোকরটি দর্শকদের দেখানো হয়। পরে আগের মতই চোঙটি উল্টে টেবিলে ছেড়ে দেওয়া হয়। এভাবে চোঙটি টেবিলে রাখলে, পরে ওঠাবার সময় সাবধানে সেটির তলার মুখ কনিষ্ঠা দিয়ে আগলে রাখলে, গ্লাসটি চোঙের ভিতর থেকে অন্য মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় না। তা ছাড়া চোঙটি পিজবোর্ডের হওয়াতে গ্লাসটি তার মধ্যে পড়ে কোনও শ্রবণগোচর শব্দ করে না। গ্লাসের ভিতর ও চোঙের ভিতরের রঙ কাল হওয়াতে চোঙের ফোকর যখন সটান তুলে দেখানো হয় তখন দৃষ্টি গ্লাসের ফোকর পার হয়ে বেরিয়ে যায়। ফলে, মনে হয় চোঙটির ভিতর দিয়ে পিছনের সব কিছু যখন দেখা যাচ্ছে তখন চোঙটি অবশ্যই খালি।

দুগ্ধ-সার

সংঘটন: এক জাগ দুধ কাগজের তৈরী অবাক-জলপানের ঠোঙায় ঢেলে খুলে দিতেই দেখা যায় তাতে বিন্দুমাত্র দুধ নেই। দুধের জন্য কাগজটি ভিজেও যায় নি, অর্থাৎ তরল দুধ বেমালুম নিশ্চিহ্ন। তরল দ্রব্য তিরোহিত করা দুঃসাধ্য। এই অসম্ভব কর্মটি করে দেখানোই এ খেলার বিশেষ চমক।

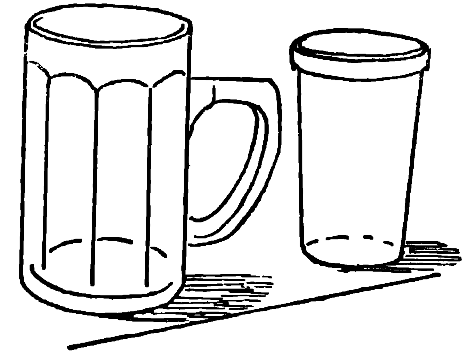
বাগ্‌বিস্তার: অসার খলু সংসারে সার হচ্ছে আসরের কথাবার্তা [বক্তব্য শুরু করতে হাতে দুধে ভর্তি জাগ তুলে নিয়ে সেটি দোলাতে দোলাতে যাতে সবাই দেখে বুঝতে পারে যে পাত্রটিতে বাস্তবিকই সাদা তরল পদার্থ রয়েছে

এবং টলমল করছে]। কৃষি কাজ করতে যান সারের দরকার। শরীর চাঙ্গা করতে চান, সার খান। আমার সামনে দেখছি লোকের 'সার' ; রাস্তা পার হতে যান গাড়ির সার। মোট কথা, এ জগৎটাই সারে ভরা। তাই আপনাদের এখনই এখানে একটা নতুন সার তৈরী করে দেখাতে চাই যাতে যাদু থেকেও সার লাভ করে মনপ্রাণ তাজা করে ফেলতে পারেন। [জাগটি টেবিলে রেখে এক খণ্ড খবরের কাগজ, আয়তনে ফুলস্কেপ হলেই যথেষ্ট, (১) হাতে নিয়ে] সার রাখবার সেরা পাত্র চাই। এই কাগজের এ পিঠ দেখুন আর ও পিঠ দেখুন। পিঠোপিঠি কত না সার খবরেই ভরা। এতেই সার রাখা ভাল। [কাগজটি মোচাকৃতি ঠোঙা বানাতে বানাতে] কাগজের পাত্র করা খুবই সহজ। এর মুখের হাঁ-টি বড় আর পেটটি ক্রমশ ছুঁচের মত সরু হয়ে পড়েছে [এ কথা বলবার সময় ঠোঙার মুখটি কাত করে দেখানো হয় যাতে সবাই জানতে পারে ঠোঙাটি খালি]। এই পানের বড় রকমের খিলির মধ্যে ঐ জাগ থেকে পানীয় ঢেলে দুধের সার প্রস্তুত করব। মাখন নয়, ছানা নয়, খাঁটি ও অকৃত্রিম নির্যাস তৈরী করে ফেলব। [ঠোঙা বাঁ হাতে তুলে ধরে, ডান হাতে জাগটি উঠিয়ে বারে বারে একটু করে জাগের দুধ ঠোঙায় ঢালতে ঢালতে (২) ও প্রত্যেক বার জাগের দুধ কমে যাচ্ছে দেখাতে দেখাতে] অল্প অল্প দুধ ঠোঙায় ঢালছি। তাড়াহুড়া করে ঢালাঢালির দরকারই বা কি ? সারই তো চাই ? দুধের অসার জলের ভাগ গয়লারা বাড়ায় বাড়ি-বাড়ির বাড়তি দুধের জোগান দিতে। এখন আমরা জলটা স্রেফ বাদ দেব, রইবে দুগ্ধ সার। দুধের সরে আছে মাখন, ছানায় আছে চর্বি, শর্করাও আছে, তা ছাড়া জল তো আছে দু রকমের, প্রাকৃতিক ও পৌর-প্রতিষ্ঠানিক। [তত ক্ষণে জাগের দুধ প্রায় তলায় এসে দাঁড়ায়, তখন জাগটি রেখে, ডান হাতে যাদুকাঠি তুলে ঠোঙায় কয়েক বার স্পর্শ করিয়ে] এত ক্ষণে এক জাগ দুধ ঠোঙায় ঢালা হল। ঠোঙায় জোলো দুধ ধরে রাখা যে কি মুস্কিল কি বলব [এ সময় ঠোঙায় দুধ আছে অভিনয় করে বুঝাতে হয়] ? এ দিকে একটু হেললেই ঠোঙা কাত হয়ে দুধ পড়বে, ও দিকে হেললে ঠোঙা নেস্কে দুধ গড়াবে। এই বিপদকেই বলে ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর (৩)। নাঃ, এ-পাশ ও-পাশ কোন পাশ টলে টলটলায়মান দুধ ঝরে নি, তলা চুয়ে ফোঁটা ফোঁটা দুধ ঝরছে [বিন্দু বিন্দু দুধ পড়া দেখিয়ে দিয়ে]। দুধের নির্যাস করব কি, ঠোঙার দুধ সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। দাঁড়ান, যাদুবলে ঠোঙার ছ্যাদা বন্ধ করি [ঠোঙার তলায় যাদুকাঠি ঘুরিয়ে দুধ পড়া বন্ধ করে] আর দুধ পড়ছে না। এখন পড়ছে না, তবে ঠোঙা খুললে রক্ষা নেই। ঠোঙার

ওপরটা ধরে দেখাই দুধ পড়া এক দম বন্ধ। [এ কথা বলতে বলতে ডান হাতের যাদুকাঠি বগলে রেখে ঠোঙার উঁচু কোণটা ডান হাতে ধরে তুললেই ঠোঙা খুলে যায়, তখন] আর এক বিন্দু দুধও পড়ছে না। যাদুর বাধন, অদৃশ্য বাঁধন, এ বন্ধন থেকে মুক্তি নেই। [কাগজটি সম্পূর্ণ খুলে দু পিঠ দেখাতে দেখাতে] কাগজটায় এখন আর দুধের চিহ্ন মাত্রও নেই। থাকবে কি করে ? দুগ্ধসার এক সূক্ষ্ম পদার্থ ; কেউ চোখেই দেখতে পায় না। [দূরবর্তী কোনও দর্শককে উদ্দেশ্য করে] অ মশাই, কি করছেন ? বাইনোকিওলার চোখে চাপিয়ে কি দেখছেন ? দূরবীক্ষণে সূক্ষ্ম জিনিস দেখা কি যায় ? এ কাগজটা অনুবীক্ষণে দেখলে তবেই দেখতেন সার কত অসার ?

উপকরণঃ একটি বিশেষ যাদু কারসাজিতে প্রস্তুত স্বচ্ছ কাচের জাগ ও এক খণ্ড ফুলস্কেপ কাগজ। আর প্রয়োজন ছোট তুলার গুটি বা স্পঞ্জের টুকরা। এই তুলা বা স্পঞ্জ খেলার আগে দুধে ভিজিয়ে রাখা হয় যাতে প্রয়োজনের সময় হাতের মুঠোয় রেখে চাপ দিলে ফোঁটা ফোঁটা দুধ পড়ে।

কাচের যে স্বচ্ছ জাগ এই খেলাতে ব্যবহার করতে হয় সেগুলির নাম বিয়ার জাগ। বিয়ার জাগ অনেক আকৃতির আছে। এ খেলার জন্য প্রয়োজন খাড়া দেয়ালের পলকাটা জাগ (চিত্র ১১৬)। এই জাগের অভ্যন্তরে একটি সহায়ক পরিয়ে দিতে হয়। ছবি দেখলেই বুঝা যায় সহায়কটিও স্বচ্ছ এবং গ্লাসের মত পদার্থ। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি স্বচ্ছ সেল্যুলয়েডের গ্লাস। এ গ্লাসটির ওপরের মুখের বহির্ভাগে একটা স্বচ্ছ পুরু সেল্যুলয়েডের বেড় লাগানো থাকে। এই বেড়ের সেল্যুলয়েডটি এক ইঞ্চির অষ্টমাংশ পুরু। ঐ বেড়ের ঠিক নীচে একটি অর্ধ চন্দ্রাকৃতি ছিদ্র থাকে।



(চিত্র ১১৬)

ছিদ্রটির ব্যাস সিকি ইঞ্চি। এই ছিদ্রের বিপরীত দিকে বেড়ের তলায় আর একটি ছিদ্র করা থাকে। খেলা দেখাবার প্রাক্কালে জাগে খানিকটা দুধ ঢেলে সহায়কটি

জাগের মধ্যে বসিয়ে দিতে হয়। সহায়কটি বসালেই দুধ জাগের মধ্যে উঠে দাঁড়ায়। সহায়কটির বেড় জাগের মুখে এঁটে বসে ও বসিয়ে দিলে জাগে যদি অতিরিক্ত দুধ দেওয়া হয়, সে দুধ সহায়কের ছিদ্র দিয়ে গ্লাসটির মধ্যে চলে আসে। এ অবস্থায় গ্লাসের মধ্যের দুধটুকু ফেলে দিতে হয়। দুধ ফেলার জন্য দু হাতের অঙ্গুষ্ঠ দুটি দিয়ে ছিদ্রগুলি বন্ধ করে জাগটি ওল্টালেই গ্লাসের মধ্যে যে দুধ এসে পড়েছিল সেটা বেরিয়ে যায় অথচ জাগ ও সহায়কের মধ্যে উত্থিত দুধ এক ফোঁটাও নির্গত হবার পথ পায় না। এবার ছিদ্রের চাপ বজায় রেখে জাগটি সোজা করে রাখলে দেখা যায় যে সহায়ক ঘিরে যে দুধ জাগে আছে তাতে মনে হয় জাগটি দুধে পূর্ণ রয়েছে। সহায়কের বেড়ের বহির্ভাগ ও জাগের মুখের ভিতরের দিক ঘসে মসৃণতা দূর না করলে দুধ বন্দী করার পর সহায়কটি জাগের মুখ থেকে খসে উঠে দাঁড়ায়। আবার ঐ দুটির সংযোগ স্থল খেলা দেখাবার পর বেশ ভাল করে ধুয়ে মুছে দুধের মাখনজাত তৈলাক্ত পিচ্ছিলতা দূর না করলেও এই বিপত্তি হয়। জাগ ও সহায়ক তুলে রাখার সময় সহায়কটি জাগের মধ্যে চেপে বসিয়ে না রেখে, পৃথক ভাবে অথবা আল্গা রাখাই ভাল।

জাগের দুধ কমাবার সময় ঐ অর্দ্ধ চন্দ্রাকার ছিদ্রটির দিকে দুধভর্তি জাগ হেলিয়ে ধরলেই খানিকটা দুধ সহায়কের গ্লাসে এসে পড়ে এবং তার পর জাগটি সোজা করলেই দেখা যায় যে জাগে আগে যতখানি দুধ দেখাচ্ছিল ততটা আর নেই ; কিছু কমে গেছে। যেহেতু ছিদ্র দিয়ে অনেক দুধ গড়িয়ে আসে না, সেহেতু ক্ষেপে ক্ষেপে দুধ কমাতে হয়। এ খেলা দেখাতে এমন প্রায়ই দেখা যায় যে প্রদর্শক জাগ কাত করে ধরেই আছে যতক্ষণ না গ্লাসের মধ্যে এসে পড়া দুধ প্রায় বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করছে। এত বড় ফাঁদের জাগ অত ক্ষণ কাত করে ধরে রাখলে যে কোনও তরল পদার্থ অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে যায় এটা মনে রেখে বারে বারে ঢেলে কমছে দেখালে জাগের মধ্যে যে ফন্দি করা আছে কোনও দর্শকেরই মনে হতে পারে না।

কর্ত্তব্য : (১) ঠোঙার জন্য কাগজটি হাতে নিতে সেই সঙ্গে বাঁ হাতে কাগজের কাছে রাখা দুধে ভিজানো তুলা বা স্পঞ্জটিও নিয়ে নেওয়া হয় এবং অনামিকার অঙ্গুলিমূলে বন্দী রাখা হয়। ঠোঙা চটপট যাতে তৈরী করা যায় তার জন্য আগেই ঠোঙা পাকিয়ে শিখে রাখা দরকার। যাদুর সব কাজই অভ্যস্ত হাতে করাই শ্রেয়।

(২) বাঁ হাতের অনামিকা মূলে বন্দী তুলা বা স্পঞ্জে চাপ দিয়ে বিন্দু বিন্দু দুধ ফেলা হয়। দুধের ফোঁটা বাঁ হাতে ধরা ঠোঙার তলা থেকেই পড়তে দেখে দর্শকদের ধারণা হবে যে ঠোঙাতে অবশ্যই দুধ আছে। এতে ঠোঙাতে যে দুধ ঢালা হয়েছিল তারও অকাট্য প্রমাণ হয়ে যায়। এই সব খুঁটি নাটি ব্যাপার না ঘটালে যাদুক্রীড়ায় কুহক সৃষ্টি করা যায় না।

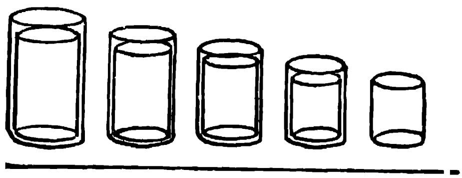
গোয়ালার গোঁজামিল

সংঘটন ঃ একটি ছোট পাত্রে জাগ থেকে দুধ ঢেলে পূর্ণ করা হল। এই ছোট পাত্রের দুধ তার চেয়ে বড় পাত্রে ঢালা হলে দেখা যায় যে সে পাত্রটিও দুধে ভরে গেছে। এর পর আরও তিন বার প্রত্যেক বার পূর্বাপেক্ষা বৃহৎ আকারের পাত্রে ঢালতে সবগুলিই দুধে ভর্তি হয়ে পড়ে। সব পাত্রগুলিই স্বচ্ছ ও জাগটিও স্বচ্ছ এবং তরল দুধ যে প্রত্যেকটিতে ঢালা হচ্ছে তাও স্পষ্ট দেখা যায়। অতি অল্প দুধ কি করে ক্রমে ক্রমে বেড়ে যায় সেটাই এ খেলার বিস্ময়।

বাগ্‌বিস্তার ঃ [দুধের জাগ ও পাঁচটি ছোট থেকে ক্রমান্বয়ে বড় পাত্র ট্রে শুদ্ধ হাতে নিয়ে] বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এ দেশের দুধ অতিশয় খাঁটি। গয়লারা এই বিশুদ্ধ দুধ বাড়ি বাড়ি বিলোতে বালতি নিয়ে বার হয়। বাড়তি যতই চান না কেন, কাউকেই বিমুখ করে না। আমি হলফ করে বলব, দুধে তারা কখনও জল মেশায় না। দেখুন, আমি এই জাগ থেকে এই ছোট্ট পাত্রে দুধ ঢালছি (১)। পাত্রটি পূর্ণ হয়েছে। এটি বিশুদ্ধ দুধ। সুতরাং যাঁর যত চাই, ততই পাবেন। গয়লা কখনও নেই নেই বলে না। দুধে এক ফোঁটা জলও মেশানো হয় না। অতএব ভাল করে লক্ষ্য করুন। এই ছোট এক পাত্র দুধ যদি তার চেয়েও বড় পাত্রে ঢালা হয় [বড় পাত্রটি উঠিয়ে উল্টে খালি দেখিয়ে] তা হলে অর্ধেকও ভরবে না। কিন্তু বিশুদ্ধ দুধ হলে [বড় পাত্রে দুধ ঢালতে ঢালতে] এই হয়। বড় পাত্রটি দুধে পূর্ণ হয়ে ওঠে [দ্বিতীয় পাত্র দুধে পূর্ণ হয়েছে দেখিয়ে (২)]; এর পর যদি আরও বেশী কেউ চায় তা হলে [পূর্ববৎ তৃতীয় বৃহত্তর পাত্র উল্টে খালি দেখিয়ে দ্বিতীয় পাত্রের দুধ তাতে ঢেলে পাত্রটি পূর্ণ করতে করতে (৩)] তাও ভরে ওঠে। আবার আরও বেশী যার চাহিদা তার বড় পাত্রটি গয়লার সামনে ধরা মাত্র [চতুর্থ পাত্রটি উল্টে খালি দেখিয়ে সেটি তৃতীয় গ্লাসের দুধে পূর্ণ করে (৪)] অতি অমায়িক হাসি হেসে সে তাতে দুধ ঢেলে দেয়। দেখুন, এটাও দুধে

ভরে উঠেছে ! আপনারা নিশ্চয়ই আগাগোড়া লক্ষ্য করেছেন যত বারই দুধ ঢেলেছি, সে দুধে জল মেশাই নি। যে পাত্রে ঢেলেছি, সেটাও খালি ছিল। তাতে এক ফোঁটা জল ছিল না উল্টে দেখিয়েছি। অথচ দুধ ক্রমাগত বেড়ে উঠেছে। [পাত্রের দুধ জাগে ঢালতে ঢালতে] এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমার ঠাকুমা দুধ জ্বাল দেবার আগে ছেঁকে নিতেন। ছাঁকার পর ছাঁকনিতে একটা জ্যান্ত চিংড়ি মাছ লাফাচ্ছে দেখা গেল। পরের দিন গয়লাকে ঘটনাটি জানাতেই জবাব দিল, "মানুষের শরীরেই তো পোকা মাকড় আছে। দুধে থাকবে না কেন ? দুধও তো গরুর শরীর থেকেই হয়।" নেহাত জাত গয়লা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান হলে বলত, 'জলে মাছ থাকে। দুধে জল আছে। অতএব দুধে মাছ থাকা বিচিত্র নয়।'

উপকরণঃ পাঁচটি স্বচ্ছ প্ল্যাস্টিকের পাত্র। এই পাত্রগুলি ক্রমান্বয়ে ছোট থেকে বড় আকারের। বাজারে রঙিন ঢাকনা দেওয়া এক রকম প্ল্যাস্টিকের কৌটা আছে। এগুলির অবয়ব স্বচ্ছ। এই কৌটা সংগ্রহ করার সময় দেখে নিতে হয় যে সব চেয়ে ছোট কৌটাটি তার পরের বড়টির মধ্যে ঢাকনি ছাড়া অনায়াসে যেন ঢুকে যায়। তার পর দ্বিতীয়টি তৃতীয়টির মধ্যে, তৃতীয়টি চতুর্থের মধ্যে এবং চতুর্থটি পঞ্চম কৌটাটির মধ্যে ঢাকনি ব্যতিরেকে ঢুকিয়ে দিলে ভিতরের ও বাইরের কৌটার অন্তর্বর্তী জায়গায় অন্ততঃ এক সুতা ব্যবধান আছে কিনা দেখা দরকার। ঐ মাঝের জায়গাটিই দুধ ঢাললে পূর্ণ হয়ে পাত্রটি ভর্তি দেখায়। বড় একটি পাত্রের মধ্যে তার পরের মাপের ছোট পাত্রটি উল্টিয়ে বসালে (চিত্র ১১৭) বড় পাত্রটিতে দুধ ঢাললে পাত্রটি ভর্তি দেখায়। কারণ বড়টির ভিতর যতখানি দুধ থাকার সম্ভাবনা তার অনেকটা ছোট পাত্রটি ভরাট করে রাখে। প্ল্যাস্টিকের একটি



(চিত্র ১১৭)

পাত্র অন্যটির মধ্যে উল্টে জুড়তে হলে ছোট পাত্রটির মুখ শানে ঘসে সমতল করে নিতে হয়। তার পর বড়টির তলায় প্ল্যাস্টিক জোড়ার স্বচ্ছ আঠা লাগিয়ে এবং ছোটটির মুখের কিনারায় ঐ আঠা বার দুয়েক ভাল করে লাগিয়ে ছোটটির মুখটা বড়টির তলায় বসিয়ে ঘণ্টা দু তিন চাপে রেখে শুকিয়ে

নিলেই হল। এই ভাবে চারটি বড় আকারের পাত্র তৈরী করা হয় এবং সব চেয়ে ছোট পঞ্চম পাত্রটি ঢাকনি ছাড়া ব্যবহার করা হয়। প্লাস্টিক জোড়ার আঠা হচ্ছে কুইক্‌ফিক্‌স, ষ্টিকল্‌ ও এরাল্‌ডাইট প্রভৃতি রঙের দোকানে পাওয়া যায়।

কর্তব্য : (১, ২, ৩ ও ৪) প্রথম স্বচ্ছ কাচের জাগ উঠিয়ে নাড়াচাড়া করে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে জাগে তরল পদার্থ আছে। তার পর জাগ থেকে সব চেয়ে ছোট পাত্রটিতে বেশ ব্যবধান রেখে দুধ ঢালা হয়। অর্থাৎ জাগটি উঁচুতে ধরে আর পাত্রটি কিছুটা নীচে রেখে ঢাললে সকলে দেখে যে দুধ প্রকৃতপক্ষে জাগ থেকে পাত্রে পড়ছে ও পাত্রটি একটু একটু করে পূর্ণ হচ্ছে। পাত্রে দুধ ঢালার আগে সেটি উল্টেপাল্টে দেখিয়ে দেওয়া হয় যে সেটি সম্পূর্ণ খালি। অতঃপর ছোট পাত্রটির দুধ পরবর্তী বৃহৎ পাত্রে আগের বারের মত উঁচু থেকে ঢেলে দেওয়া ও ঢালবার আগে যে পাত্রটিতে ঢালা হবে সেটি উল্টে খালি বুঝিয়ে দুধ ঢালা হয়। এই ভাবেই শেষ পর্যন্ত বৃহত্তম পাত্রে দুধ ঢেলে সেটিও ভরে উঠেছে দেখিয়ে শেষ পাত্রের দুধ জাগে ঢেলে খেলা শেষ করা হয়।

দ্রষ্টব্য : দুগ্ধসার খেলাটি শেষ হলে জাগে যে সামান্য দুধ তলায় পড়ে থাকে সেই দুধ ছোট পাত্রে ঢেলে দুধের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে বৃহত্তম গ্লাসে ঢেলে বুঝানো যায় যে আগে যে দুধ উবে গেছল সেই দুধই আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

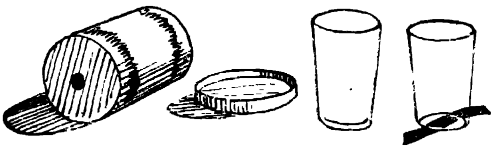
জলের আশয়

সংঘটন : একটি টিনের কৌটা খুলে তার ভিতর থেকে প্রথম বার একটি কাচের খালি গ্লাস বার করে দেখানো হয়। গ্লাসটি টিনের কৌটার মধ্যে পুরে ঢাকনি বন্ধ করে কৌটাটি ওপরে তুলে দেখানো হয় যে কৌটাটির তলায় একটা গর্ত আছে। ঐ গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে দিলে ভিতরের গ্লাস কৌটার খোলা মুখ দিয়ে যাতে উঠে পড়ে সেই জন্য এই ব্যবস্থা, ব্যাখ্যা করে বলা হয়। এবার কৌটাটির চার পাশে যাদুকাঠি ঘুরিয়ে কৌটা হাতে নিয়ে, ঢাকনি খুলে, তলার ফুটায় আঙুল গলিয়ে দিলেই গ্লাসটি কৌটার বাইরে উঠে পড়ে। তখন আঙুল গলানো হাতে কৌটার তলা ধরে বাঁ হাতে গ্লাসটি বার করতেই দেখা যায় গ্লাসটি রঙিন সরবতে ভরপুর। টিনের কৌটা ঢাকনি সমেত দর্শকরা হাতে নিয়ে দেখতে পারেন ও সরবৎ কিছু কিছু দু একটি আলাদা গ্লাসে ঢেলে দর্শকদের মধ্যে বিতরণ করা যায়।

বাগ্‌বিস্তার ঃ [কৌটাটি হাতে নিয়ে] লোকে বলে অভাবই আবিষ্কারের জননী। কিন্তু অভাবে পড়ে চুরি চামারি জুয়াচুরি করার সাফাই গেয়ে কেউ পার পায় না কেন, আশ্চর্য! অসুবিধা দূর করার জন্যই মানুষ ভেবে সারা। এই দেখুন না তৃষ্ণা নিবারণের উপায় বার করতে মানুষ ভবের হাটে, মাঠে, জঙ্গলে খানা খন্দ ডোবা পুকুর খুঁড়ে মরছে। অথচ আমাদের পৃথিবীর আয়তনের তিন ভাগের চার ভাগই জলময়। জলের আশায় জলাশয় মানুষকে কবে থেকে চিন্তা সাগরে ডুবিয়েছে, ভেবে দেখুন। জলে পড়েও জল খাওয়ার জো নেই! অথৈ সমুদ্রে পাড়ি দিতে খাবার জল সঙ্গে চাই। ডাঙ্গায় সহরে বাস করেও যা, গয়ায় ফল্গু নদীতেও তা। নগরের কলের জল বিকল হলেই মানুষের মন মেজাজ বিগড়ে যায়। সম্প্রতি জলের কলের অন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে [হাতের কৌটা তুলে দেখিয়ে]। অদূর ভবিষ্যতে যাঁর যেমন প্রয়োজন আর যতটা ট্যাঁকের জোর, তিনি তত বড় জলাশয় ঘরে এনে রাখতে পারবেন। এই ধরণের জলাধার পাবেন। [কৌটার ঢাকনি খুলতে খুলতে] এই জলাশয়ে হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট নহে এবং পরিশ্রুত জল পাবেন। কৌটা থেকে গ্লাসটি বাইরে আনবার সময় (১)] এই জলাধারগুলো ঢাকা দেওয়া থাকবে। তার মধ্যে আপনারা আপনাদের গ্লাস ঘটি বাটি ঘড়া কলসি রাখতে পারবেন। এই যেমন এই খালি গ্লাসটি আমি এটার মধ্যে রেখেছিলাম, বাইরে বার করে আপনাদের দেখালাম, আবার ঢুকিয়ে ঢাকনি বন্ধ করে রাখছি [গ্লাসটি উল্টেপাল্টে খালি দেখিয়ে]; গ্লাসটা সামান্য ভিজে ভিজে ছিল লক্ষ্য করেছেন বোধ হয়। এই কৌটার মধ্যে যাই রাখুন না কেন ভিজে যাবে। একটা জিনিস এই কৌটায় রাখলে ভেজে না। সেটা হচ্ছে কথা। জানেন তো, শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না,—এতেও না। জল ধরার জন্য এই জলাধারে একটা খালি পাত্র কিছু ক্ষণ রাখবেন। তার পর ঢাকনি খুলে পাত্রটি বার করবেন। [কৌটার ঢাকনি খুলে, তলার ফুটায় আঙুল গলিয়ে গ্লাসটির সামান্য অংশ উঠিয়ে (২)] গ্লাসটি জলে ভরে উঠেছে। [ডান হাতে কৌটার গর্তে আঙুল গলানো অবস্থায় তলা ধরে বাঁ হাতে গ্লাসটি সম্পূর্ণ বাইরে আনতে আনতে] জলটা কেমন ঘোলা ঘোলা দেখাচ্ছে, না? আমার আবার সাদা জল রোচে না। তাই আমার জলাশয়ে এই রঙের জলই পাই। [কৌটাটি ডান হাতে উপুড় করে ধরে, বাঁ হাতে গ্লাসের জল অন্য দু একটি ছোট গ্লাসে ঢেলে দর্শকদের বিতরণের ব্যবস্থা করে (৩)] যাদুকরের পানীয় একটু চেখে দেখুন। আর কৌটা ঢাকনিশুদ্ধ দেখতে পারেন [কৌটা ও ঢাকনি

দর্শকদের হাতে দিয়ে] এ এক আজব কৌটা। আণবিক যুগের শাস্তিমূলক শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। বিমানের যাত্রীদের জল যোগাবার উদ্দেশ্যে অধুনা ব্যবহার হচ্ছে। দিনে দিনে এই ব্যবস্থা পৌর-প্রতিষ্ঠানেরও হাতে পড়বে। তারপর আপনারা যা জল খাবেন তার কর দিতে দিতে করে হাতকড়া না পড়ে এই দুর্ভাবনা।

উপকরণঃ একটি স্বচ্ছ কাচের জাগে কিছু দুধ। একটি বড় বালির খালি কৌটা, একটি স্বচ্ছ কাচের গ্লাস ও একটি সহায়ক (চিত্র ১১৮)। কৌটাটির তলায় মধ্যস্থলে এক ইঞ্চি ব্যাসের ছিদ্র করা হয়। ঢাকনিটি অনায়াসে খোলা



(চিত্র ১১৮)

ও বন্ধ যাতে করা যায় সেজন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবশ্যই করা দরকার। কাচের গ্লাসটি পাঁইট পরিমাণ জল ধরে এমন আয়তনের হলেই হয়; তবে ঐ কৌটার মধ্যে রেখে ঢাকনি বন্ধ করে রাখা যাতে যায় সেটাই বেশী প্রয়োজন। এখন বাকী রইল সহায়ক। ছবিতে সহায়কটি একেবারে ডান দিকে দেখানো হয়েছে। এটি দেখতে গ্লাসের মত, শুধু এটির দু দিক খোলা এবং এই সহায়কটি গ্লাসের মধ্যে রাখলে খাপে খাপে মিলে মিশে যাতে থাকে সেটাই দেখা দরকার। সহায়কটি স্বচ্ছ সেল্যুলয়েডের চাদর থেকে কাচের গ্লাসের অভ্যন্তরের মাপে প্রস্তুত করা হয়। সেল্যুলয়েড জোড়ার আঠা বাজারে সুলভ। সহায়কের তলার দিকে গ্লাসের খুরোর চিহ্নও ঐ চাদরে করা চাই।

কর্তব্য ঃ (১) প্রথম বার কৌটার মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে সহায়কটি তুলে বাইরে এনে দেখানো হয়।

(২) এবার সহায়কশুদ্ধ গ্লাসটি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সহায়ক গ্লাসের মধ্যে রেখেই গ্লাসটি বাইরে এনে তরল পদার্থে ভর্তি দেখানো হয়।

(৩) ঐ গ্লাসের পানীয় অন্যান্য গ্লাসে ঢালার সময় তর্জনী গ্লাসের কানায় ঠেকিয়ে রাখলে সহায়কটি গ্লাসের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না। সমস্ত

পানীয় ঢালা হয়ে গেলেও এ গ্লাসে যে সহায়ক আছে তা যে জানে না তার চোখের কাছে ধরলেও দেখতে পায় না।

দ্রষ্টব্য: দুগ্ধশার খেলাটির সঙ্গে এই খেলাটি এক সঙ্গে জুড়ে দিলে ঠোঙার দুধ তিরোহিত করে পূর্বে খালি দেখানো এই কৌটায় রাখা গ্লাসে সেই দুধ স্থানান্তর হয়েছে দেখানো চলে।

পাক প্রণালী

সংঘটন: রাঁধবার পাত্রে একটি কাঁচা ডিম ভেঙে, ধার-করা টুপির মধ্যে দর্শকের দেওয়া রুমাল পুড়িয়ে, রান্নার পর থালায় ঢাললে দেখা যায় যে জীবন্ত পায়রা অথবা গিনিপিগ উৎপন্ন হয়েছে। টুপি ও রুমাল পরে অক্ষত অবস্থায় প্রত্যর্পণ করা হয়। এই যাদুক্রীড়াটি অত্যন্ত চিত্তগ্রাহী।

বাগ্‌বিস্তার: [হাতে একটি মাসিক পত্রিকা জাতীয় জিনিস নাড়তে নাড়তে] আপনাদের এখানে আজ যাদুক্রীড়া দেখাবার সুযোগে সম্প্রতি যে পারিবারিক দুর্যোগের আভাস পেয়েছি তা আপনাদের শুনিয়ে ভড়কিয়ে দিতে পারব বলে সুখী হয়েছি। ভয়ংকর দুঃসংবাদ! শুনলেই মূর্ছা যাবেন। [পত্রিকাটি দেখাতে দেখাতে] এটি মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত, একমাত্র মহিলাগণের পাঠ্য মাসিক পত্রিকা, নাম অন্তঃপুর। আপনারা কেউ এর খবর রাখেন না। আমিও আগে কিছু জানতাম না। সদ্য গৃহিণী গোসা করে পিত্রালয় গমন করায় বিছানার নীচে এটি আবিষ্কার করেছি। এই পত্রিকার সম্পাদকীয় বক্তব্য একটু পড়ে শোনাই। শুনে আপনাদের, পুরুষদের, আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যাবে; আর মহিলাবৃন্দের চিত্তে আনন্দস্রোত উদ্বেল হয়ে উঠবে। তবু ভদ্রমহোদয়গণ শুনুন। [পত্রিকা পাঠ শুরু (১) করে] হিন্দু শাস্ত্রের দোহাই পাড়িয়া যাঁহারা আমাদের গৃহলক্ষ্মী, কুললক্ষ্মী, সহধর্মিনীর স্তোক বাক্যে ভুলাইয়া নিজেদের সুখনিদ্রার জন্য নাসারন্ধ্রের ও পদযুগলের সর্ষপ তৈল প্রলেপনের নিমেষহীন তাড়নার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাঁহাদের সেই স্বার্থ সিদ্ধির ভাঁওতা ভাঙ্গিতে আমরা আজ সঙ্ঘবদ্ধভাবে বদ্ধপরিকর। এতদুদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাদি প্রনয়ণ করিয়াছি। এই স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা স্বাধীনতার কতটুকু অংশ লাভ করিয়াছি? পুরুষ-প্রধান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাতীয় সরকার বিদেশী সরকারের অপেক্ষা নারীদের কি সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়াছেন? স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা পুরুষদের পাশাপাশি একই

শ্রম করিলাম ও দুঃখ নির্যাতন ভোগ করিলাম। সমুদ্র মন্থনের ভাগ বাঁটোয়ারায় দৈত্যগণ যেরূপ বিড়ম্বিত হইয়াছিল, আমাদের জাতীয় সরকারও তদ্রূপ স্বাধীনতা প্রাপ্তির ফল বণ্টনে নারীদের কী দিলেন? দিলেন, বৈদেশিক দূতালি, স্বাস্থ্য মন্ত্রিত্ব, রাজ্যপালিকা ও হিন্দু কোড্ বিল্। সামান্য কতিপয় নারীকে পুরুষের সমান সমান অধিকার দেওয়াতে সমগ্র নারীজাতীর সৌভাগ্য বর্ধন হয় নাই। মানব গোষ্ঠীর, স্ত্রী ও পুরুষের, সমান অধিকারের যে গগনবিদারী ঘোষণা প্রাক-স্বাধীন যুগে বারংবার উচ্চারিত হইয়াছিল, সেই প্রতিশ্রুতির কণামাত্রও কি মহিলাবৃন্দ এখনও প্রাপ্ত হইয়াছেন, না কখনও পাইবেন? দেশ স্বাধীন হইলেও সেই রামায়ণ, মহাভারতের সময়ের নারী স্বাতন্ত্র্য আজও আমাদের কাছে সুদূর পরাহত। নিরবচ্ছিন্ন শিশুপালনে ও রন্ধনশালায় চারি বেলার কুম্ভিপাকে দগ্ধ ও সিদ্ধ করিবার কাজে লাগাইয়া আর আমাদের বহির্বিশ্বের বিশালতার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা চলিবে না। মানব অধিকারে আমরা ঘরে বাহিরে, অন্তরে ও অন্তরীক্ষে, পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে নরের সমান অধিকার দাবী করিতেছি। অতএব ঘর সংসারের নিত্য কর্মের যাবতীয় কাজ আমরা হারাহারিভাবে পুরুষদের সঙ্গে বণ্টন করিয়া লইব। সন্তান সন্ততি সামলান হইতে গ্রাসাচ্ছাদনের যোগাড় পর্যন্ত, মায় গৃহ মার্জনা ও শয্যা রচনা সমেত, দৈনিক গৃহকর্মও পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমান অংশে বণ্টন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা দু ভাগ করিয়া নর ও নারী পালাক্রমে গৃহস্থালি······[পত্রিকা বন্ধ করিয়া] অতএব উপস্থিত সজ্জনগণ অবহিত হউন। আর পড়ার দরকার নেই। যাঁরা বিবাহিত তাঁরা এতক্ষণে সম্বিৎ হারিয়েছেন। যাঁরা এখনও দার পরিগ্রহ করেন নি, তাঁরা দোর বন্ধ করুন। অতি নিকট ভবিষ্যতে পুরুষদের এক বেলার রন্ধন কার্য যে সম্পন্ন করতে হবে সেটা সুনিশ্চিত জেনে রাখুন। অতএব যাদুকর, এবং পুরুষ-যাদুকর হিসাবে, এই আসন্ন সংকটের সহজ সমাধান আমাকেই করতে হয়েছে। আপনাদের ভবিষ্যৎ গার্হস্থ্য ব্যাপারে স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে সে ব্যবস্থা শিখিয়ে দেবার জন্য আজ এই অপ্রত্যাশিত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাই। রন্ধন কর্মটি ললনাগণ যতই দুঃসাধ্য বলে প্রচার করুন না কেন, কার্যকালে আমি তেমন কোনও ভয়ংকর জটিলতা দেখতে পাই নি। এ কাজে প্রথমেই দরকার একটি উনান। অনুগ্রহ করে আপনাদের যে কোনও এক জন আমাকে একটি উনান দিন [সমগ্র প্রেক্ষাগারে অনুসন্ধিৎসু চোখ বুলিয়ে] আপনারা কেউ কি এখানে আসতে বালতির তোলা উনান হাত ঝুলিয়ে আসেন নি? কি বিপদ!

আরে মশাই, এটা তো জানা কথা যে যাদুকর খেলা দেখাতে নানা জনের কাছ থেকে নানা জিনিস চেয়ে নেয় আর ফেরত দেয়। চাইলেই দর্শকরা যথাসর্বস্ব দিয়ে দেন বলেই না যাদুকর হয়েছি। আত্মীয়েরা সাহায্য নেয়, বন্ধুবান্ধব ধার নেয়, চোর ছ্যাঁচড় বাটপাড়রা বাগিয়ে নেয় আর ফেরত দেয় লবডঙ্কা। কিন্তু যাদুকররা এক হাতে নেয়, দু হাত তুলে আশীর্বাদ দেয়। আমিও এক যাদুকর। আমাকে একটা সাধারণ জিনিস, উনান, দিচ্ছেন না? [দর্শকদের প্রতি মিনতি-পূর্ণ দৃষ্টি ঘোরাতে ঘোরাতে] তা হলে আপনারা উনান দেবেন না? উনান ছাড়া আগুন ধরাই কোথায় আর রান্নাই বা হয় কি করে? চুলোয় যাক উনান! আপনারা কেউ একটা টুপি দেবেন? তাও নেই! তা হলে আমার টুপিটাই হাওলাত করি। ধারের একটা মস্ত সুবিধা এই যে নির্বিঘ্নে যথেচ্ছ ব্যবহার করা যায়। [দর্শকদের টুপি দেখতে দিয়ে ও যথাসময়ে ফেরত নিয়ে] খালি টুপি খালি রেখে ফেরত দেওয়া সামাজিকতার নীতিবিরুদ্ধ ব্যবহার। নিদেন, আপনার রুমালটি টুপিতে ফেলে দিন (১)। [টুপিটা এক হাতে ধরে অন্য হাতে রুমালটি তুলে সবাইকে দেখিয়ে] আপনাদের এই রুমাল আমার টুপিতে রইল মনে রাখবেন। ভুলবেন না। অদুর ভবিষ্যতে আমাদের এক বেলা রান্না করতেই হবে আমি দিব্য চক্ষে দেখছি। [রুমাল টুপিতে ফেলে, মাথার ওপর টুপি তুলে ধরে মঞ্চে ফিরে এসে] পাকশালার প্রথম ঠ্যালার অনেক ঝঞ্ঝাট আমি কমিয়ে ফেলেছি। যাঁরা না ঠেকে শিখে, ঠকে শিখতে চান, মনোযোগ দিন। [টুপি নির্দেশ করে] আর জ্বালানি দেখেই বুঝতে পারছেন হেঁসেলের প্রথম ধূম্রজাল লাঞ্ছনা নিরোধ করেছি। এবার দেখুন দ্বিতীয় উপকরণ [সস্‌প্যান তুলে দেখাতে দেখাতে] এটা একটা প্যান্ (২)। গৃহিণীরা এগুলো নেড়ে প্যানপ্যান করেন, 'হেঁসেল ঘেঁটেই মলুম,' তাই এটাকে প্যান্ বলে। সরল বাংলায় হাতলওয়ালা কড়া বা কড়ার সঙ্গে বেড়ি জুড়ে ঢাকনি দিয়ে সৃষ্টি। এই প্যান্‌টায় রাঁধবার জন্য সামগ্রী দিতে হয়। দোহাই মহিলাবৃন্দ হাসবেন না। অনেক পুরুষ মানুষ এটার নাম তো জানেনই না, চেহারাও কখনো দেখেন নি। তাই একটু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে। আমাকেই এক ছড়া বিস্কুট হার প্রণামী দিয়ে শিখতে হয়েছে। [বাঁ হাতে প্যান্ ধরে, ডান হাতে জলের গ্লাস উঠিয়ে] এটি ব্যবহার করার আগে ভিতরে জল ঢেলে ধুয়ে নিতে হয় [(৩) তথাকরণ ও গ্লাস টেবিলে রেখে] এবার প্যান্‌টা উনানে চাপাতে হয় [টুপির মধ্যে প্যান্ রেখে (৪)] ঐ যাঃ! উনানে আগুন না ধরিয়েই প্যান্ চাপিয়েছি। [প্যান্‌টি টুপি থেকে বার করে টেবিলে

রেখে একটি শিশি থেকে কিছু স্পিরিট টুপিতে ঢেলে] আপনারা নিশ্চয়ই এবার আর না বলতে পারবেন না। দিন, আগুন দিন, এনেছেন নিশ্চয়ই ? নেই ! বলেন কি ? একটা দেশলাই কারও কাছে নেই ? হতেই পারে না। একটা দেশলাই কাঠির আগুনে গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করা যায়। দিন, দেশলাই দিন [দর্শকদের কাছ থেকে দিয়াশলাই সংগ্রহ করে, কাঠি জ্বালিয়ে টুপিতে ফেলে, বহ্নিমান রুমালটি কয়েক বার তুলে দেখিয়ে, টুপির মধ্যে প্যানটি রেখে (৫) একটি ডিম হাতে নিয়ে] এই দেখুন একটা আস্ত টাটকা ডিম। ধরুন, কালিয়া, কোপ্তা, কোর্মা, চাই কি কাবাব রান্নার দরকার। ডিমের খোসা বাদ দিয়ে শাঁসটাই রান্নায় লাগে। ডিমের চার দিকেই খোসা। তা হলে ভেতরের শাঁসটা বার করবেন কি করে ? এ তো ফল নয় যে দিব্য খোসা একটু একটু ছাড়িয়ে শাঁস পাবেন। ডিমের ভেতর তরল পদার্থ। খোলস ভেঙেছেন কি সারা ঘর রসে প্রাণ বিষময় করে তুলবে। দেখুন। এই ভাবে ডিমটা হাতে ধরে প্যানের গায়ে এক বার দু বার ঠুকবেন [তথাকরণ]। তার পর ফাটলটা বরাবর খোলসের খানিকটা খসিয়ে সেখানে একটা গর্ত করবেন। শেষে গর্তটা প্যানের দিকে কাত করলেই [তথাকরণ] সব তরল পদার্থ হুড়মুড় করে প্যানে গিয়ে পড়বে (৬)। ব্যাস্, একটা ফাঁড়া কাটল। [পিছনের সারের জনৈক ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য করে] পেছনের দিকে একজন আমার রন্ধন প্রণালীর উপদেশ টুকে নিচ্ছেন মনে হচ্ছে। খাটো হাতের লেখা জানা যদি থাকে আমাকে অনুলেখনটি দিলে সবাইকে ছাপিয়ে বিতরণ করে দেব, শুনছেন মশাই। তা হলে আমার প্যানে জ্যান্ত হাসের ডিম ছাড়া হয়েছে। মশলা মরিচের জন্য দুর্ভাবনা করবেন না। সব মশলাই গুঁড়ো পাওয়া যায়। যে রান্নাটা রাঁধবেন, সমস্ত মন দিয়ে সেটার কথাই ভাবতে থাকুন। তার পর হাত মুঠো করে এমনি ভাবে ভাবতে ভাবতে দেবেন আর বলবেন, 'লঙ্কা দিলাম, হলুদ দিলাম, আদা পেঁয়াজ বাটাও দিলাম, এলাচ লবঙ্গ দারুচিনির ফোড়ন দিলাম ; জল দিলাম পরিমাণ মত, দু চারটে তেজপাতা তাও দিলাম ; নুন মিষ্টি আন্দাজ করে।' আর ঘী দেবেন ভাঁড়ে মা ভবানী যদি না বিরাজ করতে থাকেন। এবার ঢাকনিটা এঁটে বন্ধ করে দিন [তথাকরণ (৭)]। উনানে প্যান তাতিয়ে সামগ্রী ফুটিয়ে নিন। এতক্ষণে সব কাজ চুকে গেল। গরম গরম পরিবেশন করলে খেতে যেমন সুস্বাদু তেমনই মুখরোচক। তা হলে আপনাদের এক জন একটু চেখে দেখুন ? [জনৈক দর্শককে মঞ্চে আমন্ত্রণ করে এনে, তাঁর হাতে একটা থালা দিয়ে প্যানের ঢাকনি খুলে, প্যানটি থালায় উপুড়

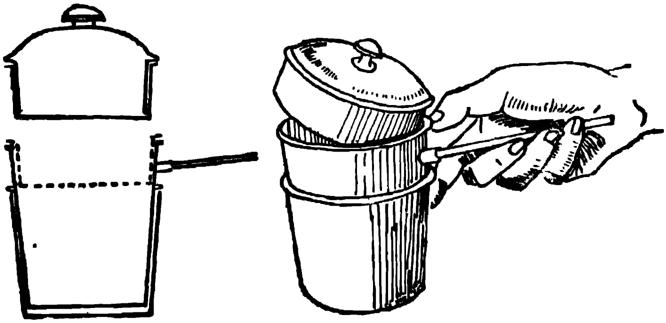
করার পর সে দিকে না তাকিয়ে প্যানটি সরিয়ে নিতে নিতে দর্শকবৃন্দকে লক্ষ্য করে (৮)] এ রান্না খেয়ে দেখুন। তৃতীয় পক্ষের পরিবারের রান্নার চেয়েও মধুর ও মোলায়েম হয়েছে। [থালার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে] আরে! এ আবার কি কাণ্ড? যাদুকরের রান্নাতেও ভেল্কি! ডিম থেকে জলজ্যান্ত জীব। এমন রান্না স্বয়ং দ্রৌপদীও রাঁধতে পারেন নি, সত্যি (৯)। আমার রান্নার তারিফ আপনারা করুন, আর নাই করুন, যে ভদ্রলোক তাঁর রুমালটি উনানে দিয়েছিলেন তিনি তাঁর অবশিষ্ট রুমালটি যদি শিষ্টাচারে ফেরত নেন তা হলে আমি বিশেষ কৃতার্থ বোধ করব [টুপি দর্শককে বাড়িয়ে ধরে, তাঁর দৃষ্টিরেখার ঊর্ধ্বে রাখা হয় (১০)]। রুমালটা আপনার চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না তো? সামান্য একটু পুড়ে গেছে। ঘরে গিয়ে তালি লাগিয়ে নেবেন। তা হলে মহিলাবৃন্দ, আপনারা অন্তঃপুরের সম্পাদিকাকে সর্বাগ্রে জানাতে ভুলবেন না যে পুরুষেরা এক বেলাও হেঁসেলে ঢুকলে যা অনাসৃষ্টি ঘটতে থাকবে তার জের সামলাতে অন্য বেলা আপনাদের হাড় আরও কালি বৈ সাবান ধোয়া হবে না। অতএব আপনারাই মনের সুখে পাকযন্ত্রের পাকাপাকি সরবরাহ বজায় রাখতে পাকশালায় পাক দিতে থাকুন।

উপকরণ: একটি বিশেষ ধরণের প্যান্ (চিত্র ১১৯)। এক গ্লাস জল। এক শিশি স্পিরিট। একটি থালা বা প্লেট। একটি সাদা সাধারণ রুমাল। টপ্ হ্যাট ও এক বাক্স দিয়াশলাই এবং একটি হাঁসের ডিম। গিনিপিগ বা ছোট পায়রা অবশ্যই মজুত রাখা দরকার। তা ছাড়া একটি ছাপানো পত্রিকাও লাগে। এ বিষয়ে পরে যা জানার জানানো হয়েছে। একটা ছোট চিমটে রাখলে ভাল হয়।

প্যান্‌টিতে যথেষ্ট কারিগরি করার প্রয়োজন আছে (চিত্র ১১৯)। ছবির বাঁ দিকের নক্সায় প্যান্‌টির চারটি অংশ দেখানো হয়েছে। ঢাকনির নীচে খোলস পরানো থাকে। প্যানের পাত্রের ভিতরেও আর একটা খোলস থাকে। ঢাকনির খোলসটি পাত্রের মধ্যে আল্গা হয়ে বসে কিন্তু ঢাকনি চেপে ওঠালে ঐ খোলসটি ঢাকনিতে এঁটে যায়। সুতরাং দরকারের সময় ঢাকনি ও খোলস এক সঙ্গে তুলে নেওয়া যায়। প্যানের গায়ে একটা হাতল থাকে। পাত্রের মুখের ফাঁদ আট নয় ইঞ্চি ব্যাসের হলেই চলে। গভীরতা দশ ইঞ্চি পর্যন্ত করা যায়। ঢাকনির খাড়াই সাড়ে তিন ইঞ্চি করা ভাল। পাত্রের তলার খোলসটি পরাবার পর মাঝখানে ইঞ্চিটাক জায়গা অবশ্যই রাখতে হয়। নীচের খোলসটি পাত্রে পরাবার পর খোলসটির মুখ পাত্রের গায়ে যাতে দেখা না যায় সে জন্য

সেখানে পাত্রের গায়ে 'পল' তুলে রাখা হয় (১১৯ চিত্রে দ্রষ্টব্য—ডান দিকের ছবি)।

যে পত্রিকাটি খেলা দেখাবার সময় দর্শকদের দেখানো হয় সেটিও কারচুপি করা পত্রিকা। বহুল প্রচলিত নয়, এমন একটি পত্রিকা বেছে নিয়ে, প্রচ্ছদটি পালটিয়ে, ছবি সমেত 'অন্তঃপুর, একমাত্র মহিলাগণের পাঠ্য' ইত্যাদি শিরোনামা ও চিত্রণ করে ফেলা হয়। সুতরাং পত্রিকাটি দেখে কারও সংশয় থাকে না যে সেটি কৃত্রিম পত্রিকা। পরিবর্তিত পত্রিকাটির সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাটির নাম বদলিয়ে



(চিত্র ১১৯)

অন্তঃপুর করা চাই। আর ঐ পত্রিকার কোনও পৃষ্ঠায় যে সম্পাদকীয় বক্তব্য পাঠ করে শুনানো হয়, সেটুকু কাগজে লিখে ওরই মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। প্রয়োজনের সময় লেখাটুকু গড়গড় করে পড়ে গেলেই হল; মুখস্থ না করলেও চলে। পত্রিকা খুলে পড়ে যেতে থাকলে লোকে ধরে নেয়, যা পড়া হচ্ছে তাই পত্রিকায় ছাপা আছে।

এ খেলা দেখাবার প্রস্তুতি পর্বে পায়রা বা গিনিপিগ পাত্রে রেখে ঢাকনির খোলসটি পাত্রের মুখে গলিয়ে দেওয়া হয় ও ঢাকনিটি পাত্রের মুখেই আল্গা রাখা হয় (চিত্র ১১৯, ডান দিকের ছবি লক্ষণীয়)। পাত্রের তলার খোলসের মধ্যে একটা সাদা রুমাল রেখে খোলসটি পাত্রের তলায় পরিয়ে এক করে রাখা হয়। পাত্রের তলার খোলস তর্জনীতে চেপে ধরে হাতল ধরে প্যানটি কি ভাবে ওঠাতে হয় তাও ঐ ছবিতে দেখানো হয়েছে। প্যানের হাতল তিন আঙুলে জড়িয়ে ধরে তর্জনী দিয়ে তলার খোলস ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ওপরের খোলস যথাস্থানে আটকে রাখা হয়। খোলস খসিয়ে ফেলার সময় প্রয়োজনীয় আঙুল আল্গা দিলেই হল।

কর্তব্য ঃ (১) দর্শকের রুমাল টুপিতেই সংগ্রহ করে আনা হয়। ততক্ষণ রুমালে প্রদর্শক হাত দেয় না যতক্ষণ না টুপিতে আগুন জ্বালিয়ে জ্বলন্ত রুমাল দেখানো হচ্ছে। অধুনা ভদ্রলোকেরা নানা রঙের ও সরু মুড়িভাজা রুমাল ব্যবহার করেন। এ খেলার জন্য একই দেখতে দুটি রুমাল লাগে। সাদা ও সাদাসিধা রুমালই দরকার। প্যানের তলার খোলসে প্রদর্শক যে রুমালটি রাখবে তারই মত দেখতে রুমাল পেতে হলে কয়েক জনের রুমাল প্রত্যাখ্যান করে ঠিক যেমনটি দরকার বুদ্ধি খাটিয়ে জোগাড় করে নিতে হয়। নেহাত যদি তেমনটি না পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে রুমাল টুপিতে গ্রহণের পর আর তুলে না দেখানোই শ্রেয়। কিন্তু জ্বলন্ত রুমাল অকুতোভয়ে উঠিয়ে দেখানো যায়।

(২) প্যানের ঢাকনি প্রায় খোলা অবস্থাতেই আনা হয়। সুতরাং ঢাকনি তুলে তার অভ্যন্তর ভাগ অনায়াসে দর্শকদের দিকে ঘুরিয়ে টেবিলে বা চেয়ারে রাখা যায়।

(৩) প্যানটি তুলে ধরতে ছবিতে দেখানো ভাবে তর্জনীর চাপে পাত্রের খোলস প্যানের গায়ে চেপে রেখে ওঠানো হয়। প্যানটি জল দিয়ে ধুতে জলটা প্যানের মুখে চাপানো ঢাকনির খোলসে ঢালা হয়। প্যান্ কাত করে ঐ জল ফেলবার সময় মুখের খোলসটি অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে চেপে ধরলেই জল ঢালা যায়। কিন্তু এ সময় প্যানটি বেশী হেলানো যায় না কারণ প্যানের মধ্যে যে জীবটি আছে তার ভারে মুখের খোলস খসে পড়া বিচিত্র নয়। একটু সতর্ক থাকলেই হয়। তবে কাজটি করতে হেলাফেলায় করা হচ্ছে করতে না পারলে যাদু সৃষ্টি হয় না। বলা বাহুল্য, পাত্রের খোলসে প্রদর্শকের রুমালটি রক্ষিত আছে।

(৪) টুপির মধ্যে প্যানটি বসালেই তলার খোলসটি খসে পড়ে যায়। দর্শকের দেওয়া রুমালটি খোলসের নীচে চাপা থেকে যায়।

(৫) টুপির ভিতর থেকে যে জ্বলন্ত রুমালটি চিমটের সাহায্যে কয়েক বার তুলে দেখানো হয়েছে সে রুমালটি পাত্রের খোলসের মধ্যে রাখা প্রদর্শকের রুমাল। কিন্তু দর্শকদের দেখে মনে হয় তাঁদেরই দেওয়া রুমালটি পুড়ছে। স্পিরিটে ভেজানো কাপড় পুড়তে সময় লাগে। সুতরাং একই রুমাল কয়েক বার ব্যবহার করা যায়।

(৬) ভাজা ডিমের তরল পদার্থ প্যানের মুখে বসানো খোলসটির মধ্যে ফেলা হয়।

(৭) ঢাকনি চেপে বসাবার উদ্দেশ্য পরে যখন ঢাকনি খোলা হবে তখন

খোলসটি তাতে এঁটে থাকায় খোলস সমেত ঢাকনিটি সরালে পাত্রে রাখা জীবটি বার করার সুযোগ হয়।

(৮) থালা বা প্লেটে প্যান্ থেকে কি ঢালা হচ্ছে তা প্রদর্শকের না দেখাই উচিত। কারণ, পরে যা বলা হবে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অভিনয় করতে হয়। যাদুর চমক সৃষ্টি করতে হলে যাদুকরকেও কখন কখন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে ভান করতে হয়।

(৯) ঐ কথা বলতে বলতে প্যানটি টুপির মধ্যে ঢুকিয়ে ওঠাবার সময় পাত্রের তলার খোলসটিও প্যানের গায়ে লাগিয়ে বার করে নেওয়া হয়। খোলস সমেত প্যান্ এখন অন্যত্র রাখা যায়।

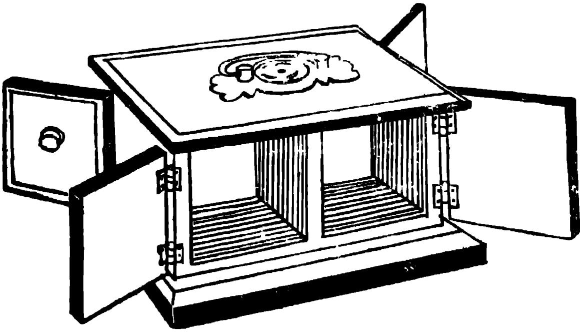
(১০) টুপি এখন পূর্ববৎ দর্শকদের দেওয়া রুমালটি ধারণ করে থাকায় প্রত্যর্পণ করতে কোনও অসুবিধা হয় না।

ছক্কা-পঞ্জা

সংঘটন ঃ একটি বাক্সে দুটি খোপ বা ঘর। প্রত্যেকটি ঘরের সামনে ও পিছনে দরজা। ঐ ঘরে এঁটে বসে এমন একটি পাশা। পাশাটি নিরেট কাঠের তৈরী। পাশা বার করে বাক্সের দুটি ঘরের চার পাটি দরজা খুলে দেখাবার পর পাশাটি বাক্সে রেখে এঘর-ওঘর খুলে পাশাটি নেই দেখিয়ে অবশেষে আগে দেখানো খালি টুপি থেকে সেটি উদ্ধার করে বিস্ময় সৃষ্টি করা হয়। পাশার যাদুর মধ্যে এটি বাস্তবিকই চমকপ্রদ।

বাগ্‌বিস্তার ঃ [বাক্স খুলে পাশা বার করতে করতে (১)] যখনই কেউ চালাকি করে আমরা বলি ছক্কাপঞ্জা খেলছে। কথাটা যে এই ছক্কাপঞ্জার পাশা থেকেই প্রচলিত হয়েছে, সন্দেহ নেই। যে আশ্চর্য লুকাচুরির ঘটনা থেকে এই প্রবাদটা হয়েছে সেটা আপনাদের দেখাচ্ছি। [পাশাটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ও ঠুকে দেখাতে দেখাতে] এটা একটা নিরেট নিরস ছক্কাপঞ্জার পাশা। পাশার ছ'টি দিকে ক্রমান্বয়ে এক থেকে একটি একটি বেড়ে শেষ পর্য্যন্ত ষষ্ঠ দিকে ছ'টি ফোঁটা থাকে। ফোঁটা তিলক কাটা এই পাশাকে সজ্জন ঠাওরাতে দেরী হয় না। এটা এই বাক্সেই বাস করে (২)। [পাশা টেবিলে রেখে বাক্সটি হাতে তুলে] বাক্সটির দুটি ঘর। প্রত্যেক ঘরের দুটি দরজা। [সামনের ও পিছনের দরজা খুলে দেখাতে দেখাতে (চিত্র ১২০)]

অর্থাৎ সদর দরজা আর খিড়কির দরজা দুই আছে। ইয়ার দোস্ত এলে সামনের দোর খুলে আপ্যায়ন। আর গয়লা, মুদি বা পাওনাদার হাঁক পাড়লে খিড়কি খুলে হাওয়া। [সব দরজা বন্ধ করে] এবার একটা টুপির দরকার। কেউ যদি হাওলাত দেন বাধিত হব। [টুপি পাওয়া গেলে ধন্যবাদ জানিয়ে গ্রহণ, অন্যথা] যাদুকরদের সবাই বিশ্বাস করেন। তারা চাইলেই পায়। চেনা অচেনা সবাই নির্ভাবনায় যথাসর্বস্ব সাগ্রহে সমর্পণ করেন। যাঁরা পাড়া-পড়শী



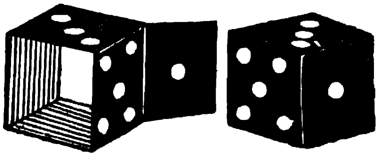
(চিত্র ১২০)

বন্ধু-বান্ধব কারও কাছে হাওলাত বরাত পান না, তাঁরা যাদুকর হয়ে পড়ুন। ধার না চাইতেও পাবেন, চাইলে চাতক পক্ষী। ওঃ, টুপি বুঝি আনেন নি ? তা হলে আমার টুপিটাই চেয়ে নিই। [প্রদর্শকের কথার ইঙ্গিতে সহকারী টুপি নিয়ে এলে] পরের জিনিস ছাড়া বেপরোয়া ব্যবহার করা যায় না তো, তাই আমরা চেয়ে চিন্তে কাজে লাগাই। [টুপি স্বহস্তে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখাতে দেখাতে] একেবারেই খালি টুপি। ভেতরে বাইরে কিছু নেই। আপনারাও হাতে নিয়ে দেখুন [দর্শকের হাতে টুপি দিয়ে]। এমন শূন্য খালি রিক্ত টুপি আপনারা জীবনে কখনও দেখেন নি। বুঝতেই তো পারছেন, বিবাহিত ব্যক্তির টুপি। বিয়ের পর পুরুষের আশ্চর্য পরিবর্তন হতে থাকে টুপিতে আর মনিব্যাগে, সব শূন্য, বিরাট ফাঁক, নিরবচ্ছিন্ন ফাঁকি। টুপিতে তা হলে কিছু নেই। [টুপি ফেরত নিয়ে] টুপিটা তা হলে চিত হয়ে বিবাহিত মানুষের মত কড়িকাঠ গনতে থাকুক [তথাকরণ]। এত কথার পর আপনারা নিশ্চয় আঁচ করে ফেলেছেন যে এই টুপি আর বাক্স নিবাসী পাশার কোনও কাণ্ড ঘটতে চলেছে। প্রশ্নটা স্বাভাবিক, উত্তরটা অবাক। অবাক হতে

চাই না বলেই বক্ বক্ করেই চলেছি। [পাশাশুদ্ধ বাক্সটি হাতে উঠিয়ে] বাক্সের মধ্যে পাশা। পাশা নিরেট। সব দরজা বন্ধ। এখন পাশাটি আপনাদের অজান্তে ঐ টুপিতে যাবে কি করে সেটাই সমস্যা। দেখিয়ে শুনিয়ে জানাজানি ভাবে পাশাটি ঐ টুপিতে পাঠানো মোটেই শক্ত নয়। তা করতে হলে ঘরের দরজা খুলুন, [কথামত কাজ করতে করতে] পাশা বার করুন, আর সেটি সবাইকে দেখিয়ে টুপিতে রাখুন (৩)। আমিই প্রথম যাদুকর যে ভোজবাজি সর্ব সমক্ষে দেখিয়ে করি। কারণ বিদ্যা,—যতই করিবে দান, তত যায় বেড়ে। পাশাটা দিব্য টুপিতে পৌঁছে গেল। আগ বেড়ে অনেকে বুঝেছেন ব্যাপারটা কি হয়েছে। কিন্তু এর মজাটা কোথায় কেউ ধরতে পারেন নি। তা হলে আবার করি। মনোযোগ দিয়ে দেখুন। [বাক্সটির দু ঘরের চার পাট দরজা খুলে দিয়ে] বাক্সের খোপ দুটি দেখছেন? কিছু নেই। এখন পাশাটা এখানে আনতে হলে টুপি থেকে পাশাটি এই ভাবে ডান হাতে তুলুন। তার পর সবাই ব্যাপারটি বুঝেছেন ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছেন, তাই প্রশংসায় হাততালি দিতে ভুলে গেছেন? এর চেয়ে অবাক কাণ্ড আর কখনও ঘটে নি। এমন নির্বাক যাদু আমিই একমাত্র দেখিয়ে বেড়াই। যাঁরা দু বারেও রহস্যটা কি ধরতে পারলেন না, তাঁদের অবগতির জন্য খেলাটা আদ্যোপান্ত আবার করা যাক। পাশাটি এই বাক্সে আছে। ডান দিকের ঘরে আছে। বাঁ দিকের ঘর খালি। কোনও ভাড়াটে বসানো হয় নি। ঘরের সব দরজাই বন্ধ। [বাক্সটি বাঁ দিকে কাত করাতে একটা শব্দ হতেই (৫)] এবার ডান দিকের সদর দরজা খুলছি [তথাকরণ] এ ঘরে পাশা নেই। [দরজা বন্ধ করে বাক্সটি ডান দিকে কাত করে শব্দ হওয়া মাত্র (৫)] এবার বাঁ দিকের দরজা খুলে দিচ্ছি। সে ঘরও শূন্য। তা হলেই প্রশ্ন ওঠে পাশাটা কোথায়? যাদুকাঠিটা এক বার বুলিয়ে নিই। নইলে আপনারা যা দেখছেন তা ভুলে যাচ্ছেন [সামনের খোলা দরজা গলিয়ে যাদুকাঠির ঠেলায় পিছনের দরজা খুলে ফেলে] সামনের পিছনের দরজা খোলা। সব ভোঁ ভাঁ। দু ঘরই খালি। পাশাটি সদর দিয়ে অন্দরে ঢুকেছিল দেখেছেন কিন্তু খিড়কি হয়ে কখন সটান হাওয়া হল ধরতে পারেন নি। [বাঁ দিকের দরজা দুটি বন্ধ করে বাক্সটি ডান দিকে কাত করে শব্দ শুনিয়ে (৫)] এ দিকেও পাশা নেই [ডান দিকের সামনের দরজা আগে খুলে ও পরে যাদুকাঠির ঠেলায় পিছনের দরজা খুলে] পাশা এ বাক্সের কোনও ঘরেই নেই। আবার ভাল করে দেখুন। [খোলা দরজা বন্ধ করে] বাঁ দিকের দরজা খোলা হল, ঘর খালি। সামনের পিছনের

দরজাও খোলা গেল, ভেতরে কেউ নেই। অতএব ঘরের দরজা দুটো বন্ধ করা যাক। তার পর ডান দিকের ঘরের সদর দরজা খোলা হল, ঘরে কেউ নেই। যাদুকাঠি ঘরে গলিয়ে দিতেই পিছনের দরজা হাট হল, সুতরাং এ ঘরেও কিছু নেই। [আবার খোলা দরজা দুটি বন্ধ করে বাক্স না হেলিয়ে] ডান ঘরে পাশা নেই [সামনের দরজা খুলেই বন্ধ করে], বাঁ ঘরেও পাশা নেই [সামনের দরজা খুলেই বন্ধ করে বাক্সটির চার পাশ ঘুরিয়ে দেখিয়ে] এ বাক্সের কোথাও আর পাশাটি খুঁজে পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ এ বাক্সে পাশা নেই। [বার বার এক ঘরের দরজা যখন খোলা হচ্ছে তখন অন্য ঘরের দরজা বন্ধ থাকার দরুণ দর্শকদের মধ্যে কেউ না কেউ এ অবস্থায় নিজে থেকেই প্রস্তাব করেন যে সব দরজা এক সঙ্গে খুলে ফেলা হোক। কেউ কিছু না বললেও দর্শকদের কেউ এমন প্রস্তাব দিচ্ছেন শুনে ফেলার ভান করে] ডান দিকের আর বাঁ দিকের দরজা এক সঙ্গে খুলে দেব? দু ঘরের দরজাই তো খুলে দেখিয়েছি? জোড়া জোড়া দরজা কয়েক বার তো খুলে দেখালাম। আপনারা জোড়া জোড়া চোখে তা দেখেন নি? [দর্শকদের মধ্যে কেউ এত ক্ষণে সব দরজা এক সঙ্গে খুলে ফেলার প্রস্তাব দেন, অন্যথা বিষয়টি হঠাৎ বোধগম্য হয়েছে ভান করে] ওঃ, দুটো ঘরের জোড়া দরজা এক সঙ্গে খুলে দিতে বলছেন? এই কথা! আপনাদের সঙ্গে আমার মত স্যায় পরায়ণ, নীতিজ্ঞ যাদুকর ছক্কাপঞ্জা খেলছে, বলতে পারলেন? তবে দেখুন। [যাদুকাঠি বাক্সে ছুঁইয়ে] ডান দিকের সামনের ফটক খুলল, খিড়কিও খুলে ফেলা হল, ঘরে কেউ নেই। [দরজাগুলি পূর্ববৎ খুলে] এবার বাঁ দোর হাট করা হল আর অন্দর গলিয়ে যাদুকাঠির ঠেলায় পশ্চাৎ দ্বার মুক্ত হয়ে পড়ল [তথাকরণ] কিন্তু যারি লাগি আঁখি পিপাসিত, সে কোনও ঘরেই নেই। [বাক্সের দরজাগুলি বন্ধ করে সেটি টেবিলে রেখে] পাশার দর্শন পাওয়া গেল না। গেল কোথায়? কথায় বলে, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। দেখা যাক ঐ টুপিতে কি আছে? [টুপি তুলে দর্শকদের দিকে কাত করে পাশাটি অন্য হাতে পড়ন্ত অবস্থায় লুফে নিয়ে] বাক্স থেকে কখন টুপিতে পালিয়ে এসেছে আপনারা কেউ দেখতে পান নি। বার বার তিন বার দেখালাম, তাতেও যদি না বুঝে থাকেন, তা হলে বলব, 'বিজ্ঞজন বুঝহ সন্ধান'। যাঁরা বুঝতে পেরেছেন অথচ কাউকে বলবেন না, তাঁরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন এটা একটা ভেল্কি। যাঁরা দেখেছেন কিন্তু বুঝতে পারছেন না, তাঁরা মুখ বুজে থাকুন। আর যাঁরা বোঝেন নি তাঁরা কাক তাড়ান্ অর্থাৎ হাততালি বাজান। কারণ ছক্কাপঞ্জার ঘটনা এ ভাবেই ঘটে।

উপকরণঃ একটি কাঠের বাক্স (চিত্র ১২০)। বাক্সটিতে পাশাপাশি দুটি খোপ বা ঘর। প্রত্যেকটি ঘরের সামনে ও পিছনে একটি করে এক পাল্লার দরজা। ঘরগুলি সমচতুষ্কোণ এবং সেখানে কাঠের পাশাটি টায় টায় আঁটে। পাশার আকার তিন বা সাড়ে তিন ইঞ্চি হলেই যথেষ্ট। নিরেট কাঠের পাশার (চিত্র ১২১, ডান দিকের ছবি) ওপর খোলস পরানো থাকে। এই খোলস বা সহায়কটির (চিত্র ১২১, বাঁ দিকের ছবি) পাঁচ দিকের দেয়াল থাকে কিন্তু ষষ্ঠ দিক সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখা হয় যাতে পাশার ওপর গলিয়ে এক করা যায়। সহায়কের উন্মুক্ত মুখের উল্টো দিকের দেয়ালটি আসলে এক পাল্লার দরজা বিশেষ (ছবি দ্রষ্টব্য)। সহায়ক পরানো অবস্থায় পাশাটি বাক্সের ঘরে



(চিত্র ১২১)

যাতে অনায়াসে ঢুকে যায় সেটি লক্ষ্য রেখেই বাক্সের ঘর দুটি তৈরী করা দরকার। ত্রিস্তরের তক্তা দিয়েই সহায়কটি পাশার বশে তৈরী করতে হয়। সহায়কের নড়ন্ত পাল্লাটি রেক্সিনের কাপড়ের কব্জাতেই লাগানো হয়। ত্রিস্তরের কাঠের অংশগুলি জোড়া দেওয়ার বিষয় 'পাশার চাল' খেলায় বিশদ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাক্সটিতে আরও একটু কারিগরি করা দরকার। সহায়ক পরানো পাশাটি বাক্সের ঘরে রাখতে পিছনের দরজা দিয়ে ঢোকাতে হয়। কারণ সামনের দিকে ফোকরের চার পাশেই চৌকাঠ লাগানো থাকে যাতে সহায়কের চার দিকের প্রান্ত ভাগ চৌকাঠে ঠেকে গেলে ঐ দিকটা সাদা চোখে ধরা না পড়ে। তা ছাড়া সহায়কটির দরজার পাল্লা ও বাক্সের পাল্লা যেন এক সঙ্গে একই দিকে খুলে দেওয়া যায় তাও করতে হয়। এই কারণেই ঘরের পিছনের দরজা খুলতে যাদুকাঠি সামনে দিয়ে ঢুকিয়ে ঠেলে দুটি দরজা, সহায়কের ও বাক্সের, একত্র খোলা হয়। ঐ চার পাশের চৌকাঠ ঠিক সহায়কের মত পুরু হওয়ায় পাশা ও সহায়কের বিচ্ছেদ রেখা সামলিয়ে রাখে। পাশাটি অবশ্য সামনের দিক দিয়ে ঘরে ঢোকানো যায় কিন্তু সহায়ক যেতে পারে না। এই সামান্য কাজটির অভাবে অনেক যাদু সরঞ্জাম যাদুক্রীড়ার অনুপযুক্ত হয়। সহায়কের অভ্যন্তর ও বাক্সের ঘর দুটির ভিতরের অংশ মায় দরজাগুলির ভিতরের দিক অনুজ্জ্বল কাল রঙে রঞ্জিত হওয়া চাই। কাঠের জন্য এই কাল রঙ 'ব্ল্যাক্‌-বোর্ড পেইন্ট' নামে টিনের কৌটায় বিক্রী হয়। ত্রিস্তরের

কাঠ জুড়তে যদি অসুবিধা হয় তা হলে কাল রঙের রেক্সিন-কাপড় আঠা দিয়ে জুড়ে সহায়কটি প্রস্তুত করা যায়। সে ক্ষেত্রে পাশাটিকেও রেক্সিনে মুড়ে নিতে হয়। পাশা ও সহায়কের বাইরের রঙ কাল না করলেও চলে। বাক্সটির বাইরের দিক রঙ না করে ফ্রেঞ্চ পালিশ করলেই ভাল হয়। দরজার হাতল ও বাক্সের ওপরের হাতল স্ব স্ব পছন্দ অনুসারে লাগালেই হয়, কারণ ওগুলি শোভা বর্ধনের জন্যই লাগানো হয়, খেলা দেখাতে কাজে আসে না। বাক্সটির তলায় একটি চোরা কামরা করা দরকার। সেই জন্যই নীচের অংশে সোপানের একটা ধাপ করা হয় (চিত্র ১২০)। ঐ চার দিকের ঘেরা সোপানের মাঝের অংশ ফাঁকা থাকায় ঘরের প্রকৃত তলদেশ ও ধাপের নীচে পাতলা তক্তা এঁটে দিলেই একটা চোরা কামরা হয়ে যায়। ঐ কামরায় এক খণ্ড লোহার বা সীসার চতুষ্কোণ পাত রাখা থাকে যেটা বাক্স হেলালে সে দিকে গিয়ে পড়ে ও শব্দ করে। এই পাত ঐ কামরার প্রস্থের চেয়ে সামান্য ছোট এবং কামরার উচ্চতা যতটা তার থেকে একটু খাটো হয়। এই ব্যবস্থাও যাদুর ভ্রমোদ্দীপক রীতির অন্যতম।

কর্তব্য ঃ (১) সহায়কটি বাক্সের ঘরে ছেড়ে দিয়ে পাশাটি বাইরে এনে দেখানো হয়। এ সময় সহায়কের পিছনের দরজা বাক্সের দরজার সঙ্গে একত্র থাকায় ও সে দিকটা প্রদর্শকের সামনাসামনি পড়ায় বিপরীত দিকে উপবিষ্ট দর্শকদের চোখে ঘর খালি দেখায়।

(২) পাশাটি বাক্সের মধ্যে রাখতে পিছন থেকে সহায়কের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলা হয়।

(৩) সহায়কে ঢাকা পাশাটি বাক্সের পিছন দিক থেকে বার করে টুপিতে এনে রাখা হয়। টুপিতে পাশাটি রাখতে সহায়কের দরজার দিকটা ওপর দিকে রাখা হয় যাতে পরে কেবল মাত্র সহায়কটি অনায়াসে খুলে ওঠানো যায় এবং পাশা আপন ভারে টুপিতেই পড়ে থাকে।

(৪) কেবল মাত্র সহায়কটি বাক্সের মধ্যে রাখবার সময় বাক্সটির পিছনের দিক দর্শকদের দিকে ঘুরিয়ে ধরা হয় ও সহায়কটি ঘরে ঢুকিয়ে ফেলা হয়। এ সময় সহায়কের দরজা ও বাক্সের দরজা একই সঙ্গে যাতে একই দিকে খোলা যায় লক্ষ্য রাখতে হয়। সহায়কটির উল্টো দিকটা, অর্থাৎ খোলা মুখটা, যাতে দর্শকদের নজরে না পড়ে তাই এই ব্যবস্থায় কাজ করা হয়ে থাকে।

(৫) শব্দ করার ব্যবস্থা আগেই বর্ণনা করে হয়েছে। শব্দ করার প্রয়োজন এই যে শব্দ শুনে দর্শকগণ স্বতঃই ধারণা করে ফেলেন যে বাক্সটি এক পাশে কাত

করার দরুণ নিরেট পাশাটি সে দিকের ঘরের দেয়ালে আহত হয়ে আওয়াজ করছে।

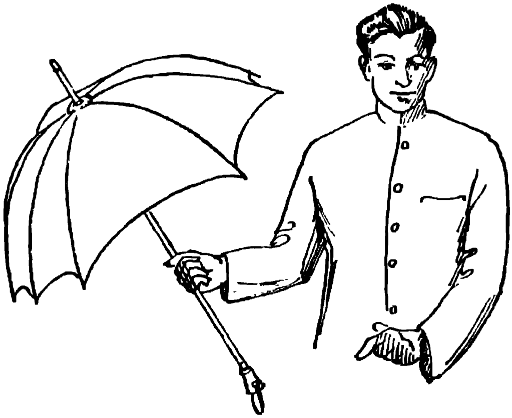
দ্রষ্টব্য ঃ পাশার পরিবর্তে যখন কেবলমাত্র সহায়কটি বাক্সে রেখে এ-ঘর ও-ঘরের সামনের দরজা খোলার পর পিছনের দরজা খোলার দরকার হয় তখন যাদুকাঠি সামনের দরজা দিয়ে গলিয়ে পিছনের দরজা খোলা হয়। কারণ সহায়কের দরজার সঙ্গে বাক্সের দরজা যাতে এক সঙ্গে একই দিকে সরে যেতে পারে। হাত দিয়ে পিছনের দুটি দরজা সহজে এক সঙ্গে খুলতে পারা যায় না। যাদুতে প্রত্যেকটি কাজ অনায়াসে ও হেলাফেলার সঙ্গে করতে হয়। কাজ করায় মন দিতে হলে, বা দেরী হলে অথবা কষ্ট করে করতে হলে, দর্শকদের বিচারে কিছু কারচুপি করা হচ্ছে প্রতীয়মান হতে বাধ্য।

ছত্র যত্র তত্র

সংঘটন ঃ রঙিন একটি ছাতা মাদুরে মুড়ে রাখার পর একটি ঝোলা থেকে কয়েকটি নানা বর্ণের রুমাল বার করে দেখিয়ে ঝোলার মধ্যে রাখা হয়। রুমালগুলি বাইরে আনার পর ঝোলাটির ভিতর বাহির খালি দেখানো হয়। প্রদর্শক এবার মাদুরে জড়ানো ছাতাকে ঝোলার মধ্যে যেতে ও ঝোলার রুমালকে মাদুরে আসতে হুকুম দেয়। প্রথম বার মাদুরটা খুলতে দেখা যায় যে ছাতাটা সেখানে রয়েছে কিন্তু ছাতার কাপড়টা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে সিকের কোণে ঝুলছে। ছাতা খুলতেই দেখা যায় যে সিকে যে কাপড়গুলো ঝুলছে সেগুলো নানা রঙের রুমাল। এবার ঝোলা থেকে বার করা হয় ছাতার কাপড়খানি এবং ঝোলার ভিতর টেনে বার করলে দেখা যায় সেটি খালি। ঝোলায় ছাতার কাপড় রেখে এবং মাদুরে ছাতাটি জড়িয়ে যাদুকাঠির ইশারায় আবার রুমাল ও ছাতার কাপড়ের স্থান পরিবর্তন করালে দেখা যায় যে ছাতাটি আগের মত হয়ে পড়েছে ও ঝোলায় রুমালগুলি ফিরে এসেছে। যাদুক্রীড়ার মধ্যে এই খেলাটি বর্ণাঢ্য ও চিত্তাকর্ষক।

বাগ্‌বিস্তার ঃ [ছাতা খুলে দেখাতে দেখাতে] ছাতা কে আবিষ্কার করেছে, কে জানে? তবে এ যুগে রোদ বৃষ্টি থাকুক, আর না থাকুক, ছাতা দিয়ে মাথা ঢাকা দরকার। ছাতার মত এমন মান সম্ভ্রম মর্যাদা বজায় রাখবার ভদ্র হাতিয়ার দুর্লভ! এই ছাতার খাতিরেই ইংলণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী চেম্বারলেন নামজাদা ব্যক্তি হয়ে পড়েছেন। ছাতা না থাকলে পাওনাদারই বলুন আর যাদের মুখ দেখাতে চাই না তাদের আড়াল করি কি করে বলুন? [ছাতা মাথায় দিয়ে

চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান করতে করতে (চিত্র ১২২)] সবাই নিত্য নিয়মিত ছাতা দিয়ে মাথা রক্ষা করবেন। এতে অনেক নিস্প্রয়োজনীয় ঝঞ্ঝাট থেকে, ঝঞ্ঝাপাত, বারিপাত, এমন কি নিপাত যাওয়া থেকে নিশ্চিত রেহাই পাবেন। [ছাতা বন্ধ করতে করতে] ছাতার ওপর একটা বিদ্যাসাগরী রসিকতা শোনা যায়। কোনও একজন দার্শনিক অধ্যাপক রাত্রে বাড়ি ফিরে ছাতাটি বিছানায় শুইয়ে নিজে ঘরের কোণে সারা রাত ঠায় দাঁড়িয়ে নিশি ভোর করেছিলেন। [মাদুরে মোড়া ছাতাটি সহকারিণীর দু হাতে সমান্তরাল করে ধরিয়ে দিয়ে সহকারীর



(চিত্র ১২২)

আনীত গোটানো মাদুরটির দু কোণ ধরে খুলে ঝুলিয়ে দেখাতে দেখাতে (১)] সেই অধ্যাপকের শয্যা বলতে ছিল একটা তক্তপোশ আর তার ওপর পাতা একটি মাদুর মাত্র। উপাধান তিনি সর্বদা নিজের হাতে বয়ে বেড়াতেন [ইঙ্গিতে নিজের হাত দুটি পর পর বালিশের মত মাথায় রেখে দেখিয়ে]। লোকে আমাকে প্রফেসর অর্থাৎ অধ্যাপক বলেই গণ্য করেন। নামের আগে যেটা সর্ব সাধারণের বসানো হয় আমার সেখানে যা বসে তাতে আমাকে বিশ্রী অর্থাৎ শ্রীহীন করেছে দেখেই কথাটা ধরতে পারবেন। অধ্যাপক হিসাবে জনগণের কল্পিত ও আরোপিত গুণপনার যৎকিঞ্চিৎ আমাকেও বজায় রেখে চলতে হয়। [মাদুরে ছাতা জড়াতে জড়াতে (২)] ঐ বিদ্যাসাগরী কাহিনীর অন্যমনস্কতা এড়িয়ে চলতে আমি যখনই ছাতা নিয়ে ঘরে ঢুকি তখনই এই মাদুরে মুড়ে তুলে রাখি যাতে ছাতার প্রতিনিধিত্ব করতে ঘরের কোণে দরজার পাশে কখনও না দাঁড়িয়ে পড়ি। সাবধানের মার নেই মশাই, সাবধানের মার নেই। [মাদুরে জড়ানো ছাতা

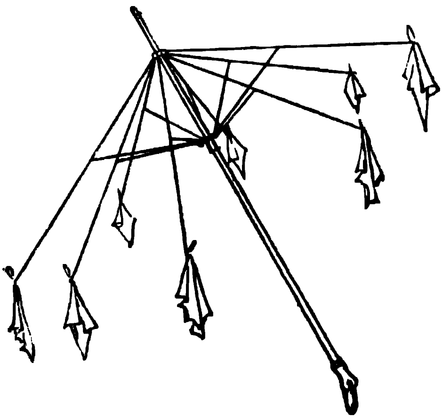
সহকারিণীকে দু হাতে পাঁজাকোলে করে ধরতে দিয়ে (চিত্র ১২৩)] দেখুন, এই ভাবেই ছাতা মাদুরে জড়িয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখি। [গুটানো মাদুরের এক দিকের পাটের মধ্য থেকে হাতল টেনে ছাতার কিছুটা বাইরে এনে (৩)] এখন বিশ্বাস করা যায় যে মাদুরে আমি নেই, ছাতাই আছে। এ ব্যবস্থায় আর যাই হোক না কেন, নিজের বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে নাক ডাকাবার ব্যাঘাত কোন দিনই হবে না। এ পর্য্যন্ত ঘটনাই শুনলেন, ঘটতে কিছুই দেখলেন না। [মহিলাদের একটা ব্যবহারযোগ্য ঝোলার ভিতর হাত পুরে] ঘটা করে ঘরনীরা যখন পথে ঘাটে বেরন, এটি হাতে ঝুলিয়েই চলেন। রাষ্ট্রভাষায় এর পরিচয় 'ফুটানি কি বটুয়া।' আর সাগর পারে পশ্চাতকাদের মাতৃভাষায় 'ভ্যানিটি ব্যাগ।' [ঝোলা থেকে রঙিন রুমাল বার করে ঝোলার ভিতর টেনে উল্টিয়ে খালি দেখাতে দেখাতে (৪)] আমার মত ছাত্রবিহীন অধ্যাপকের



(চিত্র ১২৩)

গৃহিণীর গুমর করবার মত হীরে দৌলত থাকুক, না থাকুক, ফুটানি করার ঝোলাটি ঠিক আছে। আধুনিকা তো। আধুনিকা হতে হলে রঙ মেলানো কাপড়, জামা, জুতা অবশ্য চাই। তাই এই ঝোলায় নম্বরী বেনম্বরী নোট-পাটের বদলে রঙ বেরঙের রুমালই থাকে। যাতে জামা কাপড়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে রুমালটিও লোক দেখানো চলে। [রুমাল আটটি গণনা করে দেখাবার পর ঝোলায় রাখতে রাখতে] রুমালগুলো এতেই রাখা যাক। ঘরের জিনিস ঘরেই ফিরে যাবে। যদি কেউ বলে আরও কিছু ছিল, আপনাদের সাক্ষী দিতে ডাকব। [ঝোলা কোন সহকারিণীর হাতে দিয়ে (চিত্র ১২৫)] এবার এক আশ্চর্য কাণ্ড করতে যাচ্ছি। [যাদুকাঠি নিয়ে মাদুরে ও ঝোলায় বুলিয়ে] আমি এই মাদুরের ভেতর থেকে ছাতাটিকে পলায়নের হুকুম করছি। [যাদু-কাঠি বগলে চেপে রেখে] মাদুরে এখনও ছাতা আছে [ছাতার বাঁটটি তর্জনী দিয়ে দেখিয়ে বাঁট ঠেলে মাদুরে ঢুকিয়ে রেখে] এবার আর ছত্র যত্র তত্র নাস্তি। বিশ্বাস করা শক্ত কিন্তু ছাতা আর মাদুরে নেই। [মাদুরটি টিপে দেখে] না, যায়নি। যাদুকাঠির দর্শনলাভের পরও ছাতা অবাধ্য হবার সাহস

পায় কোথা থেকে ? মাথায় তুলে ধরি বলে, মাথায় উঠেছে বোধ হয়। [সহকারিণীর হাতের গুটানো মাদুরের পাশ থেকে বাঁট ধরে ছাতা টেনে বার করে (৫)] কর্তার ইচ্ছায় কর্মের যুগ এখন অস্ত গেছে। আজ ছোট মুখে বড় কথার ফুলঝুরিতে পৃথিবীটাই বখে গেছে। [ছাতা খুলে মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে (চিত্র ১২৪)] ছাতা যখন মাদুর ছেড়ে যাবে না, আমিই না হয় ছাতা মাথায় দিয়ে ঝোলার কাছেই যাই। [ছাতা কাঁধ থেকে নামিয়ে] এ কি কাণ্ড ! ছাতার কাপড় কোথায় গেল ? এই সেরেছে। কাপড়টা মাদুরেই ছিড়ে পড়ে রইল ? ও বুঝেছি, তাড়াহুড়া করে বাঁট টেনে ছাতা যখন বার করছি, বেচারা তখন কাপড় ছাড়ছিল। লজ্জায় রুমালগুলো হাতের কাছে পেয়ে তাই পরে লজ্জা নিবারণ করেছে। একটা তামাশার মত তামাশাই হল বটে। আর এগুলো কি, কোণে কোণে ঝুলছে ? কাপড়টা টুকরো টুকরো হয়ে ঝুলে পড়েছে ? [সিকের বাড়ানো কোণের রুমালগুলি মনোযোগ দিয়ে দেখে] এ যে দেখছি গিন্নীর সখের রুমালগুলো !



(চিত্র ১২৪)

তা হলে রুমালগুলো দেখছি যাদুকরের হুকুম পালন করেছে ! দাঁড়ান ঝোলা খুলে দেখি, সত্যি সেগুলোই এখানে আছে কি না। [খোলা ছাতা মেঝেতে রেখে, ঝোলা হাতে নিয়ে খুলে একটা রঙিন পাট করা কাপড় খুলতে খুলতে] এতো সেই রুমাল ! না তো ? এটাই ছাতার কাপড়টা। আশ্চর্য ! এতক্ষণে বোঝা গেল ছাতার কাপড় ঝোলায় এসে সিঁধিয়েছে আর ঝোলার রুমাল ছাতায় লটকে ঝুলেছে। [ছাতার কাপড় ঝোলায় রাখতে রাখতে] যেখানে যা পাওয়া গেছে সেখানেই তা থাকুক। [ঝোলা সহকারিণীর হাতে সমর্পণ করে ছাতাটি তুলে] ছাতাকে এমন ছাঁদনাতলায় দাঁড়িয়ে বেশ পরিবর্তনের অবস্থায় দেখে অনেকেরই নিজের নিজের জীবনের একটা দুর্দশার কথা নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে। অতএব ছাতাকেও ভদ্রস্থ হবার সুযোগ দেওয়া

হোক। [ছাতা বন্ধ করে রুমাল জড়িয়ে মাদুরের পাশ দিয়ে গুঁজে রাখতে রাখতে] আজকাল এ দেশে যে হারে অশালীনতার আইন চলছে, তাতে আমাদের বরাত জোর বলতেই হবে কোনও শ্লীলতা-রক্ষক কোটাল আজ এই আসরে উপস্থিত নেই। ফাঁড়া যখন কেটেছে, আজ এ খেলা এখানেই শেষ হোক। তা হলে মাদুর খুলে ছাতাটা বার করা হোক। [সহকারিণী মাদুরের দু কোণ ধরে মাদুর ঝাঁকিয়ে খুলতেই ছাতা যেই না বেরিয়ে পড়ে প্রদর্শক সেটি শূন্যে থাকাকালীন লুফে নিয়ে (৬)] এও এক কাণ্ড! মুহূর্তে ছাতা কাপড় চাড়িয়ে ফিটফাট। তা হলে ঝোলাটাও দেখা দরকার। [ঝোলা হাতে নিয়ে রুমালগুলি বার করে ঝোলার ভিতরের রুমালগুলি বাইরে এনে দেখিয়ে (৭)] ঝোলাতেও পূর্ব অবস্থাই বহাল হয়েছে। এই দেখুন সেই বাহারে রুমালগুলি। [রুমাল ঝোলায় ভরে রাখবার সময়] আপনাদের কি? এতক্ষণ আপনারা দিব্য মজা দেখছিলেন। কিন্তু আমার বুকে যা হাতুড়ির ঘা পড়ছিল তা একা আমিই শুনছিলাম আর মনে মনে ভয়ে কাঁপছিলাম ছাতার সিকে দোল খাওয়া রুমালগুলি যদি শ্রীমতী দেখতেন ও তখন আমায় যা প্রশংসা করতেন তা আপনাদের সবার দেওয়া হাততালিকেও ছাড়িয়ে যেত।

উপকরণঃ একটি বিশেষ ভাবে প্রস্তুত মাদুর, দুটি ছাতা, আট জোড়া বিভিন্ন রঙের রুমাল ও একটি বিশেষ ভাবে তৈরী কাঠের হাতল দেওয়া মেয়েদের ঝোলা।

মাদুর দু খানি প্রয়োজন। একটা পেতে তার ওপর অন্যটা বিছিয়ে চার দিক, বেনে দোকানে যে সুতলি দিয়ে ঠোঙা বাঁধে, তাই দিয়ে সেলাই করে একটি মাদুর করতে হয়। এই সেলাই করার আগে তলার মাদুরটার এক দিকের প্রস্থের ফুট খানেক গুটিয়ে ফেলা দরকার ও সেখানে একটা খোপ তৈরী করতে হয় যার মধ্যে অনায়াসে একটা ছাতা গলিয়ে রাখা চলে। এই খোপের দু দিকের মুখ অবশ্যই খোলা রাখতে হয়। না হলে কাজ হবে না। সোজা কথায় দু পাট মাদুরের মধ্যে ওপরের দিক থেকে বার ইঞ্চ নীচে পিছনের মাদুর দিয়ে একটা খোপ করা দরকার যেখানে দ্বিতীয় কাপড়বিহীন ও রুমাল-ঝোলানো ছাতাটিকে লুকিয়ে রাখা যায়। কোন্ দিকে ছাতার বাঁট এই খোপে রাখা হবে তার জন্য সেই মুখে একটা চিহ্ন থাকাও আবশ্যক।

ছাতা হবে মেয়েদের ছাতা। অথবা ছোট ছেলেদের বাহারি রঙের কাপড়

দেওয়া ছাতা। সাধারণ ছাতায় আটটি সিক থাকে ও ঐ সিকের মাঝের কাপড়গুলোও সেলাই করা আট টুকরা কাপড়ে তৈরী হয়। মেয়েদের ছাতায় যদি ঐ আট টুকরা কাপড়ের রঙ লাল, নীল, হলুদ ও সবুজ রঙের পর লাল, নীল, হলুদ ও সবুজ রঙের না হয় তা হলে ঐ কাপড় খুলে চার জোড়া চার রঙের করে নিতে হবে। এ রকম দুটি ছাতার কাপড় লাগবে যার একটি ছাতাতে লাগানো থাকবে আর অন্যটি ঝোলার মধ্যে রেখে খেলা দেখানো হবে।

রুমাল লাগবে ষোলটি। ছাতার কাপড়ে যে চারটি রঙ থাকবে তার সঙ্গে মিলিয়ে চার জোড়া রেশমী রুমাল দরকার। এর চার জোড়া অর্থাৎ আটটি ঝোলার মধ্যে রাখতে হয় আর বাকী আটটি কাপড়-ছাড়া ছাতার সিকের শেষ প্রান্তে বেঁধে রাখা হয়। এই ছাতিটায় রুমাল জড়িয়ে বাঁটের দিক দোবরা মাদুরের পিছনের খোপে আগে ঢুকিয়ে রেখে খেলা দেখাতে পারা যায়।

ঝোলা সচরাচর যা দেখা যায় তেমন ধরণের দুটি কাঠের হাতল লাগানো কাপড়ের থলি। প্রকৃত পক্ষে যাদুকরী ব্যবস্থায় এই ঝোলার হাতল তিনটি (চিত্র ১২৫)। কারণ ঐ ঝোলার মধ্যে দুটি কামরা। কাজে কাজেই একটা থলিতে দুটি আলাদা কামরা করতে মাঝের দেয়ালের জন্য আরও একটা হাতল দরকার হয়। কিন্তু লোকের চোখে এই মাঝের হাতলটি যাতে সহজে ধরা না পড়ে সেজন্য হয় প্রত্যেকটি হাতলের ওপর দিকে চেরা দাগ দিতে হবে, নয় হাতলের ওপর পিতল বা এ্যালুমিনিয়ামের একই মাপের চওড়া পাতলা চাদর লাগিয়ে নিতে হবে যাতে যখন যে কামরা উন্মুক্ত করা দরকার তখন মাঝের দেয়ালের হাতলটি তার উল্টো দিকের হাতলের খাঁজে ঢুকিয়ে খুললেই কাজটি সুসম্পন্ন হয়ে যায়। ডান দিকের ছবিতে (চিত্র ১২৫) হাতলের কারসাজি পৃথক দেখানো হয়েছে। কাঠের হাতলের ওপর একটি চিহ্ন রাখলে ভাল হয়, যাতে কোন্ কামরা কখন খুলতে হবে নিশ্চিত হয়ে খোলা



(চিত্র ১২৫)

যায়। খেলা দেখাবার সময় এক বার এ দিক খুলে ভুল হয়েছে বুঝে, অন্য দিকটা খুলে, খেলা দেখিয়ে যতই বাহাদুরি করা যাক না কেন, দর্শকের চোখে অপটুতার গ্লানি ধরা পড়ে যায়।

কর্তব্য: (১ ও ৬) গুটানো মাদুরের যে দু কোণ বাইরে পড়েছে সেই দু কোণ ধরে মাদুর খুললে মাদুর সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয় ও ঝুলে পড়ে। এই অবস্থায় পিছনের খোপে রাখা অন্য ছাতাটি হাতে ধরা কোণের কাছাকাছি থাকায় ছাতার ভর সামনে থেকে দেখে ঠাহর করা যায় না। গোটানো মাদুর সবেগে ও সামনের দিকে ঝাঁকিয়ে খুললে আসল ছাতাটা শূন্যে ছিটকে পড়ে ও কয়েক বার অভ্যাস করলে মাটিতে পড়ার আগে ধরে ফেলা যায়। এ ভাবে খেলা দেখালে যাদুকরের অভ্যস্ত দক্ষতার নিদর্শন দর্শককে সন্তুষ্ট করে।

(২) ছাতা মাদুরে জড়াতে খোলা মাদুরের ঝোলানো তলার দিক থেকে ছাতা রেখে গুটিয়ে যেতে হয়। কারণ, মাটিতে রেখে গোটালে দ্বিতীয় লুকানো ছাতার অস্তিত্ব প্রকাশ হতে পারে। নীচের দিক দিয়ে গুটিয়ে ওপরে এসে শেষ করলে জড়াতেও যেমন সুবিধা, খোপটাকেও পিছনে রেখে শেষ অংশ জড়িয়ে ফেলাও সহজ।

(৩ ও ৫) এ সময় কাপড়বিহীন ছাতাটিরই বাঁট ধরে কিছুটা বাইরে এনে রাখা হয়।

(৪ ও ৭) ঝোলায় রুমাল যদি ডান দিকের কামরায় থাকে তা হলে মাঝের হাতলটি বাঁ দিকের হাতলের সঙ্গে এক করে খুললেই রুমাল পাওয়া যাবে। আর রুমাল বার করে ঝোলার ভিতরের কাপড় ধরে টেনে তুললে অথবা ঝোলাটি ওল্টালে, ভিতরে আর কিছু নেই দেখানো সহজ। এ সময় একটা বিষয়ে সতর্ক থাকাই ভাল। যে দিকে অন্য কাপড়টি আছে সে দিকটা দর্শকদের চোখে না আনাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ, সে দিকের কাপড় একটু ফুলে ফেঁপে থাকাই স্বাভাবিক। তবে এমন সাবলীল ভাবে এ কাজটি করতে হয় যাতে কারও না মনে হয় অপর দিকটা লুকানো হচ্ছে।

খাঁচার পাখি

সংঘটন: একটি খাঁচা রাখার দাঁড়ে খাঁচার মধ্যে দুটি পাখি থাকে। প্রদর্শক একটা বাক্স খুলে তার ভিতর থেকে একটা রঙচঙে নক্সাকাটা রুমাল বার করার পর বাক্সটি খালি দেখিয়ে বন্ধ করে রেখে দেয়। রুমাল দিয়ে খাঁচাটি ঢেকে

কিছু ক্ষণ পরে রুমাল তুলে নিলে দেখা যায় যে পাখিশুদ্ধ খাঁচাটি অদৃশ্য হয়েছে। অবশেষে খাঁচাটি সেই খালি বাক্সটির মধ্যেই পাওয়া যায় এবং পাখি দুটিও তাতে থাকতে দেখা যায়।

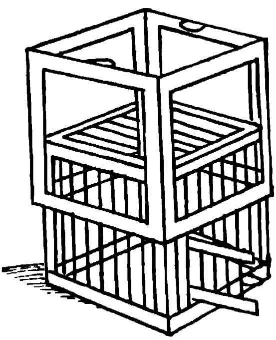
বাগ্‌বিস্তার ঃ এবার যে আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটবে তাতে আপনারা যদি ঘাবড়ে না যান, আমার প্রাণ-পাখি খাঁচা ছাড়া হয়ে যাবে। কারণ, [দাঁড় থেকে পাখিশুদ্ধ খাঁচা তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে ও দেখাতে দেখাতে টেবিলে রেখে, দাঁড়টি তুলে খাঁচার মত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে ও দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত চেয়ারে বা টুলে রাখবার সময়] এই সৌখিন সামগ্রীগুলির জন্য আপাততঃ আমি গৃহিণীর কাছে ঋণী। কি কি জিনিস এই বাবদ সংগ্রহ করে এনেছি সে ফর্দটা আগে সেরে ফেলি। ঐ দাঁড় দেখুন। তাতে আছে খাঁচা। খাঁচায় দুটো পাখি। ঐ পাখি খাঁচা আর দাঁড় গৃহিণীর সাধের জিনিস। আপনাদের আমোদ দিতে, নিজেকে বিপন্ন করেও, এগুলো না বলে চেয়ে এনেছি। চুরির চেয়ে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' ভাবে অনুপস্থিতির সুযোগে চেয়ে নিয়ে এলাম। এই মহৎ কর্মটি আর্ষ প্রয়োগই বলুন, আর নিপাতনে সিদ্ধ হয়েছে মনে করুন, রাজধর্মের বিচারালয়ে গ্রাহ্য নাও হতে পারে। [একটি সুদৃশ্য চৌকা কৌটা উঠিয়ে] এটা আমার নিজস্ব সম্পত্তি; আসবাবও বলতে পারেন। যখন কেউ, বিশেষতঃ গৃহিণী যখন দৃষ্টি পথের বাইরে, তখন এটি হয়ে দাঁড়ায় আমার স্বল্প সঞ্চয়ের পেটরা। তা হলেই বুঝতে পারছেন, বাইরে যত ফুটানিই করি না কেন, ফুট কড়াই ছাড়া এতে আর কিছু জমা পড়ে না। দেখুন, এতে কিছু নেই। [বাক্সটির ডালা খুলে অভ্যন্তর দর্শকদের দেখাতে দেখাতে নিজে এক নজর দিয়ে] এটা কী এখানে? [একটি সুদৃশ্য রুমাল বার করে] এ দেখছি, মান্ধাতার আমলের একটা রুমাল। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বাসর জাগরণের পর এটি কোথাও খুঁজে পাই নি। [রুমাল শুঁকতে শুঁকতে] এখনও এতে আতরের গন্ধ ভুর ভুর করছে। এত ক্ষণে বুঝলাম বরের পকেট থেকে ইনি এত দিন নিরাপদ সঞ্চয়ের পেটরায় কুম্ভকর্ণের নিদ্রা দিচ্ছিলেন। [রুমালটি বাঁ হাতে ঝুলিয়ে রেখে বাক্সটি দেখাতে দেখাতে] বাক্সটি এখন খালি হয়ে গেছে। খালি বাক্স খোলা না রেখে বন্ধ করে রাখি [তথাকরণ (১)]। হ্যাঁ, গৃহিণীর কথা বলছিলাম। তিনি পাখি পোষেন, খাঁচায় রাখেন। পাখি আর খাঁচা, খাঁচা আর পাখি তিনি ঘড়ি ঘড়ি নিরীক্ষণ করেন। দেখে দেখে আমার চক্ষু স্থির, প্রাণ ওষ্ঠাগত। কাজেই, যেই না গিন্নি একটু সরেছেন, আমি খাঁচাটাকে দাঁড় থেকে এমনি করে সরিয়ে ফেলি [তথাকরণ]। তার পর

তোয়ালে ঢাকা দিই। তোয়ালে, তাই তো একটা তোয়ালে যে চাই। আপনাদের যে কেউ একটা তোয়ালে দিয়ে বাধিত করুন দেখি। তোয়ালে নেই? তোয়ালে আনেন নি? অগত্যা একটা টেবিল ঢাকা, ঝাড়ন বা ঐ রকম একটা কিছু? তাও নেই, আশ্চর্য। বিছানার চাদর একটা তো দিতে পারেন,—সবারই আছে। আপনারা কি জন্য যে সদলবলে যাদুক্রীড়া দেখতে তাড়াহুড়া করে আসেন, বুঝতে পারি না। জানেন মশাই, যাদুকরকে দেবার জন্য নিজের ও পরের আসবাব, তৈজস, খাট, আলনা, বিছানা, মশারি মায় দুরন্ত ছেলেপুলে এবং মুখরা কিংবা প্রখরা অর্ধাঙ্গিনীদের যখন আনতে ভোলেন না তখন ছায়াছবি দেখার মত প্রবেশ দক্ষিণাটি দিয়ে এ রঙ্গালয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়েছেন কেন? মনে রাখবেন, যাদুক্রীডা দেখতে সপরিবারে সবান্ধবে ও বমাল আসবেন। বেসামাল হয়ে কদাচ যাদুর আসরে উপস্থিত হবেন না। যাদুকরের কাজে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাবেন যে 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবং'। আপাততঃ আমার উদ্বাহ বন্ধনের রেশমী রুমালটাকেই তোয়ালের মত ব্যবহার করা যাক [রুমালটি খুলে ছড়িয়ে দু পিঠ দেখিয়ে ও দুমড়ে পাকিয়ে দেখাবার পর খাঁচাটি ঢেকে, রুমাল ঢাকা খাঁচা দাঁড়ের ওপর তুলে রাখবার সময় (২)] এবার খাঁচাটি বেশ দেখাচ্ছে। একবার ভাবুন, গৃহিণী এসে খাঁচা আর পাখি এই অবস্থায় দেখে কি মর্মন্তুদ বিক্ষোভ বাণী উদ্গীরণ করবেন। না এতেও ভাবিয়ে তোলার ব্যবস্থাটি পাকা হচ্ছে না। রুমাল ঢাকা খাঁচাটা দাঁড়ে তুলে রাখি [তথাকরণ (৩)]। দাঁড়ে রইল খাঁচা, খাঁচায় রইল পাখি, আর সর্বদুঃখ বিবর্ধন রুমালের আচ্ছাদন দেখে তিনি প্রথমেই যে আর্তনাদ ছাড়বেন তার অপেক্ষা করা যাক। এর মধ্যে একবার সর্ববিঘ্ন-বিনাশন যাদুকাঠির পরশ দাঁড়ে বুলিয়ে দিই [তথাকরণ]। মনে মনে আমাদের দাম্পত্য জীবনের দৈনন্দিন সম্প্রীতির ছবি কল্পনা করুন। এক সময় গিন্নি এলেন। দাঁড়ে রুমাল পাতা দেখে আমার দিকে একটি মধুর কটাক্ষ হেনে দাঁড়ের দিকে এগুলেন। নিজের স্ত্রীর কটাক্ষ যাঁরা কচিৎ কদাচ খেয়েছেন, তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে সে-দৃষ্টির ক্রিয়া যাদুর ভেল্কিকেও হার মানায়, হাজার ভোল্ট বিদ্যুতের তড়িতা-ঘাতকেও তুলোর মত মোলায়েম মনে হয়। আমরা, যাদুকররা, সেই কটাক্ষগুলি নিত্য নিয়মিত হজম করি বলেই না আপনাদের তাক লাগিয়ে দিই। পূর্ব প্রসঙ্গে ফেরা যাক। দেবী প্রসন্ন হাসি হাসলেন। তারপর, তারপর, দাঁড়ের কাছে এগুলেন; রুমালের একটা কোণ ধরে, আমার দিকে ফিরে, রুমালে একটা হ্যাঁচকা টান দিলেন [যেমন ভাবে বলা হচ্ছে, সে ভাবে কাজ করে দেখিয়ে রুমাল

সরিয়ে ফেলার পর দাঁড়ের দিকে তাকিয়ে] পাখি নেই, খাঁচা নেই, আর আমার গিন্নার মুখে সবজান্তা হাসিটিও নেই,—চালাকি ধরে ফেলার পুলিসি দম্ভও নেই। সব উড়ে গেছে। আর উড়ে গেছে আমার আত্মারাম দেহের খাঁচা ছেড়ে। এর পরের দাম্পত্য ঘটনাবলী, যাঁরা বিবাহিত, তাঁরা অবগত আছেন, যাঁরা অবিবাহিত তাঁরা শংকর ভাষ্য কেন, স্বয়ং শিবের ব্যাখ্যা শুনেও, ধারণা করতে পারবেন না। তবে যাঁরা বিবাহে বীতস্পৃহ কিম্বা আগ্রহান্বিত তাঁদেরই সুবাদে দেখাচ্ছি যে [বাক্সটি হাতে উঠিয়ে, ডালা খুলে খাঁচা ও পাখি বার করতে করতে (৪)] দাম্পত্য জীবনের আপাত কলহান্ত নাটকের সুনির্দিষ্ট পরিণাম হচ্ছে, 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'। অতএব আপনারা স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে হাততালি দিতে পারেন। পাখি খাঁচাতে আছে, উড়ে যাবার আশঙ্কা নেই।

উপকরণঃ দুটি চতুষ্কোণ খাঁচা। খাঁচা রাখার একটি দাঁড়। খাঁচা পুরে রাখা যায় এমন একটা চতুষ্কোণ বাক্স। প্রত্যেকটি খাঁচার জন্য দুটি করে চারটি মুনিয়া জাতীয় ছোট পাখি। একটা আধ গজ আকারের বড় রুমাল আর বিশেষ ভাবে তৈরী টেবিল। যাদুকাঠির উল্লেখ না করলেও চলে বোধ হয়। কারণ অন্ধের যেমন যষ্টি, যাদুক্রীড়াতেও তেমন যাদুকাঠি।

খাঁচা,—যদিও দুটি পৃথক, দেখতে একই মনে হয়। দাঁড়ে রাখার খাঁচাটি সমচতুষ্কোণ। এই খাঁচার প্রান্তদেশ টিন বা পিতলের পাতের ঘেরা দিয়ে তৈরী হয় এবং সরু তারের গরাদ দিয়ে প্রস্তুত হয়। এক পাশের গরাদের মাঝখানে নীচের দিকে পাখি ঢোকাবার দরজা করাও ভাল (ছবিতে দরজা দেখানো হয়েছে, চিত্র ১২৬ এবং মাথার দিকে হাতল লাগানো থাকে)। খাঁচাটির জন্য যে সহায়কটির প্রয়োজন সেটি একটি ধাতুর পাতে তৈরী গরাদবিহীন কাঠামো। এই কাঠামোটি খাপের মত খাঁচায় বসালে খাঁচার চারপাশের কোণগুলি ঢেকে রাখে। যেহেতু সহায়কটির তলদেশ রাখা হয় না, সেহেতু এই

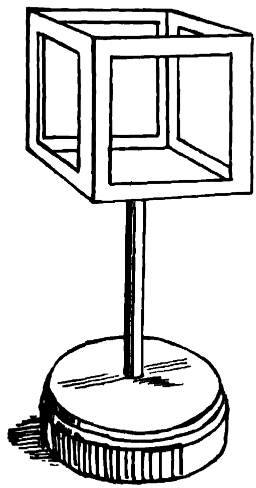


(চিত্র ১২৬)

সহায়ক খাঁচা গলে বেরিয়ে না যায় তার জন্য সহায়কের ওপরের পাত সমকোণে মুড়ে রাখা হয় যেটা খাঁচায় গিয়ে বাধে, ছবিতে এটিও দেখানো হয়েছে।

সহায়কের এই বাধার গুণেই খাঁচাটির মাথার হাতল ধরে ওঠালে সহায়ক শুদ্ধ উঠে পড়ে। তার বাঁকিয়ে শেষ দিকে কড়া করে কড়া ওপরের গরাদে লাগালেই হাতল হয়ে যায়। অথচ দরকারের সময় সহায়কের দু-পাশ ধরে তুললে খাঁচাটি আপন ভাবে যথাস্থানে ছেড়ে দেওয়া যায় অর্থাৎ সহায়ক ও খাঁচা পৃথক করা চলে। এই খাঁচাটির মত দেখতে আরও যে একটি খাঁচার প্রয়োজন সে বিষয় বাক্সটির প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

খাঁচা রাখবার দাঁড়টি ছবিতে (চিত্র ১২৭) দেখানো হয়েছে। বহন করার সুবিধার জন্য দাঁড়টি তিন খণ্ডে বিভক্ত। দাঁড়ের ওপরের কাঠামোর আধারে সহায়ক পরানো খাঁচা রাখলে খাঁচার গরাদ ও পাখি দেখা যায় কারণ আধারটির চার পাশ খোলা। সহায়ক ও খাঁচার ওপরমুখী চারটি কোণ আধারের কোণের আবেষ্টনীর মধ্যে ঢাকা পড়ে যায়। এই আধারটির তলায়, মাঝখানে নিরেট কাঠের একটা গোঁজ লাগানো থাকে, যাতে গোঁজটি খাড়া নলের গর্তে এঁটে বসে। দাঁড়ের নীচের স্তম্ভটি কাঠের গোলাকার চাকতিতে তৈরী, যার ব্যাস প্রায় পাঁচ ইঞ্চি ও দেড় ইঞ্চি পুরু। ঐ স্তম্ভমূলের মাঝখানেও একটা নিরেট কাঠের গোঁজ খাড়া পোঁতা থাকে। এই গোঁজে মাঝের নলটি এঁটে বসাতে হয়। মাঝের নলটি আধ ইঞ্চি ব্যাসের ফাঁপা পিতলের নল। এই তিনটি পৃথক অংশ সংলগ্ন করলে দাঁড়টি খেলা দেখাবার উপযুক্ত হয়।

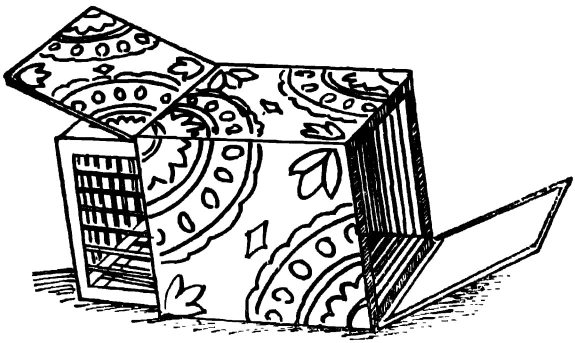


(চিত্র ১২৭)

বলা বাহুল্য, সহায়কে ঢাকা খাঁচাটির হাতল ধরে ঝুলিয়ে দাঁড়ের আধারে সহজেই ঢুকিয়ে দেওয়া যায় অথবা তুলে ফেলাও চলে। খালি সহায়কটি ঐ আধারে রাখলে আপাতদৃষ্টিতে দাঁড়ের আধার শূন্য দেখায়।

টিনের বা পিতলের পাতে তৈরী বাক্সটির পিঠোপিঠি দু দিকে দরজা থাকে। তবে দরজা দুটি বিপরীত মুখে খোলে (চিত্র ১২৮)। এই বাক্সটির এক দিকে পূর্বোক্ত খাঁচার মত একটি খাঁচা পুরে রাখা হয় (ছবির বাঁ দিক দ্রষ্টব্য)। অন্য দিক ফাঁকা থাকে অর্থাৎ সে দিকটা খুলে দেখালে খালি দেখায়। এই দিকেই

রুমালটি রেখে ডালা বন্ধ করে খেলা দেখানো হয়। ফাঁকা দিকের বাক্সের ফাঁদ চার পাশেই প্রায় আধ ইঞ্চি ছোট হতে বাধ্য। কারণ এই জায়গাতে বাক্সের চার দেয়াল ঘিরে একটা চোরা কামরা তৈরী হয়। এই কামরাটির চার দিকের দেয়াল ঘেরা থাকে বটে, তবে দু পাশের মুখ খোলা থাকে। সুতরাং এর



(চিত্র ১২৮)

ভিতরের রং কাল হতে বাধ্য, যায় মুখের চার ধার পর্যন্ত কাল রঙের হলে এই চোরা কামরার অস্তিত্ব হঠাৎ দেখায় চোখে পড়ে না। বাক্সের ডালা বন্ধ করলে যাতে আটকে থাকে তার জন্য একটা জিহ্বার মত আগড় লাগাতে হয়।

টিনের বাক্সটির মধ্যে যে দ্বিতীয় খাঁচাটি রাখা হয় সেটির তলদেশ আলগা থাকে। এই তলার অংশ ঠেললে তলা ছেড়ে ওপরে উঠে যায়। চার পাশের শিকের মধ্যে কড়ার সাহায্যে এটা লাগিয়ে রাখলেই তলার অংশ ওঠা-নামার ব্যবস্থা হয়ে যায়। তলা ওপরে উঠলেও মাঝখানে প্রায় ইঞ্চি খানেক ফাঁক রাখা আবশ্যক, নইলে ছুটি পাখি থাকে কি করে? এই খাঁচাটির তলার নীচেটা ঘোর কাল রঙে রঞ্জিত করা হয়। ফলে খাঁচাটি বাক্সে রাখলে তার তলদেশটাই চোরা কামরার চার দেয়ালের একটা দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় বাক্সটির খাঁচার বিপরীত দিকের দরজাটি খুললে বাক্সে কিছুই নেই দেখানো যায়, যখন রুমালটি অবশ্য বার করে ফেলা হয়।

কর্তব্য : (১) ডালা বন্ধ করতে বাক্সটির সামনে ও পিছনে হাত লাগিয়ে বন্ধ করা হয়। বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত যদি খোলা মুখের দিকে থাকে তা হলে বাঁ হাতের ঠেলায় বাক্সটি ডান হাতের চেটোয় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। এ ভাবে কাজ করার কারণ এই যে স্বাভাবিক ভাবে বাক্সটি উল্টে ফেলা যায়।

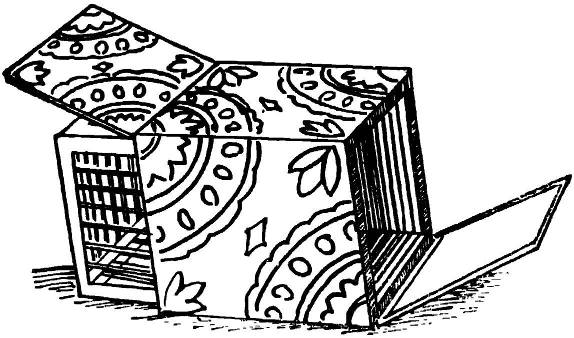
এখন বাক্সটি চেয়ারে রাখলে যখন দরকার খাঁচার দিকের ডালা ওপরেই এসে যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ খুলে ফেলা যায়। যাদুক্রীড়ায় অনেক সময় অনেক সামগ্রী ঘুরিয়ে রাখতে হয়। প্রায়ই দেখা যায় দিক পরিবর্তনের সময়, প্রদর্শক হয় নিজের শরীরের আড়াল, নয় অনাবশ্যক জিনিসটি ঘোরাতে ফেরাতে থাকে। ও ভাবে যাদুক্রীড়া দেখানো নেহাত অর্বাচীনের অপকর্ম গণ্য হওয়া উচিত।

(২) সহায়ক পরানো খাঁচাটি রুমাল দিয়ে ঢেকে টেবিলের কৃষ্ণকলার গহ্বরের ওপর সরালেই খাঁচাটি সেখানে পড়ে যায়। কিন্তু সহায়কটি রুমালের মধ্যে থাকায় খাঁচা রয়েছে দেখায়। কৃষ্ণকলার গহ্বর হচ্ছে কাল মখমলে আচ্ছাদিত টেবিলের এক পাশে খাঁচার চেয়ে একটু বড় চতুষ্কোণ গর্ত। গর্তে কাল মখমলের ঝোলা থাকে। গহ্বরের অস্তিত্ব বিলোপ করতে টেবিলের ওপর সাদা আধ ইঞ্চি ফিতে, সুতির বা জরির, দিয়ে ঘর কেটে নিতে হয়। গহ্বরের সীমানা ঐ ফিতার রেখায় চিহ্নিত করলে গহ্বরের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। এখন খাঁচাটি বাদ দিয়ে রুমাল ঢাকা সহায়কটি টেবিলের অন্যত্র সরানো হয়।

(৩) রুমাল ঢাকা সহায়কটি প্রথম বার দাঁড়ের ওপর কোনাকুনি রাখা হয় যাতে দর্শকরা দেখে মনে করতে পারেন যে খাঁচা এখনও ওখানে আছে। এ সময় রুমালের ঝুলন্ত অংশ দাঁড়ের চার দিকে ছড়িয়ে দিলে ভাল হয়। তার পর সহায়কটি দাঁড়ের মধ্যে রুমাল চাপা অবস্থায় ঢুকিয়ে দিতে হয়। দাঁড়ের মধ্যে সহায়ক সম্পূর্ণ ঢুকে গেলে রুমালের বিপরীত কোণগুলি টেনেটুনে দিতে হয় যাতে সহায়ক ও আধারের মধ্যে রুমালের কোন অংশ ধরা পড়লে ছাড়িয়ে রাখা যায়। কারণ একটু পরেই রুমাল সরিয়ে খাঁচা অন্তর্ধান করেছে যখন দেখানো হবে তখন রুমাল কোথাও আটকে থাকলে সহায়ককেও তুলে ফেলতে পারে বা নাড়িয়েও দিলে যে শব্দ হবে তাতেই খেলার অর্ধেক মাহাত্ম্য খর্ব হয়ে যায়। ঐ শব্দই দর্শকদের রহস্য সমাধানের জোরাল ইঙ্গিত অবশ্যই দেবে তাতে ভুল নেই।

(৪) বাক্সটি রাখবার সময়ই আধ পাক ঘুরিয়ে রাখায় ওপরের ডালাটি খুলে খাঁচাটি বার করা যায়। তবে এবারও বাক্সটি খুলতে বা করতলে সেটি রেখে সামনের ডালা খুলে দ্বিতীয় খাঁচাটি পাখি সমেত বাইরে আনা হলে, সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তর খালি বুঝানো হয়ে যায়।

রুমালটি রেখে ডালা বন্ধ করে খেলা দেখানো হয়। ফাঁকা দিকের বাক্সের ফাঁদ চার পাশেই প্রায় আধ ইঞ্চি ছোট হতে বাধ্য। কারণ এই জায়গাতে বাক্সের চার দেয়াল ঘিরে একটা চোরা কামরা তৈরী হয়। এই কামরাটির চার দিকের দেয়াল ঘেরা থাকে বটে, তবে দু পাশের মুখ খোলা থাকে। সুতরাং এর



(চিত্র ঃ২৮)

ভিতরের রং কাল হতে বাধ্য, মায় মুখের চার ধার পর্যন্ত কাল রঙের হলে এই চোরা কামরার অস্তিত্ব হঠাৎ দেখায় চোখে পড়ে না। বাক্সের ডালা বন্ধ করলে যাতে আটকে থাকে তার জন্য একটা জিহ্বার মত আগড় লাগাতে হয়।

টিনের বাক্সটির মধ্যে যে দ্বিতীয় খাঁচাটি রাখা হয় সেটির তলদেশ আলগা থাকে। এই তলার অংশ ঠেললে তলা ছেড়ে ওপরে উঠে যায়। চার পাশের শিকের মধ্যে কড়ার সাহায্যে এটা লাগিয়ে রাখলেই তলার অংশ ওঠা-নামার ব্যবস্থা হয়ে যায়। তলা ওপরে উঠলেও মাঝখানে প্রায় ইঞ্চি খানেক ফাঁক রাখা আবশ্যক, নইলে দুটি পাখি থাকে কি করে? এই খাঁচাটির তলার নীচেটা ঘোর কাল রঙে রঞ্জিত করা হয়। ফলে খাঁচাটি বাক্সে রাখলে তার তলদেশটাই চোরা কামরার চার দেয়ালের একটা দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় বাক্সটির খাঁচার বিপরীত দিকের দরজাটি খুললে বাক্সে কিছুই নেই দেখানো যায়, যখন রুমালটি অবশ্য বার করে ফেলা হয়।

কর্তব্য: (১) ডালা বন্ধ করতে বাক্সটির সামনে ও পিছনে হাত লাগিয়ে বন্ধ করা হয়। বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত যদি খোলা মুখের দিকে থাকে তা হলে বাঁ হাতের ঠেলায় বাক্সটি ডান হাতের চেটোয় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। এ ভাবে কাজ করার কারণ এই যে স্বাভাবিক ভাবে বাক্সটি উল্টে ফেলা যায়।

এখন বাক্সটি চেয়ারে রাখলে যখন দরকার খাঁচার দিকের ডালা ওপরেই এসে যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ খুলে ফেলা যায়। যাদুক্রীড়ায় অনেক সময় অনেক সামগ্রী ঘুরিয়ে রাখতে হয়। প্রায়ই দেখা যায় দিক পরিবর্তনের সময়, প্রদর্শক হয় নিজের শরীরের আড়াল, নয় অনাবশ্যক জিনিসটি ঘোরাতে ফেরাতে থাকে। ও ভাবে যাদুক্রীড়া দেখানো নেহাত অর্বাচীনের অপকর্ম গণ্য হওয়া উচিত।

(২) সহায়ক পরানো খাঁচাটি রুমাল দিয়ে ঢেকে টেবিলের কৃষ্ণকলার গহ্বরের ওপর সরালেই খাঁচাটি সেখ নে পড়ে যায়। কিন্তু সহায়কটি রুমালের মধ্যে থাকায় খাঁচা রয়েছে দেখায়। কৃষ্ণকলার গহ্বর হচ্ছে কাল মখমলে আচ্ছাদিত টেবিলের এক পাশে খাঁচার চেয়ে একটু বড় চতুষ্কোণ গর্ত। গর্তে কাল মখমলের ঝোলা থাকে। গহ্বরের অস্তিত্ব বিলোপ করতে টেবিলের ওপর সাদা আধ ইঞ্চি ফিতে, সুতির বা জরির, দিয়ে ঘর কেটে নিতে হয়। গহ্বরের সীমানা ঐ ফিতার রেখায় চিহ্নিত করলে গহ্বরের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। এখন খাঁচাটি বাদ দিয়ে রুমাল ঢাকা সহায়কটি টেবিলের অন্যত্র সরানো হয়।

(৩) রুমাল ঢাকা সহায়কটি প্রথম বার দাঁড়ের ওপর কোনাকুনি রাখা হয় যাতে দর্শকরা দেখে মনে করতে পারেন যে খাঁচা এখনও ওখানে আছে। এ সময় রুমালের ঝুলন্ত অংশ দাঁড়ের চার দিকে ছড়িয়ে দিলে ভাল হয়। তার পর সহায়কটি দাঁড়ের মধ্যে রুমাল চাপা অবস্থায় ঢুকিয়ে দিতে হয়। দাঁড়ের মধ্যে সহায়ক সম্পূর্ণ ঢুকে গেলে রুমালের বিপরীত কোণগুলি টেনেটুনে দিতে হয় যাতে সহায়ক ও আধারের মধ্যে রুমালের কোন অংশ ধরা পড়লে ছাড়িয়ে রাখা যায়। কারণ একটু পরেই রুমাল সরিয়ে খাঁচা অন্তর্ধান করেছে যখন দেখানো হবে তখন রুমাল কোথাও আটকে থাকলে সহায়ককেও তুলে ফেলতে পারে বা নাড়িয়েও দিলে যে শব্দ হবে তাতেই খেলার অর্ধেক মাহাত্ম্য খর্ব হয়ে যায়। ঐ শব্দই দর্শকদের রহস্য সমাধানের জোরাল ইঙ্গিত অবশ্যই দেবে তাতে ভুল নেই।

(৪) বাক্সটি রাখবার সময়ই আধ পাক ঘুরিয়ে রাখায় ওপরের ডালাটি খুলে খাঁচাটি বার করা যায়। তবে এবারও বাক্সটি খুলতে বা করতলে সেটি রেখে সামনের ডালা খুলে দ্বিতীয় খাঁচাটি পাখি সমেত বাইরে আনা হলে, সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তর খালি বুঝানো হয়ে যায়।

রজ্জুভ্রম

সংঘটন : এক খণ্ড দড়ি বার বার পাঁচ বার কেটে, প্রত্যেক বার দু টুকরা হয়েছে দেখিয়ে, আবার জুড়ে দেওয়ার চমক এই খেলার সম্পাদ্য বিষয়। দৈর্ঘ্যে দড়ি কখনও ছোট হচ্ছে না প্রমাণ করতে অন্য এক খণ্ড সমান লম্বা দড়ির সঙ্গে ঝুলিয়ে মাপা হয় ও শেষ বার দড়ির দু দিক ধরে টানাটানি করেও বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে দড়িটি কাটলেও প্রকৃত পক্ষে পূর্ব অবস্থাতেই আছে। দড়ির এই যাদুক্রীড়ায় কখনও ছেঁটে কিছু বাদ দেওয়া হয় না বলেই বিস্ময়টা বেড়ে ওঠে।

বাগ্‌বিস্তার : বাপ ঠাকুর্দার আমল থেকেই শোনা যাচ্ছে 'দু দিক সামলান দায়'। আজও এই সমস্যার সমাধান হল না। তাই আপনাদের বাচনিক হিতোপদেশ না শুনিয়ে, হাতে-কলমে আমার সমাধানটা করে বুঝাতে চাই। আপাততঃ এই দু গাছি দড়ি লক্ষ্য করুন। [দু হাত দু দিকে প্রসারিত করে, পাশাপাশি ঝুলিয়ে এবং প্রত্যেক হাতে একটি দড়ি ঝুলিয়ে] দেখুন, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দড়ি দুটি সমান। আজকালকার গণতান্ত্রিক যুগে মুড়ি মিছরির এক দর। তাই দড়ি দুটো ছেঁটে কেটে সমান করে নিয়েছি। এবার আপনাদের মতে কোন্ হাতের দড়িটা ব্যবহার করব, বলুন। আমার বাঁ হাতেরটা, না ডান হাতেরটা ? [যে দড়িটাই নির্দিষ্ট হোক না কেন, সেটি মেনে নিয়ে (১)] তা হলে বাঁ হাতেরটাই ব্যবহার করছি। ডান হাতেরটা এই চেয়ারেই রইল [বাঁ হাতের দড়ি নির্বাচিত হওয়াতে ডান হাতের দড়ি চেয়ারের ঠেসানে রাখতে রাখতে] এখন আমাদের সমস্যাতে ফিরে যাই। কথা হচ্ছিল দু দিক সামলে চলা। অর্থাৎ আয় ব্যয় সামলানো [বাঁ হাতে দড়িটা করতলের এ পাশ থেকে ও পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে পিছনের ঝুলন্ত প্রান্ত টেনে দু মুখ সমান করতে করতে (২)]। দড়িটার দুটো দিক। ধরা যাক, এক দিকের অংশ হচ্ছে আয়, অন্য দিকের অংশ হচ্ছে ব্যয়। তা হলে আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য করতে একটা দিক টানতেই হয় এই অনটনের বাজারে। [দড়ির এদিক ওদিক টানতে টানতে] অর্থাৎ, হয় আয়কে টেনে বাড়াতে হয়, নয় ব্যয় টিপে টিপে করতে হয়। তা না করতে পারলে দু দিক সামলানো যায় না। এত ক্ষণে আমার হাতের দড়িটার দুটি প্রান্ত বরাবর হয়েছে। আয় ব্যয়ের সমতার প্রথম কর্তব্য ঐ দুটির সীমা সম্বন্ধে চলা, যাতে কখনও কোনটা না হাতের বাইরে চলে যায়। [বাঁ হাতের করতল টপকানো দড়ির ওপরের অংশটি ডান হাতে উঠিয়ে (৩)] এ দড়ির এটাই

মাঝখান। [ডান হাত থেকে ঐ দু পাট দড়ি বাঁ হাতে ধরিয়ে দিয়ে ডান পকেট বা বুক পকেট থেকে ডান হাতে কাঁচি নিয়ে] আয় ব্যয়ের মধ্যে সব সময়ই একটা ফাঁক রাখা দরকার। [কাঁচি দিয়ে বাঁ হাতে ধরা দড়ির পাট হওয়া জায়গাটি কেটে (৪)] আয় ব্যয়ের মধ্যে ফাঁক রাখতে দড়িটার মাঝখান কেটে আমি আলাদা করে দিয়েছি। তবু সমস্যা থেকেই গেছে। আয় আর ব্যয় চিরকাল সমান থাকে না। আয় কমতে পারে, ব্যয় বাড়তে পারে। অথবা আয় বাড়তে পারে, ব্যয় কমতে পারে। সে ক্ষেত্রে আয় ব্যয়ের সমতা করতে কষে একটা গেরো বাঁধতে হয় [সঙ্গে সঙ্গে দড়ির কাটা অংশ দুটিতে গেরো দিয়ে (৫)]। সরকারী উপদেশে বলা হয়, 'কোমরবন্ধনী আরও কষে বাঁধুন'। এখন দেখুন, গেরোটা ঠিক দড়ির মাঝখানেই পড়েছে। দড়ি টানাটানির পালোয়ানীতে গেরোটা মধ্যস্থতা করতে পারে [দড়ি টেনে দেখিয়ে]। আয় ব্যয়ের টানা পোড়েনে বিশ্ববাসী হিমশিম হয়ে চেঁচাচ্ছে, "কি গেরোতেই না ফেঁসেছি।" এই গেরো থেকে মুক্তি পেতে হলে আরও বিপদ জালে জড়িয়ে পড়তে হয় (৫)। অতএব গেরো বাঁধা দড়িটা হাতে জড়িয়ে ফেলি [তথাকরণ]। [হাতে জড়ানো দড়ির শেষ প্রান্ত কাঁচিতে চেপে ধরে (চিত্র ১৩০ দ্রষ্টব্য) খুলতে খুলতে (৬)] দড়ির জট খুললেই দেখা যাবে, যা ছিল দুর্ভাবনার জটাজাল তা হয়ে গেল সরল সহজ সূত্র। [গ্রন্থিহীন দড়িটা টেনে দেখাতে দেখাতে] মনে আছে নিশ্চয়, দুটো একই মাপের দড়ি নিয়ে এই গবেষণা শুরু করেছিলাম। এখন দেখুন অন্য দড়িটা আর হাতের দড়িটা লম্বায় সমান [পাশাপাশি ঝুলিয়ে দেখিয়ে]। আয় ব্যয়ের অনিশ্চয়তায় নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। আপনাদের মধ্যে এক জন আমায় যদি একটু সাহায্য করেন তা হলে অবশ্যই আর্থিক সমস্যা মিটে যায়। মহানুভব কেউ আসুন। [আগমন উদ্যত দর্শককে সম্বোধন করে] অর্থ পেতে হলে চটপট আসুন, দিতে হলে দেরী করবেন না। [আগন্তুককে সমাদরে মঞ্চে অভ্যর্থনা করে নাম ইত্যাদি শুধিয়ে ও সবাইকে শুনিয়ে] প্রত্যেক সমস্যারই দুটো সমাধান হতে পারে। কেমন, ঠিক তো? একটা নির্ভুল, আর অন্যটা ভুল। আগে আপনি দড়ির মাঝখানটা দেখুন। কোথাও জোড়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। টেনে দেখুন। মনে হচ্ছে সম্ভ বোনা এক গাছা দড়ি। আয় ব্যয় ঠিকমত সামলাতে পারলে, আয়করের সাধ্য কি, গোঁজামিলের অভিসন্ধি খুঁজে বার করে? তা হলে, এবার আপনি দড়িটার একটা দিক এই ভাবে মুঠোয় চেপে ধরুন যাতে সবাই শেষ অংশটা ঝুলছে দেখতে পায়।

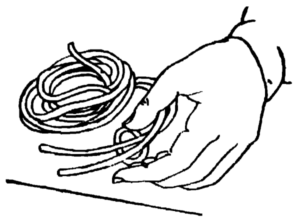
আমিও আপনার মত অন্য দিকটা ধরে রাখি (৭) [তথাকরণ]। আমার বাঁ হাতের নীচে যতখানি দড়ি ঝুলছে, আপনার মুঠোর নীচের দড়িটাও ততখানি লম্বা। আমার মুঠোর সঙ্গে আপনার মুঠো ঠেকিয়ে ধরুন, সবাই যাতে দেখতে ও বুঝতে পারেন যে যা বলছি তা ঠিক [দু জনের মুষ্টি পাশাপাশি রাখার পর প্রদর্শক দড়ির মধ্যস্থল কাঁচির ফাঁকে উঠিয়ে (চিত্র ১৩১ দ্রষ্টব্য), দড়ির এ জায়গা কাটলে নিশ্চয় সমান দু টুকরো হয়ে যাবে [বলার সঙ্গে সঙ্গে দড়ি কেটে (৮)]। এখন দেখা যাক, সমান দু টুকরো হয়েছে কি না। [আগন্তুকের হাতের দড়ি নিয়ে প্রদর্শক তার হাতের দড়ির পাশাপাশি ঝুলিয়ে ধরতেই ছোট বড় দু টুকরো দেখা যেতে] এ যে অচিন্ত্যনীয় অভূতপূর্ব ঘটনা! নিঃসন্দেহে মধ্যস্থল ছেদন করা হল. অথচ পরিণামে পাওয়া গেল দুটি অসমান খণ্ড। আয় ব্যয়ের সমতা করার এই বিষম ফল বিস্ময়কর। [বাঁ হাতের দড়ি দুটির ঝুলন্ত অংশ ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে জড়াতে জড়াতে (৯)] আয় ব্যয়ের কোনও একটা বাড়লেই বিষম বিপত্তি। [কাঁচিতে দড়ির একটা ডগা ধরে বাঁ হাতের জড়ানো দড়ি খুলতে খুলতে] দড়ি যে দু টুকরো হয়েছে তাতে আর ভুল নেই। আয় ব্যয়ের ফাঁকও জোড়াতালি দিয়ে বেমালুম মেলানো অসম্ভব। তবু কি কাণ্ডটাই ঘটল, দেখুন। [একটি অখণ্ড দড়ি দেখিয়ে] এবারও আয় ব্যয়ের হিসাব মিলেছে। তার চেয়েও বড় কথা [অন্য দড়িটা পাশাপাশি ঝুলিয়ে] এখনও দড়ি দুটো মাপে এক। এর পরেও কেউ যদি আয় বুঝে ব্যয় করতে না শেখেন তা হলে বলব, আপনার ব্যয়কে ছাঁটুন যাতে আয়কে না ছাপিয়ে যায়। যে সমীকরণ বিদ্যালয়ে বিভীষিকার বিষয় ছিল, বড় হয়ে আয় ব্যয়ের সমীকরণের ফাঁপরে পড়ে আমার মত আপনারাও অনেকে বাল্যকালের বিদ্যাভ্যাসের ফাঁকিতে আফসোস করে থাকেন। আমি এখন আপনাদের সেই সমীকরণের পাঠ শুরু করিয়ে দিলাম। [দ্বিতীয় দড়িটা চেয়ারে রেখে কাঁচি হাতে নিয়ে] আমার বাঁ হাতের দড়িটা এক দিক ধরে ঝুলিয়ে রাখছি আর কাঁচিটা ঝুলন্ত অংশে চালিয়ে যাব। যেই না কাঁচিটা দড়ির মাঝ বরাবর পৌঁছাবে আমায় বলবেন। [বিষয়টা কয়েক বার করে দেখিয়ে কাঁচি দড়ির বাঁ হাতের কাছ থেকে সরাতে সরাতে, থামুন বলা মাত্র (১০), কাঁচির কাছের দড়ির অংশ বাঁ হাতে তুলে দিয়ে (চিত্র ১৩৩), সেখানটা কেটে] দড়িটা এবারও দু টুকরো হয়েছে। কিন্তু সমান দুটি খণ্ড হয় নি। এ থেকেই জানা গেল আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে আমরা কতখানি বেহিসাবী। যাই হোক, এবারও জোড়াতালি দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যাক [পূর্ববৎ দড়ির ঝুলন্ত অংশ বাঁ হাতে জড়িয়ে,

দড়ির একটা খেই কাঁচিতে ধরে খুলে এক গাছা করতে করতে (১১)] বিদ্যাভ্যাসের কালে ভুল হলেই মুছে ফেলা যেত। কিন্তু জীবনের অঙ্কে ভুলটা মোছা যায় না, আবার নতুন করে করাও চলে না। এবারও দেখুন, এই দড়িটা আর অন্য দড়িটা মাপে একেবারে সমান সমান [পাশাপাশি ঝুলিয়ে ধরে]। এ থেকেই বুঝতে পারছেন, যতই কাটাকুটি করুন না কেন, সমস্যা যা ছিল তা এখনও আছে। আগেই বলেছি, এ সবই গেরো অর্থাৎ গ্রহের ফের। ফের যদি আয় ব্যয়ের রফা করতে যাই তা হলে চোখের অনুমানের চেয়ে বিচক্ষণ ব্যবস্থা নিতে হয়। সমস্যা হচ্ছে আয়-ব্যয়ের দফা রফা। তা করতে হলে প্রকৃত মধ্য পন্থা, থুড়ি মধ্যস্থল, নির্ভুলভাবে নির্ণয় হওয়া দরকার। জ্যামিতি বলেছে, একটি সরল রেখার মধ্যস্থল নির্ণয় করতে হলে কি সব আঁকা বুকি করতে হয়। দড়ি ঝুলিয়ে ধরলেও সরল রেখা হয়। আমার মনে হয় দড়ির দুটি প্রান্ত যদি গেরো দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় [কথামত কাজ করতে করতে (১২)] তা হলে গ্রন্থির ঠিক বিপরীত দিকটা মধ্যস্থল হয় [এ সময় গেরোটা এক হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে অন্য হাতে দড়িটা মাথার ওপর তুলে নিয়ে ছেড়ে দিতেই গেরোটা নীচে ঝুলছে দেখা যায়]। এখন এখানটা কাটলেই দড়িটার মাঝখানটাই কাটা পড়বে (১২)। [কাটা দড়িটা ঝুলে পড়তেই গেরোটা মাঝখানে দেখা যায়; গেরো দেখিয়ে] এবার আমরা অবশ্যই দড়িটা সমান দু অংশে কেটেছি। গণিতের একমাত্র গুণ এই যে মূর্খরাও মুখ ফুটে বলতে ভয় পায় আর জ্ঞানীরা তো মৌনী বাবা। আমাদের রাজ্য-সভায় বিধান-সভায় যে দিন থেকে গণিতের ভাষা প্রচলিত হবে সে দিন থেকে অতি বড় মুখফোড় বিরোধীদলেরও মুখ বন্ধ হবে। না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আয়কর, ব্যয়কর, সঞ্চয়কর, সম্পত্তিকর, দানকর মায় সন্তান-সন্ততিকর দিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হতে হবে। [দড়িটা বাঁ হাতে জড়াতে জড়াতে (১৩)] এবার দেখা যাক আয় ব্যয় হাতের মুঠোয় এল কি না। [পূর্ববৎ কাঁচিতে দড়ির একটা খেই চেপে ধরে খুলতে খুলতে] অবস্থা আবার পূর্ববৎ। অর্থাৎ আয় বাড়লেই ব্যয় বাড়ে, আর আয় না থাকলে অভাবও কমে। [বাঁ হাতে দড়িটা ঝুলিয়ে অন্য দড়িটা পাশা-পাশি ঝুলিয়ে (১৪)] এখনও দেখুন দুটো দড়িই সমান। কাটাকুটি যতই করুন না কেন, রজ্জুভ্রম [কাটা টুকরো লুকিয়ে রাখতে] বলে একটা কথা আছে, সেটা মিথ্যা নয়। [ডান হাতের দড়িটা চেয়ারে জড়সড় করে রেখে (১৫) অন্য দড়িটা নিয়ে] এত ক্ষণ দড়িটা আমি নিজে কেটেছি বলে কেউ কেউ ভাবছেন, আমি দড়িটা কোনও বারই কাটি নি। এ রকম ভাবা ঠিক নয়। নিজের পাওনা থেকে

কাটা গেলে বুক যতটা ফাটে, অন্তের পাওনা কাটতে পারলে মনের মধ্যে তার চেয়েও খুশী ফোটে। এবার আপনাদের কাটার সুযোগ দিয়েই দেখা যাক। এটা দড়ির মাঝখানে পৌঁছাবার সহজ নিয়ম (চিত্র ১৩৮)। এবার আমি নিজে কাটতে চাই না। আপনি কাটুন [আগন্তুককে সম্বোধন করে এবং তাঁর হাতে কাঁচি দিয়ে আগের বারের দেখানো রীতিতে দড়িটায় দুটি বৃত্তাকার পাক তৈরী করে (১৬), কাটা হলে, বাঁ হাতে দড়িটা ঝুলিয়ে ধরে (চিত্র ১৩৪)] এ বারও আয় ব্যয় সমান হল না। অর্থ সমস্যার মুস্কিল ওখানেই। ব্যয় ধরে টানলেই নব পরিনীতা বধূর মত আয়টিও সলাজ অবগুণ্ঠনে গুটি গুটি সেই পথ ধরে। পাওনাদারদের নহবত বাজনা শোনাবার আয়োজন করবেন। [দড়িটি পূর্ববৎ হাতে জড়িয়ে শেষ খেইটা কাঁচিতে ধরে খুলে এক গাছা দড়ি করে (১৭)] এবারও দেখা যাচ্ছে, ব্যয় যতই হোক না কেন, যে খায় চিনি, জোগায় চিন্তামণি। [দড়ির একটা প্রান্ত আগন্তুককে ধরতে দিয়ে অন্য প্রান্ত প্রদর্শক নিজের হাতে ধরে টানাটানি করতে করতে (১৮)] সবাই এক সময় না এক সময় পুষিয়ে ফেলে অপব্যয়। হিসেবও চুকে যায়। [আগন্তুককে ধন্যবাদ জানিয়ে, বিদায় দিয়ে, খেলা শেষ করা হয়] সুখের আশাতেই আছি ; ব্যয় করলেই তো সুখ ?

উপকরণ ঃ প্রায় ছ সাত হাত লম্বা দু গাছা দড়ি। এ দড়িগুলো কড়ে আঙুলের মত মোটা, তুলার সুতার বুনটে বাইরেটা ঢাকা আর অভ্যন্তরে মোটা সুতার রাশ ভর্তি, দেখতে গোলাকার। প্রায় এই ধরনের দড়ি আজকালের কেরোসিন স্টোভের সলতে তে ব্যবহৃত হয়। সেগুলি কিছু রোগা। আর লাগে এক জোড়া কাঁচি। গরম কাপড় কাটবার জন্য যে শানিত কাঁচি পাওয়া যায় সেটাই ব্যবহার্য। কারণ, এই দড়ি কাঁচির একবারের চাপে কাটতে হয়। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কাটলে খেলার গতি ভঙ্গ হয় ও প্রদর্শকের অপটুতা দর্শকদের বিরক্তি উৎপাদন করে। আর একটি সহায়কের প্রয়োজন। এই সহায়ক ঐ দড়ির টুকরা দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। জিনিসটি একটি চক্রাকার দড়ির বালা। দড়ির সাড়ে চার বা পাঁচ ইঞ্চি একটা টুকরা নিয়ে দু মুখ আঠা দিয়ে জুড়ে তার পর ছুঁচ সুতো দিয়ে জোড়াটা মজবুত করলেই বালা হয়ে পড়ে। চেয়ারে বা টেবিলে দু গাছা দড়ি ও এই সহায়কটি একত্র রেখে খেলা দেখানো আরম্ভ হয়। দড়ি দু গাছার শেষ প্রান্ত দুটি রবার সিমেন্টে ভিজিয়ে একটু শুকিয়ে নিতে হয়। সাইকেলের টিউব জোড়ার রবার, সিমেন্ট আঠা ব্যবহার করলে একটা লাল দাগ হয়। কিন্তু জুতোর ক্রেপসোল জোড়ার আঠা সাদা বা ঘোলাটে। সেই আঠাই ব্যবহার করা শ্রেয়।

কর্তব্য: (১ ও ২) দু গাছা দড়ি খেলা দেখাবার প্রাক্কালে বাঁ হাতে উঠিয়ে যখন নেওয়া হয় তখন সেই সহায়ক বালাটিও ঐ সঙ্গে তুলে ফেলা হয় (চিত্র ১২৯)। দড়ি দুটো স্তূপ করে রাখার সময়ই বালাটি দুটো দড়ির দুটো খেইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে রাখলে এক নজরে কিছুই ঠাহর করা যায় না। অথচ জানা আছে বলেই অনায়াসে সহায়ক বালাটি সমেত দড়ির শেষ প্রান্ত একত্রে তুলে দড়িটা ঝুলিয়ে ধরতে প্রদর্শকের কোনও অসুবিধা হয় না। এ সময় বাঁ হাতের করতল আকাশের দিকে সমান্তরাল করে রাখা হয় ও বালাটি তর্জনী মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা গুটিয়ে দর্শকদের চোখের আড়ালে রক্ষা করা হয়।

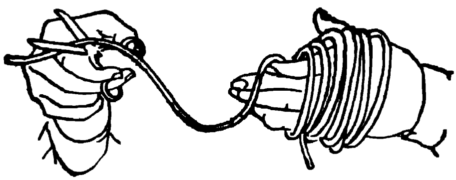


(চিত্র ১২৯

এবার দু হাতে দু গাছা দড়ি আলাদা করে ঝুলিয়ে দেখানো হয়। সহায়ক বালাটি বাঁ হাতেই আঙুলবন্দী করে রাখা থাকে। যে হাতেরই দড়ি মনোনীত হোক না কেন, বাঁ হাতের সহায়কটি সন্তর্পণে গোপন রেখে, অমনোনীত দড়িটা ডান হাতে চেয়ারে রেখে, বাঁ হাতে মনোনীত দড়িটির ডগা করতল পার করিয়ে সেই ডগাটি করপৃষ্ঠের দিক দিয়ে ধরে টেনে নামানো হয় যাতে দড়ির দুটি প্রান্ত বরাবর হয়। এ সময় বাঁ হাত কাত করে ধরা হয় অর্থাৎ করতল লম্ব রেখায় ধরা হয় ও করপৃষ্ঠ দর্শকদের দিকে থাকে যাতে সহায়কটি কেউ না দেখতে পায়। দড়িটা বাঁ হাতে রাখতে ছুঁচে সুতা পরাবার মত বালা গলিয়ে রাখা হয়।

(৩, ৪ ও ৫) ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের দু পাশে ঝোলানো দড়িটা তুলে ধরবার সময় সহায়ক বালাটি ডান হাতে উঠিয়ে দড়ি যেখানে বালার ফাঁদ গলে ঝুলেছে সেই জায়গাটি বাঁ আঙুলের চাপে ঢেকে রেখে দেখানো হয়। বাঁ হাত এ সময় লম্ব রেখায় রাখা হয় ও করপৃষ্ঠ দর্শকদের দিকে ঘোরানো থাকে। দর্শকদের দড়ির মধ্যস্থল বুঝাতে ঐ বালাটির ফাঁসটিই দেখানো হয়ে থাকে। তার পর পকেট থেকে কাঁচি নিয়ে বালাটি কেটে দিলে সেখানে দুটি কাটা অংশ দেখা যায় এবং দড়ির নীচের ঝুলন্ত অংশ দুটি দেখে কারও আর সন্দেহ থাকে না যে দড়িটা দু টুকরা হয়নি। এবার ওপরের অংশ দুটি নিয়ে একটা গেরো দিয়ে দেওয়া হয়। যদিও মাত্র একটি গেরোই দরকার এবং তাই দেওয়া হয়, তবু ভান করা হয় দুটি গেরো বাঁধা হচ্ছে। এই শেষের গেরোটি দেওয়া হচ্ছে আকারে প্রকারে। যাদুতে এ রকম ভান অভিনয়ের অংশ বিশেষ।

(৬) গেরো বাঁধা দড়িটা বাঁ হাতে ধরে ঝুলিয়ে দেখাবার পর দড়ি বাঁ হাতে জড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ দড়িতে যে গেরোটি বাঁধা হয়েছে সেটি জড়াবার সময় অনায়াসেই টেনে সরানো যায়। এই কাজটি করার উদ্দেশ্যেই কাটা টুকরাটি দড়িতে মাত্র একটি গেরো দিয়ে বাঁধা হয়। গেরো কষে না বাঁধলে ওটি সহজেই দড়িতে হড়কে সরে যায়। বাঁ হাতে সমস্ত দড়িটা জড়াবার সময় যেই না গেরোর টুকরাটি ডান হাতের মুঠোয় এসে পড়ে তখন গেরোটি ঐ হাতে চেপে ধরে দড়িটা পাকাতে থাকলে শেষ পর্যন্ত গেরোর টুকরাটি খসে ডান হাতেই থেকে যায়। এ সময় ডান হাতে গেরোর টুকরাটি রাখা চলে এবং ঐ হাতেই কাঁচি তুলে দড়ির শেষ প্রান্তটি ধরে দড়িটা খুলে ঝুলিয়ে ধরা যায় (চিত্র ১৩০)। টুকরাটি বাঁ হাতে হস্তান্তরিত করে অঙ্গুষ্ঠের চাপে রাখতে পারলে ভাল, কারণ সম্পূর্ণ দড়িটা বাঁ হাত থেকে খুলে ফেলার পর ডান দিক ফিরে দর্শকদের যখন দড়িটায় কোনও বাঁধন নেই দেখানো হচ্ছে, এবং সকলের মনোযোগ দড়িতে আকৃষ্ট, তখন বাঁ হাতের টুকরাটি বাঁ পকেটে রাখার সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া যায়।



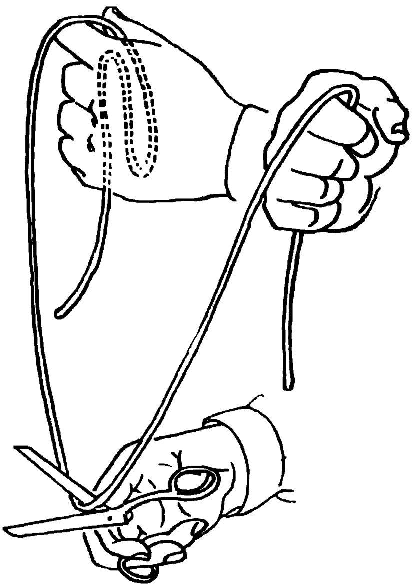
(চিত্র ১৩০)

(৭) দড়ির মধ্যস্থল নির্ণয় করতে এবার প্রদর্শক বাঁ হাতে দড়ির একটা দিক মুঠোয় ধরে নেয় এবং মুঠোর নীচে খানিকটা প্রান্ত ঝুলিয়ে রাখে। আগন্তুক দর্শককেও দড়ির অন্য দিকের অংশটা একই ভাবে ধরিয়ে দেওয়া হয় (চিত্র ১৩১)। দু জনের হাতের ঝুলন্ত অংশ সমান থাকলে অবশ্যই কাঁচিতে ধরা জায়গাটি দড়ির মাঝখান হতে বাধ্য। কিন্তু এই জায়গা কেটে ফেলে প্রদর্শক যখন দর্শকের হাতের দড়িটা নিজের হাতের দড়ির পাশে ঝুলিয়ে ধরে তখন ছোট ও বড় আকারের দড়িই দেখা যায়। তার কারণ প্রদর্শকের হাতের মুঠোয় বাড়তি খানিকটা দড়ি লুকানো থাকে যেটা ছবিতে ফুটকি চিহ্ন দিয়ে বুঝানো হয়েছে।

(৮) ছবিতে দেখানো কাঁচিতে ধরা অংশটি কেটে দেওয়া হয় (চিত্র ১৩১) এবং দু জনের হাতে দু টুকরা দড়ি দেখে কারও আর সন্দেহ থাকে না যে দড়ি কাটা হয় নি।

(৯) দড়ি দুটি পাশাপাশি ঝুলিয়ে ধরার সময় আঠা মাখানো প্রান্ত দুটি ওপর

দিকে তুলে নেওয়া হয় যাতে সেই দুই অংশ না একত্র হয়। ঐ আঠা মাখানো মুখ এক হলে লেগে যায়, যা আগেই লোকদের জানা ভাল নয়। দড়ি দুটি হাতে জড়াবার আগে আঠা মাখানো মুখ দুটি, বাঁ হাতের মধ্যে এনে, ঐ হাতেরই আঙুল দিয়ে দুই মুখ জোড়া লাগাতে হয় আর এই কর্মটি ঢাকতে ডান হাতে দড়ির এক একটা অংশ বাঁ হাতে জড়িয়ে দিতে হয়। জোড়া মুখ শক্ত হতে সামান্য সময় নেয় বটে, কিন্তু ঠিক মত দু মুখ জোড়া লাগলে সহজে খুলে যায় না। তবে সাবধান হয়ে এই দড়ি নাড়াচাড়া করতে হয় যাতে জোড়ের জায়গায় অত্যধিক টান বা ভার না পড়ে।

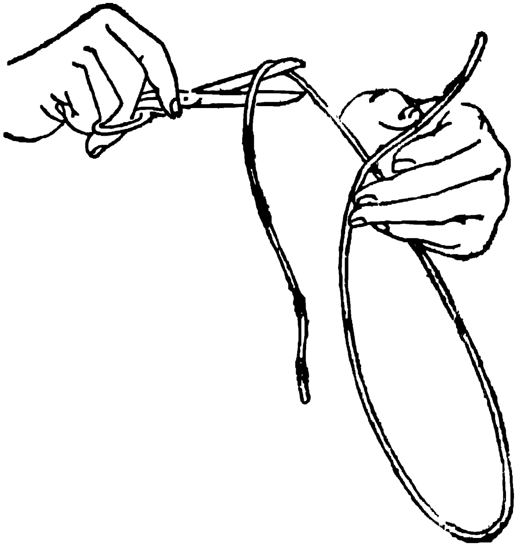


(চিত্র ১৩১)

(১০) দড়ির মধ্যস্থল দর্শকদের দিয়ে স্থির করিয়ে নিতে দড়ির ঝুলন্ত অংশটি কাঁচির ডগায় উঠিয়ে কাঁচি সরিয়ে দড়িটার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কয়েক বার চালিয়ে যাবার সময় তাঁদের অনুরোধ করা হয় যে কাঁচিটা যেই দড়ির মাঝ বরাবর পৌঁছেছে তাঁরা যেন থামতে বলেন। এই নির্দেশ ক্রমে এক সময় যেই না কোন দর্শক থামতে বলেন, প্রদর্শক তৎক্ষণাৎ সেই অংশটি বাঁ হাতের করতল পার করে রাখে, ফলে দড়িটায় একটা পাক দেখা যায় (চিত্র ১৩২)। দড়ির ঝুলন্ত অংশ বাঁ হাত পার করে রাখা মাত্র প্রদর্শক কাঁচি দিয়ে অন্য প্রান্তের, পূর্বে যে অংশ বাঁ হাতে ধরা ছিল, সেখানের দড়ি উঠিয়ে কেটে দিতেই (চিত্র ১৩৩) বাঁ হাতে ধরা দড়িটার দুটি কাটা অংশ ওপরের দিকে ও অন্য দুটি মুখ নীচে ঝুলতে দেখা যায় (চিত্র ১৩৪)। দড়িটা সুতরাং, চোখের দেখার বিচারে, দু ভাগে বিভক্ত হয়েছে প্রতীয়মান হয়।

(১১) এ অবস্থায় নীচের ঝুলন্ত মুখ দুটি তুলে দেওয়া হয় বাঁ হাতে এবং দুটি দড়ির চারটি মুখ দেখানো হয়। পরক্ষণেই একটি মুখ ধরে দড়িটা বাঁ হাতে

জড়ানো হয়। প্রকৃতপক্ষে ডান হাতে কাটা ছোট টুকরার একটা মুখের সঙ্গে বড় দড়িটার একটা মুখ অঙ্গুষ্ঠের চাপে ধরে ফেলা হয় যখন দড়ির শেষ দিকটা বাঁ



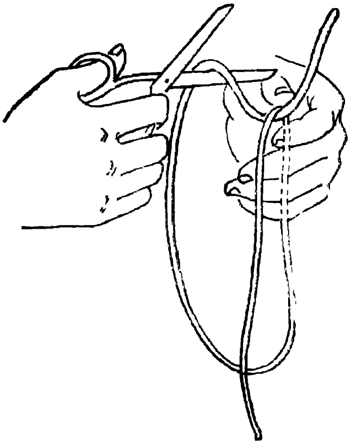
(চিত্র ১৩২)

হাতে জড়ানো হতে থাকে। এরই অব্যবহিত পরক্ষণেই জড়ানো দড়ি খোলার সময় ডান হাতে ছোট টুকরা ও বড় দড়ি এক সঙ্গে ধরে খুললে দড়িটা জুড়ে গেছে মনে হয়।

এ অবস্থায় কাটা দড়িটার চারটে মুখ ছবিতে দেখানো ভাবেও একত্র করলে (চিত্র ১৩৫) ডান হাতে ধরা দড়ির একটি মুখের সঙ্গে বাঁ হাতের দড়ির একটি মুখ এক করে ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠে ধরে অন্য মুখটা ছেড়ে যদি টেনে ওঠানো হয় তা হলেও দড়িটা সম্পূর্ণ এক গাছা দড়িতে পরিণত করা যায়। এ ভাবে দড়ি জোড়া লেগেছে দেখাতে হলে বাঁ হাতের মুঠোর মধ্য দিয়ে বৃহৎ অংশের দড়িটা যাতে পুরাপুরি চলে আসে সে ভাবে কাজটি করতে হয়।

(১২) এবার দড়ির মাঝখান স্থির করতে দড়িগাছার দুটি খেই গেরো দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়। লোকে তাই দেখছে মনে করে। কিন্তু প্রদর্শকের হাতে যে ছোট টুকরাটির সঙ্গে সমস্ত দড়িটা ধরা রয়েছে সে সময় ঝুলন্ত দিকটা তুলে যখন বাঁ হাতের কাছে আনা হয় তখন বড় দড়িটার মুখ দুটি বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের

তলায় চেপে রেখে, ছোট অংশের দুটি মুখ বার করা হয় (চিত্র ১৩৬)। এখন বড় দড়ির দুটি প্রান্ত বাঁ অঙ্গুষ্ঠের চাপে রেখে, বাঁ হাতের ছোট টুকরার দুটি প্রান্ত ডান হাত দিয়ে একটি গেরো বেঁধে, দ্বিতীয় গেরো দেওয়ার ভান করা হয়। এই গেরো যথা সম্ভব আল্গা ভাবে দেওয়া হয় এবং গেরোটি দেওয়ার আগে লক্ষ্য করে দেখে নিতে হয় যে যে-অংশে গেরোটি বাঁধা হবে সেই অংশটি দড়ি গাছার বৃহত্তর কাটা অংশ কিনা কারণ ঐ গেরোকে পরে হুড়কে সরাতে হবে। মনে করিয়ে দেওয়া ভাল যে এই দড়িটার মাঝামাঝি জায়গা

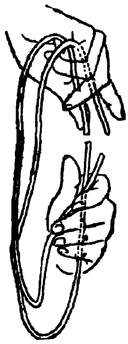


(চিত্র ১৩৭)

আঠা দিয়ে জুড়ে রাখা হয়েছে এবং ঐ জোড় বেশী রগড়ান সহ্য করতে পারে না, খুলে যেতেও পারে। এই জোড়টা যাতে ঠিক মাঝখানে না পড়ে তার জন্যই সপ্তম কর্তব্যে প্রদর্শক তার মুঠার মধ্যে খানিকটা বাড়তি দড়ি গোপন রেখেছিল। গেরো বাঁধা হলে গেরোটি দেখিয়ে, বাঁ হাতে গেরো চেপে ধরে, ডান হাতে খোলা মুখ দুটো চেপে ধরে দড়িটা টানটান করলেই গেরো ডান হাতের বিপরীত দিকে বৃত্তাকার দড়িতে সরে যায়। এখন বাঁ হাত থেকে দড়ি ছেড়ে দিয়ে ঝুলিয়ে গেরোটি নীচে ফেলা হয়। ডান হাতের দড়ি বাঁ হাতে হস্তান্তরিত করতে খোলা মুখ দুটি



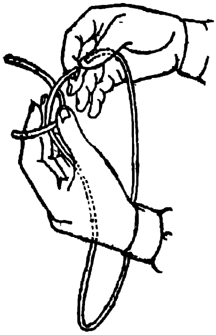
(চিত্র ১৩৪)



(চিত্র ১৩৫)

সাবধানে ধরিয়ে দেওয়া হয়। গেরোর উল্টো দিকে দড়ি কাটার সময় বাঁ করপৃষ্ঠ দর্শকদের দিকে রেখে ডান হাতে কাঁচি নিয়ে করতলের আড়ালে কাঁচি

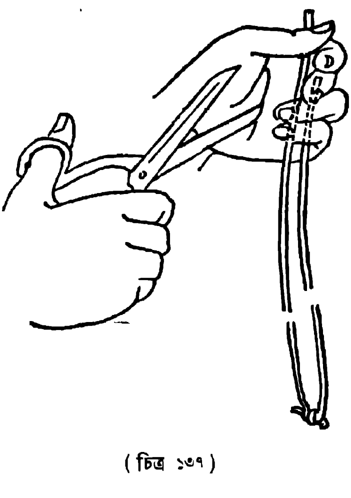
হঠাৎ বন্ধ করার আওয়াজ করা হয় (চিত্র ১৩৭) ও সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত থেকে দড়ির একটা খেই ছেড়ে দিলেই লোকে দেখে দড়িটা কেটে ফেলা হয়েছে। কর্ণ থাকতেও মানুষ যে বধির এই একটা দৃষ্টান্তেই যাদুকরগণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পায়। মানুষ অবশ্য কার্য অর্থাৎ কাটার শব্দ ও দড়ির একটি অংশের পতন দেখে কারণ, অর্থাৎ কাঁচিতে কাটার শব্দের বিচারে দড়িটি কাটা হয়েছে ধারণা করে। এই ইন্দ্রিয়গোচর অনুভূতি ও সেই উপলব্ধিজাত অনুমান যাদুতে সর্বদাই কাজে লাগানো হয়।



(চিত্র ১৩৬)

(১৩) দড়িটা কাটা হয়েছে ও গেরো পর্যন্ত একটা খণ্ড এবং গেরোর পরবর্তী অংশ অন্য একটি খণ্ড, দর্শকদের বলে বুঝিয়ে, পূর্ববৎ দড়ি গাছা হাতে জড়িয়ে ফেলবার সময় গেরোটি ডান হাতে আঙ্গুলবন্দী করার পর দড়ির একটা খেই কাঁচির ডগায় ধরে খুলে ফেললে দড়িটা আবার সম্পূর্ণ ও অখণ্ড দেখা যায়।

(১৪ ও ১৫) এবার পাশাপাশি দু গাছা দড়ি ঝুলিয়ে দেখাবার সময় ডান হাতে যখন চেয়ার থেকে দড়িটি ওঠানো হয় তখন দড়ির একটা মাথার দিক ধরা হয় ও ঐ দড়ির কিছুটা অংশ মুঠায় পুরে ফেলা হয়। সুতরাং দড়ি দু গাছা লম্বায় সমান হয়ে যায়। যখন দড়িটার ঝুলের দিকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে তখন প্রদর্শক বাঁ হাতে দুটি দড়িই ধরে রেখেছে

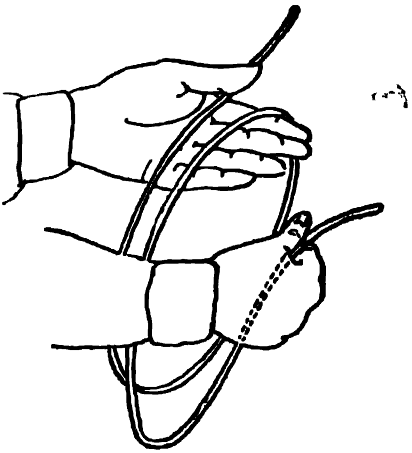


(চিত্র ১৩৭)

এবং এই শুভ ক্ষণে দুটি দড়ি রগড়ে সামনেরটা পিছনে করে রাখে। এটি করার

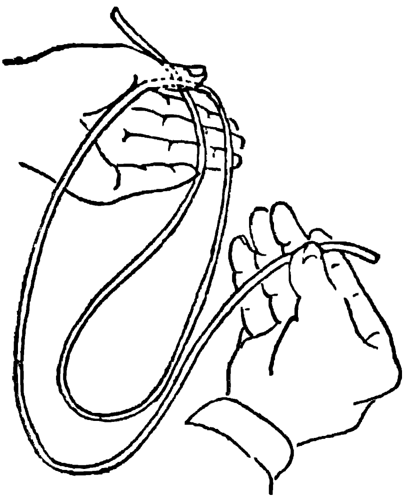
উদ্দেশ্য, পরে যখন সামনের দড়িটা আবার চেয়ারে রাখা হবে তখন এত ক্ষণ ব্যবহৃত দড়িটা সেখানে রাখা হয় ও সেই সঙ্গে গ্রন্থিটাও স্তূপীকৃত দড়ির মধ্যে ছেড়ে আসা হয়।

(১৬) এবার আবার দড়ির মধ্যস্থল নির্ণয়ের অন্য ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাটি অনেকেরই জানা। এখানে সেই প্রাচীন যাদুবিদ্যার প্রয়োগ রীতির এমন একটা স্বাভাবিক ও সাবলীল নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যাতে অতি ধীরে ও শান্তভাবে কাজটি সুসম্পন্ন করা যায়। লেখার কৃতিত্ব যেমন শব্দ সংযমে, বলার নৈপুণ্য যেমন কম কথার পটুতায়, তেমনই যাদু-



(চিত্র ১৩৮)

ক্রীড়াতেও করণীয় কাজগুলি যথা সম্ভব কম আঙুল হাত পা শরীর নাড়াচাড়া করে করা। এখানে সেই হ্রস্ব পন্থায় কার্যোদ্ধার করার রীতি বর্ণনা করা হচ্ছে।



(চিত্র ১৩৯)

বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে দড়ির একটা খেই চেপে ধরে, ডান হাতে অন্য খেইটা ধরে, দড়িটা বাঁ হাতের আঙুলের ওপর একটা পাক দিয়ে দ্বিতীয় পাক দিলেই বাঁ হাতের দড়িতে দুটি সমান গোলাকার ফাঁস করা যায় (চিত্র ১৩৮)। এই অবস্থায় ছবিতে যেখানে ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ রয়েছে সেখানের দড়ির অংশটি যদি ডান হাতে তুলে কাটতে দেওয়া হয় তা হলে প্রকৃত পক্ষে দড়িটা দুটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে বাঁ হাতের করতল এখন ঈষৎ হেলানো থাকলেও করপৃষ্ঠ

দর্শকদের দিকেই রেখে দেওয়া হয়। এইটি এই ভাবে করে কয়েক জনকে দড়ির মধ্যস্থল নির্ণয়ের ব্যাপারটি সম্যক উপলব্ধি করানো হয়।

দড়িটা কাটাবার সময় হুবহু ঐ একই রকমে দুটি ফাঁস তৈরী করা হয়। কিন্তু এবার বাঁ হাতে ধরা দড়ির খেইটির অংশ বিশেষ কাটা দরকার। এই উদ্দেশ্যে এখন বাঁ হাতের করতল প্রায় সমান্তরাল করে ধরা হয় ও ঐ হাতের দড়ির খেইটা কড়ে আঙুলের ডগায় ঠেকিয়ে ঝুলিয়ে ধরা হয় (চিত্র ১৩৯)। ডান হাতের অংশটির প্রথম পাক বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠমূলের মধ্যে রেখে দ্বিতীয় পাকটি যখন শেষ হয় তখন বাঁ হাত পুরাপুরি সমান্তরাল করে ঐ হাতটির কব্জি ভেঙ্গে ঈষৎ বাঁ দিকে ঘুরিয়ে দিলেই বাঁ হাতের দড়ির কনিষ্ঠায় ঠেকানো অংশটি ডান হাতের কাছে এসে পড়ে। এই হেরফের কিছুতেই চোখের নজরে টের পাওয়া যায় না। সুতরাং দর্শক নিশ্চিন্ত মনে দড়ির দু হাতে ধরা জায়গাটিই মধ্যস্থল গণ্য করেন ও উপদেশ অনুসারে, নির্দ্বিধায় কেটে দেন।

(১৭) দড়িটি অখণ্ড একগাছা দড়ি করতে কাটা দড়ির যে দুটি প্রান্তভাগে আঠা লাগানো ছিল সেই দুটি মুখ এক করে কিছু ক্ষণ চেপে রাখলেই জুড়ে যায়। এ বিষয়টি পুর্বে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল যে এবারের ব্যবহৃত দড়িটি সেই দড়ি যেটি মেপে দেখাবার জন্য গোড়াতে চেয়ারে রাখা হয়েছিল।

(১৮) এই জোড়া দেওয়া দড়িটার একটা দিক দর্শককে ধরতে দিয়ে অন্য দিকটা প্রদর্শক ধরে যখন টানাটানি করে তখন প্রদর্শক তার হাতে দড়ির কাটা অংশ, যেটা জোড়া লাগানো হয়েছে, বাঁচিয়ে ধরে টান দিতে থাকে। এই ভাবে এ খেলা দেখালে দর্শকদের ধারণা বদ্ধমূল হয় যে দড়ি বার বার পাঁচ বার কেটে একেবারে নতুন অবস্থার মত জুড়ে এক করা হয়েছে। শেষ বার দড়ি টানাটানির ফলে দড়িটি সম্পূর্ণ এক খণ্ড দড়ি মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

নিরবলম্বন

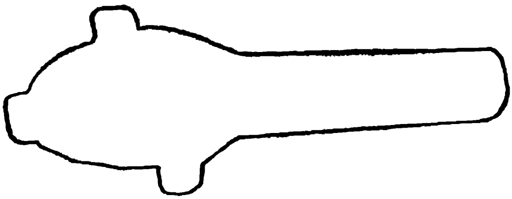
সংঘটন: দর্শকদের পরীক্ষা করা একটা পুরু মলাট দেওয়া বাঁধানো বই তাঁদেরই রুমালে জড়িয়ে বাঁধার পর ক্রমান্বয়ে একটি দুটি করে তিনটি কাচের গ্লাস সেই বইয়ের ওপর মুখ থুবড়ে রেখে এক হাতে বইটি ধরে উল্টে ধরলে দেখা যায় যে গ্লাসগুলি বইয়ে আটকে রয়েছে। অবশেষে গ্লাসগুলি বই থেকে

ছাড়িয়ে রুমাল বাঁধা বইটা দর্শকদের হাতে দেওয়া হয় যাতে তাঁরা রুমাল খুলে বইটা আবার তন্ন তন্ন করে দেখতে পারেন কি কারণে গ্লাসগুলি তাতে লেগে ছিল। বইটিতে অবশ্য কিছুই সন্ধান পাওয়া যায় না।

বাগ্‌বিস্তার ঃ স্বর্গ মর্ত পাতালের আশ্রয় হারিয়ে ত্রিশঙ্কুর পৃথিবী ত্যাগের পর যে অবস্থা হয়েছিল তা একবার কল্পনা করতে পারেন? বলা হয়েছে, তিনি মহাশূন্যে চিরকাল ঝুলে রইলেন। অবলম্বন না থাকলে সব জিনিসই মাটিতে পড়ে যায়। কিন্তু শূন্যেও থাকতে পারে, সেটাই এবার হাতে কলমে করে দেখাতে চাই। এ বইটা যদি কেউ হাতে নিয়ে খুলে দেখেন বড়ই ভাল হয়। [জনৈক দর্শককে শক্ত মলাটের পুস্তকটি দিয়ে (১)] এটা একটা সাধারণ পাঠ্য পুস্তক, যা আমরা অবসরে পড়ার ভান করে গৃহিণী ও ছেলেমেয়েদের প্রশ্নবাণ এড়াই। পারিবারিক বচসার আভাসেই আমরা এই দুর্ভেদ্য বর্মের আড়ালে আত্মরক্ষা করি। বইটা আপনার দেখা হয়েছে? বইটা যখন ফেরত দিচ্ছেন তখন ঐ সঙ্গে আপনার রুমালটিও দিয়ে দিন। [বই ও রুমাল. ডান হাতে নিয়ে (২)] যাদুকররা নাকি অনেক কিছুই গোপন করে এমন অপবাদও শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যটা হচ্ছে ঢাকাঢুকি না দিলে আশ্চর্য করার উপায় থাকে না। তাই আমি এই বইটা রুমাল দিয়ে ঢাকছি। সবাই ভাল করে দেখুন, রুমাল পেতে বইটা তার ওপর রেখেছি। এবার কোনাকুনি খুঁট দুটো বেঁধে দিচ্ছি [তথাকরণ (৩)]। বই পড়ার জিনিস। অনেকে বিছানায় পড়ে বই খুলে ঘুমিয়ে পড়ে। এবার দেখুন, রুমাল বাঁধা বই থেকে কোনও কোনও অবস্থায় কিছু পড়ে না। আমার বাঁ হাতে রুমাল ঢাকা বইটা আছে! তার ওপর একটা গ্লাস উপুড় করে রাখছি (৪)। এবার বইটা ওল্টালে গ্লাসটা বইয়ের নীচে পড়বে [তথাকরণ (৫)] কিন্তু গ্লাসটি রুমাল আঁকড়ে ঝুলছে। তার কারণ বই পড়তে পড়তে কেউ ঘুমিয়ে পড়ে, আবার কেউ বা পড়ে ঘুমায়। এ ক্ষেত্রে গ্লাসটি পড়ে ঘুমাচ্ছে বলে পড়ে যাচ্ছে না, পড়াও যায় না। [বই উল্টিয়ে গ্লাসটি ওপরে তুলে] বর্তমান নানা পথ নানা মত ও নানা বাগ্‌বিতণ্ডার যুগে আমার এই ব্যাখ্যারও বিরুদ্ধ মতামত হবে জানি, তবু উড়ো জাহাজ আবিষ্কর্তা রাইট ভ্রাতৃযুগলের উক্তি উদ্ধৃত করে বলছি, বই উল্টে ধরলে গ্লাসটি না পড়ার কারণ হচ্ছে পতনের অবসর না পেয়ে রুমালের অবলম্বন ছাড়তে নারাজ। এবার আরও একটি গ্লাস রুমালের ওপর রেখে উল্টে দেওয়া যাক। দেখা যাক, কি ব্যাপার ঘটে [তথাকরণ (৬)]।

এবারও গ্লাস দুটি রুমাল ছেড়ে আসতে নারাজ। [বই উল্টে গ্লাসগুলি ওপরের দিকে আনবার সময়] কাণ্ড দেখে, অনেকেরই 'কমৃলি নহি ছোড়তা হ্যায়' মনে পড়বে। সত্যি তাই ঘটছে। রুমালই এদের ধরে রাখছে। [তৃতীয় গ্লাসটি বইয়ের ওপর রাখতে রাখতে (৭)] আরও একটা গ্লাস রেখে দেখা যাক, উল্টো ফল ফলে কিনা। এবারও গ্লাস তিনটি রুমালে সেঁটে রয়েছে। বিষয়টা এত ক্ষণে হয় তো অনেকেরই বোধগম্য হয়েছে। বইটা যদি না থাকত, তা হলে গ্লাস তিনটি এত ক্ষণ মহাশূন্যে উধাও হয়ে যেত। ত্রিশঙ্কুর মত ভর দিয়ে দাঁড়াবার স্থান পেত না, অবস্থান অসম্ভব। [দর্শকদের কাছে এসে বই উল্টিয়ে গ্লাসগুলি ওপরে এনে (৮)] এবার আপনারা এক এক জন এক একটি গ্লাস নিয়ে দেখুন তো গ্লাসের মুখে কোনও আঠা মাখানো আছে কিনা। কারণ, কেউ কেউ ভাবছেন, চালাকি করে আঠা দিয়ে বাজিমাত করেছি। [গ্লাস তিনটি তুলে নেওয়ার পর (৯) রুমাল-দাতা দর্শকের কাছে গিয়ে] আপনি এবার এটি নিন। রুমাল খুলে বইটা আমায় দিয়ে দিন। [বই ফেরত নিয়ে ও গ্লাস তিনটি সংগ্রহ করে ফেরার পথে] নিন্দুকের মুখে কথা আটকায় না, সুহৃদের মুখে প্রশংসা আটকায় না, কিন্তু গ্লাসের মুখে রুমাল আটকায়। কি আশ্চর্য ব্যাপার!

উপকরণঃ শক্ত মলাট দেওয়া পাঠ্য পুস্তকের আকারের একটি বই, তিনটি কাচের গ্লাস ও সহায়ক ছাড়া প্রয়োজন একটি রুমাল। গ্লাস তিনটি



(চিত্র ১৪০)

হাল্কা হলেই ভাল। ভারী গ্লাস পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সহায়কটি যে কোনও শক্ত ধাতুর পাত দিয়ে ছবিতে দেখানো আকৃতিতে প্রস্তুত করা হয় (চিত্র ১৪০)। বলা বাহুল্য, এই সহায়কের যে তিনটি দাঁত উঁচু হয়ে আছে (চিত্র ১৪১) তার মধ্যে অঙ্গুষ্ঠের চাপে গ্লাসগুলি ধরলে আটকে থাকে। রুমাল ঢাকা থাকায় সহায়কের অস্তিত্ব কেউ জানতে পারে না। সহায়কটি তৈরী করতে নিজের অঙ্গুষ্ঠ কাগজের ওপর আড়া ভাবে রেখে প্রথমে একটা

অঙ্গুষ্ঠের বাইরের রেখা টেনে নিয়ে তার পর ছবিতে দেখানো আকার ও দাঁতের বহিঃরেখা এঁকে নিয়ে জিনিসটা তৈরী করানো ভাল। এটি লম্বায় চার ইঞ্চি ও নীচের দিকের অংশ চওড়ায় পৌনে এক ইঞ্চি মত হলেই চলে। তলার দিক বাঁকানো থাকে। ঐ ভাঁজ করা অংশটিতে প্রায় সিকি ইঞ্চি ফাঁক থাকে কারণ ঐ অংশটি বইয়ের মলাটের সঙ্গে বইয়ের কিছু কাগজ শুদ্ধ ঢুকিয়ে রাখার প্রয়োজন হয়।



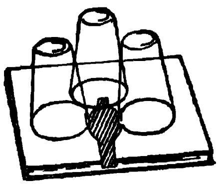
(চিত্র ১৪১)

কর্তব্যঃ যে বইটি এই খেলার জন্য ঠিক করে রাখা হয়েছে সেইটির পিছনের মলাটে কিছু কাগজের মধ্যে ঢুকিয়ে সহায়কটি আটকে রাখা থাকে। সহায়কটি বইয়ে এমন ভাবে লাগাতে হবে যাতে বইটি ওঠালে ও কাত করে ধরলেও সহায়কটি যেন খসে না পড়ে যায়। বইটি টেবিলে রাখতে সহায়কটি বইয়ের তলায় রাখা হয়। বইটি ওঠাতে সহায়কটি ডান হাতের চার আঙুলে ঢেকে অঙ্গুষ্ঠ ওপরে দিয়ে তুলতে হয়। দর্শককে বইটি দেবার সময় দর্শক যখন বইখানি স্বহস্তে টেনে নেন তখন সহায়কটি সহজেই প্রদর্শকের হাতে খসে এসে যায়। প্রদর্শক যদি আগে আভাসে ইঙ্গিতে তার হাত খালি দেখিয়ে রাখে তা হলে এ সময় হাতে সহায়কটি আঙুলবন্দী হওয়ার কথা মনেও ওঠে না। অধুনা প্লাস্টিকের সহায়ক পাওয়া যাচ্ছে। এই সহায়কে কাচের চাদরে কোনও রুমাল না জড়িয়েই এ খেলা দেখানো যায়।

(২ ও ৩) বইটি ফেরত নেবার সময় সহায়কটি আবার পূর্ববৎ বইয়ের পিছনের মলাটে গুঁজে দিয়ে, বাঁ হাতে বইটি ধরে, ডান হাত বাড়িয়ে রুমাল গ্রহণ করা হয়। এবারও ডান হাত খালি দেখানো হয়ে যায়। দর্শকদের কাছে দাঁড়িয়েই ডান হাতের রুমাল বইয়ের ওপর ছড়িয়ে রুমালের দুই বিপরীত কোণ আগে বেঁধে তার পর অন্য দুটি কোণ বেঁধে ফেলা হয়। রুমাল দিয়ে বই বাঁধার কারণ হচ্ছে সহায়কের অস্তিত্ব গোপন করা। রুমাল বাঁধবার সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যেন বাঁধনের ফাঁক দিয়ে সহায়কের দাঁতের মধ্যে ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ অনায়াসে বসিয়ে দেওয়া যায়।

(৪, ৬ ও ৮) গ্লাস বসাতে রুমালের অংশ সমেত অঙ্গুষ্ঠ ও সহায়কের খাড়া দাঁতের মাঝখানে গ্লাসের মুখের কানা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। অঙ্গুষ্ঠের চাপ দিয়ে বইটা উল্টিয়ে ফেললে গ্লাসটা বেশী ঝাঁকানি না দিলে খসে পড়ে না। গ্লাসশুদ্ধ

বই ওল্টানো ও সোজা করা পর্যন্ত এই অঙ্গুষ্ঠের চাপ বহাল রাখতে হয়। কয়েক বার স্বগৃহে অভ্যাস করে মনে যখন ভরসা হবে যে দেখাবার সময় কোনও ত্রুটি হবে না তখনই জনসাধারণের সামনে এই খেলাটি দেখালে ভাল হয়। ছবিতে গ্লাস কি ভাবে সহায়কে রাখা হয় (চিত্র ১৪২) দেখানো হয়েছে এবং পরিচ্ছন্নতার দরুণ রুমাল দেখানো হয় নি।



(চিত্র ১৪২)

(৫ ও ৭) বই সোজা করে গ্লাস ওপরে এনে তার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্লাস আগের মত দাঁত ও আঙুলের খাঁজে বসিয়ে দিতে হয়।

(৯) দর্শকরা যখন গ্লাসগুলি বইয়ের ওপর থেকে তুলে নেবেন তখন আর অঙ্গুষ্ঠের চাপ রাখার প্রয়োজন থাকে না। গ্লাসগুলি উঠিয়ে নেওয়ার পর অঙ্গুষ্ঠের অন্তর্মুখী টানে সহায়কটি বই থেকে খুলে, আঙুলবন্দী রেখে, রুমাল বাঁধা বইটি অন্য দর্শককে রুমাল খুলে নিয়ে বইটি ফেরত দিতে বলা হয়। বইটি দর্শক বাড়িয়ে ধরলে তার তলায় সহায়ক গুঁজে সেটি যথাস্থানে রেখে দেওয়া হয়।

তিন সাগরের স্মৃতি

সংঘটন : তিনটি তিন রঙের প্লাস্টিকের থালা। প্রত্যেকটি থালায় থালার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে রঙিন বালির স্তূপ চূড়ার মত করে রাখা হয়। মুঠো ভরে বালি তুলে ঝরিয়ে বালিগুলির রঙ দেখানো হয়। পরে একটি কাচের গামলা বা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের চৌকা পাত্র বা চৌবাচ্চা খালি দেখিয়ে, স্বচ্ছ কাচের জাগে বালতি থেকে জল তুলে, ঐ গামলা বা চৌবাচ্চা জলে প্রায় পূর্ণ করার পর দু হাতে এক এক রঙের বালি তুলে ঐ জলে ফেলে দেওয়া হয় ও যাদুকাঠি দিয়ে সমস্ত বালি ঘেঁটে দেওয়া হয়। ফলে রঙিন বালিকণা মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। এত সব করার পর দর্শক যখন যে কোনও একটি রঙের নাম করেন, প্রদর্শক তখনই জলে হাত ডুবিয়ে সেই রঙের শুকনা বালি উঠিয়ে সেই রঙের থালার ওপর ঝরিয়ে ফেলতে থাকে। আরও আশ্চর্যের বিষয় প্রদর্শকের হাত জলে ডুবলেও ভিজে যায় না।

রাগ বিস্তার : যাদুকরের পেশা তো নয়, যাযাবরের নেশা। পথ আমাদের পায়ে বন্ধনহীন গ্রন্থি বেঁধে টেনে নিয়ে বেড়ায় দেশ দেশান্তরে। নানা দেশের

নানা স্মৃতি আমাদের মনের পটে রঙ বেরঙে চিত্রিত হয়ে থাকলেও, তা আমরা কাউকে দেখাতে পারি না। কিন্তু কোনো কোনো জায়গার স্মৃতিকণা নিদর্শন স্বরূপ দেখাতে হয় তো পারি। [তিনটি টুলে রাখা তিন রঙের থালাগুলি হাতে তুলে প্রত্যেকটি থেকে দু এক মুঠা রঙিন বালি উঠিয়ে ঝর ঝর করে ঝরাতে ঝরাতে (১)] সসাগরা এই বসুন্ধরাতে তিন রঙের সমুদ্র আছে। তাদের নাম লোহিত সাগর [লাল বালি ফেলতে ফেলতে], কৃষ্ণ সাগর [কাল বালি ফেলতে ফেলতে] ও পীত সাগর [হলুদ বালি ফেলতে ফেলতে]। আমি এই তিন সাগরের তিন রকম বালি সংগ্রহ করে এনেছি, নিজের ঘরে স্মরণ চিহ্ন রাখব বলে। অবশ্য শ্বেত সাগরও একটা আছে। কিন্তু সেখানে আমার যাওয়া হয় নি। কারণ, জায়গাটা আমাদের মত গ্রীষ্ম প্রধান দেশের বাসিন্দাদের বরফজমা হিমেল ঠাণ্ডায় সহ্য হবে না বলে। সে যাই হোক, আপাততঃ এই তিন সাগরের তিন রকমের বালি দেখাবার মত যথেষ্ট সংগ্রহ গণ্য করা চলে। এই বালিগুলো শুধু রঙেই আলাদা নয়, প্রকৃতিতেও পৃথক। এরা কেউ কারও সঙ্গে মেশে না। যতই মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করা হোক না কেন, আবার আপনা থেকেই আলাদা হয়ে পড়ে। [স্বচ্ছ গামলা বা চৌবাচ্চা দর্শকদের হাতে দিয়ে] এটির ভিতর বাহির আপনাদের এক বার দেখার প্রয়োজন এই যে, মনের ভিতর যা থাকে, মুখের কথায় তা বাইরে আনা হয় না। মনে মুখে এক হওয়া মুনি ঋষিদেরই সাজে। সোজা কথায় যাদুকরের আর বিজ্ঞানীদের যেই কথা সেই কাজ। [পাত্রটি ফেরত নিয়ে মঞ্চে প্রত্যাবর্তন করতে করতে] তা হলে এই সাব্যস্ত হল যে এই পাত্রটির বাইরে থেকে ভিতরের সব কিছু দেখা যায়, আবার ভিতর থেকে বাইরের সব দেখা যায়। খোলাখুলি বলতে হলে, বলব এতে জল রাখব। [পাত্রটি টেবিলে রেখে বালতি থেকে জাগে জল তুলে পাত্রে ঢালতে ঢালতে (২)] অনুগ্রহ করে আপনারা ভুলেও মনে করবেন না, যে-জল পাত্রে ঢালছি সে-জলও ঐ তিন সাগরের অপরূপ রূপহীন জল। এ জল স্থানীয় ও বর্ণহীন। জল দিয়ে পাত্র ভরাবার উদ্দেশ্য এতক্ষণে আপনাদের কাছে জলবৎ তরলম্ হয়েছে আশা করি। যাঁরা বুঝতে পারেন নি তাঁদের অবগতির জন্য বলছি, ঐ যে তিন সাগরের বালি জল থেকে তুলে এনেছি, তা আবার জলেই বিসর্জন দেব। তাতে আপনারা ঐ তিন সমুদ্রের আশেপাশে না গিয়েও ধারে কাছে পৌঁছে যাবেন এখানেই এবং এখনই। আমার যাদুতে আর কিছু সুবিধা হোক বা না হোক, আপনাদের কাছে যেটা সুদূর সেটাকে অনতিদূরে এনে দিচ্ছি।

এটাও কি কম কথা? বিনা পয়সায়, কোনও পথশ্রম না করেই পৃথিবীর দিগ্বিদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হওয়া কতখানি লাভজনক একবার হিসেব করুন দেখি। [পাত্রের তিন চতুর্থাংশ জলে ভরে ওঠার পর এক একটি রঙিন বালির পাত্র হাতে নিয়ে (৩)] এটা হল আপনাদের পীত সাগরের বালি। সেই বালি জলে পড়ে আপনাদের পীত সাগরের উপকূলে পৌঁছে দিয়েছে [হলুদ বালি জলে ফেলে]। চীনের উপকূলে যে সমুদ্র বিরাজমান তারই বালি। [হলুদ পাত্র রেখে লাল পাত্র উঠিয়ে] এটি লোহিত সাগরের বালি। আরব ও মিশরের মধ্যে অবস্থিত বাইবেলোক্ত সেই সাগর যার জলভাগকে দু ভাগে হটিয়ে হেঁটে পার হয়েছিলেন যোগীবর মোজেস ও তাঁর ভক্তবৃন্দ। [বলার সঙ্গে সঙ্গে বালি জলে ফেলে পাত্রটি রেখে তৃতীয় পাত্রটি হাতে নিয়ে] এটা হচ্ছে কৃষ্ণ সাগরের বালি। রঙ দেখেই চিনতে পারছেন। [বালি জলে ফেলবার সময়] এই সাগর এশিয়ার উত্তরপূর্ব কোণে এবং য়্যুরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দুটি মহাদেশের ক্রোড়ে বিরাজিত। [যাদুকাঠি দিয়ে পাত্রের বালি গুলিয়ে দিতে দিতে (৪)] এখন তিন সাগরের স্মৃতিকণাগুলি মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করছি, যাতে তিন সাগরের তিন রঙা স্মৃতি 'বিভেদ ভুলিয়া উঠুক আবার আপন বর্ণে মিশি।' [ডান হাত খালি দেখিয়ে চৌবাচ্চার জলে হাত ডুবিয়ে (৫)] এবার আমি চীনের পীত সাগরের বালি তুলছি [হাতে এক মুঠা বালি উঠিয়ে, হাত ঝেড়ে, হলদে থালার ওপর শুকনা বালি ঝর ঝর করে ফেলে] পীত সাগরের হলদে বালি। [আবার জলে হাত ডুবিয়ে (৫)] এবার ওঠাচ্ছি লোহিত সাগরের বালি [পূর্ববৎ লাল বালি লাল থালায় ফেলে] এ বালি ভূমধ্যসাগরে যেতে পার হয়ে যেতে হয়। [আবার হাত জলে ডুবিয়ে (৫)] এবার ওঠাব কৃষ্ণ সাগরের বালি। [মুঠা তুলে কাল থালায় কাল রঙের বালি ফেলতে ফেলতে] এখন এ সাগরে যেতে হলে রাশিয়া দিয়ে যেতে হয়। আগেই বলেছি, যাদুকররা কাজে আর কথায় এক। দেখলেন, তিন সাগরের তিন রঙা বালি মেশালেও আপনা থেকেই পৃথক হয়ে গেছে। নইলে, আমার কি সাধ্য, সেগুলো জলের তলা থেকে হাত ডুবিয়েই তুলি।

উপকরণ : লাল মাছ পোষার মাঝারি আকারের কাচের জলাধার, অথবা প্লাস্টিকের চৌবাচ্চা দশ ইঞ্চি চওড়া, দশ ইঞ্চি খাড়াই আর পনর ইঞ্চি লম্বা, কিংবা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের গামলা একটি। লাল, কাল ও হলুদ রঙের তিনটি প্লাস্টিকের থালা অথবা ঐ তিন রঙে রঞ্জিত করা এ্যালুমিনিয়ামের থালা। এক বালতি জল

ও একটি স্বচ্ছ কাচের জাগ। আর প্রয়োজন বালি ও লাইকোপোডিয়াম পাউডার বা চূর্ণ।

এই খেলায় বালি নদীর পাড়ের সাদা বালি না হলে চলে না। প্রায় সের তিনেক বালি লাগে। বালি প্রথম জলে ভিজিয়ে কাদা ধুয়ে ফেলতে হয় ও খড়কুটো বেছে নিতে হয়। তার পর বালি তিন ভাগ করে এক একটি ভাগ এক একটি রঙে রঞ্জিত করে নিয়ে শুকিয়ে ঝরঝরে করে ফেলতে হয়। জলে গোলা রঙ বালি রঙ করতে ব্যবহার করাই ভাল। থালায় রাখা বালিতে কিছু গুঁড়ো রঙ ছড়িয়ে রাখতে হয় রঙটা স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে। এর পর তিন রঙের বালির তিনটি পিষ্টক বা ঘুঁটে তৈরী করতে হয়। এই ঘুঁটে করার জন্য তিন রকমের ছাঁচ দরকার। একটি ছাঁচ হবে চতুষ্কোণ বা বরফি, আর একটি হবে ত্রিকোণ বা ত্রিভুজাকার এবং তৃতীয়টি হবে বৃত্তাকার। এই ছাঁচগুলি টিনের হলেই হয়। তিন রকমের ছাঁচ ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পাত্রের জলের তলায় কোন্‌টি কোন্ রঙের বালি তা স্পর্শ করেই যাতে ধরা যায়। লাল বালি যদি বরফির আকারে থাকে, হলুদ বালি তিন কোনা আকারের করা চলে ও চাকার মত গোল আকারে কাল বালি রাখলে না দেখেও কোন্‌টা কোন্ রঙের হাতে নিয়েই বেছে নেওয়া যায়। রঙিন বালি গুঁড়ো পদার্থ, জলে পড়ে একাকার হয়ে যাবেই। কিন্তু যাদুকরী বুদ্ধিতেও গুঁড়ো বালিকে ঘুঁটে করার যে উপায় আছে তাতে জলে পড়েও বালির ঘুঁটে গলে যায় না, ভিজে যায় না, আলাদা থাকে। সুতরাং উপায়টাই বলা যাক। একটা লোহা বা এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে যে কোনও একটা রঙের বালি নিয়ে উনানে চাপিয়ে দিয়ে বালির সঙ্গে একটা সরু মোমবাতির ইঞ্চিটাক লম্বা মোম দিয়ে গরম করা হয় যতক্ষণ না মোম গলে যায়। মোম গলে গেলে ভাল করে বালি উল্টে পাল্টে সমস্ত বালিতে মোম মাখিয়ে ফেলা হয়। এখন এই বালি একটা ছাঁচে ভর্তি করে ঠাণ্ডা করা হয়। গরম বালি ঠাণ্ডা হতে অনেক সময় নেয়। ছাঁচের বালি অন্য বালির মত ঠাণ্ডা হয়েছে দেখলে ছাঁচ থেকে বালিটা বার করে ফেলা হয়। ছাঁচ থেকে বালি যদি অবিকল ছাঁচের মত দেখায় তা হলে সেই বালি হাতের মুঠায় চাপ দিয়ে দেখা হয় বালিগুলো ঝরে পড়ে কিনা। বালি যদি মুঠার মধ্যে গুঁড়িয়ে যায় তা হলে বুঝা যায় বালিতে ঠিক পরিমাণ মোম দেওয়া হয়েছে। যদি ছাঁচ থেকে বালি বার করা মাত্র ভেঙ্গে পড়ে তাহলে আরও একটু মোম দিয়ে গরম করে মিশিয়ে নিতে হয়। আর যদি বালির ঘুঁটে মুঠার চাপে ভাঙ্গা না যায়

বা গুঁড়ো না হয় তা হলে আরও খানিকটা বালি দিতে হয় এবং এক্ষেত্রে মোমের মাত্রা বেশী হওয়াতেই ঘুঁটে বেশী আঁট হয়েছে জানা যায়। এই মোম মৌচাকের মোম নয়, বেনে দোকানের খনিজ মোম।

লাইকোপোডিয়াম পাউডার বা খণ্ড রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রেতাদের দোকানে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এই দ্রব্যটি এক পাউণ্ডের কম বিক্রী হয় না। খণ্ড হলে সেটি হামানদিস্তা বা শিলে মিহি চূর্ণ করে নিতে হয়। এই জিনিসটি জলের ওপর ছড়িয়ে দিলে এমন একটা আস্তরণ ফেলে যে সেই জলে হাত ডুবিয়ে হাত ঝাড়লে গায়ে এক ফোঁটা জলও লেগে থাকে না। এই চূর্ণ কাচের জাগে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কর্তব্য ঃ (১, ৩ ও ৫) থালা থেকে বালি হাতে তুলে নেওয়া হয় দু হাতের অঞ্জলির মধ্যে চূড়ার কিছুটা গ্রহণ করে এবং ফেলার সময় দু হাতের ফাঁক দিয়ে কিছু বালি ঝরে পড়লে শেষ অংশটা এক সঙ্গে পাত্রের জলে বিসর্জন করা হয়। এ ভাবে কাজ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে বালিগুলোর সমস্তটাই গুঁড়ো পদার্থ সেটা বুঝিয়ে দেওয়া। কিন্তু আসলে ব্যাপার হচ্ছে চূড়ার কিছুটা তলার দিকে একটি বালির ঘুঁটে লুকানো থাকে। ঐ ঘুঁটে দু হাতে বালি ওঠাবার সময় পরের বার গুঁড়ো বালির সঙ্গে উঠিয়ে নিয়ে প্রথম খানিকটা বালি ঝরিয়ে অবশেষে হাতের সমস্ত বালি পাত্রে ফেললে দর্শকদের মনে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে ঐ বালির কিছু অংশ জমিয়ে রাখা হয়েছে।

(২) স্বচ্ছ কাচের জাগের তলায় লাইকোপোডিয়াম চূর্ণ ছড়ানো থাকে। ঐ জাগ দিয়ে বালতি থেকে জল তুলে পাত্রে ফেললে লাইকোপোডিয়াম পাত্রের জলের ওপর ভেসে যে আচ্ছাদন সৃষ্টি করে তাতে হাত ডুবালে হাতের চামড়ায় একটা জল নিরোধক আস্তরণ হয়ে পড়ে। যে সামান্য জলকণা হাতে লাগে তা এক বার ঝাড়া দিলেই ঝরে যায়। জলে হাত ডুবিয়েও শুকনা হাত ওঠাবার এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক উপায়।

(৪) যাদুকাঠি দিয়ে জলের বালি ঘুলিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ পাত্রে দর্শকের অজ্ঞাতসারে অন্য কিছু দেওয়া বা নেওয়া যে হয় নি—সেটি বুঝতে দেওয়া। তা ছাড়া তিন রঙের বালির রঙ জলে পড়ে জল ঘোলা করে ফেলে। সমস্ত জল ঘুটিয়ে ঘোলা করে প্রদর্শক পাত্রের জলে হাত ডুবিয়ে যখন নির্ধারিত রঙের বালির ঘুঁটে বেছে তুলবে তখন জলের মধ্যে তিন আকারের তিনটি ঘুঁটে দর্শকরা কেউ দেখতে পাবেন না।

ইচ্ছাপূরণ যন্ত্র

সংঘটন : দুটি দু দিক খোলা জিনিস দেখিয়ে একটি পিঁড়ির ওপর রাখার পর অপর্যাপ্ত দ্রব্যসম্ভার সেই শূন্যতা থেকে বার করার বিস্ময়ই এই যাদুক্রীড়ার পরিণাম। শূন্যোদর জিনিস দুটির একটি চতুষ্কোণ আয়ত কাঠের দু দিক খোলা বাক্সের ন্যায় সামগ্রী, অন্যটি গোলাকার চোঙ মাত্র। বাক্সটির দুই পাশে জাফরি কাটা রন্ধ্রবিশিষ্ট হওয়ায় তার মধ্যে রাখা চোঙটিও দেখা যায়। কোনাকুনি দুই জাফরি অংশ দর্শকদের দিকে রেখে, চোঙটি খালি দেখিয়ে, তার মধ্যে চোঙটি রাখার পরক্ষণেই হরেক রকম দ্রব্যাদি ঐ চোঙ থেকে বাইরে আনা হয়। খেলার শেষে চোঙ, বাক্স ও পিঁড়ি পুনর্বার খালি দেখানো হয়ে থাকে।

বাগ্‌বিস্তার : দিগ্বিদিকে ভ্রমণ, তীর্থ পর্যটন, সাধন, ভজন করতে করতে অতি অবশেষে যাদুর পীঠস্থান কামাখ্যায় কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে হত্যা দিয়েই মনে পড়ল দেশের অভাব পীড়িত জনগণের দুর্দশা। আমি লোকের অভাব মেটাবার জন্য আকুল প্রার্থনা করতে লাগলাম। স্মরণ হল, এক শরৎ সন্ধ্যায় চালির ওপর খড়ের অবয়ব গড়তে দেখে, প্রিয়জনদের আশা আকাঙ্খার সাধ মেটাবার সাধ্য নেই বুঝে, সেই যে ঘর থেকে পথে পা বাড়ালাম, আজ পর্যন্ত আর সে মুখোও হই নি। এবার ফিরতে হবে, তাদের সাধ আহ্লাদ মেটাতে হবে। তাই কামাখ্যা দেবীর স্বপ্নে প্রদত্ত পাত্রগুলি নিয়ে বাড়ির পথে যেতে যেতে আপনাদের সামনে এসে পড়েছি। কি হবে, না হবে, কিছুই জানি না। আপনাদের সাক্ষাতেই এক বার পরখ করে দেখি। যদি সেই স্বপ্নাদেশ সত্য হয়, তা হলে তো আমার আঙুল ফুলে কলাগাছ, আর আপনাদের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে। কারণ, স্বার্থপরের মত এমন একটা ইচ্ছাপূরণ যন্ত্র নিজের জন্য লুকিয়ে না রেখে, আপনাদেরও বিলিয়ে দিয়ে যাব। হাঁা, বিনামুল্যে বিতরণ করে দেব।

এবার আপনারা অনুগ্রহ করে এদিকে একটু মনোযোগ দিন ও দৃষ্টিপাত করুন। এটি চিমনি, দুদিক খোলা [চোঙ তুলে বার করে দেখাতে দেখাতে (১)] আমার কল্পতরু কারখানার নল। একেবারেই ফাঁপা। এদিক দিয়ে তাকালে আপনাদের দেখতে পাই। ওদিক ঘুরিয়ে ধরলে আপনারাও আমাকে দেখতে পান। মজাই বটে ! [আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে] ঐ চৌকা জিনিসটা হচ্ছে কারখানার ঘর। [চোঙটি চৌকা খোপের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে (২)], জাফরিকাটা

খোপটি উঠিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে দেখাতে (৩)] এই ঘরের চারটে দেয়াল। দুটি দেয়াল বন্ধ, দুটি দেয়ালে জাফরির ঘুলঘুলি,—তা বলে মোগল স্থাপত্যের অনুকরণ মনে করবেন না। [চোকা খোপটি বাঁ হাতে সম্পূর্ণ গলিয়ে দিয়ে ঐ হাতেই চোঙটি তুলে নিয়ে (৪) ডান হাতে পিঁড়ি উঠিয়ে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখাতে দেখাতে (চিত্র ১৪৪, এই প্রসঙ্গের শেষে মুদ্রিত)] আর এই হচ্ছে জলচৌকি। কারখানার ভাষায় এটাকে বলা হয় কর্মসম্পাদক টেবিল। [পিঁড়িটি টেবিলে রেখে, তার ওপর চোঙটি রাখতে রাখতে ও শেষে খোপটি চোঙ গলিয়ে পিঁড়িতে স্থাপন করতে করতে (৫)] এই পিঁড়ির ওপর চোঙটি রাখলেই কারখানার চিমনি দাঁড়িয়ে পড়ে। তার পর এই খোপটি বসালেই সম্পূর্ণ কারখানাটা দাঁড়িয়ে যায়। ঐ চোঙ দিয়ে বাঁশি ফুঁকে লোকজনকে ডেকেও আনা হয়, ছুটির কথাও ঘোষণা করা হয়, আর কাজের সময় ওটা দিয়েই ধোঁয়া ফোঁকা হয় যাতে পাড়াপড়শীর বাড়ি ঘর থর মধ্যাহ্নতাপে ছায়া সুশীতল হয়। আর কারখানার বাড়ির এই যে ফোকরগুলি দেখছেন সেগুলি বায়ু চলাচলের গবাক্ষ। এত বেশী ফাঁক রাখতে হয়েছে সরকারের কারখানা আইনের ভেন্‌টিলেশন্ নিয়মটি ফাঁকি না দেবার উদ্দেশ্যে। তাই এত ফাঁক ফাঁক আর ফাঁকা। এতক্ষণে কারখানার বনেদের ওপর বাড়ি উঠল আর তার মাঝে মাথা তুলে দাঁড়াল কারখানার চিমনি। কারখানার কাজের টেবিলে কাজের লোকেরা যাতে অকাজে কালহরণ না করতে পারে সেজন্য ঐ জানালাগুলো মালিকদের উঁকি মারার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে দুর্মুখরা বলেন বটে, কিন্তু সেটা বিশ্বাস যারা করে তারা নেহাত শিশু। [চিমনি বার করে অভ্যন্তর দেখাতে দেখাতে (১)] এই জিরাফের মত আকাশে গলা তোলা চিমনি দেখুন। সদাগরী জাহাজের চিমনির মত এটা থেকে এখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে না, কারণ এখনও কারখানায় কাজ শুরু হয় নি। ভেতরে বাইরে ধোঁয়ার চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। [চোঙটি খোপের মধ্যে রাখতে রাখতে (২)] এই চিমনির মধ্যে কিছু নেই, ঘরের মধ্যেও কেউ নেই। আর টেবিল তো ফাঁকা। কলের বাঁশি বাজে নি, তাই কোন কারিগর কাজে আসে নি। মোট কথা, এটা একটা আজব কারখানা। আইন মাফিক তৈরী হলেও আইন-অমান্যকারিদের এনে বে-আইনী উপদ্রবের সুযোগ দেওয়া হয় নি। অর্থাৎ এ কারখানায় কারও থানার ব্যবস্থা নেই। কারণ, ঘর বাড়ি মায় চিমনি থাকলেও উৎপাদক কাঁচা মাল এবং উৎপাদনকারী জনমজুর এ কারখানা থেকে ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং চোঙে ধোঁয়া নেই, খোপেও মজুর খ্যাপাবার নেতা নেই, আর চৌকিতেও কাজের

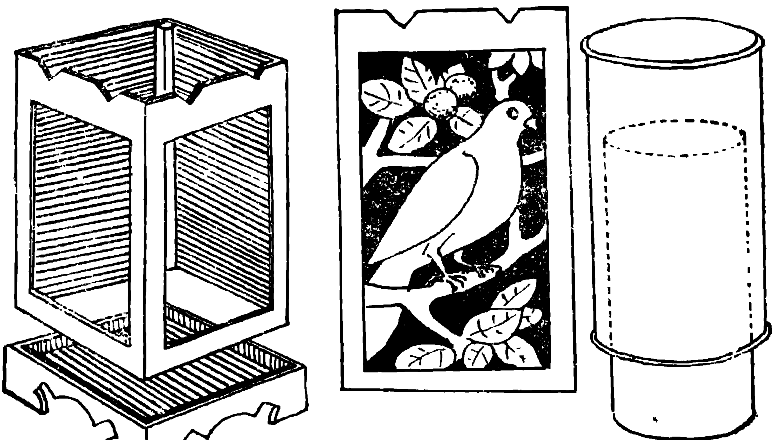
জিনিস নেই [প্রত্যেকটি অল্প অল্প তুলে দেখাতে দেখাতে (৬) ঐ কথাগুলি বলা হয়]। মোট কথা, কোথাও কিছু নেই। রইল শুধু অভাব আকাঙ্খা আর উদ্বেগ। উনপঞ্চাশ বছর ঘর করার পর গৃহিণী আর প্রেয়সীও নন, মানসী তো ননই, পুরাপুরি এক মন। বাড়িতে গেলে তাই নিজে না এসে, ছেলে নন্তকে এগিয়ে দেবেন। আর নন্ত এসে বলবে, "বাবা, এবার পূজোয় আমার সিল্কের রাঙা জামা চাই।" আমিও তখন এমনি করে কারখানার চিমনির মধ্যে হাত ডুবিয়ে তুলব [জামা বার করে] আর বলব, "নে তোর জামা।" নন্ত বলবে, "আর কাপড় ?" আবার সেখানে হাত ডোবাব আর ওঠাব [তথা করণ], "নে তোর কাপড়।" পেয়ে পেয়ে পাওয়ার আশা তার বেড়ে উঠবে, বলবে, "আর রুমাল ?" আমি হাত ডুবিয়ে তুলব [তথাকরণ], "নে তোর রুমাল।" তার পর রুমাল বেরুচ্ছে তো বেরুচ্ছে, জোড়া-জোড়া, কুড়ি-কুড়ি, হাজার-হাজার, রঙ-বেরঙের। এত ক্ষণ চৌকাঠের পেছনে সন্তু অপেক্ষা করছিল, দাদার বরাতে পিতৃস্নেহ কোন্ রূপে দেখা দেয়। নন্তর বরাত প্রসন্ন দেখে এগিয়ে এসে বলবে, "ফুল চাই।" আমি হাত ঢুকিয়ে তুলব [তথাকরণ], "এই নে ফুল।" সন্তু ভেবাচাকা। তার মুখে বাক্যস্ফুরণ বন্ধ। আমি ক্রমাগত ফুল বার করতে থাকব। ফুল, ফুল, আর ফুল। ফুলে ফুলময় হয়ে উঠবে ঘরটা। বাসর দিনের বাসি ফুলের স্তূপকেও লজ্জা দেবে আমার কল্পতরুর কারখানার ফুলের বহর আর ফুলের বাহার। মানস পটে হয়তো উনপঞ্চাশ বছরের একটা দিন ফুটে উঠবে, যে দিন উনপঞ্চাশ পবনের তাড়নায় উনপঞ্চাশটি কুসুম শায়ক আমার কুসুম শয্যায় আনন্দের তুফান তুলেছিল। থাক সে সুখ স্বপ্ন। তত ক্ষণে খেঁদি, বুঁচি, আন্না, কান্না, ইতি, ছি-ছি, এক, ঘেন্না আমায় ঘিরে চেঁচাতে শুরু করেছে, "ফিতে চাই বাবা, চুল বাঁধার বাহারে ফিতে।" "নে তোদের বাহারে ফিতে," বলে চোঙে হাত ডুবিয়ে তুলব ফিতে [তথাকরণ], বেরুচ্ছে তো বেরুচ্ছে। [রঙিন রেশমী ফিতে বার করার সময় দু এক বার চোঙটি খানিকটা তুলে ফেলা হয় ও পিঁড়ি সমেত ওঠানোও হয়] ইঞ্চির পর ইঞ্চি, ফুটের পর গজ, গজের পর মাইল, মাইলের আর শেষ নেই। ততক্ষণে ছেলে মেয়েদের কি ফূর্তি, কি হৈ-চৈ, কি হট্টগোল! গোলযোগের গন্ধ পেয়ে মূর্তিমতী দুর্ঘটনার রূপ ধারণ করে গৃহিণী শেষ পর্যন্ত উদয় হবেন ঘটনা স্থলে। কারণ, তিনি জানেন, হুল্লোড়ের পরিবেশ মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে যাবে,

দাঙ্গা-হাঙ্গামার উল্লাসের পাশে পুলিস ভ্যানটি থামার মত। তদন্তকারী দারোগার মত তিনি ঘরের প্রত্যেকটি মানুষকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করবেন ও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে জামা, কাপড়, রুমাল, ফুল, ফিতে দেখে ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করতে উদ্যত বিচারপতির কণ্ঠে রায় জানাবেন, "এ ছাই পাঁশগুলো না এনে সংসারের যাতে সুসার হয় তা আনলে ভাগ্য মনে করতাম।" "বটে! তবে এই নাও," বলে কল্পতরুর কারখানার চিমনিতে হাত ঢুকিয়ে বার করব [তথাকরণ], "তোমার শাড়ি, ব্লাউজ, শেমিজ। আর এই নাও,—তোমার শ্রীচরণ যাতে ধূলি ধূসরিত না হয়, পাদুকাযুগল। আর এই তোমার কণ্ঠের ভূষণ, মণিহার। আর তার পরও আছে ফলমূল আরও কত কি [কিছু ফলমুল বার করে]। এর পরের গার্হস্থ্য দৃশ্য আপনারা কল্পনা করতে থাকুন। আমি তত ক্ষণে বাড়ির দিকে পা বাড়াই, কেমন? ওঃ, ভাল কথা। এই কল্পতরু কারখানা [এ সময় আবার চোঙটি তুলে ভিতরটা দেখিয়ে খোপের মধ্যে রেখে, খোপটি তুলে ভিতর দেখিয়ে বাঁ হাতে গলিয়ে রেখে, বাঁ হাতে চোঙটি উঠিয়ে ফেলে, ডান হাতে পিঁড়ির দু পিঠ দেখিয়ে পূর্বাবস্থায় রেখে দিতে দিতে (চিত্র ১৪৪, এই নিবন্ধের শেষে মুদ্রিত)] আপনাদের যাঁর যাঁর প্রয়োজন প্রদর্শনীর শেষে আমার সঙ্গে নিরিবিলি সাক্ষাৎ করলেই সবিস্তারে সব জানতে পারবেন। তবে ঐ কথা। নিভৃতে নিরিবিলি ও নির্জনে দেখা করতে হবে। দশ কান হলেই দুর্দশার অন্ত থাকবে না। স্বপ্নে দেবী কামাখ্যা বলেছিলেন, "যাদুতে মানব চতুর্বর্গ ফল লাভ করে। দর্শন, শ্রবণ, বিস্ময় ও বিস্মরণ।" আপনারা অবশ্যই সেই ফল পেয়েছেন। আনন্দে থাকুন। ধন্যবাদ।

উপকরণঃ এই খেলাতে যে সব সামগ্রী বার করা হবে তার ফর্দ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। প্রত্যেকেরই নিজের ভাষণ অনুযায়ী ও রুচি অনুসারে সেগুলি নির্বাচন করা ভাল। তবে কেউ যদি এই বক্তব্য ব্যবহার করে তা হলে লাগবে ছোট ছেলের একটা রঙিন রেশমী পাঞ্জাবী, দেশী ধুতি, রঙ বেরঙের রেশমী রুমাল ডজন ছয়েক, প্লাস্টিকের কৃত্রিম ফুল অথবা প্রকৃত ফুল আধ গ্রোস, গ্রোস চারেক স্প্রিংযুক্ত ফুল, মেয়েদের মাথার রঙিন রেশমী বা নাইলনের রিবন জড়িয়ে একটি চাকা প্রস্তুত করা, সিল্কের শাড়ি একটি, সিল্কের ব্লাউজ, সিল্কের সেমিজ, (ভগবানের দোহাই বক্ষাবরণী ভুলেও এখানে রাখা চলে না), রবার দিয়ে বিশেষ ভাবে তৈরী মহিলাদের নকল জুতা

এক জোড়া, একটি মহিলাদের ঝোলা যার হাতল রবার দিয়ে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করা দরকার আর ঝুটা মুক্তার পাঁচনরী হার অথবা ঝুটা জড়োয়া কণ্ঠভূষণ।

প্রদর্শকের পক্ষে এ খেলা দেখাতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন পূর্বোক্ত তিনটি জিনিস পিঁড়ি, চোঙ ও চতুষ্কোণ খোপটি। চতুষ্কোণ খোপটির খোলা দিকের তলার যা আয়তন, পিঁড়ির ঘের ততটা, তার কারণ পিঁড়িতে ঐ খোপটি টায়ে টায়ে বসে অথচ এঁটে না আটকে পড়ে এই ভাবে পিঁড়িটি তৈরী করা হয়। খোপের দুটি পাশের দেয়ালে জাফরি কাটা থাকে। ছবিতে ডালে পাখি বসা অংশটি ঐ খোপের দুটি সন্নিহিত দেয়াল ও অপর দুটি পাশাপাশি দেয়াল সম্পূর্ণ বন্ধ। এগুলি কাঠের ত্রিস্তরের তক্তায় তৈরী হয় (চিত্র ১৪৩)। চতুষ্কোণ খোপটির প্রত্যেক অংশ সাড়ে চোদ্দ ইঞ্চি লম্বা ও সাড়ে নয় ইঞ্চি চওড়া। ত্রিস্তরের তক্তার চার কোণে আধ ইঞ্চি



(চিত্র ১৪৩)

চৌকা বাটাম লাগালেই তৈরী হয়ে যায়। এই খোপের দু'ট সন্নিহিত পার্শ্বদেশে জাফরি কাটা হয় যাতে অভ্যন্তর স্পষ্ট দেখা যায়। ছবিতে গাছে বসা পাখিতে সেটি দেখানো হয়েছে। সামনা সামনি দু'টি তক্তায় বাটাম লাগিয়ে অন্য দু'টি তক্তা যদি ঐ বাটামে মাছি নাট্‌-এর সাহায্যে সংলগ্ন করার ব্যবস্থা করা হয় তা হলে খোপটি খুলে আলাদা করে রাখলে অনায়াসে বহনযোগ্য হতে পারে। চোঙটি উচ্চতায় ষোল ইঞ্চি ও মুখের ফাঁদ সাত ইঞ্চি। এই

চোঙের মধ্যে একটি সহায়ক রাখা হয়। সহায়কটি উচ্চতায় চৌদ্দ ইঞ্চি এবং গোলাকার হওয়াতে মুখের ফাঁদ সওয়া পাঁচ ইঞ্চি। সহায়কটি আসলে একটি টিনের গোলাকার পাত্র বিশেষ। এই পাত্রটির তলা থাকে কিন্তু ঢাকনি থাকে না। সহায়কের বহির্ভাগ ও তলদেশ কাল মখমলে মুড়ে দেওয়া হয় এবং চতুষ্কোণ খোপের জাফরি ছাড়া অন্য দুটি দেয়ালের অভ্যন্তরে ঐ কাল মখমল আঠা দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়। কাঠে ও টিনে বা ধাতুতে কাপড় লাগাবার অনেক রকম তরল আঠা রঙের দোকানে পাওয়া যায়, তার যে কোন একটা ব্যবহার করা যায়; ময়দার আঠা বেশী দিন টেকে না। সহায়কের অভ্যন্তর, ও খোপের জাফরি কাটা অংশের ভিতরটা এবং চোঙটিরও অভ্যন্তর অনুজ্জ্বল কাল রঙে রঞ্জিত করা দরকার। পিঁড়িটির চার পাশের বেড় যদি আধ ইঞ্চি পুরু কাঠের হয় তা হলে বাইরের মাপ হবে সাড়ে দশ ইঞ্চি লম্বা ও পাঁচ ইঞ্চি খাড়াই। এই পিঁড়িতে খোপটি অন্তত সিকি ইঞ্চি ঢুকে বসবে। সেই কারণে আসনটি সিকি ইঞ্চি নীচে লাগানো হয় ও আসনের চার পাশে ঐ মাপের বেষ্টনী থাকে যাতে খোপটি কখনও পিঁড়ির বাইরে না সরে যায়। এই গ্রন্থে বর্ণিত সামগ্রীগুলি সাজিয়ে রাখার হিসাবে উপর্যুক্ত মাপ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক প্রদর্শক নিজের উৎপাদন-সামগ্রী অনুসারে এগুলির আয়তন বড় ও ছোট করে নিতে পারে। এখানে একটি বিষয় জানিয়ে রাখা ভাল। খোপটি পিঁড়িতে রেখে জাফরি কাটা পাশ দুটি কোনাকুনি দর্শকদের দিকে রেখে যদি চোঙে ঢাকা সহায়কটি খোপের মধ্যে বসানো হয় এবং চোঙটি উঠিয়ে নেওয়া হয় তা হলে কাল মখমলের দেয়ালের সামনে দণ্ডায়মান সহায়কটির অস্তিত্ব ফোকরের মধ্য দিয়ে দেখা যায় না, কারণ সহায়কের বহির্ভাগ ও তলদেশ কাল মখমলে আচ্ছাদিত থাকায় খোপের ভিতরের অন্ধকারে মিশে এক হয়ে থাকে। এ খেলা দেখাতে যে সাবধানতা দরকার সেটি হচ্ছে যেখানে এই খোপ রেখে খেলা দেখানো হবে সেখানে মাথার ঠিক ওপরে বা পিছনে কোনও আলো না থাকে। সামনের দিকে অন্তত: দু হাত দূরে আলো থাকলে চলে।

কর্তব্য : এ খেলাটি দেখাতে দুরূহ কাজ হচ্ছে দর্শককে সুদৃঢ় প্রত্যয় করানো যে খোপে এবং চোঙে কিছু লুকিয়ে রাখা হয় নি। পিঁড়িটি দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে টেবিলে লুকানো কোনও গোপন সামগ্রী উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে না বুঝানো।

এই কারণেই পিঁড়িটির পায়ার অংশগুলি ফাঁক করা থাকে যাতে সেই ফাঁক দিয়ে সরাসরি দৃষ্টি পার হয়ে যায়। অনেকেই অনেক ভাবে ঐ খোপ চোঙ ও পিঁড়ি তুলে সেগুলি খালি দেখায়; কিন্তু নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে তিনটি একই সঙ্গে খেলার প্রাক্কালে ও সমাপ্তিতে পৃথক করে দেখালে দর্শকগণের মনে পরে আর কোনও কিন্তুর সাবকাশ থাকে না।

খেলা দেখাবার প্রস্তুতিতে সহায়কের মধ্যে যে জিনিসগুলি গোড়াতেই বার করা হবে সেগুলি ওপরে রেখে ও শেষের সামগ্রীগুলি তলায় রেখে সাজাতে হয়। সমস্ত জিনিস রাখার পর একখণ্ড কাল কাপড় দিয়ে সামগ্রীগুলি ঢেকে রাখলে ভাল হয়। দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ সহায়কটি পিঁড়ির ওপর রেখে চোঙটি তাতে চাপা দিয়ে খোপটি পরিয়ে দিলেই খেলা শুরু করা যায়।

এই খেলায় ব্যবহৃত তিনটি আধার যথা খোপ, চোঙ ও পিঁড়ি আলাদা করে দেখাবার উপায় বাগ্‌বিস্তারের শেষের দিকে ব্যক্ত হয়েছে এবং এই নিবন্ধের শেষে (চিত্র ১৪৪ ছবিতে) তা দেখানো হয়েছে।

(১, ২, ৩ ও ৪) এখন যে কাজগুলি পর পর করা হয়, সে সমস্তই যেগুলির একত্র সমাবেশে অঢেল সামগ্রী উৎপাদন করা হবে সেগুলি সন্দেহাতীত ভাবে শূন্যগর্ভ প্রতিপন্ন করা। সুতরাং যে তিনটি পৃথক অংশে উৎপাদনী কক্ষ তৈরী সেগুলি একই সঙ্গে আলাদা করে না দেখালে চলে না। সুতরাং বক্তব্যে দেওয়া নির্দেশ অনুসারে প্রথম বার চোঙটি মাত্র বাইরে আনা হয় এবং সহায়ক খোপের মধ্যে পিঁড়িতেই ছেড়ে আসা হয়। এ অবস্থায় সহায়ক খোপের ফোকরের মধ্য দিয়ে দেখেও দেখতে পাওয়া যায় না আগেই জানানো হয়েছে। চোঙটি উল্টে-পাল্টে ভিতর বাহির দেখিয়ে আবার খোপের মধ্যে সহায়ক গলিয়ে যেমন ছিল তেমন রেখে দেওয়া হয়। এখন খোপটি তুলে নিয়ে চার পাশ ও অভ্যন্তরভাগ দেখিয়ে খোপটি বাঁ হাতে গলিয়ে রাখা হয় এবং বাঁ হাতে চোঙের সঙ্গে সহায়কটিও উঠিয়ে নেওয়া হয়। তার পর ডান হাতে পিঁড়ি তুলে তার দু পিঠ দেখানো হতে থাকে। আগেই চোঙ খালি দেখানো হয়েছে, তখন খোপের মধ্যে কিছু দেখা যায় নি। সুতরাং খোপ উঠিয়ে চোঙ তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহায়কটি সরানো হয়েছে ধারণা করা অসম্ভব। শেষের চিত্রে এইটিই দেখানো হয়েছে। চোঙের মধ্যে সহায়কটি গোপন রাখতে সেটি আঙুলের টানে একটু ওপরে উঠিয়ে নিতে হয় যাতে চোঙের তলা দিয়ে সেটি না দেখা যায়।

(৫) বক্তব্যের নির্দেশ অনুসারে আগে পিঁড়ি টেবিলে পেতে তার ওপর

সহায়ক শুদ্ধ চোঙটি ধীরে ধীরে রাখতে হয় যাতে সহায়কটি পিঁড়িতে সশব্দে পড়ে যেটা লুকাবার সেটিই আত্মপ্রকাশ না করে ফেলে। অবশেষে খোপটি পিঁড়িতে বসিয়ে দেওয়া হয়।

(৬) বক্তব্যে দেওয়া নির্দেশ অনুসারে কখনও খোপ, কখনও চোঙ, কখনও বা সবশুদ্ধ পিঁড়ি উঠিয়ে দেখালে জিনিসগুলি যে টেবিল বা অন্য কোথা থেকে আসছে না তা বুঝিয়ে দর্শককে বেশী বিভ্রান্ত করা যায়।



(চিত্র :৪৪)

অষ্টম অধ্যায়

দিব্যদৃষ্টি

আমাদের ভারতবর্ষের লোকের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে যোগীরা সব কিছুই, এমন কি মানুষের মনের অব্যক্ত চিন্তা পর্যন্তও, ধ্যানে বসে দেখতে পান, শুনতে পান ও ধরতে পারেন। এ বিশ্বাস যে ভুল তা হলফ করে, তামা তুলসী হাতে নিয়ে, আবক্ষ গঙ্গা জলে দাঁড়িয়ে, জোর গলায় স্বীকার করার সাহস হয় না। কারণ, একেই মানুষের জীবন অতিশয় সংকীর্ণ, তার ওপর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আয়তন আরও সংকুচিত। কাজেকাজেই এই প্রসঙ্গ সসম্ভ্রমে পরিহার করে তাঁদের কাছেই যাওয়া হোক যাঁরা অন্তত লক্ষ লক্ষ লোককে এই পরমাশ্চর্য ক্ষমতার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়ে বিমোহিত করেছেন। দিব্যদৃষ্টির এঁরা যে সব অদ্ভুত কাণ্ড করে দেখিয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে কাগজের লেখা পুঁটলি পাকিয়ে বড়ি করে হাতে দিলে তাঁরা তা না খুলেই যা লেখা রয়েছে তা মুখ ফুটে বলে দিয়েছেন। আবার কেউ বা চোখ মোটা কাপড়ের পটি দিয়ে ঢেকে দর্শকদের বিপরীত দিকে মুখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন আর তাঁর সহকারীর হাতে যা দেওয়া হল বা দেখানো হল তার নিখুঁত বর্ণনা বলে দিলেন। আবার কেউ কোনও জিজ্ঞাসাবাদ না করেই অন্য এক জনের মনে মনে ঠিক করা কোনও বন্ধুর নাম, ধাম, অবস্থান চিন্তনশীল ব্যক্তির হাত ছুঁয়ে কাষ্ঠফলকে লিখে দিলেন। এ ছাড়াও রয়েছে চোখ বেঁধে মাটিতে খড়ির আঁকাবাঁকা রেখা পায়ের বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে তিনি অনুসরণ করলেন অথবা সাইকেল মোটরগাড়ি ইত্যাদি রাজপথের ভিড় সামলে নিরাপদে লক্ষ্যে গমনাগমন করলেন।

স্বনামধন্য ফরাসী যাদুকর রবার্ট হুডিন জগৎ সভায় দিব্যদৃষ্টির যাদুর প্রচলন করেছেন বলে দাবী করেন। ইনি তাঁর ছেলের সহযোগিতায় দিব্যদৃষ্টির খেলা দেখাতেন। ছেলের চোখ রুমাল দিয়ে বেঁধে দৃষ্টিহীন করার পর মঞ্চে বসিয়ে রাখতেন। হুডিন প্রেক্ষাগারে গিয়ে দর্শকদের কাছ থেকে নানা জিনিস টুপিতে সংগ্রহ করে একের পর আর এক একটি দ্রব্য তুলে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করতেন তাঁর হাতে তুলে ধরা বস্তুটি কি। ছেলে সে সব সামগ্রীর সঠিক বর্ণনা দিত। এই বিংশোত্তর যুগে এ ভাবে এই ধ্যানদৃষ্টির খেলা দেখালে সামান্য বুদ্ধিমান লোকও

আন্দাজ করে নিতে পারে যে আহৃত সামগ্রীগুলির মধ্যে পর্যায়ক্রমে সেই জিনিসগুলিই পর পর তুলে ধরা হচ্ছে যেগুলি ছেলেকে আগেই শিখিয়ে রাখা হয়েছে। কারণ, প্রমোদ বাসরে উপস্থিত জনগণের সঙ্গে যা থাকে তা প্রায় সব ক্ষেত্রেই একই ধরণের জিনিস। এর পর মার্কিন যাদুকর রবার্ট হেলার তাঁর বোন হাইডিকে সহকারিণী করে অনুরূপ বিস্ময় উৎপাদন করতেন। হেলার এই খেলার মধ্যে বাক্যের মাধ্যমে বস্তুর ইঙ্গিত চোখ-বাঁধা সহকারিণীকে জানিয়ে দিতেন। প্রায় এই সময়েই জার্মানিতে হের্ হেলস্ট্রম্ নামে এক ভদ্রলোক আত্মপ্রকাশ করেন যিনি লোকের মনের কথা মুখ ফুটে না বললেও তাকে তাঁর কব্জি ধরতে দিয়ে বোর্ডে বা কাগজে সেটা লিখে দিতে থাকেন। এখন এই মনের কথা জানার নাম হয়েছে হেল্‌স্ট্রমিজ্‌ম্। জার্মানির সীমান্ত টপকিয়ে হেল্‌স্ট্রমিজ্‌ম্ ইংলণ্ডে দেখিয়ে নাম করেছেন জনৈক মিঃ বিশপ আইভিং। হেলারের দিব্যদৃষ্টির নামডাকে সে সময় ও তার পরে অনেক দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন দিক্‌পালের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এ্যানা ইভা ফে, জ্যাঙ্গিগ্‌স্, জোমা ও পিডিংটনের খ্যাতি শত সহস্র অনুকরণকারিদের খ্যাতির জলের আল্পনা মুছিয়ে আজও অম্লান হয়ে রয়েছে।

দিব্যদৃষ্টির সঙ্গে অধুনা আরও একটি চমক সংযুক্ত হয়েছে। সেটি হচ্ছে স্মৃতিশক্তির অপূর্ব প্রখরতা। শতাধিক নাম এক বার শোনা মাত্র তড়িঘড়ি স্মরণ রাখার কৃতিত্ব। শ্রুতিধর শব্দে আমাদের দেশে যে বিশেষ গুণের প্রসঙ্গ আছে এটাই সেই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। শোনামাত্র হুবহু সমস্ত বাক্য মনে রাখতে যে পারে তাকেই শ্রুতিধর বলা হয়। শ্রুতিধর সম্বন্ধে আরব্য উপন্যাসের একটি আখ্যানে আছে যে এক বাদশার তিন শ্রুতিধরণী বাঁদী ছিল। এক জন এক বার শুনেই মুখস্থ করে ফেলত, অন্য জন দু বার শুনে মনে রাখত আর তৃতীয় জন তিন বার শুনে অনর্গল আওড়ে ফেলত শোনা কথা। এই তিন বাঁদীর দৌলতে বাদশা তাবৎ কবিদের মূল রচনা পূর্ববর্ণিত বলে পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করতেন। কারণ, কাব্য শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমা বাঁদী তা তৎক্ষণাৎ শুনিয়ে দিত, দ্বিতীয়া বাঁদী দু বার শুনে তার কণ্ঠস্থ কাব্য উগরে ফেলত আর তৃতীয়া বাঁদী তিন বার শুনে যখন শব্দে বাক্যে ও পদের মিলে সেটা আবৃত্তি করতে থাকত তখন যশোলিপ্সু অর্থ-প্রার্থী কবিকুলের বিস্ময় ও বিড়ম্বনা কল্পনায় অনুভব করতে হলে রচনা যে কোনও পত্র-পত্রিকায় পাঠিয়ে ফেরত পেলেই সম্যক অনুভব করা যায়। এই তিনটি চতুরা বাঁদীর সাহায্যে বাদশা বহু কবির স্বরচিত কাব্য তিরস্কৃত করার

ফন্দিতে শেষ পর্যন্ত এক ধূর্ত কবির বুদ্ধিতে পরাস্ত ও নিরস্ত হন। কল্পনার গাল-গল্প বাদ দিলেও আমাদের বাংলাদেশের চন্দননগর চুঁচুড়া হুগলি অঞ্চলের গঙ্গা তীরে জনৈক ব্রাহ্মণের শ্রুতিধারণের অভূতপূর্ব ক্ষমতা ইস্ট ইণ্ডিয়ার আমলের গোড়ার দিকে একটি ঘটনার নজিরে লিপিবদ্ধ আছে। ঘটনা থেকে জানা যায়, জনৈক ব্রাহ্মণ গঙ্গার ঘাটে আহ্নিক করছিলেন। সেখানে দু জন গোরা সৈন্য গালাগালি হাতাহাতি শুরু করে। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আদালতে গড়ায়। যুযুধমান দু জনের এক জন ব্রাহ্মণকে সাক্ষ্যরূপে আদালতে নিয়ে আসেন। আশ্চর্যের বিষয় ইংরাজি না জেনেও উক্ত ব্রাহ্মণ ঐ দু জনের কথোপকথনগুলি হুবহু স্বমুখে অনর্গল আবৃত্তি করে আদালতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। শোনা যায়, বোধায়ন বৃত্তি পুঁথিখানি কাশ্মীরের সারদা পীঠ থেকে সংগ্রহ করে শ্রীমৎ রামানুজ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে পুঁথিখানি মঠাধ্যক্ষদের প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য হন। নিরাশ রামানুজকে তাঁর শিষ্য কুরেশ জানায় যে তিনি চলার পথে পুঁথিটি তাকে পড়ে শুনিয়েছেন, এখন তার সমস্ত কণ্ঠস্থ হয়ে আছে। শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যের জীবনীতেও আছে যে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে কবিবর রাজা রাজশেখর তাঁকে দর্শন করতে আসেন। জগৎগুরু গার্হস্থ্যাশ্রমে পড়ে শুনানো রাজার স্বরচিত তিনটি নাটক সম্বন্ধে আগ্রহ জানিয়ে শুনলেন যে সেগুলি অপহৃত হয়েছে। তখন তিনি সেগুলি আবৃত্তি করে পুনর্লিখনে সাহায্য করেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কাশ্মীর কেশরী বারাণসী তটে সাক্ষাৎ করলে মহাপ্রভু পণ্ডিতকে গঙ্গার স্বরচিত স্তব শোনাতে বলেন। এক শত শ্লোক শ্রবণের পর শ্রীচৈতন্য বিনয় সহকারে কয়েক পংক্তি শ্লোক নির্ভুল আবৃত্তি করে ছন্দপতন ও ব্যাকরণ-গত ত্রুটি দেখিয়ে কাশ্মীরের পাণ্ডিত্যাভিমান ও তর্ক যুদ্ধের বাসনা নিরসন করেন। এ সমস্তই স্মৃতিশক্তির অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত।

বড় বড় মোটা গ্রন্থের পাতা এক জন দ্রুত উল্টিয়ে অবশেষে অন্য যে কোনও দর্শক যে কোনও পৃষ্ঠা পড়ে পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করা মাত্র সেই প্রথম জনের সেই পাতায় মুদ্রিত বিষয়ের সারাংশ ও চিত্র বিশেষ ব্যক্ত করে দেওয়াও স্মরণ শক্তির অপর একটি চমকপ্রদ পরিচয়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীতে লেখা আছে তিনি বৃহৎ দার্শনিক গ্রন্থ দু এক দিনে শুধু পড়ে শেষ করতে পারতেন না, বিষয় বস্তুর অধ্যায়গত বা বিষয়গত সারাংশ বহুদিন মনে রাখতে পারতেন। চুলচেরা বিচারে দিব্যদৃষ্টি না হলেও, বড় বড় গুণ ভাগ মনে মনে কষে দেওয়াও চমকপ্রদ মানসাঙ্ক করার কৃতিত্ব। যাদুকররাও এতে মেতেছেন। তবে তাঁদের

ক্ষেত্রে ঐ মানসাঙ্কে কিঞ্চিৎ যাদুর চাতুর্য থাকে অনস্বীকার্য। মনে মনে বিশ ত্রিশ রাশিকে ঠিক ততগুলি বা ততোধিক রাশি দিয়ে পূরণ করার কৃতিত্বে বাংলা দেশের শ্রীসোমেশ বোসের নাম জগদ্বিখ্যাত। বসু মশাই চালাকি ছাড়াই এটা করতেন, বলা বাহুল্য। এই অঙ্কের ব্যাপারে ভারতবর্ষের শ্রীমতী শকুন্তলার নাম দেশ বিদেশে ছড়িয়ে আছে। নানা দেশে এমন কি লণ্ডনে ফ্রান্সে আমেরিকায় জার্মানিতে ও অন্যান্য দেশেও এ রকম প্রতিভাধর মানস-গণিতবিদদের খবর পাওয়া যায়। যাদুতে এ ধরনের খেলাকে দিব্যজ্ঞানের চমক হয়তো বলা যায়।

অধুনা এই শেষের ভাগের খেলাগুলি যাদুকরদের প্রদর্শন তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে। কারণ, সর্বসাধারণ জানে যে যাদুকরের কোনও অলৌকিক ক্ষমতা থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং যাদুকরের দেখানো দুঃসাধ্য মানসাঙ্ক আপাত চমকপ্রদ ও অসম্ভব মনে হলেও প্রকৃত মানসাঙ্ক পারদর্শীর তুলনায় গণমানসে ততখানি বিস্ময় জাগায় না এই জন্য যে যাদুকরের চেষ্টায় সকল অঘটনই যখন অনায়াসে মন্ত্রবৎ হয়ে পড়ে তখন বিরাট গুণ, ভাগ, বর্গফল বা বর্গমূলই বা এমন কি অসাধ্য কর্ম। এতে একটা বিষয়ের প্রমাণ হয়ে পড়ছে যে চালাকির দ্বারা কোন কর্ম সম্পন্ন হলে মানুষের অবচেতন অনুভূতিতে ব্যাপারটা তত গুরুত্বপূর্ণ ঠেকে না। অতএব এই সকল অলৌকিক ঘটনাগুলি যাদুকরেরা যদি অক্লেশে করে দেখাতে থাকে তা হলে লোকোত্তর প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ে। মর্মার্থ সত্য হলেও, যাদুর প্রতি সর্বসাধারণের এক কালে পুরাপুরি এবং এ কালে ভগ্নাংশ পরিমাণ যে-সশ্রদ্ধ শঙ্কা ছিল এবং আছে, আমরা সেই আতঙ্ক, যুক্তির ঝুলিতে রেখে, জনসমাজে যে-ভাবে প্রচার করে বেড়াচ্ছি যে তাক্-লাগানো ভেল্কির মধ্যে তুকতাক তো নেই-ই, প্রাকৃতিক নিয়মের প্রয়োগে যা ঘটতে পারে না, তাই ঘটিয়ে দেখানো হচ্ছে এবং হয়। তাতে এই সকল যোগীজনোচিত অদৃষ্টপূর্ব ক্রিয়াকর্মও যাদুকরের তল্পি থেকে প্রমত্ত জনগণের প্রমোদের উদ্দেশ্যে কেন পরিবেশন করা হবে না, বুঝতে পারা যায় না।

দিব্যদৃষ্টির খেলার দুটি ভাগ হতে পারে। একটি হচ্ছে, দর্শনেন্দ্রিয় রুদ্ধ করে চক্ষুষ্মান্ লোক যা করতে পারে তা করে দেখানো। অন্যটি হচ্ছে, এক জনের দেখা জিনিস অন্য একজন স্বচক্ষে না দেখেও যথাযথ বর্ণনা করে বুঝায় যে না দেখেও মনশ্চক্ষে দেখা সম্ভব। প্রথম বিভাগের খেলার মধ্যে আছে চোখ বেঁধে খড়ির দাগ ধরে হেঁটে যাওয়া বা বই পড়া অথবা কাষ্ঠফলকে অঙ্কের লেখা লিখে দেওয়া, ছবি আঁকা এবং জনাকীর্ণ পথে যানবাহন নিরাপদে চালিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে

পৌঁছান। দ্বিতীয় বিভাগে, এক জনকে দেখানো বস্তু বিশেষ অন্য জন না দেখেও প্রদর্শিত জিনিসের নিখুঁত বর্ণনা ঘোষণা করে দেখতে পাচ্ছে প্রমাণ করে দেয়। এই ব্যাপারটি দেখলে মনে হয় মঞ্চে উপবিষ্ট চোখ-বাঁধা লোকটি প্রেক্ষাগারে যাকে জিনিসটি দেখানো হয়েছে তার দেখার অনুভূতি অনুভব করে সেটির বর্ণনা করছে (চিত্র ১৪৫)। অর্থাৎ একজন যেটা চোখ দিয়ে দেখছে, অন্যজন সেটাই চোখ বুজে দেখতে পাচ্ছে। দিব্য-দৃষ্টির ভাষায় প্রথম জন যাকে বস্তু



(চিত্র ১৪৫)

দেখানো হচ্ছে তাকে বলা হয় চিন্তাপ্রেরক আর দ্বিতীয় জন যার চোখ বেঁধে দৃষ্টিহীন করা হয়েছে তাকে বলা হয় চিন্তাগ্রাহক। এই দুটি পরিচিতি সম্বন্ধে বেতার-বার্তার প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের দিব্যদৃষ্টির অগ্রদূতরূপে রবার্ট হুডিনের নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তার একমাত্র কারণ তিনিই এ খেলাটি যাদুর আসরে দেখিয়ে অন্যান্য

যাদুকরদের এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর জন্মাবার আগেও এ ধরণের ক্রিয়াকাণ্ড দেখানো হয়েছিল। মিঃ রেজিন্যাল্ড স্কট তাঁর বিশ্ববিশ্রুত ইংরাজি ভাষায় লেখা যাদুবিদ্যার প্রথম বই, ডিস্কভারি অফ্ উইচ্ক্রাফ্ট্, ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, "এই উপায়ে তুমি হাজার রকম অলৌকিক বিস্ময় আবিষ্কার করতে পারবে যাতে অনেক দূরে বলা কোনও লোকের মনের কথা জানতে পারবে।" তখনকার দিনে এ সব করতে দর্শকগণ যাদুকরের কানে কানে যা বলতেন তা তাঁর দৃষ্টিরুদ্ধ সহকারী বা সহকারিণী প্রশ্নের বাক্যমালায় যে গূঢ় ইঙ্গিত বহন করত সেটা বুঝে সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হত। সাদা কথায়, যাদুকরের সহকারীকে বলা শব্দবিন্যাসের মধ্যেই বস্তুটির বর্ণনা গোপনে শুনিয়ে দেওয়া হত। তদানীন্তন নানা লিপিবদ্ধ সংবাদ থেকে জানা যায় যে রবার্ট হুডিনের অনেক আগে কোমাস্, জোনাস্, বোয়াজ, ব্রেস্লর ও পিনেটি প্রভৃতি বহু যাদুকরই দ্বৈত দিব্যদৃষ্টির খেলা দেখিয়ে সেকালের দর্শকদের বিমোহিত করতেন।

রবার্ট হুডিনের স্মৃতি গাঁথায় তাঁর দিব্যদৃষ্টি সম্বন্ধে যা প্রকাশ করেছেন তা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করলে এই সব যাদুক্রীড়া করার একটা হদিশ পাওয়া সম্ভব। তিনি লিখেছেন, "দৈবই আমার দিব্যদৃষ্টি উদ্ভাবনের সহায়। আমার ছেলে দুটি তাদের স্বকপোলকল্পিত খেলা খেলছিল। ছোট ছেলে তার দাদার চোখ বেঁধে ঘরের নানা সামগ্রীতে হাত লাগিয়ে প্রশ্ন করছিল, সেটা কি? চোখবাঁধা ছেলে যেই না অন্য ছেলের স্পর্শ করা সামগ্রীর নাম সঠিক বলে দিল তখন অন্যের পালা শুরু চোখবাঁধা অবস্থায় কি ছোঁয়া হয়েছে বলা। দু জনেই আন্দাজে ঘরের নানা জিনিসের নাম বলতে থাকত আর হঠাৎ একবার মিলেও যেত। এই ছেলেমানুষি খেলা দেখেই আমার মাথা ঘোরতর জটিল সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়ল। যাদুকর হিসাবে চার চারটে বল দু হাতে লোফালুফি করার সময় আমি যখন বিষয়ান্তরে মন দিতে পারি, যেমন বই পড়া—কথা বলা, তখন আমি যদি বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকার সময় দর্শন ও স্মরণ সম্বন্ধে অধ্যবসায় করতে থাকি তা হলে অন্যমনস্কতা সত্ত্বেও নানা জিনিস দেখে মনে রাখার ক্ষমতা কি বাড়াতে পারব না? এর পর আমার ছেলেকে নিয়ে যখনই বেড়াতে বেরুতাম, কোনও না কোন মনোহারী দোকানের প্রদর্শন-গবাক্ষের পণ্য সম্ভারের সামনে দাঁড়াতাম। আমরা দু জনে কয়েক মিনিট প্রদর্শিত জিনিসগুলিতে এক নজর চোখ বুলিয়ে স্থানত্যাগ করতাম। দূরে গিয়ে আমরা দু জনেই পকেট থেকে কাগজ পেন্সিল বার করে যার যতখানি

মনে আছে সেই সব জিনিসের নাম লিখে ফেলতাম। আবার সেই জানালায় গিয়ে ফর্দ মিলিয়ে দেখতাম ও নিজেদের লেখা দেখে বিচার করতাম কে বেশী জিনিস মনে রেখেছে। এই ভাবে আমরা এক নজর দেখে অনেক জিনিস মনে রাখায় অভ্যস্ত হয়েছিলাম। ফলে, ছ মাস পরে আমার বিজ্ঞাপনে লেখা হল, 'আসছে প্রদর্শনীতে মঁসিয়ে রবার্ট হুডিনের পুত্রের দৃষ্টি পটি বেঁধে রুদ্ধ করে দর্শকগণের প্রদত্ত দ্রব্যাদির নিখুঁত বর্ণনা করার অলৌকিক দিব্যদৃষ্টির পরিচয় দেওয়া হবে।' তবু ভাগ্যের এমনই বিড়ম্বনা যে যে-প্রদর্শনী পরবর্তী কালে রসিক সমাজকে মধুমত্ত মৌমাছির মত আসরে পুঞ্জীভূত করেছিল, তা হুডিনের প্রথম দিনের আসরে কোনও তাপ উত্তাপের মৃদু মর্মরও তোলে নি। এই বিফলতার কারণ নির্ণয় করে আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, "আমাকে বাধ্য হয়েই ধরে নিতে হয়েছে যে দর্শকগণের ধারণা এ খেলাটি স্বনির্বাচিত দর্শকগণের যোগ-সাজশে নিষ্পন্ন হওয়াতে তাঁদের প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য এটাও ঠিক যে নির্ভুলভাবে যাদুক্রীড়া দেখানো হলেও অনেক ক্ষেত্রে দর্শকমণ্ডলীর বাহবা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে না। তার স্বাভাবিক কারণ এই যে যে-চমকের জন্য যাদুরসিক ব্যাকুল, হয় সে চমকের মাহেন্দ্র ক্ষণ চকিতে টপকিয়ে গেছে, অথবা বিস্ময়ের মাত্রা এত অতিরিক্ত হয়েছে যে বিহ্বল দর্শক সরব সমাদর দিতে বিস্মৃত হয়েছে।"

দ্বৈত দিব্যদৃষ্টির খেলায় গোড়ার দিকে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তাতে প্রশ্ন করার বাক্যের শব্দ-সমাবেশের মধ্যেই উত্তরটা প্রচ্ছন্ন থাকত। ভাষান্তরে বলা যায় যে যাদুকর দর্শকগণের বিপরীত দিকে মুখ-ঘোরানো চোখ-বাঁধা সহকারীকে যে কথা কয়েকটি বলে তার আড়ালেই যা বলার বলে দেয়। দু জনের মধ্যে বর্ণমালার বা শব্দের ব্যবহারের গোপন তত্ত্ব জানা থাকলে এ কাজটি আর দুরূহ নয়। ক্রমে এই সাংকেতিক কথোপকথন জনসাধারণের কাছেও বেআবরু হয়ে পড়ায় আক্ষরিক ইশারার বদলে আভাস ও ইঙ্গিতের শরণ নেওয়া হয়। অধুনা ভঙ্গি ও অনুচ্চারিত সংকেতের সাহায্যে দু জনে এই ধরনের যে সব খেলা দেখায় তাতে নির্বাক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। কারণ, প্রদর্শক ও তার সহকারী বা সহকারিণীর মধ্যে কেবল মাত্র একই বাক্য বা বাক্যাংশে জিজ্ঞাসাবাদ চলতে থাকায় কারও মনে করার পথ থাকে না যে প্রদর্শকের বলা কথার মধ্যে খবর পাঠাবার অন্তর্নিহিত ইশারা লুকিয়ে রয়েছে। ফন্দি ফিকিরের যতই হেরফের হোক না কেন এবং তা বেশ উন্নত ধাঁচের হলেও মোট কথা প্রদর্শক কর্তৃক তার সহকারীকে কোনও না কোন উপায়ে সমাচারটি জানাতে হবে

প্রদর্শক স্বচক্ষে কি দেখছে বা দেখেছে ও সহকারী না দেখেও সেটা ঠিক ধরে ফেলবে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কয়েক জন একক ভাবে দিব্যদৃষ্টির চমক জনসমাজে প্রচার করতে থাকেন। তাঁরা সকলেই শুধু এই বিস্ময়টিই দেখাতে থাকেন এবং প্রত্যেকেই নিজেকে ঐ বিষয়ে একমাত্র প্রতিভাবান পুরুষ রূপে প্রচার করে গেছেন। এঁদের মধ্যে খুব সম্ভব যোগরাম ছদ্মনামে যিনি ইংলণ্ডে আত্মপ্রকাশ করেন তিনিই অগ্রগণ্য। ইনি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এ্যাডেল্‌ফিতে নিজেকে আবিসিনিয়া নিবাসী মরমিয়া বা মিস্টিক বিশেষণে বিভূষিত করে অপরের মনের কথা জানার ক্ষমতা দেখাতে লিট্‌ল্ থিয়েটারে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ এর কিছুকাল আগে ইনি মিঃ এ. ডি. পিকিন্স নামে পরিচিত ছিলেন বলে জানা গেছে। ইনি মঞ্চে দর্শন দানের আগে জনৈক ঘোষক নাতিদীর্ঘ একটি ভূমিকা দিলে যোগরাম মঞ্চে এসেই যোগ সম্বন্ধে বলতে শুরু করেন, "যোগ চার প্রকার। প্রথমটির চর্চা হয় ভারতবর্ষে, যেগুলি যাদুকরদের খেলায় দেখা যায়। দ্বিতীয় রকমের যোগটা তিনি সাধনা করেছেন যাতে যোগী মানসলোকে সমাবিষ্ট হয়ে পড়ে। তৃতীয়টি হচ্ছে আত্মার সন্ধানে গভীর অভিনিবেশ ও চতুর্থটি হচ্ছে ধ্যানের মধ্যে আত্মহারা হয়ে পড়া। মানসলোকের পরীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আজ যাঁরা এতে যোগ দেবেন, তাঁরা যেন সকলেই সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে যোগ দেন। কারণ বিরোধী ও বিশ্বাসহীন হলে এ কাজ করা যোগীদেরও অসাধ্য। তা হলে সকলেই আজ নিরাশ হবেন।" বলা বাহুল্য, যোগরাম আবিসিনিয়ার লোক তো নন-ই, তাঁর কোঁকড়া চুল, গাঢ় অসিত বর্ণ ও ইংরাজি উচ্চারণের স্ফূর্তিতে তাঁকে আমেরিকার নিগ্রো মনে করাই হয় তো যথার্থ। সে যাই হোক, ইনি খেলা দেখাবার জন্য জন ত্রিশেক দর্শককে মঞ্চে ডেকে এনে তাঁর চিন্তাপঠনের গবেষক মণ্ডলী গড়লেন। এঁদের হাতে তিনি ভাঁজ করা কাগজ দিলেন, সছিদ্র চটচটে আঠা-মাখা ক্ষত-আচ্ছাদনী বস্ত্র দিলেন আর সুদীর্ঘ চওড়া কাপড়ের ক্ষত-আবরণীর ফিতে দিলেন। এইগুলি পরীক্ষা করে তাঁরাই যোগরামের চোখ ঢেকে ফিতে বাঁধলেন। তাঁর নাকের ডগা অবশ্য বাইরে রাখা হল। অতঃপর যোগরাম জনৈক দর্শককে মনে মনে এক জনের নাম ডান হাতের তর্জনী দিয়ে বাঁ হাতের চেটোয় লিখতে বললেন। কয়েক বার উক্ত দর্শক নাম লিখলে তাঁকে শূন্যে আঙুল নেড়ে সেই নামে যতগুলি বর্ণ আছে তা গণনা করার নির্দেশ দিলেন। এর পর যোগরাম নামটি কি, বলে দিলেন। তার পর সেক্সপীয়ারের

যে-কোনও একটি নাটকের নাম মনে করতে বলা হল ও পূর্বোক্ত রীতিতে যোগরাম সেটিও বলে দিলেন। অবশেষে বাইবেলের যে-কোনও স্তোত্রের সূত্র এবং খেলার তাসের একটি তাসের নাম মনে মনে চিন্তা করতে বলা হল এবং আগের মত কাণ্ডকারখানা মনোনয়নকারীদের দিয়ে করিয়ে তিনি তাও ব্যক্ত করলেন।

ইংরাজদের রাশ নাম বা ক্রিশ্চিয়ান নাম খুবই অল্প। এখন যদি কেউ ডবল ইউ আদ্যক্ষরের নাম মনে করে তা হলে দুটি মাত্র নাম পাওয়া যায়, যথা উইলিয়ম ও ওআলটার। প্রথমটি সাত বর্ণের সমষ্টি আর দ্বিতীয়টি ছয় বর্ণে গঠিত। অতএব বর্ণমালার সংখ্যা জানতে পারলেই কোন্ নামটি ভাবা হচ্ছে তা তৎক্ষণাৎ ধরা যায়। করতলে আদ্যক্ষর লেখা ও শূন্যে বর্ণ সমষ্টির সংখ্যা গণনা করা না দেখে জানা সম্ভব নয়। চোখের ওপর পটি জড়ানো থাকলেও নাকের কোল ঘেঁসে যে বাইরের অনেকটা দেখা সম্ভব তা যাদুকরদের অজানা নেই। এই কানামাছি খেলার আসল চালাকি হচ্ছে চোখ বাঁধতে চোখের ওপর যাই চাপানো হোক না কেন, ঢাকাটা পড়ামাত্র চোখের পাতা এঁটে বন্ধ করতে হয় ও ভ্রূ কুঁচকিয়ে চোখের পাতা যথা সম্ভব গুটিয়ে ছোট করতে হয়। বাঁধা-ছাঁদার পটিটা কপালের ওপর থেকে রগড়ে নীচের দিকে নামিয়ে কানের ওপর দিয়ে পার করে দিতে হয়। বাঁধাবার সময় মাথা যতখানি সম্ভব পিছন দিকে হেলিয়ে রাখলে যত কষেই বাঁধা হোক না কেন মাথা সোজা করে ভ্রূ ও কপাল টানটান করে ওপরে ওঠালেই নাকের দু পাশে বিরাট সুড়ঙ্গ উন্মোচিত হয়ে পড়ে। যোগরামের চমকপ্রদ মনের কথা জানার ব্যাপারেও এই সরল সহজ সাধনার সঙ্গে ইংরাজদের নামের স্বল্পতা ও সেক্সপীয়ারের নাটকের নামের বর্ণমালার বিভিন্নতা সম্বন্ধে গবেষণা করে বার করা অবশ্যই মণিকাঞ্চন সংযোগ অস্বীকার করা যায় না।

এ ছাড়া দর্শকরা মনে মনে কারও নাম চিন্তা করতে থাকলে যোগরাম তাঁদের ডান হাতের মনিবন্ধ ধরে বাঁ হাতে সেই নাম লিখতে বলেন ও লেখা হলে সেই নামটিও ব্যক্ত করেন। এ সময় কখন কখন দু তিন বার নামটি লেখার দরকার হত। তাঁর শেষ খেলাতে ক্লেয়ার্ভয়ান্সের অর্থাৎ চিন্তা-প্রেরণের তামাশা দেখিয়ে যোগ ক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

নিজের শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী সহকারীকে মুখে স্পষ্ট করে না বলে বক্তব্যের মাধ্যমে লুকিয়ে খবর পাঠাবার সব চেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণের বর্ণমালাকে এক সার বা দুই সার সরিয়ে কথা বলা। বাংলা বর্ণমালার ক, চ, ট, ত, প, য,

শ, য় এই কটি সারের প্রত্যেকটিতে পাঁচটি বর্ণ থাকে, যথা, ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন, প ফ ব ভ ম, য র ল ব হ, শ ষ স ড় ঢ়, য় ৎ ং ঃ ँ। এই ব্যবস্থায় স্বর বর্ণ যদি ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে তা হলে সেটা অনুমানে বুঝে নিতে হয় দুটি বর্ণের কোন্‌টি প্রধান। অমর শব্দের অ ও আমার শব্দের আ প্রভৃতির বেলায় অ ও আ বর্জন করে ম বর্ণের দরুণ প্রথম বা দ্বিতীয় সারের অবস্থান অনুপাতে পাওয়া বর্ণ ধরে নিলে হয় হ কিম্বা ঢ়। কমলা শব্দটি এই সাংকেতিক পদ্ধতিতে বলতে গেলে ক-ম-ল বর্ণ তিনটি পরবর্তী সারের বর্ণমালায় রূপান্তরিত করলে পাওয়া যায় চ-হ-স। আড্ডকরের রূপান্তরিত ভাষায় প্রশ্ন করতে গেলে বলা যায়, 'চোখে কি দেখছ?' সহকারী চ-এর জায়গায় ক বসিয়ে প্রথম বর্ণ পেয়ে গেল। আবার জিজ্ঞাসা, 'হয়েছে?' সহকারী ম পেয়ে গেল। আবার প্রশ্ন, 'সে কি?' সহকারী ল পেয়েও বুঝতে পারবে না প্রদর্শকের দেখা বস্তুটি কমল, না কমলা। সুতরাং ছলনার আশ্রয়ে চোখ-বাঁধা সহকারী ক্ষেপে ক্ষেপে বলতে থাকে, 'কি যেন দেখছি, ... ফুল কি,......লাল লাল,......ফুলের মত......... কি যেন?' এতক্ষণে দর্শকরাই ভুল শুধরে দিতে অগ্রণী হওয়াই স্বাভাবিক, তা না হলে প্রদর্শক নিজেই ঐ কর্মটি করেন অন্ধকে পথ দেখাবার ভাল-মানুষি কণ্ঠস্বরে, 'ভাল করে দেখ।' সুতরাং ফুল নয়, ফল বুঝতে সহকারীর আর সংশয় থাকে না। সুতরাং এবার আবার পূর্ব বর্ণনা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সঠিক বর্ণনাটি দিলে দর্শকদের মনে হয় সহকারী বাস্তবিকই মনশ্চক্ষে যা দেখতে পেয়েছে তাতে ও রকম অল্পবিস্তর প্রমাদ থাকাই স্বাভাবিক। অসম্ভবের মধ্যেও সম্ভাব্য রূপ দিতে না পারলে যাদুক্রীড়াও রূপ-রস বর্জিত সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, এটাও প্রত্যেক যাদুকরের প্রণিধানের বিষয়। এই নিয়মে ইংরাজি বর্ণমালা ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা সহজ ও সুবিধাজনক।

ইংরাজি বর্ণ মালায় ছাব্বিশটি বর্ণ আছে। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ ঐ কটি বর্ণের অন্তর্গত ও যুক্তাক্ষর হয় না। তা ছাড়া ঐ বর্ণমালার শেষ বর্ণটির শব্দ সংখ্যা খুবই কম। সুতরাং উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে সাংকেতিক বার্তা পাঠানো খুবই সহজ। বাংলা বর্ণমালার স্বরবর্ণ বাদ দিয়ে এবং ব্যঞ্জনবর্ণের ক-চ-ট ত-প-য-শ রেখে রাজস্থানী নিয়মে অকার আকার প্রভৃতি স্বরবর্ণ সংযোগ বর্জন করে নিলে আমরাও হয়তো ইংরাজির অনুকরণে সাংকেতিক ভাষা রচনা করতে পারব। বাংলাতে বর্ণ সংক্ষেপ অনেক করা যায়। যেমন তিনটি শ না ব্যবহার করে একটা শ ধরে কাজ চালানো যেতে পারে। ঢ়, ড় ও র তিনটি বর্ণকেও এক ধরা চলে। এই রীতিতে

উৎসাহী যাদুকর স্ব স্ব সাংকেতিক লিপি প্রণয়ন করতে উদ্যোগী হলে আমরাও বাংলাতেই চিন্তাপ্রেরণ ও চিন্তাগ্রহণের চমকপ্রদ ক্রীড়ায় অবশ্যই পারদর্শী হয়ে উঠব।

বর্ণমালার এক বর্ণের পরিবর্তে অন্য বর্ণের সাহায্যে যেমন সাংকেতিক বার্তা পাঠানো সম্ভব তেমনই সংখ্যার ক্রম অনুযায়ী প্রশ্নমালা এমন ভাবে প্রণয়ন করা যায় যেটা দু-পক্ষ মনে রেখে ফর্দের সামগ্রীর ইঙ্গিত ঐ সংখ্যায় জানালে মুহূর্তেই ধরে ফেলতে পারে। প্রথম বার কোন্ ফর্দটির সামগ্রী নির্দেশ করা হচ্ছে জানানো হয়। তার পর সেই ফর্দের ক্রমিক সংখ্যায় অবস্থিত দ্রব্যটি জানিয়ে দিলেই সহকারী বুঝে নেয় কি বলতে হবে। এই রীতিতে মাত্র দুটি ইশারায় কাজ হাসিল হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ সংখ্যা জানাতে হলে প্রশ্ন বাচক ভাষা হতে পারে, 'বল-বল দেখি-বলতে পার-বলে ফেল-বল তো দেখি' বলা যায় এবং ঐ কথার আগে বা পরে 'চেষ্টা কর' বাক্যটি থাকলে ধরতে হবে সংখ্যাটি প্রশ্নের বরাবর। আর 'মনোযোগ কর' বাক্যটি আগে বা পিছনে থাকলে সংখ্যাটি দ্বিগুণ করতে হবে জানিয়ে দেওয়া যায়। এই নিয়মে দশের বেলায় শূন্য বা দশম সংখ্যা ক্ষেত্র বিশেষে অনুমান করে স্থির করতে হয়।

ব্যক্ত সংকেত সম্বন্ধে কিছু আলোচনার পর অব্যক্ত সংকেত সম্বন্ধে আলোকপাত করা উচিত। সংকেত অনুচ্চারিত রাখতে তিনটি উপায় অবলম্বন করা যায়। প্রথম উপায় হচ্ছে বিরতি। এই বিরতি হচ্ছে একটি কথার পর দ্বিতীয় কথা বলার মধ্যে নিস্তব্ধতার ফাঁক বা কালহরণের সময় বিশেষ। এই বিরতির কালের মাপ দু জনের শ্বাস-প্রশ্বাসের অথবা নাড়ির গতির মাপে মেপে নির্ধারণ করতে হয়। অথবা মনে মনে দু জনে এক সঙ্গে এক থেকে দশ গণনার একটা পূর্ব নির্দিষ্ট লয় অভ্যাস করে আয়ত্ত করতে পারে। দু জনের মধ্যে বিরতির কালের পরিমাপ জানা ও শেখা থাকলে তাদের কণ্ঠস্থ করা দ্রব্য তালিকার ফর্দের কোন্ স্তম্ভের কি অবস্থানে প্রদত্ত সামগ্রীটি রাখা হয়েছে তা একে অন্যকে সহজেই জানাতে পারে। সামগ্রীর ফর্দ নয়টি স্তম্ভে বিভক্ত করে প্রত্যেক স্তম্ভে নয় কিংবা দশটি দ্রব্যের তালিকা করা হয় যাতে মাত্র দুটি সংকেতে স্তম্ভের সংখ্যা ও স্তম্ভে লিখিত দ্রব্যটির অবস্থান সংখ্যা জানিয়ে দেওয়া যায়। বলা বাহুল্য, যাদু প্রদর্শনীতে সমাগত দর্শকমণ্ডলী যত প্রকার সামগ্রী প্রদর্শককে চিন্তাপ্রেরণের জন্য দিতে পারে তার সম্ভাব্য সংখ্যা খুব বেশী নয় এবং নব্বইটি জিনিসই যথেষ্ট। বিরতির প্রণালীতে একই ধরণের প্রশ্ন বার বার বলা চলে, কারণ ইঙ্গিত বহন করে প্রশ্নোচ্চারণের

শব্দগুলির কালক্ষেপের ব্যবধান অনুপাতে। এ ক্ষেত্রে প্রদর্শক সামগ্রীটিতে স্থির লক্ষ্য স্থাপন করে দাতাকে চোখবাঁধা সহকারীকে প্রশ্ন করতে অনুরোধ করতে পারে এবং আবশ্যক সময় কাটিয়ে দর্শককে পুনর্বার সহকারীকে জিজ্ঞাসা করতে অনুরোধ জানায়। সময়ের ব্যবধান এভাবে বজায় রাখলে সহকারীকে ইঙ্গিত করার দুঃসাধ্য কাজটি এত গোপন থেকে যায় যে বুদ্ধিমান লোকও প্রদর্শক ও সহকারীর মধ্যে কোনও যোগসাজশের সূত্র খুঁজে পায় না। মনে রাখা দরকার, প্রদর্শকের দর্শকদের আদেশ উপদেশ নির্দেশ দেওয়ার সময়ের ব্যবধানই তখন সহকারীর পক্ষে সময়ের বিরতি মাপার কাজে লাগে।

সংখ্যাবাচক সংকেত কণ্ঠের শব্দ ছাড়াও অন্য ভাবে জানাতে পারা যায়। প্রদর্শক ও সহকারীর মধ্যে তালিম দেওয়া থাকলে প্রদর্শক কোন্ ভাবে কি ভঙ্গিতে দাঁড়ালে কোন্ সংখ্যা হয় এবং সহকারীর চোখের বাঁধনে যদি সূচিভেদ্য রন্ধ্র চোখের মণি বরাবর রাখা যায় তা হলে তার পক্ষে অনুক্ত সংখ্যাটি স্বচক্ষে দেখে জানা সম্ভব। সহকারীর চোখ ঢেকে যে পটি জড়ানো হয় তার বদলে চার পাট কাপড়ের ঢাকনি তৈরী করে, অথবা ফেল্ট বা কম্বলের পুরু টুকরা ব্যবহার করলে, সেগুলির যে কোনও একটির চোখের তারার বরাবর খাতা সেলাইয়ের ছুঁচ দিয়ে ছিদ্র করে নিলে যে সামান্য দেখার পথ পাওয়া যায়, সহসা বিশ্বাস করা না গেলেও, ঐ ছোট গর্ত দিয়ে বাইরের বিরাট অংশ স্পষ্ট দেখা যায়। সহকারীর চোখ এই উপায়ে দৃষ্টিশক্তিহীন প্রমাণ করে প্রদর্শক তার অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে নির্দিষ্ট সংখ্যাটি জানাতে পারে। সিমাফোর নামে দু হাতে দুটি পতাকার সাহায্যে বর্ণমালা জানাবার একটি উপায় আছে। এই উপায়ে পতাকার পরিবর্তে করতল প্রসারিত ও মুষ্টিবদ্ধ করেও সাংকেতিক লিপি তৈরী করা যায় এবং সংখ্যাজ্ঞাপক ইঙ্গিতও সৃষ্টি হতে পারে। সহকারী যদি দেখতে পায় তা হলে এ ব্যবস্থাতেও দূরদর্শনের খেলা দেখানো চলে।

সহকারীর সঙ্গে কথোপকথনের ভাষাটি যদি প্রদর্শক দর্শককে জুগিয়ে দেয় এবং দর্শক সেই বাক্যে তার সঙ্গে কথা বলেন, তা হলেও প্রদর্শক স্বয়ং কোন কথা না বলেও সহকারীকে প্রয়োজনীয় সংকেত পাঠাতে পারে। নেপথ্যে অবস্থিত অন্য এক সহকারী দূরবীক্ষণ বা পেরিস্কোপের সাহায্যে প্রদর্শককে প্রদত্ত দ্রব্য লক্ষ্য করে সেটি দূরভাষণ অর্থাৎ টেলিফোনের মাধ্যমে সহকারীর কানে পৌছে দিতেও পারে। এ ব্যবস্থায় চেয়ারের হেলান দেওয়ার কাষ্ঠফলকে খোদিত নক্সার আড়ালে দূরভাষণের শ্রবণ-যন্ত্রটি লুকিয়ে রাখাই প্রকৃষ্ট পন্থা। অধুনা বেতারে নানা উপায়

উদ্ভাবিত হওয়ায় এবং অতি ক্ষুদ্র গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্র সুলভ হওয়াতে চোখবাঁধা সহকারীর কানে দর্শকদের অগোচরে বার্তা পৌঁছিয়ে দেওয়া আরও সহজ হয়েছে। আজকাল এত ক্ষুদ্রাকার ও প্রখর মাইক্রোফোন হয়েছে যে সেগুলি কোটের বোতামের অপেক্ষা ছোট অথচ চাপা ফিসফিস স্বরও শ্রবণ-যন্ত্র গ্রহণ করে ভাষণ-যন্ত্রে সেটি সোচ্চারে বার করে। অধুনা 'ওআকি-টকি' ট্র্যান্সিস্টার প্রেরক ও গ্রাহক বেতার যন্ত্রও দিব্যদৃষ্টির খেলায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যজ্ঞান সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার যে যাদুর আসরে এই বিষয়টি আমাদের ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন ঘটনা হলেও য়্যুরোপে এটির প্রচলন করেছেন ফরাসী যাদুকর রবার্ট হুডিন। এই দিব্যদৃষ্টির খেলায় জগৎ জোড়া নাম করেছেন জ্যান্‌সিগ্ দম্পতি ও পিডিংটন দম্পতি। জ্যান্‌সিগ্‌রা লণ্ডনে প্রথম আসেন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। লণ্ডনের সাইকিক্ রিসার্চ সোসাইটি এঁদের গুণাবলীর ঘরোয়া পরীক্ষা করে অবশেষে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে তাঁরা প্রকৃতই চিন্তাপ্রেরক ও গ্রাহক্। সাইকিক্ রিসার্চের দু তিনজন সদস্য জ্যান্‌সিগ্‌দের বৈঠকখানায় এলে জ্যান্‌সিগ্ তাঁদের সঙ্গে কিছু ক্ষণ কথাবার্তা বলে পরীক্ষার কথা পাড়েন ও একটা স্লেটে তিন সার রাশি লিখতে বলার আগে মিসেস্ জ্যান্‌সিগ্‌কে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়ে দূরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। আগন্তুক দু জন স্লেটে দু সার অঙ্ক লিখলেন। জ্যান্‌সিগ্ মুখে শুধু বললেন, 'প্রস্তুত' আর অল্প ক্ষণের মধ্যে তাঁর সহধর্মিণী ধীরে ধীরে রাশিগুলি বলে দিলেন ও দু সার রাশির যোগফলটাও অভ্রান্তভাবে জানিয়ে দিলেন। আগন্তুকরা মনে মনে ভাবলেন স্লেটে লেখার শব্দ শুনে রাশিগুলি হয় তো বুঝতে পারা গেছে। কিন্তু সে সন্দেহ প্রকাশ করার আগেই জ্যান্‌সিগ্ তাঁর স্ত্রীকে পাশের ঘরে চলে যেতে বললেন। স্ত্রীর অবর্তমানে ও শোনার বাইরে এবার আগন্তুকদের তিনি স্লেটে যে কোনও একটা জ্যামিতির চিহ্ন আঁকতে বললেন। আগন্তুকদ্বয় জ্যান্‌সিগ্‌কে পা তুলে বসতে বললেন যাতে জ্যান্‌সিগ্ গালিচার তলায় লুকানো বৈদ্যুতিক যন্ত্র ব্যবহার করে কোনও সংকেত পাঠাতে না পারেন। এবার প্রস্তুত শব্দটি বলা মাত্র মিসেস্ জ্যান্‌সিগ্ পাশের ঘর থেকে তাঁর স্লেটটা এনে দেখালেন তাতে ঐ একই চিহ্ন আঁকা হয়েছে। কাল প্রবাহের বিরতির সাহায্যে সংকেত করা সম্বন্ধে তখনও পরীক্ষকদের ধারণা কেটে যায় নি। জ্যান্‌সিগ্ একটা টেবিলে আগের বারের নির্দেশ অনুসারে বসে থাকতে থাকতে তাঁদের হাতে একটা বই দিয়ে যে কোনও পৃষ্ঠায় যে কোনও লাইন ও সেই লাইনের

কিছুটা বাক্যের অংশ পেন্সিল দিয়ে দাগিয়ে দিতে বললেন। আগন্তুকরা বাক্যাংশ দেখানো মাত্র জ্যান্সিগ্ হাঁকলেন, 'প্রস্তুত'। আর অনতিবিলম্বে মিসেস্ জ্যান্সিগ্ তাঁর স্লেটে পৃষ্ঠার সংখ্যা, লাইনের সংখ্যা ও নির্বাচিত বাক্যের অংশটুকু লিখে নিয়ে এলেন। এত ক্ষণে অবিশ্বাসের অবকাশ কেটে গেল। কারণ, প্রত্যেক বারই জ্যান্সিগ্ শুধু 'প্রস্তুত' শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন আর কোন কথা নয়, শব্দ নয়, অঙ্গ-ভঙ্গি নয়। তা হলেও আগন্তুকরা শেষ চাল চাললেন। বিদায় সম্ভাষণ করতে করতে কথোপকথন ছলে জ্যান্সিগ্‌কে প্রত্যুদ্গমনে বাধ্য করে, সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে এনে, অতর্কিত প্রস্তাব করলেন, "আচ্ছা, মিঃ জ্যান্সিগ্ আমাদের এই চেকবহির পাতার নম্বরটা বলতে বলুন না?" এই বলে তিনি বইটার মাঝের একটা পাতা ছিঁড়ে জ্যান্সিগের হাতে দিলেন। জ্যান্সিগ্ নিজে কিছু না বলে আগন্তুকদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করার সুযোগ দিলেন। তাঁরা বলামাত্র তাঁদের একজনের অর্ধাঙ্গিনী বাইরে এসে শুধালেন, "মিসেস্ জ্যানসিগ্ জানতে চাইছেন ১৮৭৫ সালের···?" জ্যান্সিগ্ বললেন, "না। সংখ্যা জানতে চাইছি।" তৎক্ষণে মিসেস্ জ্যান্সিগ্ স্লেট হাতে বেরিয়ে এসেছেন। দেখা গেল তাঁর স্লেটে চেকের পাতার সংখ্যাটি লেখা রয়েছে। তবে মাত্র চারটি রাশি এবং পঞ্চম রাশি তিনি সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিলেন। লণ্ডনের সাইকিক্ সোসাইটি জ্যান্সিগ্ দম্পতিদের আরও অনেক বার পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। কথা প্রসঙ্গে তাঁদের কাছে জ্যান্সিগ্ স্বীকারও করেছেন যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইশারা ইঙ্গিতের ব্যবহার তিনি জানেন এবং দরকার পড়লে কাজে লাগাতে পশ্চাৎপদ হন না। তাঁরা দু জন এমন এক অদ্ভুত শক্তির অধিকারী যা তাঁরা অনুভব করতে পারেন কিন্তু বলে বুঝাতে পারেন না। এই শক্তিতেই তাঁরা ইশারার চেয়েও সহজে ও সত্বর মনের ভাষা আদান প্রদান করতে সক্ষম। জীবদ্দশায় জ্যান্সিগ্ অনেক বার হরেক রকম সাংকেতিক ভাষণের বিধান প্রচার করে গেছেন। তার কোনটাই তাঁদের দেখানো দিব্যদৃষ্টির সমকক্ষ হয় নি।

জ্যান্সিগ্ দম্পতির পরিচিতির পর পিডিংটন যুগলের কথা না বললেই চলে না। এঁরা দু জন হচ্ছেন সিড্নী পিডিংটন ও লেস্‌লি পিডিংটন, নিবাস অস্ট্রেলিয়াতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এঁরা জাপানীদের হাতে যুদ্ধবন্দীরূপে চ্যাংগি জেলে অন্তরীণ ছিলেন। এই বন্দী থাকা কালে স্বামী স্ত্রীতে দূরে দূরে দেখা হত। তখন তাঁরা কথোপকথনের এক অভিনব ফন্দি বার করেন। কালক্রমে এই কথা চালাচালি করায় তাঁরা দক্ষ হয়ে ওঠেন। যুদ্ধের অবসানে তাঁরা নানা দেশে দিব্য-

দৃষ্টি দেখাতে দেখাতে লণ্ডনে এসে পৌছালেন। লণ্ডনের বি-বি-সি বেতার কেন্দ্র থেকে তাঁদের চিন্তা-প্রেরণ ও গ্রহণের আসর ১৯৪৯ সালে বসানো হয়। এই আসরে সিড্‌নীকে জ্যামিতির যে নক্সাটি আঁকতে দেওয়া হয়েছিল, লেস্‌লি সেই চিত্রটি অন্য ঘরে বসে এঁকে নিয়ে এসেছিলেন। মিঃ ব্যারিংটন ড্যাল্‌বি কোন একটা বইয়ের এক লাইন নিজে মনোনীত করে সিড্‌নীকে দেখিয়ে চোখ-বাঁধা লেস্‌লিকে সেটা বলতে বললে, তিনি মাথা নাড়তে থাকেন, বলতে গিয়েও থেমে যান, কয়েক বার ইতস্ততঃ করে বলতে থাকেন, "শব্দগুলি হচ্ছে···ছবির মত···হ্যাঁ, একটা কদর্য বিশ্রী ছবি···মনে হচ্ছে তাই···ছেলেপিলেদের তাই মনে হবে ···।" ড্যাল্‌বি স্বীকার করলেন, "ঠিকই বলেছেন।"

প্রসঙ্গতঃ এঁদের পরবর্তী তিক্ত অভিজ্ঞতার খবরটাও জানা দরকার যাতে খ্যাতির বিড়ম্বনা সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ হয়। ঐ বেতার প্রচারণার সুযোগে পিডিংটন যুগল ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডের প্রমোদ ক্ষেত্রে শীর্ষ আকর্ষণ হয়ে উঠলেন। তাঁদের সৌভাগ্যের স্বনির্মল গগনে কতিপয় সৌখিন যাদুকরের ঈর্ষার কাল মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল। মিড্‌ল্যাণ্ডে দু জন সখের যাদুকর পিডিংটন যুগলকে কোণঠাসা করে বললেন, "আমরাও জানি কি করে এটা আপনারা করছেন।" সিড্‌নী উত্তরে বললেন, "তাতে কি আসে যায়? আমরাও জানি আমরা কি করে এটা করি। সেটা তো লোকজনের জানবার বিষয় নয়।" তখন দু জনের এক জন বলে বসল, "আপনি আমাদের যদি কি ভাবে এটা করেন, বলে না দেন, তা হলে আজকের আসরে আপনাদের চালাকি ফাঁশ করে দেব।" লেস্‌লি মিষ্টি হেসে জবাব দিলেন, "তা ভাই, তোমরা যদি বলে দিতেই পার, তা হলে তোমরা তো জানই আমরা কি উপায়ে এ সব করছি। সুতরাং তোমাদের বেশী কি আর আমরা বলব, বল?" ব্যাপারটা তখনকার মত মিটে গেছল। কিন্তু পিডিংটনরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। প্রমোদ-বাসরের ঈর্ষাকাতর প্রতিপক্ষদের দুরভিসন্ধির আঁচ পেয়েই গণবন্দনার অর্ঘ্য অকালে প্রত্যাখ্যান করে সিড্‌নী সস্ত্রীক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। অষ্ট্রেলিয়ার কোনও শহরে এখন পিডিংটনদের কোনও পুস্তক প্রকাশকের স্বত্বাধিকারীরূপে দর্শন পাওয়া হয় তো যাবে। কিন্তু পিডিংটনদের অতুলনীয় কীর্তি, দিব্যদৃষ্টির অপূর্ব ক্রিয়াপদ্ধতির উপায়গুলি, আর বোধ হয় কখনও যাদুজগতের গোচর হবে না। যাদুকররাই সে পথ চির তরে রুদ্ধ করে দিয়েছে।

দিব্যদৃষ্টির যুগল ক্রীড়া অপেক্ষা ঐ ধরণের প্রাচীন ব্যাপার হচ্ছে দিব্য-দর্শন।

এই দিব্য-দর্শন যোগীদের একটা স্বাভাবিক তপস্যা-লব্ধ গুণ বলেই ধরা হয়। তাঁরা নাকি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান মনশ্চক্ষে অথবা ধ্যানস্থ হয়ে দেখতে পান। যাবতীয় অসাধ্য ও অসম্ভব কাণ্ড যে-যাদুকররা করতে অগ্রণী তারাই বা কেন এই অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী প্রতিপন্ন করতে পশ্চাৎপদ হবে ?

আমাদের দেশে নখ-দর্পণ নামে একটা আশ্চর্য কাণ্ড আছে (চিত্র ১৪৬)। চুরি গণনার ব্যাপারে সেখানকার কোনও কিশোর বা কিশোরীর অঙ্গুষ্ঠের নখে কাজল মাখিয়ে তাকে এক মনে এক দৃষ্টিতে ঐ নখের কালো অংশে নিবিষ্ট চিত্তে দেখতে বলা হয়। অনেক সময় ঐ দেখায় যে চুরি করেছে তার চেহারার কিছু কিছু ও কোন্ দিকে চোর গেছে এবং কোথায় কি ভাবে অপহৃত দ্রব্য লুকিয়েছে অস্পষ্ট ভাবে দর্শনকারী বর্ণনা করে থাকে। এটা হল আমাদের খাস দেশী দিব্য-দর্শনের অন্যতম। নখ-দর্পণের অনুরূপ জল-দর্পণেও মাটির সরায় জল রেখে সেই জলে স্থির লক্ষ্য দিয়েও চুরি ও হারানো দ্রব্য অন্বেষণের খোঁজ-খবর করা হয়। পাশ্চাত্য দেশে এই একই ব্যাপার একটু রকমফের হয়ে স্ফটিক-দর্পণ নামে প্রচলিত (চিত্র ১৪৭)। এই স্ফটিক সাধারণতঃ স্বচ্ছ কাচের বর্তুল পিণ্ড হয়ে থাকে। কিন্তু পরবর্তী কালে ফাঁপা কাচের গোলকের অভ্যন্তর দর্পণে পরিণত করা হয়েছিল। কেউ কেউ আবার ধাতুর গোলক রৌপ্যোজ্জ্বল করে ব্যবহার করেছে। মিশরের ফ্যারাওদের যুগেও যে স্ফটিক-দর্পণে ভূত ভবিষ্যৎ গণনা হত সে দেশের প্রাচীর ভাস্কর্যে তার নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রাচীন কালের ইতিহাসের পাতাতেও ভূতভবিষ্যৎ দ্রষ্টাদের উল্লেখ নেহাত কম নেই। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের আলোক প্রাসাদে একটা ভূত-ভবিষ্যৎ দর্শনের স্ফটিক ছিল। মিশরস্থ আলেক-জাণ্ড্রিয়ার প্রাসাদের ঐ স্ফটিকটি নাকি এরিস্টটল্ নির্মান করেছিলেন। ঐ স্ফটিকের বিশেষ গুণ সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে স্ফটিকটিতে মন-প্রাণ দিয়ে একাগ্র দৃষ্টি



(চিত্র ১৪৬)

নিবদ্ধ রাখলে আগ্রাসী শত্রু নৌবহর সমুদ্র পথে দু তিন দিনের দূরত্বে থাকতে থাকতে দেখা যেত। তার পর মহারাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ডাক্তার ডী সে দেশে স্ফটিক-দর্পণের পুণঃপ্রচলন করেন। ডাক্তার ডীর ব্যবহৃত স্ফটিকটি এখনও লণ্ডনের ব্রিটিশ যাদুঘরে তোলা রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের অনেক আগে এই স্ফটিক দর্পণের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য মনস্তত্ত্বের গবেষণার বিষয়রূপে ধরা হয়েছিল। লণ্ডন সাইকিক্ রিসার্চ সোসাইটির গবেষকদের ঐ বিষয়ে লেখা বেশ কয়েকটি বই বাজারে ছাড়াও হয়েছিল।

বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না এমন একটা বিষয় ক্রমে ক্রমে প্রতারকদেরও অর্থোপার্জনের ফন্দিতে লাগানো হয়েছিল। ফলে, এখন কে বা সৎ, আর কেই বা অসৎ, বেছে আলাদা করা দুঃসাধ্য। ভণ্ডদের বাদ দিলে পড়ে থাকে যাদুকরদের দেখানো স্ফটিক-দর্পণের বুজরুকি। যাদুর খেলায় স্ফটিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিপাত করে খামে আঁটা কাগজে লেখা প্রশ্নের উত্তর যে দেয় তাকে বলা হয় দ্রষ্টা বা মাধ্যম। স্ফটিকে দ্রষ্টার একাগ্র দৃষ্টিপাতের অভিনিবেশে দর্শকদের মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে ঐ দেখাতে স্ফটিকের ওপর বা ভিতরে ছায়াছবির মত দৃশ্যাবলী ফুটে উঠছে যেটা চিত্তের তন্ময়তায় মনশ্চক্ষুতে দেখা সম্ভব। বলা বাহুল্য, দর্শকদের প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরটাই ঘটতে দেখে দ্রষ্টা যেন আত্মগতভাবে সেটা বর্ণনা করছে যাদুক্রীড়ায় এমন একটা ভান করা হয় এবং খেলাকে রমণীয় করতে এ অভিনয় না করেও পার নেই। ধ্যানীরা হয়তো মানস পটে এভাবেই অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঘটনা উপলব্ধি করে থাকেন কিন্তু যাদুকরদের পক্ষে সে ধ্যানের সময়, সুযোগ ও সাধনার প্রয়োজন কোথায়? যাদুকরের কাজ হচ্ছে ঐ অসাধ্য কাজটি নিপুণ অভিনয়ের দ্বারা প্রতিফলিত করা। অতএব যেটা কঠোর তপস্যার ধন সেটা ছলনার আশ্রয়ে প্রতিপন্ন করা হয়। এতে প্রতারণার বালাই নেই। কেউ যদি ভুল বুঝে ফেলে তার জন্য যাদুক্রীড়াকে অথবা যাদুবিদ্যাকে দোষ দেওয়া যায় না। রাজসূয় যজ্ঞ উদ্‌যাপিত হওয়ার পর রাজা দুর্যোধন শকুনির সঙ্গে পাণ্ডবদের প্রাসাদে ও উদ্যানে ঘুরতে ফিরতে দরজা ভ্রমে স্ফটিকের দেয়ালে আহত হন ও জলাশয়ের স্ফটিক মণ্ডিত বেদী দেখে জলময় স্থান অনুমান করে কাপড় উঠিয়ে এগুতে লজ্জায় পড়েন আর সরোবরকে স্ফটিকে তৈরী মনে করে অবগাহন করে ওঠেন। ময় দানবের তৈরী এই অপূর্ব স্থাপত্য শিল্পতো দুর্যোধনের দুর্গতির জন্য দায়ী নয়। সুতরাং অঘটন-ঘটন-পটিয়স যাদুকরদের দেখানো দিব্যদৃষ্টি ভণ্ডামি হলেও, প্রতারণার দায়ে দায়ী কখনও নয়।

এই বর্তুল স্ফটিকে (চিত্র ১৪৭) দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, খাম না খুলে তার ভিতরের প্রশ্নটির যথাযথ উত্তর কদাচ দেওয়া হয় না। উত্তরটা কিছু ঘোলাটে হলেও মূল প্রশ্নের আভাস ততখানিই দেওয়া হয় যাতে বিশিষ্ট লেখকের ধরতে কষ্ট হয় না যে তাঁরই প্রশ্নের বিষয় বলা হচ্ছে। দর্শকদের প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটি পৃথক খামে লেখকদের দিয়ে রাখিয়ে যথারীতি বন্ধ করানো হয়। প্রত্যেকটি খামের বাইরে একটা সংখ্যা লেখা থাকে যে-সংখ্যাটি প্রত্যেক লেখককে মনে রাখবার উপদেশ দেওয়া সুতরাং দ্রষ্টা যখন খামের নির্দিষ্ট সংখ্যাটি ঘোষণা করে সেটিতে রাখা প্রশ্নের গণৎকার সুলভ বক্তব্য বলে যায় তখন দর্শকদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না (চিত্র ১৪৭)। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সহকারী সংগৃহীত খামগুলির একটি তুলে তাতে লেখা সংখ্যাটি ঘোষণা করে। তার পর খামটি দ্রষ্টার হাতে অর্পণ করে দেয়। এতে খামের সংখ্যাটি জেনে দ্রষ্টার পক্ষে কোন্ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে বুঝার সুবিধা হয়ে যায়। দর্শকরা ভাবেন ঐ ঘোষণা বিশিষ্ট লেখককে অবহিত ও আগ্রহান্বিত করার জন্যই প্রয়োজন। এখানে একটা সংবাদ জানিয়ে রাখা ভাল যে এই খেলা দেখাবার সময়, আগেই জানিয়ে রাখা হয় যে, যখন যাঁরই প্রশ্ন পড়া হবে তখন তিনি যেন এক মনে তাঁর লেখা প্রশ্নটি চিন্তা করতে থাকেন। প্রশ্নকর্তার এই একাগ্রতা দ্রষ্টার দেখার নাকি এক মাত্র সহায়। কিন্তু যোগী দ্রষ্টার পক্ষে কারও মনের কথা জানতে তার মনোনিবেশের দরকার হয় না প্রত্যক্ষ সত্য। যাঁরা ৺অশ্বিনীকুমার দত্তের জীবনী পড়েছেন তাঁরা জানেন যে এই শিক্ষাব্রতী ছাত্রদের মনের কথা নিজের মনেই সুস্পষ্ট অনুভব করতেন ও ধরতে পারতেন। যাদুকর দ্রষ্টারা প্রশ্নভর্তি খামটির উত্তর দেওয়ার পর, কখনও খামটি খুলে, কখনও না খুলে, প্রশ্ন-লেখককে সেটি ফেরত দিত।



(চিত্র ১৪৭)

যাদুক্রীড়ায় এ খেলা দেখাতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন দর্শকদের লেখা প্রশ্নগুলি হাতিয়ে সবার অজ্ঞাতসারে দ্রষ্টার কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই আপাত দুঃসাধ্য কাজটি করার কতকগুলি উপায় আছে। সেগুলি এবার ব্যক্ত হচ্ছে। এ্যানা ইভা ফে নাম্নী যে রমনী একদা প্রকৃত স্ফটিক-দ্রষ্টারূপে আমেরিকায় আলোড়ন

তুলেছিলেন তাঁর উপায়টি হচ্ছে ভৌতিক চক্রের জনগণের মধ্যে দু তিন জন ছোট ছোট লেখার প্যাড্ পেন্সিল সমেত বিতরণ করতেন, তাঁদের প্রশ্নটি সেখানে লিখে রাখবার উদ্দেশ্যে। যাঁরা এই প্যাড্গুলির এক একটি হাতে পেতেন, তাঁরা ঐ প্যাডের কাগজে তাঁদের প্রশ্নটি লিখে, পাতাটি ছিঁড়ে, নিজেদের কাছে রেখে, প্যাড্টি সহকারীদের হাতে ফিরিয়ে দিতেন। প্রতিটি প্যাডের ওপর একটি সংখ্যা দেওয়া থাকত। সেই সংখ্যাটি প্রশ্ন-কর্তারা নিজেদের কাগজে লিখে রাখতেন। ক্বচিৎ কদাচ শ্রীমতী ফে ঐ প্যাডের নম্বর জানতে চাইতেন। এ সব হয়ে গেলে শ্রীমতী ফে স্ফটিকে দৃষ্টিদান করতেন। স্ফটিকটি থাকত টেবিলে আর শ্রীমতী দর্শকদের মুখোমুখি হয়ে টেবিলের পিছনে চেয়ারে বসতেন। এখন পর পর লেখকরা তাঁদের লেখা কাগজ দু পাট মুড়ে তুলে ধরতেন আর শ্রীমতী আবিষ্টের মত মগ্ন-চৈতন্যের আবেশে কাগজে লেখা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যেতেন। খুবই আশ্চর্যের বিষয়! লেখা লেখকের কাছে রইল, দ্রষ্টা প্রশ্ন না জেনেও বেশ কিছু সদুত্তর দিয়ে প্রশ্নকর্তার মনস্তুষ্টি করে দিলেন। বিস্ময়ের সমাধানটা ঐ সাদাসিধা লেখার প্যাড্গুলিতেই রয়েছে। ঐ প্যাড্গুলির প্রতিটি পাতার পিছন দিকে নরম সাবান বুলিয়ে রাখা হত। ফলে, ঐ প্যাডের সঙ্গে বাঁধা পেন্সিল দিয়ে যে কোনও পাতায়, যাই লেখা হোক না কেন, তার অদৃশ্য ছাপ অব্যবহিত নীচের কাগজে পড়তে বাধ্য। এখন এই ছাপ-লাগা পাতাটিতে যদি সূক্ষ্ম কাল রঙের চূর্ণ নরম বুরুশ দিয়ে হাল্কা চাপে বুলিয়ে দেওয়া হয় তা হলে সাবান লাগানো অংশ কাল হরফে ফুটে ওঠে। সুতরাং তার আগের পাতায় যা লেখা হয়েছিল তার প্রতিলিপি অনায়াসেই পাওয়া যেত। চিত্রকরদের ব্যবহারের 'সস্' রঙটি এ কাজে লাগানো যায়। অথবা অতি মিহি কার্বন ব্ল্যাক্ চূর্ণ একই ফল দেয়। প্যাড্গুলিতে দু তিনটি লেখার পৃথক কাগজ সংলগ্ন থাকায় সন্দিগ্ধ চিত্তের লোকেরা প্রথম পাতা ছিঁড়ে বাদ দিয়ে পরের পাতাতে তাঁদের প্রশ্ন লিখতে পারতেন। এতে প্যাডের সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কাটিয়ে ফেলা হত। তা ছাড়া সাবানের ছাপ না ফুটিয়ে তুললে চোখের নজরে দেখা যায় না। প্যাড্গুলিতে সংখ্যাবাচক চিহ্ন দেওয়ার তাৎপর্য এই যে ওগুলি প্রেক্ষাগারে বিলি করার সময় পূর্ব নির্ধারিত ক্রম অনুসারে হস্তান্তরিত করা হত। এ ব্যবস্থায় যখনই কেউ তাঁর ভাঁজ-করা প্রশ্নপত্রটি তুলে ধরতেন, দ্রষ্টার পক্ষে তৎক্ষণাৎ সেই প্রশ্নটির ক্রমিক সংখ্যা ধরতে দেরী হত না। লেখার প্যাডে কোনও চিহ্ন না দিয়েও নিজেদের মধ্যে বুঝাপড়া থাকলে যে-সহকারী ওগুলি বিতরণ করেছে তার পক্ষে

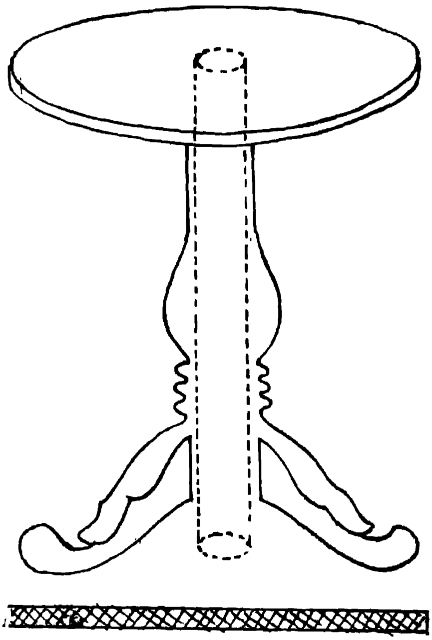
প্রেক্ষাগারের সার ও সারের আসনের অবস্থান বুঝে একটা সংখ্যা আরোপ করা খুব একটা দুরূহ কাজ নয়। পরে এই সহকারী প্রেক্ষাগারের কোন্ লেখকটি প্রশ্নোত্তর চাইছেন তাঁকে দেখে, তাঁকে চিহ্নিত করা সংখ্যাটি মূক ইশারায় দ্রষ্টাকে জানিয়ে দিতে পারে। সহকারীর ইঙ্গিতের কায়দা হচ্ছে দ্রষ্টার দিকে পিছন ফিরে এবং প্রেক্ষাগারের দিকে সটান প্রস্তর মূর্তির মত জোড় পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা। এ অবস্থায় তার ঝুলন্ত হাত দুটি যদি গায়ের সঙ্গে লাগানো থাকে তা হলে বুঝে নিতে হয় সংখ্যা এক জানানো হচ্ছে। তার পর হাত দুটি অসংলগ্ন হলে দুই, ডান কাঁধ একটু উঁচু করলে হয় তিন, ডান হাতের কনুই একটু ভেঙ্গে রাখলে হয় চার আর ঐ হাতটি পকেটে রাখলে হয় পাঁচ। ঠিক এই নিয়মে বাঁ হাতের অবস্থান দেখে পর্যায়ক্রমে ছয় থেকে দশ পর্যন্ত বুঝানো যায়। দশের বেশী সংখ্যা জানাতে পা দুটি ফাঁক করে দাঁড়ালেই আগের মত হাতের অবস্থান দেখে পূর্বোক্ত সংখ্যাটি দ্বিগুণ গণ্য করলেই হল। এতো গেল প্রশ্নকর্তাকে চেনার ও চেনানোর ব্যাপার।

লেখককে চিনলেও তিনি কি লিখেছেন সেটা কি করে জানা যায় তাও বলা হয়েছে। কিন্তু প্যাডের পাঠোদ্ধার কর্মটি সাজঘরে সহকারীর সম্পন্ন করার পর সেগুলি দ্রষ্টাকে জানানো একটা সমস্যা নয় কি? বিশেষতঃ সংবাদটি গোপনে সরবরাহ করা অত্যাবশ্যক। শ্রীমতী ফের দু তিন রকম ব্যবস্থা ছিল। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ধূপের গুঁড়া রাখার পাত্রটির তলায় প্রশ্নের প্রতিলিপিগুলি নিয়ে আসা হত। শ্রীমতীর টেবিলের দু পাশে পিলসুজের মাথায় রাখা দুটি ধুনচি থাকত। সেই ধুনচিতে দর্শকদের লেখার সময় থেকেই শ্রীমতী মুঠিভর সুরভিত চূর্ণ এক বার এপাশে, এক বার ওপাশে, বারংবার নিক্ষেপ করে যেতেন। ফলে স্ফটিক-দর্পণে দৃষ্টিপাত করার সময় পাত্রটি নিঃশেষ হয়ে যেত। সুতরাং ন্যায্য কারণে ধূপাধার বদল করা হত। ধূপাধারের তলার চাকতির মাপের কয়েকটি আলগা চাকতি তলায় যোগ করে সেগুলি টেবিলে রাখা হলে দ্রষ্টা এক বার সেটি সরিয়ে রাখলেই প্রশ্নের প্রতিলিপি তার সামনে প্রকট হয়ে পড়ত। ঐ রকম এক একটি চাকতির দশটি ঘরে দশটি প্রশ্ন লেখা থাকত।

অন্য কয়েকটি উপায় অধুনা যাদুক্রীড়ায় খুবই প্রচলিত হয়ে পড়েছে। যেমন, স্যাড্‌ল্ বা ত্রিকোণ হাতা, (মায়া মুকুর প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)। ঐ হাতার পদ্ধতিতে তৈরী, হাতল ছাড়া আয়ত বাক্সও হতে পারে, যার এক পাশের দেয়ালে আরও একটা অতিরিক্ত কপাট তলদেশের কব্জায় লাগানো যায়। কব্জা দুটি যদি স্প্রিং সম্বলিত করা হয় তা হলে ঐ কপাট যখন নীচে গিয়ে বাক্সের তলার সঙ্গে এক

হয়ে যায় তখন সেখানকার সংগৃহীত কাগজ চাপা পড়ে যায় আর কপাটের ও দেয়ালের মধ্যে পূর্বাহ্নে রাখা কাগজগুলি বাক্সের মধ্যে এসে পড়ে। বাক্সে সংগৃহীত প্রশ্নগুলি একটা বারকোশে ঢেলে, খালি দেখিয়ে, সেটি সাজঘরে চালান দিলেই প্রকৃত প্রশ্নগুলি নেপথ্য সহকারীর হাতে পৌঁছে যায়। তার পর নেপথ্যের যথাবিহিত কাজগুলি আগেই বলা হয়েছে।

"যাকে রাখ, সেই রাখে" প্রসঙ্গে যে বাড়তি অসংলগ্ন পাটাতনের ব্যবহার উল্লেখ করা হয়েছে, সেই বাক্সের মধ্যে চার পাঁচটি খামে বন্ধ প্রশ্নগুলি বদলানো যায়। এর চেয়েও চতুর ব্যবস্থা হচ্ছে প্রত্যেক লেখককে তার প্রশ্ন লেখা কাগজটি বড়ির মতো পাকিয়ে দ্রষ্টার সামনের রেকাবিতে সমর্পণ করতে বলা। এই দ্রষ্টা ঐ বড়ি দু আঙুলের ডগায় ধরে টেবিলে রাখা ধুনচির গনগনে আগুনে সরাসরি সেটি ফেলে দিলে এ অবস্থায় প্রশ্নপত্রটি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে মনে করা ভুল নয়। কিন্তু ঐ ধুনচিটি বিশেষ ভাবে তৈরী হওয়ায় কাগজের বড়িটা মঞ্চের নীচে অপেক্ষমান সহকারীর হাতে গিয়ে পড়ে। ধুনচির ঠিক মাঝখানে একটি নল বসানো থাকে। নলটির ব্যাস এক ইঞ্চি। এই নল ধুনচির কয়লা রাখার আধারের মধ্যে বেশ কিছুটা উঠে থাকে যাতে ঐ নলের পাশে কাঠ-কয়লা ঠেসে নলটি ঘিরে ফেলা যায়। এ রকম ধুনচির কয়লায় জোর আঁচ ওঠালে নলের অস্তিত্ব আর নজরে পড়ে না। ধুনচিতে বসানো নলের তলাটা টেবিলের একটা ফাঁপা পায়ার ওপর বসালে পাকানো-কাগজ নলে



(চিত্র ১৪৮)

ফেলামাত্রই মঞ্চের নীচে পড়ে যায় যেহেতু টেবিলের ফাঁপা পায়ার রন্ধ্র মঞ্চের পাটাতনের ছিদ্রে বসিয়ে রাখা হয় (চিত্র ১৪৮)। কাগজের বড়ি ফেলার সময়

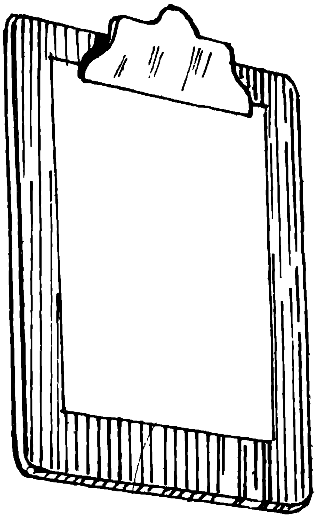
ঐ বড়িতে ধূপের গুঁড়া মাখিয়ে নিলে বড়ি পড়ার সময় যে সামান্য ধূপ আগুনে পড়ে তাতেই আগুন ও ধোঁয়া হয়। ফলে কাগজ পুড়েছে মনে না করে উপায় কি?

নেপথ্য সহকারীরা প্রশ্নপত্রগুলি পেয়ে পর পর ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে সাজিয়ে ফেলে ও সাজঘরে এসে অপেক্ষা করতে থাকে। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রশ্নকর্তার কাগজের বড়ি ধুনচিতে ফেলার পর দ্রষ্টা তার উত্তর দেয়। এ সময় প্রশ্নকর্তাকে দ্রষ্টার টেবিলের এক পাশের চেয়ারে বসতে দেওয়া হয়। সুতরাং প্রশ্নকর্তা মঞ্চের এক দিকের উইংসের দিকে পিছন করে বসতে বাধ্য হন। এই অবস্থার সদ্ব্যবহার করতে নেপথ্য সহকারী প্রশ্নের বড়ির লেখা একটা স্লেটে বড় বড় হরফে লিখে উইংসের আড়াল থেকে দ্রষ্টাকে দেখিয়ে দেয় যখন প্রশ্নকর্তার দিকে সংবেশিত চাহনি তুলে সে উত্তর দিতে স্ফটিক থেকে মুখ ওঠায়। স্লেটে বা ফলকের এই লেখা একবার দেখিয়েই সরিয়ে ফেলার বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রশ্নকর্তা অতর্কিতে পিছন ফিরে স্লেটের লেখা দেখলেই সর্বনাশ।

এ ছাড়া ভণ্ড দ্রষ্টারা 'ক্লিপ্-বোর্ড' নামে একটা যন্ত্র ব্যবহার করেছিল। ক্লিপ্-বোর্ড জিনিসটা দেখতে সাধারণ একটা পাতলা কাঠের তক্তার একদিকে একটা ক্লিপ্ লাগানো বস্তু। ঐ বোর্ডে এক খণ্ড কাগজ ক্লিপে আটকে লিখতে দেওয়া হয়। প্রেক্ষাগারে বসে, কাগজে লিখতে হলে, কাগজের তলায় শক্ত কিছু না রাখলে লেখার খুবই অসুবিধা হয়। এই অসুবিধা দূর করতে ক্লিপ্-বোর্ডের ব্যবস্থা। ঐ কাগজ-শুদ্ধ বোর্ডের সঙ্গে সুতায় বাঁধা পেন্সিলও দেওয়া হত যাতে লেখবার জন্য কলম বা পেন্সিল কারও হাতড়ে না বেড়াতে হয়। সঙ্গে পেন্সিল দেওয়ার মূক আবেদন হচ্ছে ঐ পেন্সিল দিয়েই বোর্ডের কাগজে যেন প্রশ্ন লেখা হয়। কারণ পেন্সিলের সীসটি খুব নরম না হয়ে ঈষৎ কড়া হওয়া দরকার যাতে লেখার কাগজ ও বোর্ডের প্রচ্ছদের কাগজ ভেদ করে ভিতরের কার্বনের নীচের কাগজে লেখার প্রতিলিপি ফুটে ওঠে। লেখকরা প্রশ্নটি লিখে, লেখা অংশটুকু ছিঁড়ে, নিজেদের কাছেই রাখেন এবং পরে ঐ বোর্ডের কাগজের অন্য অংশে আরও দু তিন জন প্রশ্ন লিখে কাগজ শেষ হলে বোর্ডটি সাজঘরে ফেরত পাঠানো হত। এই ভাবে ডজন খানেক বোর্ডে বেশ কতকগুলি প্রশ্ন লেখানো হত যেগুলি পরে দ্রষ্টা স্ফটিক-দর্পণে একটু ঘুরিয়ে উত্তর দিয়ে যেত।

ক্লিপ্-বোর্ড (চিত্র ১৪৯) প্রস্তুত করা খুবই সহজ। এতে প্রয়োজন হয় সাধারণ লেখার স্লেটের আকারের আয়ত এক খণ্ড ম্যাসোনাইট-এর টুকরা।

ম্যাসোনাইট-এর চাদর এক প্রকার খড়ের মণ্ডের জমানো বস্তু যা দিয়ে ত্রিস্তরের তক্তার বিকল্প হিসাবে টেবিল বা কামরার পার্টিশান তৈরী করা হয়। এগুলির যে দিক মসৃণ সেদিকের রঙ ঘোর তামাটে অথবা বাদামি। এই তামাটে রঙের মত ব্রাউন্ কাগজ দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু বাদামি রঙের ব্রাউন্ ম্যানিলা কাগজ কাপড়-চোপড় বই ইত্যাদির মোড়কের জন্য হামেশাই ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এই কাগজ যদি ঐ ম্যাসোনাইটের টুকরার তিন পাশে এক ইঞ্চির মত চওড়া আঠা লাগিয়ে বসানো হয় তা হলে একটা মুখ খোলা পড়ে থাকে। ঐ খোলা মুখ দিয়ে ভিতরের খোলে যে আকারের কাগজ সহজে ঢুকিয়ে রাখা যায় সেই আকারের একটা কাগজের এক পিঠে যদি কার্বন-পেপার সমেত ঢুকানো থাকে তা হলে ঐ বোর্ডের ওপর কাগজ রেখে কিছু লিখলে তার ছাপ সঙ্গে সঙ্গে ম্যানিলা কাগজের তলার কাগজেও পড়তে বাধ্য। ক্লিপ্ বোর্ডেও এই একই মতলব খাটানো হয়েছে। কিন্তু বোর্ডে


(চিত্র ১৪৯)

ক্লিপ্‌টি লাগাতে একটু বুদ্ধি খেলানো দরকার। কারণ ক্লিপ্‌টি আপাতদৃষ্টিতে বোর্ডের সঙ্গে রিভেট্ করা আছে দেখানো দরকার। এই কাজটি করতে ম্যানিলা কাগজ লাগাবার পর খোলা দিকটার খানিকটা তলায় একটি ধাতুর পাত রিভেট্ করে বসানো হয়। এই পাতের ওপর দিকের ম্যানিলা কাগজ ম্যাসোনাইটে আঠা দিয়ে অবশ্যই জুড়ে ফেলা দরকার। এবার ঐ পাতের সামান্য নীচের দিকে পাতের সমান্তরাল কাগজটা কেটে কার্বন-পেপার সম্বলিত সাদা কাগজ ঢুকাবার পথ করতে হয়। ক্লিপ্‌টি ঐ পাতে কামড়ি করে লাগাবার ও খোলবার ব্যবস্থা করলেই ক্লিপ্-বোর্ড তৈরী শেষ।

সংগৃহীত প্রশ্নপত্রগুলি যখন যেটি দ্রষ্টার দরকার সেটি তাকে জানাবার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উপায় হচ্ছে দ্রষ্টাকে পাদপ্রদীপের কাছে টেবিলের পিছনে চেয়ারে প্রেক্ষাগারের দিকে মুখোমুখি হয়ে উপবেশনের ব্যবস্থা করা। দ্রষ্টা চেয়ারে

বসলে তাকে একটা চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে দেওয়া হত। এই সব দ্রষ্টারা স্ফটিকে নজর না দিয়েই কতকটা আবিষ্ট বা ভর হওয়ার ভান করে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেত। চাদর ঢাকা দেওয়ার অবশ্যই বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। প্রথমতঃ চেয়ারের একটা পায়া ফাঁপা রাখা হয় ও সেখানে ধাতুর তৈরী নল বসানো থাকে। ঐ ফাঁপা পায়াটি মঞ্চের যেখানে বসানো হয় সেখানে পায়ার ছিদ্রের মাপে একটা গর্ত রাখা হয়। মঞ্চের তলায় অবস্থিত সহকারীর কাছে হাত খানেক লম্বা রবারের নল থাকে। ঐ নলের এক মুখে টিনের চুংগি পরানো থাকে আর অন্য মুখে ইঞ্চি তিন-চার লম্বা পিতল বা তামার নল লাগানো থাকে। এই ধাতব নলটি মঞ্চের পাটাতনের ছিদ্র গলিয়ে চেয়ারের ফাঁপা পায়াতে পরিয়ে দিলে সহকারীর পক্ষে চুংগিতে কথা বললে দ্রষ্টার কানে সে খবর পৌঁছে যায়। সহকারী অবশ্য সংগৃহীত প্রশ্নগুলি ক্রম অনুসারে সময় বুঝে ক্ষেপে ক্ষেপে বলে যায়, অথবা উইংসের অন্তরীক্ষে মোতায়েন দ্বিতীয় সহকারীর ইশারায় পরের কিংবা প্রয়োজনীয় প্রশ্নটি পড়ে দেয়। ওদিকে দ্রষ্টার বসনের মধ্যেও অনুরূপ একটি রবারের নলের দু মুখে একই ব্যবস্থা থাকায় চাদর ঢাকা পড়লেই লোক-চক্ষুর অগোচরে ধাতব নলটি চেয়ারের সামনের ফাঁপা পায়ার ফোকরে বসিয়ে চুংগিতে কান পাতলেই নেপথ্য সরকারীর ভাষণ সে স্বকর্ণে শুনতে পায়। পরবর্তী কালে যখন টেলিফোন সবে উদ্ভাবিত হয়েছে তখন টেলিফোন মারফত এই গোপন কর্মটি সমাধা হত। তার পর আধুনিক ট্র্যান্সিস্টারের যুগে ক্ষুদ্রতম বেতার বার্তা-প্রেরক-গ্রাহকের সুযোগ যে এ কাজে লাগানো হচ্ছে তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদের দিব্যদৃষ্টির চমকগুলি স্ফটিক-দর্পণের প্রশ্নোত্তরের পূর্ববর্তী অবস্থা স্মরণ রাখা দরকার।

দিব্যদৃষ্টির পরবর্তী উন্নতি হয়েছিল টেলিফোন আবিষ্কারের পর। কিন্তু টেলিফোন বহুল প্রচালত হতেই ঐ বিস্ময়কর প্রদর্শনীর জনপ্রিয়তা ক্রমে ক্রমে কমতে কমতে অবশেষে লুপ্ত হয়ে গেল। এর কারণ এই যে অদৃশ্য যোগাযোগের মারফত দিব্যদৃষ্টির কথোপকথনের এই ব্যবস্থা কতিপয় ধূর্ত লোকের পাল্লায় দ্রষ্টাদের নাকাল হওয়ার ঘটনায় জনসাধারণের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই সব ঘটনার কয়েকটি হচ্ছে দিব্যদৃষ্টির জন্য গালিচায় লুকানো তারের সঙ্গে একটি শ্রবণ যন্ত্র যুক্ত করে প্রেক্ষাগারের সকলকে দ্রষ্টা ও সহকারীর গোপন যোগসাজশ সন্দেহাতীত ভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে গালিচায় তারে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে দ্রষ্টাকে তড়িতাহত করাও হয়েছিল, খবরে প্রকাশ। এই সব

দ্রষ্টাদের জুতার তলায় তামার পাত লাগানো থাকত যাতে গালিচায় পাতা বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে লুকানো নিজের গুপ্ত শ্রবণ যন্ত্রটির যোগাযোগ হয়ে যায়। জুতার তলায় তামার পাতের বদলে কোনও এক দ্রষ্টা ম্যাগ্‌নেশিয়াম্‌-ক্লোরাইড রসায়ন জলে গুলে সেই জলে জুতা জোড়া ঘণ্টা তিনেক ভিজিয়ে পরতেন।

যাই হোক, টেলিফোন পদ্ধতিতে প্রশ্নোত্তর দানের ব্যবস্থা শুরু হতেই মহিলা দ্রষ্টাদের জায়গায় পুরুষদের দেখা যেতে লাগল। কারণ শ্রবণ-যন্ত্রটি কানের কাছে লুকিয়ে রাখতে হলে সেখানে কিছু অবশ্যই আড়াল দিতে হয়। পাশ্চাত্য দেশে আচ্ছাদনের নীচে, সব রকম আবাসেই, শিরস্ত্রাণ মুক্ত হয়ে থাকতে হয়। এর এক মাত্র ব্যতিক্রম ভারতবর্ষে। পাগড়ি সব সময় সর্বক্ষেত্রে মাথাতেই পরা বিধান সঙ্গত। পুরুষ দ্রষ্টারা পাগড়ি পরে মাথা ও কান ঢাকার সুযোগ গ্রহণ করলেন। মনে হয়, পাশ্চাত্যদেশের যাদুকরদের তদ্দেশীয় পোশাকের সঙ্গে পাগড়ি পরা এই দ্রষ্টাদের দেখেই প্রচলিত হয়েছে।

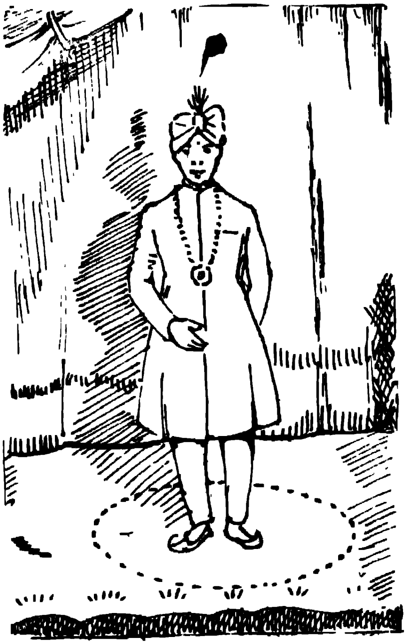
শ্রবণ-যন্ত্রটি পাগড়ির কাপড়ের পাটে লুকিয়ে কানের ওপরে রাখার সুবিধা হওয়াতে দ্রষ্টারা এই ভারতীয় শির-ভূষণ ব্যবহার করলেন যাতে সংযোগকারী দুটি তার অঙ্গের বসনের আড়াল দিয়ে পাদুকার তলায় তামার পাত পর্যন্ত প্রসারিত করা যায়। ওদিকে কথন-যন্ত্রের দুটি তার মঞ্চে ও মঞ্চ থেকে প্রেক্ষাগারের চলার পথের গালিচার বুনটে লুকিয়ে রাখার ফলে দ্রষ্টা যখন গালিচার তারের সঙ্গে তার পাদুকার ধাতুর পাত সংযোগ করতেন তখনই নেপথ্য সহকারীর সঙ্গে তাঁর টেলিফোনের যোগাযোগ হয়ে পড়ত। এ সময় প্রশ্নগুলি সংগ্রহের ও সেগুলি নেপথ্যে পাঠাবার একটা অভিনব ব্যবস্থা করা হয়। অধুনা রঙিন মাছ পোষার যে রকম কাচের চৌবাচ্চা দেখা যায়, প্রায় সে রকম দেখতে, একটা ছ দিকে কাচ লাগানো আয়ত বাক্সে প্রশ্নগুলি একটি একটি করে লেখকদের ফেলতে বলা হত। তাঁরা ঢাকনির কাচের ফোকর গলিয়ে প্রশ্নপত্রটি বাক্সে ফেলে স্বস্থানে আসন গ্রহণ করতেন। সহজ বুদ্ধিতে এই কাচের বাক্সে প্রশ্নপত্র ফেলা হলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ভাঁজ করা কাগজটি চোখের সামনেই সর্বদা বিরাজমান। কিন্তু বাক্সের কানায় ধাতুর পাত থাকায় কাগজটি সামান্য দূর থেকেও দেখা যায় না। প্রশ্নোত্তর হয়ে গেলে প্রশ্নকর্তা ঢাকনি খুলে নিজের লেখা কাগজটি ফেরত নিতে পারতেন, অথবা তাঁকে কাগজটি সহকারিদের একজন হাতে তুলে দিত। বাক্সটির চার কোণে খুরো লাগানো থাকত যাতে সেটি একটু উঁচু হয়ে থাকে। কাচের আধারের তলাতেও কাচ থাকায় সেখানে রাখা কোনও বস্তুই সরানো

অসম্ভব মনে হয়। এই অসম্ভবকে সম্ভব করা হয়েছে কাচের স্বচ্ছতাকে কাজে লাগিয়ে। বাক্সের তলার কাচটি দরজার কপাটের মত দৈর্ঘ্যের এক দিকে কব্জা লাগানো থাকায় ঐ অংশ দরকারের সময় নীচে নামানো যায়। কব্জার দিক যদি প্রেক্ষাগারের দিকে রাখা হয় ও তলার ডালাটি নামিয়ে মঞ্চের ফোকরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তা হলে প্রশ্নপত্রটি মঞ্চের নীচে অপেক্ষমান সহকারীর হাতে পৌঁছে যায়। প্রশ্নটি পড়ে, পূর্ববৎ কাগজ মুড়ে, ডালায় রেখে, তুলে দিলেই কাজ সারা হয়ে যায়। অতঃপর টেলিফোন মারফত খবরটি দ্রষ্টার কানে তুলে দেওয়াই বাকী থাকে।

টেলিফোনে কথোপকথন চালাতে হলে দুটি তারের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ আবশ্যক। সে সময় কথন ও শ্রবণ যন্ত্রের মধ্যে তারের ঐ সংযোগ ছাড়াও একটা উপায় উদ্ভাবিত হয়েছিল। বিজলীর আরোহী গুণ নিয়ে তখন বিজ্ঞানীরা উৎসাহ সহকারে গবেষণায় মত্ত ছিলেন। তাঁদেরই উদ্ভাবিত তথ্যে নির্ভর করে সরাসরি সংযোগবিহীন টেলিফোন ব্যবস্থা দ্রষ্টারা কাজে লাগিয়েছিলেন। বিদ্যুৎ প্রবাহ যখন গোলাকার অথচ ছড়ানো ভাবে পাক দেওয়া তারের মধ্যে প্রবাহিত থাকে তখন ঐ একই রকম পাকানো অন্য তার যদি আগের তারের চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে রাখা হয় তা হলে দ্বিতীয় তারের কুণ্ডলীতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই বিদ্যুৎকে আরোহী বিদ্যুৎ বলে। বিদ্যুতের এই গুণটি কাজে লাগিয়ে, বেতারের পূর্ববর্তী যুগে, টেলিফোনে কথোপকথনের চেষ্টা চলতে থাকে। পরে দেখা যায় যে এই চুম্বক ক্ষেত্রের পরিধি সুদূর প্রসারী করা দুঃসাধ্য। বিষয়ান্তর হলেও এটা উল্লেখযোগ্য যে এই কারণেই ঘড়ির চলা বন্ধ করার মত জোরালো বৈদ্যুতিক চুম্বক-শক্তি উৎপন্ন করা প্রায় সাধ্যাতীত। এই আরোহী বিদ্যুতের ব্যবহার করতে দ্রষ্টাকে মঞ্চে পাতা গালিচার পরিধির মধ্যে অবশ্যই চলাফেরা করতে হয়। কারণ ঐ গালিচাতেই দশ ফুট ব্যাসের কুড়ি বার পাকানো তামার তারের কুণ্ডলী লোকচক্ষুর অগোচরে বিছানো থাকে। এই কুণ্ডলীর দুটি প্রান্ত দ্বাদশ ভোল্ট বৈদ্যুতিক ব্যাটারি বরাবর ভাষণ-যন্ত্রের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের অন্তরীক্ষে যুক্ত করা হত যাতে নেপথ্য সহকারী যথাকর্তব্য সম্পন্ন করতে পারে। এতো গেল সংবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা।

দ্রষ্টা ঐ গালিচার কুণ্ডলীর গণ্ডির মধ্যে এসে দর্শকদের দেখা দিতে বাধ্য। কারণ তাঁর পাগড়ির মধ্যে কানের কাছে শ্রবণ যন্ত্রটি লুকানো থাকে (চিত্র ১৫০)। শ্রবণ-যন্ত্র থেকে একটি তার পাগড়ির মধ্যে পাকে পাকে জড়ানো থাকে।

ত্রিশ নম্বরের ম্যাগ্‌নেট্ তার এক শত পাকে পাগড়ির মধ্যে পাকানো থাকলে ও গালিচায় তামার তারের কুণ্ডলী কথন-যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হলে নেপথ্যের ঘোষকের বাণী দ্রষ্টা সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পায়। এই আরোহী বিদ্যুতের সাহায্যে একদা প্রশ্নোত্তরকারী অমিতাভ বুদ্ধ মূর্তি এবং কথনশীল কেট্‌লিও যাদুকরদের প্রদর্শন-যোগ্য উপকরণ হয়ে উঠেছিল। বিজ্ঞানের জয়-যাত্রায় আর ট্র্যান্সিস্টার-এর দৌলতে এখন আর এ সব খেলা অজ পাড়া-গাঁয়েও বিস্ময়ের বিষয় নয়।

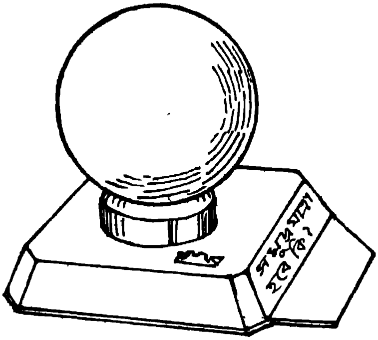


(চিত্র ১৫০)

এই সব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির বিপদ ও বিড়ম্বনায় অনন্যোপায় হয়ে স্ফটিক দর্পণের দ্রষ্টারা অন্য পথ ধরলেন। তার একটা হচ্ছে স্ফটিকের মধ্যে প্রশ্নগুলি লিখে আনার ব্যবস্থা করা। বর্তুল স্ফটিকের মধ্যে তদপেক্ষা ছোট আর একটি বর্তুল একই অক্ষে ঘুরাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। বাইরের স্ফটিকের কিছুটা পারদবিহীন স্বচ্ছ করা থাকত। ভিতরের গোলকটিতে প্রশ্নগুলি পর পর লিখে টেবিলে আনা হত। এই উপায়ে দ্রষ্টা প্রয়োজনমত প্রশ্নটি স্ফটিকের দাঁড়ের তলার চাকতি ঘুরিয়ে পড়ে নিতেন। বাইরের গোলকটি স্বাভাবিক কারণেই দুটি অর্ধ বৃত্তাকার বাটির সম্মিলিত রূপ নিতে বাধ্য।

এ সময়েই কোন এক ফন্দিবাজ স্ফটিক রাখার চতুষ্কোণ স্তম্ভে (চিত্র ১৫১) প্রশ্নগুলি সাজঘর থেকে আনার আর এক অভিনব ব্যবস্থা করেছিলেন। স্ফটিক রাখবার দাঁড়টি করা হয়েছিল আড়াই ইঞ্চি থাড়াই পাঁচ কিংবা ছয় ইঞ্চি সমচতুষ্কোণ বাক্স বিশেষ। এটির ওপর মাঝখানে স্ফটিকটি এক ইঞ্চি উঁচু গোলাকার কাঠের ওপর বসানো থাকত। বাক্সটি আগাগোড়া মখমলে মণ্ডিত থাকত। বাক্সটির মধ্যে সামনাসামনি দুটি ক্যামেরার খালি 'স্পুল' বা 'রোলার' রোল্ ফিল্মের স্পুল

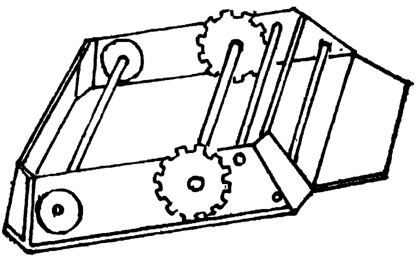
আটকাবার কায়দায় লাগানো হত (চিত্র ১৫২)। ঐ রোলারের এক পাশের চাকার কিনারা বাক্সের বাইরে সামান্য বেরিয়ে থাকত যাতে ওটিকে অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ঘুরানো যায়। সামনের রোলারের বাঁ দিকের ও পিছনের রোলারের ডান দিকের চাকাগুলিই বাইরে থাকায় ওগুলিতে জড়ানো কাগজের ফিতে দ্রষ্টার পক্ষে সরানো সম্ভব হত (চিত্র ১৫১ ও ১৫২)। ঐ ফিতেতে প্রশ্নগুলি সাজঘর থেকে লিখে রঙ্গমঞ্চে পাঠানো হত। বাক্সটির সামনে, স্ফটিকের স্তম্ভমূলে, লম্বা একটা এক ইঞ্চি চওড়া ফিতের



(চিত্র ১৫১)

আয়তন অনুপাতে লম্বা চেরা অংশ ঢাকা থাকত। দ্রষ্টা ঐ ঢাকনি খুলে, ফিতের লেখা পড়ে, যথোচিত উত্তর দিয়ে যেতেন।

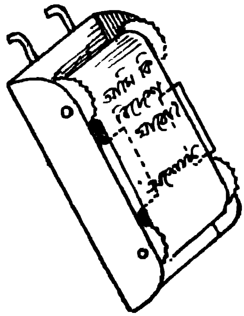
সাজঘর থেকে নেপথ্য সহকারীর দেখা সংগৃহীত প্রশ্নগুলি দ্রষ্টাকে গোপনে সরবরাহ করার পূর্বোক্ত উপায়গুলিও ক্রমে ক্রমে অনুসন্ধিৎসু জনগণের বিরূপ মন্তব্যের সোচ্চার প্রতিক্রিয়ায় দ্রষ্টাদের নতুন পথ ধরতে হল। সুতরাং শেষোক্ত উপায়টিকে অন্য ভাবে কাজে লাগানো হয়েছিল। ঐ দুটি রোলারে জড়ানো কাগজের ফিতেতে প্রশ্নগুলি সারিতে সারিতে লিখে দিয়াশলাইয়ের মত ছোট টিন বা পিতলের কৌটায় পুরে দেওয়া হত এবং ফিতের একটা প্রান্ত বাক্সটির



(চিত্র ১৫২)

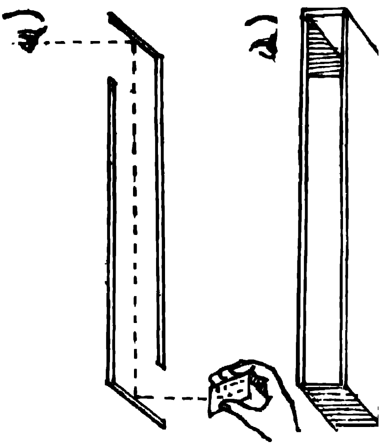
ওপর দিয়ে টেনে এনে সামনের রোলারে পরিয়ে দেওয়া হত (চিত্র ১৫৩)। এতেও সেই একই উপায়ে ডান ও বাঁ দিকের রোলারের চাকার খাঁজ-কাটা অংশ অঙ্গুষ্ঠের তাড়নায় কাগজটি অগ্র-পশ্চাৎ ঘুরিয়ে যে প্রশ্নটি দরকার ওপরে এনে দেখা সম্ভব হত। এই ক্ষুদ্র আয়তনের যন্ত্রটি অনায়াসে করতলের আড়ালে আঙুলের ফাঁকে আংটায় লটকিয়ে ধরে রাখা সম্ভব। দ্রষ্টা এই যন্ত্রটি করতলে

রেখে, দু হাত একত্র করে, আঙুলের ডগায় স্ফটিকের গোলকটি-মাত্র তুলে ধরে প্রেক্ষাগারের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রশ্নোত্তর করতে পারতেন। এ যন্ত্রটিতেও সাজঘর থেকে সংগৃহীত প্রশ্নগুলি ফিতেতে লিখিয়ে আনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু একটু বুদ্ধি খাটিয়ে যন্ত্রটি লোক মারফত রঙ্গমঞ্চে প্রকাশ্যে দ্রষ্টার সন্নিকটে না এনে, তাঁর চেয়ারের ঠেসান দেওয়ার বাটামের পশ্চাৎভাগের একটা তাকে পশ্চাৎ-পটের ফোকর গলিয়ে রেখে দেওয়া হত। দ্রষ্টা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে, ঠেসানের কাঠে হাত দিয়ে চেয়ার সরাবার সুযোগে যন্ত্রটি হস্তগত করে নিতেন। এই যন্ত্র ও উপায়ের সদ্ব্যবহার করে অনেক দ্রষ্টাই প্রকৃত দিব্য-দর্শনের প্রশংসায় সুখ্যাত হয়েছিলেন।



(চিত্র ১৫৩)

এ সময়েই কোনও এক ধড়িবাজ ডক্টর কিউ ছদ্ম নামে অন্য একটা ফন্দি বার করে স্ফটিক-দর্পণের আসর মাতিয়ে তুলেছিলেন। এই নতুন ব্যবস্থায় স্ফটিকের দাঁড়ে কোনও বালাই আর রইল না। এমন কি নেপথ্য সহকারীকে সংগৃহীত প্রশ্নগুলি লিখে পাঠাবার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেল। এবারে যে যন্ত্রটি কাজে লাগানো হল সেটি দর্পণের প্রতিবিম্বনের ওপর নির্ভরশীল। একটি চতুষ্কোণ পিজবোর্ডের বাক্সের দুটি প্রান্তে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোনা-কুনি দুটি দর্পণ মুখোমুখি লাগিয়ে রাখা হত। প্রত্যেকটি দর্পণের সামনের পিজবোর্ড কেটে ফোকর করা হত (চিত্র ১৫৪)। ফলে, একটা দর্পণের যে দিকটা খোলা থাকত, অন্যটির উল্টো দিক মুক্ত থাকত। এই বাক্সের খোলা দিকের সামনে কিছু ধরলে তার প্রতিবিম্ব সেখানকার মুকুরে পড়ে তদ্বিপরীত প্রতিচ্ছায়া অন্য দিকের দর্পণে প্রতিফলিত হত। এই পিজবোর্ডের



(চিত্র ১৫৪)

বাক্সটি সমচতুষ্কোণ আড়াই বা তিন ইঞ্চি করা হত ও লম্বায় ফুট চার-পাঁচ

পূর্বোক্ত কাচের বাক্সে ফেলা প্রশ্নপত্রটি রঙ্গমঞ্চের তলায় বসে সহকারী সংগ্রহ করে ফেলে। তার এখন কাজ হচ্ছে তার দিকের বাক্সের ফোকরের সামনে প্রশ্নপত্রটি খুলে লেখা দিকটা টানটান করে ধরে রাখা। যেহেতু এই যন্ত্রটি মঞ্চের ফোকর গলিয়ে, এক দাঁড়ের ফাঁপা টেবিলের পায়া পার করে, টেবিলের উর্ধ্বে (চিত্র ১৫৪ দ্রষ্টব্য) উঠিয়ে ধরা হত সেহেতু দ্রষ্টা স্বস্থানে বসে প্রশ্নটি তাঁর সামনের বাক্সের দর্পণে তৎক্ষণাৎ পড়ে নিতে সক্ষম হতেন।

এটার পরেও আর একটা আরও উন্নততর উপায় উদ্ভাবিত হয়েছিল। যন্ত্রতন্ত্র ছেড়ে রসায়নের সাহায্যে দ্রষ্টারা স্ফটিক নিয়ে অথবা স্ফটিক বাদ দিয়েই জনগণের লেখা প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটি এক এক জনের হাত থেকে গ্রহণ করে প্রশ্নোত্তর দিয়ে যেতেন। উত্তর দেওয়া হয়ে গেলে খামে আঁটা প্রশ্নপত্র না খুলেই প্রশ্নকর্তাকে সরাসরি প্রত্যর্পণ করতেন। এই রাসায়নিক উপায়টি হচ্ছে পাতলা মসৃন খামে যদি গোটাগোটা হরফে লেখা কাগজ রাখা হয় তা হলে খামের ভিতরের লেখা পড়া যায় না। কিন্তু যদি লেখার দিকের খামটি কার্বন টেট্রা-ক্লোরাইড্ দ্রবনে ভিজিয়ে দেওয়া হয় তা হলে খামের আবরণ কাচের মত স্বচ্ছ হয়ে যায় এবং ভিতরে রাখা কাগজের লেখা অক্লেশে পড়া যায়। অবশ্য ইথার বা ক্লোরোফর্ম্ ব্যবহার করেও একই ফল পাওয়া যায়। কিন্তু উৎকট তীব্র গন্ধের জন্য সেগুলির ব্যবহার বাতিল করা হয়েছে। কার্বন টেট্রাক্লোরাইড্ রসায়ন তরল এবং উদ্‌বায়ী পদার্থ। দ্রষ্টারা এই রসায়নটি, রবারের তৈরী মোহরে কালি দিতে যে রকম মসি-সিক্ত কম্বল ব্যবহার হয়, সে রকম একটা ভিজানো কম্বলের সঙ্গে ফোঁটা-ফেলার ড্রপার জুড়ে রাখতেন। এতে কম্বলের তরল পদার্থ উবে গেলেও ড্রপার থেকে প্রয়োজনীয় রসায়ন বার করে কম্বলটি যথোপযুক্ত সিক্ত করা হত। কোনও কোনও দ্রষ্টা এই উপায়ে তাঁর পাগড়িতে উক্ত রসায়ন নিষিক্ত স্পঞ্জ রেখে, প্রেক্ষাগারে ঘুরে ফিরে প্রশ্নকর্তাদের লিখিত প্রশ্ন নিয়ে সেগুলির উত্তর দান করতেন।

প্রসঙ্গতঃ সাধারণ লেখবার পাতলা কাগজের খামে কালিতে কিছু লিখে যদি না মুড়ে ভরে দেওয়া হয় এবং লেখাটি খামের ঠিকানা লেখার দিকে থাকে, তা হলে ঐ খাম হাতে নিয়ে ধনুকের মত পিছন দিকে—বাঁকালে, খামের কাগজ নিরূপন যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে, এমনিতেই পাঠোদ্ধার করা যায়। এই উপায়টি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ব্যবহারযোগ্য।

বন্ধ খামের মধ্যে প্রশ্ন পড়ার আরও একটি উপায় আছে। যে কেউ লেখা কাগজ খামে পুরে জোরাল আলোর সামনে ধরলেই সে-লেখা সহজে পড়তে

পারে। তীব্র আলোর এই কাগজ ভেদ করে নির্গমনের গুণটি দ্রষ্টারাও কাজে লাগিয়েছিলেন। সুতরাং দ্রষ্টার সামনে রাখা আয়ত টেবিলের পাটাতনের তলায় বাক্স করা থাকে। ঐ বাক্সের মধ্যে এক শত ওয়াট্ বিজলী বাতি রেখে বাক্সটি টেবিলের চাদরের ঝুলের আড়ালে লুকানো থাকত। টেবিলের পাটাতনে খামের আকারের ফোকরটা ঘসা-কাচে ঢেকে রাখা হত। মঞ্চে দ্রষ্টা ও টেবিলটি স্পট্-লাইটের আলোকে উদ্ভাসিত করায় টেবিলের ঘসা কাচের আলো প্রেক্ষাগারে বসে অনুভব করা যায় না। দ্রষ্টার কাজ প্রশ্ন-ভরা খাম গ্রহণ ও ঘসা-কাচের ওপর রেখে সেটি পাঠ করা এবং স্ফটিকে আত্মহারা দৃষ্টি ফেলে প্রশ্নটির ভাসা-ভাসা উত্তর উচ্চারণ করা। এ ক্ষেত্রে খাম না খুলেই ফেরত দেওয়া হত।

মুনি ঋষিদের দিব্য-দর্শনের অনুকরণে এ সব খেলা যাদুকরেরা গণৎকারের মত উত্তর দিলেও দৈবজ্ঞ বা ত্রিকালজ্ঞ যোগীদের সাধনোত্তর দৈবী শক্তির অধিকারী বলে আত্মপ্রবঞ্চনা যাতে না করে সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত। যাদুক্রীড়া প্রমোদের বিষয়। যাদুকর দর্শকদের বিভ্রান্ত করতে থাকলেও, কদাচ তার কার্যকলাপ প্রকৃত পদার্থ নামে না চালালেই, শিল্পী সুলভ কর্তব্য সম্পন্ন হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, ভণ্ডদের কাছ থেকেই যাদুকরগণ ভৌতিক চক্রে ভূত নামানো ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাদের স্ফটিক দর্পণে ত্রিকাল দর্শনের চালাকিগুলি জানতে পারে ও তাদের প্রতারণা ধরে ফেলে কেউ কেউ আদালতে তাদের শাস্তির বিধানও করেছিল। তার পর যাদুকররা নিজেরাই এই সব অলৌকিক কাণ্ড কারখানা দেখিয়ে চতুর্বর্গ ফল এখনও লাভ করছে।

দিব্যদৃষ্টি প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে এর বেশী আলোচনার স্থান পাওয়া গেল না। কারণ, বিষয়টি সম্প্রতি এত বিরাট ও বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে ওতেই একটা মহাভারত রচনা করা যায়। তবু যাদুকরের পশরাতে এই বিস্ময়কর উপাদানটি ছোট করে না দিলেও নয়। যারা আত্মনির্ভরশীল প্রতিভাবান এবং উদ্যোগী, তারা একটু মাথা খাটালে যে সামান্য আভাস এখানে দেওয়া হয়েছে তার আলোকেই কাজ চালাবার মত একটা কিছু সৃষ্টি করতে পারবে, আশা রাখি। একেবারে সমস্ত না পেলেও, জ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ-মাত্র ভবিষ্যতে আণবিক বিস্ফোরণের মত যে মহতী শক্তি রাখে তা আজ কোন্ মূঢ় অস্বীকার করবে?

নবম অধ্যায়

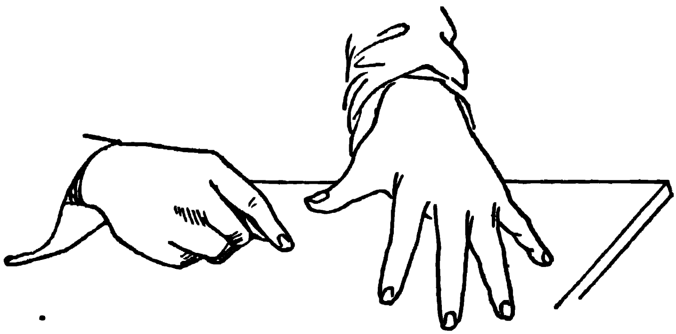
চুট্‌কি যাদু

যাদুকর হয়ে, কয়েক জায়গায় খেলা দেখিয়ে, ঘরে বাইরে একটু সাড়া জাগালেই বিধি কিঞ্চিৎ বিড়ম্বনার ব্যবস্থা করেন। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কারও কাছে নিস্তার নেই। সময় নেই, অসময় নেই, দেখা হল কি, ম্যাজিক দেখাবার বাহানা শুরু হয়ে যায়। ম্যাজিক দেখাতে সাজও দরকার, সরঞ্জামও দরকার। কিন্তু লোকে তা জানে না, মানে না। তারা ধরে নেয় সবই বুঝি ফুস্ মন্ত্রে ঘটে যায়। এই অপ্রত্যাশিত দুরবস্থায় মুস্কিল আসান হয় এমন কিছু যাদু জেনে বুঝে শিখে রাখা ভাল যেগুলি দেখাতে আবশ্যক সামগ্রী যে কোনও স্থানেই সুলভ অর্থাৎ সাধারণ ঘরোয়া জিনিস দিয়ে কিছু চমক দেখাবার বন্দোবস্ত করা। আমরা এই আকস্মিক করণীয় যাদুগুলিকে চুট্‌কি যাদু নামে অভিহিত করছি।

ক। চাল মারা

প্রদর্শক পাঁচটি মাত্র চাউল, প্রত্যেকটি চাউল আস্ত, চেয়ে নিয়ে সেগুলি মাটিতে বা টেবিলে আলাদা আলাদা ছড়িয়ে রাখতে বলার পর আসন-পিঁড়ি অথবা চেয়ারে বসে বাঁ হাতের আঙুলগুলি ছড়িয়ে হাত উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখাবার পর বাঁ হাতটি মেঝেতে এমন ভাবে উপুড় করে রাখে যাতে ঐ হাতের আঙুলের ডগাগুলি মাত্র সেখানে স্পর্শ করে থাকে (চিত্র ১৫৫)। এর পর ডান হাত খালি দেখিয়ে, মুখ হাঁ করে তাও খালি দেখিয়ে, ডান হাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙুল দিয়ে একটি মাত্র চাউল ধরে, চাউলটি জিভে তুলে দেয়। একটি চাউল জিভে ফেলা হয়েছে দেখিয়ে (চিত্র ১৫৬) চাউলটি দাঁতে চিবিয়ে গুঁড়া করে সেই চূর্ণ চাউল আবার জিভে এনে দেখানো হয়। গুঁড়ানো চাউল গিলে পর পর এক একটি করে জিভে ফেলে, জিভে চাউল দেখিয়ে, গুঁড়া করে পাঁচটি চাউল উদরস্থ করে ফেলা হয়। এবার শুরু হয় ঐ গুড়ানো চাউল উদ্গীরণ করে আস্ত দেখানো। এক একবার ঢেঁকুর তোলা হয় ও মুখ খুলে জিভে আস্ত চাউল

দেখানো হয়। জিভ থেকে এই চাউলটি ডান হাতে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে ধরে বাইরে আনা হয় ও বাঁ হাতের আঙুলের তলায় ক্রমান্বয়ে রেখে আসা হয় (চিত্র ১৫৫)। প্রত্যেক বার চাউল রাখার পর যে আঙুলের তলায় চাউলটি চেপে রাখা হয়েছে সেই আঙুলের ওপর অন্য হাতের আঙুল দিয়ে একটা টোকা মেরে আসা ভাল। পাঁচটি চাউল বাঁ হাতের আঙুলের তলায় প্রত্যেকবার গুঁজে রেখে



(চিত্র ১৫৫)

আসার পর ডান হাতের আঙুল দুটি অবশ্যই খালি দেখানো দরকার। এই পর্যন্ত হয়ে গেলে প্রদর্শক আর একবার বাঁ হাতের পাঁচটি আঙুলে ডান হাতের আঙুল দিয়ে প্রত্যেকটিতে টোকা মেরে বাঁ হাতটা এমন ভাবে তুলে ধরে যেন করপৃষ্ঠ সমান্তরাল অবস্থায় থেকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শক ঘোষণা করে যে, যে-চাউল পাঁচটি গুঁড়া করা হয়েছিল, সেগুলি আবার আস্ত করা হয়েছিল এবং এখন সেগুলি অন্তর্হিত করা হয়েছে। বাঁ হাত এখনও সমান্তরাল ভাবে ধরা রয়েছে, আঙুলগুলি মেঝের দিকে ঝুঁকে আছে। এ অবস্থায় দর্শকদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, যে-ভিজা চাউল বাঁ হাতের আঙুলের তলায় গুঁজে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি এখনও আঙুলের তলায় আটকে আছে। এই খেলায় এই কর্মটিই হল বিভ্রান্তিজনক কাজ। অনেক সময় এ অবস্থায়



(চিত্র ১৫৬)

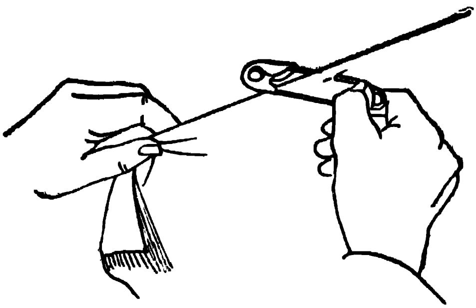
ছোটদের মহলে এ খেলা দেখাবার সময় তাদের অভিভাবকগণ হাত ধরে উল্টিয়ে দিয়ে অবাক হয়েছেন দেখেছি। দর্শকদের মনের সন্দেহ নিরসন করতে অবশেষে বাঁ হাত চিত করে দেখানো হয় যে প্রকৃতপক্ষে চাউলগুলি অদৃশ্য হয়েছে।

প্রথম তিন বার চাউল জিভে বাস্তবিকই রাখা হয়। কিন্তু চতুর্থ বার চাউলটি জিভের ওপর স্থাপন করলেও সেটি ওপরের ঠোঁটের ফাঁকে মাড়ির মধ্যে জিভ দিয়ে তুলে দেওয়া হয় এবং আগের চূর্ণ করা চাউলগুলি পুনর্বার দাঁতে ভেঙ্গে ভাঙ্গা হচ্ছে বুঝানো হয়। একটি চাউল মাড়িতে লুকিয়ে রেখে, জল দিয়ে কুলকুচি করে, গুঁড়ানো চাউল ও জল গিলে ফেলা সহজ, যদি মাড়ির চাউলটি মাড়িতে ঠোঁট চেপে আটকে রাখা হয়। পরে যখন একটি একটি করে পাঁচটি চাউল আস্ত বার করা হয় তখন প্রথম বার জিভে মাড়ির চাউলটি মুখ হাঁ করে দেখানো হয়। মুখ বন্ধ না করে, ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে প্রদর্শিত চাউলটি মুখের মধ্যে ধরার পর স্বাভাবিক কারণে হাঁ বন্ধ হয়ে যায় এবং এই সময় ভিজা চাউল আঙ্গুলে টিপে সামান্য রগড়ালেই চাউলটি পিছলে বদন বিবরে চলে যায়। সুতরাং ডান হাতের আঙ্গুলের চাপে কিছুই থাকে না কিন্তু দর্শকদের মনে হয় চাউল আছে। এখন অতি সতর্ক ভাবে ঐ দুটি আঙ্গুল বাঁ হাতের আঙ্গুলের নীচে চাউল রাখার নিপুণ অভিনয় করে যায়। বাঁ হাতের আঙ্গুলের তলায় ডান হাতের দু আঙ্গুলে ধরা চাউলটি (?) রাখার পর ঐ আঙ্গুল উঠিয়ে বাঁ হাতের আঙ্গুলে টোকা মারা আর কিছু নয় যাদুকরী ঢঙ। তার পর ডান হাতের আঙ্গুলে কিছু নাই না দেখালে দর্শকের সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় বলেই তা করতে হয়। যাদুক্রীড়ায় বেশীর ভাগ প্রদর্শক বুঝতে পারে না যে তারা সব কিছু জানলেও এবং কি হচ্ছে বুঝলেও দর্শকগণ কিন্তু পরিণতির অপেক্ষায় আলস্য বিলাসে দেখে যেতে থাকেন, কিন্তু পারম্পর্য স্মরণ রাখেন না বলে প্রত্যেকটি শৈলী বোধগম্য করে দেখাবার প্রয়োজন থাকে।

সেফ্‌টিপিনের ভেল্কি

(১) দুইটি বড় আকারের সেফ্‌টিপিন দিয়ে এ খেলাটি দেখানো যায়। প্রত্যেকের বাড়িতেই এগুলো আছে কিন্তু সেগুলি নেহাত বাধ্য হয়েই ব্যবহার করা চলে। তবে বাজারে মোটা তারের এবং পুরু মাথাওয়ালা যে সেফ্‌টিপিন পাওয়া যায় সেগুলি নিয়ে খেলা দেখালেই ভাল হয়। এই সঙ্গে একটি রুমালও সংগ্রহ করা দরকার। রুমালের একটা কোণ এক জনকে শক্ত করে ধরতে দিয়ে অন্য কোণটি প্রদর্শক বাঁ হাতে ধরে সেফ্‌টিপিনটি খুলে সেটি টান করে ধরা রুমালের

মাঝামাঝি বিঁধিয়ে পিনটি আটকে বন্ধ করে ফেলে। এ সময় একটু বচন না আওড়ালে খেলাটি চমকপ্রদ হয় না। সুতরাং প্রদর্শক বলতে থাকে, "জল বা বায়ু অর্থাৎ তরল পদার্থের একটা বিশেষত্ব এই যে সেগুলি ভেদ করে বা সরিয়ে নিরেট জিনিস যাতায়াত করতে পারে। যথা কুঁজোর জল চুইয়ে বেরয়। অথবা বালতি জলে ডুবিয়ে দেওয়া যায় কিংবা হাওয়া ঠেলে এদিক ওদিক নড়াচড়া করা যায়। কিন্তু কোনও নিরেট বস্তু অন্য একটা নিরেট জিনিসকে ভেদ করে যায় না, দুটির একটি ভেঙ্গে চুরমার না হয়ে গেলে। আমার যাদুতে সেই অসম্ভব কাণ্ডটাই ঘটবে, দেখুন।" এর পর রুমালে গাঁথা সেফ্‌টিপিনটিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে দেখানো হয় যে পিন ও রুমাল নিরেট পদার্থ। রুমালের একই পাশের দুটি কোণ দু জনের হাতে আর পিনটি মাঝখানে গাঁথা। এই অবস্থায় প্রদর্শক পিনের পাকানো তলার অংশটি ডান হাতের আঙুলে চেপে ধরে সড়সড়



(চিত্র ১৫৭)

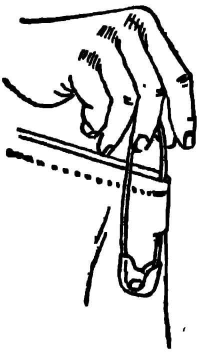
করে পিনটি সরিয়ে দর্শকের হাতের দিকে নিয়ে ডান হাত সরিয়ে ফেললেই দেখা যায় সেটি দর্শকের হাতের কাছে এসেছে কিন্তু পিনের মুখ যেমন বন্ধ করা হয়েছিল, ঠিক তেমনই বন্ধ রয়েছে (চিত্র ১৫৭)।

এই কাজটি করতে প্রদর্শককে সেফ্‌টিপিনটি রুমালে গাঁথবার সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যে পিনের যে-অংশ খোলা হয় সেই ডাঁটিটা ওপরে থাকবে ও ডান হাতে পাক খাওয়া পিনের অংশটি শক্ত করে চেপে ধরতে হবে। এ ছাড়াও যে ডাঁটিটা খোলা যায় না, সেই ডাঁটিটা রুমালের কানায় মুচড়িয়ে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে পেঁচকষ কষার ন্যায় চেপে ধরতে হয় (চিত্র ১৫৭)। এখন প্রদর্শকের ধরা রুমালের প্রান্তটি ভাল করে টেনে ধরে, ডান হাত দিয়ে পিনটি একটু নিজের দিকে হেলিয়ে দ্রুত হাতটি যদি দর্শকের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়

তা হলে রুমাল না কেটেই পিনটি সরে যাবে। শেষ মুহূর্তে পিনটি ঈষৎ উল্টো দিকে অর্থাৎ প্রদর্শকের দিকে ঠেলে তুললেই পিনটি যেমন আটকানো হয়েছিল ঠিক সেই অবস্থাতেই এসে যাবে।

(২) ঐ পিন দিয়েই পরের বার দু পাট করা রুমালে সেটি গেঁথে দর্শককে একটা দিক ধরতে দিয়ে প্রদর্শক তার কোলের দিকের কোণটা ধরে সেফ্‌টি-পিনটা দর্শকের দিকে টেনে নিয়ে যাবার সময় পিনটি যদি কোনাকুনি ওপরমুখী রগড়ে ওঠায় তা হলে প্রদর্শকের হাতে সেফ্‌টিপিন যেমন বন্ধ করা ছিল তেমনই থাকবে অথচ রুমাল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসবে।

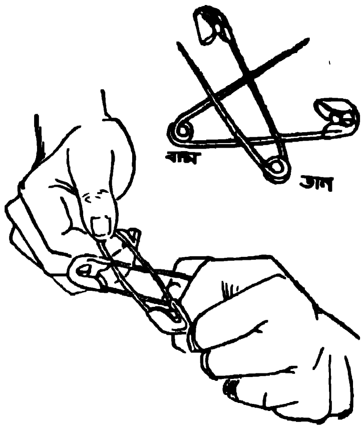
(৩) আবার ঐ সেফ্‌টিপিনটি দু পাট রুমালের মাঝখানে গেঁথে দু পাট রুমালটি পিনের গায়ে জড়িয়ে ফেলা হয় (চিত্র ১৫৮)। জড়ানো রুমালের মধ্যে পিনটির পাকানো অংশটি বার করে রাখা হয়। এ অবস্থায় প্রদর্শক সেফ্‌টিপিনটি এক হাতে ধরে গুটানো রুমালের তলা অন্য হাতে ধরে অক্লেশে বাইরে এনে ফেলে। এ খেলাটি দেখাতে রুমালে গাঁথা সেফ্‌টিপিনের যে ডাঁটিটা খোলা যায় সেটি কোন্ দিকে আছে মনে রাখতে হয়। দু পাট রুমালের যেখানে পিনটি গাঁথা হয়েছে সেখানে ঐ পাট করা রুমাল ঘুরিয়ে চার পাট করার পর সেফ্‌টিপিনে রুমাল জড়াতে হয়। জড়াবার সময় খোলবার ডাঁটিটা রুমালের গায়ে চেপে ধরে জড়াতে হয়। অবশেষে রুমালের তলার অংশ এক হাতে ধরে অন্য হাতে পিনের পাকানো অংশ ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেই সেফ্‌টিপিনটি রুমাল থেকে খসে বেরিয়ে আসে এবং পিনটা বন্ধ অবস্থাতেই থেকে যায়।



(চিত্র ১৫৮)

(৪) এতক্ষণ সেফ্‌টিপিন ও রুমাল দিয়ে খেলা দেখানো হয়েছে। এবার দুটি সেফ্‌টিপিন দিয়ে খেলা দেখানো হবে। এখন একটা পিনের মধ্যে অন্যটি পরিয়ে দেওয়া হবে ও দুটিই বন্ধ করে শিকলের মত করার পর (চিত্র ১৫৯) দুটি পিনের পাকানো অংশ ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেই পিন যেমন বন্ধ তেমনি থাকে অথচ দুটি আলাদা হয়ে দু হাতে চলে যায়। এবারও ব্যাপারটি আগের উপায়ে করা হয়। ছবিতে দেখানো হয়েছে কি ভাবে পিন দুটি একটার মধ্যে অন্যটা গলিয়ে, বন্ধ করে, শিকল করতে হয় ও কোন্ পিনের কোন্ দিক কোন্ হাতে

ধরতে হয়। আর একটা ছবিতে দেখানো হয়েছে যে-ডাঁটিটা খোলে সেটা ফাঁদের ভিতর রেখে অপর ডাঁটিটা দ্বিতীয় পিনের ওপরের ডাঁটিতে রুমালের খেলার উপায়ের মত পেঁচকষের পাক দেওয়ার রীতিতে সেফ্‌টিপিন দুটি কোনাকুনি করে হ্যাঁচকা টান দিলেই পিন দুটি বিচ্ছিন্ন হবে অথচ কোনও পিনই খুলে যাবে না। প্রথম প্রথম অভ্যাস করতে বাঁ হাতের পিনটার মাথার দিক ধরে খোলবার চেষ্টা করা ভাল। কারণ, তাতে সহজেই দুটি আলাদা হয়। পরে দুটি সেফ্‌টিপিনের তলার দিক ধরে খুলে ফেলবার চেষ্টা করলে কি ভাবে করা হয় ঠিক অনুমান করা যায়। আসল কথা এই যে রুমালে গুঁজে বা একটি সেফ্‌টিপিন অন্যটিতে



(চিত্র ১৫৯)

গেঁথে অবলীলাক্রমে খুলে নিয়ে আসার উপায় হচ্ছে যে-ডাঁটিটা খুলবে সেটা অন্য পিনের যে-ডাঁটি খুলবে না সেখানে ডান হাতের বামাবর্ত পাক দিয়ে একটু কোনাকুনি রগড়ে টানলেই বেরিয়ে আসে।

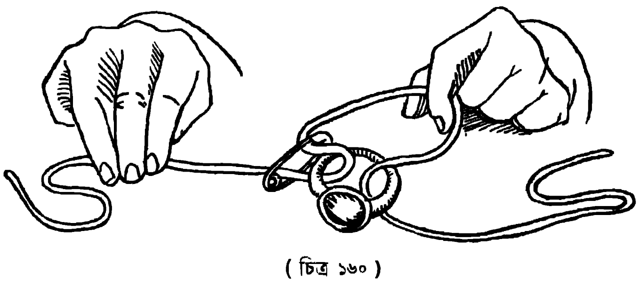
রেশমী ফাঁস

ছোটখাট খেলার মধ্যে এটি কি করে করা সম্ভব জানা না থাকলে কিছুতেই অনুমান করা যায় না কেমন করে করা যায়। রেশমী ফিতে যা নাকি নতুন কাপড় কিনলে কাপড়ের সঙ্গে পাওয়া যায় অথবা সরু মসৃণ কার বা টোয়াইন সুতা হলেও চলে। ফিতে ছাড়া প্রয়োজন একটি আংটি, রুমাল ও পিতলের ছোট সেফ্‌টিপিন। এই সেফ্‌টিপিন সাধারণতঃ জামায় ব্যাজ আটকাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণ সব চেয়ে ছোট সেফ্‌টিপিন হলেও চলে যদি আংটিটা তার বন্ধ করা ফোকর গলে বেরিয়ে না যায়।

(১) প্রথমে ফিতেটি সরল রেখায় ছড়িয়ে তার মাঝ বরাবর আংটি ও সেফ্‌টিপিনটা রাখা হয়। একটা রুমাল চেয়ে নিয়ে আংটি ও পিন ঢেকে দেওয়া

হয়। ফিতের শেষ অংশ রুমালের বাইরে দু দিকে তখনও বেরিয়ে থাকে। প্রদর্শক এবার রুমালের তলায় তার হাত দুটি ঢুকিয়ে ফিতের প্রান্ত দুটি বাইরে আছে জানিয়ে ঘোষণা করে যে সে ঐ ফিতের মধ্যে আংটিটা গলিয়ে দেবে অথচ ফিতের অন্য একটা প্রান্ত রুমালের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে দেওয়া হবে না। এই বলে, যেই না একটা হাত রুমালের তলায় রেখে অন্য হাত দিয়ে ফিতেটায় টান দেয় তখন দেখা যায় যে ফিতেতে আংটি ও সেফ্‌টিপিন আগেই বেরিয়ে এসেছে এবং অন্য দিকের প্রান্তটি তখনও প্রদর্শকের অন্য হাতে রুমালের তলাতেই রয়েছে। দর্শকরা সেফ্‌টিপিন খুলে আংটিটা ফিতেতে গাঁথা হয়েছে দেখতে পান। দর্শকরা নিজেরাই ফিতের যে-দিকটায় আংটি ও সেফ্‌টিপিন আটকে রয়েছে তার দু পাশ ধরে তুলে নিয়ে দেখতে পারেন।

এই অসম্ভব কাণ্ডটি করতে সেফ্‌টিপিনের ভূমিকা বাহ্যাড়ম্বর মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ওটি না হলে ফিতে আংটির মধ্যে গলিয়ে দেওয়া যায় না। ছবিতে (চিত্র ১৬০) রুমাল দেখানো হয় নি, বর্ণনার সঙ্গে ছবিটা মিলিয়ে বুঝতে সুবিধা হবে বলে। ডান হাত দিয়ে রুমালের বাইরে বাড়ানো ফিতের



(চিত্র ১৬০)

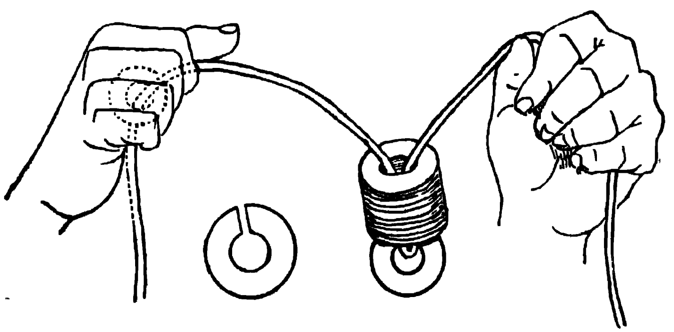
প্রান্ত ভাগ ডাইনে টান দেবার আগে প্রদর্শক ফিতেটির মাঝখানের অংশ আংটি গলিয়ে পার করে ফেলে। এতে যে ফাঁস হয় সেই ফাঁসের ডান দিকের অংশের সঙ্গে ঐ দিকেরই প্রসারিত ফিতের অংশটি সেফ্‌টিপিন দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় যাতে ফিতেটি পিনের মধ্যে সরতে পারে (চিত্র ১৬০ লক্ষণীয়)। ফিতেতে পিন ফুটিয়ে গাঁথলে ফিতে সরে না। বাঁ হাতের তর্জনী ফাঁসের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হয় যাতে ডান দিকে টান পড়লে বাঁ হাতের তর্জনী অনায়াসে অতিক্রম করে ফিতের বাঁ দিকের অংশ চলে যেতে পারে। এই অবস্থায় ডান হাতে ফিতেটাতে যদি একটা হ্যাঁচকা টান দেওয়া হয় তা হলে বাঁ দিকের ফিতের শেষ অংশ রুমালের

মধ্যে ঢোকার আগেই রুমালের ডান দিকে আংটিটা সেফ্‌টিপিনের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। ফিতের বাঁ দিকের প্রান্ত যাতে রুমালের বাইরে না চলে যায় সে জন্য বাঁ হাতে আংটি রুমালের বাইরে এসেছে দেখা মাত্র ঐ দিকটা ধরে ফেলা হয়।

ফুটো পয়সার কব্জিকার

আংটি ফিতের মধ্যে গলাবার পরেই এ খেলাটি দেখালে বিস্ময় আরও জোরাল হয়ে পড়ে। আগের বারে ফিতের মধ্যে আংটি ঢুকানো হয়েছিল, এবার ফিতে থেকে গাঁথা জিনিস বার করাই হচ্ছে বিস্ময়কর কাজ। যে সময় বাজারে ফুটো পয়সার চল ছিল, সে সময় ঐ ফুটো পয়সা দিয়েই এ খেলা দেখানো হত। যার সংগ্রহে ঐ সছিদ্র পয়সা আছে তা কাজে লাগানো চলে। আর যার তা নেই সে লোহার, তামার অথবা গ্যাল্‌ভ্যানাইজ্‌ড্‌ 'ওআশার' (সছিদ্র চাকতি) অনায়াসেই ব্যবহার করতে পারে।

একটি সরু ফিতেতে একটি সছিদ্র চাকতি ঢুকিয়ে ফিতেটির দুটি প্রান্ত এক করে ধরে চাকতিটি ঝুলিয়ে রাখার পর দর্শকদের দিয়ে কয়েকটি চাকতি দু পাট ফিতে গলিয়ে ঐ প্রথম গলানো একক চাকতিটির ওপর গেঁথে ফেলা হয় (চিত্র ১৬১)। এবার চাকতিগুলি ফিতের মাঝখানে ঝুলিয়ে রেখে ফিতের একটি



(চিত্র ১৬১)

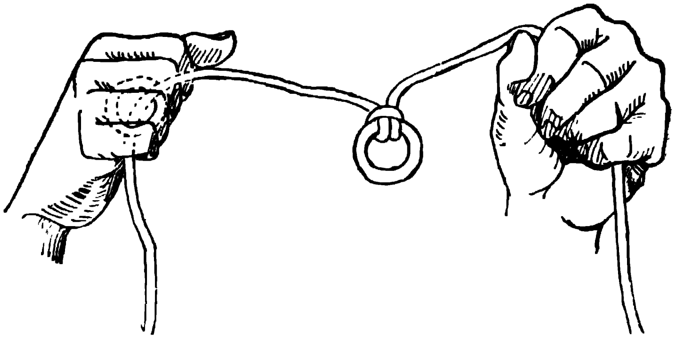
প্রান্ত জনৈক দর্শকের হাতে ধরিয়ে বলা হয়, 'চাকতিগুলি যেভাবে ফিতেতে আটকে রাখা হয়েছে সে অবস্থায় ঐ তলার চাকতি যেমন আছে তেমন রেখে তার ওপরের চাকতিগুলি খসিয়ে আনবার দুটি মাত্র উপায় আছে যতক্ষণ আমরা দু জনে দুটি

থেই ধরে থাকব। প্রথম উপায়টা হল দড়িটা কেটে চাকতিগুলো বার করা। দ্বিতীয়টা হল আপনার অথবা আমার হাতটা কাটলেই কর্ম সমাধা। যাদুতে অবশ্য একটাই উপায় আছে। তাতে না দড়ি, না হাত, কিছুই কাটতে হয় না, তবে একটু ঢাকাঢাকি করার প্রয়োজন হয়। ডাক্তারির চেয়েও মোক্তারির দিকেই আমার ঝোঁক; সুতরাং চাকতিগুলো ঢেকেই দিই,' এই বলে একটা রুমাল দিয়ে চাকতিগুলি ঢাকা দিয়ে নিজের হাতে ধরা ফিতের প্রান্তটি অন্য একজন দর্শককে ধরে রাখতে বলা হয়। প্রদর্শক এবার রুমালের তলায় হাত গলিয়ে নিমেষেই যে কয়টি চাকতি দু পাট ফিতেতে গাঁথা হয়েছিল সেগুলি বাইরে এনে দেখায়। রুমাল উঠিয়ে ফেললে দেখা যায় যে প্রথম পরানো একক চাকতিটি আগের মতই ফিতের মধ্যে রয়ে গেছে।

এই চমকটি দেখাতে ডজন দেড় একই আকারের চাকতি লাগে। ঐ চাকতিগুলির একটিকে এক দিক দিয়ে কেটে ফিতে থেকে বার করবার পথ তৈরী করতে হয় (চিত্রে একক কাটা চাকতি দ্রষ্টব্য)। পকেট থেকে যখন চাকতি বার করা হয় তখন এই কাটা চাকতিটাও তারই সঙ্গে থাকে। প্রদর্শক ঐ চাকতিগুলো থেকে একটা চাকতি যখন তুলে নেয় তখন দুটি চাকতি একত্র ধরে যেটা কাটা নয় সেটাকেই দেখিয়ে ফিতের মধ্যে গলিয়ে চেরা দাগ ফিতে দিয়ে চাপা দিয়ে দর্শককে অন্যান্য চাকতিগুলি গণনা করতে করতে দু পাট দড়িতে গলাতে বলে। এ সময় দ্বিতীয় আস্ত চাকতিটা প্রদর্শকের হাতে আঙুলবন্দী হয়ে থাকে। চাকতিগুলি গলানো হয়ে গেলে প্রদর্শক তার ডান হাতে ফিতের এক দিক ধরে উক্ত দর্শককে অন্য দিকটা ধরতে দেয়। এখন সমস্যা সম্বন্ধে সমাধান শোনাতে শোনাতে ফিতেটা এ-হাত ও-হাত করতে করতে তার দিকের আঙুলবন্দী চাকতিটার ফাঁক গলিয়ে সে দিকের ফিতেটা পার করে ফেলে। এ কাজটি একটু গোলমেলে ঠেকলেও প্রকৃত পক্ষে করা খুব সহজ যদি কথার সঙ্গে হাত বদলানো মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করা যায়। যাদুতে তাই বাকপটুতা অপরিহার্য। ঐ কথা বলার ফাঁকেই ফিতের মাঝে ঝুলানো চাকতিগুলি যখন রুমাল দিয়ে ঢাকা দেওয়া হচ্ছে প্রদর্শকের হাতের ফিতেতে গলানো চাকতিটা তখন রুমালের মধ্যে ফিতে বেয়ে পড়তে দেওয়া হয়। এখন বাকী রইল নাটকীয় ভঙ্গিতে কাটা চাকতি এক হাতে আঙুলবন্দী রেখে অন্য হাতে বাদবাকী চাকতি-গুলি বাইরে নিয়ে এসে দেখানো। চাকতিগুলি সংখ্যাতেও ঠিক থাকে, সেটা গণনা করে প্রমাণ করা আবশ্যক। তার পর ঐ চাকতিগুলি যে হাত দিয়ে ফেরত

নেওয়া হল তখন অন্য হাতে রেখে পকেটস্থ করার সময় কাটা চাকতিও পার হয়ে যায়। ফিতেতে গলানো শেষ চাকতি দর্শকরা যত খুশী দেখুন না কেন যাদুর রহস্যের ধারে কাছেও ঘেঁসতে পারবেন না।

(২) এটিও ফিতের মধ্যে গলানো চাকতি, ফিতের দু দিক দু জনে ধরে রাখলেও বাইরে আনার চমক। তবে এবারের খেলায় মাত্র একটি চাকতিই ফিতেতে পরিয়ে দেওয়া হয়। ফিতের মধ্যে চাকতি পরিয়ে দু জন দর্শককে ফিতের দুটি শেষের দিকের অংশ ভাল করে ধরে রাখতে বলা হয় (চিত্র ১৬২)। সমস্যা



(চিত্র ১৬২

এবার ঐ চাকতিটি ফিতে না কেটে এবং চাকতিও না ভেঙে বার করে আনা। দর্শকদের সমস্যার দুরূহ সমাধান সম্বন্ধে সতর্ক করে প্রদর্শক চাকতিটি রুমাল দিয়ে ঢেকে দেয়। রুমালের তলায় প্রদর্শক হাত ঢুকিয়ে কিছু করার পর রুমাল উঠিয়ে নিলে দেখা যায় চাকতিটি বাইরে আসার পরিবর্তে সেটি গেরোতে জড়িয়ে রয়েছে। রুমালটি ফিতের এক পাশে টাঙিয়ে প্রদর্শক চাকতিটা এক হাতে কিংবা দু হাতে কিছু ক্ষণ ঘসাঘসি করে সেটি ফিতের বাইরে এনে ফেলে।

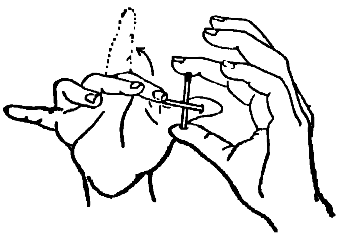
এ খেলাতেও দুটি চাকতি ব্যবহার করা হয়, কিন্তু দুটিই এক রকমের এবং কোনটাই কাটা নয়। দ্বিতীয়টি সহায়করূপে কাজ করে। প্রথম চাকতি যথারীতি ফিতের মধ্যে গলিয়ে দু জন দর্শককে দু প্রান্ত ধরে রাখতে দেওয়া হয়। এ অবস্থায় ঐ চাকতি ফিতের একটা প্রান্ত না পার করে বাইরে আনা অসম্ভব। কিন্তু তাই করা হয়েছে, দেখানো হয়। দর্শকরা দু জনে যখন শেষের অংশ চেপে ধরেছেন তখন চাকতিটা রুমাল চাপা দেওয়া হয়। প্রদর্শকের হাতে এ সময়

সহায়ক চাকতিটা আঙুলবন্দী থাকে। রুমালের আড়ালে দু হাত ঢুকিয়ে প্রদর্শক সহায়কটির ফাঁক দিয়ে ফিতের খানিকটা অংশ টেনে এনে সেই ফাঁসটা চাকতির তলা গলিয়ে তুলে দেয় (চিত্র ১৫২তে তাই দেখানো হয়েছে)। ফলে চাকতিটা অধিকতর জটিল গেরোয় আটকে পড়েছে মনে হয়। সহায়কটি ফিতেতে আটকিয়ে প্রদর্শক এক হাতে রুমালের তলায় আসল চাকতিটি ঢেকে রুমালটি ফিতের ওপরে এক পাশে সরিয়ে দেয়। দর্শকরা সহায়কটি ফিতেতে দেখে ধরে নেন আগের সেই চাকতিটাই আরও জটিল পাকে জড়িয়ে পড়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে প্রদর্শক রুমাল ঢাকা চাকতিটা এক হাতে ধরে রুমালের দিকের দর্শককে তাঁর দিকের ফিতে ছেড়ে দিয়ে পাকে আটকানো চাকতির কাছ বরাবর ধরতে অনুরোধ করে (চিত্র ১৬২ ডান হাতের মুঠা দ্রষ্টব্য)। দর্শক নিশ্চিন্ত মনে যথা-নির্দিষ্ট স্থানের ফিতে ধরে ফেলেন। এই একই নির্দেশ দ্বিতীয় দর্শককেও দেওয়া হয়। দর্শকদ্বয় যখন যা বলা হয়েছে তা যখন করছেন তখন প্রদর্শক রুমালশুদ্ধ চাকতিটা ফিতে পার করে পকেটস্থ করে ফেলে। এখন বাকী থাকে শুধু ফিতে ঢিল করিয়ে নিয়ে সহায়কটি যে-ফস্কা গেরোতে বাঁধা হয়েছিল তার উল্টো কাজ করে খুলে নিয়ে আসা।

খণ্ড পূরণ

(১) এক বাক্স দিয়াশলাই সব ঘরেই থাকে। দিয়াশলাইয়ের দুটি মাত্র কাঠি দিয়ে আশ্চর্য কাণ্ড করা যায়। এ খেলাটি দেখাবার আগে একটু ভূমিকা দিলে রগড়টা ভাল জমে। দিয়াশলাই চেয়ে নিয়ে বাক্স খুলে দুটি কাঠি বার করে, কাঠির বারুদ মাখানো মুণ্ডটি ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে প্রদর্শক বলে যায়, "ছোট বেলায় এক বার মেলায় গিয়ে পাশার ছকের খেলোয়াড়দের খপ্পরে গিয়ে পড়ি। ছকে ছটা ঘর, আর তিনটে লুডোর বড় পাশা। ঐ পাশা চৌকা। তার ছ দিকে ছ রকমের ছবি। ছকের ছবির ছোট সংস্করণ। মনে হল, তিনটে পয়সা তিন ঘরে রাখি, ডবল হয়ে আসবে। প্রথম দানে সব গেল। পরের বার ছকের চার ঘরে চারটে পয়সা রাখলাম। এক ঘরের পয়সা দ্বিগুণ হয়ে ফিরল বটে অন্য দু ঘরের পয়সা মারা গেল। তার পরের বারে ছকের পাঁচ ঘরে পাঁচটা পয়সা রাখলাম; এক ঘরের পয়সা তিনগুণ হয়ে পকেটে এল কিন্তু অন্য চার ঘরের পয়সা খোয়ালাম। শেষ বারে ছটা ঘরেই ছটা পয়সা দিতে যাচ্ছি খেলোয়াড় বললে, "এই ছকে যারা লাভের

আশায় দান ধরে তাদের লোকসান হয়। যারা খেলার আনন্দে খেলে তাদের লাভ লোকসান সমান আনন্দের বিষয়।' এখন আমি যা করতে যাচ্ছি তাতে আপনারা এক সঙ্গে দু জনেই না হারেন সে ব্যবস্থা করেছি।" এই বলে, দু হাতে দুটি কাঠি তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের চাপে এমন ভাবে ধরা হয় যে কাঠি দুটি গলানো থাকে (চিত্র ১৬৩)। প্রদর্শক এবার প্রশ্ন করে, "দু হাতে দুটো কাঠি ধরে রেখেছি। একটা কাঠি অন্যটার মধ্যে গলানো। এখন দু হাত ছড়ালে, কোন্ হাতের কাঠি ভাঙবে যে বলতে পারবে, তার জয়। আপনারা দু জনে ঠিক করুন, কে কোন্ হাতের কাঠি ভাঙবে মনে করছেন?" দু জন দর্শক প্রদর্শকের দুটি হাতের একটি কাঠি নির্ধারণ করার পর



(চিত্র ১৬৩)

প্রদর্শক দ্রুত হাত দুটি হঠাৎ ছড়িয়ে ফেলতেই দেখা যায় যে কাঠি দুটির একটিও ভাঙে নি।

এ কার্জটি করতে সামান্য একটু অভ্যাস দরকার। আগেই বলা হয়েছে, কাঠির বারুদ মাখানো অংশটি ভেঙ্গে বাদ দেওয়া হয়। ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠে কাঠির ভাঙ্গা দিকটা বসাতে একটু চাপ দিয়ে বসালে কিছুটা বিঁধে যায়, তখন কাঠির অন্য দিকটা তর্জনীতে আলতো ভাবে ঠেকিয়ে ধরে রাখা হয়। ঠিক মত চেপে কাঠি বসানো হলে ও তর্জনী আল্গা বসালে, পরে যে কোনও সময় তর্জনীটা উঠিয়ে ফেললেও কাঠিটা বুড়ো আঙ্গুলেই লেগে থাকে (ছবিতে ফুটকি চিহ্নে তর্জনী তোলা দেখানো হয়েছে)। বাঁ হাতে কাঠি ধরতে আর এ কাজটা করতে হয় না। কাঠি গলিয়ে দু হাতের আঙ্গুলে সেগুলি চেপে ধরার পর দর্শকদ্বয়ের নির্বাচন স্থির করানো হয়। অবশেষে ডান হাতের তর্জনী ঠিক যে সময় বাঁ হাতের কাঠির ওপরের দিকে এসে পৌঁছেছে, সে সময় তর্জনী তুলে বাঁ হাতের কাঠি বেরুবার পথ করে দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরলে, দু হাত আলাদা হলেও কোন কাঠি ভাঙ্গে নি দেখে দু জনেরই হার সুনিশ্চিত হয়।

(২) দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে আরও একটা খেলা দেখানো যায়। একটা কাঠি রুমাল পেতে তার মাঝখানে রেখে রুমাল দু পাট করে কাঠিটা ঢাকা হলে আরও দু বার লম্বালম্বি রুমালটা পাট করে ফেলা হয়। এবার দর্শকদের একজনকে কাপড়ের ভিতরের কাঠিটা ভেঙ্গে দু তিন টুকরা করতে দেওয়া হয়।

দর্শকের কাজ শেষ হলে প্রদর্শক রুমালের পাটের পাশাপাশি দুটি কোণ ধরে ঝাড়তেই কাঠিটা আস্ত অবস্থাতেই পাওয়া যায়। খেলা দেখাবার কাঠিটাতে দর্শকদের দিয়ে চিহ্ন দিয়ে নেওয়া সঙ্গত।

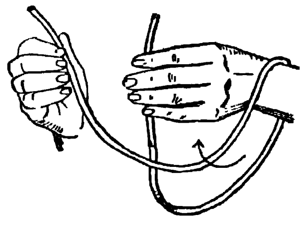
এ খেলাটি দেখাতে হলে সাদা কাপড়ের ছোট একটি থলে করতে হয় যার মধ্যে একটা দিয়াশলাই-কাঠি ঢুকিয়ে রাখা যায়। এই থলিটার মুখের দিকে নাইলনের সরু সুতা দিয়ে একটা ফাঁস রাখতে হয়। কোট পরা থাকলে কোটের বুক পকেটে থলিটা রেখে ফাঁসটা পকেটের বাইরে একটু উঁকি দেবার মত তোলা থাকলে দর্শকের দেওয়া রুমালের দু পিঠ দেখাতে দেখাতে ঐ ফাঁসের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ গলিয়ে থলিটি রুমালের আড়ালে সংগ্রহ করা সহজ এবং দর্শকের নজর বাঁচিয়ে কাজটি করাও যায়। পাঞ্জাবী পরা থাকলে অবশ্য, প্রদর্শকের বুক পকেট না থাকলে, নিজের রুমালের তলায় রাখাই ভাল। পকেট থেকে রুমাল বার করার সময় একই সঙ্গে ফাঁসে অঙ্গুষ্ঠ গলিয়ে থলিটা আঙ্গুলবন্দী করে আনা হয়। দর্শকদের চিহ্ন দেওয়া কাঠিটা যথারীতি পাতা রুমালের মাঝখানে রেখে দর্শকদের দিকের রুমালের দু পাশের কোণ দুটি ধরে কোলের দিকে এনে কাঠিটা চাপা দেওয়া হয়। পরের বার ঐ একই রীতিতে আবার একটা পাট করা হয় ও শেষ বার আরও এক বার পাট করবার সময় থলিটা পাটের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে পাটটি সম্পূর্ণ করা হয়। বলা বাহুল্য, এই থলিতে রাখা কাঠিটাই দর্শকদের দিয়ে ভাঙানো হয় ও রুমাল তুলে ঝাড়লেই আস্ত কাঠিটা মাটিতে বা মেঝেতে খসে পড়ে। ওদিকে প্রদর্শক সুতায় বাঁধা থলিটা আবার আঙ্গুলবন্দী করে নিয়ে রুমালটি দর্শকদের হাতে নিঃসঙ্কোচে ছেড়ে দিতে পারে। কারণ, প্রাচীন ব্যবস্থায় প্রদর্শকের রুমালের চার ধারে যে ঘের থাকে তার মধ্যে অন্য একটা কাঠি পুরে খেলা দেখানো হত। আজ অনেকেই সেটা জেনে ফেলেছে। তা ছাড়া তখনকার মত চওড়া মুড়ি ভাঙা ঘের আজকালকার দিনে রুমালে আর হয় না। সুতরাং যাদুকরদেরও দিন কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে নতুন উপায় বার করতে হয়।

গেরো, কী গেরো –

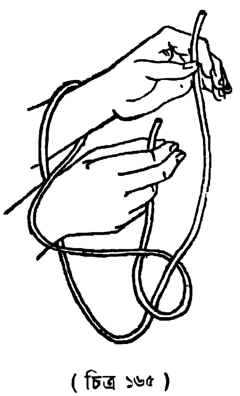
এবারের বিস্ময় হাত চারেক দড়ির খেলা। দু হাতে দড়ির দুটি প্রান্তভাগ ধরে, কোনও হাতের দড়ি না ছেড়ে ঐ দড়িতে একটা গেরো বেঁধে দেওয়া একটা অসম্ভব কাজ। প্রদর্শক বার বার করে দেখায়, বুঝিয়ে দেয়, কিন্তু দর্শকরা

কিছুতেই ঐ নিয়ম পালন করে দড়িতে গেরো ফেলতে পারেন না। বড় আসরেও এ খেলা দেখানো যায়। বৈঠকখানাতেও দেখানো যায়। যে কোনও বাড়িতে ফিতে বা কাপড়ের পাড় দিয়ে এ কাজ করা চলে। দর্শক ও প্রদর্শক তাদের দড়ি বার বার বদলে নিলেও যা প্রদর্শক অনায়াসে করছে তা কোনও দর্শক করতে পারছেন না দেখে কৌতুক ও কৌতূহল বাড়তে থাকে। এই একই খেলা সবজান্তা দর্শককে নাকাল করতেও কাজে লাগানো যেতে পারে। এই বিভ্রান্তিকর বিস্ময়টি যাদুকর জি. ডবল ইউ. হাণ্টার কর্তৃক দু যুগ আগে উদ্ভাবিত ও প্রদর্শিত হয়েছে।

এ খেলাটি দেখাতে দড়ির শেষ অংশ দু হাতে ধরতে হয়। ডান হাতে ধরা দড়িটা বাঁ বাহুর সামনের দিক থেকে উঠিয়ে ঐ হাতেরই পিছন দিক দিয়ে নিয়ে বাঁ হাতের সামনে খানিকটা ঝুলিয়ে ফেলা হয় (চিত্র ১৬৪)। এ বার ডান হাতটা সামনের দিকে আনলে দেখা যাবে যে বাঁ হাতের ঝুলানো অংশটি দড়ির পিছনের অংশটিকে দু ভাগে বিভক্ত করেছে অর্থাৎ ঐ ঝুলানো অংশে দুটি ফোকর হয়েছে। এখন ঐ ফোকরের কাছেরটির, অর্থাৎ যেটি বাঁ দিকের ফোকর, সেটার মধ্যে ডান হাত ঢুকিয়ে মাঝের দড়িটা পার করে অন্য ফোকরটির ভিতর দিয়ে ডান হাতটি বার করা হয় (চিত্র ১৬৫)। এ অবস্থায় মাঝের দড়ির অংশ ডান বাহুর ওপর এসে যায়। তখন দু হাত ছড়িয়ে দড়িটা টানটান করলে দেখা যাবে যে দু হাতের মাঝখানে দড়িতে একটা ফাঁসের মত হয়েছে (চিত্র ১৬৬)। এই পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজের শৈলী দর্শকদের, এবং যিনি বা যাঁরা নিজে করতে উদ্যত তাঁদের, বার বার শান্ত ভাবে ও ধীরে ধীরে করে দেখানো হয়। এর পর বাকী রইল ঐ দড়ির দু হাতের কব্জির ওপর যে দুটি ফাঁস হয়েছে তা এমন ভাবে ছুঁড়ে দেওয়া যাতে দু হাতে দড়ি ধরা থাকা সত্ত্বেও দড়ির



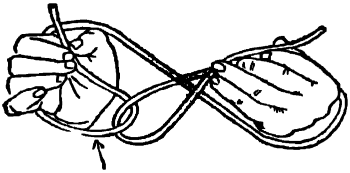
(চিত্র ১৬৪)



(চিত্র ১৬৫)

মধ্যে একটা গেরো এসে যায়। এই দেখতে সহজ অথচ করা অসম্ভব কাজটি এক মাত্র প্রদর্শক করতে পারে এবং করে দেখায়। কিন্তু দর্শকগণ বার বার করার চেষ্টা করেও করতে পারেন না।

দড়িতে গেরো আনতে গেলে যেটা অবশ্যই করতে হয় সেটি হচ্ছে দু হাতের কব্জির ওপরের দড়ির পাক ছুঁড়ে ফেলার সময় দু বাহু যখন সবেগে সামনের দিকে



(চিত্র ১৬৬)

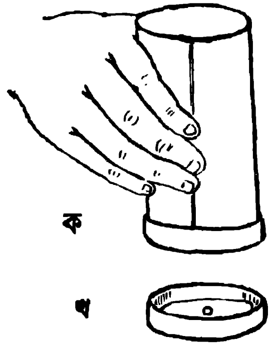
নিক্ষেপ করা হয় তখন প্রদর্শক মুহূর্তের জন্য ডান হাতের দড়িটা ছেড়ে দেয় ও সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত ঘুরিয়ে করতলের ঠিক তলার দড়ির যে অংশটি পায় সেটি ঐ হাতেই ধরে ফেলে, (ছবি, চিত্র ১৬৬-তে, দড়ির যেখানটা পরে ধরতে হয় তা তীর চিহ্ন করে দেখানো হয়েছে), এর ফলে দড়িতে গেরো দেখা দেয়। দু হাত ঝাড়া দেবার আন্দোলনের সুযোগে এই কাজটি অনায়াসে করা যায় এবং কারও নজরে পড়ে না।

এই খেলার দুটি বিভ্রান্তিকর চাল আছে। দুটি একই কিন্তু দর্শকের কাছে সেগুলি এক মনে হয় না। এই কাজটি হচ্ছে প্রদর্শক দু হাতে দড়ি ধরে যথারীতি পাক দিয়ে কব্জির ওপরের অংশ ছুঁড়ে ফেলার আগে দর্শকদের অনুরোধ করতে পারে যে হাতের দড়ি মোটেই ছাড়া হয় না ; তাঁরা নিজেরাই পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। সুতরাং দড়ি হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলার আগে তাঁরা যেন প্রদর্শকের হাত থেকে দড়ির ডগা দুটি নিয়ে নেন এবং তার পর প্রদর্শক হাত ঝাড়া দেবে। বিশ্বাস করা শক্ত হলেও সত্য যে প্রদর্শকের হাতের দড়ির ডগা অন্যে ধরলে সে যখন দড়িটা হাত থেকে ছুঁড়ে দেয় তখন তাতে গেরো এসে যায়। এই ব্যাপারটা দর্শকের ক্ষেত্রেও হয় যদি ঠিক মত পাক গলিয়ে হাত নেওয়া হয়ে থাকে। প্রদর্শক যখন দর্শকের হাতের দড়ির ডগা দুটি স্বহস্তে ধরে দর্শককে সজোরে তাঁর হাতে জড়ানো দড়ি ছুঁড়ে ফেলতে বলে তখন দড়িতে গেরো পড়েছে দেখিয়ে উৎসাহ দিতে পারে এই বলে যে ছোঁড়া ঠিক হচ্ছিল না তাই গেরো পড়ছিল না।

জল স্তম্ভন

এবারের বিস্ময় হচ্ছে কৌটা ভর্তি জল ইচ্ছামত পড়তে দেওয়া বা থামিয়ে দেওয়া। এর জন্য দরকার একটা ঢাকনি সমেত খালি বার্লির কৌটা।

ঢাকনিটার মাঝখানে একটা ফুটা করা দরকার জল পড়ার পথ করবার উদ্দেশ্যে (চিত্র ১৬৭ খ)। আর যেটা করা দরকার সেটা যাদুকরী কারসাজি। ঐ কারসাজিটা হচ্ছে কৌটার গায়ে যেখানে টিনের চাদর মুড়ে দেওয়া হয়েছে তার খুব কাছাকাছি একটা ছোট ছিদ্র করে রাখা। গ্রামোফোনের ব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত পিন দিয়ে এই ছেঁদা করলেই ভাল হয়। ছেঁদা করতে কৌটার মধ্যে কাঠের গুঁড়ি ঢুকিয়ে বাইরে থেকে হাতুড়ি পিটে পিন ঢোকালে কৌটার দেয়ালে চাপ না পড়ায় ধ্বসে যায় না। এই সাবধানতাটুকু না নিলে কৌতূহলী দর্শকদের নজরে এবড়োখেবড়ো কৌটাটা দেখবার পর ভাল করে দেখে বুঝে নেবার আগ্রহ আসার সম্ভাবনা থাকে। এই ছিদ্রটি কৌটার মাঝামাঝি করলে ভাল হয়। কারণ, তা হলে কৌটাতে জল ঢালতে অনায়াসে প্রায় অর্ধেকটা ভর্তি করলে ঐ ছিদ্র দিয়ে বাইরে একটুও জল বেরিয়ে আসবে না। আর তাতেই প্রমাণ হয়ে যায় যে কৌটাটি প্রকৃত পক্ষেই আস্ত ও অক্ষত। ছবিতে জলে ভর্তি কৌটা উল্টে ধরা অবস্থায় দেখানো হয়েছে। কৌটার গায়ের ছিদ্রটি তর্জনীর নীচে (চিত্র ১৬৭ ক) চাপা পড়েছে তাই দেখা যাচ্ছে না। বলা বাহুল্য, তর্জনীর নীচের ছিদ্রটি আঙ্গুলের চাপে বন্ধ করলেই জল পড়া বন্ধ হয় আর আঙ্গুলটা একটু উঠিয়ে বাতাস চলাচলের পথ করে দেওয়া মাত্র জল পড়তে থাকে। 'খ' চিহ্নিত ছবিতে ঢাকনিটি পৃথক ভাবে খোলা অবস্থায় দেখানো হয়েছে তার মাঝখানের জল পড়ার ছিদ্রটি দেখাবার উদ্দেশ্যে। বার্লির কৌটার মাঝারি ধরণেরটাই অক্লেশে পকেটে নেওয়া যায়। সুতরাং সেটাই ব্যবহার করা ভাল। বার্লির কৌটার একটা গুণ এর ঢাকনি খুব এঁটে মুখ বন্ধ করে দেওয়া যায় যাতে বাতাস চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে যায়। তবু, এ সব কৌটার কোন্‌টা কাজে লাগবে তা জল ভরে ঢাকনি এঁটে উল্টে দেখা উচিত যে এক ফোঁটাও জল পড়ছে না, তখন সেই কৌটাতেই যাদুকরী কারসাজি করে নিতে হয়।



(চিত্র ১৬৭)

এ খেলাটি মানুষের ইচ্ছাশক্তির জোরে কি না হয় দেখাবার কাজে করে দেখালে দর্শকগণ তপোবলের কাহিনীর কল্পনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হন। আমাদের দেশের পুরাণ রূপকথা ও কিংবদন্তীতে নানা গুজব ছড়িয়ে আছে।

আমরাও ছোট বেলা থেকে এগুলো শুনে ও পড়ে মনে করেছি যে এ সবই সম্ভব। সুতরাং যাদুকর যখন কৌটার জলকে 'থাম' বলতেই থামায়, আবার 'পড়' বলতেই পড়ায় তখন হুকুম মাফিক ঘটনা ঘটলে ইচ্ছাশক্তির প্রভাব ছাড়া আর কিই বা বলা যায়? প্রথম বার জল ভরা কৌটা উল্টে জল পড়া দেখিয়ে তার পরের বার কৌটায় জল ঢেলে, ঢাকনি এঁটে, ফুটোয় আঙুল ঠেকিয়ে, কৌটা উল্টে জল পড়তে দিয়ে ও বন্ধ করে দেখালে খেলাটি চিত্তগ্রাহী ও চমকপ্রদ হয়।

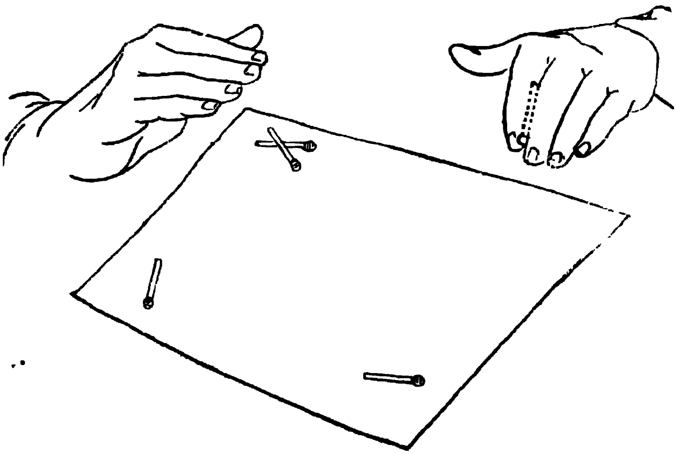
চতুরঙ্গ

এটিও দিয়াশলাইয়ের কাঠির খেলা। প্রদর্শক একটা রুমাল বিছিয়ে তার চার কোণে চারটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি রাখে। রাখার পর দু হাতে দুটি কাঠি চাপা দেয়। কিছু ক্ষণ পরে হাত তুললে দেখা যায় যে এক জায়গায় দুটি কাঠি এসেছে, অন্য জায়গার কাঠিটা সেখানে নেই। আবার দুটি কাঠি এক হাতে চাপা দিয়ে অন্য হাতটিতে আর একটি কাঠি ঢাকার পর হাত তুললে দেখা যায় প্রথম হাতের তলায় তিনটি কাঠি এসেছে এবং অন্য হাতে চাপা দেওয়া কাঠিটা অন্তর্হিত। শেষবার তিনটি কাঠি এক হাতে চাপা রেখে অন্য হাতে চতুর্থ কাঠিটা চাপা দিয়ে, দু হাত ওঠাবার পর চারটি কাঠি এক জায়গায় এসেছে দেখানো হয়। বর্ণনা শুনে ও কি উপায়ে কাজটি হয়, পড়ে, ততটা গুরুত্বপূর্ণ খেলা মনে না হলেও কার্যক্ষেত্রে এ খেলাটি যথেষ্ট বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। যাদুক্রীড়া ফলাফলেই বিচার করা যায়, এটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উপায়টি ব্যক্ত করার আগে বলা দরকার যে এ খেলাটি সম্পন্ন হয় যে-পদ্ধতিতে তাকে যাদুকরের ভাষায় বলা হয় একাগ্রসর প্রথা। একাগ্রসর প্রথা তাকেই বলে যেখানে পরে যা করতে হয় তাকে তার আগেই নিষ্পন্ন করে ফেলা। এই ব্যবস্থা এমনই জোরদার যে মহাজ্ঞানী যাদুকরদেরও অনেক সময় মাথা ঘুরিয়ে দেয় যখন কোন নতুন খেলায় চিরাচরিত ব্যবহারের পরিবর্তন করে ভিন্নতর ভাবে এটি প্রয়োগ করা হয়। সকলেরই মনে রাখা দরকার যে যে-কোনও বিষয়েরই মূল তথ্য বা প্রকরণ মানবজাতি সেই গুহা বাসের কালেই জেনেছে। এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা কেবল মাত্র সেই আদিম যুগের জ্ঞান কাণ্ডের স্থূলতা দূর করে চিক্কণ পালিশ ও মজবুত করতে পারি এবং তা করাই কৃতিত্বের বিষয়।

রুমালের চার কোণে রাখা চারটি কাঠির দুটি কাঠি প্রদর্শক দু হাতে ঢাকা দিয়ে হাত তুলতেই দেখা যায় এক হাতের দিকে দুটি কাঠি দেখা যাচ্ছে, আর

অন্য হাতের দিকে কোনও কাঠিই নেই। ব্যাপারটা হল এই জন্য যে যে-হাত ওঠাতে সেখানে দুটি কাঠি দেখা গেল সে হাতের তর্জনী ও মধ্যমার চাপে ধরা একটি কাঠি আগেই লুকিয়ে রাখা হয়েছিল (চিত্র ১৬৮), ফুটকি চিহ্ন দিয়ে কাঠি আঙুলে কি করে ধরে রাখা হয় দেখানো হয়েছে। ধরা যাক, ডান হাতে



(চিত্র ১৬৮)

অতিরিক্ত একটি কাঠি গোপন রাখা হয়েছিল। তা হলে ডান ও বাঁ হাতের রুমালের দু কোণের দুটি কাঠি প্রসারিত করতল দিয়ে এক বার ঢাকা দিয়েই ওঠাতে ডান হাতের অতিরিক্ত কাঠি ছেড়ে দিলে সে দিকের কাঠি একটার জায়গায় দুটো হয়ে যায়। এ সময় দু হাত এক সঙ্গে ওঠানো হয়। ফলে দর্শকরা এক দিকে দুটি কাঠি দেখেন, অন্য দিকটা শূন্য দেখে একে একে দুই হয়েছে বুঝে নেন। কিন্তু প্রদর্শক দর্শকদের সাময়িক বিস্ময়কে বিচার বিশ্লেষণ করবার সময় না দিয়েই বাঁ হাতের করতল দিয়ে যেখানে দুটি কাঠি হয়েছে সেখান ঢেকে দেয় ও ডান হাতটি অন্য যে কোণে একটি কাঠি আছে সেটাকে চাপা দেয়। যে বাঁ হাতে প্রথম বার একটা কাঠি ঢাকা দেওয়া হয়েছিল সেই হাতে ঐ কোণের কাঠিটা ধরে ফেলা হয়েছিল ও করতল প্রসারিত করে তোলা হয়েছিল। এবার সেই কাঠিটা ঐ জায়গার কাঠি দুটিতে ছেড়ে দিলেই তিনটি কাঠি হয়ে পড়ে। আর ডান হাতের আঙুলে সেই কোণের কাঠিটা ধরে করতল প্রসারিত করে উঁচুতে তুলে রাখা হয়। করতল প্রসারিত রাখা হয় বলেই সে হাতে কিছু ধরা

আছে ধারণা করা যায় না বলেই যে এ খেলাটি দেখানো যায় তা নয়, তাড়াহুড়ার ভাব প্রকাশ না করে ক্ষিপ্রতা সহকারে একের পর এক দু হাতে চাপা দেওয়া ও ওঠানো হতে থাকলে দর্শকের চোখের চমকে মনে যে বিভ্রম জেগে ওঠে সেটা থাকতে থাকতে শেষ বার আবার ডান হাতটি যেখানে তিনটি কাঠি হয়েছে সেগুলি চাপা দিয়ে বাঁ হাতে চতুর্থ কাঠিটা চাপা দেয়। বলা বাহুল্য, ডান হাতে এ সময় একটা কাঠি পূর্ববৎ গোপন থাকে এবং যখন ডান হাত তুলে ফেলা হবে তখন সেই অজানা কাঠিটা ঐ তিনটি কাঠিতে পড়ে চারটি কাঠি হয়ে যায়। আর বাঁ হাতের করতল সমান্তরাল করে তুলে রেখে সেই কোণের কাঠি আঙুলে গোপন রেখে ওঠালে সেই কাঠিটা অন্তর্হিত হয়েছে দেখায়। এ খেলা সামান্য একটু অভ্যাস করলেই রুমালে রাখা কাঠি হাত ফেলা মাত্র দু আঙুলে ধরে ফেলার কায়দা আয়ত্ত হয়ে যায়। অভ্যাস করতে করতে এমন দক্ষ হওয়া যায় যে কোনও আঙুল নড়েছে বা আঙুল দিয়ে কিছু ধরে রাখা হয়েছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেও ধরা যায় না। দক্ষতাই যাদুকরের মূলধন স্মরণ রাখা দরকার।

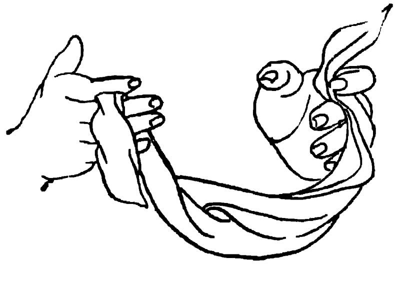
উদোর পিণ্ডি

এ খেলাতে দুটি রুমাল ও একটি বই অথবা স্লেট লাগে। একটি রুমালের দুটি বিপরীত কোণ দু হাতে ধরে প্রদর্শক বইটার দু পাশ চেপে ধরে কোনও এক দর্শককে ঐ বইটা রুমাল শুদ্ধ ধরে মাথার ওপর রাখতে বলে মাথায় তুলে দেয়। তার পর প্রদর্শক অন্য রুমালটি নিয়ে তার মাঝখানে সকলকে দেখিয়ে একটা গেরো বেঁধে ফেলে। এবার প্রদর্শক ঘোষণা করে যে তার হাতের রুমালের গেরোটি সে যাদু প্রভাবে উক্ত দর্শকের রুমালে স্থানান্তরিত করবে। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শকের হাতের ঝুলন্ত কোণটি ধরতেই দেখা যায় যে সে রুমালের গেরো হঠাৎ মিলিয়ে গেল। আর দর্শক তাঁর বইয়ের আড়ালে ধরা রুমালটি সকলকে দেখাতেই দেখা গেল যে সেই রুমালে একটা গেরো পড়েছে। ঘরোয়া পরিবেশে কেন, বড় আসরেও, এ খেলাটি সমাদর লাভ করে।

এ খেলাটি দেখাতে যা দরকার সেটা হচ্ছে লোক চক্ষুর অগোচরে রুমালে গেরো ফেলা বা দৃশ্যতঃ যেটা গেরো দেওয়া হচ্ছে সেটা প্রকৃত পক্ষে ফস্কা গেরো দেওয়া। সুতরাং এই হস্তলাঘবটি অভ্যাস সাপেক্ষ।

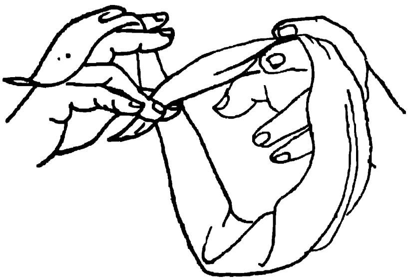
এই খেলার প্রথম কাণ্ডে রুমালের মাঝখানে লোক চক্ষুর অন্তরালে ও অগোচরে গেরো দেওয়ার উপায়টিই প্রথমে বর্ণনা করা হচ্ছে। কোনাকুনি দুটি বিপরীত

কোণ দু হাতে ধরার সময় রুমালটা একটু পাক দিয়ে নেওয়াই ভাল। ডান হাতের রুমালের খুঁটটি ধরতে রুমাল করতলের ওপর দিয়ে এনে তর্জনী ও মধ্যমার ফাঁক দিয়ে খুঁটটা বাইরে ঝুলিয়ে দিতে হয় (চিত্র ১৬৯)। আর বাঁ হাতের রুমালের প্রান্তটি কনিষ্ঠা, অনামিকা ও তর্জনীর করপৃষ্ঠের পার করে ঘুরিয়ে এনে মধ্যমা ও তর্জনীর ফাঁক গলিয়ে খুঁটটা পিছন দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় (চিত্র ১৬৯)।



(চিত্র ১৬৯)

এ অবস্থায় বাঁ হাত যদি উপুড় করা হয় তা হলে বাঁ হাতের খুঁটটা ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দিয়ে অনায়াসেই ধরে ফেলা যায় যদি অঙ্গুষ্ঠটি সে দিকের রুমালের তলা পার করে সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরা হয় (চিত্র ১৭০)। ছবিতে বাঁ দিকের খুঁট ডান হাতে ধরা রয়েছে দেখানো হয়েছে। ঠিকই যেই এ কাজটি হয়েছে, ডান হাতের কব্জি পাক দিয়ে ঐ হাতটি চিত করলেই বাঁ হাতের অনামিকা ও কনিষ্ঠা দিয়ে ডান হাতের খুঁটটি ধরে ফেলা হয় (চিত্র ১৭১)। এখন বাকী রইল দু হাতের তর্জনী ও মধ্যমা ফাঁক করে হাত দুটি ছড়িয়ে ফেলা, তা হলেই রুমালের মাঝখানে একটা গেরো পড়ে যায়।

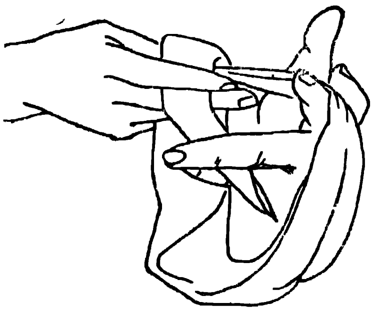


(চিত্র ১৭০)

দু হাতে ধরা রুমালের কোনও কোণ না ছেড়ে এই গেরো বাঁধার উপায়টি কাজে লাগানো হয় যখন স্লেটটি দর্শকের মাথায় তুলে ধরিয়ে দেওয়া হতে থাকে। দর্শক স্লেটটা ধরার পর রুমালের খুঁট দুটি স্লেটের দু পাশে প্রসারিত করার সময় স্লেটের আড়ালে এই গেরো বেঁধে খুঁট দুটি ধরতে দেওয়া হয়। একটা হাত না ছেড়ে গেরো দেওয়া যায় না এই ধারণার বশবর্তী মানুষ রুমালে গেরো পড়েছে মনেও করতে পারে না।

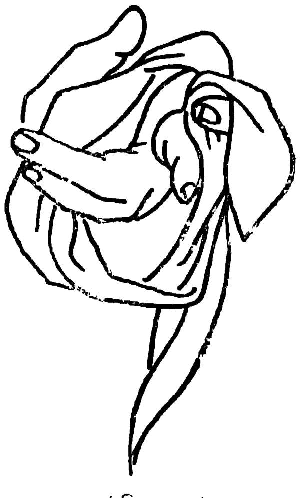
এবার রুমালে ফস্কা গেরো বাঁধার উপায় বর্ণনা করা হচ্ছে। বাঁ হাতে রুমালটি

রাখতে একটা কোনাকুনি খুঁট তর্জনী ও মধ্যমার চাপে ধরে রুমালটি করপৃষ্ঠ ঘুরিয়ে কনিষ্ঠার তলা দিয়ে এনে করতল সংলগ্ন করে অঙ্গুষ্ঠের মূল পার করে রাখা হয় (চিত্র ১৭২, পরিচ্ছন্নতার কারণ তর্জনী ও মধ্যমায় ধরা খুঁটটি উঠিয়ে দেখানো হয়েছে যাতে অনামিকা ও কনিষ্ঠা দিয়ে করতলে প্রসারিত রুমালের অংশ বিশেষ চেপে ধরাটা দেখে বুঝতে পারা যায়)। এখন ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা বাঁ হাতের করপৃষ্ঠ ও রুমালের ফাঁক গলিয়ে (চিত্র ১৭৩) বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠ-



(চিত্র ১৭১)

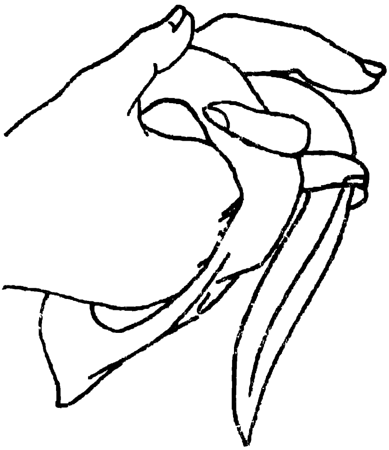
মূল অতিক্রান্ত খুঁটটি ধরে টেনে আনতে যখন উদ্যত তখন বাঁ হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আগে রুমালের যে অংশ যেমন ভাবে ধরে ছিল তা বজায় রাখে, কিন্তু কনিষ্ঠা ও অনামিকা পাকের বাইরে বার করে সামনে এনে বাঁ হাতের তর্জনী ও মধ্যমায় ধরা খুঁটটি অঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে ধরে ফেলে। এখন দু হাতই সামনের দিকে মুচড়ে, করপৃষ্ঠ উর্ধ্বে তুলে, হাত দুটি প্রসারিত করলে বাঁ হাতের তর্জনীতে রুমালের মাঝখানে আটকে পড়ায় (চিত্র ১৭৪), যে গেরো পড়ে সেটা যে ফস্কা গেরো তা গোপন রাখার উদ্দেশ্যে ওটা কষে বসাবার প্রাক্কালে তর্জনী বার করে নেওয়া হয়। আপাত-দৃষ্টিতে এই ফাঁস গেরো দেওয়ার প্রতিটি কাজই সাধারণ ভাবে গেরো বাঁধার মত



(চিত্র ১৭২)

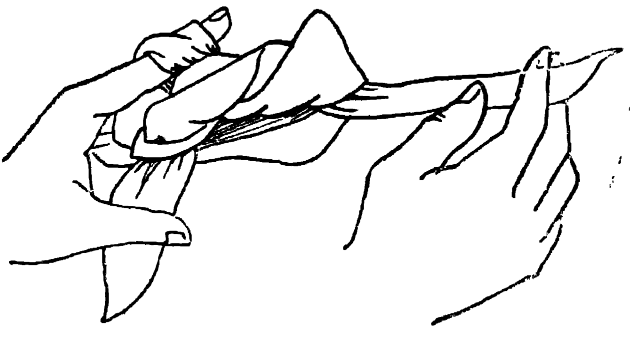
করা হয়। কিন্তু সামান্য হেরফের করে সেই কাজটাই যাদুকরী রীতিতে ফস্কা গেরোতে পরিণত করা হয়েছে। এই ফস্কা গেরো দর্শকদের দেখিয়ে বাঁধতে হয় বলেই সাধারণ কর্মপদ্ধতির যতটা অনুসরণ করা সম্ভব তা করা হয়।

দ্বিতীয় রুমালে সর্বসমক্ষে এই গেরোটি বেঁধে রুমালটি বাঁ হাতে এক কোণ ধরে ঝুলিয়ে ধরা হয়, অথবা গেরোটি বাঁ হাতের মুঠোয় রেখে ঘোষণা করা হয় যে প্রদর্শক তার রুমালের গেরো দর্শকের হাতের রুমালে পাঠাবে। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শক তার রুমালের গেরোর দু পাশ ধরে টান দিতে একটু ফুঁ দিলেই গেরো অন্তর্হিত হয়ে যায়। তার পর দর্শক স্লেট নামিয়ে তাঁর রুমাল দেখেন ও সবাইকে দেখিয়ে হতবাক্ হয়ে পড়েন। এ সময়, যে দর্শক স্লেটটি ধরে খেলা দেখাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁকে উচ্ছ্বসিত



(চিত্র ১৭৩)

ধন্যবাদ ও প্রশংসা করা শুধু কর্তব্য নয়, প্রদর্শকের প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ সহায়



(চিত্র ১৭৪)

প্রকাণ্ড সব যাদুক্রীড়া শক্ত তেমন নয়,
আয়তনের বিশালতায় ভীষণ মনে হয়।
কিন্তু যে সব ছোট্ট খেলা ক্ষুদ্র অতিশয়,
দেখতে লাগে সহজ বটে, করা সহজ নয়

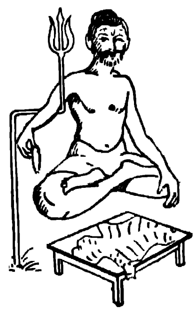
দশম অধ্যায়

মঞ্চমায়া

যাদু, ইন্দ্রজাল, ভেল্কি ও ভোজবাজি অনেক নামেই এই চিত্ত-চমৎকারিণী চারুকলাটিকে অভিহিত করা হয়েছে। বিদেশেও, বিশেষতঃ য়্যুরোপে, ম্যাজিক, লিজার্ডিমেন, প্রেস্টিডিজিটেশন ও কন্‌জ্যুরিং প্রভৃতি হরেক রকম সংজ্ঞায় ঐ একই কলাকে আখ্যাত করা হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে যাদুকে মোটামুটি দু ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা কন্‌জ্যুরিং ও ইলিউশান। কন্‌জ্যুরিং হচ্ছে ছোট পশুপাখি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জিনিস পত্র দিয়ে দেখানো যাদুক্রীড়া; আর হাতি ঘোড়া মানুষ দিয়ে বিরাট আসবাবের খেলাগুলিকে বলা হয় ইলিউশান। এই শেষোক্ত খেলা দেখাতে অনেক লোকজন তো লাগেই, পট পর্দা সমন্বিত রঙ্গমঞ্চও দরকার হয়। আমাদের দেশে যাদু মানে যাদু। ছোট খেলাই হোক, আর বড় খেলাই হোক যাতে চোখ ধাঁধায়, মন মাতায় সে সবই যাদু, যদি তাতে অসম্ভব কিছু করে দেখানো হয়। কিন্তু সম্প্রতি এ দেশেও যাদুর প্রকার ভেদে ভিন্ন নামকরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কারণ, প্রাচীন রীতিতে এদেশের যাদুকরগণ মাঠে ময়দানে ডুগডুগি আর বাঁশী বাজিয়ে যে-যাদুর আসর জমায় তা পাশ্চাত্য নিয়মের ব্যতিক্রম তো বটেই, ভদ্র সমাজের মর্যাদা রক্ষার প্রতিকূল বলে গণ্য। এই বিচারে আমরাও মঞ্চে, বিরাট কক্ষে এবং তাঁবুতে যাদুর পশরা নিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছি। এই অবস্থায় যাদুর ছোট বড় ও মাঝারি খেলাগুলিকে আলাদা না করলে কোন্ খেলা কোন্ আসরের উপযুক্ত তা জানার অসুবিধা হয়। তাই আমরা প্রকাণ্ড রঙ্গমঞ্চে দেখাবার মত খেলাগুলিকে মঞ্চমায়ার খেলা নাম দিয়ে ইলিউশানের সংজ্ঞা ব্যক্ত করতে পারি; আর কন্‌জ্যুরিংকে বৈঠকী যাদু নাম দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারব বোধ হয়। এ ছাড়া আধুনিক ম্যাজিকে আজকাল 'ক্লোজ্-আপ' অর্থাৎ কাছাকাছি যে সব ম্যাজিক দেখানো হয়, সেগুলির দিশি নাম চুটকি যাদু দিলে আপত্তি করার কিছু থাকে না।

পৃথিবীর ইতিহাসে মঞ্চমায়ার যাদুতে ভারতবর্ষই খুব সম্ভব শীর্ষস্থান অধিকার করে। কারণ, ভারতীয় বাঁশে বোনা পেটরার, ইণ্ডিয়ান বাস্কেট্ ট্রিক্, খেলার চেয়ে প্রাচীন বাক্সে পুরে মানুষ তিরোহিত করার যাদু রূপকথা উপকথা ছাড়া

অন্য কোথাও হয়েছে এখনও শোনা যায় নি। ঐ কিংবদন্তীর পর্যায়ের ভারতীয় প্রখ্যাত দড়ির খেলা অধুনা দেশে বিদেশে ঘোরতর বাগ্‌বিতণ্ডার তুফান উঠিয়েছে। ঐ পেটরার পরেই এদেশের আর একটি চমকপ্রদ যাদু হচ্ছে বিনা অবলম্বনে শূন্যে অবস্থান। আঠার শতকের গোড়ার দিকে মাদ্রাজের এক অজ্ঞাত-নামা ব্রাহ্মণের (চিত্র ১৭৫) মাটিতে পোঁতা ত্রিশূলের ওপর হাত রেখে জপের মালা টপকাতে থাকা কালে শূন্যে অবস্থান করার বিস্ময়জনক চাঞ্চল্যকর সংবাদ ভারতের সীমান্ত পার হয়ে সুদূর পাশ্চাত্য জগতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ব্রাহ্মণ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। তাঁর মৃত্যুর দু বছর পরে শেষাল নামধারী ব্যক্তি এই একই আপাত অলৌকিক কাণ্ড করতে থাকে। শেষালের দুর্ভাগ্য এই যে তার শূন্যে অবস্থান দেখে অনেকেরই সন্দেহ হতে থাকে যে তার শরীরের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী সমান্তরাল বংশ দণ্ডটির সংযোগ থাকার সম্ভাবনা আছে, অন্যথা ঐ বাঁশের ডগায় হাত ঠেকিয়ে রাখবার কি প্রয়োজন? সেকালেও যে কার্যকারণের অনুসন্ধিৎসা সাধারণ জনগণের উর্বর মস্তিষ্কে খেলে বেড়াত আশ্চর্যের বিষয়। ব্যোম মার্গে অবলম্বন ছাড়া ভাসমান থাকা যোগী ঋষিদের পক্ষে সম্ভব এ দেশের জনশ্রুতিতে প্রচলিত। কিন্তু শেষালের আগের ব্যক্তিটির সম্বন্ধে সন্দেহ হয় নি, কারণ তিনি শান্ত শিষ্ট ভক্ত ছিলেন ও পূজা অর্চনায় দিনাতিপাত করতেন। শেষালের বেলায় তার নৈতিক চরিত্র সাধারণের অপেক্ষা নীচু স্তরের হওয়াতে এবং তার কদাচারে ও অহংকারে উত্যক্ত হয়ে স্থানীয় লোকদের মনে হতে থাকে দুরাচারী কখনও যোগাসনে শূন্যে থাকতে পারে না। এ দেশের এই বিস্ময়টির খবর শুনে ফ্রান্সের রবার্ট হুডিন এই খেলারই অনুরূপ খেলা উদ্ভাবন করে তাঁর ম্যাজিকের প্রদর্শন সূচির বৈশিষ্ট্য বাড়িয়ে তোলেন ও জগৎ জোড়া খ্যাতির অধিকারী হয়ে যান। তাঁর দেখানো খেলায় একটা বেড়াবার ছড়ি মঞ্চে গেঁথে দাঁড় করিয়ে তার ডগায় ছেলেকে শুইয়ে দিতেন ও গরম তাওয়ায় ইথার দ্রাবক ফেলে দর্শকমণ্ডলীকে বিভ্রান্ত করতেন এই বলে বুঝিয়ে যে ঐ ইথারের বাষ্পে ফুসফুস ভর্তি হওয়ায় বালক শূন্যে ভেসে আছে। তখনকার দিনে ইথার, পরে এটাই ক্লোরোফর্ম নামে পরিচিত হয়, সবে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং অস্ত্রোপচারে ঘুমপাড়ানীরূপে তেমন বহুল প্রয়োগ প্রচলিত হয় নি। জানা ভাল যে, বাহুমূলে



(চিত্র ১৭৫)

ঠেকানো দাঁড়ানো লাঠির ডগায় ভর রেখে শূন্যে ভাসমান তরুনীর যে খেলা অধুনা দেখানো হয় তা ফকির অফ উলু ওরফে প্রফেসর সিল্‌ভেষ্টারের সৃষ্ট যান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ ছাড়া মড়া ভাসানো নামে ভূঁয়ে চাদর ঢাকা মানুষকে শূন্যে উঠিয়ে ফেলার যে খেলা এ দেশে প্রচলিত আছে, পাশ্চাত্য ভাষায় যাকে সাস্‌পেন্সান্‌ বলে, সে খেলা দেখাবার ভারতীয় উপায়ে কোনও যান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই। অথচ য়্যুরোপে যন্ত্রের সাহায্যে এটি করা হয়। লণ্ডনে যাদুকর ম্যাস্কিলাইনই নাকি সর্ব প্রথম সে দেশে বিনা অবলম্বনে মানুষ ভাসাবার খেলাটি আবিষ্কার করেন। পরে আমেরিকার যাদুকর কেলার ম্যাস্কিলাইনের ইজিপ্‌সিয়ান হলের সহযোগী যাদুকর পল্‌ ভ্যালাডন্‌কে আমেরিকায় ম্যাজিক দেখাবার সুযোগ করে দিয়ে ভ্যালাডনের কাছ থেকে ম্যাস্কিলাইনের উদ্ভাবিত উপায়টি জেনে নেন। ফলে, কেলার এ খেলাটি নির্মাণ করেন এবং পরে আরও একটু উন্নতি সাধন করে শূন্যে ভাসমান চাদর ঢাকা তরুণীকে পাদ-প্রদীপের কাছ পর্যন্ত এগিয়ে এনে সেখানেই চাদর তুলে তরুণীকে অদৃশ্য করার চমকটি আগের খেলার অতিরিক্ত বিস্ময় রূপে যুক্ত করেন। কেলারের এই নবতর উন্নয়ন তাঁর নিজে দেখাবার সৌভাগ্য হয় নি। ঐ খেলাটির গৌরবে জগৎ পরিক্রমার শেষে যাদুকর থার্সটন বিশ্ব-বিখ্যাত হয়ে পড়েন। অবশ্য থার্সটনের অন্যান্য যাদুকরী দক্ষতাও ছিল স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

বাংলার অন্যতম সাধারণ যাদুক্রীড়া হচ্ছে জীবন্ত মানুষের জিভ কেটে জোড়া লাগানো। কোথাও কোথাও হৃৎপিণ্ড উপড়ে এনে পুনঃ স্থাপন করাও হয়। মানুষের অঙ্গচ্ছেদ সম্পর্কে পৃথিবীর অন্যত্র যে খেলার খবর পাওয়া যায় তা হচ্ছে উনিশ শতকের টোবিনির দেখানো একটি বাক্সে শায়িতা রমনীকে করাত দিয়ে মাঝ বরাবর চিরে বাক্সটি দু ফাঁক করার পরে রমনীকে অক্ষত দেহে নিষ্ক্রান্ত করা। ভীষ্মের শরশয্যার কাহিনীতে প্রবুদ্ধ হয়ে কোন্‌ ভারতীয় যাদুকর কবে নবীনা কিশোরীকে সুতীক্ষ্ণ তরবারির সূচ্যগ্র ডগায় সুপ্তিমগ্না রেখে দর্শকদের পুলক শিহরণে রোমাঞ্চিত করেছিল তা গবেষকদের গবেষণার বিষয়। আর বাঁশের চাটাইয়ে তৈরী পেটরায় পুরে বালক উধাও করার খেলাটি কোন্‌ যুগে কার সৃষ্টি কে বলতে পারে? ঐ পেটরায় বন্দীর দেহে তরবারি ঢুকিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করার কৃতিত্বের দাবীদারও এখন খুঁজে পাওয়া ভার। এই শেষোক্ত খেলাটির অনুকরণে কর্নেল ষ্টোডেয়ার, ওরফে এ্যালফ্রেড ইন্‌গ্লিস, টমাস টবিন বিরচিত যে ভারতীয় পেটরার খেলা দেখিয়ে যাদু জগতে সুপ্রসিদ্ধ হয়েছিলেন, সেটি ভারতীয় পেটরার

গরিমার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না। এখনও ভারতীয় পেটরার ও চাদর ঢাকা মানুষকে বিনা অবলম্বনে শূন্যে উত্তোলন করার খেলা দুটি ভারতের বাইরে কারও হাতযশে ধন্য ধন্য রব তোলে নি। কারণ, দেখাবার রীতি ও কলাকুশলতা এত সাধন সাপেক্ষ যে অত ধৈর্য ও শ্রম এদেশের যাদুকর ছাড়া অন্য কোনও দেশের লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। ভারতীয় যাদুক্রীড়ার এই সুদীর্ঘ প্রশিক্ষণ ও কলা-কৌশল আয়ত্তের দীর্ঘ সাধনাই এগুলি শেখার দুরতিক্রমনীয় অন্তরায়।

পাশ্চাত্য মঞ্চমায়ার সব চেয়ে প্রাচীন ক্রীড়া হচ্ছে কামান বা বন্দুক থেকে ছোঁড়া গোলা বা গুলি হাতে বা দাঁতে ধরে ফেলা। বন্দুকের গুলি ধরার উদ্ভাবনী কৃতিত্ব দাবী করে থাকেন এ্যাষ্টলি, এ্যাণ্ডার্সন, ঈগল ও ওয়াইসম্যান। এঁদের মধ্যে এ্যাষ্টলি হচ্ছেন প্রাচীনতম দাবীদার। কারণ তিনি হচ্ছেন অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের যাদুকর। কিন্তু এই একই খেলা দেখিয়েছেন আরও এক শ বছরের প্রাচীন আর এক যাদুকর। তাঁর নাম কুউলিউ। ইনি ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে সহকারীর গুলিতে মারা যান। অবশ্য খেলা দেখাবার সময় দুর্ঘটনাতে মারা পড়েন নি। এই মর্মন্তুদ ঘটনাটি রেভারেণ্ড থমাস বিআর্ডের লেখা 'থেট্রস্ অফ্ গড্স্ জাজমেণ্ট' গ্রন্থে সবিস্তারে লেখা আছে। এই বন্দুকের গুলি ধরার দুর্ঘটনার দ্বিতীয় আহুতি বোধ হয় স্বামী এবং যাদুকর ডি-লিনস্কির হাতে খেলা দেখাবার সময় নিহত ম্যাডাম ডি-লিনস্কি। এই খেলার শেষ বলি হয়েছেন যাদুকর চুং লিং স্যু ওরফে উইলিঅম রবিনসন। খবরে প্রকাশ ইদানিং ১৯৭০ সালে ইংলণ্ডের যাদুকর ফোগেল এই একই খেলায় আহত হয়েছিলেন।

সারা পৃথিবীতে গবেষণার উৎসাহ নিয়ে মঞ্চমায়ার প্রতিটি খেলার উৎস পর্যন্ত অন্বেষণ করা অবশ্যই আবশ্যক। ভবিষ্যতে কেউ না কেউ বিস্মৃতির বিভ্রম উন্মোচন করবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত যত দূর জানা গেছে ভারতীয় পেটরার প্রাচীনতাকে কেউ অতিক্রম করতে পারে নি। তাই আমরা এটিকে সর্বাধিক পুরাতন মঞ্চমায়া বলে ধরে নিতে পারি। মনে হয়, পর্যটকদের প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রতিবেদন থেকে ভারতের এই সব বিস্ময়জনক মঞ্চমায়ার খবরে পাশ্চাত্যের জনগণ বিমুগ্ধ শ্রদ্ধায় ভারতবর্ষকে যাদুর পুণ্য তীর্থ জ্ঞানে যাদুর দেশ নামে জগৎ বরেণ্য করে রেখেছে।

মঞ্চমায়ার যাদুক্রীড়াগুলি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করার আগে বলে রাখা দরকার যে এই ধরণের খেলা দেখাতে যাদুকরী বাগ্মিতার রসাল ও চটুল রহস্যালাপের সুযোগ অনেক কম। অতএব বাক্জালে যে পরিবেশ রচনা করা যায় তার

অভাব পূর্ণ করতে নাটকীয় চলাফেরায়, কাজেকর্মে, সাজ-সজ্জায়, পশ্চাৎপটে ও আলোকপাতে সেই আবহাওয়া সৃষ্টি করা দরকার। মঞ্চের কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থাও আছে যেগুলি মঞ্চমায়ার সহায়। এই সুবিধাগুলির কয়েকটি হচ্ছে দু পাশের কয়েক সার উইংস বা যাতায়াতের পথ, পশ্চাৎপটের গোপন দ্বার এবং মঞ্চের বেদীতে ফাঁদ বা গোপন সুড়ঙ্গ। এ ছাড়া মঞ্চে ম্যাজিক করার একটা বিশেষ সুবিধা দর্শকদের থেকে দূরে দাঁড়িয়ে খেলা দেখাবার সুযোগ এবং প্রদর্শকের আশে-পাশের ও পিছনের দিক সুরক্ষিত থাকায় দু পাশ ও পশ্চাৎ সম্বন্ধে অতি সাবধানতার প্রয়োজন হয় না। তবু মঞ্চের ম্যাজিকের একটা বড় রকমের অসুবিধাও আছে। এই অসুবিধা হচ্ছে বড়সড় আসবাব, প্রাণী ও মানুষ দিয়ে খেলা দেখাবার সময়, মঞ্চের বিরাট আয়তন প্রায়ই ফাঁকা দেখায়। এই শূন্যতা বোধ দর্শকদের কৌতূহল ব্যাহত করে। সুতরাং মঞ্চমায়ায় খেলার সামগ্রী ও খেলাতে ব্যবহৃত পশুপক্ষী ও মানুষ ছাড়া মঞ্চ ভরিয়ে রাখার প্রয়োজনে এক দল সুশিক্ষিত সুবেশ সহকারী ও সহকারিণীও লাগে। অতএব মঞ্চমায়া অতিশয় ব্যয় বহুল ও শ্রমসাধ্য উদ্যোগ।

ভুতুড়ে সিন্দুক

হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি পরিয়ে, ছালায় বন্দী করে যাদুকরকে কাঠের সিন্দুকে পুরে মশারি ফেলে দিতে না দিতেই সে বাইরে এসে দেখা দেয়, বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। এর পর আরও বিস্ময়, যে-যাদুকরকে বাইরে দেখা গেল তার এক কব্জিতে দর্শকের একজন পরাল ঘড়ি, অন্যজন বাঁধল রুমাল। যাদুকর মশারির মধ্যে ঢোকা মাত্রই সেটা তুলে ফেলা হল আর দর্শকদের ডেকে এনে সিন্দুকের তালা খুলতে বলা হল। তাঁরা আগেই দেখে নিলেন তালা যেমন তাঁরা বন্ধ করেছিলেন তেমনই আছে। তখন তালা খুললেন, দেখলেন ছালার মধ্যে যাদুকর পূর্ববৎ রয়েছে। ছালার দড়ির বাঁধন শীলমোহর করা হলে তাও ঠিকঠাক থাকে। ছালা খোলা হতে যাদুকরকে দেখা গেল এক হাতে সেই ঘড়ি, অন্য হাতে সেই রুমাল। বাক্সটি আগেই অনেকে পরীক্ষা করে দেখেছে কোনও পাশ দিয়েই বেরবার পথ নেই। তা হলে বন্দী মানুষটা বাইরে এল কি করে? আর সে যদি নাই বাইরে আসে তা হলে অন্য যে ব্যক্তিকে তার বদলে দেখা গেছে তার হাতে দর্শকদের দেওয়া ঘড়ি রুমাল গেল কি করে? এ খেলাটির উদ্ভাবনার দাবীদার অনেকেই। তবে ইংলণ্ডের প্রখ্যাত যাদুকর ম্যাস্কিলাইনের কপালেই

আবিষ্কর্তারূপে পৃথিবী স্বীকৃতি চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। আমাদের দেশে যাদুকর গণপতি এ খেলাটি দেখিয়ে অপ্রমেয় যশ ও প্রচুর অর্থ অর্জন করে গেছেন।

বাক্স ছালা হাতকড়ি বেড়ি তালা চাবি পরীক্ষা করতে বেশ সময় যায়। তার পর বাঁধা ছাঁদা হতে আরও সময় লাগে। কিন্তু যে সব কাজ করতে দশ বার মিনিট লেগেছে কোনও মানুষের পক্ষে কি চোখের পলক পড়তে না পড়তেই সেই বাঁধন থেকে বাইরে আসা সম্ভব? অলৌকিক শক্তির অধিকারী না হলে এই অসাধ্য কাজ সাধন করা যায় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বন্দী যাদুকর কি নিমিষেই বন্ধন দশা ঘুঁচিয়ে বাইরে এসে পড়ে? না, তাও ঠিক নয়। তা হলে ব্যাপারটা কি? ব্যাপার হচ্ছে দর্শকদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল করা হয় যে যাদুকরকে বাঁধতে, ছালায় পুরতে, বাক্সে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করতে কতটা সময় লাগছে। এই সময়ের ধারণাটা লোকের মনে একবার ঢুকিয়ে দিতে পারলে তার চিন্তার মধ্যে গোল দেখা দেয় যখন মুহূর্তে বন্দী যাদুকর বাইরে এসে দর্শন দান করে। বড়ই দুঃখের বিষয়, আজকাল আমাদের দেশে এ খেলাটা দেখাতে সময়ের এই বিভেদটা প্রায় বেশীর ভাগ যাদুকরই দর্শকদের মনে ধরিয়ে দেয় না। ফলে, আমার মতে যেটা ভোজবাজির পর্যায়ের বিস্ময়, সেটা একটা সামান্য কৌতুকে পর্যবসিত হতে দেখা যায়।

লণ্ডনের প্রখ্যাত যাদুকর ম্যাস্কিলাইন ইংলণ্ডে এই খেলাটি জনপ্রিয় করেছেন বটে, সেই সঙ্গে বিড়ম্বনাও কম ভোগেন নি। ম্যাস্কিলাইনের সৌভাগ্য রবি যদিও এই সিন্দুকের খেলা থেকেই উদয় হতে শুরু করেছিল, তেমনই খ্যাতির মধ্যাহ্নে সেই রবিও রাহু গ্রাসে ম্রীয়মান হয়ে পড়েছিল। খেলাটি এই গ্রহের ফেরে পড়ায় সসাগরা ধরণীর যাদুকর গোষ্ঠীর সৌভাগ্য এই যে তারাও খেলাটির মূল উপায়টি জানবার সুযোগ পেয়ে গেল। ব্যাপারটা সংক্ষেপে দাঁড়ায় যে ম্যাস্কিলাইন এই বাক্সের খেলা দেখাতে ঘোষণা প্রচার করতেন এই বলে যে যে-কেউ ম্যাস্কিলাইনের অনুরূপ বাক্স তৈরী করতে পারবেন ও খেলা দেখাবেন তাঁকেই একশ পাউণ্ড দণ্ডে পুরস্কার দেওয়া হবে। এ হেন প্রচারের উদ্দেশ্য এই যে সারা শহরের যাদুকরদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে নিজেকে বড় বলে জাহির করা ও দর্শক জড় করা। কিন্তু ঘোষণার ভাষা কোনও আইনজ্ঞ দিয়ে না লিখিয়ে নিজে মাতব্বরি করে রচনা করায় আদালতে ম্যাস্কিলাইনের চ্যালেঞ্জ ম্যাস্কিলাইনেরই বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়াল। তাঁর চ্যালেঞ্জের আক্ষরিক ঘোষণা অনুসারে দুজন যাদুকর ম্যাস্কিলাইনের বাক্সের ন্যায় হুবহু আর একটা বাক্স এনে তাঁর প্রদর্শন ক্ষেত্রে এসে তাঁকে ঘোষণার টাকাটা দিতে

বললেন। ম্যাস্কিলাইন বাক্সটি দেখলেনও না, সেই বাক্স দিয়ে অনুরূপ খেলাও দেখাতে দিলেন না, কিন্তু ততক্ষণে দর্শকগণ বিষয়টি জানতে পেরেছেন। কৌতূহলী ও আমোদবিলাসী জনগণ দাবী করলেন ম্যাস্কিলাইন তাঁর প্রচারণা অনুসারে এই বাক্স দেখুন ও যাঁদের বাক্স তাঁদের খেলা দেখাতে দিন। কিন্তু ম্যাস্কিলাইনের এক কথা, "ঐ বাক্স আর আমার বাক্স এক নয়, এক হওয়া সম্ভব নয়।" ম্যাস্কিলাইনের বিপদ এই যে তিনি খুলে বলতে পারছেন না কোথায় দুটি বাক্সে মিল নেই। তা বলতে গেলেই ঐ বাক্সের খেলার রহস্যটাও ফাঁস হয়ে যায়। প্রতিদ্বন্দ্বী যাদুকরদ্বয় ম্যাস্কিলাইনের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বিচারালয়ের শরণ নেন। ধাপে ধাপে মামলা চলল। ফৌজদারী থেকে দেওয়ানী; দেওয়ানী থেকে হাইকোর্ট। প্রতিটি আদালতই ম্যাস্কিলাইনের বিপক্ষে রায় দিলেন। তিনি তবু নাছোড়বান্দা। হাউস অফ কমন্স হয়ে লর্ডস্ ঘুরে শেষ পর্যন্ত মামলা গিয়ে ঠেকল কুইন্স বেঞ্চে। সব আদালতেই ম্যাস্কিলাইন হারলেন। লর্ডসের বিচারপতিগণ যখন সখেদে ম্যাস্কিলাইনকে প্রতিশ্রুতি রক্ষার কথা বললেন তখন আর শেষ মঞ্চে না উঠে টাকা মিটিয়ে মামলার নিষ্পত্তি করলেন। যদিও এক দিক দিয়ে ম্যাস্কিলাইনের হার হল, আর এক দিক দিয়ে তাঁর নাম খবরের কাগজের প্রতিবেদনে আপামর জনগণের কাছে ছড়িয়ে পড়ল। কে জানে, ম্যাস্কিলাইনের গোঁ হয়ত এটাই চেয়েছিল। কিন্তু তিনি যা পেলেন, আর তার দরুণ যা খসালেন, তাতে যাদুকরদের উপকারটা কম হয় নি।

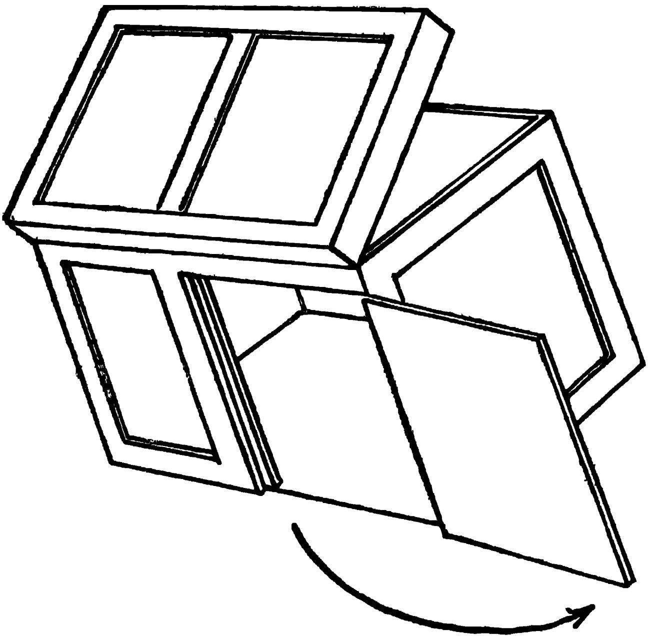
এই সিন্দুকের খেলার হাতকড়ি ও পায়ের বেড়ি খোলাটা বন্ধন মোচনের যাদুর পর্যায়ে পড়ে না। কারণ ঐ দুটি বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া হয় চাবি দিয়ে। হ্যাঁ, যাদুকরের কাছে আর এক জোড়া চাবি থাকে, সেই চাবি দিয়ে, সবাই যেভাবে ওগুলি খোলে, সেই ভাবেই খুলে ফেলা হয়। জনসাধারণের বদ্ধমূল ধারণা আছে যে হাতকড়ি ও পায়ের বেড়ি খোলার চাবি আর দ্বিতীয় একটা হয় না। না, তা নয়। সব হাতকড়ি ও বেড়ির চাবি একই। দু জোড়া কিনলেই দ্বিতীয় চাবি পাওয়া যায়। সুতরাং যাদুকরকে যখন ছালায় পুরে ছালার মুখ বাঁধা ও শীল মোহর করা হচ্ছে তখন বন্দী হাত ও পা থেকে কড়ি ও বেড়ি খুলে তৈরী। ছালার মুখ দড়ি বাঁধা যখন হচ্ছে ও গেরো শীল মোহর করা হচ্ছে ততক্ষণ বন্দী ব্যস্ত ছালার তলার সেলাই খুলে বাইরে যাবার পথ প্রশস্ত করতে। তলায় একটা বখেয়া সেলাই অথবা হেম্-স্টীচ করা থাকে। সুতরাং যে দিক থেকে সেলাই

শুরু হয়েছে, সেলাই শেষ হলে সেখানকার বাড়তি সুতোয় বড় একটা গ্রন্থি থাকলে অন্ধকারে হাতড়েও সেটি খুঁজে পাওয়া যায়। সেলাইয়ের শেষ দিকের সুতো খানিকটা ছাড় দিয়ে রাখা হয় যাতে অন্য দিক থেকে সুতো টানলে সড়সড় করে খুলে আসে। ছালায় যাদুকরকে ভর্তি করতে ছালাটা পরীক্ষান্তে বাক্সের মধ্যে রেখে যাদুকরকে ঢুকতে দেওয়া হয়। সুতরাং ছালার তলা খুলে ফেলার সুবিধা ও সময় যথেষ্ট পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ছালার তলা খোলার বদলে অনেকে ছালার এক পাশে বখেয়া সেলাই করে রাখে যেটা খুলে বার হবার পথ হয়।

এখন বাকী রইল কাঠের সিন্দুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা। বন্ধন মোচনের যে সমস্ত উপায় আগেই জানানো হয়েছে তারপর বুদ্ধিমান পাঠকের অনুমান করা শক্ত নয় যে বাক্সের কোথাও না কোথাও একটা গোপন দরজা আছে। ছবিতে (চিত্র ১৭৬) কাঠের সিন্দুকটি দেখলেই বুঝা যাবে যে বাক্সটি অনেকটা প্যাকিং বাক্সের ধরণে তৈরী, শুধু ওপরের ডালাটির এক পাশে কব্জা ও তার বিপরীত দিকে আলতারাফ লাগানো থাকে যাতে তালা দিয়ে ডালাটা বন্ধ করে ফেলা যায়।

ডালার কব্জা বা আলতারাফ না খুলেই সিন্দুক থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য ওটির পিছন দিকের অর্ধাংশ দরজার কপাটের মত খোলার ব্যবস্থা থাকে (চিত্র ১৭৬)। ছবিতে পিছনের এই দরজাটি খোলা দেখানো হয়েছে। আগেই উল্লেখ করেছি সিন্দুকটি বড় প্যাকিং বাক্সের রীতি অনুযায়ী তৈরী হয়। সেজন্য সিন্দুকটির ছ দিকেই বাটামের কাঠামো করে তার মধ্যে তক্তা বসিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ, সিন্দুকের তিনটি প্রশস্ত অংশের মাঝে বাটাম এঁটে দু ভাগ করা হয়, ছবিতে সিন্দুকের পিছনের অংশ দেখানো হয়েছে। এই অংশের যে দিকটা উন্মুক্ত দেখা যাচ্ছে সেই অংশ বা কপাটটি বন্ধ করে অভ্যন্তরস্থ বাটাম হড়কে এনে ঐ কব্জা আঁটা পাটাটি চেপে পিছনের অংশটি এক করে মিলিয়ে রাখা হয়। এটিই সিন্দুকের প্রবেশ ও নির্গমনের গোপন পথ। ঐ খাড়া বাটাম যেটি কপাটের ওপর পড়ে খিলের কাজ করে সেটি দর্শকগণের পরীক্ষার সময় অতর্কিতে সরে যাতে না যায় তার জন্য দুটি বা একটি স্ক্রু এঁটে রাখা হয়। কাঠামোতে নানা জায়গায় স্ক্রু আঁটা থাকে। কিন্তু কপাটের দিকের জায়গায় জায়গায় যে স্ক্রু মারা থাকে তার অনেকগুলিই সাক্ষীগোপালের মত বাইরেরটা যথাস্থানে দৃশ্যমান। কিন্তু পুরাপুরি ভিতর বাহিরে আঁটা থাকে না, কারণ ওগুলির মাথাটাই লাগানো হয়, তলার অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়।

যাদুকরকে স্বয়ং বাক্সে বন্দী হয়ে ওপরের ডালা না খুলে বেরিয়ে এসে আবার ঢুকতে হলে সিন্দুকের পিছন দিকের পাল্লাতেই এই গুপ্ত দরজা রাখাই যুক্তিযুক্ত। এই সিন্দুকের খেলায় কখনও কখনও ভিতরের মানুষ বাইরের অন্য একজনের সঙ্গে জায়গা বদল করে, অর্থাৎ যে ছিল বাক্সের মধ্যে সে বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়ানো ব্যক্তির স্থান নেয় এবং বাইরের লোকটিকে বাক্সের মধ্যে বন্দী অবস্থায় পাওয়া যায়। এই পাল্টাপাল্টি খেলা দেখাতেও সিন্দুকের পিছনেই গোপন দরজাটি



(চিত্র ১৭৬)

করা ভাল। কারণ বাক্সের ডালায় এই চোরা দরজাটি থাকলে যাতায়াতের ঝাঁকানিতে এবং কখনও বা বাক্সের ওপর চাপানো জিনিস পত্র বা লোকজনের ভারে ডালার চোরা কপাট ধ্বসে এঁটে যায়। ফলে, প্রয়োজনের সময় ঐ কপাট খোলা দুঃসাধ্য হয়। খেলা দেখাবার সময় ডালায় তৈরী চোরা দরজা খোলা যায় নি এমন দুর্ঘটনার অনেক খবর পাওয়া গেছে বলেই সিন্দুকের পিছনেই ঐ দরজা রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এ খেলা দেখাতে সিন্দুকের মধ্যে বন্দী লোকটিকে জানাতে হয় যে তার বাইরে-আসার সুযোগ এসেছে। এই সংকেত করার সহজ উপায় হচ্ছে সিন্দুকটির

ওপর একটি ঘণ্টা রেখে দেওয়া, যে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে বন্দী মশারি ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে দর্শকদের দেখা দেবে। এই ঘণ্টা রাখার ব্যবস্থাটি ৺ যাদুকর গণপতি চক্রবর্তীর দ্বারা প্রবর্তিত। সিন্দুকের কাঠের ডালার ওপর কাঁসার বড় ঘণ্টা রাখলে যে শব্দ হয় তা সিন্দুকের মধ্যের ব্যক্তিটির কানে যায় কারণ সে এই শব্দ শোনার অপেক্ষাতেই চোরা দরজার হুড়কা সরিয়ে বাইরে আসার জন্য প্রস্তুত থাকে। সুতরাং মশারি ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুকের পিছনের দরজা খুলে বন্দী বাইরে এসে সিন্দুকের আড়ালে অপেক্ষা করতে থাকে কতক্ষণে মশারি ফেলা হয়। মশারি পড়া মাত্র উঠে দাঁড়িয়ে বন্দী ঘণ্টাটি হাতে নিয়ে বাজাতে বাজাতে যখন মশারির বাইরে আসে তখন দর্শকদের মনে হয় এই বাঁধা-ছাঁদা করতে এত যে সময় লাগল তা বন্দী কি করে এক লহমায় খুলে বাইরে এসে পড়ল।

অধুনা সিন্দুকের খেলাটি চমকপ্রদ করার নতুন রীতি হচ্ছে তড়িৎঘটিত বাইরে আসা ও আবার ঢুকে পড়া। কখনও কখনও বা সিন্দুকের ভিতরের মানুষটি মশারির সামনের দু ভাগ পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে দু জনের অবস্থান পরিবর্তন করে। এ সব ক্ষেত্রে সিন্দুকের পিছনের চোরা দরজাই ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ আবার এই খেলাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। লেখকের মতে এই দুশ্চেষ্টা না করাই ভাল। চ্যালেঞ্জের পরিণাম সম্বন্ধে ম্যাস্কিলাইনের দুর্গতি থেকে সাবধান হওয়াই সুবিবেচনার কাজ।

একই খেলার বিভিন্ন রূপায়ণের উদাহরণ স্বরূপ একটি ব্যবস্থাপনার উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। একদা সিন্দুকের খেলা দেখাতে পিছনের অংশেই চোরা দরজা রেখে মশারির বদলে সিন্দুকটি বড় চাদরে ঢাকার পর দেখানো হয় যে, সিন্দুকের ডালা ভেদ করে একটা নরদেহ ক্রমাগত উঠে দাঁড়াচ্ছে। চাদরটি যখন মানুষ প্রমাণ উঠে গেছে তখন দু জন সহকারী চাদরের সামনের দিকটা তুলে ধরতেই দেখা গেল সেখানে একজন তরুণী দণ্ডায়মানা। তরুণীকে সিন্দুকের ওপর থেকে নামিয়ে সিন্দুকটি খুলতে ছালাটি শূন্য অবস্থায় পাওয়া যায় অথচ ছালার মুখের শীলমোহর করা বাঁধন পূর্ববৎ অবিকৃত। যাদুকর এখন প্রেক্ষাগারের পিছন থেকে মাঝের পথ ধরে মঞ্চে এসে মুখোশ খুলে দর্শকদের অভিবাদন করে খেলা সাজ করে।

এ খেলায় যে ছালা ব্যবহার করা হয়েছিল সেটি কাল রঙের সুতির কাপড় দিয়ে তৈরী। দুটি একই প্রকারের ছালা এ খেলায় দরকার হয়। দুটি ছালাতেই

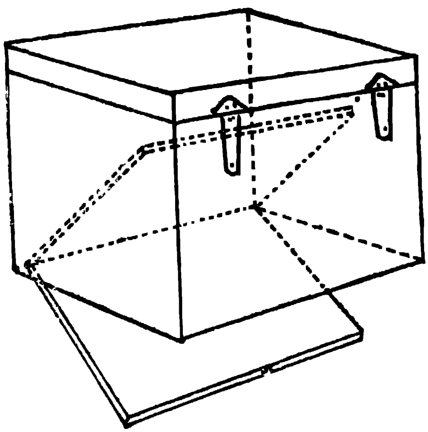
মুখের দিকটা খোলা ও তিন পাশ ভাল করে সেলাই করা। দ্বিতীয় ছালাটি প্রদর্শক তার পেট-কাপড়ে লুকিয়ে প্রথম ছালাটিতে ঢোকে এবং ঢুকেই তার পেট-কাপড়ে লুকানো ছালাটি বার করে সেই ছালার মুখটি যে ছালায় সে ঢুকেছে তার মুখের কাছাকাছি তুলে ধরে। এদিকে বাইরে থেকে তার সহকারীরা বাইরের ছালার মুখ গুটিয়ে নেবার সঙ্গে দ্বিতীয় ছালাটির গোটানো মুখটি বাইরে তুলে ধরে দর্শকদের সেই উঁচু করে ধরা দ্বিতীয় ছালার মুখ তাঁদেরই দু তিনটি রুমাল দিয়ে বাঁধাবার সময় প্রথম দু একটি রুমালে দ্বিতীয় ছালাটিতে বাঁধায় আর তৃতীয় রুমাল দিয়ে বাঁধাতে প্রথম ছালার মুখটা ঢাকিয়ে বাঁধায়। ফলে, দৃশ্যতঃ বাইরের ছালাই বাঁধা পড়েছে দেখায়। এই ছালা থেকে অনায়াসেই বন্দী বেরিয়ে আসতে পারে যদি সে ভিতরের ছালার বাঁধনের জায়গা ঠেলে তুলে দেয়; তা হলেই প্রথম ছালা, অর্থাৎ বাইরেরটি, খসে যায় অথচ সেটিকে যে-রুমালে বাঁধা হয়েছে সেটিও যথাস্থানে দ্বিতীয়টিতে বহাল থাকে। এর পর এই প্রথম ছালাটি আবার বন্দীর পেট-কাপড়ে লুকিয়ে ফেললেই যে উপায়ে ছালায় বন্ধ করলেও মুক্তি লাভ হয়েছে তার প্রমাণটিও লোপ পায়।

এ খেলাতেও সিন্দুক থেকে বাইরে আসার ব্যবস্থাতে ঐ পিছনের দিকের চোরা দরজাই কাজে লাগানো হয়। তবু তরুণীর ঐ সিন্দুকের ওপর আবির্ভাব ও বন্দী যাদুকরের সিন্দুকের ভিতর থেকে অন্তর্ধান রহস্যাবৃত মনে হয়। তরুণীকে দর্শকদের অজ্ঞাতসারে সিন্দুকের পিছনে আনতে একটা বুদ্ধি খাটানো হয়েছে। বুদ্ধিটা হচ্ছে, যে পুরু চাদর বা সুজনীটি ব্যবহার করা হয় তা সব চেয়ে বড়, দু জনের শোবার বিছানার মাপের জিনিস। এই সুজনীটি জনৈক সহকারী উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে লম্বা দিকটা গুটানো অবস্থায় ধরে প্রস্থটা ঝুলিয়ে ধরে আর মঞ্চের একজন সহকারী ঐ সুজনীটির ওপরের একটা খুঁট ধরে মঞ্চের মাঝ বরাবর চলে যায়। ফলে সুজনী ঝুলন্ত অবস্থায় খুলে পড়ে। এটি করার উদ্দেশ্য সুজনীটি খুলে দেখানো। আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হয়। কিন্তু এটি করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুজনী যখন দু জনে ধরে ঝুলিয়ে ছড়াচ্ছে তখন তারই আড়ালে তরুণী উইংসের অন্য পাশের পথ দিয়ে সিন্দুকের পিছনে এসে আত্মগোপন করে থাকে। বন্দী ততক্ষণ সিন্দুকের চোরা দরজা খুলে ভিতরেই লুকিয়ে বসে থাকে। তরুণী তার সঙ্গে কাগজ জমানো মাথার খুলির অংশ নিয়ে আসে। ছেলেদের জন্য যে মুখোশ পাওয়া যায় তা থেকেই এই অংশ কেটে নেওয়া যায়। যদি একটা মুখোশের কাটা অংশ সুজনীর ভারে ভেঙে পড়ে তা হলে দুটি অংশ এক সঙ্গে

জুড়ে নিলেই হয়। এই খুলির মাঝখানে ছাতির বাঁটের তলায় যে টিনের টুপি থাকে সেটা লাগিয়ে দেওয়া হয়। সিন্দুকটির ডালায় কয়েকটি ছিদ্র করা হয়। ঐ ছিদ্রের একটি ডালার মাঝখানে থাকে। তরুণী খুলিটি মাঝের ছিদ্রের কিছু ওপরে ধরে রাখে, আর সেই সময় বন্দী তার কাছে লুকানো টেলিস্কোপিক্ নল ঐ ছিদ্রে ঢুকিয়ে খুলির টুপিতে বসিয়ে নেয়। বন্দীর পক্ষে টুপির মধ্যে নল ঢুকানো সম্ভব নয়, কিন্তু সুজনীর আড়ালে তরুণী নলের ডগায় টুপিটি দেখেশুনেই বসিয়ে দিতে পারে ও দেয়। এই কাজটি হলে যে দু জন সহকারী সুজনী ঝুলিয়ে সিন্দুক আড়াল করেছিল তারা সুজনীটি সিন্দুকের ওপর একটু এলোমেলো করে বিছিয়ে ফেলে যাতে তখন তখনই সুজনীর নীচে খুলির আকৃতিটা না ফুটে ওঠে। এবার বন্দী বাইরে এসে টেলিস্কোপিক্ নলটি হাতে ধরে ওপর দিকে ঠেলতে থাকলে নলটি যত উঁচুতে ওঠে ততই দর্শকরা দেখেন একটা মানুষ যেন সিন্দুক ফুঁড়ে উঠছে। এখানে যে টেলিস্কোপিক্ নলের কথা বলা হল বাস্তবিক পক্ষে সেটি হচ্ছে ক্যামেরার ফোল্ডিং স্ট্যাণ্ডের একটি পায়া মাত্র, যেগুলি গুটিয়ে ছোট করা যায় আবার টেনে লম্বা করে খোলা চলে। সামনের দিকে যখন প্রায় মানুষ সমান সুজনীটা উঁচু হচ্ছে তখন মঞ্চের সহকারী দু জন সুজনীর খুঁটগুলি ছড়িয়ে ধরে সুজনী উঠতে সাহায্য করতে থাকে কারণ সিন্দুকের কোণে সুজনী বেধে যাওয়া বিচিত্র নয়। এই সহকারীরা সুজনীর পিছনের দিকের খুঁট প্রায়ই যখন তুলে ধরতে থাকে সেই সময় তরুণী সিন্দুকের ওপর উঠে সুজনীর ভিতর ঢুকে পড়ে এবং নলটি ধরে বন্ধ করে ও মুখোশ মাথায় পরে মুখোশের ওপর ঘোমটা ঢেকে দেয়। এবার মঞ্চের সহকারী দু জন সুজনীর চার কোণ ধরে টেনে ওঠালেই তরুণীর দর্শন এক বিস্ময়কর দৃশ্য হয়ে পড়ে। সুজনীটির দু পিঠ দেখিয়ে আগের বারের রীতি অনুসারে সেটি মঞ্চের ওপর উপস্থিত সহকারী এক কোণ ধরে ঝুলিয়ে ধরে আর উইংসের কিছুটা ভিতরে অবস্থিত অন্য সহকারী সেটি ধরে গুটাতে থাকে। এই সুযোগে সুজনীর আড়ালে বন্দী যাদুকর উইংস পার হয়ে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে সাজ-ঘরে পালিয়ে যায়। যাদুকরের বাকী রইল সাজ-ঘরে গিয়ে আলখাল্লা চড়িয়ে, গোঁফ দাড়ি লাগিয়ে বা মুখোশ পরে রঙ্গমঞ্চের বাইরে এসে, প্রেক্ষাগারের শেষ দরজা দিয়ে ঢুকে গটগট করে মঞ্চে আরোহণ ও আত্ম প্রকাশ। এই রীতিতে খেলাটি মাত্র দু এক বার প্রদর্শিত হয়েছিল ও দর্শকগণের বিপুল সম্বর্ধনা অর্জন করেছিল। এমন একটা নাটকীয় কাণ্ড দেখে দর্শকগণ আনন্দে যদি না ফেটে পড়েন তা হলে বলতেই হয়, 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।'

এই সিন্দুকের খেলা অনেকে স্থানীয় কারখানার তৈরী আসবাব দিয়ে দেখান। সে ক্ষেত্রে আকার ও আয়তনের একটা নক্সা আগেই কারখানায় পাঠানো হয় ও সেই অনুসারে সিন্দুক তৈরী করিয়ে এনে প্রদর্শনীর দিন বাইরের বারান্দায় দর্শকগণের পরীক্ষার ও দেখবার জন্য রেখে দেওয়া হয়। খেলা দেখাবার সময় বাক্সটি, হয় প্রেক্ষাগারের ভিতর দিয়ে মঞ্চে তোলা হয়, নয় রঙ্গমঞ্চের খিড়কি দিয়ে উইংস পার করে আনা হয়। এ সিন্দুকগুলির ডালায় কব্জা থাকে না। ডালাটির চার দিকে আলতারাফ লাগানো থাকে চাবি দিয়ে তালা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে। যে ভাবেই সিন্দুক মঞ্চে আনা হোক না কেন, ঐ ডালাটির মত দেখতে অন্য একটি ডালা, যাতে চোরা দরজা আছে, বদল করে খেলা দেখানো হয়।

পর্দার আড়ালে বাইরে দাঁড়ানো সহকারিণীর সঙ্গে বন্দী যাদুকরের সহসা পরিবর্তন দেখাতে পাশের ছবিতে (চিত্র ১৭৭) দেখানো সিন্দুক তৈরী করলে সিন্দুকটি যথা সম্ভব ক্ষুদ্রাকৃতি করা সম্ভব। ছবি দেখলেই প্রতীয়মান হবে যে এই সিন্দুকের ছ'টি দিকের প্রত্যেক অংশ সম্পূর্ণ এক খণ্ড তক্তা দিয়ে প্রস্তুত করা চলে ও চোরা দরজার সংশয় সম্পূর্ণ বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে তাই হওয়া দরকার। সিন্দুকের ডালার নীচে ও খাড়া দেয়ালের খাঁজে দু পাশে দু জোড়া কব্জা তালা লাগাবার বিপরীত দিকে বসিয়ে দেওয়া হয়। কব্জা বা আলতারাফ ভিতর থেকে খুলে ফেলার সমস্ত সুযোগ মেরেই সিন্দুকে বসানো হয়। এত সাবধানতা সত্ত্বেও এই সিন্দুক থেকে বেরিয়ে আসা সব চেয়ে সহজ। ছবি (চিত্র ১৭৭) দেখলেই বুঝা যায় যে বসানো অবস্থায় সিন্দুকে যেটি তলার পাটাতন তার সঙ্গে সমকোণ করে লাগানো তক্তাটি পিছনের প্রকৃত তক্তা অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে সামান্য ছোট। ফলে, বসা অবস্থায় সিন্দুক খুললে পিছনে



(চিত্র ১৭৭)

দুটি তক্তা রয়েছে চোখে পড়াই স্বাভাবিক। এই ত্রুটি দূর করতে সিন্দুকের খোলা মুখের চার ধার ঐ তক্তার মত পুরু বাটাম মেরে ঘিরে দেওয়া হয়, যাতে নড়ন্ত অংশের তক্তা পিছনের তক্তার বাটামের নীচে ঢুকে থাকলে আর মালুম না হয় যে সে দেয়ালে দুটি তক্তা এসে মিশেছে। এতেও যাদুর সরঞ্জামে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। তাই সিন্দুকের অভ্যন্তর অনুজ্জ্বল কাল রঙে রঞ্জিত করা হয়। সিন্দুকের মধ্যে সমকোণে সংলগ্ন অংশটি কব্জার সাহায্যে এদিক ওদিক করার ব্যবস্থা থাকে। ঐ সমকোণের জোড়ের দিকটার তলার সঙ্গে সিন্দুকের পিছনের খাড়া দেয়ালের তলায় দু তিন জোড়া কব্জা লাগানো থাকে। এই অংশ লাগাবার পর, আলমারির একক পাল্লা আটকাবার যে ছিটকিনি পাওয়া যায়, সেই ছিটকিনির এক এক জোড়া ঐ নড়ন্ত অংশের মুক্ত প্রান্তে বসিয়ে রাখা হয় যাতে ইচ্ছামত ওটি বন্ধ রাখা যায় বা খোলা চলে। এই ছিটকিনি সাধারণতঃ পিতলের পাতে লোহার খিল লাগানো থাকে। সিন্দুকে বসাবার পর ছিটকিনি-গুলি কাল রঙের করা দরকার। খেলা দেখাবার আগে অনুজ্জ্বল কাল কাগজ ঐ ছিটকিনিগুলিতে বসিয়ে ঢেকে রাখাও বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ ছিটকিনির খাঁজ চোখে পড়া অসম্ভব নয়। ছোট খেলায় ব্যবহৃত এল্-ধরণের যে বাক্স থেকে প্রচুর সামগ্রী বার করা হয় উপায়ের দিক দিয়ে সেই বাক্সটি ও এই সিন্দুকটি একই লক্ষনীয়।

বন্দী এই সিন্দুকের মধ্যে বসে মাথা ও হাত দিয়ে অনায়াসেই সিন্দুকের তলা থেকে সিন্দুকের ঘেরা অংশ দরজার মত ফাঁক করতে পারে যদি তক্তার ছিটকিনি-গুলি খোলা থাকে। সিন্দুকের ওপরের অংশটি কব্জার বশে উল্টে ফেললে যেটা ছিল পিছনের তক্তা সেটা এখন সিন্দুকের তলায় এসে যায়। সিন্দুক এই অবস্থাতেই রেখে বন্দী সরে বসে, যাতে সহকারিণী তক্তাটিতে বসে সিন্দুকের দেয়াল টেনে সেটি পূর্ববৎ বসানো অবস্থায় এনে ছিটকিনি এঁটে একের বদলে অন্যের অবস্থান বিনিময় করতে সক্ষম হয়।

এই সিন্দুকের বিশেষ সুবিধা এই যে সিন্দুকের ছ পাশের প্রতিটি তক্তাই এক ও অখণ্ড অবস্থায় থাকায় বুদ্ধিমান লোকও ভেবে কুলকিনারা করতে পারে না সম্পূর্ণ এক একটি তক্তায় এক এক পাশ তৈরী যে সিন্দুক, তার মধ্যে চোরা পথ থাকবে কোথায়, হবে কি করে। এই অসম্ভবটাই যাদুকরী বুদ্ধিতে শুধু সম্ভবই করা হয় না, অনায়াস-সাধ্য করা হয়। যাদুর এটাই গৌরব। এই গৌরবেই যাদুক্রীড়া আনন্দের বিহ্বলতায় আমোদের ও আকর্ষণের বিষয় হয়ে আছে।

খেলাঘরের ঘরনী

দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে আড়াই তিন হাত জলচৌকির ওপর হাত দেড়েক খাড়াই একটা ছোট শীত-প্রধান দেশের বাড়ি রঙ্গমঞ্চে আনা হয়। সামনের দরজা দুটি খুলতেই দেখা যায় যে বাড়িটি দোতলা। প্রত্যেক তলায় খেলনার আসবাব-পত্রে কক্ষগুলি সাজানো। দুটি তলার সামগ্রীগুলি প্রদর্শক বাইরে বার করে ফেললে দেখা যায় বাড়িটি খালি হয়েছে। এবার দরজা বন্ধ করে জলচৌকিটা কয়েক পাক ঘুরিয়ে দেখানো হয় যাতে দর্শকগণ বাড়িটির বাইরের চার দিকও দেখে নেন। এ অবস্থায় বাড়ির ভিতর ও বাহির খালি প্রমাণ হয়ে যায়। বাড়িটি এবার ঘুরিয়ে সামনের দিকটা দর্শকদের মুখোমুখি রাখা হয় ও বারেক খালিও দেখানো হয়। প্রদর্শক এখন ইশারা করা মাত্র বাড়িটির ছাদ উঠিয়ে সুন্দরীর আবির্ভাব হয়। সম্পূর্ণ খালি বাড়ি, যে বাড়িতে বালক বালিকা তো ছার, সে বাড়ি থেকে বড় সড় মেয়ে বেরিয়ে আসা খুবই চমকপ্রদ দৃশ্য। এ খেলাটি মিঃ ফ্রেড কাল্পিটের মস্তিষ্ক-প্রসূত মঞ্চমায়া, সর্ব দেশের যাদুকরগণের সমাদৃত খেলা।

সর্বসাকল্যে, অতি অপরিসর খেলাঘরের উপযুক্ত বাড়ি থেকে পরিণত বয়স্কা তরুণীর আবির্ভাব আশ্চর্য ব্যাপার। ঐ বাড়ির অভ্যন্তর খালি দেখানো ও বাড়ির আশ পাশ ও পিছনও দেখাবার পর তরুণীর এই আবির্ভাব ঘটলে দর্শকদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে যে যে-বাড়িতে লোক থাকারই জায়গা নেই এবং পিছনেও কেউ লুকিয়ে থাকেনি, তখন লোকটি কখন ও কি ভাবে ঐ বাড়িতে এসে ঢুকল। অতএব এই সমস্যার সমাধানের ধারে কাছে কেউ যাতে ঘেঁসতে না পারে সেজন্য আগে ভাগেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা করে রাখা দরকার। কীর্তিমান মায়াবীরা তাদের যাদুতে নানা রকম বিভ্রান্তিকর বুদ্ধির চটক লাগিয়ে থাকে যার ফলে জনসাধারণের বিশ্লেষণী চিন্তা পদে পদে ব্যাহত হয়ে যায়। মঞ্চমায়ায় এই সব বুদ্ধি খাটানো অত্যাবশ্যক।

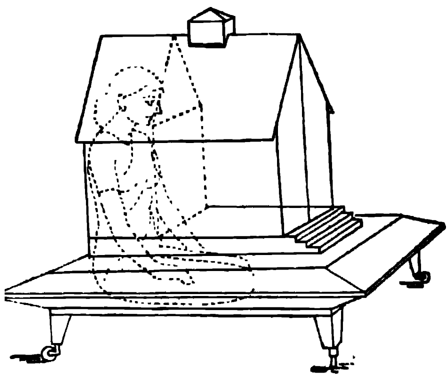
মেয়েটি কখন ঐ ঘরের মধ্যে এসেছিল তার জবাব হচ্ছে ঐ জলচৌকির ওপর বসানো খেলাঘরের মধ্যেই তাকে লুকিয়ে বাড়িটা মঞ্চে আনা হয়েছিল। এটা অনুমান করতে কোনও যাদুকরেরই বাধে না। দর্শকগণও সেটা আঁচ করতে পারেন। তা হলে কোন্ উপায়ে এই সহজ বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করা যায়? ঐ ঘরটি জলচৌকি শুদ্ধ মঞ্চে ঠেলে আনতে সহকারীগণ যখন জলচৌকির চাকা লাগানো পায়াতে বসানো বাড়িটি নিয়ে আসছে ও পরে ঘুরিয়ে চার পাশ দেখাচ্ছে তখন

বল প্রয়োগের মূর্তি সহকারীদের শরীরে ফুটে ওঠে। অনেকে খেলাঘরটি আগেই মঞ্চে এনে রাখে। কিন্তু তখনও ঘুরিয়ে দেখাতে হয় ও সেই ঠেলাঠেলি যে অত ছোট বাড়ির পক্ষে অতিরিক্ত শ্রমসাধ্য তা প্রতীয়মান হয়। সুতরাং এ খেলা দেখাতে সর্বাগ্রে সেই ব্যবস্থা করা দরকার যাতে বাড়িটি নাড়তে ও ঘোরাতে বেশী শ্রমের প্রয়োজন হচ্ছে না তা কাজের মধ্যে প্রতিপন্ন করা।

ভারী আসবাব সহজে নাড়াচাড়া করার উপায় হচ্ছে খুরোয়, অর্থাৎ পায়ার নীচে, ক্যাস্টার লাগিয়ে রাখা। ক্যাস্টার দু রকমের। একটাকে বলে বল্ ক্যাষ্টার। অন্যটি হচ্ছে হুইল্-ক্যাস্টার। যে সব ভারী আসবাব এদিক ওদিক সরাতে হয় তাতে সাধারণতঃ বল্-ক্যাস্টার লাগানো হয়। ডাক্তারি ও কারিগরি ভারী যন্ত্রপাতি সহজে স্থানান্তরিত করতে হুইল-ক্যাষ্টার লাগানো হয়। যাদুকরদের ভারী আসবাব হাল্কা প্রতিপন্ন করতে হুইল্-ক্যাস্টার লাগানো ভাল। হুইল্ ক্যাস্টার হচ্ছে চাকা লাগানো সামগ্রী। হুইল্-ক্যাস্টারের যেগুলিতে বল্-বিয়ারিং ও স্থইভেল্ থাকে সেগুলিই যাদুর আসবাবের উপযোগী। এই ক্যাস্টার লাগালে ভারী আসবাবও অতি অল্প পরিশ্রমে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় ও ঘোরানো ফেরানো চলে। যাদুর আসবাবে কম পক্ষে তিন ইঞ্চি ব্যাসের চাকা ও স্থইভেল্ এবং বল্-বিয়ারিং সংযুক্ত ক্যাস্টার লাগালে ভাল হয়। সুতরাং খেলাঘরের জলচৌকির পায়ায় এই ধরনের ক্যাস্টার লাগাতে হয় যাতে ওটি যখন ঠেলে নিয়ে আসা হবে ও ঘোরানো হবে তখন দেখে যেন লোকের মনে হয় একটা খালি ছোট হাল্কা বাড়িই মঞ্চে দেখানো হচ্ছে। আর সহকারীদের এটুকু হুঁশ থাকা দরকার যে খেলার শেষে প্রকৃত পক্ষে খালি বাড়িটা মঞ্চের ভিতর ফেরত নিয়ে যেতে যেন এক জন মাত্র সহকারী সেটি গড়গড়িয়ে নিয়ে না যায়। এবারও ততজন সহকারীই আনবার মত শক্তি দিয়ে যেন ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

খেলাঘরের গৃহটি যথা সম্ভব আয়তনে ক্ষুদ্র না করলে পরিণামের বিস্ময়টি জোরদার হয় না। তাই বাড়ির চার পাশের দেয়াল দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কুড়ি ইঞ্চি করা হয়ে থাকে। যদিও দেয়াল চারটি একই মাপের তবু যথাস্থানে লাগাবার পর বাইরে থেকে মাপলে দেখা যায় বাড়িটি লম্বায় চব্বিশ বা পঁচিশ ইঞ্চি আর চওড়ায় কুড়ি ইঞ্চি মাত্র। মেয়েটিকে লুকিয়ে রাখবার স্থান করে নিতে লম্বার দিকে এই পাঁচ ইঞ্চির প্রয়োজন হয়। এই দেয়ালগুলি ত্রি-স্তর কাঠের তক্তায় তৈরী হয়। চার প্রান্তে আধ ইঞ্চি পুরু আড়াই ইঞ্চি চওড়া বাটাম লাগিয়ে নেওয়ার ফলে সামনের ও পিছনের দেয়াল যখন লাগানো হয় তখন বাড়িটা লম্বায় পাঁচ

ইঞ্চি বড় হয়ে যায়। অন্য দুটি দেয়ালে আধ ইঞ্চি চতুষ্কোণ বাটাম লাগালেই চলে। বাড়ি এই মাপে তৈরী করে দাঁড় করালে মনে হয় কি উচ্চতায়, কি লম্বা চওড়ায় এত ছোট, যে তরুণী কেন, বালিকাও ওতে ঢুকে থাকতে পারে না। এত করেও যখন ঐ বাড়িতে মেয়ের থাকবার স্থান করা গেল না তখন ঘরের ওপর একটা দোচালা চাপালে আরও ছ সাত ইঞ্চি উচ্চতা পাওয়া যায়। এতেও যথেষ্ট স্থান করা সম্ভব নয়। অগত্যা বাড়িটার ভিত গভীর করা হোক। সুতরাং জলচৌকির দরকার। জলচৌকির ওপর ধাপে ধাপে সিঁড়ি করে ভিত্তিটা উঁচু করা হলে তার ওপর বাড়িটি বসালেই চাল সমেত ত্রিশ একত্রিশ ইঞ্চি উচ্চতা লাভ হয়ে যায়। তবু যতটা জায়গা দরকার ততটা পাওয়া যায় না। অতএব ঐ জলচৌকিতেই সেটা করে নিতে হয়। ছবিতে দেখানো হয়েছে যে জলচৌকির পাটাতনের তলায় পায়ার সঙ্গে যে বাটাম চার দিক ঘিরে লাগানো থাকে সেই বাটামটির খাড়াই যদি ইঞ্চি পাঁচেক করা হয় তা হলেই ছত্রিশ ইঞ্চি ঘরের খাড়াই হয়ে যায়। জলচৌকির মাঝখানে এতটা জায়গা ঢাকতে ওপরের পাটাতনের চার পাশ ও তলা বাঁকিয়ে এনে মুখে মুখে এক ইঞ্চি পুরু বাটাম জুড়ে দিলেই জলচৌকির পাটাতনের তক্তাটি বেশী মোটা দেখায় না (চিত্র ১৭৮)। এতক্ষণে উচ্চতায় ছত্রিশ ইঞ্চি জায়গা করা হল। আঠার বিশ বছরের তরুণীর পক্ষে এই উচ্চতাই যথেষ্ট।



(চিত্র ১৭৮)

মেয়েটিকে ঐ বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে তাকে বাড়ির পিছনের অংশে পা গুটিয়ে বসানো হয়। আর তার সামনে ত্রি-স্তরের কাঠের দেয়াল তুলে রাখা হয়। তা হলেই সামনের দরজা খুলে হাট করলেও তাকে দেখা যাবে না। এই ত্রি-স্তর কাঠের পার্টিশনটির ওপরের অংশ ত্রিভুজাকৃতি করা হয় যাতে দোচালা ছাতের দু দিকের চালের সঙ্গে মিশে যায়। এই ত্রিকোণ অংশটি মেয়েটির দিকে যাতে মুড়ে ফেলা যায় সে ব্যবস্থা থাকে ও ঐ ত্রিকোণের শীর্ষ ছাতের আঁকশিতে

বেঁধেও রাখা যায় বা হুকে টাঙানো চলে। ত্রিভুজের নীচের আয়ত অংশটি সামনের মেঝেতে ভাঁজ করে রাখার ব্যবস্থা থাকে। এই পার্টিশনের যে দু জায়গা মুড়তে হয় সে স্থানে পিতলের পাতলা এক ইঞ্চি কব্জা লাগানো ভাল। তা ছাড়া ঐ ঘরের সামনের মেঝের পাটাতনটি পুরু হওয়া দরকার যাতে পার্টিশন ভাঁজ করে মেঝেতে পেতে তার ওপর দিয়ে মেয়েটি হেঁটে বার হতে পারে। সুতরাং মেঝের ঐ পুরু তক্তাটি ও সিঁড়ির দিকের অংশে কব্জা লাগাতে হয় যাতে মেয়েটি হাঁটু ভেঙ্গে বসা থেকে উঠে দাঁড়াবার সময় মেঝের তক্তাটি তার কোলের দিকে উঠিয়ে জায়গা করে নেয়।

একটা মাপমত ট্রে ঢুকিয়ে রেখে ঘরের ভিতর দোতলা করা হয়। ঘরের সামনের দরজা বাইরের দিকে কব্জায় আঁটা থাকে। ফলে, যে বাটাম দু পাশে থাকে তার মধ্যে ট্রে ঢুকাবার খাঁজ কেটে নিলেই সেই ফাঁকে ট্রে গলিয়ে দেওয়া যায়। ট্রের শেষ দিক, যে দিকটা পার্টিশনের দেয়ালে গিয়ে ঠেকে সেখানকার দু পাশে পেরেকের তলার দিক বাড়ানো থাকে। পেরেকের এই বাড়ানো অংশটি পার্টিশনের দেয়ালের ছ্যাঁদায় ঢুকিয়ে দিলেই ট্রেটি মেঝের সমান্তরাল থাকে। অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য ঘরের দু পাশের দেয়ালে দুটি এল্‌-এ্যাঙ্গেল রাখা ভাল। এই ট্রের ওপর ও ঘরের মেঝেতে খেলাঘরের চেয়ার টেবিল আলমারি ইত্যাদি রাখলে বাড়িটির দরজা খুললে প্রকৃত খেলাঘরই দেখায়।

এখন বাকী রইল রঙ করা। বাড়িটির অভ্যন্তর ভাগ অনুজ্জ্বল কাল রঙের হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং পার্টিশনের সামনের অর্থাৎ দরজার দিকের অংশে কাল মখমল লাগানো ভাল, অপর দিক কাল রঙ করলেই হয়। বাড়িটির বহির্ভাগ পছন্দ মত জানালা দরজা ইত্যাদি এঁকে সুদৃশ্য করে নিতে হয়। বাড়ির চালে শীতের দেশের কুটিরের ওপর যে চিমনি থাকে তাও একটা করে নিতে হয়। জলচৌকিটার পাটাতনে ঘোর নীল ও কাল রেখায় রাঙিয়ে নিলে ওটি যে ঢালু করা হয়েছে চোখে পড়ে না। আর ঐ পাটাতনের তলায় ঘোর অনুজ্জ্বল কাল রঙ মাখিয়ে দিতে হয়। জলচৌকিটিতে অন্ততঃ ফুট খানেক উঁচু পায়া লাগানো দরকার যাতে কেউ ঐ ঘরের পিছন থেকে এলে বা গেলে তাকে জলচৌকির তলা দিয়ে দেখা যায়।

আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশে এই খেলাঘরের খেলায় ঘরনী গরমের দিনে ঘর্মাক্ত কলেবরে আবির্ভূতা হন। এই স্বেদনিষিক্ত বদন দেখে দর্শকদের মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে মেয়েটিকে ঐ ঘরেরই চোর-কুঠুরিতে লুকিয়ে রাখা

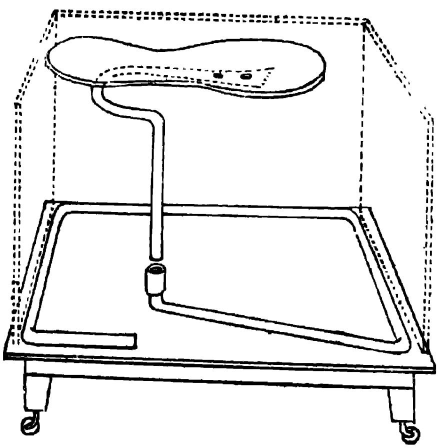
হয়েছিল। সুতরাং আমাদের দেশে এ খেলা দেখাতে হলে বাতাস চলাচলের পথ করতে তলায় ফুটা ও চালে ফুটা রাখা দরকার। ছোট ছোট অনেকগুলি ফুটা রাখলে মেয়েটির পক্ষেও আরামপ্রদ আর দর্শকদের দেখেও ভাল লাগবে। অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসাবে ঠাণ্ডা ফ্রিয়ন গ্যাস রাখলে আরও ভাল হয়।

শরশয্যা

শরশয্যা বললেই মনে পড়ে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে মরণোন্মুখ আহত কুরু সেনাপতি ভীষ্মের অন্তিম শয়নের মর্মান্তিক দৃশ্য। মঞ্চমায়ার এই যাদুর এই প্রকারের নাম দিয়েছেন বাঙালী যাদুকর শ্রীদেবকুমার ঘোষাল। যাদুকর ঘোষালের প্রদর্শন রীতি ও উপায় এখানে আলোচনার বিষয় নয়। এই একই ধরণের খেলা আমাদের দেশে বহু দিন যাবত মাঠে ময়দানে দেখানো হয়েছে ও হচ্ছে। তারই একটা এখানে ব্যক্ত করা হল। শেষালের শূন্য মার্গে অবস্থানের বৃত্তান্ত মুখে মুখে প্রচারিত হওয়ায় এ দেশের যাদুকরগণও তাদের তল্পিতল্লায় এটিকে মজুদ করার ফন্দি ফিকির না করেই বা মান সম্ভ্রম নিয়ে বাঁচে কি করে? অগত্যা যাদুকরগণ মাথা খেলাতে লাগল। অবশেষে নানা জনের হাতে নানা রূপে এ খেলাটি দেখা যেতে লাগল। উইল্ গোল্ড্স্টোন্ হরেক রকম শূন্যে মানুষ রাখার উপায় বাতলে গেছেন। সেই সব উপায় যতই অভিনব ও বিভিন্ন হোক না কেন ভারতীয় যাদুর প্রক্রিয়ার এমন একটা অদ্ভুত সারল্য যে জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই চমৎকৃত হয়। এই এক মাত্র কারণে এই মঞ্চমায়াটি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রকৃত গুণান্বেষী যাদুকর যদি এই বাক্যের অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থের নাগাল পায় তা হলে নিজেই উপকৃত হবে। নাট্য সমালোচনায় অধুনা একটি বিদগ্ধ মন্তব্য ব্যবহার হয়ে থাকে, তা হচ্ছে, 'সাস্পেন্শান্ অফ্ ডিস্বিলিফ্'। ঐ কথাটি বাঙলায় দাঁড়ায়, 'অপ্রত্যয়ের মূল উৎপাটন'। ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়, নাটকের দর্শকগণ নায়ক-নায়িকার শোকে দুঃখে, হর্ষে বিষাদে, রাগে অভিমানে একাত্ম হয়ে পড়েন এই কারণে যে মঞ্চে অভিনীত ঘটনা দেখতে দেখতে ভুলে যান যে নাটকের কাহিনী ও পরিবেশ কাল্পনিক হলেও এবং যারা অভিনয় করছে তারাও কল্পনাকেই ফুটিয়ে তুললেও নট-নটীরা স্বয়ং ঐ মানসিক ভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে না, কিন্তু দর্শকগণ অভিভূত হয়ে যান। যাদুর ক্ষেত্রেও যাদুক্রীড়া দেখাতে দর্শকদের মনোভাবে ঐ অপ্রত্যয় উচ্ছেদের প্রয়োজন আরও বেশী থাকা অত্যাবশ্যক। ঠিক এই বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য করতে এই খেলাটি বেছে নেওয়া হয়েছে।

ছোট করে বললে খেলাটা দাঁড়ায় ছুঁচালো বর্শার ডগায় সহকারীকে প্রথমে শুইয়ে একে একে বর্শাগুলি সরিয়ে লোকটিকে মহাশূন্যে শায়িত রাখা। যাদুকর ঘোষালের খেলার ধরণ অনেকটা এক মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁর প্রদর্শন পদ্ধতির নৈপুণ্যে চমকটা খুবই মোহময় হয়ে ওঠে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে নয় আগেই বলেছি। তা হলে খেলাটির মধ্যে দর্শনীয় অংশ হচ্ছে কোনও মানুষকে মাটি ছেড়ে উঁচুতে বিনা অবলম্বনে ভাসিয়ে রাখা। কিন্তু অবলম্বন ব্যতিরেকে পৃথিবীতে কিছুই মাধ্যাকর্ষণের টান অগ্রাহ্য করে ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলে থাকতে পারে না। অবশ্য মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠে বায়ুর চেয়ে হাল্কা জিনিস গ্যাস, বাষ্প ও ধোঁয়া। কিন্তু মানুষকে তো আর ফানুসের মত ধোঁয়া বা গ্যাসে ফুলিয়ে ভাসিয়ে রাখা যায় না? তা হলে যাদুকরকে একটা উপায় বার করতে হয় যাতে শূন্যে স্থাপিত মানুষের ভার সয় এমন কোনও খুঁটি, যেটা লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা সম্ভব। যাদুতে এই অসম্ভবকে সম্ভব করার নিশ্চয়ই কোনও ব্যবস্থা আছে, না হলে এ খেলা দেখানো হচ্ছে কি করে।

মানুষের ভার সয় এমন ঠেকনার বর্ণনা আগেই করা যাক। যে কোনও পদার্থ একটা তক্তার ওপর রাখতে দ্রব্যটির আয়তন যতখানি, তলার দিকে ঐ তক্তার পায়া অন্ততঃ ততখানি স্থান জুড়ে না থাকলে চলে না। এটা বলবিদ্যার নিয়ম।



(চিত্র ১৭৯)

ছবি দেখলেই (চিত্র ১৭৯) চোখে পড়বে যে শায়িত লোকের জন্য একটা কাঠের পাটাতন সমান্তরাল ভাবে তুলে রাখা হয়েছে, যেটা দেখতে কতকটা জুতার

সুখতলার মত। এই তক্তাটিতে মানুষ শুলে তার কাঁধ এক দিকে পড়ে ও অন্য দিকে হাঁটুর কিছুটা নীচের অংশ রাখা যায়। মানুষের কোমরের মত এই তক্তার মাঝখানটা সরু আর কাঁধ ও নিতম্বের দিকটা প্রশস্ত। এই তক্তাটি পঞ্চ স্তরের আধ ইঞ্চি পুরু তক্তা দিয়ে প্রস্তুত করলেই চলে। এই তক্তাটি একটি এক ইঞ্চি ব্যাসের লোহার নল, (ফাঁপা নল, নিরেট ডাণ্ডা নয়), ছবিতে দেখানো ভাবে এক দিক চ্যাপ্টা করে তক্তাটির সঙ্গে বোল্ট নাট দিয়ে অথবা রিভেট্ করে, লাগাতে হয়। পরে ঐ তক্তার কাছাকাছি নলটিকে বাঁকিয়ে অর্ধ চন্দ্রাকৃতি করা হয় ও সেটির ফাঁদে প্রদর্শকের কোমর যাতে অনায়াসে গলে যায় সেই বুঝে বাঁকাতে হয়। এবার নলের ঐ অংশ বাঁকিয়ে লম্বরেখার দিকে নামিয়ে ফেলতে হয়, কারণ এই নলের ওপরই শায়িত মানুষটি কাঠের পাটাতনে সমান্তরাল হয়ে শুয়ে থাকবে। ঐ অর্ধ চন্দ্রাকৃতি বাঁকানো নলের নিম্নাংশটিও 'সকেটের' সাহায্যে পৃথক করলে খুলে রাখার পক্ষে সুবিধাজনক হয়। তক্তায় লাগানো নলের অংশটি ছবিতে আলাদা দেখানো হয়েছে ; কারণ খুলে নিয়ে যাতায়াত করার সুবিধার জন্য ঐ অংশটি পৃথক থাকাই সুবিধাজনক। ঐ নলের তলার দিকে প্যাঁচ কাটা অর্থাৎ গুনা থাকে এবং জলচৌকিতে পাতা নলের এক দিকের ঊর্ধ্বমুখি অংশে যে 'সকেট্' থাকে তার প্যাঁচে বসানো হলে তক্তাটি জলচৌকির সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে পড়ে। জলচৌকিতে যে নলটি পাতা থাকে সেটি চৌকির প্রায় চার পাশ ঘুরে এসে নলের একটা দিক কিছুটা ঐ বেড়ের মাঝখানে ঢুকিয়ে সেই অংশে একটা 'সকেট' লম্বরেখায় এঁটে দেওয়া হয় যাতে অন্য নলটি ঐ 'সকেটে' পরানো যায়। চৌকিতে পাতা এই নলটি ঐ ভাবে রাখার দরকার এই জন্য যে, দুটি নলের সংযুক্ত অবস্থায় ওপরে ওঠানো তক্তাটিতে মানুষ শুলে তার ভার আয়তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। নানা ভাবে এই খেলার উপকরণ তৈরী হয়েছে দেখেছি এবং কয়েকবার ব্যবহারের পরই সেগুলির দুর্দশাও লক্ষ্য করেছি। তাই যা করলে জিনিসটা কাজেরও হয় এবং অনেক দিন টেকে তাই এই ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হল। নিরেট ডাণ্ডা হলে স্প্রিং করে। ফাঁপা নল ভাঙে কিন্তু নাচে না বা দোলে না। জলচৌকিতে পাতা নলটি দর্শকদের সন্ধানী চোখের অগোচরে রাখতে ঐ নলের ওপর আর একটা কাঠের পাটাতন অবশ্যই চাপা দিতে হয় এবং 'সকেট্টিও' ঐ পাটাতনের ছিদ্রের তলায় লুকিয়ে রাখা দরকার।

ছবিতে আরও একটা জিনিস চোখে পড়বে। জলচৌকির তিন দিকে (চিত্রের ফুট্কি চিহ্ন দ্রষ্টব্য) প্রাচীরের মত কি যেন লাগানো রয়েছে। ওগুলি

হচ্ছে খেলা দেখাবার আগে তিন দিক ঘিরে রাখবার উদ্দেশ্যে তিনটি কাঠের ফ্রেম মাত্র। এই কাঠের ফ্রেমগুলির একটি অন্যটির সঙ্গে পাশাপাশি কব্জা দিয়ে সংলগ্ন রাখাই ভাল। ফ্রেমগুলি যথা সম্ভব হাল্কা করার উদ্দেশ্যে চার পাশ বাটাম দিয়ে তৈরী করে মাঝের ফাঁক ক্যানভাস্ বা কাপড় অথবা ত্রিস্তরের তক্তা দিয়ে ঢেকে নিলেই হয়। খেলা দেখাবার সময়, মানুষ শোয়াবার আগে, শয়ন-তক্তাটি ঢেকে ঐ ফ্রেমের ওপর কাপড় বিছিয়ে রাখতে হয়। মানুষ শোয়ানো হলে ও চাদরটি মানুষের গায়ে জড়িয়ে দিলে, প্রদর্শক যখন ঐ অর্ধ চন্দ্রাকৃতি ফাঁদে কোমর গলিয়ে সম্মোহনী হাত চালাতে থাকে তখন ঐ ফ্রেম সরিয়ে ফেললে দেখা যায় শায়িত লোকটি বিনা অবলম্বনে শূন্যে অবস্থিত আছে। খেলা যতক্ষণ চলে ততক্ষণ প্রদর্শককে অবশ্য দু পা জোড়া করে তার পিছনে অবস্থিত নলটি আড়াল করে রাখতেই হয়। এই পাষাণ মুর্তির মত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকা সত্ত্বেও প্রদর্শককে হাবে-ভাবে নড়ে-চড়ে এমন অভিনয় করতে হয় যাতে দর্শকদের এক বারও না মনে হয় যে প্রদর্শকের ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকার বিশেষ কোনও প্রয়োজন আছে। খেলা শেষ করতে আবার সেই আগের কাজ। ফ্রেমটি জলচৌকিতে আগের মত রাখা ও মানুষের গায়ে জড়ানো চাদর ফ্রেমের ওপর বিছিয়ে ঝুলিয়ে ফেলতে হয় যাতে পিছনের নলটি ঢাকা পড়ে যায়। অবশেষে প্রদর্শক শায়িত ব্যক্তির সংবেশন মোহ অপনোদন করে সচেতন করার পর তাকে পাঁজাকোলে তুলে দর্শকদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রদর্শক এ সময় ঐ লোকটির পাশে দাঁড়িয়ে দর্শকগণের প্রশংসা গ্রহণে প্রণত হয়।

মাঠে ময়দানের খেলায় বর্শার সুতীক্ষ্ণ ডগায় বালক শুইয়ে রাখতে দেখা গেছে। তারাও চারটি বর্শা চার কোণে পুঁতে রাখে ও জায়গাটা কাপড় দিয়ে ঘিরে রাখে। কাপড়টা সরালে দেখা যায় হাত তিনেক উঁচু হয়ে বর্শাগুলো দাঁড়িয়ে আছে। একটি বালককে সম্মোহিত করার পর ঐ বর্শাগুলির ওপর শুইয়ে দেওয়া হয়। বালকটির কাঁধের দু পাশে ও কোমরের নীচে এবং পায়ের গোছে বর্শাগুলির ডগা স্পর্শ করে থাকে। এখানেও কাঁধের, কোমরের ও পায়ের যে অংশ বর্শার ফলায় ভর করবে সেখানে লোহার তৈরী ফলা বিদ্ধ হয় না এমন অংশ বিশেষ ছেলেটির গায়ে জামার তলায় লাগানো থাকে। পিঠের দিকের জামা তুলে খালি গা দেখিয়ে এই সব ময়দানের যাদুকররা দর্শকবৃন্দকে যা ভড়কি লাগিয়ে তাদের খেলা দেখায় তা দেখে শিক্ষা লাভ করা যায়। বর্শাগুলি আগেই মাটিতে তেপু

রাখার প্রয়োজন এই যে কোন্ মাটিতে কতখানি পুঁতলে বর্শার ডগায় বালকের ভর সইবে দেখে না নিলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে।

বর্শার তীক্ষ্ণ ফলায় মানুষ শুইয়ে রাখা থেকেই বোধ হয় দণ্ডায়মান তরবারির অগ্রভাগে সুষুপ্তা সুন্দরীর শয়ান খেলাটির উদ্ভব হয়। এই খেলাটি প্রথমে কার কল্পনায় উঁকি মেরেছিল, আর কার মগজ থেকে বেরিয়েছিল তার কোনও নজিরই নেই। তবে এটিও এই ভারতবর্ষের খেলা। গোড়ার দিকে মাঠে ময়দানে ঐ শূন্যে শায়িত মানুষ রাখা খেলাটিতে সমান্তরাল তক্তাটির নীচে সারি সারি তিনটি তরবারি পুঁতে দর্শকদের বুঝানো হত যে আসলে লোকটি বিনা অবলম্বনে শুয়ে নেই, তার ভর বইছে তিনটি সুতীক্ষ্ণ তরবারি। যে যাদুকরই শূন্যে শয়নের এই রীতি প্রবর্তন করেছে সে অবশ্যই প্রশংসার্হ। কেন না, অতিশয়োক্তি অতি-অভিনয়ের ন্যায়, মানুষের বুদ্ধির অগম্য অঘটন ঘটালে প্রত্যয়ের চেয়ে সন্দেহই জেগে ওঠে। সুতরাং শূন্যে অবস্থিত না করিয়ে একটা নির্ভরযোগ্য ভারসাম্যের ব্যাখ্যা জুড়ে দিলে যাদুও রহস্যময় হয়ে ওঠে। এই খেলাটিও পরবর্তীকালে অন্য উপায়ে হতে দেখা গেছে।

সূচ্যগ্রে শয়ন

মেঝেতে পাতা চৌকা কাঠের গুঁড়ির ওপর তিনখানি তীক্ষ্ণ তরবারি গুঁজে সটান দাঁড় করিয়ে রাখার পর কোনও বালক বা বালিকাকে সেই তিনখানি তরবারির ডগায় শুইয়ে রাখার লোমহর্ষক ও চিত্তাকর্ষক ভেল্কিই এদেশের মঞ্চমায়ার অন্যতম। এটিও যাযাবর যাদুকররাই প্রথম দেখিয়েছে আগেই উল্লেখ করেছি। অধুনা দুই তিন দশক হল এই যাদুটি পেশাদার অপেশাদার যাদুকরদের রঙ্গমঞ্চের প্রদর্শনীতে অত্যাবশ্যক দর্শনীয় খেলারূপে দেখানো হচ্ছে। এই বিংশ শতাব্দীতে ভারতের কয়েকজন কৃতী যাদুকর এই খেলাটি দেশ-বিদেশে দেখিয়ে যথেষ্ট বাহবা লাভ করেছে। আর তারই ফলে পৃথিবীর সর্বত্রই এ খেলাটি যাদুকরদের প্রদর্শন সূচিতে স্থান লাভ করেছে।

তরবারি শয়ন ও শরশয্যার মধ্যে দর্শকদের বিচারে মূলতঃ বিশেষ কোনও পার্থক্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু যাদুকরের বিচার বুদ্ধিতে ঐ খেলা দুটিতে আকাশ পাতাল তফাত। শরশয্যায় বর্শা-ফলকের শীর্ষে বা তরবারির অগ্রে অথবা প্রোথিত শরের ওপর, পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত উপায়ের বিচারে, মানুষের ভর কখনও নীচের ঠেকনাগুলিতে পড়ে, কখনও পড়ে না। কিন্তু সূচ্যগ্রে শয়ন খেলাটিতে

শায়িত লোকের ভার কোনও না কোন তরবারির ওপর ন্যস্ত করা হয়। আপাত দৃষ্টিতে বিনা অবলম্বনে মানুষকে শূন্যে স্থাপন করার নতুন একটি ফন্দি হিসাবে এই খেলাটি এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হল যাতে সুধী যাদুকরগণ বিভিন্ন উপায়ের সন্ধান লাভ করে উপকৃত হয়।

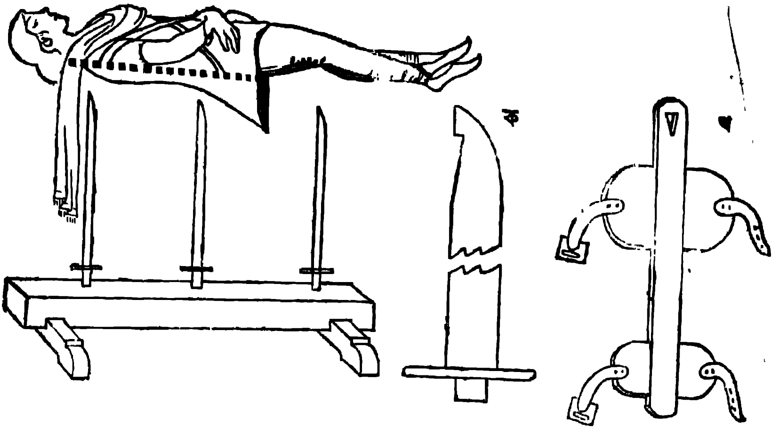
তরবারি-শয়ন কোথাও কোথাও শরশয্যার নিয়মেই দেখানো হয়ে থাকে আগেই বলা হয়েছে। সে সব ক্ষেত্রে দর্শকদের নির্দেশ অনুসারে শায়িত ব্যক্তির তলা থেকে যে কোনও দুটি তরবারি সরিয়ে দিয়ে প্রদর্শক অতিরিক্ত চমকের সৃষ্টি করে থাকে। নির্দিষ্ট তরবারি দুটি খুলে নিতে প্রদর্শককে শায়িত ব্যক্তির শরীরের ওপর ঝুঁকে সেগুলি অপসারিত করতে হয়। ফলে, প্রদর্শককে মর্মর মূর্তির মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার একটা অজুহাত অবশ্যই দিতে হয়। প্রদর্শনের এ প্রকার রকমফের যাদুকে অবশ্যই চিত্তগ্রাহী করে থাকে।

পূর্বোক্ত উপায়ে খেলাটি দেখাবার একমাত্র অসুবিধা এই যে এ খেলা যেখানে সেখানে যখন তখন দেখানো যায় না। ভারতবর্ষের যাদুক্রীড়ায় উপায়টি এমন ধরণের করা হয় যাতে দর্শক চারি দিক ঘিরে থাকলেও খেলা দেখাতে গোপন প্রস্তুতির দরকার হয় না। তরবারির সূচ্যগ্রে লোক শুইয়ে রাখার খেলাটিতে ঠিক এই ব্যবস্থাই করা হয়েছে যাতে এটি মাঠে ময়দানেও দেখানো চলে। ঠিক এই একটি কারণে এ খেলাটি আজ পৃথিবীর সর্বত্রই যাদুকর ও দর্শকদের প্রিয় হয়ে উঠেছে। যাদুকর গোগিয়া পাশা পাশ্চাত্যে ও আমেরিকায় এবং যাদুকর কে-লাল ও মৃণাল রায় পূর্ব মধ্য ও পশ্চিম প্রাচ্যের দেশগুলিতে এই খেলাটির প্রচলন করে এসেছেন।

আসলে উপায়টি হচ্ছে শায়িত বালক বা বালিকার সম্পূর্ণ ভার মাথার দিকের তরবারিতেই স্থাপিত থাকে। তরবারিতে যেটুকু কারিগরি করা হয়েছে তা মাত্র ডগাটিতে (চিত্র ১৮০ ক)। ডগায় একটা খাঁজ করা হয়েছে শেষ প্রান্তের সিকি ইঞ্চি ছাড় দিয়ে (তরবারির ডগার খাঁজ পৃথক চিত্রে দেখানো হয়েছে, লক্ষনীয়)। খাঁজের প্রয়োজন পরে বুঝানো হয়েছে। তরবারিগুলি সাধারণতঃ দেড় ইঞ্চি চওড়া মাইল্ড স্টিলের ষোল ভাগের তিন ভাগ পুরু পাত থেকে, হয় পিটিয়ে, নয় গ্রাইণ্ড করে এক পাশে ঢাল করা হয়। পরে এগুলি ক্রোমিয়াম করে ঔজ্জ্বল্য বর্ধন করা হয়। এ তরবারিগুলিতে ধার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। ধার তুললে লাইসেন্সের দরকার হয়। খেলার সরঞ্জাম হিসাবে, দেখতে তরবারি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যদি কেউ এগুলি খরধার প্রতিপন্ন করা দরকার মনে করে তা

হলে লাউ শশা কলা কেটে দেখাতে সেই প্রাচীন উপায়ে* খোসা ঠিক আছে অথচ ফলের ভিতরটা দু তিন টুকরা হয়েছে যেভাবে করা হয় সেই ব্যবস্থায় তরবারির এক আঘাতে ফল দু টুকরা করা যায়। এতে ধারের চেয়েও ভারের দাপটেই কাজটি হয় কিন্তু চোখে দেখলে মনে হয় ধারেতেই কেটেছে।

তরবারির ডগায় যাকে শোয়ানো হবে তার পিঠে জামার তলায় একটা লোহার পাত সংযুক্ত লোহার চাদরের যন্ত্রাংশ বেঁধে দেওয়া হয় (চিত্র ১৮০ খ)। ছবিতে এটি ফড়িং-এর মত দেখা যাচ্ছে যার মাঝের অংশটি লোহার পাত আর



(চিত্র ১৮০)

ডানার মত অংশটি চাদর। লোহার পাতটি তরবারির পাতের মাপের ও চাদরটি এক ইঞ্চির যোড়শাংশ হলেই চলে। ঐ চাদরের শেষ ভাগে বেল্টও দেখানো হয়েছে যা দিয়ে যন্ত্রটি শরীরে বাঁধা হয়। যন্ত্রটির লোহার পাতের কাটা দিকটা ঘাড়ের কাছ বরাবর রাখা দরকার। পাতের ঐ চেরা অংশটি তরবারির ডগায় ঢুকিয়ে দিলে তরবারির খাঁজে যন্ত্রটি সমান্তরাল হয়ে থাকে ও বালক-বালিকার ওজন অনায়াসেই সইতে পারে। সুতরাং যন্ত্রের এই দিকটি কোনও কারণে খসে না নেমে পড়ে সেজন্য পাতের পিছন থেকে ঘাড়ের পাশ দিয়ে দুটি ফিতে এনে সামনের দিকের বেল্টে বাঁধা ভাল। পরিচ্ছন্নতার দরুণ এই শেষোক্ত ব্যবস্থাটি

* নরম শাঁসের ফলের খোসা অক্ষত রেখে অভ্যন্তর কাটার উপায় হচ্ছে ছুঁচ গলিয়ে ফলের ভিতরের খোসা বাঁচিয়ে কেটে রাখা। খেলা দেখাবার সময় তৈরী ফলটা দর্শককে দিয়ে অন্য একটা ফল কাটার পর দর্শকের ফলটাও কাটা পড়েছে দেখানো হয়।

ছবিতে দেখানো হয় নি। এই যন্ত্রের যে-দিকটা শরীরের সঙ্গে সংলগ্ন হয়, সে দিকটা ফেল্ট দিয়ে ঢাকা থাকে। ফেল্ট্, এক রকম কম্বলের মত পুরু বস্ত্র। কাপড়, মখমল ইত্যাদি কাঠে বা ধাতুর সঙ্গে লাগাতে রঙ-পালিশের দোকানে জলবৎ তরল আঠা পাওয়া যায় যেমন ডেন্‌ড্রাইট এঢিসিভ্, সেগুলিই এ সব কাজে ব্যবহার করা ভাল। তরবারির ডগায় শরীরে লাগানো যন্ত্রটির চেরাটি ঢুকলে সিকি ইঞ্চি ওপর দিকে বেরিয়ে পড়ে ও যন্ত্র পরিহিত মানুষটির ঘাড়ে এসে খোঁচা লাগে। এ অবস্থায় তার অস্বস্তি দূর করতে যন্ত্রের ঐ পাতটিতে আধ ইঞ্চি পুরু ফেল্ট লাগিয়ে শেষ প্রান্ত না জুড়ে খোলা রাখলেই অসুবিধার নিরসন হয়।

তরবারিগুলি নীচের গুঁড়িতে খাড়া করে দাঁড় করাবারও একটু বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তরবারির প্রত্যেকটি চব্বিশ ইঞ্চি লম্বা ও ষোল ভাগের তিনভাগ পুরু নরম ইস্পাতের পাটি থেকে তৈরী হয়। চওড়ার এক দিকে গ্রাইণ্ড বা ফাইল করে একটু ঢাল করলেই হয়। তবে পিটিয়ে ঢাল করলে আবার ঘসে সমান না করলে ক্রোমিয়ম বা নিকেলের কলাই করার পর তরবারি ঢেউ খেলানো দেখায়। তরবারির হাতলের নীচের অংশটি কামারশালে পুড়িয়ে পিটিয়ে গোলাকার করা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। ঐ গোলাকার অংশটি লম্বায় পৌনে এক ইঞ্চি হওয়া দরকার, ব্যাস আধ ইঞ্চি হলেই চলে। এই নিরেট গোলাকার অংশটিই গুঁড়ির কাঠের গর্তে বসিয়ে দাঁড় করানো হয়। কাঠের গর্তে লোহার অংশ ঢুকিয়ে তার ওপর ভারী জিনিস চাপালে এই সূচ্যগ্রে শয়ন খেলায় এক দিকে বার বার হেলে পড়ায় কাঠের গর্ত বড় হয়ে যায় ও শেষে আর তরবারি সোজা রাখা যায় না। এই অসুবিধা নিবারণ করতে ঐ গুঁড়িটার তলা থেকে ঠায় ওপর পর্যন্ত একটা গর্ত করে তার মধ্যে লোহার সাঁপি অর্থাৎ 'বুশ্' ঢুকিয়ে রাখা হয়। বলা বাহুল্য, সাঁপির গর্তে তরবারির বাঁটের গোলাকার গোড়া যাতে ঠিকঠাক ঢুকতে পারে সেটা অবশ্যই করা দরকার। এই তরবারির ইঞ্চিটাক গোড়া গুঁড়িতে বসাবার ব্যবস্থা দেখে একদা দুই মহাপণ্ডিত সমালোচনা করেছিলেন যে তরবারিগুলি সটান গুঁড়িতে বসিয়ে খাড়া করে রাখলে বলতে হয় যে ঐ অস্ত্রগুলাও সম্মোহিত অবস্থায় রাখা হয়েছে। পণ্ডিতপ্রবর দুটি তখন এই খেলাটি প্রস্তুত করাচ্ছিলেন। কিছু দিন পরে তরবারির সম্পূর্ণ বাঁটটি, অনুমান পাঁচ ছয় ইঞ্চি লম্বা, গুঁড়ির গহ্বরে ঢুকিয়ে সম্মোহিতা বালিকাকে তরবারির ডগায় শুইয়ে যখন পায়ের নীচের তরবারি প্রথম খোলা হল তখন অনায়াসেই কাজটি হয়ে গেল। তার পর কোমরের নীচের তরবারি অপসারণের সময় মুস্কিল দেখা দিল। কারণ,

শায়িত শরীরের তলা থেকে তরবারি ওঠাতে হলে লোকটিকে না তুলে সেটি ওঠানো যায় না; এবং ছ ইঞ্চি গর্তে পোঁতা বাঁট খুলে আনতে নিদেন আট নয় ইঞ্চি শরীর তুলতে হয়। ওদিকে শরীর তুলতে গেলেই কাঁধের কাছের লোহার পাতের ফাঁদে গলানো তরবারির ডগা খসে যাওয়াও বিচিত্র নয়। শেষ পর্যন্ত আমার ব্যবস্থাই সমালোচক ও সমালোচকের সমঝদার দুজনেরই এবং একক শ্রোতার গ্রহণযোগ্য হয়েছিল, সে এক অদ্ভুত ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

ছোট ছেলে বা মেয়ে দিয়েই এ খেলা দেখাতে সুবিধা বেশী। তাদের গায়ে একটা সার্ট বা ফ্রক চাপালেই শরীরে লাগানো যন্ত্রটি ঢাকা পড়ে। যন্ত্রের চেরা অংশ অনেকেই কাঁধ পেরিয়ে গলার মাঝ বরাবর পিছন দিকে বাড়িয়ে রাখে। মেয়ের বেলায় ঐ বাড়তি অংশ ঢাকতে মেয়েকে কামিজ শালোয়ার পরিয়ে গলায় দোপাট্টা জড়িয়ে দিলেই হয়ে যায়। কিন্তু ছেলের বেলায় তা চলে না। তবে তাকে ধুতি, পাঞ্জাবি ও চাদর পরিয়ে বরের মত ফোঁটা চন্দনে চর্চিত করা যায় হয় তো। দুটি কারণে ছোট ছেলে মেয়ের বেশী দরকার। প্রথম কারণটি হচ্ছে, যদিও দেড় ইঞ্চি চওড়া সিকি ইঞ্চির কম নরম ইস্পাতের পাটি থেকে তরবারিগুলি তৈরী হয়েছে ও মানুষ শোয়ালে ভারের চাপ পুরুর দিকেই পড়ে তবু হঠাৎ সামনে পিছনে শরীর যদি হেলে যায় তা হলে তরবারি দুমড়ে যেতে পারে। দশ বার বছরের কম ছেলে মেয়েদের বেলায় ওজনটা এ খেলায় কখনও সংকট সীমার ধারে কাছেও যায় না। তাই তারাই নির্ভয়ে ব্যবহারযোগ্য। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, বালক বালিকার বয়সের গুণে তারা বেশ কিছুক্ষণ তরবারির ওপর শুয়ে পা দুটি টানটান ছড়িয়ে সমান্তরাল করে রাখতে পারে। তাই তারাই এ খেলায় অনিবার্য দোসর।

আর বাকী রইল ভড়ংটুকু। ছেলে বা মেয়েটিকে সম্মোহিত করা। সম্মোহন কেমন করে করা হয় তার রীতিমত পাঠ নিয়ে ও যা করবার তা শিখে, যদিও প্রকৃত সম্মোহক হওয়ার প্রয়োজন হয় না, তবেই সম্মোহন করার অভিনয় করা ভাল। সম্মোহিত লোকটিকে প্রদর্শক দু হাতে পাঁজাকোলে তুলে যখন সারি সারি বসানো তরবারিগুলির ডগায় শুইয়ে দিতে যাবে তার আগেই ঘাড়ের কাছে হাত দিয়ে পাতের ত্রিকোণ ছিদ্রটির দু পাশে দু আঙুল ঠেকিয়ে অন্য হাতে কোমরের তলা ধরে উঁচিয়ে ধরতে হয়। এবার তরবারির ডগার চেরা অংশটিকে প্রবিষ্ট করাতে পায়ের দিকটা উঁচু করতে হয়। খুলে ফেলবার সময়ও ওদিকটা তুলে না ধরলে তরবারি ও যন্ত্রাংশ আলগা হয় না, এবং চেরা অংশ ডগায় ঢুকিয়ে পায়ের

দিক সমান্তরাল করে ছেড়ে দিতে হয়। অতঃপর অতিরিক্ত বাহবা আদায়ের জন্য প্রথমে পায়ের নীচের, পরে কোমরের নীচের তরবারি দুটি পর পর খুলে আনতে হয়। অতি অবশেষে সেই শোয়ানো লোকটিকে তরবারি থেকে ছাড়িয়ে এনে দাঁড় করিয়ে সংবেশনের মোহ ভঙ্গ করে আর এক দফা যৌথ বাহবা অর্জন করা সম্ভব।

মরাল মায়াজাল

(আবির্ভাব ও তিরোধান)

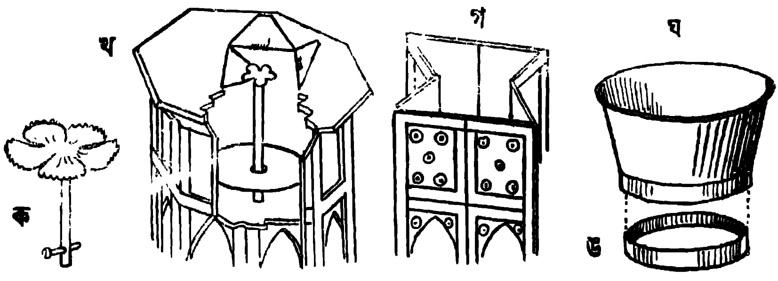
যাদুক্রীড়ায় পাখির খেলা দর্শকদের কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক হয়। পশুপাখিদের মধ্যে যেগুলি মানুষের পোষ্যবর্গের মধ্যে প্রিয়, তাদের লুকিয়ে রাখা বিপজ্জনক কারণ তারা বড় ছটফটে ও দুরন্ত প্রাণী। সুতরাং এই সব জীব খেলায় ব্যবহার করলে, বিশেষতঃ যাদুক্রীড়ায় ব্যবহৃত হলে, দর্শকদের বিস্মিত করার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়।

মরাল মায়াজাল খেলাটি দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে শূন্য গামলায় কয়েকটি হাঁস আবির্ভূত করা হয়। শেষের অংশে সেই হাঁসগুলি বাক্সের খাঁচায় পুরে তিরোহিত করা হয়। সুতরাং খেলাটি দু ভাগে বর্ণনা করা হবে। পাশ্চাত্য দেশে প্রথম কাণ্ডের খেলাটি হিন্দু ওআণ্ডার বৌল নামে আখ্যাত যদিও এটি মোটেই ভারতবর্ষের খেলা নয়। যাদুর পীঠস্থান ভারতের সুখ্যাতিকে ব্যবসায়ের সুযোগে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে কোনও অজ্ঞাত পাশ্চাত্য যাদুকর বা যাদুকরগণ এই খেলাটি প্রণয়ন করেন। পরে আমাদের দেশের মঞ্চমায়ায় এটি উনবিংশ শতাব্দী থেকে প্রচলিত হয়ে এসেছে।

এ খেলাতে প্রয়োজন ছোটখাট স্নান করার একটি গ্যাল্‌ভ্যানাইজ্‌ড্‌ চাদরে তৈরী গোলাকার গামলা আর গামলাটিকে মঞ্চে না রেখে একটা টেবিলে তুলে দেওয়া হয় যাতে দর্শকরা ভুলেও না ভাবতে পারেন যে হাঁসগুলি মঞ্চের পাটাতনের ফোকর দিয়ে গামলায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ঐ গামলা থেকে যে হাঁসগুলির আবির্ভাব হবে সেগুলি রাখার জন্য একটা কাঠের তৈরী খোঁয়াড় (চিত্র ১৮২ দ্রষ্টব্য) থাকে। এ খেলায় যে টেবিল (চিত্র ১৮১ খ ও গ) ব্যবহৃত হয় তা অনেকটা মহিশুরী ধরণের আসবাব। তবে এই টেবিলের চার পাশ পায়া পর্যন্ত ঢাকা থাকে না। গামলাটি ধাতব চাদরে তৈরী করে, অভ্যন্তর ভাগ ঘোর কৃষ্ণ বর্ণে রঞ্জিত করে, বহির্ভাগ সুদৃশ্য ও শোভন নক্সায় চিত্রিত করাও

চলে (চিত্র ১৮১ ঘ) অথবা স্বাভাবিক যেমন তেমন রাখলেও হয়। গামলাটির তলদেশ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখা দরকার। এই দু মুখ খোলা গামলাটিতে খেলা দেখাবার সময় একটা কাগজের তলা লাগিয়ে নিতে হয়। তলায় টানটান করে কাগজ লাগাবার জন্য গামলার তলায় আঁট হয়ে বসে এমন একটা গোলাকার বালা প্রস্তুত থাকে (চিত্র ১৮১ ঙ)। ঐ বালাটির ওপর পাতলা কাগজ, ঘুড়ির কাগজই প্রকৃষ্ট, টানটান করে বিছিয়ে গামলার তলদেশে চাপিয়ে দিয়ে তলা তৈরী করা হয়। অথবা ঐ বালাতে আঠা দিয়ে কাগজ জুড়ে পরে গামলার তলায় পরিয়ে দেওয়াও যায়। কাগজটি কাল রঙের হলে আর সেটায় বিশেষ কিছু করার দরকার হয় না কারণ গামলার ভিতরের রঙও কাল থাকায় সবটাই যথাযথ দেখায়। তবে কোনও প্রদর্শক নিখুঁত ব্যবস্থা সম্বন্ধে বেশী সচেতন হলে ঐ কাগজের তলার দিকটা এ্যালুমিনিয়াম্ পেইন্ট লাগিয়ে গ্যাল্ভ্যানাইজ্ড্ রঙের সঙ্গে তলদেশ মিলিয়ে ফেলতে পারে। গামলার তলায় পাতলা কাগজ রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে টেবিলের পাটাতনে স্প্রিং সংযুক্ত অংশ থাকায় ঐ তক্তার তলায় যে হাঁসগুলি লুকানো থাকে সেগুলি স্প্রিং-এর ঠেলায় দরজা খুলে কাগজটা ফাটিয়ে দেয় আর হাঁসগুলি গামলায় মাথা তুলে দাঁড়ায়। এই হাঁসগুলিই পরে বাইরে এনে খোঁয়াড়ে রেখে দেওয়া হয়।

এবার মহীশুর দেশীয় টেবিলে (চিত্র ১৮১ খ) যা করার প্রয়োজন জানানো হচ্ছে। ছবির খ অংশটি দেখলেই বুঝা যায় যে টেবিলটির ওপরের তক্তার



(চিত্র ১৮১)

মাঝখানে একটা গর্ত কাটা হয়েছে। এই গর্তটি ঠিক গোলাকার নয়। বরং অষ্টাগণ অর্থাৎ আটকোণ বিশিষ্ট সরল রেখায় ঘেরা ক্ষেত্র বলাই যথার্থ। এই গর্তটি পুনর্বার আটটি ত্রিভুজের মত ত্রিস্তর তক্তায় ঢাকা দিতে হয়। এই

ত্রিভুজাকৃতি কাঠগুলি গর্তের সঙ্গে কব্জার দ্বারা সংলগ্ন করা হয় এবং কব্জাগুলিতে স্প্রিং লাগানো থাকায় প্রতিটি তক্তার খণ্ড উপরমুখি খুলে যায়। ছবিতে এই অংশটি বিশেষ ভাবে দেখানো হয়েছে। তবে পরিচ্ছন্নতার খাতিরে স্প্রিং ও কব্জা তত স্পষ্ট দেখানো হয় নি। স্প্রিং সংযুক্ত কব্জায় আঁটা টেবিলের পাটাতনের তক্তাগুলির নীচে তিনটি হাঁস থাকতে পারে এমন একটা টিনের পাত্র পাটাতনের তলায় লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই টিনের পাত্রটির তলায় মাঝ বরাবর একটা ছিদ্র থাকে। যেহেতু টেবিলের চারপাশের অর্ধেকটা ঢাকা থাকে সেহেতু ঐ টিনের পাত্রটি নীচের দিকে ঐ আচ্ছাদন ছাড়িয়ে যেন নেমে না পড়ে সেটা তৈরীর সময় খেয়াল রাখতে হয়। হাঁসগুলি এই পাত্রে রাখতে টেবিলের তক্তার দরজাগুলি খুলে ঢোকাতে হয়। এবার ঐ স্প্রিং সম্বলিত আটটি কপাট বন্ধ রাখার উপায় হচ্ছে ঐ ছবিতে দেখানো 'ক' অংশটি। জিনিসটি হচ্ছে কাঠের নিরেট গোল দণ্ডের ওপর ফুলের পাপড়ির মত টিনের তৈরী অংশ লাগিয়ে বোঁটায় একটা ফুলের মতন আকৃতি করে রাখা। ফুলের পাপড়িগুলি একটু মুড়ে ও কিনারায় দাঁত কেটে রাখলে, গামলার কাগজ ছেঁড়ার কাজ সহজ হয়। টেবিলের খোলা দরজাগুলি বন্ধ করে ঐ ফুলের বোঁটাটি কপাটগুলির সঙ্গমের কেন্দ্রবিন্দু গলিয়ে টেবিলের তলার পাত্রটির ছিদ্র পার করিয়ে দিলেই দরজাগুলিতে খিল দেওয়া হয় যদি এই বোঁটা কোনও রকমে কোথাও আটকে রাখা যায়। সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে ঐ বোঁটার নীচের দিকে, যেটা ছবিতে একটা পেরেক গুঁজে দেখানো হয়েছে। কপাট বন্ধ করে বোঁটা গলিয়ে ফুলের পাপড়ি যখন কপাটগুলি চেপে রাখে তখন পাত্রের ফুটার বাইরে বাড়ানো বোঁটার গর্তে একটি পেরেকের এক ইঞ্চির আট ভাগেরও কম যদি গুঁজে দেওয়া হয় তা হলে স্প্রিংগুলা যতই না পাপড়িটিকে ঠেলে তুলতে চেষ্টা করুক না কেন বোঁটার তলার পেরেক সেটা প্রতিহত করে। ফলে টেবিলের ওপরটা স্বাভাবিক ও সমতল দেখায়। এই পেরেকটার সঙ্গে একটা মোটা কার, অর্থাৎ মেয়েদের মাথায় বাঁধা মোটা কাল সুতা, বেঁধে মঞ্চের মেঝে গড়িয়ে সরাসরি নেপথ্যে অবস্থিত সহকারীর হাতে পৌঁছে দিলেই প্রদর্শকের ইশারায় সুতায় টান পড়লেই পেরেকটি স্থানচ্যুত হয় ও টেবিলের পাটাতনের গোপন গবাক্ষের কপাটগুলি স্প্রিং-এর ঠ্যালায় খুলে যায়।

বার বার স্থানান্তর করার উদ্দেশ্যে মঞ্চমায়ার আসবাবগুলি ভাগে ভাগে বিভক্ত করার প্রয়োজন আছে। সেই উদ্দেশ্যে এই খেলার টেবিলটির ওপরের তক্তা পায়ার ওপর না এঁটে, আল্গা বসানো হয় ও পাটাতনের নীচে লাগানো পাত্রটি

খুলে ফেলার ব্যবস্থা থাকে। তার পর বাকী থাকে টেবিলের তলার অংশ। মহিশূরী টেবিলের পায়াগুলি আট পাটে তৈরী ও 'গ' ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে তেমন ভাবে ঐ অংশ কব্জার দৌলতে পাট করে মুড়ে গুটিয়ে ফেলা যায়। সুতরাং এ খেলার সরঞ্জামটিও ঐ ভাবে গুটিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা সঙ্গত। এই টেবিল তৈরী করতে আসল মহিশূরী টেবিল দিয়ে তৈরী করাই শুধু যুক্তি সঙ্গত নয়, ব্যয়ের বিচারেও সুলভ হয়। আসল টেবিলের পায়ার অংশে জাফরি-কাটা থাকে। ভিতরে কাল কাপড় দিয়ে ঐ জাফরি ঢেকে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়।

খেলা দেখাবার আগে হাঁসগুলি টেবিলের গোপন পাত্রে রেখে পাত্রের মুখের কপাটগুলি বন্ধ করে মঞ্চে রাখা হয়। গামলাটি মেঝেতে পড়ে থাকে। হাঁসের ওপর কিছু রেশমী রুমাল ফুল ইত্যাদি রাখাও চলে। যথা সময়ে টেবিলের ওপর গামলাটি খালি দেখিয়ে বসাবার পর পটকা বা পিস্তলের আওয়াজ করা মাত্র নেপথ্যের সহকারী সুতায় টান দিয়ে গোপন গবাক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন করলে প্রদর্শক প্রথমে রুমাল, ফুল ইত্যাদি নির্গত করতে করতে অবশেষে হাঁস তিনটি একে একে বাইরে এনে পাশে এগিয়ে দেওয়া খোঁয়াড়টিতে রেখে দিলেই এই টেবিলের পালা সাঙ্গ হয়। হাঁস এই টেবিলে পুরতে বা বার করতে একটু সাবধান হওয়া দরকার। বার বার একই হাঁস অথবা সদ্য সংগৃহীত হাঁস এই অবরোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ও তার দিকে হাত এগিয়ে এলেই হাতে সে কামড় বসিয়ে দেয়। জীব হিসাবে হাঁস দেখতে খুবই ছোট কিন্তু এর ঠোঁটের চাপে গুগলি শামুক গুঁড়িয়ে যায়, স্মরণ থাকে যেন।

আজকাল এ খেলা দেখাতে কাগজের ফিতের একটা খেই টেনে বার করতে করতে ফিতের পাহাড় করার পর হাঁস বহির্গত করা হয়। এই ফিতের চক্রাকার চ্যাপ্টা গুটানো দ্রব্যটি টেবিলের পাত্রেই হাঁসগুলির ওপর রাখা থাকে। পরে সেই ফিতেই কেন্দ্র থেকে টেনে টেনে স্তুপাকার করা হয়। আগেকার দিনেও হাঁস বার করার আগে কাগজের ফিতে বার করা হত। সেগুলি কিন্তু গামলা থেকে বার করা হত না। ঐ টেবিলের দু পাশে দুটি খুঁটি লাগানো থাকত। সেই খুঁটি দুটির সঙ্গে বেঁধে ছোট্ট একটা চাঁদোয়ার মত জিনিস ঝুলিয়ে দেওয়া হত, অনেকটা বিজলী বাতির টোপরের মত। এই টোপরের মধ্যে থাকত নানা রঙের কাগজের ফিতে জড়ানো 'ববিন্' বা শঙ্কু। এই শঙ্কুর মোটা দিকটা ওপর দিকে রেখে সরু দিকটা নীচের দিকে ঝুলিয়ে রাখা হত। শঙ্কুতে ফিতে জড়াতে প্রথম মোটা দিক থেকে জড়াতে জড়াতে সরু দিকে এসে আবার মোটা দিকে

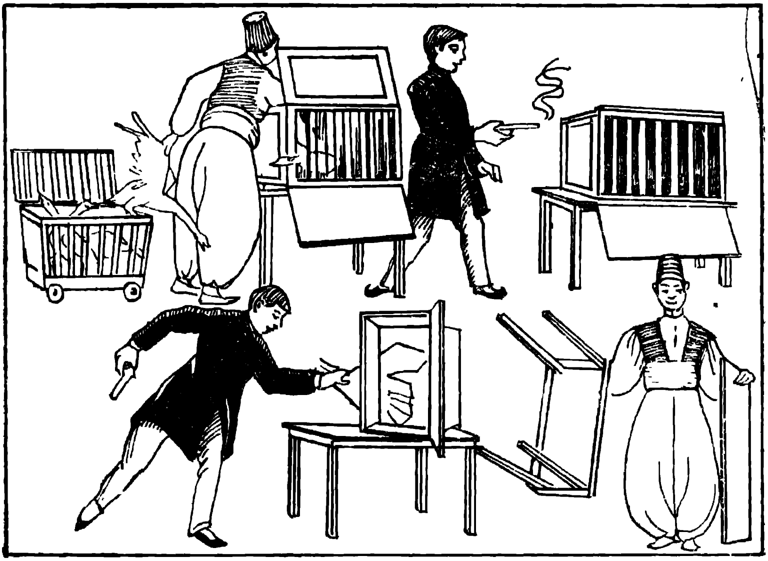
জড়াতে থাকলে এই ফিতের শেষ খেই বা প্রান্তটি যদি সাময়িক কোথাও আটকে রাখা হয় ও পরে সেটা খুলে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তা হলে নিজের ভারেই জড়ানো ফিতে আপনা থেকেই খুলে নামতে থাকে। রঙ বেরঙের ইঞ্চিটাক চওড়া পাতলা কাগজের এই ফিতে ঝরে পড়ার দৃশ্যে যাদুর চমক খুব বেশী না থাকলেও অতি নয়নাভিরাম দৃশ্য, যে না উপভোগ করেছে সে কল্পনাও করতে পারবে না।

হাঁস আবির্ভাবের খেলা শেষ হতেই খোঁয়াড়ে রাখা হাঁসগুলির তিরোধানের ব্যবস্থা না করলে নাটকীয় যে ঘটনার সূত্রপাত করা হয়েছিল তার পরিসমাপ্তির অভাব থেকে যায়। সুতরাং হাঁসগুলির অন্তর্ধানের প্রসঙ্গ শুরু হোক। হাঁস তিনটিকে একটা বাক্সে রেখে চোখের পলক পড়তে না পড়তে অদৃশ্য করে দেখানোই এ খেলার চমকপ্রদ ঘটনা। এদেশে এখন এ ধরণের হাঁস অন্তর্হিত করার যে খেলাটি বহুল প্রচলিত সেটি হচ্ছে 'হাঁসেরা যায় কোথায়' খেলা, মিঃ উইলিঅম নিক্সনের স্বকপোল কল্পিত যাদুক্রীড়া। সকলেই দেখাচ্ছে ও অনেকে দেখেছে বলে এবং যাদুকর সমাজের সবজান্তাদেরও খেলাটির উপায় ও অপায় জানা আছে বলে এ খেলাটি ভিন্ন উপায়ে দেখানো দরকার। রসিকদের অরুচি দূর করতে খেলার রঙ বদলাতে হয়। রকমফের না হলে গড্ডালিকা প্রবাহে যাদুর মাহাত্ম্য ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

তিরোধানের খেলাটি হুবহু একই রেখে কেবল মাত্র খেলা দেখাবার উপায় ও উপকরণ পাল্টিয়ে এই নতুন খেলাটি দেখানো যেতে পারে। আবির্ভাবের খেলার শেষ হতেই, হয় পট উঠিয়ে অথবা উইংস দিয়ে, একটা টেবিলে স্থাপিত বাক্স মঞ্চে আনা হয়। বাক্সটির সামনের ডালা খুললে দেখা যায় যে সামনের দিকে কাঠের গরাদ দেওয়া আছে। যাদুকর ওপরের ডালাটি তুলে ধরতে সহকারী এক এক করে তিনটি হাঁস ঐ বাক্সে ঢুকিয়ে রাখলে দর্শকগণ গরাদের ফাঁক দিয়ে হাঁসগুলি রাখা হয়েছে দেখতে পান। ওপরের ডালা বন্ধ করে প্রদর্শক হাঁসগুলিকে লক্ষ্য করে পিস্তল বা পটকার শব্দ করা মাত্র হাঁসগুলিকে আর দেখা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে বাক্সটিকে টেবিলের ওপর প্রস্থের দিকে খাড়া করে ফেলা হয় ও সামনের ডালা ও তলার অংশ খুলে দিয়ে যাদুকর বাক্সটির পিছনে টেবিলে পাতা চাদরটি নাড়তে থাকলে লোকে বুঝে ফেলে যে বাক্সটি সম্পূর্ণ খালি, হাঁস সেখানে অবশ্যই নেই। এ সময় চাদরবিহীন টেবিলটা এক নজরেই দেখে বুঝা যায় যে টেবিলের পাটাতনে হাঁসগুলি রাখার স্থানাভাব। কিন্তু তবু সমূহ সন্দেহ নিরসন করতে বাক্সটি ভূঁয়ে নামিয়ে টেবিলটির তলার দিকও দর্শকদের দেখানো হয়। ছবিতে

এই হংস তিরোধানের আগাগোড়া সমস্ত নাটকীয় অংশ অতি নিখুঁত ও মনোরম ভাবে শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন (চিত্র ১৮২)।

উপায়ের দিকটা খুলে বলবার আগেই জেনে রাখা ভাল যে টেবিলে এমন কিছু গুপ্তগৃহ রাখা হয়নি যেখানে হাঁসগুলি লুকিয়ে রাখা যায়। টেবিলটা যথা সম্ভব সাদাসিধা ও যতখানি অনাড়ম্বর করা যায় সেই ভাবে তৈরী। সুতরাং ত্রিস্তরের তক্তার এক দিকে এক ইঞ্চি ও দেড় ইঞ্চি পুরু বাটামের বেষ্টনী দিয়ে

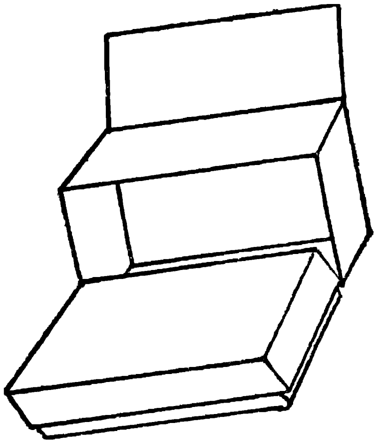


(চিত্র ১৮২)

ঐ কাঠগুলির কোণে কোণে খাঁজ কেটে পৌনে এক ইঞ্চি চৌকা বাটাম ঢুকিয়ে সংযোগ স্থলে লোহার পাতের 'এ্যাঙ্গেল্' বা কোনা নাট্-বোল্ট্ দিয়ে লাগালেই টেবিলটা দাঁড় করানো যায়। তবে শক্ত সামর্থ্য করতে পায়ার তলার দিকে বাটাম লাগিয়ে ঘিরে দিলেও চলে, অথবা খাটের মশারীর দাঁড়ের মত টেবিলের ওপর থেকে বড় নাট্-বোল্ট পায়াতে ঢুকিয়ে দেওয়াও যায়। টেবিলের ওপর যে চাদরটি বিছানো দরকার তার মধ্যেও হাঁস লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কারণ ওটি তুলে ঝেড়ে দেখানো হয় ও পরে খাড়া করে দাঁড় করানো বাক্সের তলা খুলে চাদর আবার পিছন দিকে নেড়ে দর্শকদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় বাক্সের ভিতরটা পরিষ্কার এপার ওপার দেখা যাচ্ছে এবং বাক্সের ভিতরে ও চাদরে হাঁস নেই।

চাদর ও বাক্স খালি দেখিয়ে, বাক্স বন্ধ করে, নামিয়ে রাখার পর টেবিলটা উল্টে পাল্টে যখন দেখানো হয় তখন সত্যই বিস্ময় জেগে ওঠে হাঁসেরা গেল কোথায়? মিঃ নিক্সনের হাঁস তিরোধানের খেলাটির সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও, উপায় ও ব্যবস্থার বিচারে এই খেলাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের।

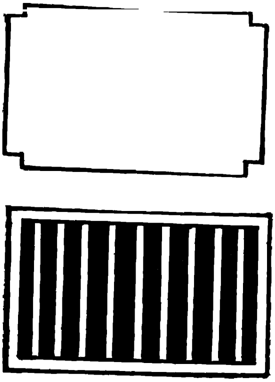
টেবিলে ও চাদরে যখন হাঁসদের গোপন আবাস নেই তখন বাক্সটির মধ্যেই অবশ্য জীবগুলি রয়েছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। বাক্সটির ভিতর দিকের আনুমানিক মাপ হচ্ছে তিন ফুট লম্বা আর খাড়াই ও চওড়া দু ফুট, অর্থাৎ প্রস্থ ও উচ্চতা অপেক্ষা দৈর্ঘ্য দেড়গুণ বেশী। বাক্সটির ওপরে কপাট, সামনে কপাট ও নীচেও কপাট অর্থাৎ কব্জা লাগানো থাকে যাতে দরজার পাল্লার মত খুলে ফেলা যায় (চিত্র ১৮৩ দ্রষ্টব্য)। বাক্সটি হাল্কা করার উদ্দেশ্যে ত্রিস্তরের তক্তা দিয়ে তৈরী হওয়াই ভাল। তবে কপাট খোলার জন্য প্রথমে একটা এক ইঞ্চি বা দেড় ইঞ্চি বাটামের চৌকা কাঠের কাঠামো করে ছ দিকের তক্তা লাগাতে হয়। বাক্সটির তলার অংশে হাঁসদের গুপ্তগৃহ প্রস্তুত করা হয়। এই ঘরটি আর কিছু নয়, চার বা সাড়ে চার ইঞ্চি উঁচু একটা ঘেরা জায়গা আধ ইঞ্চি পুরু বাটাম দিয়ে বাক্সটির তলার তক্তায় তৈরী করা হয়। বাক্সটি



(চিত্র ১৮৩)

বসিয়ে রাখলে তলার এই বাড়তি অংশ বাক্সের মধ্যেই ঢুকে থাকে। ডালাটিতেও চার কিনারায় আধ ইঞ্চি পুরু বাটামের ঘের দেওয়া হয় যাতে ঐ ঘেরের মধ্যে, ছবিতে দেখানো (চিত্র ১৮৪ ওপরের ছবি) কোণ-কাটা একটি আধ ইঞ্চি পুরু ত্রিস্তরের আল্গা তক্তা ঢুকিয়ে রাখা যায় ও দু পাশে পিতলের ছিটকিনি দিয়ে সেটি আটকেও রাখা যায়। এই কোণ-কাটা তক্তাটির দু পিঠ ঘোর কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করা অত্যাবশ্যক। এই কোণ-কাটা তক্তাটি যখন বাক্সের ডালা বন্ধ করবার সময় খুলে দেওয়া হয় তখন সেটি নেমে হাঁসগুলিকে ঢেকে ফেলে। বাক্সটির তলায় যে-ঘেরা জায়গা করা থাকে তার ওপর এই কোণ-কাটা তক্তা চেপে ধরলে 'স্প্রিং-ক্যাচ্' আঁকড়ে ধরে। এই

'স্প্রিং-ক্যাচ্', বা স্প্রিং সংযুক্ত খিল হচ্ছে সেই খিল যেটার মাথার দিকে ঢাল থাকে ও কোনও জিনিস তার ওপর চেপে ধরলে সরে গিয়ে ফিরে এসে সেটা চেপে ধরে। বাক্সের ডালা এক হাতে বন্ধ করতে করতে অন্য হাতে পিস্তল ছুঁড়লেই আল্গা তক্তাটি নিজের ভারে কোণের বাটামের খাঁজ বেয়ে নেমে হাঁসগুলি ঢেকে ফেলে। যাদুকর বিলম্ব না করে বাক্সের ডালা খুলে ভিতরে যখন হাত গলিয়ে স্থানটি ফাঁকা দেখাতে থাকে তখনই ঐ তক্তাটি নীচে চেপে ধরলে সেখানকার (ক্যাচ্-এ) খিলে তক্তাটি আটকে যায়। এ সময় যাদুকরের আরও একটা কাজ করতে হয়। সামনের গরাদ খুলে দিতে হয়। ঐ গরাদ আর কিছুই নয়, ত্রিস্তরের এক সুতা পুরু তক্তায় এক ইঞ্চি অন্তর



(চিত্র ১৮৪)

ফাঁক ফাঁক জালি-কাটা একটা তক্তা (চিত্র ১৮৪ নীচের ছবি)। এই একান্তর সমান্তরাল গর্তকাটা তক্তাটি বাক্সটির যেদিকে লাগাবার প্রয়োজন সেদিকে কাঠামোর বাটামে খাঁজ কেটে বসিয়ে দেওয়া হয় ও চার দিকে বেতার-বার্তাগ্রাহকের পিছনে যে পিতলের চ্যাপ্টা ছিটকিনিতে পশ্চাৎ অংশ সন্নিবিষ্ট করা হয় সে ভাবেই লাগিয়ে রাখা হয়। এই জালি-কাটা তক্তাটি অপসারণের কাজে যাদুকরকে ভিতরে ও বাইরে হাত লাগিয়ে কাজটি করতে হয় ও সে সময় ওপর থেকে পড়া তক্তাটি তলায় বসিয়ে দেওয়ার যথেষ্ট অবসর পাওয়া যায়, বলা বাহুল্য মাত্র। এই বাক্সটির অভ্যন্তর ঘোর কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করা দরকার। বহির্ভাগ রঙচঙে না করে যৎসামান্য প্রতীক চিহ্নে ভূষিত করাই ভাল। হাঁস লুকিয়ে রাখার গুপ্ত কক্ষটির চার দিকের দেয়ালে বেশ কয়েকটি ছিদ্র করে রাখা বুদ্ধিমানের পরিচয়, যদিও দশ পনর মিনিট ঐ বদ্ধ প্রকোষ্ঠে হাঁসেরা শ্বাসকষ্টে দেহত্যাগ করবে না, তবু সাবধানের মার নেই।

এই খেলাটি দেখাবার রীতি আগে প্রায় বলা হয়ে গেছে। তবুও অল্পবিস্তর খুঁটি-নাটি বিষয়ের কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। টেবিলের পায়াতেগুলি-ক্যাস্টার লাগালে টেবিলটা ঘুরিয়ে বাক্সটির চার দিক দেখানো সহজ ও দেখিয়ে দেওয়াই ভাল। বাক্সটির সামনের ডালা খুলে গরাদ লাগানো আছে না দেখিয়ে,

ঐ গরাদের তক্তাটি বাক্সের ওপর রেখে আনার পর, ডালা খুলে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে গরাদ লাগিয়ে দেওয়াই ভাল। তার পর টেবিলের চাদরটিও পাতা অবস্থায় না এনে বাক্সের মধ্যে রেখে আনলে, সহকারীদ্বয় বাক্সটি তুলে ধরলে ' চাদরটি বিছাবার আগে টেবিলের পাটাতনে হাতের চাপড় মেরে শব্দ শুনিয়ে দেওয়াটাও কাজের কাজ। বাক্সটির চার দেয়ালেও চাপড় মেরে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে বাক্সটিতে কোনও কারসাজি করা নেই। এ সবই অতি সামান্য বিষয়। কিন্তু এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজগুলি মানুষের মনে বিভ্রমের ঘোর বর্ধনে কতখানি সহায় হয় তা যারা এ সকল ছোট বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে বড় ক্রিয়াগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে বিপরীত ফল ভুগে শেখে তারাই জানে। আসলে অভিনয় খেলাধুলা নাচগানের মত মানুষ যাদুক্রীড়াতে খোলা মন নিয়ে আসেন। খেলার প্রত্যেকটি শৈলী কাজের মধ্যে তাঁদের বুঝিয়ে না দিয়ে গেলে, শেষ পর্যন্ত খেলা শেষ হলে তাঁদের মাথায় সমস্যা সমাধানের ভূত চেপে বসে। সে সময় তাঁরা যদি মনে করতে পারেন যে, প্রদর্শক তাঁদের অনুমান করার পথটি মেরে রেখেছে তা হলে ক্রমেই তাঁদের বিস্ময় চরমে ওঠে। লেখকরা নাট্যকাররা পরিণামে পৌঁছাবার ধাপগুলি এমন নিখুঁত নিপুণতায় সাজিয়ে রাখেন যে সমাপ্তি বাস্তবিক মর্মগ্রাহী হয়। যাদুকরদেরও সেটা করা উচিত।

পারাবত প্রবসন

পায়রা কবুতর দিয়ে যে মঞ্চমায়াটি এখানে ব্যক্ত করা হচ্ছে সেটি তিন অঙ্কে সংগঠিত। প্রথম অঙ্কে পায়রার অকস্মাৎ আবির্ভাব, দ্বিতীয় অঙ্কে পায়রার গিনিপিগে রূপান্তর আর শেষ অঙ্কে গিনিপিগের অন্তর্ধান। ফলে, তিনটি পৃথক খেলার গ্রন্থন একটি রহস্যঘন পূর্ণাঙ্গ যাদুক্রীড়ায় পরিণত হয়েছে। সুতরাং পারাবত প্রবসন খেলাটি তিন ভাগে আলোচনা হওয়াই উচিত।

খেলাটির প্রথম কাণ্ডে রয়েছে একটি পায়রার অকস্মাৎ আবির্ভাব। অনেকেই কটাহে বা ডাভ্-প্যানে কাগজ পুড়িয়ে, ঢাকনি চাপা দিয়ে, আগুন নিভিয়ে, ঢাকনি তুলে পায়রা বার করে। আবার কেউ কেউ দু হাত খালি দেখিয়ে, কাঁধে ফেলা বৃহদাকার রেশমী রুমালের দু পিঠ ঝুলিয়ে দেখাবার পর, রুমাল থেকে পাখিটি বহির্গত করে। সরল পাকপ্রণালী শীর্ষক খেলায় কটাহের মধ্যে যে উপায় বলা হয়েছে 'ডাভ্-প্যান' খেলাটিতে সেই কৌশল ঈষৎ ভিন্ন রূপে

করা থাকে। আসলে ঢাকনির মধ্যেই স্প্রিং-এর চাপে ধরে রাখা একটা অতিরিক্ত বাটি থাকে যার মধ্যে পায়রা রেখে ঢাকনিতে আটকিয়ে দেওয়া হয় ও প্যানের আধারে ঢাকনি বসালেই এই পায়রাশুদ্ধ পাত্রটি সেখানে খসে পড়ে তার সঙ্গে মিশে যায়। এই যন্ত্র-কৌশলে-সিদ্ধ পায়রা আবির্ভূত করার উপায়টি বহুল ব্যবহারের কারণে আধুনিক দর্শকদের কৌতুহলোদ্দীপক করার ক্ষমতা ম্লান হয়ে পড়েছে। অগত্যা যন্ত্র-কৌশল পরিহার করে কায়িক চেষ্টায়, অর্থাৎ হস্তলাঘবের সাহায্যে, পায়রা আবির্ভূত করার দিকে আধুনিক যাদুকরদের ঝোঁক এসেছে। পায়রা বার করার এই হস্তলাঘবটিতে নতুন কোনও উপায়ের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায় না। এ বিষয়ে যাদুকরদের অতি প্রাচীন প্রয়োগ বিধি হচ্ছে কোটের ল্যাপেলের নীচে, বুকের অভ্যন্তরে লুকানো বাণ্ডিল, রুমালের পাশাপাশি দু কোণ ধরে ঝুলিয়ে এপিঠ ওপিঠ দেখাবার সুযোগে, বাণ্ডিলের উদ্‌গত সূক্ষ্ম নাইলন তন্তুর ফাঁসে ডান হাতের বুড়ো আঙুল গলিয়ে দেওয়া হয় যখন রুমালের একটা পিঠ দেখানো হচ্ছে এবং সেই পিঠটা ঘুরিয়ে ধরবার সময় হাত ঘোরাবার সুযোগে ফাঁসে লটকানো বাণ্ডিলটি রুমালের আড়ালে আনয়ন করা হয়। পরে বাণ্ডিলটি রুমালে জড়িয়ে রুমালের ভিতর থেকে বাণ্ডিলের সামগ্রী নির্গত করা হয়। পায়রার বেলায় একটা ছোট থলিতে সেটি রাখা হয়। থলির মুখ বন্ধ করতে বটুয়ায় যে ব্যবস্থা থাকে সেটি ঐ নাইলনের সুতা এবং সেই সুতাই ল্যাপেলের বাইরে উঁকি দিতে থাকলে যাদুকরদের থলিতে ভরা পায়রা দর্শকদের দেখার বাইরে রুমালের আড়ালে সময় মত সংগ্রহ করা বিশেষ দুরূহ কর্ম নয়। তবে এই ভাবে লুকানো বাণ্ডিল রুমালের আড়ালে আনতে একটু সাবধান হতে হয় যাতে ফাঁসে লটকানো বাণ্ডিলটি দোলায়মান হয়ে রুমালে বারংবার আঘাত করে বস্তুটির অস্তিত্ব দর্শকদের চোখে ধরিয়ে না দেয়। এই সতর্কতার জন্য ফাঁসটি ছোট করতে হয় ও বুড়ো আঙুলে যখন বাণ্ডিল ঝুলে পড়েছে তখন সেই হাতের তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে রুমাল ধরে বুড়ো আঙুলটা যথাসম্ভব রুমাল থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়।

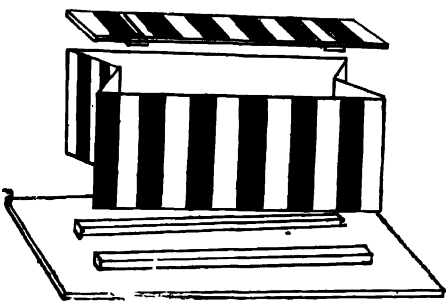
তবে পায়রার বেলায় কোটের মধ্যে বাঁ বুকের কাছে পায়রা ভর্তি থলি রাখতে আরও একটু প্রাকপ্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। পায়রার ভারে থলিটা নীচে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা রোধ করতে ল্যাপেলের ভিতরের দিকে যেখানে একটা ভিতর পকেট থাকে সেখানে ল্যাপেলের সমান্তরাল একটা পকেট তৈরী করা দরকার। এই পকেটে পায়রার থলি রেখে দিলেই চলে। ঐ থলিরও নানা রকম ব্যবস্থা আছে। ছাড়া পেলেই পায়রা উড়ে পালাতে পারে। এই সংকট থেকে অব্যাহতি

পেতে হলে পায়রা যাতে ডানা ছড়াতে না পারে সে ব্যবস্থা করা প্রথম কর্তব্য। অনেকেই ডানার পালক কাটার ব্যবস্থা দিয়েছেন। কিন্তু পাখির ডানার পালকগুলি তার হাড়েরই শামিল। পালকের ডাঁটিশুদ্ধ কাটা মানুষের আঙুল কেটে বাদ দেওয়ার মত নির্দয় নৃশংসতা। পাখা যাতে হাওয়ায় ভর না পায় সেই উদ্দেশ্যেই পালক ছাঁটার নির্দেশ। আমার মতে পালকের ডাঁটির গায়ে যে রোঁয়া থাকে সেগুলি ছেঁটে দিলেই পাখিটাও জখম হয় না, আমাদের আমোদের উপকরণেও ক্রটি থাকে না। পালক ছাঁটতে সুতরাং ডাঁটির দু পাশের রোঁয়া ছাঁটলেই ডানার মধ্যে বাতাস যাতায়াতের ফাঁক হয়ে পড়ে। রোঁয়া ছাঁটা ছাড়াও ডানা বেঁধে রাখার একটা উপায় আছে। পায়রা যারা পালন করে, অথবা পায়রা যারা বিক্রী করে, তারা এটা দেখিয়ে দিতে পারে। এ ছাড়া সম্প্রতি নানা ধরণের ডানা বাঁধার উপায় বেরিয়েছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে সূক্ষ্ম নাইলনের সুতায় মাছধরার জাল বুনে সেটি পায়রার গায়ে জামার মত পরিয়ে দেওয়া হয়। মাথা এক দিকের ফাঁক দিয়ে বার করে, অন্য দিকের ফাঁক তার ল্যাজের দিকে পা পার করে, জালটা আল্গাভাবে বেঁধে দিতে হয়। এই জালের মধ্যে পাখির যে দিকে মুণ্ডটা সে দিকের ফাঁক গলার কাছে থাকে ও সেখানেই নাইলনের সুতোর ফাঁসে জালটা গুটিয়ে পড়ে। এই ফাঁস গলায় চেপে বসে পাখিটির শ্বাস রোধের কারণ যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে গলার কাছে ফাঁস যাতে আঁট না হয় তার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ছাড় দিয়ে রাখতে হয়। নাইলনের ঐ ফাঁস ধরে টেনেই পাখিটি রুমালের আড়ালে সংগ্রহ করা হয় ও পরে যখন পাখিটি হাতে বা দাঁড়ে বসিয়ে দেওয়া হয় তখন জালের জামা শরীরে এঁটে থাকায় পাখিটি উড়ে যাবার চেষ্টা করে না। কোটের ভিতরের পকেট থেকে জালের জামা পর'নো পাখি টেনে বার করতে মুণ্ডটা আগে যাতে আসে সেভাবে পাখি রাখতে হয়; নইলে ল্যাজের দিকে আচমকা টান পড়লে পাখি তার নখ দিয়ে জামা খামচে ধরলে যে টানা-হ্যাঁচড়া শুরু হয় তাতে পাখির অজ্ঞাতসারে নিষ্ক্রমণ ব্যাহত হয়ে যাদুর চমকটি শুধু লোপ পায় না, উপায়টি ব্যক্ত হয়ে যায়। পাখির প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও একটু বলার আছে। পাখি হাতে করে ধরার নিয়ম হচ্ছে তার সামনে হাত বাড়িয়ে দেওয়া ও আঙুল একটু উঁচুতে ধরা। যদি বাড়ানো হাতে পাখি না আসে, তা হলে ঐ হাত ধীরে ধীরে তার কাছে নিয়ে আঙুল দিয়ে তার পায়ে মৃদু আঘাত করলে পাখিটি আঙুলে উঠে বসবে। এক হাত থেকে অন্য হাতে পাখি নেবার নিয়ম হচ্ছে দ্বিতীয় হাত প্রথম হাতের অল্প ওপরে ধরলেই পাখিটি উঁচু

জায়গা দেখে সেখানেই উঠে বসবে। পাখি কখনও ল্যাজের দিক থেকে ধরতে নেই। সাধারণতঃ পাখি পিছন দিক থেকে শত্রুর অতর্কিত আক্রমণের শিকার হয়। বাজপাখি পায়রার পিছন থেকে এসে ছোঁ মারে। তাই পাখিরা পশ্চাৎ দিক থেকে এগিয়ে আসা প্রাণী সম্বন্ধে সদা সতর্ক ও সশঙ্ক থাকে। খেলা দেখাবার সময় পাখির ল্যাজ ধরে বা ডানা ধরে জীবটিকে ছটফট করতে দেওয়া মোটেই সুরুচির লক্ষণ নয়। দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে অনেক পক্ষীপ্রিয় লোক থাকতে পারে। তাদের চোখে এই পাখি পীড়ন মর্মন্তুদ দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে। চারুকলার আসরে বীভৎস রস যত কম পরিবেশন করা হয় ততই প্রমোদটি সন্তোষের বিষয় হয়ে ওঠে। শিক্ষিত পোষা পাখি দিয়ে খেলা দেখালে ভাল হয়।

প্রথম অঙ্কে পায়রার হঠাৎ আবির্ভাব সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা ছাড়া অধুনা প্রচলিত 'ডাভ্ ইন্ বেলুন,' 'ডাভ্ অন্ ট্রে' বা 'গ্লাভ্স্ টু ডাভ্স্' যান্ত্রিক খেলাগুলিতে প্রথম পায়রাটি পাওয়া যেতে পারে। অথবা 'বার্ডস্ ফ্রম্ নো-হোয়ার'-এর জালে ধরা পায়রা থেকেও দ্বিতীয় অঙ্কের খেলায় যাওয়া যেতে পারে। উপর্যুক্ত খেলা তিনটির বর্ণনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং পাখিকে জন্তু বিশেষে রূপান্তরই এখন আলোচ্য বিষয়।

পায়রাকে গিনিপিগ-এ রূপান্তরিত করতে একটি বাক্সের মত আসবাব ব্যবহার করা হয়। এই বাক্সটি তিন অংশে বিভক্ত। প্রথমটি হচ্ছে ডালা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে বাক্সের চার পাশের বেষ্টনী ও তৃতীয়টি হচ্ছে তলা (চিত্র ১৮৫)। ছবিতে বাক্সটি তিন অংশে পৃথক করে দেখানো হয়েছে। ডালাটি বাক্সের গায়ে কব্জা



(চিত্র ১৮৫)

দিয়ে আঁটার ব্যবস্থা থাকলেও সহজে যাতে খুলে নেওয়া যায় তার জন্য কব্জার খিলটা খুলে, খিলের চেয়ে সরু লোহার শিক গুঁজে দেওয়া হয় যাতে কাজের

সময় গোঁজটি সরিয়ে ডালা মুক্ত করা যায়। কব্জার আসল খিল খুলতে, খিলের চেয়ে সরু পেরেক খিলে ঢুকিয়ে তার ওপর হাতুড়ি চালালে খিলটা বেরিয়ে যায়। ঐ লোহার খিলটা ফেলে, যে সরু পেরেকে খিলটা খোলা হয়েছে সেটা কব্জার গর্তে ঢুকিয়ে দিলেই কব্জা আগের মতই খেলতে থাকে। বাক্সটির চার পাশের যে বেড় থাকে তার প্রস্থের দুটি অংশ কব্জা দিয়ে মুড়ে ফেলার ব্যবস্থা করা দরকার। ছবিতে দু পাশ ভাঁজ করে দেখানো হয়েছে। এই অংশের প্রত্যেক পাশে অন্ততঃ দুটি কব্জা লাগাতে হয়। এই আয়ত বাক্সটির তলাটি বাক্সের আয়তনের চেয়ে কিছু বড় করা দরকার, যাতে দু জন সহকারী দু পাশে দাঁড়িয়ে সেটি খেলা দেখাবার সময় তুলে ধরতে পারে। তলার এই তক্তাটিতে মাঝ বরাবর দু খণ্ড পৌনে এক ইঞ্চি চৌকা কাঠের বাটাম লাগাতে হয়। বাক্সের বেড়টি ঐ বাটামের দৈর্ঘ্যে বসালে খাপে খাপে মিলে যায় ও সামনের ও পিছনের তক্তা দুটিতে ঠেস দিয়ে থাকে, ফলে বাক্সটি অাঁট-সাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। বাক্সটি আঠার ইঞ্চি লম্বা, বার ইঞ্চি চওড়া ও বার ইঞ্চি খাড়াই করলেই কাজ চলে যায়। তলার তক্তাটি একুশ ইঞ্চি লম্বা ও পনর ইঞ্চি চওড়া করা যেতে পারে। ত্রিস্তরের তক্তা দিয়ে তৈরী করলে পিতলের এক ইঞ্চি কব্জা রিভেট্ করে বসাতে হয়। বাক্সটির বহির্ভাগ আধ সুতা চওড়া সমান্তরাল একান্তর ঘোর কাল ও গাঢ় সবুজ রেখায় ভূষিত করা অত্যাবশ্যক। ছবিতে ঐ রঙের রেখাগুলি মোটা করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আরও সরু করা দরকার। সহজে রঙের কাজ সারতে হলে সবটাই কাল রঙে রঞ্জিত করাই শ্রেয়। অভ্যন্তর অবশ্যই ঘোর অনুজ্জ্বল কাল রঙ করা দরকার।

খেলা দেখাবার সময় ঐ বাক্সটি তলদেশের তক্তার ওপর বসিয়ে, ডালা কব্জায় আটকিয়ে, দু জন সহকারী দু পাশে দাঁড়িয়ে তুলে ধরে রাখে। প্রদর্শক পিছনে দাঁড়িয়ে, অর্থাৎ বাক্সটিকে নিজের ও দর্শকদের মাঝখানে রেখে, ডালাটি উঠিয়ে একটি পায়রা তার মধ্যে রেখে দেয়। ডালার কব্জার দিকটা এ সময় দর্শকদের দিকে থাকায় ডালার আড়ালে পায়রা রাখা কর্মটি যথা সম্ভব পরিচ্ছন্ন ও বোধগম্য ভাবে করা দরকার। প্রদর্শকের এ সময় বাক্স থেকে শরীরটা যতখানি সম্ভব সরিয়ে রাখাই ভাল। পায়রা রাখা হয়ে গেলে ডালার কব্জার খিল দুটি খুলে দেওয়া হয়। বাক্সের তক্তার গায়ে একটা প্যানেল্ পিনে খিলটা সুতা বেঁধে রাখলে খিল হারাবার ভয় থাকে না। এবার প্রদর্শক ডালাটি খুলে খাড়া করে তোলে ও মুক্ত ডালাটি নিজের দিকে টেনে এনে ডালাটি বাক্সের মুখে শুইয়ে অন্য

পিঠটা খাড়া করে দেখায়। এই ভাবে আরও এক বার ডালার তক্তার অপর পিঠটা দেখিয়ে তক্তাটি তুলে অন্য সহকারীর হাতে ছেড়ে দেয়। তার পর বাক্সটির দু পাশ ধরে উঠিয়ে ফেলতেই তলার তক্তায় গিনিপিগ্‌টি প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রদর্শক সে দিকে লক্ষ্য না করে বাক্সের বেড়টি ঘুরিয়ে তার অভ্যন্তর উল্টে-পাল্টে দেখিয়ে বাক্সটি ভাঁজ করে চ্যাপ্টা অবস্থায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে পূর্বোক্ত সহকারীর হাতে ছেড়ে দেয়। অবশেষে গিনিপিগ্‌টির প্রতি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পাখিকে জন্তুতে রূপান্তরের খেলা সাঙ্গ হয়।

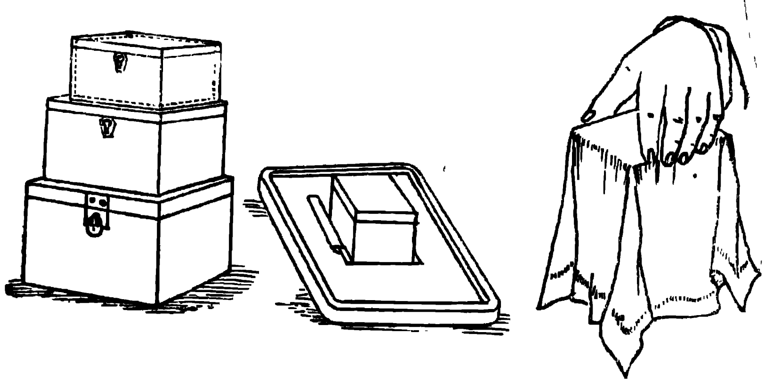
উপায়? যাদুর সব উপায়ের মত এটির উপায়ও সহজ ও অতি সাধারণ। তলার তক্তায় বসিয়ে বাক্সটি যখন আনা হয় তখনই একটা গিনিপিগ্ ঐ বাক্সে রেখে আনা হয়। পরে এই জীবটিই পায়রার বদলে দেখানো হয়। পায়রাটিকে বাক্সে পুরে তিরোহিত করার জন্য অন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যবস্থাটি হচ্ছে উড়িষ্যা দেশবাসীদের নিত্য সঙ্গী পানের বটুয়ার রীতিতে একটা কাল কাপড়ের থলির মুখ বাঁধার ব্যবস্থা করা হয়। বটুয়ার যে দু পাশের সুতা টেনে মুখ গুটিয়ে ছোট করা হয় সেই কার-এর বা মেয়েদের চুল বাঁধার সুতার প্রান্ত দুটি বাক্সটির ডালার কব্জার কাছাকাছি বেঁধে রাখা হয়। থলিতে পাখি পুরে ডালার তক্তা উঠিয়ে ধরলে থলিটা ঝুলন্ত অবস্থায় ততটা সুতা ছাড় দিতে থাকে যতটা ঐ তক্তায় তিন পাক জড়ালে তৃতীয় পাকে থলিটা তক্তার আড়ালে ঠিক মত রক্ষা পায়। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে কষ্ট হয় না যে পায়রা রাখা হয় ঐ বাক্সের থলির মধ্যে। তার পর ডালাটির কব্জার খিল খুলে ডালাটি বাক্সের মুখে ঠেকিয়ে রেখে ঐ কব্জার দিকে খুলে দাঁড় করানো হয় ও ডালাটি বাক্সের কিনারা বরাবর হড়কে প্রদর্শকের কোলের দিকে এনে শুইয়ে দেওয়া হয়। তার পর আবার ডালাটি কব্জা যে দিকে ছিল অর্থাৎ দর্শকদের দিকে তুলে দাঁড় করানো হয় ও পরে আগের মত বাক্সের কানায় লাগিয়ে প্রদর্শকের কোলের দিকে এনে ডালাটি পেতে ফেলা হয়। এই কাজগুলি করার গৌণ উদ্দেশ্য ডালার এপিঠ ওপিঠ দু পিঠ পরিষ্কার করে দেখানো ও বুঝানো। এ বিষয়ে প্রদর্শকের খেয়াল রাখা দরকার যে দর্শকদের ধীরে সুস্থে বুঝবার সুযোগ দেওয়া তার প্রধান কর্তব্য। আরও দু এক বার ঐ ভাবে ডালা তুলে দেখালে থলির সুতা ডালায় জড়িয়ে ক্রমেই ছোট হয়ে পড়ে ও পায়রা-ভর্তি থলি তখন ডালার আড়ালে উঠিয়ে সহকারীর হাতে সমর্পণ করা সহজ কাজ। পায়রা-ভর্তি থলিশুদ্ধ ডালা এক হাতে না তুলে দু হাতে ওঠানোই ভাল। কারণ,

ডালাটি এক হাতে ওঠালে পায়রার ভারে হাতের পেশীতে ওজনের রূপ ফুটে ওঠাই স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য, সহকারীও ডালাটি দু হাতে দু পাশে ধরে গ্রহণ না করলে একই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং ডালাটির যে দিকে থলির মধ্যে পায়রাটি ঝুলে আছে সে দিকটা ভুলেও দর্শকদের দিকে ফেরানো চলে না, ঘোরাবার দরকারও হয় না এবং সহকারী যেন ডালাটি হস্তগত করেই তৎক্ষণাৎ পলায়নপর না হয় সে দিকেও নজর ও প্রশিক্ষণ দেওয়া বিবেচকের কাজ। এর পর বাক্সটির চার পাশের বেড়টি সোজা ওপরে উঠিয়ে নিলেই গিনিপিগ্ তলার তক্তায় দেখা দেয়। এই পাখির বদলে জন্তুর আবির্ভাব দর্শকের মনে চমক জাগাতে না জাগাতে প্রদর্শক বেড়টি তুলে দর্শকদের বুঝিয়ে দেয় সেখানেও পায়রা নেই এবং অবিলম্বে বাক্সটি ভাঁজ করে গুটিয়ে উন্টাতে-পান্টাতে থাকার সময় অভিবাদন করলে এই অঙ্কের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা যায়।

এ খেলার শেষ অঙ্কে গিনিপিগ্ তিরোধানের পালা। না, তা নয়। গিনিপিগ্‌কে আবার পুনঃ পায়রায় পরিবর্তন। এ খেলাটির উদ্ভাবক জনৈক ফরাসী যাদুকর। তাই বাক্স তিনটির রঙ যথাক্রমে সে দেশের জাতীয় পতাকার বর্ণানুক্রমে লাল, সাদা ও নীল করা হয়। আমরাও আমাদের রাষ্ট্রীয় পতাকার বর্ণগুলির মিল রেখে বাইরের রঙ গেরুয়া, সাদা ও সবুজ করতে পারি। এই বাক্সগুলি এমন ভাবে তৈরী হয়, যাতে পর পর তিনটি বাক্স একটির মধ্যে অন্যটি রেখে শেষ পর্যন্ত একটি বাক্সে পরিণত করা যায়। এই ভাবে বাক্সের মধ্যে বাক্স পুরে একটি ট্রে বা চৌকা বারকোশে রেখে মঞ্চে আনা হয়। এবারও খেলা দেখাবার সময় ট্রে-টি সহকারীর হাতে ধরা থাকে আর প্রদর্শক ট্রের ওপর থেকে প্রথম বাক্সটি খুলে তার ভিতরের বাক্সটির ওপরে লাগানো আংটা ধরে টেনে তুলে প্রথম বাক্সটির ডালা বন্ধ করে তার ওপর দ্বিতীয় এবং সদ্য নির্গত বাক্সটি বসায়। এবার দ্বিতীয় বাক্সটি খুলে তার ভিতর থেকে তৃতীয় বাক্সটি বাইরে এনে দ্বিতীয় বাক্স বন্ধ করে তার ওপর তৃতীয় বাক্সটি রাখে (চিত্র ১৮৬ ছবিতে তিনটি বাক্স ওপর ওপর রাখা আছে)। এই তৃতীয় বাক্সটি খুলে তার মধ্যে গিনিপিগ্ পুরে ডালা বন্ধ করার আগে অন্য বাক্সটি, একটির মধ্যে অন্যটি ভর্তি করা অবস্থায়, কাছাকাছি কোনও চেয়ারে সরিয়ে রাখা হয়। তৃতীয় বাক্সটি ট্রেতে রেখে তাতে গিনিপিগ্ পুরে একটি বড় রুমাল চাপা দিয়ে প্রদর্শক বাক্সটি তুলে নেয় এবং নিমেষ মাত্র অপেক্ষা করে রুমালটি শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে পতনোন্মুখ রুমালের পাশাপাশি

দুটি কোণ ধরে রুমালের দু পিঠ ঘুরিয়ে দেখালে দর্শক দেখেন যে বাক্সটি অন্তর্হিত হয়েছে। ট্রেটিও তখন সহকারী ঝুলিয়ে ধরেছে, তাতেও বাক্স দেখা যায় না।

গিনিপিগ্ তিরোধানের খেলা ও পায়রার পুনরাবির্ভাব, এই দুটি কাজই ঐ তিনটি বাক্স, ট্রে ও বড় রুমালের সাহায্যেই করা হয়। বাক্সগুলির বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে। এই তিনটি বাক্সের সব চেয়ে ছোটটিতে একটু যাদুসুলভ বুদ্ধি খাটানো থাকে। দর্শকদের চোখে যদিও তিনটি বাক্স দেখা দেয়, প্রদর্শক জানে সেখানে মোট চারটি বাক্স আছে। সোজা কথায় তৃতীয় যে বাক্সটি পাওয়া যায় তার তলার পাটাতন থাকে না অর্থাৎ তলাটা ফাঁকা এবং ঐ ফাঁক গলিয়ে চতুর্থ একটি বাক্স তৃতীয় বাক্সটির মধ্যে পুরে রাখা হয়। এই চতুর্থ বাক্সটির মধ্যে



(চিত্র ১৮৬)

অন্য একটি পায়রা, খেলার গোড়ায় যে আকৃতি ও বর্ণের পায়রা ব্যবহার করা হয়েছিল তার মত দেখতে অন্য আর একটি, ঐ চতুর্থ বাক্সে ভর্তি করে রাখা হয়। যেহেতু বাক্সগুলি একটির মধ্যে অন্যটি ভরে রাখার প্রয়োজন আছে সেহেতু শেষের দুটি বাক্স আকারে ও প্রকারে হুবহু মিল না থাকলে চলে না। বড ও মাঝারি বাক্স দুটি সিকি ইঞ্চি পুরু সেগুন বা মেহগনি কাঠের তক্তায় করাই ভাল। ছোট বাক্স দুটি পিতল বা টিনের না করালে আয়তনে এক দেখতে করা একটু শক্ত। বাক্স-গুলির মধ্যে বাতাস চলাচলের কয়েকটি ছিদ্র করা সমীচীন। এই বাক্সগুলির তৃতীয় বাক্সটি, অর্থাৎ যেটির তলায় ফোকর সেটি, টিনের তৈরী করতে বড় বিস্কুটের টিনের ঢাকনি খুললে বাক্সটির ভিতরের চার দেওয়ালের কিনারা যেমন সমকোণ করে মোড়া থাকে সে রকম ভাঁজ দিয়ে অন্য বাক্সগুলি যত পুরু কাঠের তৈরী সেটা

অবশ্যই করা দরকার। এই তৃতীয় বাক্সের ডালা বাক্সের কিনারার মধ্যে ঢুকে পড়লে বিশেষ ক্ষতি হয় না, কারও নজরে পড়ে না ; কারণ বাক্সটি যখন ট্রে-তে রেখে গিনিপিগ্ রাখা হবে তখন তলাও হয়ে যাবে আর ডালা খোলা হবে দর্শকদের দিকে কব্জার দিকটা ঘুরিয়ে রেখে। এই বাক্সগুলির ওপরের তক্তায় ধরবার হাতল না লাগালে বাক্সের মধ্যে বাক্স যখন থাকে তখন ভিতরের বাক্স ওঠানো সহজসাধ্য হয় না। বাক্সগুলির ডালায় গা-তালা লাগাবার ব্যবস্থা করাই ভাল। পিতলের এক ইঞ্চি গা-তালা, টেবিলের টানায় বা আলমারির কপাটে যে তালা লাগানো হয় সে রকম তালা, লাগালেই চলে। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্স দুটির চাবির স্থান দেখতে পাওয়া গেলেও বস্তুতঃ তালা না লাগালেও চলে তবে ডালা বেশ আঁট হয়ে যাতে লাগে সে ব্যবস্থা অবশ্য করণীয়। যারা রঙ করার পক্ষপাতী তারা বাক্সগুলি বুরুশ বা স্প্রে দিয়ে রাঙিয়ে নিতে পারে। আর যারা স্বহস্তে এই বাক্সগুলি তৈরী করবে তারা রঙিন রেক্সিন কাপড়ে বাক্সগুলি মুড়ে নিতে পারে। কাঠে রেক্সিন লাগাতে রেক্সিনের যে পিঠে আঠা লাগাতে হয় সে পিঠটা শিরিস কাগজ দিয়ে ভাল করে ঘসে-মেজে না নিলে আঠা ধরে না। আর এ কাজে আঠা বলতে রং পালিশের দোকানে টিনে ভর্তি বিশেষ আঠা ডেনড্রাইট, মেওইকল প্রভৃতি ব্যবহার করা দরকার। ঐ আঠায় রেক্সিন ও কাঠ জুড়ে জোড়া দিকটা অন্ততঃ দু-তিন ঘণ্টা চাপে রাখার প্রয়োজন আছে মনে থাকে যেন। তৃতীয় বাক্সটির আরও একটু বিশেষত্ব আছে। বাক্সটির লম্বা অংশের তলায় পিতলের পাত দুধারেই বাড়ানো থাকে (ছবিতে ট্রে-টি দ্রষ্টব্য)। এই পাতটি আধ সুতা বাড়ানো থাকলেই চলে তবে শেষের দিকটা কোনাকুনি কেটে হ্রস্ব করা দরকার। কারণ বাক্সটিকে ট্রে-তে আটকে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। সেই কারণে ট্রেরও মাঝখানে একটা পিতলের পাত ভাঁজ করে কামড়ি করা হয় (ছবিতে বাক্স ট্রের কামড়িতে কিছুটা ঢুকানো অবস্থায় দেখানো হয়েছে)। তা ছাড়া বাক্সটি ঐ কামড়িতে গলিয়ে ঠেলে দিলে যাতে বেশী বেরিয়ে না যায় তার জন্য ট্রেতে একটা পিন পুঁতে ঠেকনা রাখা দরকার। ট্রেটির বর্ণ বৈচিত্র্যে এই অংশটি ঢেকে দেওয়াও দরকার। ট্রেটি দেখতে যত সাদাসিধা আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়। এই ট্রেটি বাক্সটির অন্ততঃ চারগুণ লম্বা চওড়ায় দীর্ঘতর হওয়া দরকার এবং ওল্টালে উল্টো পিঠও একই দেখায়। এ রকম ট্রে তৈরী করতে ঘেরের জন্য দেড় ইঞ্চি চওড়া বাটামের মাঝখানে খাঁজ কেটে একটি ত্রিস্তরের তক্তা বসিয়ে নিতে হয়। তার পর দু পিঠের বেড়ই ট্রেতে যেমন একটু ভিতরটা গোল করা অথবা বেভেল

করা থাকে সে রকম করা ভাল। বাকী রইল রুমাল। রুমালটিও অসাধারণ। একটু পুরু কাপড়ের হলেই ভাল। ছোট বাক্সটির আকার অনুপাতে রুমালটি সোয়া এক হাত বা দেড় হাত সমচতুষ্কোণ হলেই চলে। দুটি একই মাপের কাপড় একত্র করে তার মাঝখানে তারের একটা আয়ত ফ্রেম সেলাই করে রাখতে হয়। ঐ তারের ফ্রেমটা ছোট বাক্সটির ডালার মাপ অনুযায়ী করা হয়। রুমালের মাঝখানে তারের ফ্রেমটি রাখার উদ্দেশ্য আর কিছু নয় ঐ রুমাল দিয়ে বাক্সটি ঢাকা দিয়ে যখন রুমাল-শুদ্ধ বাক্সটি ওঠানো হয় তখন বাক্সটি ট্রেতে ছেড়ে রেখে ফ্রেমটা ধরে তুললে মনে হয় বাক্সটিও রুমালের মধ্যেই রয়েছে (ডান দিকের ছবি দ্রষ্টব্য)। পরে দু পা সরে গিয়ে রুমালটি শূন্যে নিক্ষেপ করে পড়ন্ত রুমালের দুটি পাশাপাশি কোণ ধরে টানটান করে দুপিঠ দেখালে দর্শকের চোখে বাক্সটি সেই মুহূর্তেই বিলীন হয়েছে মনে হয়। রুমালের ঠিক মাঝখানে এই ফ্রেমটি রাখার একটু ফ্যাসাদ আছে। সেটি হচ্ছে রুমালের এক কোণ ধরে ঝুলিয়ে ধরলে ফ্রেমটির অস্তিত্ব নজরে পড়ে যায়। এই সংকট থেকে ত্রাণ পেতে রুমালটি আগের মত দুটি বস্ত্রে তৈরী করে তিন দিক সেলাই করার পর যে চতুর্থ দিক তখনও খোলা থাকে সেই খোলা দিকের দুটি কোণ থেকে মাঝখান ছাড়িয়ে রুমালটির দুপাট কাপড়ই এক সঙ্গে সেলাই করে ফেলা হয় যাতে ঐ দুটি কোণকে একটি ত্রিভুজের নিম্ন ভূমি গণ্য করে কোণ থেকে রুমালের মধ্যস্থল ছাড়িয়ে যেখানে দু কোণের সেলাই এসে মিশবে সে দুটি সেলাইকে যদি ত্রিভুজের বাহু ধরা হয় তা হলে এই সেলাই করা অংশে একটা পকেট হয়ে পড়ে। এই পকেটে তারের ফ্রেমটি আল্গা ছেড়ে দিয়ে কোণ দুটির খোলা মুখ সেলাই করে নিলে এমন একটা রুমাল পাওয়া যায় যার মধ্যে রাখা ফ্রেমটি ইচ্ছা করলেই ঐ দু কোণ ধরে ঝুলিয়ে ধরলে মাঝখানে নেওয়া যায় আর উল্টো কোণ ধরে তুললে ফ্রেমটি নিজের ভারে তলায় নেমে তার অস্তিত্ব গোপন করে থাকে। কেউ কেউ আবার ঐ ফ্রেমটি, যাদুকর মিঃ লায়ালের 'স্কোয়ারিং দি সার্কেলের' অনুকরণে, চারটি পাতের কোণে রিভেট্ করে নেয় যাতে এক কোণ ধরে ঝুলানো রুমালে হাতের মুঠো ওপর থেকে নীচে চালিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে রুমালে কিছু নেই। আমার মতে এটা বাড়াবাড়ি। দর্শকবৃন্দ রুমাল ছুঁড়ে লুফে নিতেই বুঝেছেন, সেখানে বাক্স নেই, দর্শক-যাদুকরবৃন্দ হাতের মুঠো চালাতেই ধরে নিয়েছে সহায়কটি সংকোচনশীল পদার্থ।

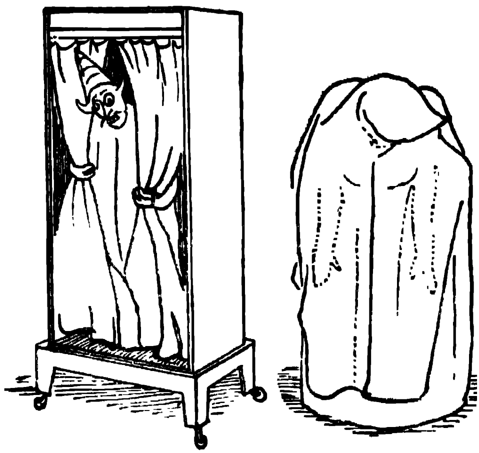
গিনিপিগের বদলে পায়রার পুনরাবির্ভাব খেলা দেখাবার আন্তোপান্ত খুঁটিনাটি বিবরণ ঐ খেলায় যে সামগ্রীগুলি ব্যবহৃত হবে তার বর্ণনাতেই মোটামুটি ব্যক্ত করা

হয়েছে। তবু পুনরাবৃত্তি চলে। গিনিপিগ্ পাওয়া যায় দ্বিতীয় অঙ্কের খেলায়। দ্বিতীয় একটি পায়রা চতুর্থ বাক্সে পুরে পর পর অন্য বাক্সগুলি একটার মধ্যে অন্যটা ভরে চাবিশুদ্ধ ট্রেতে করে মঞ্চে আনা হয়। ট্রের ওপর বা সহকারীর কাঁধে রুমালটি রাখা চলে। প্রদর্শক চাবি দিয়ে বড় বাক্সটি খুলতে ডালার কজা দর্শকদের দিকে রেখে নিজে দর্শকদের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। ট্রেটা উভয় পক্ষের মাঝখানে স্থাপন করা হয়। প্রথম বাক্স খুলে দ্বিতীয় বাক্স বার করে এক পাশে রেখে প্রথম বাক্সটির ডালা ফেলে তার ওপর দ্বিতীয় বাক্সটি স্থাপন করে সেটি আগের মত ডালা তুলে তৃতীয় বাক্সটি নির্গত করা হয়। বলা বাহুল্য, তৃতীয় বাক্সটি দ্বিতীয় বাক্সটির বাইরে আনা হলে চতুর্থ অজ্ঞাত বাক্সটি পায়রার ভারে দ্বিতীয় বাক্সের মধ্যেই থেকে যায়। তৃতীয় বাক্সটি পাশে রেখে প্রদর্শক দ্বিতীয় বাক্সের ডালা বন্ধ করে তার ওপর তৃতীয় বাক্সটি রেখে দেয়। এবার এই থাকে থাকে সাজানো বাক্স তিনটি কাছেরই এক চেয়ারে সরিয়ে রেখে ওপরের তৃতীয় বাক্সটি এনে ট্রের কামড়িতে গলিয়ে ফেলা হয়। প্রদর্শক অতঃপর চেয়ারে রাখা বাক্স দুটির ওপরেরটি তলার-বাক্সে পুরে বাক্সটি তালা বন্ধ করে দেয়। এখন গিনিপিগ্‌টি তুলে ধরে দেখিয়ে সেটিকে ট্রেতে রাখা বাক্সটিতে ভরে ডালা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। ক্ষণেক বিরতির পর সহকারীর কাঁধ থেকে রুমালটি নিয়ে দু পিঠ উল্টে-পাল্টে দেখিয়ে, একটু পজ্, বা মূক মুখরতা করা হয়। সহকারী দু হাতে ট্রে ধরে পাদ-প্রদীপের দিকে এগিয়ে পড়ে আর প্রদর্শক রুমালের দু কোণ ধরে ঝুলিয়ে ট্রের বাক্সটি ঢেকে দেয়। এ সময় প্রদর্শক রুমালের মধ্যের ফ্রেমটি বাক্সের ডালার সঙ্গে মিলিয়ে বসায়। প্রদর্শক দু হাত ঊর্ধ্বে তুলে অতি শান্ত ও ধীর ভাবে আস্তিন গুটিয়ে ফেলে। অবশেষে রুমাল শুদ্ধ বাক্সটি এক হাতে ধরে ট্রের অনেক উঁচুতে উঠিয়ে নেয়। যেহেতু বাক্সটি ট্রেতে আটকানো হয়েছে ও প্রদর্শক রুমালের ফ্রেম ধরে তুলে দর্শকদের যখন প্রতিপন্ন করছে বাক্স তারই হাতে রুমালের মধ্যে ঢাকা রয়েছে তখন সহকারী রুমাল ওঠাবার সময় ঝুলন্ত রুমালের আড়ালে ট্রেটি আধ পাক কোলের দিকে ঘুরিয়ে ঝুলিয়ে ধরলে বাক্সটি ট্রের পিছনে চলে যায় আর দর্শক দেখেন ট্রে খালি। সুতরাং প্রদর্শকের হাতের রুমালেই বাক্সটি অবশ্যই রয়েছে মনে হয়। অতি অবশেষে প্রদর্শক যখন রুমালটি ঊর্ধ্বে ছুঁড়ে দেয় ও সেটি মাটিতে পড়বার আগে ধরে ফেলে দু কোণ ধরে ছড়িয়ে ধরে ও দু পিঠ দেখায় তখন জ্ঞানিনাঞ্চ মতিভ্রম না হয়ে উপায় কি ?

তিন সতীনের ঘর

তিন সতীনের ঘর খেলাটি হচ্ছে একটি খালি আলমারির ভিতর থেকে তিন জন সুবেশা রমণীর আবির্ভাব ঘটিয়ে যাদুকর নিজে অন্তর্হিত হয়ে যায়। এই আলমারিটা যে নিঃসন্দেহে খালি সেটা প্রত্যেক দর্শককে উপলব্ধি করাতে পাটে পাটে মঞ্চের ওপর আলমারিটা গড়ে তোলা হয়। সর্বাগ্রে নিয়ে আসা হয় কাঠের অসম চতুষ্কোণ একটি চৌকি বা প্ল্যাটফর্ম। চৌকিটি মঞ্চ থেকে অন্ততঃ পক্ষে ফুট খানেক উঁচু। এই চৌকির পাটাতনের সামনের অংশ বাদ দিয়ে অন্য তিন পাশে ধাতব চ্যানেল্ অর্থাৎ খাঁজ কাটা থাকে। প্রথম দু পাশের দেয়ালের জন্য দুটি ফ্রেম নিয়ে এসে চ্যানেলে ঢুকিয়ে খাড়া করা হয়। তার পর পিছনের ফ্রেমটি এনে পিছনের চ্যানেলে গলিয়ে খাড়া দাঁড় করাবার পর ওপর ও নীচের দিকের কোণের নাট্-বোল্ট এঁটে অথবা ফ্লাই-নাট্ এঁটে দেয়াল-গুলি জুড়ে দেওয়া হয়। তিন দিকের দেয়াল তৈরী হওয়ার পর সামনের খোলা দিকটার ফ্রেমের মাথায় একটা কাঠের হুড়কো ফ্লাই-নাটে এঁটে সামনের দিকটাও মজবুত করা হয়। কাঠের হুড়কোটির দু পাশে কার্টেন্-হুক্ লাগানো থাকে। ঐ হুকে পর্দার তার লাগিয়ে সামনের দিকটা ঢেকে ফেলা হয়। এই পর্দা মাঝ বরাবর দু ভাগে বিভক্ত থাকলেও, দুটি আলাদা তারে টাঙানো থাকে যাতে পর্দা ফেললে মাঝখান দিয়ে কখনও কিছু না দেখা যায়। চৌকির ওপর দেয়াল তুলে পর্দা ফেলা হলে যাদুকর ঐ ছাদ খোলা আলমারির মধ্যে ঢুকতে দু পাশের পর্দা সরিয়ে ভিতরটা বারেক খালি দেখিয়ে দেয়। এ সময় জনৈক সহকারী একটা বারকোশে একটি মুখোশ ও পা পর্যন্ত ঢাকে এমন একটা আলখাল্লা নিয়ে হাজির হয়। যাদুকর বাইরে এসে আলখাল্লা পরে মুখোশ চাপিয়ে ঐ আলমারির মধ্যে ঢুকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক সহকারী বারকোশে একটা পাট-করা চাদর এনে আলমারির সামনে দাঁড়ায়। মুখোশপরা যাদুকর চাদরের পাট দু হাতে ছড়িয়ে নীচু হয়ে মাথা ঢাকা দিয়ে চৌকি থেকে নেমে কুঁজো হয়ে দাঁড়ায় (চিত্র ১৮৭ দ্রষ্টব্য)। ততক্ষণে এই দ্বিতীয় সহকারী মঞ্চের বাইরে গমনশীল ও তৃতীয় সহকারী পূর্ববৎ বারকোশে আর একটা চাদর এনে আলমারির কাছে হাজির হয়। সঙ্গে সঙ্গে পর্দা ফাঁক করে মুখোশপরা যাদুকর বেরিয়ে এসে আগের মত চাদরের দু কোণ ধরে ছড়িয়ে মাথা ঢাকা দিয়ে মঞ্চে নেমে এক পাশে কুঁজো হয়ে দাঁড়ায়। আরও এক বার এই কাণ্ড হলে

মঞ্চে তিনটি মূর্তি চাদর ঢাকা দিয়ে মাথা দোলাচ্ছে দেখা যায়। ততক্ষণ চৌকির ওপর রচিত কক্ষটি সহকারীরা খুলে নামিয়ে দেয়। তার পর সহকারী এক একটি চাদর তুলে নিতেই দেখা যায় তিনটি লাস্যময়ী ললনা এতক্ষণ চাদরের তলায় ঢাকা ছিল। এই বিস্ময় ঘটতে না ঘটতেই যাদুকর উইংস অথবা প্রেক্ষাগার থেকে



(চিত্র :৮৭)

মঞ্চে উপস্থিত হয়ে দর্শকদের যখন অভিবাদন করে তখন যাদুর চটকে মানুষ বিভ্রান্ত না হয়ে পারে না।

এই চমকপ্রদ যাদুক্রীড়ার আসবাবের বর্ণনা আগেই সবিস্তারে করা হয়েছে। চৌকির ওপর যে আলমারি রচনা করা হবে তার উচ্চতা যাদুকরের নিজের উচ্চতার অপেক্ষা ফুট খানেক বেশী করা দরকার। পিছনের ফ্রেমটির প্রস্থ অন্ততঃ পাঁচ ফুট হলে ভাল হয়। এই ফ্রেমের এক দিকের অর্ধাংশ দরজার কপাটের মত খুলবার ব্যবস্থা থাকে। এই দরজা দিয়েই ঐ ফ্রেমের পিছন থেকে সুন্দরীরা ও যাদুকর গমনাগমন করে। আর পাশের ফ্রেম দুটি কম পক্ষে তিন ফুট চওড়া করতে হয়। এই আকারের ফ্রেম যে চৌকিতে বসানো হবে তার আয়তন অন্ততঃ ছ ফুট চতুষ্কোণ করা যুক্তিযুক্ত। এই চৌকির পায়ায় গুলি-ক্যাস্টার লাগালে মঞ্চে নিয়ে আসা ও সরিয়ে ফেলা সহজ হয়। চৌকির ওপর দেয়াল খাটিয়ে পর্দা ঝুলিয়ে দিলে পিছনের দিকে প্রায় দেড় ফুট জায়গা হয়ে পড়ে। ঐ দেড় ফুট চওড়া ও পাঁচ ফুট লম্বা জায়গায় তিন জন লোক অনায়াসেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে

এবং এই তিন জনই যে সুবেশা রমণী তা বোধহয় না বললেও চলে। তবে এরা হাজার জোড়া চোখকে ফাঁকি দিয়ে ওখানে আসে কি করে সেটাই বিবেচ্য বিষয়। এরা আসে সহকারীর ছদ্মবেশে ফ্রেমগুলি মঞ্চে বয়ে আনবার কাজে। এক সঙ্গে তিনটি ফ্রেমই আনা হয় ও প্রত্যেকটি ফ্রেম তিন জন মাথায় তুলে ধরে যাতে পিছনের ফ্রেমটি একটু মাথা ও মুখ ঢেকে দেয় সেভাবে এনে চৌকির ওপর দাঁড় করিয়ে নাট্-বোল্ট লাগাবার সুযোগে সেই তিন জন চৌকিতে উঠে পড়ে। এক সঙ্গে তিনটি ফ্রেম ও নয় জন লোক এসে পড়লে ও অব্যবহিত পরের মুহূর্তে যাদুকর স্বয়ং মঞ্চে এসে মুখোশ ও আলখাল্লা পরতে উদ্যোগী হলে, চৌকির ওপর ফ্রেমের ঘর তৈরী হতে ক জন এল আর ক জন ফিরে গেল কে আর গুণে রাখে বল? সুতরাং পিছনে দাঁড়ানো মেয়েগুলি তাদের পাজামা তুলে ঘাগরা নামিয়ে মাদ্রাজী ঢঙে পাঁচহাতি শাড়ি জড়িয়ে ঘোমটা তুলে দিলেই যাদের মনে করা হয়েছিল সহকারী তারা নিমেষে সহকারিণীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, মেয়েদের প্রত্যেকের সঙ্গে এক প্রস্থ মুখোশ ও আলখাল্লা থাকে যেগুলি পরে তারা তৈরী থাকে। অতএব যাদুকরের চাদর ওঠাতে তার বদলে এদেরই একজন চাদরে ঢাকা পড়ে ঐ ঘরের পর্দা ঠেলে মঞ্চে নেমে কুঁজো হয়ে এদিক ওদিক শরীর দুলিয়ে যথাস্থানে মোতায়েন হয়ে থাকে। একই ভাবে পরে অন্য দু জন মঞ্চে এসে যায়।

যারা রঙ্গমঞ্চের গুপ্ত পথের সুযোগ নিয়ে এ খেলাটি দেখাতে চায় তারা ঐ চৌকির তলায় পিছনের অংশে একটা ভাঁজ করা পর্দা পাটাতনের সঙ্গে মিশিয়ে রাখতে পারে। পশ্চাৎপট যদি খাড়া ডোরা কাটা অথবা দাবার ছকের মত চৌখুপি করা থাকে এবং চৌকির পাটাতনের গুটানো পর্দাটি ঝুলিয়ে দিলে দর্শকদের দিকে ঐ ডোরা বা চৌখুপি মিলে যায় তা হলে ললনাদের আগমনের ও যাদুকরের নির্গমনের গোপন ব্যবস্থা খুবই সুগম হয়।

প্রথম দিকের ব্যবস্থায় ঐ সহকারিণীদের যে-ভাবে পোশাকের আচ্ছাদনে আনা হয় সেই একই রীতিতে সহকারীর ছদ্মবেশে দর্শকদের চোখের ওপর দিয়ে যাদুকর ফ্রেমবহনকারীরূপে মঞ্চের বাইরে বেরিয়ে যায়। এ বিষয়ে যাদুকরের ও সহকারীর বেশে যথেষ্ট পার্থক্য রাখা প্রয়োজন। এই পার্থক্য এই গ্রন্থের নানা ছবিতে দেখানো হয়েছে। যাদুকর সহকারীদের মত ঢোলা পায়জামা ও খাটো কুর্তা এবং তুর্কী ফেজ পরে নেবার যথেষ্ট সময় পায় যখন তার বদলে মুখোশ-পরা প্রথমা মেয়েটি তার ছড়ানো চাদর ঠেলে মঞ্চে নেমে যায় তখন দ্বিতীয়া মেয়ে যাদুকরের বদলে পর্দার ফাঁকে মুখ বাড়ায় ও আগের মত যা করবার করে যেতে থাকে। এ সময়

যাদুকর ঘেরার বাইরে গিয়ে বেশ পরিবর্তনের যথেষ্ট সময় ও সুযোগ পায়। এ খেলা দেখাতে সহকারী ও সহকারিণীদের নিয়ে যাদুকরকে আগাগোড়া সমগ্র খেলাটি মহলা দিয়ে নিজেদের তৈরী করে নিতে হয়।

তিন সতীনের ঘর খেলাটি দেখাতে প্রথম বার চৌকিটি মঞ্চে আনা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনটি ফ্রেমও এনে লাগিয়ে ঘরটি তৈরী করে সামনের পর্দাটি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় যাদুকর মঞ্চে দর্শকদের দেখিয়ে আলখাল্লা ও মুখোশ পরতে থাকে। মানুষের দুটো চোখ থাকলেও, মন ও চোখ একই সঙ্গে দুটি ভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টি ও মনোনিবেশ করতে পারে না। সেই কারণে সহকারীদের ক জন এল, ক জন গেল কেউ হিসাব করতে পারে না, লক্ষ্যও করে না; তার সমস্ত মন ও চোখ যাদুকরের বিচিত্র সাজের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। মঞ্চের গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে অথবা ফ্রেম-বহনকারীর ছদ্মবেশে মেয়ে তিনটি আলমারির পিছনে চৌকিতে উঠে দাঁড়ায়। সহকারীদ্বয়ের পর্দা সরিয়ে ধরার সুযোগে যাদুকর ইতোমধ্যে আলমারির মধ্যে ঢুকেছে এবং সে ঢুকতেই পর্দা পড়ে যায়। ধরা যাক, আলমারির পিছনের বাঁ দিকটা দরজার একক পাল্লার মত খোলার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং যাদুকর ডান দিকের পর্দা সরিয়ে সহকারীর আনা চাদর তুলে আপাদমস্তক ঢাকা দিতে তুলে যখন ধরেছে তখন সদ্য প্রবিষ্টা মেয়েটি সেই চাদরের তলায় নীচু হয়ে ঢুকে পড়ে ও চৌকি থেকে যখন নেমে যেতে থাকে তখন যাদুকর পর্দার আড়ালে সরে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া মেয়েটিকেও আগের মত চাদরের নীচে চাপা দিয়ে যাদুকর পর্দার আড়ালে-ঢাকা মেয়েটির পিছন দিয়ে আলমারির পিছনে চলে যায়। তৃতীয়া মেয়েটি মঞ্চে নেমে নুয়ে দাঁড়াতে (চিত্র ১৮৭) যে সময়টা নেয় ততক্ষণে যাদুকর যদি সহকারীর ছদ্মবেশে ফ্রেম ঘাড়ে করে মঞ্চ ছেড়ে চলে যাওয়ার পন্থা অবলম্বন করে তা হলে বেশ পরিবর্তনের যথেষ্ট সময় পায়। এ সময় হুড়মুড় করে জন ছয়েক সহকারী ফ্রেম খুলতে দু পাশের উইংস দিয়ে ছুটে আসে। এই ছ জনের এক জন দর্শকদের প্রতি ইশারায় জিজ্ঞাসা করে কোন্‌টিতে যাদুকর আছে বলে তাঁদের অনুমান। এই জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা দর্শকদের লক্ষ্য ও মনোযোগ ঐ তিনটি চাদর ঢাকা মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য। ওদিকে অন্য সহকারীদের সঙ্গে যাদুকর ততক্ষণ ফ্রেম তুলে মঞ্চের অভ্যন্তরে উধাও হয়ে যায়। সহকারী একে একে তিনটি চাদর হ্যাঁচ্‌কা টানে সরিয়ে ফেলতেই যাদুকরের জায়গায় নারীমূর্তি দেখে দর্শকদের বিস্ময় জাগতে না জাগতেই যাদুকর মঞ্চে এসে মেয়েদের সারের এক পাশে দাঁড়িয়ে সমবেত অভিবাদন জানিয়ে খেলা শেষ করে।

একাদশ অধ্যায়

দর্পণের যাদু

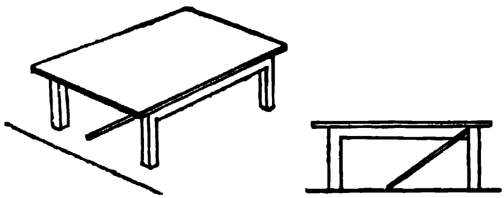
যাদু-রসিকরা যখনই কোনও খেলা দেখে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হন তখনই বলে বসেন যে হয় আস্তিনে ঢুকেছে, নয় দর্পণের আড়ালে গেছে বা ছিল। যাদু-রহস্যের এই সরল সমাধান যাদুকরদের কাছে খুবই কৌতুকপ্রদ। এক বার মেলা থেকে প্রত্যাগমন করার সময় সাত আট বছরের দিদির অনুজ ভাই দুটির সঙ্গে যাদুর রহস্যভেদের আলোচনা শুনে চমৎকৃত হয়েছিলাম। ঐ তিন জনের কথোপকথনের বিষয় ছিল মেলায় দেখা মুণ্ডহীন ধড়, ধড়হীন মুণ্ড ইত্যাদি সম্বন্ধে কৌতুহল। সর্ব কনিষ্ঠ ভাইয়ের প্রশ্ন, "যে-ছেলেটার কেবল মাত্র শরীরটাই দেখা যাচ্ছে, তার মাথাটা কি হল? আর জলচৌকির ওপর থালায় যে-মুণ্ডটা রয়েছে তার শরীরটা কোথায়?" অগ্রজ উত্তর দিয়েছিল, "কেন? যে-ধড়টা মাটিতে পড়ে আছে তার মাথাটাই তো থালায় রেখে দিয়েছে।" ভাই দু জনের কথা শুনে বালিকা বিজ্ঞ কণ্ঠে মন্তব্য করেছিল, "দুর বোকা! মাথা কেটে ফেললে মানুষ কি বাঁচে?" দু ভাই সমস্বরে শুধিয়েছিল, "তা হলে মাটিতে ফেলে রাখা ধড়টার মুণ্ডটা গেল কোথায় আর থালার মাথাটার শরীর দেখা যাচ্ছে না কেন?" বালিকা সমস্যার সমাধান করতে জানিয়েছিল, "জলচৌকির থালায় যে-মাথাটা দেখেছিস তার শরীরটা আর মাটিতে শোয়া ছেলেটার মাথাটা লুকিয়ে রেখেছে, তাই দেখা যাচ্ছে না।" সহজ সমাধান, সত্যও বটে; কিন্তু লুকাবার উপায় তো জানা গেল না।

এ খেলা দুটির থালায় রাখা ধড়হীন মুণ্ড প্রদর্শনটিতে দর্পণ ব্যবহৃত হয়েছে। থালায় রাখা ছিন্ন মুণ্ডটি দেখাতে জলচৌকির নীচে দর্পণ লাগানো থাকে। দর্পণটি মাটিতে পড়ে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করে (চিত্র ১৮৮)। ঐ দর্পণটির সামনের দিক থেকে দেখলে মাটি ঘাস ইত্যাদি প্রতিবিম্বিত করার দরুণ সরাসরি পিছনটাও দেখা যাচ্ছে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দর্পণের আড়ালেই বালকটিকে মাটির গর্তে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে ও জলচৌকির এবং থালার মধ্যেও মাথা গলাবার ফাঁক আছে। গলার সব দিক ঘিরে রঙে ভেজানো ন্যাকড়া দিয়ে সদ্য কাটা নরমুণ্ডের রুধিরাক্ত দৃশ্য থালার ওপর সাজানো হয়, থালার ফাঁকটি যাতে কেউ না দেখে সব বুঝে ফেলে। দর্পণ ব্যবহার বিধিতে এই ব্যবস্থাই যথার্থ প্রয়োগ গণ্য হওয়া উচিত। যথাস্থানে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে।

দর্পণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রথমে বিচার করে দেখা যাক। দর্পণে আলোক প্রতিফলিত হয়। সেই হেতু আলোকে উদ্ভাসিত দ্রব্যের দর্পণের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। দর্পণে আলোক রশ্মির প্রতিফলন প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচিত হবে। প্রতিবিম্ব সম্বন্ধে প্রথমেই বিচার বিশ্লেষণ করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ যাদুক্রীড়ায় দর্পণের প্রতিবিম্বন বিশেষত্বই কাজে লাগানো হয়। দর্পণের ব্যবহার প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগে পাত্রে জল ঢেলে নিজের মূর্তির প্রতিফলন দেখা থেকে শুরু হয় যখন মানুষ স্থির জলে আকাশ গাছ ইত্যাদির প্রতিচ্ছবি দেখে প্রতিবিম্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। পরে অতি মসৃণ ধাতুর পাত দর্পণরূপে প্রচলিত হয়। আমাদের দেশে পূজার উপকরণে এই দর্পণ এখনও প্রচলিত আছে। অবশেষে য়্যুরোপে কাচের স্বচ্ছ চাদরের এক পিঠ খাঁটি রূপার সূক্ষ্ম প্রলেপে কয়েক শতাব্দী আগে দর্পণ তৈরী হয়েছিল। রূপার প্রলেপনের বদলে অধুনা আধুনিক দর্পণ পারদোজ্জ্বল করা হয়। কিন্তু এখনও বলা হয়ে থাকে দর্পণে রৌপ্যমণ্ডন করা হয়েছে।

দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়ে। অর্থাৎ যে কোনও জিনিসের প্রতিচ্ছবি দর্পণে হুবহু দেখা যায়। দেয়ালে সমান্তরাল দর্পণ রেখে তার সামনের সমস্ত কিছু দর্পণে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়। দর্পণে প্রতিবিম্বিত প্রতিটি বস্তুর দর্পণ থেকে দূরত্ব, তার সামনের দ্রব্যগুলি ঠিক যত দূরে বা কাছে, প্রতিচ্ছবির দূরত্বের অনুপাত ঠিক ততখানি দেখায়। দর্পণের প্রতিবিম্বনের এই বিশেষ গুণটি সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকলে যাদুক্রীড়ায় দর্পণ ব্যবহার সার্থক হয়। ঠিক এই যুক্তিতেই যাদুতে ব্যবহৃত দর্পণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সোজা খাড়া ভাবে সামনাসামনি না রেখে আড়াআড়ি বা কোনাকুনি অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। খাড়া দর্পণের ব্যবহার শুরু হয় গ্লাসের মধ্যে মাঝ বরাবর দুটি কামরা করার উদ্দেশ্যে; দু পিঠে দর্পণ এমন কাচ, অর্থাৎ দুটি দর্পণের পারদ মাখানো পিঠ একত্র জুড়ে, ঐ গ্লাসে বসিয়ে দেওয়া হয়। এই দর্পণ সম্বলিত গ্লাসের যে দিকটা দর্শকদের দিকে রাখা হয় তাতে গ্লাসের সামনের দেয়াল দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়ে গ্লাসটির অভ্যন্তর যথাযথ আকারের দেখায়। আর ঐ গ্লাসের দর্পণের পিছনের কামরায় কিছু রাখলে লোকচক্ষুর অগোচরে থেকে যায়। এই রকম গ্লাসের শূন্য কামরায় দর্শকদের সকলকে দেখিয়ে কিছু রাখার পর আধ পাক ঘুরিয়ে দিলেই পিছনের কামরা দর্শকদের দিকে এসে যায় ও সেখানে অন্য কিছু আগে রাখা থাকলে বা খালি থাকলে সেই দ্বিতীয়

জিনিসটি আছে অথবা কিছু নেই দেখা যায়। আধ পাক ঘোরাতে হলে গ্লাস শুদ্ধ হাতটা এক বার সবেগে আন্দোলিত করলেই নিমেষে তিরোধান কিংবা পরিবর্তন সাধিত হয়ে যায়। তবে এই দর্পণ সম্বলিত গ্লাস নাড়াচাড়া করার একটা বিপদ আছে। হাত নাড়ালেই দর্পণ আলোকে ঝলমল করতে থাকে, বিশেষতঃ রাত্রে মঞ্চের আলোকে দর্পণ বড় বেশী চকচক করে। সুতরাং গ্লাসটিতে অর্ধেক পাক দিতে রুমালের আড়ালে কাজটি করা আবশ্যক। পরে কাচের স্বচ্ছ নলে দু পিঠ



(চিত্র ১৮৮)

দর্পণের সাহায্যে দুটি কামরাও খেলার উদ্দেশ্যে তৈরী হয়। তার পর স্বচ্ছ কাচের বয়মে, ফুটবল প্রতিযোগিতার কাপের মত স্বচ্ছ আধারে, ঐ ভাবেই খাড়া দর্পণের ব্যবহার প্রচলিত হতে থাকে। এই সব সামগ্রীতে দর্পণের খাড়া ব্যবহার হলেও ওপরের কিনারা, হয় দর্পণের বাইরে, নয় সেখানে রঙ বা পাত মুড়ে ঢাকা দেওয়া হয় যাতে আঙুল দিয়ে ধরলে পিছনের আঙুলটি অদৃশ্য না দেখায়।

আলোক প্রতিফলনের জন্যই দর্পণে প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। প্রতিফলন হয় বলেই দর্পণ আলোক রশ্মি প্রতিফলিত করে। সূর্য বা তীব্র আলোকের দিকে দর্পণ নাড়াচাড়া করলে দর্পণটি ঝলসে ওঠে, কারণ আলোক রশ্মি প্রত্যাহত হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে যায়। দর্পণে আলোকের প্রতিফলন যাদুক্রীড়ায় একটা বিষম সমস্যা। এই সমস্যা সম্পর্কে ও তার প্রতিবিধানের উপায় সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা হয়ে গেছে। দর্পণের ওপর জলবৎ 'পেপার ভার্নিশ' লাগালে প্রতিফলন কিছুটা কমানো যায়। তবু সতর্কতার খাতিরে কোনও কিছুর আড়ালে ঐ গ্লাস আন্দোলিত করাই শ্রেয়।

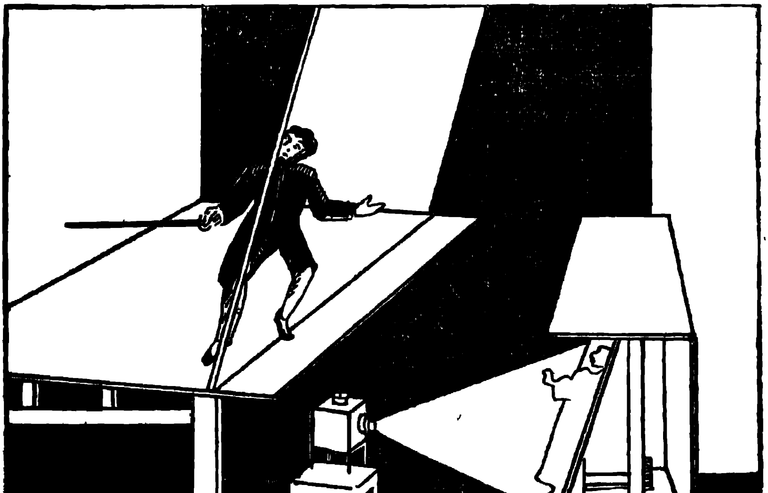
দর্পণের প্রতিবিম্বনের সুযোগ নিয়ে প্রতিফলন শাসন করে প্রথম যে যাদুক্রীড়া দেখানো হয় তার নাম 'পেপ্পারের ভূত'। মিঃ জন হেন্‌রী পেপ্পার লণ্ডন পলিটেক্‌নিকের রসায়নের আচার্য ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে অমাবস্যার

নিশুতি রাতে, বন্ধ ঘরের মধ্যে জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে জানালার সার্সীর কাছে গেলে সার্সীর বাইরে মোমবাতির প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। এমন কি, যে আলো ধরে রয়েছে তার হাত মুখ ও অবয়ব ফুটে উঠতে দেখা যায়। গাছ থেকে আপেল পড়া দেখে নিউটন্ সাহেব যেমন বলবিজ্ঞানের বড় একটা সূত্র, মাধ্যাকর্ষণ, আবিষ্কার করেন, তেমনই এই সাধারণ ঘটনা, অন্ধকারে সার্সীর এক দিক আলোকিত করলে সে দিকের প্রতিবিম্ব অপর দিকেও ফুটেছে দেখে যাদুতে দর্পণের অভিনব প্রয়োগ শুরু হয়ে যায়।

পেপ্পারের ভূত লণ্ডন পলিটেক্‌নিকের বিরাট হল ঘরে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম দেখানো হয়। খেলাটি বেশ নাটকীয় রূপে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। অন্ধকার মঞ্চ আলোকোজ্জ্বল হতে দেখা গেল একজন ছাত্র চেয়ারে বসে টেবিলে একটা বিরাট প্রাচীন গ্রন্থ পড়ছে। রাত গভীর। বারটার ঘণ্টা বাজল। হঠাৎ মঞ্চের মেঝ ফুঁড়ে সাদা বোরখায় আবৃত একটি মানুষের আকার ফুটে উঠল। কঙ্কালময় হাত বোরখার ঘোমটা তুলে ফেলল আর করোটি দেখা গেল। সম্পূর্ণ আচ্ছাদনটি খসে পড়তেই নরকঙ্কাল বেরিয়ে পড়ল। ইতোমধ্যে নানা রকম বিদঘুটে কর্কশ শব্দ শুরু হয়ে গেছে। পড়ুয়া ছেলেটি এতক্ষণে নরকঙ্কাল দেখে ফেলেছে। সে টেবিল থেকে তলোয়ার নিয়ে কঙ্কালটির দিকে এগিয়ে গেল। কঙ্কালটি এই এখানে, এই ওখানে করে সারা মঞ্চে ঘুরে বেড়াতে লাগল আর ছাত্রটি কয়েক বার তলোয়ার দিয়ে কঙ্কালের শরীর ভেদ করতে থাকলেও কঙ্কাল যেমন তেমনই আস্ত রয়ে গেল (চিত্র ১৮৯)। শেষ পর্যন্ত আতঙ্কে ও শ্রমে ছাত্রটির মূর্ছা ও পতন হল। কঙ্কাল একটা বিকট অট্টহাসি হাসতেই বিজলী ঝলক ঝলসে উঠল আর প্রেত মূর্তিও অন্তর্হিত হয়ে গেল। এ খেলাটি আচার্য পেপ্পার ও মিঃ হেনরী ডার্ক্‌সের যৌথ রূপায়ণ।

এই পরম আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা ঘটাতে প্রয়োজন এক খণ্ড বিরাট সিকি ইঞ্চি পুরু 'শিট্ গ্লাস' বা কাচের চাদর। মঞ্চটিকে যদি একটি বড় সিন্দুক মনে করা হয় আর সেটা কাত করে শুইয়ে সামনের ঢাকনিটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে কল্পনা করা যায়, তা হলে মঞ্চে কাচটি সামনের দিকে হেলিয়ে রাখার ব্যবস্থাটিও অনুমান করা সম্ভব (চিত্র ১৮৯)। ছবিতে মঞ্চের উন্মুক্ত মুখটি দর্শকদের আসনের মুখোমুখি একটু পাশ থেকে দেখানো হয়েছে যাতে পশ্চাৎপট, ছাত্র, মঞ্চ ও কাচ ভাল ভাবে দেখে যেটি যে ভাবে আছে ধরতে পারা যায়। মঞ্চের সামনের পাটাতনের কিনারার কাছে এ কোণ থেকে ও কোণ পর্যন্ত কাচের একটা পাশ

বসিয়ে, সামনের দিকে ঈষৎ হেলিয়ে, কাচের ওপরের প্রান্ত মঞ্চের ছাদের কার্নিসের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে। ছবিতে যদিও কাচের ডান ও বাম পাশ মুক্ত দেখানো হয়েছে, কার্যক্ষেত্রে সে পাশ দুটিও দর্শকের দৃষ্টির আড়ালে রাখতে উইংসের শরণ নিতে হয়। মঞ্চের সঙ্গে কাচের তলদেশ যে কোণ সৃষ্টি করেছে তা অভিনেতার দিকে একশত পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি হওয়াতে দর্শকদের দিকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হয়েছে। মঞ্চের সামনে বেশ খানিকটা জায়গা ছেড়ে ও ঘিরে রেখে তার পিছনে দর্শকদের আসন বসানো দরকার। এই ঘেরা জায়গাতেই সঞ্চরণশীল কঙ্কালটি একটি অর্ধ-সমকোণে হেলানো কাষ্ঠ ফলকের সামনে চলাফেরার পথ ধরে পায়চারি করতে থাকে। প্রকৃত নরকঙ্কাল ব্যবহার না করে কাল মখমলের ওপর সাদা রঙের



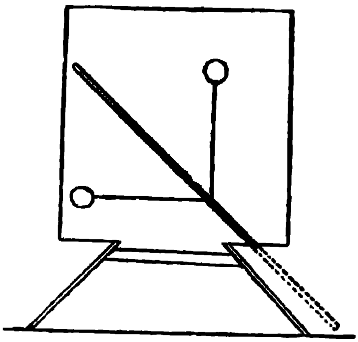
(চিত্র ১৮৯)

রেখায় কঙ্কাল আঁকা থাকে। জনৈক সহকারী এই পোশাক পরে ঐ কাষ্ঠফলকের প্ল্যাটফর্মে হেলান দিয়ে চলে-ফিরে যখন বেড়াতে থাকে তখন তাকে আলোক-সম্পাতে দীপ্ত করে তুললে মঞ্চের কাচে তার প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে। কঙ্কালের বেশধারী লোকটিকে যে হেলানো ফলকে রাখা হয় সেটি মঞ্চের কাচের সমান্তরাল করে রাখা হয়। মঞ্চের পশ্চাৎপট কাল রঙের করা হয় ও ফলকের রঙও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ করা থাকে যাতে কালতে কাল মিশে অভিন্ন দেখায়। ছবিতে সে যুগের

ম্যাজিক লণ্ঠনের আলোর সাহায্যে কঙ্কাল আলোকিত করা হত দেখানো হয়েছে। ছাত্রটির মঞ্চে যা যা করতে হয় তা স্রেফ অভিনয়। কারণ, কাচের পিছনে থাকায় সে কখনও কঙ্কালের প্রতিবিম্ব স্বচক্ষে দেখতে পায় না, যদিও দর্শকরা সামনে বসে কাচে প্রতিবিম্ব দেখে তাই দেখছেন মনে করেন। সুতরাং ছাত্রটির প্রতি পদক্ষেপ মঞ্চের মেঝেতে খড়ির চিহ্নে দাগ দিয়ে রাখা হয়। ছাত্রটি মহলা দিয়ে তার চলাফেরা প্রেতাত্মার গতিবিধির সঙ্গে মানিয়ে চলে বলেই তার না-দেখা অশরীরির কঙ্কাল ভেদ করে তলোয়ার চলে আসার যে-দৃশ্যে দর্শকগণ রোমাঞ্চিত হন, ছাত্রটির কাছে শূন্যে তলোয়ার আস্ফালন ছাড়া আর কিছুই নয়। পেপ্পারের ভূত সত্যসত্যই যাদু জগতের এক অতি অদ্ভুত কীর্তি এবং যাদুতে দর্পণ ব্যবহারের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছে।

পেপ্পার সাহেব তাঁর সঞ্চরণশীল অশরীরির জয়মাল্যে ক্ষান্ত হন নি। কারণ অবশ্য পেটেন্ট নেওয়ায় তত্রত্য অনেক যাদুকর মূল উপায়টি জেনে একটু এদিক ওদিক করে পেটেন্টের মেয়াদ শেষ হতেই আসরে নেমে পেপ্পারের ট্যাঁককে ফাঁকি দিতে লাগলেন। অগত্যা তিনি 'নীল কুঠির রহস্য' নামে আর একটা যাদুর ভেল্কি যাদুকরদের উপহার দিলেন। নীল কুঠির রহস্য খেলাটিতে পেপ্পারের সঙ্গে মিঃ ওআকার-এর নাম যুক্ত উদ্ভাবকরূপে পরিগণিত। এ খেলাতে যে কামরাটি ব্যবহৃত হয় সেটির অভ্যন্তর নীল রঙের হওয়াতে নাম হয়েছে নীল কুঠির রহস্য। ভারতবর্ষের নীলকর সাহেবদের কুঠি-বাড়ির সঙ্গে এই নামের কোনও যোগাযোগ নেই। এবারের খেলাটি আগের খেলাটির চেয়ে উন্নততর এই কারণে যে মঞ্চে ঘরটি এনে সম্পূর্ণ খালি দেখিয়ে খেলা দেখানো যায়। গোড়ার দিকে এই নীল কুঠিতে পুরুষ মানুষের নারীতে রূপান্তর করে দেখানো হত। পরে অন্যান্য ভাবেও দেখানো হয়েছে সে প্রসঙ্গ অতঃপর যথাস্থানে উত্থাপন করা হবে। পরের পাতার ছবিতে লক্ষ্য করলেই ঘরের নক্সা (চিত্র ১৯০) চোখে পড়বে। ঘরটির সামনে সিঁড়ির ধাপ নেমে গেছে। সিঁড়ির দু পাশে সুউচ্চ প্রাচীর ছাদ সমান উঁচু। এই প্রাচীরের আড়ালেই সিকি ইঞ্চি পুরু কাচ ডান দিকের কোণ থেকে এসে ঘরের বাঁ দিকের দেয়াল পর্যন্ত চলে যায়। এই কাচটি সাধারণ স্বচ্ছ কাচ নয়। বাঁ দিকের সিকিভাগ সাধারণ কাচ। তার পর পারদ-প্রলেপের সূক্ষ্ম রেখা থেকে ক্রমে মোটা রেখা হয়ে ডান দিকের অর্ধেকটা কাচ পুরাপুরি দর্পণে পরিণত করা হয়। ফলে কাচটি যখন সম্পূর্ণ ঘরের বাঁ দিকের দেয়ালে ঠেকে যায় তখন বাঁ দিকের গোলাকার চিহ্নিত অংশে যে কেউ বা যা

কিছু রাখা হোক সামনের দিক থেকে দেখলে প্রতিবিম্বনের ফলে সেটি দর্পণের পিছনের দেয়ালের কাছাকাছি রয়েছে দেখায়। এই ফলাফলের বিচারে পিছনের দেয়ালের চিহ্নিত স্থানে কোনও পুরুষকে দাঁড় করাবার পর, দর্শকদের এক জন হলে, তাঁর চোখ বেঁধে ওখানে দাঁড় করানো যুক্তিযুক্ত। কাচটি ঠেলে ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে ঢোকাবার সময়, ঐ লোকটির মত লম্বা চওড়া কোন মহিলাকে যদি বাঁ দিকের দেয়ালের গোলাকার চিহ্নে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, তা হলে স্বচ্ছ কাচটি ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে ঢুকতে থাকলে গোড়ার দিকে কাচের ভিতর দিয়ে তাকে স্পষ্ট দেখা যেতে থাকবে। কিছুক্ষণ পরে যেই না সূক্ষ্ম সমান্তরাল রেখার পারদ-মণ্ডিত অংশ মেয়েটিকে ঢেকে ফেলবে, তখন মেয়েটির আবছা প্রতিবিম্ব পুরুষটিকে আবৃত করলেও চোখের দেখায় তেমন কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য হবে না।



(চিত্র ১৯০)

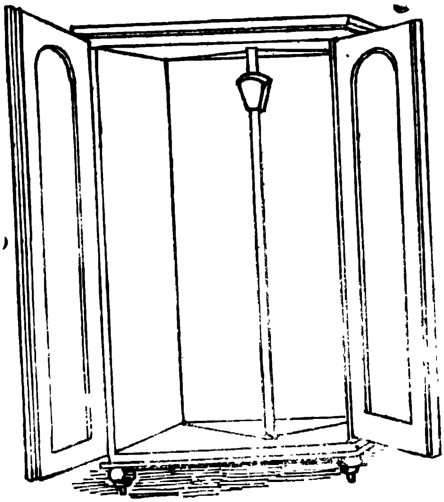
অবশেষে কাচের সম্পূর্ণ পারদ-মাখানো অংশটি যখন পুরুষটির সামনে এসে পড়বে তখন লোকটি আর দেখা সম্ভব নয় এবং ঠিক যেখানে ঐ লোকটি দাঁড়িয়েছিল সেখানে মেয়েটির প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হওয়াতে দর্শকের চোখে পুরুষ মহিলায় রূপান্তরিত হয়েছে মনে হতে বাধ্য। এই মহিলা সে সময় একটি নমস্কারে জীবন্ত প্রমাণ করতেও পারে কারণ দর্শকরা তখন ছায়াটাকেই কায়া মনে করে বসেছেন।

ছোট ছোট গল্পের নক্সা এই নীল কুঠির রহস্যে অভিনয় করা চলে। চোর যখের ধন লুটতে যক্ষপুরীতে ঢুকে ঘড়ার মোহরে হাত ঢুকিয়েছে কি, ধীরে ধীরে প্রেতমূর্তিতে পরিণত হয়ে গেল। অবশেষে যখন আবার স্বরূপে পরিবর্তিত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল তখন চোরের আলখাল্লা খুলে ফেলতেই যাদুকরের রূপে ও পরিচ্ছদে দেখা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে যাদুক্রীড়া শুরু হয়ে গেল। অধুনা নীল কুঠি একটু চেহারা পাল্টিয়ে মেলায় মেলায় সুন্দরীদের কঙ্কালে রূপান্তর করে বেড়াচ্ছে। এদের দেখানো খেলায় কাচের চাদরটি এক সুতা পুরু হলেই চলে। কাচটি নিঃশব্দে সরাতে মেঝেতে 'চ্যানেল্' করে কাচের তলায় বল্-বিয়ারিং লাগালে ভাল

হয়। মৃন্ময় মূর্তিকে চিন্ময় করাই হোক, নরকে নারীতে পরিণত করাই হোক অথবা তরুণীকে কঙ্কালে রূপান্তর করাই বল, পরিবর্তন অতিশয় মন্থর ভাবে হলেও দর্শকদের দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্রও হেরফের ধরা পড়ে না। লোক বা মূর্তি পাল্টাবার বেলায় যে-পাশ থেকে কাচটি ঘরের মধ্যে কোনাকুনি ঢুকছে তার উল্টো দিকের দেয়ালের অগ্রভাগের কামরায় পরে যে পরিবর্তন হবে সেখানে সেটি রাখতে হয়। এই কামরার মেঝেতে খড়ির দাগ দেওয়া থাকে যাতে কার্যকালে ছায়া ও কায়া কাচের একই জায়গায় মিশে এক হয়ে পড়ে। মূর্তিকে জীবন্ত করতে কক্ষের মধ্যে কাচ আড়াআড়ি রেখে গোপন কামরায় মূর্তি রাখলে লোকে মূর্তিটাই দেখতে পায়। এখন কক্ষের মধ্যে কাচের আড়ালে মূর্তির মত বেশভূষায় সজ্জিত মানুষটি খড়ির দাগে দাঁড়ালে কাচটি অপসারিত হলেই মৃন্ময় রূপ চৈতন্যময় মানবে রূপান্তরিত হয়ে কক্ষের বাইরে এসে অভিবাদন করলে বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা থাকে না। পারদের প্রলেপ ছাড়া, সাধারণ স্বচ্ছ কাচের সাহায্যেও এ সব খেলা দেখানো চলে। তাতে পেপ্পারের ভূতের বুদ্ধিটাই কাজে লাগাতে হয়। সে ক্ষেত্রে কক্ষটি স্বল্প আলোকিত করতে হয়। একটি বিজলী বাতি দর্শকদের দিক ঠুলির (শেড্-এর) আড়ালে রাখা হয়। কোনও লোক কক্ষের চিহ্নিত স্থানে দাঁড়াবার পর ঐ আলোটি জ্বেলে দেওয়া হয়। প্রকৃত পক্ষে ঠুলির আলোটি জ্বলে না। ঐ আলোর বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে কক্ষের গোপন কামরাটির আলো জ্বলে ওঠায় মনে হয় সামনের বিজলী বাতিটাই জ্বলে উঠেছে। এ সময় একই সঙ্গে ঘরের স্বল্প আলোকটি নিভে যায়।

দর্পণের বিস্ময় সৃষ্টিতে মিঃ পেপ্পার এই দুটি খেলাতেই ক্ষান্ত হন নি। মিঃ টবিনের সঙ্গে 'কেবিনেট্ অফ্ প্রোটিয়াস্' নামে আরও একটি চমকপ্রদ যাদু ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন পলিটেক্‌নিক্ মঞ্চে প্রদর্শন করেন। খেলাটিতে দেখা যায় একটি আলমারি মঞ্চের মধ্যস্থলে অবস্থিত। প্রদর্শক এসে আলমারির সামনের দরজার পাল্লা দুটি খুলে দেখায় যে সেটি সম্পূর্ণ খালি। তবে আলমারির একটু ভিতরে মাঝ বরাবর একটা খুঁটি তলা থেকে উঠে মাথায় গিয়ে ঠেকেছে। ঐ খুঁটির মাথায় একটা দীপাধার থাকে (চিত্র ১৯১)। ঐ আলোটা অনেকটা আগের দিনের ঘোড়ার গাড়ির বাতিদানের মত দেখতে। জনৈক সহকারী বাতিটা জ্বালিয়ে আলমারির মধ্যে ঘোরাফেরা করে বাইরে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়। এ সময় দু জন দর্শককে মঞ্চে এনে আলমারির দু পাশে দুটি চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হয় যাতে তাঁরা পিছন থেকে কেউ এলে বা গেলে দেখতে পান। আলমারির

পায়া বেশ খানিকটা উঁচু করা ভাল। অন্যথা একটা জলচৌকিতে আলমারি বসিয়ে খেলা দেখালে চলে। মঞ্চের গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে লোকজনের যাতায়াত যে হয় না সেটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা বিশেষ দরকার। প্রদর্শক এখন আলমারির পাল্লা দুটি হাট করে খুলে দেখায় যে সেটি সম্পূর্ণ খালি। তার পর স্বয়ং আলমারিতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। একটু পরেই দরজা খুলে বাইরে যে বেরিয়ে আসে সে সম্পূর্ণ আলাদা চেহারার অন্য একটি লোক। এই ব্যক্তি বাইরে এসেই আলমারির কপাট দুটি খুলে (চিত্র ১৯১) ভিতর শূন্য দেখিয়ে

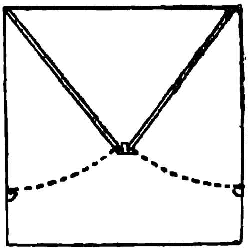


(চিত্র ১৯১)

দেয়। দরজা আবার বন্ধ করে খুলতেই দেখা যায় দীপাধারের গায়ে ঝুলছে একটি নর কঙ্কাল। কঙ্কালটি বাইরে বার করে আলমারি বন্ধ করে দিতে না দিতেই সুন্দরী এক রমণী দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। এবারও কপাট খুলে অভ্যন্তর খালি দেখানো হয়। আবার দরজা বন্ধ করা মাত্র কপাট খুলে যায়। তখন দেখা যায় হাসি মুখে প্রদর্শক দণ্ডায়মান। মঞ্চে উপবিষ্ট দর্শকদ্বয়কে এবার আলমারির অভ্যন্তরে হাত বুলিয়ে দেখতে দেওয়া হয় যাতে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ বুঝতে পারেন যে আলমারি প্রকৃতই সাধারণ আসবাব মাত্র, কোথাও কিছু লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা নেই।

এই খেলাটি এই গ্রন্থের 'তিন সতীনের ঘরের' সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও উপায়ের দিক দিয়ে বিচার করলে পৃথক ব্যবস্থায় সম্পাদিত হয়েছে গণ্য হবে। এ খেলায়

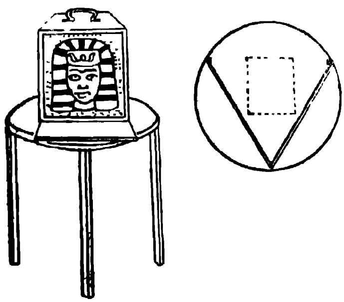
দর্পণ ব্যবহার করা হয়েছে। সেকালে যাদু আসবাবে ক্যাস্টার লাগাবার রীতি প্রচলিত ছিল না। তা ছাড়া পলিটেক্‌নিক্ মঞ্চের পাটাতনের তলা দর্শকদের কাছে উন্মুক্ত থাকায় গোপন সুড়ঙ্গের সন্দেহ স্বতঃই নিরসন হয়ে যেত। কিন্তু অধুনা আলমারির আড়ালে, পিছন থেকে কেউ এলে বা গেলে, দর্শকগণ প্রেক্ষাগার থেকে তা দেখতে পান না। সুতরাং দু জন দর্শককে পিছনটা লক্ষ্য করতে আলমারির দু ধারে বসাতে হয়। পাশের নক্সাতে (চিত্র ১৯২) দর্পণ দুটির অবস্থান ও দীপাধারে একত্র হওয়া স্পষ্ট করে আঁকা হয়েছে। ফুটকি চিহ্ন দিয়ে পাশের দেয়ালে দর্পণের মিশে যাওয়াও বুঝানো হয়েছে। আলমারির ছবিতেও ত্রিভুজ রেখায় এই একই বিষয় দেখানো হয়েছে। প্রত্যেকটি দর্পণ আলমারির ভিতরের কোণে কব্জা দিয়ে আঁটা থাকে যাতে দর্পণের পাল্লা আল্‌মারির মাঝখানে টেনে আনা যায় অথবা ঠেলে পাশের দেয়ালের সঙ্গে এক করে রাখা যায়। আলমারির অভ্যন্তর ভাগ ও দর্পণ দুটির পশ্চাৎ ভাগ 'ওয়াল্ পেপার' দিয়ে সুদৃশ্য করা হত। এ যুগে আমরা রঙ ও তুলি দিয়ে চৌখুপি ঘর কেটে ফুল লতা পাতায় শোভন করতে পারি। দর্পন দুটি ত্রিস্তরের তক্তায় চড়িয়ে না নিলে চলে না। দর্পণ দুটি যখন আলমারির মধ্যে এনে, মুক্ত প্রান্ত দুটি এক করা হয়, তখন ঐ দীপাধারের খুঁটিটাই সংযোগ স্থল হয়ে সেখানটা ঢেকে রাখে। তাই দর্পণের অস্তিত্ব চোখে পড়ে না। বলা বাহুল্য, আলমারির পশ্চাৎ দিক ও দর্পণ দুটির ঘেরার মধ্যে যে ত্রিকোণ স্থান পাওয়া যায় সেখানেই লোক দু জন কঙ্কালটি নিয়ে আত্মগোপন করে থাকে। এরা আসে আলমারির পিছনের চোরা পথ দিয়ে। এদের আলমারিতে ঢোকার আগে এক জন সহকারী মঞ্চে এসে আলমারির সামনের দরজা দুটি খুলে, বাতি জ্বালিয়ে, ভিতরে ঢুকে ঘোরাফেরা করে বাইরে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়। সহকারী বাইরে এসে আলমারি বন্ধ করে দাঁড়ালে ঐ দু জন লোক পিছনের চোরা দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। যাদুকর এ সময় দু জন দর্শককে মঞ্চে আহ্বান করে এনে, তাঁদের আলমারির চার পাশ দেখিয়ে, দুধারের দুটি চেয়ারে পাহারায় বসিয়ে দেয়। এর পর আলমারি আরও এক বার খুলে খালি দেখানো হয়। এ সময় দর্পণে প্রতিবিম্বিত পাশের দেয়াল আলমারির পশ্চাৎ ভাগ প্রতীয়মান হয়। যাদুকর এখন দরজার একটা পাল্লা



(চিত্র ১৯২)

বন্ধ করে আলমারির মধ্যে ঢুকে অন্য পাল্লাটি বন্ধ করে দেয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উল্টো দিকের পাল্লা খুলে অন্য জন বেরিয়ে পড়ে। আর যে লোকটি বার হল তার জায়গায় দর্পণের আড়ালে যাদুকর দাঁড়িয়ে গেল, ফলে দরজা হাট করে খুলে ভিতরটাও খালি দেখানো হয়। অতঃপর কঙ্কাল ও রমণী বেরিয়ে আসার পর যাদুকর বাইরে আসার আগে দর্পণ দুটি আলমারির দু পাশের দেয়ালে মিশিয়ে রেখে দরজা খোলার অপেক্ষায় থাকে। এ খেলার জন্য প্রকৃত নরকঙ্কাল ব্যবহার করতে হয়। এই কঙ্কাল ডাক্তারি যারা পড়ে তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করাই ভাল কারণ সেগুলি শোধন করা থাকে।

লণ্ডন পলিটেক্নিকের মিঃ থমাস টবিন ঐ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আরও দুটি যুগান্তকারী বিস্ময় রচনা করেন। সেই খেলা দুটি পলিটেক্নিকে দেখাতে না দেখাতে জনৈক এ্যাল্‌ফ্রেড ইন্‌গ্লিস্‌ সেগুলির প্রদর্শন স্বত্ব কিনে কর্ণেল স্টোডেয়ার ছদ্মনামে কীর্তিমান হয়ে ওঠেন। আমরা যেটা 'কাটা মুণ্ডের' খেলা বলে থাকি সেইটাই টবিনের উদ্ভাবিত ভেল্কি। এ খেলাটি এখনও আমাদের দেশের মেলায় তাঁবুর মধ্যে দেখানো হয়। এ খেলাতে তেপায়া টেবিলের ওপর একটা বার ইঞ্চি সমচতুষ্কোণ বাক্স থাকে (চিত্র ১৯৩)। টেবিলটিকে মাঝখানে রেখে দু পাশ ও পিছনে একই বর্ণের অথবা চিত্র-বিচিত্র পর্দায় ঘিরে সামনের দিকটা দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। এ খেলাতে স্টোডেয়ার বাক্সটি হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে আসতেন। বাক্সটি মুল্যবান কাপড়ের ঢাকনিতে ঢাকা থাকত। তিনি বাক্সটি এনে তেপায়া টেবিলে রেখে ঢাকনি তুলে পাদ-প্রদীপের কাছে এগিয়ে এসে নাতি দীর্ঘ বাগ্‌জাল বিস্তার করতেন। তাঁর বক্তব্যের ভিতরে মিশরের মমির উল্লেখ থাকত। কথা বলতে বলতে তিনি বাক্সের সামনের ডালা খুলে অভ্যন্তরে অবস্থিত মুণ্ডটি দেখাতেন; পরে ঘোষণা করতেন যে অল্প ক্ষণের জন্য ঐ মুণ্ডে প্রাণ সঞ্চার করা যায়। সুতরাং টেবিলে রেখে খোলা বাক্সটির সামনে বিড়বিড় করে তিনি মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকতেন। অবশেষে মুণ্ড চোখ খুলে ফেলত, ঠোঁট নাড়ত কথা বলত ও গান গাইত।

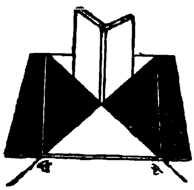


(চিত্র ১৯৩)

এ খেলাতেও দুটি দর্পণ ঘিরে আড়ালের ব্যবস্থা আছে। তেপায়া টেবিলের যে পায়াটি দর্শকদের দিকে এগিয়ে আছে সেটির ও পিছনের দু পাশের পায়া দুটির ফাঁকে দুটি দর্পণ ষাট ডিগ্রি কোণ করে লাগানো হয়েছে (চিত্র ১৯৩, ডান দিকের নক্সা লক্ষণীয়)। দু পাশে ও পিছনে পর্দা থাকায় দর্পণের প্রতিবিম্ব পিছনেরই পর্দা মনে হয়। সুতরাং দর্শকরা টেবিলের পায়ার ফাঁক দিয়ে পিছনের পর্দা পর্যন্ত দেখছেন ভ্রম করেন। অথচ টেবিলের পায়ার দর্পণে ঘেরা জায়গায় যাদুকরের সহকারী নিঃসংশয়ে লোকচক্ষুর অগোচরে যথা নির্দিষ্ট কাজ করার অপেক্ষায় থাকে। টেবিলের পাটাতনের মাঝখান কাটা থাকে ও সেই জায়গাটা ঢেকেও রাখা হয় (নক্সায় ফুটকি চিহ্ন দ্রষ্টব্য)। টেবিলের নীচে বসে সহকারী এই কাটা জায়গার ঢাকাটি সরিয়ে, বাক্সের তলা খসিয়ে পূর্ব প্রদর্শিত কৃত্রিম মুণ্ডটি সরিয়ে নিজের মুণ্ডটা বাক্সের মধ্যে গলিয়ে আদেশের অপেক্ষায় থাকে। বাক্সে রাখা মুণ্ড ও সহকারীর মাথা রঙের কারচুপিতে এক করে রাখায় শেষ পর্যন্ত যে-মুণ্ড চোখ মেলে, ঠোঁট নাড়ে, কথা বলে, তা আগের দেখা কাটা মুণ্ডেরই মনে হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। ঐ তেপায়া টেবিলটি পর্দার ঘেরার মধ্যে বিশেষ স্থানে বসানো দরকার। তিন পাশের পর্দা খাটানো হয় প্রতি কোণ নব্বই ডিগ্রি রেখে। পর্দাগুলি লম্বায় এক থাকলে চার কোণ থেকে কোনাকুনি দুটি রেখা টানলে যেখানে রেখা দুটি পার হয়ে যায় সেই মিলন কেন্দ্রে টেবিলের মধ্যস্থল অবস্থিত হলেই কাজ হয়।

আমাদের দেশে মেলায় দেখানো কাটামুণ্ড আসল খেলাটির বিস্ময় যথেষ্ট হাল্কা করে ফেলেছে। কিন্তু স্টোডেয়ারের মত করে দেখাতে ভয়ের কিছু নেই। কারণ দর্পণ লাগানো থাকলেও তার সামনে দিয়ে চলাফেরা করা যায়। তবে একটা সীমার বাইরে দাঁড়াতে হয় এই মাত্র। দর্পণের সামনাসামনি কোনও জিনিস রাখলে তার প্রতিবিম্বটি দর্পণ থেকে ঠিক তত দূরে দেখা যায়, জিনিসটি যত দূরে থাকে। এখন জিনিসটি যথাস্থানে রেখে দর্পণটি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ঘুরিয়ে বসালে প্রতিবিম্বটিও দর্পণের মধ্যে ঐ একই ডিগ্রি সরে যায়। দর্পণ ষাট ডিগ্রি সরিয়ে দিলে প্রতিবিম্বও তত ডিগ্রি সরে দাঁড়ায়। এই নিয়মে ছবিতে দুটি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হেলানো দর্পণ কাঠের তক্তার ওপর দাঁড় করে লাগানো হয়েছে (চিত্র ১৯৪)। দর্পণ দুটি একই মাপের। পিছনের শেষ দুটি বাহু থেকে একটি সরল রেখা টেনে যদি এক করা হয় তা হলে তক্তাটির সামনের ও পিছনের প্রান্ত রেখার সমান্তরাল হবে। দর্পণের

হেলানো অংশ দুটির তলদেশ প্রসারিত করলে ঐ তক্তা চার ভাগে বিভক্ত হয়। পাশের যে দুটি অংশ কাল রঙে ঢাকা হয়েছে সেখানে কিছু থাকলে দর্শকরা প্রেক্ষাগার থেকে তার প্রতিবিম্ব দেখতে পাবেন। কিন্তু সামনের সাদা অংশে কিছু থাকলে তা দেখা যাবে না। কাল রঙের মধ্যে যে সাদা রেখা টানা হয়েছে সেখানে দু পাশের পর্দা টাঙ্গানো হবে। দর্পণে প্রতিবিম্ব উল্টে পড়ে বলে আশপাশের পর্দার চিত্রিত অংশ যেন এমন না হয় যে তার সোজা উল্টো কিছু থাকে, তা হলে সে পর্দা অচল।



(চিত্র ১৯৪)

দর্পণের এই বিশেষত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকলে কাটা মুণ্ডের খেলা দেখাতে পর্দার ঘেরার মধ্যে সামনের খোলা পথ দিয়ে অনায়াসেই যাতায়াত করা যায়। এই ভাবে চলে ফিরে এ খেলা দেখালে খেলাটির চমৎকারিত্ব অনেকখানি বৃদ্ধি পায়। অনড় অচল স্থায়ী অবস্থায় দেখালে একটা কিছু কারসাজি করা আছে মনে হওয়া স্বাভাবিক। খেলা দেখাবার স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক স্ফূর্তি ব্যাহত হলে চটকদার চমকও ফিকে হয়ে পড়ে। মেলায় দেখানো কাটা মুণ্ডের খেলাটি তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

লণ্ডন পলিটেকনিকের পূর্বোক্ত দুটি উর্বর মস্তিষ্ক থেকে ঐ একই সময় আরও একটা খেলা উদ্ভাবিত হয়। স্টোডেয়ার খেলাটির নাম দিয়েছিলেন ভারতীয় পেটরার খেলা। পর্যটকদের প্রতিবেদনে ভারতীয় পেটরার যে-সুখ্যাতি য়্যুরোপের যাদুকরমণ্ডলী ও বিদগ্ধ জনগণের বিস্ময়ের বিষয় হয়ে উঠেছিল তা পেপ্পার ও টবিনের তৈরী পেটরার খেলা কি উপায়ের বিচারে, কি প্রদর্শনের অভিনবত্বের দিক দিয়ে সমতুল্য হতে পারে না। ইংলণ্ডের পদ্ধতিতে দর্পণের প্রতিবিম্বন কাজে লাগিয়ে খেলাটি দেখানো হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের কঞ্চির পেটরায় দর্পণ তো দূরের কথা, কোনও চোরা কামরার ব্যবস্থাই নেই। স্টোডেয়ারের দেখানো খেলার বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না আশা করি। রঙ্গমঞ্চের পর্দা অপসারিত হলে সহকারীরা একটা বড়সড় জলচৌকিতে চাপিয়ে বেতের একটা পেটরা এনে রাখে। জলচৌকিটা এক পাক ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়, পেটরার পিছনে কিছু লুকানো নেই বুঝাতে। স্টোডেয়ার এসে পেটরাটি সামনের দিকে শুইয়ে ডালাটি তুলে দেখাতেন পেটরাটিও খালি। অভ্যন্তরে হাত বুলিয়ে শূন্যতা সম্বন্ধে সকলকে প্রমাণ দিয়ে দিতেন। প্রকৃতপক্ষে খেলার শুরুতে ও শেষে যাদুকরী কারসাজি

গোপন থাকাই বাঞ্ছনীয়। এবার এক জন সুন্দরীকে টেনে হিচড়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে মঞ্চে টেনে আনা হত ও তার চোখ বেঁধে জলচৌকির কাছে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হত। স্টোডেয়ার এখন ডান দিকের উইংসের কাছে গিয়ে তরবারি আনার জন্য হাঁক পাড়তে থাকতেন। ওদিকে চোখ-বাঁধা সহকারিণী ইত্যবসরে রুমাল খুলে বিপরীত দিকের উইংস দিয়ে মঞ্চ ছেড়ে চলে যেত। তরবারি পেয়ে স্টোডেয়ার ঘুরে দাঁড়াতেই তরুণীকে না দেখে তাকে ধরে আনার হুকুম জারী করতেন। তখন দু জন সহকারী চোখ-বাঁধা অবস্থায় তরুণীকে ধরে এনে পেটরার মধ্যে শুইয়ে দিত। স্টোডেয়ার পেটরার ডালা বন্ধ করে বাইরে থেকে পেটরার মধ্যে এলোপাতাড়ি তরবারি চালিয়ে পেটরা এফোঁড় ওফোঁড় করতেন। প্রত্যেক বার তরবারি খুলে আনতে দেখা যেত ফলা রক্তাক্ত হয়ে পড়েছে। যাদুকর পেটরাটির ডালা খুলে ধরলে, জনৈক সহকারী সেটি পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিলে দেখা যেত পেটরাটিতে কেউ নেই, কিছুই দেখা যাচ্ছে না (চিত্র ১৯৩)। ইংলণ্ডের মত নীতিবাগীশ দেশে, যেখানে পশুক্লেশ নিবারণ আইন বলবৎ, সেখানে এ হেন নারী নির্যাতন দর্শকরা সহ্য করতেন 'নিরঙ্কুশঃ কবয়ঃ' নিয়মের ক্ষেত্র যাদুকরদের ক্রীড়াতেও প্রসারিত ছিল কি? ভারতের প্রখ্যাত পেটরার খেলাটি আজও এদেশের মাঠে ময়দানে দেখানো হয়। আমরা দেখে দেখে খেলাটির যথোপযুক্ত মর্যাদা দিই না। তা ছাড়া যাদুতে অঘটন ঘটবে জেনেশুনেই আমরা আসরের মজা লুটি। সুতরাং বাঁশের বা বেতের আয়ত ঝাঁপিতে, জালে-পোরা ছেলেকে ঢুকিয়ে, ঢাকনি চাপা দিয়ে, প্রথম ক্ষেপে শূন্য জালের থলিটা টেনে বার করে ফেলা হয়। তার পর যাদুকর স্বয়ং শরীরের অধোভাগ ঐ ঝাঁপিতে ঢুকিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে সেটি খালি। পরে ঐ ঝাঁপির কানা এক হাত দিয়ে ধরে সেটা এপাশ ওপাশ করে সকল সন্দেহের অবসান ঘটায় যে ঝাঁপিতে কোনও ভারী জিনিসই নেই। অতঃপর অতিরিক্ত চমকের উদ্দেশ্যে কোথাও কোথাও ঐ ঝাঁপি তরবারি দিয়ে খোঁচানোও হয়। খেলার শেষ অঙ্কে কোথাও ঐ ছেলেটিই ঝাঁপি থেকেই বেরিয়ে আসে, আবার কোথাও দর্শকদের চক্রাকার বেষ্টন-ব্যূহ ভেদ করে প্রদর্শন ক্ষেত্রে দেখা দেয়।

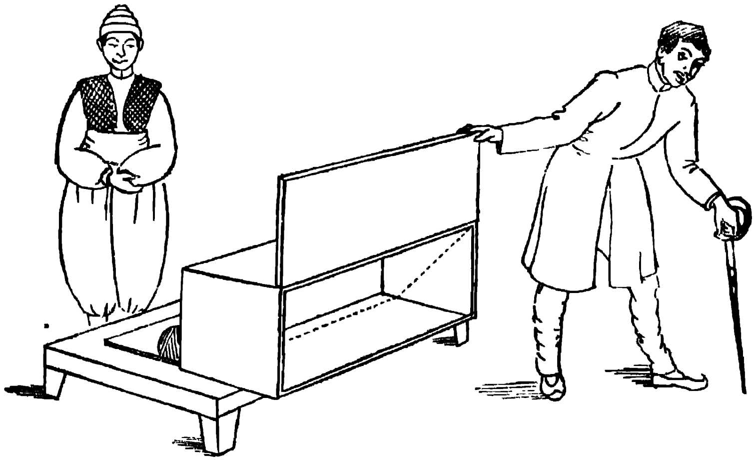
ভারতীয় পেটরার খেলার উপায়টি দর্পণ প্রসঙ্গে সন্নিবিষ্ট করা চলে না। কারণ তাতে দর্পণ ব্যবহার করা হয় না। প্রসঙ্গতঃ, আমেরিকার বিশিষ্ট যাদুকর, ভার্জিল, কলিকাতার এস্প্ল্যানেড্ ময়দানে এই খেলাটি দেখে তাঁর সহধর্মিনী ও

সহকারিণী শ্রীমতী জুলিকে বলেছিলেন, "এদের খেলা দেখার পর আমরা যে ভারতীয় 'বাস্কেট ট্রিকটা' দেখাই সেটা বাতিল করতে বাধ্য। এরা আমাদের চেয়ে অনেক উঁচু দরের খেলা দেখায়। আমরা যা দেখিয়েছি, তাতে এখন লজ্জা বোধ করছি।" নিজেদের সম্পদে গৌরব বোধ করতে অতুলনীয় এই ভারতীয় পেটরার বর্ণনা এখানে তুলনামূলক ভাবে উল্লেখ মাত্র করা হয়েছে।

স্টোডেয়ারের দেখানো খেলাটির চৌকি পেটরাটির অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে ফুট খানেক কিন্তু প্রস্থে প্রায় দ্বিগুণ হওয়া আবশ্যক। চৌকির পাটাতন এক ইঞ্চি পুরু তক্তাতে তৈরী হলেই চলে। আর পাটাতনের তলায় পায়ার সঙ্গে জুড়ে যে বাটামের ঘের দিতে হয় সেটি ইঞ্চি তিনের বেশী চওড়া না করাই ভাল। চৌকির পায়া অন্ততঃ ফুট দেড়েক উঁচু করে ক্যাস্টার লাগালে আনা-নেওয়া সহজ হতে পারে। বেতের তৈরী পেটরাটি সহকারী বা সহকারিণীর মাপ অনুসারে সামান্য স্থান ছাড় রেখে করলেই হয়। তবে খাড়াইটা বেশ খানিকটা বেশী করতে হয়। (ছবিতে ফুটকি চিহ্ন দ্রষ্টব্য, চিত্র ১৯৫)। কারণ পেটরার মধ্যে এক খণ্ড দর্পণ লাগাতে হয়। দর্পণটির যে পাশে কব্জা লাগানো থাকে, ডালাটির কব্জাও সেদিকেই লাগাতে হয়। কব্জার বিপরীত দিকের দর্পণের প্রান্তটি পেটরার পিছনের অংশে ঝুলে থাকে। এটি ঝুলানো থাকলেও আটকে রাখার ব্যবস্থা থাকে যাতে গোড়ার দিকে ভিতরটায় হাত ঢুকিয়ে খালি দেখানো যায়। পেটরাটির তলদেশ সামনের দিকে কব্জায় আটকানো থাকে। ফলে, লোকের ভারে ঐ অংশ চৌকিতে পড়ে থাকে। তখন পেটরাটি পাশ ফিরিয়ে ডালা খুলে দেখালে দর্পণের প্রতিবিম্বনে তলদেশ রয়েছে দেখা যায়। দর্পণের পতনের শব্দ রোধ করতে সহকারী বা সহকারিণী দর্পণটি অর্গল মুক্ত করে আস্তে আস্তে নামিয়ে নেয় এবং দরকার হলে তুলেও দেয়।

মঞ্চমায়ার আসবাব প্রস্তুত করার যে সব বিদেশী নক্সা পাওয়া যায় তাতে যে মাপ দেওয়া থাকে সেই আকারের সামগ্রী তৈরী করার পর দেখা যায় যে আসবাবগুলি আমাদের দেশের সহকারী বা সহকারিণীর আয়তনের অনেক বেশী বড় হয়েছে। এ রকম হবার কারণ হচ্ছে সে দেশের লোকজন আমাদের চেয়েও বেশ খানিকটা দশাসই লম্বা চওড়া। যাদুর আসবাব তৈরী করতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটুও স্থান রাখা ভাল নয়। সুতরাং প্রত্যেকেরই নিজের ব্যবহার্য মানুষ, জীব বা সামগ্রীর অনুপাতে আধারগুলি তৈরী করাই শ্রেয়।

বন্দিনীর পেটরা থেকে তিরোধান ও প্রেক্ষাগারে আবির্ভাব করার ফন্দিটা হচ্ছে একই শারীরিক গঠনের, হুবহু একই সজ্জায় সজ্জিতা, দু জন সহকারিণীর যোগসাজশে সুসম্পন্ন হয়। প্রথমা সহকারিণীকে মঞ্চে এনে দর্শকদের সম্মুখে চোখ বাঁধা হতে থাকলে সবাই তার মুখের আদল ও চেহারা দেখে নেন। পরে সে মঞ্চাভ্যন্তরে পালিয়ে গেলে তাকেই চোখ বেঁধে ধরাধরি করে ফিরিয়ে আনা হয় না। এ সময় কালক্ষেপ না করে দ্বিতীয়া সহকারিণীকে পেটরায় পুরে ফেলা

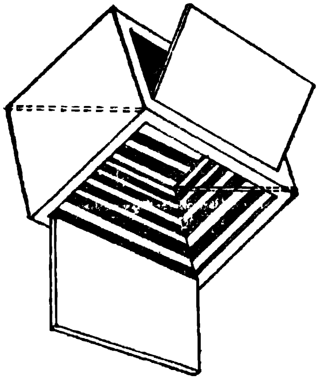


(চিত্র ১৯৫)

হয়। ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে পরের বার যে চোখ-মুখ ঢাকা রমণীকে আনা হল সেই হচ্ছে একই রকম দেখতে দ্বিতীয়া সহকারিণী। যাদুক্রীড়ায় যখন এক জনের বদলে অন্য আর এক জনকে দেখাবার দরকার হয় তখন এই ব্যবস্থাই নির্ভরযোগ্য। মুখমণ্ডল, বিশেষতঃ চোখ, মুখ, নাক, গাল, চুল, ভ্রূ, মানুষের অবিস্মরণীয় পরিচয়ের স্বাক্ষর বহন করে। প্রথম বার যাকে এক নজরও দেখা হয়েছে, তাকেই অবশেষে উপস্থিত করলে চিনতে ভুল হয় না। আগের ও শেষের মাঝখানে চোখ মুখ ঢাকা একই আকারের অন্য লোক সেই ফাঁকে পার পেয়ে যায়।

দর্পণের প্রতিবিম্বন কাজে লাগিয়ে অতঃপর অনেক যাদুক্রীড়াই তৈরী হয়েছে। তার মধ্যে খালি বাক্স থেকে অঢেল খেলনা বা ফুল ও কাপড় বার করা আর একটি খেলা। এই বাক্সতেও কোনাকুনি দর্পণ লাগানো থাকে (চিত্র ১৯৬)। এই বাক্সের দর্পণও সামনের দিকে ওপরের কোণ থেকে তলার

দিকে ভিতরের কোণের সঙ্গে হেলানো থাকে (ছবিতে ফুটকি চিহ্ন দ্রষ্টব্য)। বাক্সের সামনের ডালাটি নীচের দিকে কব্জার বশে খুলবে। আর ঐ দর্পণের আড়ালে রাখা সামগ্রীগুলি বাক্সটির ওপরের খানিকটা অংশ ছেড়ে যে ডালা কব্জা দিয়ে লাগানো থাকে সেখান থেকে বার করে আনা হয়। এই বাক্সে দর্পণ লাগাতে দু পাশের দেয়ালে খাঁজ কেটে তার মধ্যে দর্পণ ঢুকিয়ে দিতে হয়। বাক্সের অভ্যন্তর ডোরাকাটা থাকলে দর্পণের প্রতিবিম্ব পিছনের দেয়াল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে মনে হয়। এক রঙের করলে ততটা দৃষ্টি ভ্রম সম্ভব নয়।

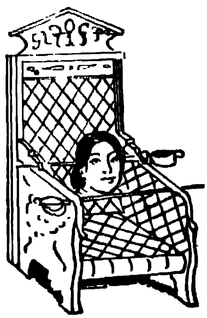


(চিত্র ১৯৬)

এই প্রসঙ্গে থমাস্ টবিনের পেটরার যে দিকে দর্পণ কব্জায় আবদ্ধ, ডালাটির কব্জাও সেদিকে লাগানো থাকে। আমার মতে এটা বিধি সঙ্গত ভাবে লাগানো হয়নি। তবে সেকালের মঞ্চের আলো আজকের মত জোরাল ছিল না বলেই রক্ষা। একালের নিষ্প্রদীপ প্রেক্ষাগারে বসে আলোকোজ্জ্বল মঞ্চে ঐ পেটরার ডালা নীচের দিক থেকে ওপরের দিকে ওঠাতে থাকলে নির্ঘাত দর্শকরা ডালার প্রতিবিম্বটা দেখে ফেলবেন। এই যুক্তিতে পরের বাক্সটির সামনের দরজা ওপর থেকে খুলে তলায় ঝুলিয়ে ফেলার ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে।

খালি বাক্স বা আধার থেকে সামগ্রী আহরণ করে দেখাতে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার যে যত জিনিস বার করে হবে তা দেখে দর্শকের যেন মনে হয় যে ঐটুকু পাত্র থেকে যা বেরিয়েছে তা আবার তাতে ভর্তি করা অসম্ভব। উৎপন্ন দ্রব্যের আয়তনের তুলনায় আধারের স্থানাভাব ঘটাতে অধুনা রবারের তৈরী ফাঁপা লেবু, আপেল, গাজর, বাঁধাকপি, পাউরুটি, দুধের-বোতল, বীআরের-বোতল মায় পালক ছাড়ানো মুর্গি প্রভৃতি বিদেশের যাদু-বিপণীতে পাওয়া যায়। চার যুগ আগে স্প্রিং দিয়ে কপি গাজর প্রভৃতি সংকোচনশীল করা হত। এগুলিই এ সব খেলায় ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। রবারের জিনিস গ্রীষ্ম প্রধান দেশে চৈত্র বৈশাখের তাপে গলে যায়। শীতল জায়গায় অথবা হিমাধারে ওগুলো রাখলে শীঘ্র নষ্ট হয় না।

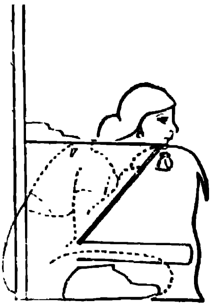
দর্পণ ব্যবহারের একই রীতিতে আরও দু তিনটি মঞ্চমায়া দেখানো হয়। একটি হচ্ছে মৎস্য-কন্যা। অপরটি মাকড়সা দেহে নারী মুণ্ড। নাগ-কন্যা, মৎস্য-নারী, মাকড়-ললনা ও তরবারিতে রক্ষিত ছিন্ন-শির খেলাগুলিতে পূর্বোক্ত পেটরার নিয়মে সামনের প্রান্ত ওপরে রেখে বিপরীত প্রান্ত নীচের কোণে হেলানো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোনাকুনি দর্পণের সাহায্যেই তৈরী হয়। প্রথমোক্ত খেলা তিনটির ক্ষেত্রে দর্পণের আড়ালে নারীদেহ গোপন থাকে। কেবল মাথাটিই দর্পণের ওপরের কিনারায় উঠিয়ে রাখা হয়। ঐ কিনারা যাতে কারও চোখে না পড়ে সেজন্য সেখানকার সমস্ত অংশ সাপ বা মাছ অথবা মাকড়সার দেহাংশ ও প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। ফলে, দর্পণে সেগুলির যে প্রতিবিম্ব পড়ে তা সামনে থেকে দেখার বাইরে সরে যায়। উদাহরণ স্বরূপ চেয়ারের হাতলে দুটি সমান্তরাল তরবারি রেখে তার ওপর ছিন্ন শির স্থাপনের চমকটি (চিত্র ১৯৭) লেখায় ও রেখায় বর্ণনা করলে বিষয়টি সহজেই বোধগম্য হবে। ছবিতে যা দেখা যাচ্ছে তাতে মুণ্ডটি তরবারি দুটির ওপর রাখতে সামনের তরবারিতে দর্পণের ওপরের কিনারা এসে ঠেকেছে আর তদ্বিপরীত কিনারাটি চেয়ারের বসবার ও ঠেসান দেবার সংযোগে ঠেকিয়ে সেখানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অবস্থায় হেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে ঐ দর্পণে বসবার আসনের নক্সা প্রতিবিম্বিত হয়ে দেখাচ্ছে ঠেসান দেওয়ার মত। যেহেতু বসবার ও ঠেসান দেবার স্থান দুটি একই রকম দেখতে, প্রতিবিম্ব সেখানে দৃষ্টি বিভ্রম সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় তরবারি দেওয়ার উদ্দেশ্য, দর্শকদের বুঝানো যে দুটি তরবারির ফাঁদে রাখা ছাড়া ধড়হীন মুণ্ড স্থিতিশীল থাকতে পারে না। যাদুতে এই সামান্য সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান না দেখালে যাদুর মাহাত্ম্য খর্ব হয়। পরের ছবি (চিত্র ১৯৮) লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় যে মেয়েটি কেমন অনায়াসে আসন পিঁড়ি হয়ে চেয়ারের আসনের তলার ফোকরে নিম্নাঙ্গ গলিয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গ দর্পণের পিছনে রেখে. চেয়ারের হাতলের কাছে সামনের তরবারির ওপর মাথা বার করে রেখেছে। মৎসা-কন্যা মাকড়-ললনা ইত্যাদির বেলায় চেয়ারের বদলে আয়ত চতুষ্কোণ একটি ডালাহীন বাক্সের মুখে একটা ঘন বুনটের দড়ির জাল দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়। এবার বাক্সটির নীচের অভ্যন্তর থেকে এক খণ্ড দর্পণ, পূর্বোক্ত চেয়ারের ন্যায়, পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ করে জালের



(চিত্র ১৯৭)

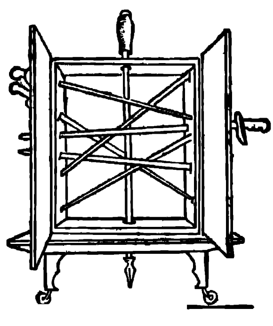
মাঝ বরাবর ওপরের প্রান্তটি ঠেকিয়ে দেওয়া হয়। এই দর্পণের আড়ালে বালক বা বালিকার অবয়ব গোপন থাকে। দর্পণের পিছনে পা গুটিয়ে বসে, মাথাটা দর্পণের বাইরে জালের ফাঁকে তুলে রাখলেই ধড়হীন মুণ্ডটি দেখা যায়। বলা বাহুল্য, পা মুড়ে বসার জন্য বাক্সটির তলায় অবশ্যই জায়গা করা দরকার।

স্টোডেয়ারের দেখানো ভারতীয় পেটরার উন্নতি বিধান করে 'তরবারি সিন্দুক' খেলাটি তৈরী হয়। এটিও পাশ্চাত্যের খেলা। ছোট বেলায় আমি সার্কাসে খেলাটি দেখেছি। আপাত দৃষ্টিতে অত্যন্ত ছোট একটি বাক্সে স্থূলাঙ্গিনী এক রমণীকে ঢোকানো হয়। তার পর সামনের দরজা বন্ধ করে মাথায় ঢাকনি এঁটে বাক্সটি বন্ধ করা হয়। এর পরে প্রায় ডজন খানেক তরবারি বাক্সটির চারদিকের দেয়াল ভেদ করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এ খেলাতে দর্পণ লাগানো হয় না। সুতরাং এই নিবন্ধের আলোচনার আওতায় আসে না। তবু কৌতুহল নিবৃত্ত করতে বলা ভাল যে তরবারিগুলি নমনীয় পাতে তৈরী হওয়ায় ভিতরে বসে রমণী তরবারির ডগা পার করেও যেমন দেয়, নিজের শরীরটাও বাঁচিয়ে তরবারি বাঁকিয়ে দিতে থাকে। ভিতরটা অন্ধকার থাকায় দেয়ালের তরবারি প্রবেশের ও নির্গমনের ফুটা বাইরের আলোতে স্পষ্ট দেখা যায় বলেই বন্দিনী রমণীর পক্ষে কাজটা অনায়াসেই করা সম্ভব হয়।



(চিত্র ১৯৮)

পরবর্তীকালে আমেরিকার যাদুকর ব্ল্যাক-ষ্টোন প্রোটিয়াস্ কেবিনেটের মতলবটা তরবারি সিন্দুকে লাগিয়ে দুটি অতিরিক্ত চমক যুক্ত করেন। এই সিন্দুকের দু পাশের দেয়ালে দুটি দর্পণ লাগানো থাকে। দর্পণ দুটির সামনের প্রান্ত পিছনের কব্জায় দরজার পাল্লার মত ভর করে সিন্দুকের মাঝখানে এসে মিলিত হয়। ঐ মিলন রেখা আড়াল করতে সিন্দুকের ওপর থেকে তলা ফুঁড়ে বর্শা ঢুকিয়ে রাখা হয় (চিত্র ১৯৯)। কিন্তু এই সিন্দুকে বন্দীর পক্ষে এদিকের ফোকর থেকে উল্টো দিকের ফোকর গলিয়ে তরবারি পার করা সম্ভব



(চিত্র ১৯৯)

নয়। সুতরাং প্রদর্শককেই আন্দাজে সে কর্মটি সারতে হয়। যে দুটি অতিরিক্ত চমক এই সিন্দুকে দেখানো যায় তার প্রথমটি হচ্ছে তরবারি সিন্দুকে বিঁধিয়ে সামনের কপাট দুটি খুলে দেখানো যায় যে ভিতরে কোনও লোকই নেই, অর্থাৎ বন্দী উধাও হয়েছে। তখন শুধু বর্শা ও তরবারির অংশ বিশেষ দৃষ্টি গোচর হয়, ছবিতে তাই দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় চমক তখনই হয়, যখন দরজা বন্ধ করে তরবারি ও বর্শা খুলে নেওয়া হয়। এবার সিন্দুক খুলতেই বন্দী তার ভিতর থেকে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে পড়ে। ক্যাস্টার লাগানো। এই সিন্দুক, গোড়াতে ও মাঝে তরবারি গেঁথে এবং শেষে তরবারি খুলে, ঘুরিয়ে দেখাবার ফলে বন্দীর অন্তর্ধান প্রকৃতপক্ষেই চমকপ্রদ। এই সিন্দুকের তলাটি খেলাঘরের ঘরনীর মত তৈরী করা দরকার যাতে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসা যায়।

স্ফিংক্স বা ছিন্ন-শির, ঠেলা বা তরবারিতে রাখা কাটা মুণ্ড, নিম্নাঙ্গ-বিহীনা নারী, সঙ্গীত-মুখরা কিন্নরী-বদন প্রমুখ দর্পণের কারসাজিতে নিষ্পন্ন নানা প্রকারের বিস্ময় একদা বহুল প্রচলিত হয়েছিল। যাদুকরগণ নিজেরাই এ সব বিস্ময়ের ব্যাখ্যা সবিস্তারে ও সচিত্রিত ভাবে পত্র পত্রিকায় প্রকাশও করেছিল। ফলে, এ সব খেলার কদর ক্রমে হ্রাস পেয়ে যায়। ঠিক এই সময় 'এ্যাডোমে' নামে কটিদেশ পর্যন্ত জীবন্ত যুবতী মূর্তি পাশ্চাত্য দেশের জনগণের মনে গভীর কৌতূহল ও কৌতুকের তুফান ছুটিয়েছিল (চিত্র ২০০)। শীর্ণ একটি স্তম্ভের ওপর মূর্তি রাখার মত চতুষ্কোণ চত্বরে গ্রীসদেশীয় বীণার বেষ্টনীর মধ্যে আবক্ষ সুন্দরীকে দেখানো হত। চার দিক থেকেই দর্শকরা যাতে যুবতীকে দেখতে পান সেজন্য স্তম্ভটি দু জন লোক ঘোরাতে থাকত। এটাই হচ্ছে এ্যাডোমে। সকলেরই বিস্ময় মেয়েটির অধোভাগ কোথায় গেল। প্রায় চার যুগ আগে ইংলণ্ডে বেলুন-বিহারিনী নিম্নাঙ্গহীনা এক রমণী অনেক মঞ্চে দেখানো হয়েছিল। সেই



(চিত্র ২০০)

বেলুন-বিহারিণীর মত দুর্ঘটনায় যুগল চরণ-হীনা হয়ে কোনও ফন্দিবাজের চালাকিতে যেমন সে বিশ্বের বিস্ময় হয়ে উঠেছিল, এ্যাডোমেও কি তাই? না,

এ্যাডোমেতে দর্পণ ব্যবহৃত হয়েছে। তাও শুধু চত্বরের খাঁজে। আসলে ছোট খাট পঞ্চদশীকে হাঁটু বুকে ঠেকিয়ে ঐ স্তম্ভটির ওপর বসানো হয়েছে। বেশবাস ফাঁপিয়ে, রঙের সাহায্যে পঞ্চদশীকে বিংশোত্তরী করে ফেলা হয়। এই জীবন্ত আবক্ষ মূর্তি দর্শকদের সঙ্গে চটুল প্রশ্নোত্তর ও সঙ্গীতাদি শুনিয়ে দীর্ঘদিন জনগণকে বিমোহিত করেছিল। আমাদের দেশে এ খেলাটি এখন মেলায় দেখালে নতুন একটা কিছু দেখে লোকে যাদুর প্রতি আকৃষ্ট হবে আশা করা যায়।

এ্যাডোমের পর কয়েক যুগ দর্পণ-সহায় যাদুক্রীড়া বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে মিঃ উইলিআম্ রবিন্সন্, পরবর্তীকালে চুং-লিং-স্যু ছদ্মনামে বিশ্ববিখ্যাত, দর্পণ ব্যবহারের নতুন কায়দা বার করেন। এ খেলাটির নাম ট্রোবেকা ইলিউশান। জলচৌকির ওপর একটা তক্তপোশ রেখে মশারি ঝুলিয়ে দেওয়া হত। মশারির সামনের দিকটা পর্দার মত এক পাশে সরিয়ে এক জন রমণীকে তক্তাপোশে হাত-পা বেঁধে শুইয়ে দেওয়া হত। দু জন দর্শক মশারির পিছনে দু পাশে পাহারায় বসে থাকতেন। সামনের পর্দা টেনে দিতেই একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দ শোনা যেত। তৎক্ষণাৎ পর্দা সরালেই দেখা যেত যে তক্তপোশের পাটাতন জলচৌকিতে পড়ে আছে আর সেই পাটাতনটি যে-ফ্রেমে লাগানো ছিল সেটা কোনাকুনি হয়ে হেলে রয়েছে। ফ্রেমের ফাঁক দিয়ে পিছনের পর্দা স্পষ্ট দেখা গেলেও বন্দিনীকে দেখা যাচ্ছে না। এ খেলায় যে তক্তাটি জল-চৌকিতে পতিত দেখা যায় সেটি গোড়ার দিকে তক্তপোশের পাটাতনের তলায় লাগিয়ে দর্পণটিকে ঢেকে রাখা হয়েছিল। এই পৃথক এক খণ্ড তক্তা ঐ ফ্রেমে স্প্রিং-ক্লিপ্ দিয়ে আটকে রাখা হয়। বন্দিনীর হাতের কাছে ঐ ক্লিপ্ খোলার বোতামটি থাকে। যথাসময়ে বোতাম টিপলেই তক্তাটি খসে পড়ে যায় ও দর্পণটির আবরণ ঘুঁচে যায়। বন্দিনীকে পাটাতনের পিছনের অংশে বেঁধে রাখা হয়। ফলে তক্তপোশের ফ্রেমটি বন্দিনীর ভারে পিছনের দিকে ঝুলে পড়ে। এই ফ্রেমটি, তক্তপোশের কাঠামো থেকে আলাদা করার জন্য যে ছিট্‌কিনী থাকে সেটিও বন্দিনী অন্য হাতে খুলে দেয়। ফ্রেমটি খাড়া হয়ে যাতে না দাঁড়িয়ে পড়ে, এবং পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ হয়ে পড়ে এবং পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ হয়ে যাতে থাকে, তার জন্য ফ্রেমটিকে আটকাবার ব্যবস্থাও করা হয়। কপিকলের সাহায্যে ফ্রেমটি ঘুরাবার ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ উপায়। ফ্রেমটি যখন এই অবস্থায় স্থির হয়ে থাকে তখন মশারির চাল প্রতিবিম্বিত হয়ে পশ্চাতের পর্দা বলে যে ভ্রম হয় তাতে বন্দিনীর দেখা না পেয়ে যাদুকরদের কৃতিত্বে সকলে চমৎকৃত হন।

চ্যাং-লিং-স্যুর দর্পণ সম্বলিত অন্য ছুটি খেলার একটি হচ্ছে 'আর্বার্' বা কুঞ্জবন ও 'বার্থ্ অফ্ নেশান্স্' বা জাতিপুঞ্জের উদ্ভব। প্রথম খেলাটি নীল কুঠির সুসংস্কৃত সংস্করণ। কুঞ্জবন খেলায় কুঞ্জবনের খালি বেঞ্চে হঠাৎ প্রেমিক যুগলের আবির্ভাব ঘটানো হয়। জাতিপুঞ্জের উদ্ভব খেলাটিও ছিন্ন-শিরের নবীন রূপ। এ খেলাতে স্কুল কলেজে ব্যবহৃত দাঁড়ানো ভূ-গোলকের ন্যায় অতিকায় গোলক তিন পাশে টাঙানো পর্দার ঘেরার মধ্যে অবস্থিত দেখা যায়। গোলকটির সামনে একটি দরজা খুলে ভিতরটা খালি দেখানো হয়। এর পর এক গোছা দেশ-বিদেশের জাতীয় পতাকা থেকে একটির পর আর একটি নির্বাচন করিয়ে পতাকাটি গোলকের শীর্ষের পতাকাদণ্ডে টাঙিয়ে দেওয়া মাত্র এক জোড়া সেই দেশের জাতীয় পোষাক পরিহিত নরনারী দরজা খুলে বাইরে এসে দেখা দেয়। এ ভাবে বেশ কয়েক জোড়া নানা দেশের লোক ঐ গোলক থেকে পতাকা অনুসারে বেরিয়ে মঞ্চে সার বেঁধে দাঁড়ালে দৃশ্যটা কেমন হয় মনশ্চক্ষে কল্পনা করাই ভাল, কারণ আজ এ খেলা দেখাবার যাদুকর কোথায়? গোলকটি মঞ্চের মাঝখানে তিন পাশ থেকে পর্দা দিয়ে ছিন্ন-শির খেলার রীতিতে ঘেরা থাকে। ঐ একই খেলার নিয়মে দর্পণ ছুটি গোলকের পিছনের কোণ থেকে এসে গোলকটির সঙ্গে যেখানে মিশে যায়, দর্পণের সে স্থানটি গোলক ও তার দাঁড়ের আন্দাজে কেটে রাখা হয়। ফলে গোলকটির পিছন থেকে দ্বিতীয় দরজা দিয়ে যে কেউ গোলকে ঢুকতে ও বার হতে পারে। পতাকা-দণ্ডের পতাকা দেখে সেই দেশবাসীর বেশ-বাসে যুগল মূর্তি সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যখন অভিবাদন করে তখন আশ্চর্য না হয়ে উপায় থাকে না। তার পর ঐ গোলকের যা আয়তন তার অভ্যন্তর থেকে যখন পাঁচ ছ জোড়া নর-নারী বেরিয়ে আসে তখন চমকটা চরমে ওঠে। গোলকের আয়তন দেখে তার উদরে এক জোড়ার বেশী নর-নারী থাকার স্থান প্রকৃত পক্ষেই অসম্ভব। কিন্তু পিছনের দিক থেকে গোলকের মধ্যে বার বার এক এক জোড়া লোক আসতে পারে কে এমন অসম্ভব সম্ভাবনা অনুমান করবে, বল?

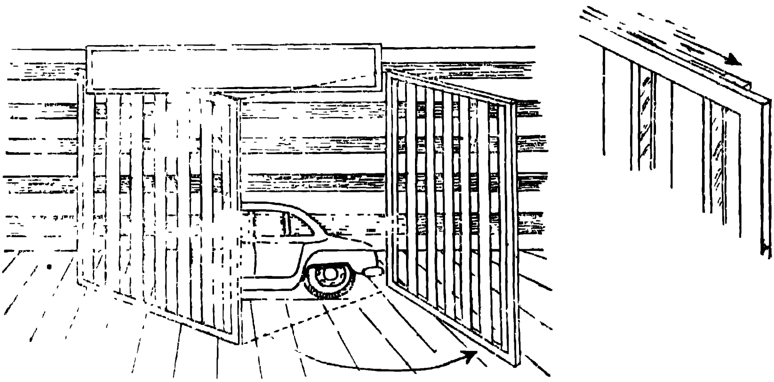
দর্পণের সাহায্যে অধুনা যে খেলাটি মঞ্চমায়ায় দেখানো হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে যাত্রীসহ হাওয়াগাড়ির অকস্মাৎ তিরোধান। এ খেলাটির প্রয়োগ পদ্ধতিতে টবিনের কাটামুণ্ডের কথোপকথন খেলাটির ব্যবস্থাই বিদ্যমান। এ খেলাতেও হাওয়াগাড়ি রাখার ঘেরাটির পিছনে ও ছু পাশে সমকোণে টাঙানো ডোরা-কাটা পর্দা ঝুলানো থাকে। পর্দার ঘেরার মধ্যে ছু পাশে ছুটি পাল্লার মত ফ্রেম থাকে। ঐ ছুটি ফ্রেম একত্র করলে দ্বিবাহু সমকোণ সৃষ্টি করে। এই ফ্রেমটির মধ্যে

হাওয়াগাড়িটি রাখা হয়। ফ্রেমটির আরও একটু বিশেষত্ব এই যে ওটির দুটি পাল্লাই কাঠের গরাদে তৈরী হওয়াতে পাল্লা একত্র করলেও গাড়িটি পরিষ্কার দেখা যায়। পাল্লা দুটি একত্র হলে চকিত বিজলী ঝলক হওয়ার পর গাড়িটি আর দেখা যায় না কিন্তু গরাদের ফাঁক দিয়ে পিছনের পর্দা স্পষ্ট চোখে পড়ে। এই পাল্লা দুটির ওপর একটা সাইন-বোর্ড রাখা দরকার। পরে এই প্রসঙ্গ বিবেচিত হবে। ছবিতে এই পরিচয়-ফলক, 'সাইন্ বোর্ডটি', পিছনে দেখা যাচ্ছে। বস্তুতঃ এটি অগ্রভাগে রাখা দরকার।

পর্দা দিয়ে ঘেরার বিষয় কাটা-মুণ্ডের খেলায় বিশেষ ভাবেই বলা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন হয় না। যে-গরাদ সম্বলিত পাল্লা দুটি দর্শকদের দিকে সম্মিলিত করা হয় এবং পর্দার সেই দিকটাই দর্শকদের দিকে উন্মুক্ত থাকে, সেই গরাদের প্রতিটি পাল্লা কাঠের চওড়া তক্তা দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। গরাদের তক্তাগুলি যদি ছ ইঞ্চি চওড়া করা হয় তা হলে কাছাকাছি দুটি গরাদের ফাঁক অন্ততঃ পাঁচ ইঞ্চি হওয়া দরকার। কারণ, গরাদের ঐ ফাঁকগুলি প্রয়োজনের সময় ঐ গরাদের পিঠে লাগানো আর একটা যে ফ্রেম আছে সেটা ঠেলে দিলে ফাঁকগুলি ঐ ফ্রেমের তক্তায় চাপা পড়ে ভরাট হয়ে যায়। ঐ পাল্লা দুটি মিলিত হওয়ার পর গরাদের পিছনের দ্বিতীয় ফ্রেমটি সরিয়ে গরাদের ফাঁক ঢেকে দিলে সামনের দিকে ঐ ফ্রেমের যে অংশ ফাঁকের মধ্যে এসে পড়ে সেখানে দর্পণটাই বেরিয়ে আসে। পাল্লার এই অন্তর্বর্তী ফ্রেমটি ছবির ডান পাশে এঁকে দেওয়া হয়েছে (চিত্র ২০১)। ছবিতে ডান দিকের পাল্লাটি দেখা যাচ্ছে। সেটির ফ্রেমের গরাদ পাল্লার গরাদের সঙ্গে মিশে আছে। সুতরাং গরাদের ফাঁক দিয়ে পিছনের পর্দার সমান্তরাল ডোরা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বাঁ দিকের পাল্লাটির ভিতরের ফ্রেমটি সরিয়ে পাল্লার গরাদের ফাঁকগুলি ঢেকে দেওয়াতে বাঁ পাশের পর্দার প্রতিবিম্ব সেখানে দেখা দিতে মনে হচ্ছে গরাদের ফাঁক দিয়ে পিছনের পর্দাটি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু হাওয়াগাড়িটির বাঁ দিকের অর্ধেকটা আর দেখা যাচ্ছে না। কারণ, গরাদের ফাঁকে দর্পণের ফ্রেমটি এসে পড়ায় গাড়িটি আর দেখা সম্ভব নয়। এবার হয়তো এই হাওয়াগাড়ি চোখের পলকে হাওয়া করার উপায়টি কাটা-মুণ্ডের নিয়মেই হয়েছে বুঝতে আর খটকা লাগবে না। ঐ সাইন-বোর্ডটি পাল্লা দুটির আরও সামনের দিকে রাখা দরকার এই জন্য যে ওটি ওখানে রাখার প্রয়োজন আধুনিক প্রেক্ষাগারের দ্বিতল ও ত্রিতল বারান্দায় উপবিষ্ট দর্শকবৃন্দের চোখে হাওয়াগাড়িটি অন্তর্হিত হওয়ার পরেও ঐ পাল্লা দুটির

মাথা টপকিয়ে গাড়ি যেন নজরে না পড়ে। আর একটি কথা ঐ ফ্রেমে কাচের দর্পণ লাগানো হয় না। পুরু পিতল বা তামার চাদরে 'সিল্‌ভার প্লেটিং' অর্থাৎ রৌপ্যোজ্জ্বল করা থাকে যাকে ইলেক্ট্রোপ্লেটিং বলা হয়। এই উজ্জ্বল চাদরই দর্পণের কাজ করে।

এ খেলা দেখাতে দুটি বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার। প্রথম দুর্ঘটনা এড়াতে দর্পণের আলোক প্রতিফলন বন্ধ করা আবশ্যক। এটি কোনও যাদুকর ফটো-গ্রাফারদের ফ্ল্যাশ্-পট্ অর্থাৎ চূর্ণ বারুদ জ্বালিয়ে হঠাৎ আলোর ঝলক করে খেলা



(চিত্র ২০১)

দেখাতে উদ্‌গত ধূম্রজাল গরাদের ফাঁকের দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে বিস্ময়ের বদলে দর্শকবৃন্দের কৌতুক বর্ধন করেছিল। যাদুকর হাওয়ার্ড থার্স্টন এই বিষয়ে 'ব্লিংকার' ব্যবহার করতেন। ব্লিংকার জিনিসটা অনেকটা মঞ্চে ব্যবহৃত বর্ণালী আলোক সম্পাতের মত যন্ত্র বিশেষ। ঐ যন্ত্রে বিভিন্ন রঙের আলোকপাত করার জন্য আলোক নির্গমন রন্ধ্রের সামনে একটি বহু-বর্ণ-বিশিষ্ট চাকা থাকে। যখন যে রঙের আলো ফেলা দরকার তখন ঐ চাকার সেই রঙটি আলোক নির্গমনের ওপর ফেললেই সেই রঙটিই মঞ্চে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ চাকার বদলে অন্য একটি চাকায় দু তিনটি ছিদ্র করে চক্রটি সবেগে আলোক নির্গমনের সামনে ঘুরিয়ে দিলে পর্যায়ক্রমে ক্ষণে আলো, ক্ষণে অন্ধকার করা হচ্ছে ব্লিংকারের কাজ। অধুনা ক্যামেরায় ব্যবহৃত 'ফটো ফ্ল্যাশ্' ব্যবহার করে ধোঁয়ার উৎপাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

অন্য যে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার সেটি হচ্ছে ঐ গরাদ সম্বলিত পাল্লা দুটির সম্মিলিত রেখা যেন লম্ব ভাবে থাকে এবং প্রতিটি পাল্লা সামনে বা

পিছনে হেলে না যায়। এ বিষয়ে ওলন-দোলক ঝুলিয়ে দেখে নেওয়া দরকার। একদা এক যাদুকর এই খেলা দেখাতে হাওয়া গাড়ি তিরোহিত করল বটে, কিন্তু সামনের ঝুল-বারান্দার সামনের সারে বসা দর্শকবৃন্দ সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করলেন তাঁরা নিজেদের প্রতিবিম্ব রঙ্গমঞ্চের ঐ পাল্লার গরাদের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পাচ্ছেন। এ বিড়ম্বনা অবশ্যই এড়ানো দরকার।

দর্পণের সাহায্যে যত রকম অত্যাশ্চার্য যাদুক্রীড়া দেখানো হয়েছে তার মধ্যে যেটা ইন্দ্রজালের মত মনে হয় সে খেলাটির বর্ণনা এবার প্রদত্ত হচ্ছে। প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় প্যাপিরাস্ কাগজে লিখিত কাহিনীর পাঠোদ্ধার করে এ খেলাটির বৃত্তান্ত পণ্ডিতগণ জগৎ-সমাজে প্রচার করেন। প্রসঙ্গক্রমে ভারতবর্ষে আদিম যুগে যেমন ভূর্জপত্রে পুঁথি-পত্র লেখা হত, মিশরে তেমনই প্যাপিরাস্-এ হস্তলিপি লিখিত হত। পরবর্তী কালে লেখার জন্য কাগজ প্রস্তুত হয়। তখন প্যাপিরাস্ নামটি হ্রস্ব করে কাগজকে পাশ্চাত্য দেশে 'পেপার' নামে অভিহিত করা হয়। মিশরের প্যাপিরাসে লেখা ঘটনাটির সময় হচ্ছে খৃষ্টপূর্ব ১৩৩৩ সাল। তখন সে দেশের নৃপতি, ফ্যারাও দ্বিতীয় রামাসেস্, রাজত্ব করতেন। তাঁর প্রধানা মহিষী, রাণী বাথতেন, পীড়িতা। রাজবৈদ্যের বিচারে মহিষীকে প্রেতাত্মা ভর করেছে। ভূতবৈদ্য ওঝাদের ডাক পড়ল। প্রধান ভূতবৈদ্য জানালেন যে মহারাণীর দেহে যে প্রেতাত্মা আশ্রয় নিয়েছে তাকে তিনি দূর করে দেবেন। সুতরাং তাঁর নির্দেশ অনুসারে মহারাণীকে 'মমিদের' মত আপাদমস্তক কাপড়ে জড়ানো হল ও নব নির্মিত মন্দিরের, সার্কোফ্যাগাস্-এর, অভ্যন্তরে কাঠের ডালা খোলা বাক্সে দাঁড় করিয়ে রাখা হল। ফ্যারাও ও তাঁর সভাসদগণ মন্দিরের দরজার সামনে বসে সবই দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে শবাধারে দণ্ডায়মানা বস্ত্রাবৃতা মহিষীর অবয়ব থেকে এক নারী মূর্তি বেরিয়ে আসছে (চিত্র ২০২)। ঐ মূর্তি কয়েক পা সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে অকস্মাৎ শূন্যে মিলিয়ে গেল। ওয়েষ্টকার্ প্যাপিরাসের এই ঘটনা তিন হাজার তিন শত বছরের পুরানো। ঐ প্যাপিরাসে যাদুকর ডেডির লোমহর্ষক জীবন্ত প্রাণীর শিরশ্ছেদ করে শির সংযোজন প্রায় চার হাজার বছরের প্রাচীন কাহিনী। ডেডির প্রসঙ্গ বারান্তরে অবতারণার ইচ্ছা আছে।

দর্শকদের দৃষ্টিকে কখনও আচ্ছন্ন না করে কেউ কি এ ঘটনা একালে ঘটাতে পারে? বহু কাল যাবত পাশ্চাত্য যাদুকরগণ এই কাহিনীকে অতিরঞ্জিত বলে অবজ্ঞা করেছে। জীবন্ত লোককে মিশরীয় মমির মত সুদীর্ঘ নাতি প্রশস্ত

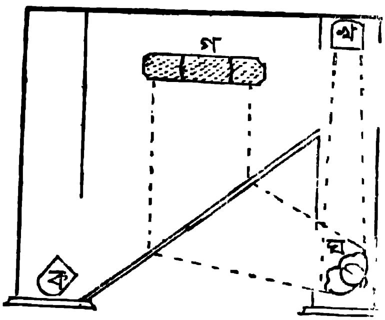
কাপড়ের ফেটা জড়িয়ে আপাদমস্তক আবৃত করে শবাধারে দণ্ডায়মান রেখে সেখান থেকে শরীরীই হোক আর অশরীরীই হোক অন্য কোনও লোক বা মূর্তি অথবা ছায়ার আবির্ভাব করা প্রাগৈতিহাসিক যুগের কিংবদন্তি ছাড়া কিই বা বলা যায় যতক্ষণ না আমরাও সেটা কাজে করিয়ে দেখাতে পারি ? ভারতীয় দড়ির খেলা যেমন এখনও রূপকথার মত অবিশ্বাস্য, মহারানী বাথতেনের কাপড় মোড়া দেহ থেকে প্রেতাত্মার সর্ব সমক্ষে পলায়নটিও বিজ্ঞ যাদুকরদের গ্রহণযোগ্য বিষয় মনে হয় নি। অবশেষে যেটা ছিল হেঁয়ালি সেটার সমাধান করলেন মঁসিয়ে ষ্টুআর্ট লুসিএঁ।

ষ্টুআর্ট লুসিএঁ মিশরীয় ধাঁচের মন্দির, সার্কোফ্যাগাস্, তৈরী করলেন সামনে দু তিন ধাপ সিঁড়ি মন্দিরের ফটকের সামনে নামিয়ে রেখে (চিত্র ২০২) কিন্তু সোপানশ্রেণীর দু পাশ মন্দিরের সমান উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হল না। এই প্রাচীর সম্পর্কে পেপ্পারের নীল কুঠির রহস্য উল্লেখযোগ্য ও তুলনীয়। মন্দিরেব অভ্যন্তর নিকষ কাল বর্ণের হলেও যথেষ্ট আলোকিত থাকায় পিছনের দেয়াল বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। জনৈকা রমণীকে মন্দিরের সামনে ঘুর্ণ্যমান টুলে দাঁড করিয়ে পাগড়ির কাপড়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সর্ব সমক্ষে জড়িয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। কাপড়ে জড়ানো মেয়েটিকে অতঃপর সহকারীদের সাহায্যে মন্দিরের মধ্যে বয়ে নেওয়া হয়। ঐ কক্ষের পিছন দিকের দেয়ালের কাছে একটা কফিনের মত দেখতে কাঠেব বাক্স দাঁড় করানো থাকে। বাক্সটির সামনে কোনও ডালা থাকে না। এই শবাধারে বস্ত্রবিজড়িতা মেয়েটিকে দাঁড় করিয়ে রেখে সহকারীরা বেরিয়ে আসে। অল্প ক্ষণের মধ্যেই শবাধারের জড়ানো কাপড়ের ওপর ছায়ামূর্তির আবছায়া অস্পষ্ট থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলে চেনা যায় যে এ সেই রমণী যাকে কাপড়ে জড়ানো হয়েছিল। ক্রমে ঐ ছায়ারূপ কয়েক পা সামনের দিকে এগিয়ে আসে। হঠাৎ একটা করুণ আর্তনাদ। অমনি সেই ছায়ামূর্তি অন্তর্হিত হয়ে যায়। সহকারীরা তদ্দণ্ডে মন্দিরে ঢুকে বস্ত্র-বিজডিতা আকৃতিটা বাইরে এনে টুলে দাঁড় করিয়ে দেয়। যাদুকর বস্ত্র উন্মোচন করতেই দেখা যায় কেউ নেই, সব খালি, জড়ানো কাপড়ের ভিতর থেকে রমণী নিরুদ্দেশ। তা হলে শবাধারের সামনে যাকে দেখা গিয়েছিল সে ছায়া, না কায়া ?



(চিত্র ২০২

পাশের নক্সাতে (চিত্র ২০৩) চোখ দিলেই মন্দিরের মেঝে দেখা যাবে। নক্সার গ চিহ্নিত বস্তুটি হচ্ছে শবাধারে রাখা কাপড়ে জড়ানো রমণী। ঘ চিহ্নে দ্বিতীয়া রমণী মন্দিরের ডান দিকের প্রকোষ্ঠের সামনের দিকে উপস্থিত। এই দ্বিতীয়া রমণীকে আলোকিত করার জন্য ঠুলি চাপানো বাতি 'খ' ঐ প্রকোষ্ঠের পিছন দিকের দেয়ালে ছাদের কাছে লাগানো থাকে; এই প্রকোষ্ঠের রমণীর সামনের দিকটা উন্মুক্ত আর অন্য প্রান্তের দু পাশের দেয়াল খোলা থাকে যাতে ঐ পথে মন্দিরে যাতায়াত করা যায়। শবাধার ও মন্দিরের অভ্যন্তর আলোকিত করার উদ্দেশ্যে বাঁ দিকের প্রকোষ্ঠের ছাদে আর একটি ঠুলি চাপানো বাতি 'ক' থাকে। সিকি ইঞ্চি পুরু স্বচ্ছ কাচের চাদর সাধারণ দরজার পাল্লার মত মন্দিরের সামনের বাঁ দিকের স্তম্ভে কব্জায় ঝোলানো থাকে। ফলে, প্লেট্ গ্লাসটি প্রয়োজনের সময় বাঁ দিকের দেয়াল থেকে ডান দিকের দেয়ালে ঠেকিয়ে দেওয়া যায়। ছবিতে দুটি সরল রেখায় কাচটি দেখানো হয়েছে। ঐ কাচে ফুটকি দিয়ে দ্বিতীয়া রমণীর প্রতিফলন কোথায় হবে বুঝানো হয়েছে। ক ও খ আলো দুটি একটি 'ডিমারের' সঙ্গে এমন ভাবে সংযুক্ত থাকে যাতে যখন একটি ক্রমশ ক্ষীণপ্রভ হতে থাকে তখন অন্যটি উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। ডিমার এক প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র। এ কালের প্রেক্ষাগারের আলো ধীরে ধীরে নির্বাপিত করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। এটিতেও বৈদ্যুতিক পাখার গতি নিয়ন্ত্রণের অনুরূপ বিজলী প্রবাহ যথেচ্ছ বাড়ানো কমানো যায়। বাঁ দিকের বাতি 'ক'-এর আলো কাচের পিছনে মন্দিরের পশ্চাৎভাগ আলোকিত করে।



(চিত্র ২০৩)

এ খেলার আসবাব ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আরও কিছু বলার আছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে দু পাশে দুটি ছোট কামরা থাকে। বাঁ দিকের কামরার বাতি 'ক' এমন ভাবে ঠুলি পরানো থাকে যাতে মন্দিরের ভিতরটা কাচের পিছন দিয়ে আলোকিত করে। কাচটি অবশ্য গোড়ার দিকে বাঁ দিকের দেয়ালে লাগানো

থাকে। ডান দিকের কামরাটিতে বাঁ দিকের সামনাসামনি দেয়ালে ফাঁক থাকে। ঐ খোলা জায়গাতে দ্বিতীয়া রমণী এসে দাঁড়ায়। কাচটি এ দিকের দেয়ালে এসে লাগতে থাকলে 'খ' চিহ্নিত বাতির ঔজ্জ্বল্যে তার প্রতিবিম্ব শবাধারে ফুটে ওঠে। ফুটকি চিহ্ন দিয়ে এই প্রতিবিম্বন ছবিতে (চিত্র ২০২) দেখানো হয়েছে। এই ডান দিকের কামরার পিছনের দিকের সামনা-সামনি দেয়ালে মানুষ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। এই পথ দিয়েই সহকারীরা এসে কাপড় জড়ানো মেয়েটিকে সরিয়ে তার জায়গায় অনুরূপ বস্ত্রাচ্ছাদিত বস্তু রেখে যায়। এ সময় কাচটি এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়ালে ঠেকানো থাকে। ফলে কাচের পিছনে কেউ এলে বা গেলে দেখা যায় না। তবু সাবধান হতে, যারাই ঐ সময় ওখানে আসা যাওয়া করবে, তাদের বসন ভূষণ কাল রঙের করা ভাল। ডিমারের দৌলতে কাচের পিছনটা অন্ধকার হয়ে তার সামনেটা আলোকে ঝলমল করে বলে দর্শকের মনে হয় মন্দিরের সমস্ত জায়গাই সমান আলোকিত হয়ে আছে। মন্দিরের মাপ-জোখ, যে কেউ নীল-কুঠির রহস্যের সঙ্গে এ খেলায় প্রয়োজনীয় পাশের কামরা জুটি-যোগ করে নিজেই যা করার করতে পারবে আশা রাখি।

এবার ষ্টুআর্ট লুসিএর প্রদর্শন রীতি বলা যাক। মঞ্চের সামনের পট উঠে গেল। সবাই মন্দিরটা দেখছে। মন্দিরের ডান দিকের কোণ দিয়ে যাদুকর ও মহারাণী বাথতেন্ ঢুকে সামনের সোপান শ্রেণী দিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হলেন। সামনেই ঘূর্ণ্যমান টুল, যাদুকরের ইঙ্গিতে মহারাণী টুলে উঠে দাঁড়ালেন। সহকারীরা বারকোশ করে কাপড় এনে হাজির। রাজস্থানী পাগড়ির শুভ্র কাপড় এই খেলায় অনায়াসেই ব্যবহার করা যায়। যাদুকর কাপড় দিয়ে মহারাণীকে টুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আপাদ মস্তক ঢেকে দেয়। এবার সহকারিগণ ঐ কাপড় জড়ানো দেহটি মন্দিরে নিয়ে শবাধারে দাঁড় করিয়ে রেখে বেরিয়ে আসে। কোনও ঢাকাঢুকি নেই, আলোর কমানো বাড়ানো নয়, দেখতে দেখতে শবাধারের মমির মত বস্ত্রাবৃত আকৃতিতে বাথ্তেনের মূর্তি আবছা থেকে সম্পূর্ণ ফুটে উঠে। এই ছায়া মূর্তি এক পা এগিয়ে এসেই আর্তনাদ করা মাত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যায় (চিত্র ২০২)। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে অপেক্ষমান সহকারিগণ মন্দিরে ঢুকে বস্ত্রাবৃত আকৃতিটি মঞ্চের টুলে এনে দাঁড় করিয়ে ধরে। যাদুকর কাপড় খুলতে দেখা গেল তার মধ্যে কেউ নেই, মহারাণী বাথতেন সেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছেন। কি আশ্চর্য ঘটনা, চোখের সামনে ঘটল দেখেও মনে হয় না স্বচক্ষে দেখেছি।

সামান্য একটু টিকা দিলে অনেকের পক্ষে খেলাটি দেখাবার রীতি সহজ মনে হবে। বস্ত্রাচ্ছাদিতা রমণীকে মন্দিরের শবাধারে রেখে দু তিন জন সহকারী যখন প্রবেশ পথ জুড়ে বেরিয়ে আসছে তখন বাঁ দিকের দেয়ালের সমান্তরাল ভাবে রাখা কাচটি ডান দিকের দেয়ালে ঠেকিয়ে দেওয়া হয়। এবার আলো দুটির ক্রিয়া শুরু করানো হয়। এ সময় দ্বিতীয়া রমণী বাথ্‌তেনের চেহারায় ও বেশবাসে মন্দিরের ডান দিকের কামরার 'ঘ' চিহ্নিত স্থানে উপস্থিত থাকে। ফলে কাচের চাদরে তার প্রতিবিম্ব ক্রমশই স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে যা দেখে মনে হয় শবাধারের বস্ত্রাচ্ছাদিত আকৃতি ফুঁড়ে মহারাণী বুঝি বেরিয়ে আসছেন। ঠিক এ সময় ডিমার উল্টো দিকে চালালেই প্রতিবিম্ব তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়ে যায় অথচ মন্দিরের মধ্যে আলোর কোন তারতম্য হয় না। প্রতিবিম্ব স্পষ্ট ফুটে যখন ওঠে তখন কয়েকজন সহকারী ডান দিকের পথ দিয়ে মন্দিরে ঢুকে কাপড়-জড়ানো রমণীকে সরিয়ে সেখানে তারের কাঠামোয় জড়ানো অনুরূপ আকৃতি রেখে চলে যায়। সেই ধূসর-বসন সহকারীদের আনাগোনা কাচের সম্মুখ ভাগ কেবল মাত্র আলোকিত হওয়ার দরুণ নয়, কাচের পশ্চাৎভাগ আলোকবিহীন হওয়াতে দর্শকদের দৃষ্টিগোচর হয় না। অতঃপর শেষ দৃশ্যে, শবাধারে রাখা আকৃতিটি আনার সময় সহকারীরা প্রবেশ পথ জুড়ে দাঁড়ালেই কাচটি বা দিকের দেয়ালে সরিয়ে ফেলা হয়। সুতরাং বাকী থাকে সেটি এনে, টুলে রেখে, বস্ত্র উন্মোচন ও মহারাণীর তিরোধান প্রকট করা।

দর্পণের গুণাগুণ বিচার করে দ্রব্যটি যাদুক্রীড়ায় নানা ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে ও হচ্ছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডের এ যুগের প্রখ্যাত যাদুকর রবার্ট হার্বিন বেশ কয়েকটি দর্পণের খেলা মঞ্চস্থ করেছেন। তাঁর খেলায় দর্পণ ব্যবহারের নতুন একটা উপায় পাওয়া গেছে। কিন্তু এই গ্রন্থে সে বিষয়ের আলোচনা সম্ভব নয়। দর্পণের একটা প্রকাণ্ড অসুবিধা হচ্ছে জিনিসটি কাচের হওয়াতে অত্যন্ত ভারী ও ভঙ্গুর। বিকল্প ব্যবস্থায় তামা বা পিতলের চাদরে ক্রোমিয়ামের কলাই ধরিয়ে রূপার মত ঝক্‌ঝকে করে ব্যবহার করলেও কাচের দর্পণের ঔজ্জ্বল্য ও ক্রিয়ার ধারে-কাছে ঘেঁসে না। কাচের বদলে প্ল্যাস্টিকের প্রচলন হয়েছে। আমরা সেই সুদিনের আশায় অপেক্ষা করেই দিন গুণব কবে প্ল্যাস্টিকের মত নমনীয় ও অ-ভঙ্গুর হাল্কা চাদরে দর্পণ তৈরী হবে। সে দিন এলে, দর্পণের যাদুখেলা বিপুল উৎসাহে পুনঃ প্রচলিত হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

যাদুর ক্রমবিকাশ

শ্রীমতী অর্চনা বসু, এম-এ রচিত

মানবগোষ্ঠীর চৈতন্য উন্মেষের প্রথম ও প্রধান প্রসূন যাদু। জ্ঞান-বিজ্ঞানের গর্ভধারিণী যে এই যাদু, সে কথা মানব-সমাজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে, কী আশ্চর্য! ঐতিহাসিক রীতিতে গবেষণা করলে এই সত্য এখনও উদ্ঘাটন করা যায়।

একদা নিরুপদ্রব আবাসের আশ্রয়ে ও আহার্য সংগ্রহের সুবিধায় শাখামৃগের মত মানব বৃক্ষশীর্ষে শাখা প্রশাখায় বসবাস করত। দৈবক্রমে বৃক্ষমূলের মধ্যে আহার্যের সন্ধান পেয়ে তাকে গাছ থেকে মাটিতে নামতে হয়। বৃক্ষশাখার তুলনায় ভূপৃষ্ঠে তার বলবত্তর শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশী। এই শত্রুপুরীর মধ্যে বাঁচতে হলে, আহার সংগ্রহ করতে হলে, তাদের তাড়িয়েই তা করতে হয়। শত্রু বিতাড়নের চেষ্টায় যেদিন সে-যুগের মানুষ লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে বসল, সে-দিনই তার জড় দেহের মগজে চৈতন্যময় মনের উন্মেষ হয়ে পড়ল। এই ষষ্ঠেন্দ্রিয় বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় তাকে নানা ফন্দি ফিকির উদ্ভাবনে যত্নবান করে তুলল। এই মননশীলতাই মানুষকে আজ জীব জগতের পরম পরাক্রান্ত শ্রেষ্ঠ প্রাণী করে তুলেছে তা কি আর অস্বীকার করা যায়?

লোষ্ট্রক্ষেপণ দিয়ে শুরু হয়ে, লগুড় প্রহরণের পর, শরসন্ধান মানবের মননশীলতার প্রগতির উল্লেখযোগ্য ইতিহাস। আদি মানবের ধ্বনি, যা শুধু ভাবপ্রবণ আওয়াজই ছিল, পরিণামে প্রকাশক্ষম কথ্য ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে তার সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজনে ও মননশীলতার উন্নতিতে। এই চিন্তা-শক্তি আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জীবজগৎ ও প্রকৃতি থেকে পৃথক তো হয়েছেই, যত দিন যাচ্ছে ক্রমশই একে অন্যটি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। স্বকপোলকল্পিত প্রকাশক্ষম বাঙ্ময়তার দৌলতে, অস্ত্রোদ্ভাবনের চাতুর্যে ও হস্তপদ ব্যবহারের আত্মনির্ভরতায় মানব তার স্বাবলম্বনে অগ্রণী হয়ে উঠল। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে বেপরোয়া অগ্রাহ্য করার বিপুল ঔদ্ধত্যে সে মৃত্তিকা খননে, বীজ বপনে, সার প্রয়োগে, জল সেচনে নিজের প্রয়োজনীয় খাদ্য ফসলরূপে উৎপন্ন ও সঞ্চয় করতে যখন সমর্থ হ'ল, তখন সে আর প্রকৃতির মুখাপেক্ষী না হয়ে আত্মপ্রযত্নে অধিকতর আস্থাবান হয়ে উঠল।

এত দিনে সে বন্য পশুকে বুদ্ধি দিয়ে পোষ মানিয়েছে, দুর্দিনের জন্য সঞ্চয়ের ফন্দি এঁটেছে। প্রকৃতি জয়ের আগ্রহে প্রাকৃতিক নিয়মানুগ আবর্তন পর্যবেক্ষণ করে ভবিষ্যতের ঘটনার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। এরই ফলে প্রাকৃতিক ঘটনার কার্য-কারণ বিচার বিশ্লেষণ করে দিন রাত্রি ঋতু ও বৎসরের অপরিবর্তনশীল পারম্পর্য লক্ষ্য করে সেগুলি নিজের প্রয়োজনে লাগাবার উপায় ঠাওরেছে। প্রাকৃতিক রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় যখনই সে বিফল হয়েছে তখনই চিন্তাপ্রসূত ভায়ে একটা সমাধান করে ফেলেছে। এই আনুমানিক সিদ্ধান্তকে আমরা আজকাল পরোক্ষ প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য করি। কার্য ও কারণের সম্বন্ধ নির্ণয় যখনই দুরূহ হয়ে ওঠে তখনই একটা প্রাক্-সংঘটনের ফলাফলের তুলনামূলক বিচারে সে সমস্যার ভাষ্য এখনও করা হয়ে থাকে। এই চিন্তন মননের প্রসার ও প্রাখর্যের মধ্যেই মনোজগৎ বিকাশের লক্ষণ দেখা যায় যাকে অধুনা মননশীলতা বলা হয়। এই মননশীলতাই মানবকে জীবজগতের সাধারণ ক্ষেত্র থেকে চিন্তাবিস্তারের অলৌকিক লোকে উন্নীত করে মানুষ করে ছেড়েছে। এখন মানুষ বলতেই বুঝায় মনে যার হুঁশ আছে।

মানুষ তার মনোজগতে উঠে প্রথম পুরস্কার পেল যাদু। যাদু অপ্রাকৃত বিষয় প্রকৃত ঘটনার সৌসাদৃশ্যে পরিণত করে। অভিপ্সিত বাস্তবকে আয়ত্ত করার উদ্যমে কাল্পনিক মায়ালোকে উত্তীর্ণ হওয়াই যাদুর উদ্দেশ্য। আদিম মানবের যাদুর মাধ্যমে সমষ্টিগত অভিলাষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর জন্য অতীন্দ্রিয় মননশীলতার বিস্তার মাত্র। যাদুর সাহায্যে নিজের অভিরুচির অনুকূল অসাধ্য সাধনের সাধটাই প্রবল। তাই সভ্যতার প্রথম পর্বে সুরেল সুমিল সামগান আর সেই সঙ্গে সুরভিত যজ্ঞাগ্নিতে অনুকৃতির বরাবরে আহুতি প্রদান মানবের অপূরণীয় বাসনা সিদ্ধির লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এই সুরেল মন্ত্রোচ্চারণই কালক্রমে সঙ্গীতে পরিণত হয়; মন্ত্রোচ্চারণের আনুষঙ্গিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্ষেপের রূপান্তর ঘটল নাটকীয় ব্যঞ্জনায়; লীলায়িত দেহের তরঙ্গিত লাস্য বিকশিত হল নৃত্যে আর যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রতীকগুলো চিত্রে ও লেখার হরফে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। আদিম মানব এই যাগযজ্ঞে লোকাতীত শক্তিকেই আবাহন করত। সেই শক্তিকে যে-যাদুকর আহ্বান করতেন তখনকার দিনে তাঁকেই বলা হত ঋষি, কবি ও পুরোহিত। এঁরাই সেদিনের মহাজ্ঞানী মহামানব, যাদুকর। যাদু থেকেই মন্ত্রের সূত্রপাত। মন্ত্রের জন্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ড ঘটল। মানবের প্রকৃতিশাসন প্রবৃত্তির বস্তুগত দিক বিকশিত হয়ে উঠল আজকের বিজ্ঞানে, আর ভাবগত দিক প্রকাশিত হল

ললিতকলায়। বস্তুগত ও ভাবগত বিষয় স্বস্ব খাতে যতই অগ্রসর হচ্ছে ততই দুই ভাব ধারা মহাসত্যের অন্বেষণে দুরান্তর লক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে আপেক্ষিক দূরত্ব বাড়িয়ে চলেছে। তাই এ যুগের বস্তুতান্ত্রিক মনোভাবে যাদুর প্রতিষ্ঠা ম্রীয়মান দেখালেও চরম সত্যের সন্ধানে, কী ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, কী অতীন্দ্রিয় ভরসা-পরায়ণ অনুশীলন, উভয়ই মানব সভ্যতার ধারক বাহক ও পরিপোষক।

আদিম মানবের যাদু অনুষ্ঠান, তৎকালীন যাগ-যজ্ঞ-হোম আদি ক্রিয়াগুলি, বৃষ্টি দেবতার আবাহনে, রৌদ্র দেবতার স্তবে অথবা গোষ্ঠী-স্বার্থে কোন না কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এড়াবার প্রার্থনায় অতীন্দ্রিয় শক্তির সহায়তা যাচ্ঞা করা হত। মানব সমাজের বিবর্তনের ধাপে ধাপে মানুষের ঘনিষ্ঠতা ক্রমে ক্রমে জটিলতর ও বিচ্ছিন্ন হওয়ায় যাদু অনুষ্ঠানের নেতা, দলপতির সিংহাসনচ্যুত হয়ে, একদা পুরোহিতের পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলেন। বেদের ঋষি, কবি এবং ঋত্বিক্ অভিন্ন অপৃথক একই কর্মীর বিভিন্ন আখ্যা। যোগের সমাধি, কাব্যের তথা যাদুর অভিভব ও তথাকথিত পরমাত্মার ভর-করা একই অবস্থার প্রকার ভেদ মাত্র। মানুষের মন যখন বাস্তবের সীমা অতিক্রম ক'রে কল্পনার আকাশে বিস্তৃত হয় তখন যে অনির্বচনীয় আনন্দে হৃদয় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে তাকেই অভিভব বলা যায়। বাস্তবের উর্ধ্বে তুরীয় মার্গে সচ্চিদানন্দে চিত্ত নিমগ্ন হওয়াকে বলা হয় সমাধি। আর মানসিক উত্তেজনায় বা আবেশে ব্যক্ত-চৈতন্য যখনই সুপ্ত-চৈতন্যের প্রভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে তখন তাকেই বলি ভর-করা।

আদিম মানবের বিচারে সত্য ও কল্পনা, জ্ঞান ও সংস্কারের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ থাকত না। তার জৈবিক ও মানসিক সত্তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতির প্রতিকূলতার নিরসন করে টিকে থাকা। মানবের সামগ্রিক অভিলাষ ও প্রচেষ্টা আত্মরক্ষার প্রয়াসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আত্মরক্ষার জন্য নানাবিধ তুকতাক, তাবিজ-কবজ, গণ্ডি মানুষের গরজে হাজার বছরের প্রচলিত প্রথা। দীর্ঘ দিনের এই সংস্কার থেকে জ্ঞান, প্রত্যয় থেকে সত্য, বাছাই করার যত্ন করা হচ্ছে। সত্যানুসন্ধানের ফলে যাদুর মেকী আশা আশ্বাস ও নির্ভয়তার মানসিক নির্ভরতা যুক্তির প্রাবল্যে ক্রমেই বিদুরিত হয়ে যাচ্ছে। ধর্মানুষ্ঠানের একাঙ্গীভূত যাদু মানুষের যুগযুগান্তরের বিশ্বাসকে এখনও প্রভাবিত করে রেখেছে। যাদু অনুষ্ঠান মানবের আদিম জীবন যাত্রায় কী যে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ছিল তার জের প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত যাদু-পুরোহিতবর্গের দাপট ও ভূত-বৈদ্যদের আধিপত্য থেকে এখনও অনুমান করা যায়। এ বিষয়ে আরও ভাল উদাহরণ হচ্ছে এ-যুগের

মানুষের এখনও বশীকরণ অঙ্গুরি, সর্বরোগহর মাদুলি, সম্মোহন দর্পণ, স্বপ্নপ্রাপ্ত ভেষজ, জলপড়া, ঝাড়ফুঁক, অশ্বক্ষুর, ফোঁটা-তিলক, তাগা-ছাপ প্রভৃতির ব্যবহারে ও আস্থায়। ধর্মের অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাদুর মর্যাদা যথেষ্ট খর্ব হলেও আজকের মানব চিত্তে ডাইনীর নজর ও ওঝার চিকিৎসা মরেও মরছে না। কিন্তু ডাইনী-ওঝার তুকতাক্ই যে আমাদের আদিমতম কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, চিত্র ও লিপি তা এখন অস্বীকার করা যায় না। এই তুকতাক্ই আমাদের মননশীলতার প্রথম পুরস্কার, ইচ্ছাশক্তি বিকাশের প্রথম নিদর্শন এবং চৈতন্যময়তার শ্রেষ্ঠ প্রসূন।

ভারতবর্ষের সর্বজনগ্রাহ্য ধর্মশাস্ত্র তথা কাব্য হচ্ছে বেদ। বেদের চতুর্থ খণ্ড অথর্ববেদ তুকতাক্ ও তন্ত্রমন্ত্রের অর্থাৎ যাদুবিদ্যার পুরাণ বিশেষ। পণ্ডিতেরা অথর্ববেদের ধর্মানুষ্ঠান ঋক যুগের পূর্বোবর্তী ঠাওরেছেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত কেবল যুক্তি সম্মতই নয়, বিজ্ঞান সম্মতও বটে। যাদু থেকে কাব্য আলাদা হয়ে যেতে বহু শতাব্দীর বিবর্তন লেগেছে। সম্পূর্ণ পৃথক হয়েছে মাত্র কয়েক যুগ আগে। বর্তমান কাল সুদূর অতীত থেকে যে বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন তার মধ্যে লোকপালন করেন কূটনৈতিক রাষ্ট্রপতি। সেকালের গোষ্ঠীপতি ছিলেন যাদু-পুরোহিত। আজকের দিনে ঐহিক বিষয়েই জনগণের উৎসাহ। সুতরাং এ যুগের মানব মন আত্মকেন্দ্রিক ও স্বমতে প্রতিষ্ঠিত। অগত্যা যাদু মানব-মানসের সিংহাসন হারিয়ে সর্ব সাধারণের প্রমোদ বিধানে ভিক্ষাজীবী বৈরাগীতে পরিণত হয়েছে। মানব সমাজ থেকে নির্বাসিত হয়েও যাদু, বেদান্তের সারমর্ম ঋকের ধ্বনি, সামের সঙ্গীত, যজুর সৌন্দর্য ও অথর্বের সুরভির সংমিশ্রণে যে সার্থক ললিতকলা সৃজনের সূত্র দিয়েছেন মহামুনি ভরত তাঁর নাট্য শাস্ত্রে, সেই সূত্রগুলিকে নিষ্ঠা সহকারে পালন করে চলেছে। বলবিদ্যা যতই বলিষ্ঠ হয়ে উঠুক না কেন, মানুষের মনুষ্যত্ব অন্তরের ঐশ্বর্যেই মূল্যবান হয়। বাহ্যিক আড়ম্বর ক্ষণিকের মোহ মাত্র। ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানের মহিমা সনাতন। সমগ্র মানব জাতীর ঐতিহ্য প্রসারে স্থূল ও সূক্ষ্ম বোধের ক্রমোন্নতির প্রয়োজন আছে।

জীব জগতে একমাত্র মানবই দ্বিজ। প্রথম জীবনে জগৎই তার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য। পরিণত বয়সে পরোক্ষ জগৎ উন্মোচিত হয়ে তাকে মানুষ করে' তোলে। মানবের এই দ্বয়ী সত্তার অন্তর্দ্বন্দ্ব তাকে যতখানি বাস্তবানুগ করে রেখেছে, ততোধিক অপরা-জ্ঞানান্বেষী করে তুলেছে। খাওয়া পরা বাঁচার অতিরিক্ত বাসনা, কামনা, দুরাকাঙ্ক্ষা তাকে জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তা দিয়ে চৈতন্যের

উৎস সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করেছে। অতএব মানুষ দু'ভাবে শ্রম করে, শারীরিক ও মানসিক। শ্রমের ফলে দুটিই শ্রান্ত হয়। দেহের ক্লান্তি আমরা নিদ্রার দ্বারা লাঘব করতে পারি। কিন্তু মনের ক্লান্তি ঘুমেও কাটে না; কারণ মন, হৃদযন্ত্রের মত, বিরামের অবসর পায় একমাত্র চিরনিদ্রায়। তবে মনের অবিরাম চিন্তাধারা অন্যমনস্ক করে ছেদ ঘটানো যায়। যে-খেলা খেলা নয়, এমন কৌতুকে প্রমত্ত করতে পারলে, মানুষের সাময়িকভাবে বিষয়ান্তরে মন যায়। গীত, বাদ্য, চিত্র, নৃত্য, অভিনয়, কাব্য, সাহিত্য, যাদু আদি প্রমোদের উপাচার চিন্তাপ্রবণ মানুষকে ক্ষণকাল চটুল করে তোলো। ঐ হাল্কা বিষয়ে মনোযোগ তার গুরুভার চিন্তার স্থান অধিকার করে মানসিক ক্লান্তি হরণে সহায় হয় মাত্র। মনের অত্যাবশ্যক বিশ্রামের জন্য ললিতকলার এই সেবা অপরিহার্য।

ললিতকলার উপযোগিতা বিচারে যাদুর মায়াজাল রচনা যতই অলীক, যতই কৃত্রিম হোক না কেন, চৈতন্য সম্প্রসারণের সৌন্দর্য অভিষেকে অবশ্যই চিত্তাকর্ষক ও মর্মগ্রাহী। তা ছাড়া যাদুর বুদ্ধি বিভ্রান্তিকর রহস্য রচনার উদ্দীপনায় মানুষ অসাধ্য সাধনের অমিত উৎসাহ পায় বলেই সাধ্যাতীত কাজেও ব্রতী হয়। আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান মানুষ অতিমানবের তপস্যায়, পুরাণ যুগের দানবদের মত স্বর্গজয়ের স্বপ্নে, আজ পরমাণুর বজ্রে ইন্দ্রত্ব খর্ব করেছে, গ্রহগ্রহান্তরে পাড়ি দিচ্ছে। মানুষের এই দুর্বার গতি, অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা কি, যাদুর অঘটন সংঘটনের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে নি? আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার চিত্ত কূলপ্লাবী রসঘন আনন্দে উদ্বেলিত ক'রে যাদুর রহস্যোদ্দীপক রসায়ন চিন্তাশীল মানুষের সদা মননশীল মনে ক্ষণিকের যে বিশ্রাম দেয় সেটাই মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়।

পরিশুদ্ধি

পৃষ্ঠা/পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪।৪,৭৯।৭,৮০।৭	ভাণ	ভান
৪।৬,৫।১৯	শূণ্যগর্ভ	শূন্যগর্ভ
৪।১২,৪।১৫,৫।২১,৫।২৬,২৬।১১	শূণ্য	শূন্য
৫।২১	মহাশূণ্য	মহাশূন্য
২২।৩,২২।৫	এক্কানব্বুই	একানব্বই
২২।৫	দীপবতিকা	দীপবর্তিকা
২৬।১০	ইস্কাবনে	ইস্কাবনের
২৭।১২,২৮।২৮	উপরের	ওপরের
২৯।১৩	ভাসের	হাতের
২৯।২৮	নিয়	নিয়ে
৬৬।১২,৮৯।৫	ছড়ান	ছড়ানো
৬৭।২০,৯২।৫,৯৩।৩০,৯৪।১	ওঠান	ওঠানো
৭০।২	গজান	গজানো
৭৩।১২,৭৬।৩	সরান	সরানো
৭৫।২০	ঝুলান	ঝুলানো
৭৭।৮,৭৭।১২	দাঁড়ান	দাঁড়ানো
৮৬।১৩	বোঁকয়ে	বাঁকিয়ে
৮৯।২৯,৯০।২,৯২।২১	বাড়ান	বাড়ানো
৯৩।১৭	মেশান	মেশানো
৯৪।২৬	ভাঁজান	ভাঁজানো
৯৫।৩০,৯৬।১০,৯৯।২৫	দেখান	দেখানো
৯৬।১৪	নাড়ান	নাড়ানো
১৩৭।৭	দড়ানো	দাঁড়ানো
১৪০।৩	পুর্বোক্ত	পূর্বোক্ত
১৪০।২০	কোপে	খোপে
১৪৮।৩	হলে	তা হলে
১৪৮।১৭	ছ খানি	তিন খানি
১৫৫।১৬	উর্ধ মুখি	ঊর্ধ্বমুখী
১৫৮।২২	তথকরণ	তথাকরণ

পৃষ্ঠা/পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬০।১১	বালতর	বালতির
১৭৯।১৩	যদুকাঠি	যাদু কাঠি
১৯১।২	চিহ্ন্ত	চিহ্নিত
১৯১।৪	দর্শ	দর্শন
২০২।২৬	পাশায়	পাশাও
২০৬।৩০	পেপ্সিলের	পেন্সিলের
২১৫।১৮	বস্ত্রে	বস্ত্রে
২২০।২৫	গ্লাসে	গ্লাসে
২২৪।২০	বন্ধ	বন্ধ
২৩৫।২৮	শেষ শব্দ 'এক' ছাড় পড়িয়াছে	
২৩৬।১০	অমুল্য	অমূল্য
২৩৮।১২	করায়	করার
২৪৬।১৭	আগেয	আগের
২৭৯।২৫	খাল	খাল
•২৮৩।১২	কয়েকটি	কয়েকটি
২৯২।২	গিন্নার	গিন্নীর
৩০০।১৬	দড়	দড়ি
৩০০।১৯	সলতে	সলতেতে
৩১০।৭	যহাশূন্যে	মহাশূন্যে
৩৪৯।১	বৈদ্যাতক	বৈদ্যুতিক
৩৪৯।২১	ছ াদকে	ছ দিকে
৩৬৯।১৮	সে র	সেটির
৩৮৭।২	বাইয়ে	বাইরে
৩৯৯।২০	গেছ	গেছে
৩৯৯।২৯	তেপুঁ	পুঁতে
৪২৯।২	দর্পণের	দর্পণে
৪২৯।৩০	খাকলে	থাকলে
৪৩০।২৮	সূক্ষ	সূক্ষন
৪৪৬।২৬	দয়জার	দরজার

* ৬৯ পৃষ্ঠায় অধ্যায় তৃতীয় না হইয়া দ্বিতীয় চিহ্নিত হওয়াতে ও বাহুল্য এবং নক্শা যথাক্রমে বাহুল্য এবং নক্সা হওয়ার ত্রুটী মার্জনীয়।

পরিশিষ্ট

জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রসূতি যাদুবিদ্যা একালের বাস্তব বুদ্ধির বিচারে যতই অনাদৃত হোক না কেন শরীর ও মনের স্বাস্থ্যরক্ষায় পৃথক ব্যবস্থার যে অনিবার্য প্রয়োজন তা অগ্রাহ্য করা যায় না। পার্থিব তথা বাস্তব সার্থকতা ছাড়াও অলৌকিক জ্ঞানের মননশীলতায় মানুষ প্রবৃত্ত হয়েছে ও থাকবে। মনের মানসপটে যে-দেবত্ব অতি-মানবরূপে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় আজও অচেতন, যাদু তার মায়াজাল রচনার দৃষ্টান্তে তাকেই বারংবার আবাহন করছে। বুদ্ধির প্রাথর্যে যাদু মানব-চিত্তে আত্মোন্নতির উৎসাহ জোগায়।

ঐহিক বোধ ও অলৌকিক চেতনার মধ্যে পার্থক্যের প্রাচীর খুব বেশী যে এখন দুর্ভেদ্য নয় তা বিংশ শতাব্দীর পরমাণু খণ্ডনের কীর্তিতে প্রতীয়মান হয়েছে। যা ঘটছে তা আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা আহরণ করে মগজের ধূসর কোষের বিশ্লেষণের রায়কেই নির্বিবাদে মান্য করি। কিন্তু ঐ ধূসর কোষের বিচারকটি কি ও কে তা আজ পর্যন্তও অখ্যাত অজ্ঞাত অপরিচিত। যে ইন্দ্রিয়াতীত চৈতন্য জড়-বিজ্ঞানীদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে সেই অবাঙ্-মানসগোচর বুদ্ধিই যদি আমাদের পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ অনুভবের অধ্যক্ষ হয়ে থাকে তা হলে ইন্দ্রিয়াতীত বুঝাবুঝিকেই বা আমরা নস্যাৎ করি কোন্ যুক্তিতে?

মানব-সংস্কৃতির প্রাণ-বন্যায় অন্তর্লোক আনন্দময় করার প্রয়াসে ললিতকলা আজও সমর্থ ও সার্থক। মানব-মানসের সর্বজয়ী উচ্চাশায় চারুকলা যদি কখনও উৎসাহ না দেয় তা হলে মানুষের গোষ্ঠী-জীবনে ঘোর দুর্দিন শুরু হবে। মনুষ্যত্বই মানুষের দেবত্ব। চারুকলা এই দেবত্বের বন্দনায় অমৃতের পুত্রদের অমরত্বের সন্ধান দিতে থাকুক।